সদালাপ।

সদালাপ।

প্রথমখণ্ড।

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ।
যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥
[ভরদ্বাজোক্তি।]

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

চুঁচুড়া—বুধোদয় প্রেসে
শ্রীরাজকুমার সেন দ্বারা মুদ্রিত।
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

উৎসর্গ।

যে পুত্ররত্ন তিন বৎসর মাত্র বয়সে তাহার পূজ্যপাদ পিতামহদেবের শ্রীচরণে "নম নম" বলিয়া ফুল দিয়া প্রত্যহ পূজা করিত; যাহার রূপে এবং গুণে মুগ্ধ হইয়া, কেহই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না; যে কখন একটী মিথ্যা কথার ব্যবহার বা কখন কোন প্রকারে স্বীকৃতির অপালন করে নাই; যে রোগীর ও গুরুজনের সেবায় এবং শোকার্ত্তের সান্ত্বনায় সকলের অগ্রণী হইত; যাহাকে কেহ কখন কোন বিষয়ের জন্য ক্রোধ বা কাতরতা প্রকাশ করিতে দেখে নাই; যাহার স্বদেশী-প্রীতি এবং আর্য্যশাস্ত্রে ভক্তি সুগভীর অথচ সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষ বর্জ্জিত ছিল; যাহার মন দরিদ্রের জন্য সর্ব্বদা সহানুভূতিপূর্ণ থাকিত; যাহার হাসি মুখের সুমিষ্ট সারগর্ভ কথার জন্য তাহার বয়োজ্যেষ্ঠগণ সানন্দে তাহার মতাবলম্বী হইতেন; যাহার সাংসারিক সকল বিষয়েই উচিত অনুচিতের ঠিকানা করা থাকিত, কখন মতস্থির জন্য কালবিলম্ব দেখা যাইত না; যাহার জীবনের অচিন্তনীয় ঘটনা পরম্পরায় বহু মহাপুরুষ সংশ্রব এবং তীর্থদর্শনাদি কার্য্য উনবিংশ বৎসর বয়সের মধ্যেই ঘটিয়া গিয়াছিল; যাহার উপরে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীদিগের সকলের প্রাণ পড়িয়াছিল; যাহার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির আনন্দ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল; যাহার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রদাতা মহাপুরুষ সমক্ষে ৺বারাণসীধামে সোমবার একাদশীর দিন ধ্রুবযোগে এক বৎসর হইল, মুনিঋষিদিগের লোভনীয় ভাবে সহজে সজ্ঞানে বন্ধন মুক্তি হইয়া মহামৃত্যুর পারে অমৃতে সংযোগ ঘটিয়াছিল; সেই সুচরিত্র সুপুত্র ৺সোমদেব মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র স্মৃতিকে উৎসর্গ করিয়া বহু মহাপুরুষের চরিত্র এবং উক্তিসংসৃষ্ট বলিয়া সুচরিত্র গঠনের সহায়ক ও জাতীয় জীবনী শক্তির সম্বর্দ্ধক হইবে মনে করিয়া এই 'সদালাপ' সংগ্রহ স্বদেশীয় আবালবৃদ্ধ বনিতার হস্তে ভক্তি ও প্রীতি সহকারে অর্পণ করিলাম।

বাঁকিপুর
শ্রাবণ কৃষ্ণাএকাদশী

মুখবন্ধ।

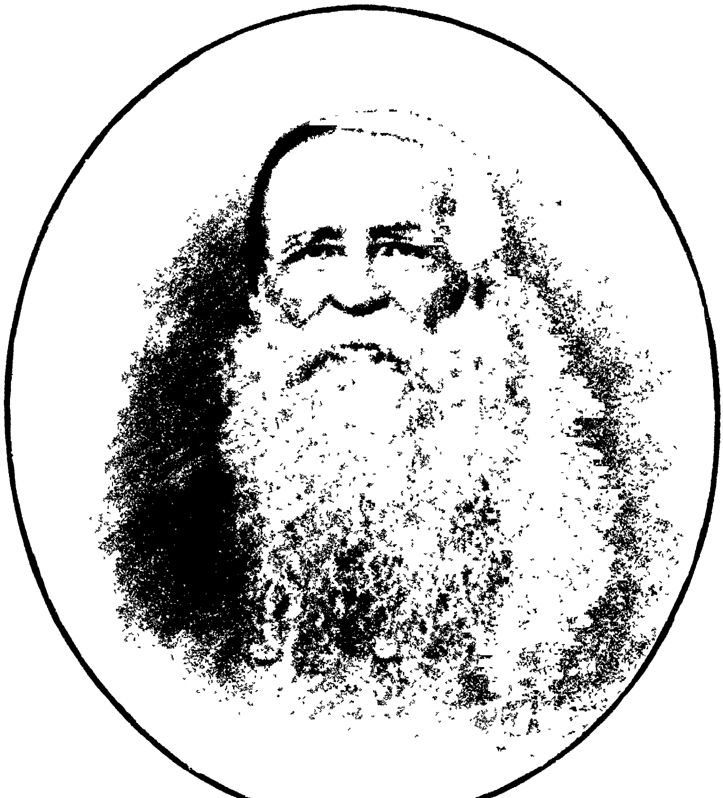
সদালাপে সংগৃহীত রত্নগুলির অধিকাংশই প্রাচীন কাল হইতে মানবের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং অল্লাধিক পরিবর্ত্তিত আকারে ভূমণ্ডলের একাধিক ভাষায় মুদ্রিত আছে; তবে এই সংগ্রহে সকল কথাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোনটী কোথা হইতে প্রাপ্ত তাহার কিছু কিছু 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশের সময় বলা হইয়াছিল।

এগুলি পরিবারবর্গের এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত পড়ায় খানিকটা সময় আনন্দে কাটিতে পারে। প্রবন্ধ গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেই জন্য রেলে, ট্রামে, নৌকায় ও ঘোড়ার গাড়ীতেও পড়া চলিতে পারে।

এই সংগ্রহে সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই প্রতি প্রীতিপোষণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভাল কথা প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এমন হিন্দু নামধেয় ব্যক্তি আছেন, যিনি মুসলমান মহাত্মাদিগের প্রশংসা দেখিলেই চটিয়া আগুন। এমন মুসলমানও আছেন যিনি সম্রাট আরঙ্গজিবের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তিবশতঃ ঐ সম্রাটের ঐতিহাসিক চরিত্র সমালোচনাকে "মুসলমান বিদ্বেষের" পরিচায়ক মনে করেন। কাহারও বা অলৌকিকের সংশ্রবে বা মূর্ত্তিপূজার উল্লেখে মনের এমন অবস্থা হয় যে তাঁহারা ঐ বিষয় সংস্পৃষ্ট কোন উপদেশে আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, বর্ণাশ্রম প্রভৃতি বিষয়েও নানা মতভেদ। এরূপ দুরূহ স্থলে কর্ত্তব্য কি?

আমার মনে হয় যে, পাঠকগণ প্রথমে একবার সমস্তটা তাড়াতাড়ি পড়িবার সময় যে গুলি ভাল না লাগে, সে গুলি যদি পেন্সিলের দাগ দিয়া কাটিয়া দেন এবং দ্বিতীয় বারে সে গুলি না পড়েন, তাহা হইলে এই সংগ্রহ হইতে সকলেরই নির্ম্মল আনন্দ লাভ ঘটিতে পারে। যেটা একজন কাটিয়া দিবেন সেইটাই হয়ত আর একজনের খুব ভাল লাগিবে। ফলতঃ এই পুস্তক সম্বন্ধে যে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছি, সমস্ত জীবনে সকলের সহিত

ব্যবহারেই সেই প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে সকলেরই মনে শান্তি এবং আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। যে বিষয়ে যাঁহার সহিত মতের মিল হইতেছে না দেখা গেল, তাঁহার সহিত সে বিষয়ের আলোচনা অবিলম্বে ছাড়িয়া দেওয়া এবং তাঁহার সহিত যে যে বিষয়ে মতের মিল আছে বা থাকিবার সম্ভাবনা কেবল সেই সকল বিষয়েই ভাল কথার আলোচনা করা সঙ্গত. উহাতে সকল মানব-ধর্ম্ম-সূত্রের মূলস্বরূপ সহানুভূতির এবং প্রীতির বৃদ্ধি হইবার কথা।



ভূদেব মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র।

বিষয়		সংখ্যা
অটল ন্যায়পরতা, আরিষ্টাইডিস	...	৮
অধ্যবসায়, গদাধর ভট্টাচার্য্য	...	১২
অনালস্য, বশীভূত ভূত	...	৮১
অপ্রয়োজনীয় ব্যয়, অপব্যয়	...	১৪
অবিচলিত বশ্যতা, রোমীয় শাস্ত্রী	...	৮৪
অবিচলিত বশ্যতা, কাসাবিয়াঙ্কা	...	৮৫
অসরল ব্যবহার, শাইলক	...	১৭
অসরল ব্যবহার, বোগ্দাদের নাপিত	...	১৮
আতিথেয়তা, মুসলমানের গড়গড়া	...	২৮
আতিথেয়তা, আরবের	...	২৯
আতিথেয়তা, মাটির ভাঁড়	...	৩০
আতিথেয়তা ময়ূরভঞ্জে	...	৩১
আতিথ্য, মহাত্মা মারুফ	...	৯০
আত্মজয়, হিন্দু সন্ন্যাসী ও সিকন্দর সাহ	...	৪৮
আত্মদোষানুসন্ধান, মথডুম সাহ	...	৫৯
আর্ত্তে দয়া, সোণার থালা	...	১৪
আত্মোৎসর্গ, কালে নাগরিকগণের	...	৯৩
আত্মোৎসর্গ, পঞ্চশিখের	...	৯৪
আত্মোৎসর্গ, উইঙ্কেল রীড্	...	৯৫
আদর্শ তীর্থযাত্রা, মহারাণী শরৎসুন্দরী	...	১১১
আদর্শ ব্রাহ্মণের কৃপা, ত্রিপুরারাজ্যে	...	১২১
আদর্শ স্বদেশভক্তি, ম্যান্লিয়স টর্কোয়াটস	...	৬৮
আদর্শ সংস্কারক ও সাধক, আগমবাগীশ	...	১২৭

বিষয়		সংখ্যা
আদর্শ হিন্দু বিধবা, মহারাণী শরৎ সুন্দরী	...	১১০
উদারতা, স্কুলের ছেলে	...	৪
উন্নতির উপায়, জনকরাজা	...	১২
উন্নতির উপায়, মার্কিন গ্রাজুয়েট	...	১৩
এক লক্ষ্য, খলিফা ওমর	...	১০৭
এক লক্ষ্য, দামোদর পন্থ	...	৭৬
একজোট হওয়া, যুধিষ্ঠির	...	১০৩
কর্ত্তব্যপরায়ণতা, ইংরাজ অফিসরের আত্মত্যাগ	...	৪২
কর্ত্তব্যপরায়ণ পাদ্রি, বিশপ উইলিয়ম	...	৯৯
কর্ত্তব্য পালন, স্বামী ভাস্করানন্দের উপদেশ	...	২৩
কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা, ডাক্তার হে	...	৮৬
কর্ম্মফল, যক্ষের চারি প্রশ্ন	...	৭৭
কর্ম্মযোগ, নারদের দুধের বাটি	...	৬৬
কলি মাহাত্ম্য, কখন ও কিরূপে	...	৭৮
কার্য্যদক্ষতা ও সহৃদয়তা, মহারাণী শরৎসুন্দরী	...	১১২
কুলপ্রথারক্ষা ও কর্ম্মচারীর সম্মান, ঐ	...	১১৩
কৃতজ্ঞতা, কারিকরের খরচ	...	১০
কৃতজ্ঞতা, কৃষ্ণপান্তী	...	৫৯
গুরুভক্তি, শিখ শকটচালকের আত্মত্যাগ	...	৪১
গুরুর অভাব নাই, চতুর্ব্বিংশতি গুরু	...	১৪০
...য়া, সুইডেনের হাঁসপাতাল	...	১১
...ানধর্ম্ম, মিঃ ভার্গেভি	...	৭৪
...ানধর্ম্ম, মহাত্মা ইব্রাহিম	...	৫৪

বিষয়		সংখ্য
দানধর্ম্ম, মহারাণী শরৎসুন্দরী	...	১৯
দীর্ঘসূত্রতা, অসত্যাচরণ	...	১৪
দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস, মণিকর্ণিকা স্নান	...	১২০
দেশের উন্নতি, আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের	...	১৪৯
দেশের জন্য আত্মবলি, গুরু তেগ বাহাদুর	...	৮৭
ধর্ম্মই রক্ষা করেন, যুধিষ্ঠিরের চারি পরীক্ষা	...	১০২
নামে ভক্তি, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র	...	১৩৭
নির্ভর,	...	১৬০
নির্ভরতার শান্তি, সোমদেব	...	১৫৭
নিরহঙ্কার, কৃষ্ণপান্তী	...	৬০
নিষ্কাম নিখুঁত ভক্তি, অর্জ্জুনের পরীক্ষা	...	৬৫
নিষ্কাম যোদ্ধা, মহাত্মা আলি	...	৪৩
নিস্পৃহতা, পরমহংসদেবের মাতা	...	১৫৮
নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ, বুনো রমানাথ	...	১২৯
নেতার প্রতি ভালবাসা, রাজা ডেভিড্	...	৬৯
নেতার সহানুভূতি, মহাত্মা আলি	...	৫০
পণ্ডিতের সম্মান ও সাহায্য, বিশ্বনাথ ফণ্ড	...	১৪৭
পিতৃঋণ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০০
পিতৃভক্তি ও স্বদেশপ্রীতি, সোমদেব	...	১৫৬
পুরোহিতের দেহোৎসর্গ, মেওয়ার	...	৭৩
প্রকৃত ফকির দর্শন, ছোট লাটের	...	৩৬
প্রকৃত প্রতিশোধ, গুরুগোবিন্দ	...	৮৮
প্রকৃত সন্ন্যাসী, আত্মনিবেদন	...	৯৬

বিষয়		সংখ্যা
গজাপ্রিয়ের নির্ব্বাসন, আরিষ্টাইডিস	...	০
প্রতিজ্ঞা রক্ষা, গোসাইয়ের পুত্রের মাথা	...	১৩৪
প্রবঞ্চনার শাস্তি, পবিত্র হিন্দু বিশ্বাস	...	৮৯
প্রাচীন কালের ছাত্র, উদ্দালক	...	৫৮
প্রাচীন কালের ছাত্র, উপমন্যু	..	৩৯
প্রাচীন ভারতের ঋষিপত্নী, দেবহুতি	...	১৩৮
ফকিরের কথা, কর্ম্মবন্ধনচ্ছেদ	...	৩২
ফকির সাহেব, উদারদৃষ্টি	...	৬৯
বন্ধুত্ব, কৃষ্ণদাস পাল	...	১৩০
বাল্যের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়	...	১০৪
বাহ্য উপাসনা, সম্রাট আরাঙ্গজেব ও ফকীর সরমদ	...	৪৭
বিনয়ের কারণ, নিজের গুণ	...	১৫২
বিশ্বাসী দ্বারবান, শাহ আব্বাসের কথা	...	১১৯
বিশ্বাসী, মান্দ্রাজের বেহারা	...	৭১
বৈরাগ্যের শাস্তি, ভর্তৃহরি	.	৯৭
বৈরাগ্য, জেলের	...	২২
বৈরাগ্য, মেথরের	...	২৬
ব্রহ্মতেজ, মৈথিল পণ্ডিত	...	২০
ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ ক্ষমা, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ	...	৩৪
ব্রাহ্মণত্ব কিসে, লোমশ মুনির কথা	...	১৫০
ভক্তি, সূচীর ছিদ্রে হাতী পার	...	৩৯
ভক্তিতে ভগবানের আবির্ভাব, জামাতার নিষ্ঠা	.	১২৮
ভক্তের ভগবান, বালকের নির্য্যাতন	...	৮০

বিষয়		সংখ্যা
ভদ্রতা, চতুর্থ হেনরী ও ভিক্ষুক	...	১০৫
মঙ্গলময়ের বিধান, বৈদেশিক অধিকারেও দেশভাষার উন্নতি		১৩৮
মঙ্গলময়ের ব্যবস্থা, মৌলবীর শিক্ষালাভ	...	১৫৯
মনিবের সহানুভূতি, ৺ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৩২
মন্ত্রশক্তি, বৃত্রাসুরের যজ্ঞ	...	১৩৩
মহত্ত্ব, মিঃ কিলবি	..	৯৮
মহত্ত্ব, পাণ্ডার দরোয়ান	...	১২৪
মহাপুরুষের মন, মহাত্মা ওমর	...	১০৬
মানস পূজা, দধির খুরি	...	২১
যথেচ্ছাচারীর শঙ্কা ও বন্ধুত্বের মাহাত্ম্য, ড্যামোক্লিস ও ড্যামন		১৯
যার মন উচ্চ সেই বড়, মেথর সর্দ্দার	...	১৩৫
রাজস্ব—ন্যস্তধন, রাজা হরিশ্চন্দ্র	...	৬১
রাজস্ব—ন্যস্তধন, সম্রাট নাজির উদ্দীন	...	৬২
রাজস্ব—ন্যস্তধন, খলিফা ওমর	...	৬৩
রাজস্ব—ন্যস্তধন, বোগ্দাদের খলিফা	...	৬৪
রাজার কর্ত্তব্য, সুলতান সলিমান	...	৫৩
রাজোচিত উদারতা, তৃতীয় উইলিয়ম	...	১১৭
রাজোচিত ধৈর্য্য, চতুর্দ্দশ লুই	...	৯২
শিষ্টাচার, লর্ডষ্টেয়ার	...	৫২
সংযতের উপদেশ, গুড় খাওয়া	...	২৭
সঙ্গত আত্মগৌরব, সর্ব্ববর্ণের	...	১৬৬
সততা, জর্ম্মন কৃষক	...	২
সত্যরক্ষা ও উদারতা, নেপোলিয়ন	...	৫

বিষয়		সংখ্যা
সত্যাচরণ, হাইল্যাণ্ডার বালক	...	১৫
সত্যাচরণ, কুকাশিখ	...	১৬
সতীধর্ম্ম, ইলিয়ানর ক্রিশ্চিয়ানা	...	১২২
সতীধর্ম্ম, পতিগতপ্রাণা	...	১১৮
সতীধর্ম্ম, পীটসের স্ত্রী	...	১২৩
সতীধর্ম্ম, ম্যাডাম লাভার্ণ	...	১১৯
সত্য ও অস্তেয়, বাঙ্গালী মুন্সেফ্	...	১২৬
সত্যকথন, সুলতান ও ফকির	...	১৪৮
সত্যপালন, কৃষ্ণপান্তী	...	৫৮
সৎকার্য্যে উদ্যম, ব্রাহ্মণের ডোবা	...	৩৫
সৎসঙ্গ, হাতে অমৃতভাণ্ড	...	৭৫
সদাশয়তা, মহারাণী শরৎসুন্দরী	...	১১৫
সদ্বিবেচনা, রাজমোহন সরকার	...	১৩১
সভক্তিক আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, সোমদেব	...	১৫৫
সময় ঠিক রাখা, ওয়াশিংটন	...	১৪৫
সময় ঠিক রাখা, মিঃ অ্যাডাম্‌স	...	১৪৪
সম্মানার্হ কে? স্যর অ্যাশলি ঈডেনের উক্তি	...	১৫১
সম্মিলনের একমাত্র উপায়, সহানুভূতি	...	৪৫
সরলতা, সত্যবাদী চোর	...	৫১
সহজাত শিষ্টাচার, সোমদেব	...	১৫৪
সহানুভূতির সুখ, বিসমার্কের চুরুট	...	৬
সহানুভূতির সুখ, জ্বরের তৃষ্ণা	...	৭
সহৃদয়তা, মহারাণী ভিক্টোরিয়া	...	৮

বিষয়		সংখ্যা
সহৃদয়তা, ইটালীর রাণী	...	৯
সাধুতা, হাতেম	...	১০১
সাধুসঙ্গ, মুটে মহাপুরুষ	...	৩৭
সাধু সেবার ফল, রামচরণ তেওয়ারী	...	২৪
সাধু দর্শনের ফল, দ্রৌপদীর উক্তি	...	২৫
স্থির বুদ্ধি ও আজ্ঞা পালন, গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়	...	১৪২
সেবাধর্ম্ম, আইয়াজ	...	৭২
সৌজন্য, বেহালার ওস্তাদ	...	৬
স্পষ্টবাদী কাজী, বোগদাদের	...	৯১
স্মৃতিশক্তি, মহেন্দ্রদেব মুখোপাধ্যায়	...	১৪১
স্বর্ণালঙ্কারের অনিষ্টকারিতা, ওভারসিয়ার বাবু	...	৪৪
স্বদেশ প্রেম, জাপানী শ্রমজীবীর জননী	...	৩০
স্বদেশভক্তি, গজম্যান	...	১২৫
স্বদেশভক্তি ও স্মৃতিশক্তি, বাসুদেব	...	৫৫
স্বদেশভক্তি ও ধীশক্তি, রঘুনাথ শিরোমণি	...	৫৬
স্বদেশভক্তি ও সত্যাচরণ, রেগুলাস	...	৮২
স্বদেশে সদাচার-রক্ষা, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন	...	৫৭
স্বদেশী শিল্পীর প্রতি দয়া, মিসেস চ্যাপলেন	...	৫৭
স্বধর্ম্মে ভক্তি, কিরূপে রক্ষা হয়	...	১
স্বাবলম্বনে রুচি, সোমদেব	...	১৫৩
স্বামীর সহিত তাদাত্ম্য, মহারাণী শরৎসুন্দরী	...	১০৯
হিন্দু বালিকার সুশিক্ষা, মহারাণী শরৎসুন্দরী	...	১০৮

সদালাপ।

১। স্বধর্ম্মে ভক্তি কিরূপে রক্ষা হয়।

যখন ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যায় অনাস্থা ও স্বধর্ম্মে অভক্তি খুবই বাড়িতেছিল সেই সময় পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। প্রথম দিনই ভূগোল পড়াইতে পড়াইতে মাষ্টার রামচন্দ্র মিত্র বলেন "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল। কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।" পিতৃভক্ত পূজ্যপাদ ৺ভূদেব বাবু গৃহে উপস্থিত হইয়াই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা পৃথিবীর আকার কি রকম?" তাঁহার পিতা সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পরমসাধক পূজ্যপাদ ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই বলিয়া তিনি গোলাধ্যায় পুস্তকে দেখাইয়াদিলেন "করতলকলিতামলকমমলং বিদন্তি যে গোলং।" পরদিন রামচন্দ্র বাবুকে গোলাধ্যায়ের ঐ অংশটি দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল। তোমার বাবা বলিবেন বৈকি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ।"

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী পুস্তক পাঠ কালে যখনই কোন নূতন কথা শুনিতেন বা কোন ইংরাজ কবির লেখায় কোন উচ্চ ভাব দেখিতেন তখনই তাঁহার পিতার নিকট সেই কথা বলিতেন এবং তিনিও দেখাইয়া দিতেন যে সংস্কৃত ভাষায় তাহার অনুরূপ বা তদপেক্ষা আরও

সদালাপ।

উচ্চতর কথা আছে। এইরূপে ইংরাজী শিক্ষা হওয়ায় তাঁহার আত্মগৌরব রক্ষিত হইয়া স্বধর্ম্মে ভক্তি অচলা ছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় কার্য্যশৃঙ্খলা শিক্ষার জন্য যত্ন সহিত সকল হিন্দু মুসলমানের যাহাতে স্ব স্ব ধর্ম্মে ভক্তি থাকে তাহারও ব্যবস্থা করা এক্ষণে একান্তই প্রয়োজনীয়। শিক্ষক রামচন্দ্র বাবু প্রকৃতই বলিয়াছিলেন যে, সকল হিন্দু ছাত্রের ঘরে শাস্ত্র শিক্ষার ওরূপ সুবিধা নাই। কিন্তু এরূপ শিক্ষা না পাইলেও প্রকৃত পক্ষে উচ্চ ধরণের লোক প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব।

২। সততা — জর্ম্মন কৃষক।

জর্ম্মনিতে যুদ্ধকালে কয়েক জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া কোন কাপ্তেন অশ্বের আহার জন্য ঘাষ, ভূষি ও শস্য সংগ্রহে বাহির হইয়াছিলেন। চারিদিকেই শুষ্ক মাঠ। কাপ্তেন একজন চাষাকে ধরিয়া বলিলেন "কোথা ফসল আছে দেখাইয়া দে।" চাষা অগত্যা পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। একটী জঙ্গল পারে নিম্নভূমিতে ফসল ছিল কাপ্তেন উহাই কাটিতে চাহিলেন। চাষা বলিল "আর একটু আগে চলুন।" অনেকটা পথ যাওয়ার পর চাষা ক্ষেত্র দেখাইয়া দিল। সৈন্যেরা সমস্ত ছোলার গাছ উপড়াইয়া বোঝা বাঁধিয়া ঘোড়ার উপর তুলিয়া ছাউনির দিকে চলিল। অনর্থক হাঁটানয় অসন্তুষ্ট কাপ্তেন রাগিয়া বলিলেন "প্রথম ক্ষেত্রের ফসলও ভাল ছিল। অনর্থক এতটা হাঁটাইলে কেন?" চাষা উত্তর করিল "মহাশয়! এ ক্ষেতটা আমার; যখন দাম দেওয়া হইবে না, তখন পরের ক্ষেত দেখাই কিরূপে?"

৩। সৌজন্য — বেহালার ওস্তাদ।

ভিয়েনা নগরে একজন অন্ধ বৃদ্ধ ভিক্ষুক পথের ধারে বসিয়া বেহালা বাজাইত। টুপি চিত করা পড়িয়া থাকিত। দয়ালু ব্যক্তিরা কেহ কেহ

এক একটী তাম্রখণ্ড তাহার টুপির ভিতর ফেলিয়া দিতেন। একদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিছুমাত্র না পাইয়া বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণ মনে বেহালা ধরিয়া বসিয়াছিল। এক-জন ভদ্রলোক পথে যাইতে যাইতে উহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন "ভাই? তুমি শ্রান্ত হইয়াছ, আমাকে বেহালাটা দাও, আমি একটু বাজাই, দেখি কেহ ভিক্ষা দেয় কিনা।" বেহালায় সুর বাঁধিয়া আগ-ন্তুক বাজাইতে আরম্ভ করিলে অন্ধের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ হইতে লাগিল। বাজনার মাধুর্য্যেই যেন তাহার দারিদ্র দুঃখ দূর হইতে লাগিল। পথের লোকও সেই বাজনা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া ভিড় লাগিয়া গেল। বৃদ্ধের টুপি অল্প সময়ের মধ্যে স্বর্ণ এবং রজত খণ্ডে ভরিয়া গেল। ভিয়েনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইউরোপ-বিখ্যাত বেহালার ওস্তাদ বৃদ্ধের উপকারার্থে বেহালা বাজাইতেছিলেন। স্বোপার্জ্জিত টাকা হইতে তিনি একটা মোহর দিলে 'দান' হইত কিন্তু এতটা সৌজন্য প্রকাশিত হইত না।

৪। উদারতা — স্কুলের ছেলে।

কলিকাতার কোন স্কুলে দুইটী খুব ভাল ছেলে পড়িত। উহারা প্রতি পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। পরীক্ষার পূর্ব্বে একজনের মাতার পীড়া হইল। সেই কারণে প্রায় দুই মাস উহার পড়াশুনা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মাতৃ-বিয়োগের পর সে আসিয়া পরীক্ষা দিলে সকলেই স্থির করিয়াছিল সে খুব ভাল ছেলে হইলেও এবারে সে প্রথম স্থান পাইবে না- -যে দ্বিতীয় হইত সেই এবারে প্রথম হইবে। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে তাহাতে দেখা গেল, যে প্রথম হইত সেই প্রথম হইয়াছে, যে দ্বিতীয় হইত সে দ্বিতীয়ই আছে। শিক্ষকের বড়ই কৌতুহল হইল। উভয়ের উত্তরের কাগজ চেষ্টা করিয়া মিলাইলে জানিলেন যে, প্রতি প্রশ্নের

কাগজেই দ্বিতীয় বালক কিছু কিছু উত্তর লেখে নাই। কিন্তু যে সকল উত্তর ঐ বালক লেখে নাই তাহা কঠিন নহে; বরং সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে সেইগুলিই সহজ। শিক্ষক এই কথা বালককে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "ও আমার চেয়ে ঢের ভাল ছেলে। ওর মার রোগ ও মৃত্যুর জন্যই 'এবারে' আমি হয়ত পরীক্ষায় প্রথম হইতাম। তাহা কি উচিত? এই জন্য, আর ওর এ সময়ে প্রথম হইলে তবু একটু সুখ হইবে বলিয়া ওরূপ করিয়াছিলাম। আমার মা আছেন। ওর ত আর নাই! কিন্তু একথা কাহাকেও বলিবেন না। আপনি এত খোঁজ করিতে গেলেন কেন?" শিক্ষক বলিলেন "তুমি সব চেয়ে বড় যে পরীক্ষা—মহত্ত্বের পরীক্ষা—তাহাতে প্রথম হইয়াছ এবং যাবজ্জীবন থাকিবে। স্কুলের পরীক্ষা তাহার নিকট নগণ্য।"

৫। সত্যরক্ষা ও উদারতা — নেপোলিয়ন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন ব্রাইরেনের সামরিক বিদ্যালয়ে পড়িতেন তখন একজন ফলওয়ালীর নিকট ধার করিয়া ফল খাইতেন। বাড়ী হইতে টাকা আসিলেই ধার শুধিতেন কিন্তু ফল ভালবাসিতেন বলিয়া ধার সর্ব্বদাই হইত। যখন পড়া শেষে স্কুল ছাড়িয়া যান তখনও কয়েক আনা ধার ছিল। নেপোলিয়ন ফলওয়ালীকে বলিলেন "এখন শোধ দিতে পারিবনা। কিন্তু আসিয়া একদিন শোধ দিব।" ফলওয়ালী বলিল "তোমাকে অনেক বেচিয়াছি। এমন খরিদদার কোন ছেলেই নয়, ও কয় আনার জন্য এসে যায় না।"

বহু বর্ষ গত হইল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট হইয়াছেন। একদিন ব্রাইরেনের সামরিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলেন। ধুমধাম সমস্ত দিন হইল।

সন্ধ্যার পর সম্রাট ফলওয়ালীর বাড়ী গেলেন ও ভাল ফল চাহিয়া ছেলে বেলার মত খাইতে বসিলেন। বলিলেন "আজ এখানে সম্রাট আসিয়াছেন ?" বৃদ্ধা বলিল "হাঁ, তিনি বাল্যকালে এইখানে পড়িতেন এবং আমার খুব ভাল খদ্দের ছিলেন।" সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন "দাম দিতেন ত ?—" বৃদ্ধা বলিল "হাঁ দাম দিতে কখন বাকী থাকিত না।" তখন নেপোলিয়ন বলিলেন "তিনি সম্রাট হইয়াছেন বলিয়া তুমি তাঁহার অযথা তোষামদ করিতেছ ; এখনও তোমার কয় আনা পাওনা আছে—আর এত দিন সম্রাট তাহা দেন নাই।" বৃদ্ধা তখন ভাবে ও স্বরে বুঝিতে পারিয়া আনন্দে সম্রাটকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। নেপোলিয়ন বৃদ্ধাকে কয়েক সহস্র মুদ্রা দিলেন ; তাহার কন্যার বিহাহের ভার লইলেন এবং সামরিক বিদ্যালয়ে বৃদ্ধার পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

৬। সহানুভূতির সুখ বিসমার্কের চুরুট।

কোণিগ্রাট্জের যুদ্ধে প্রুসীয়েরা অষ্ট্রীয়ার সামরিক বল চূর্ণ করিয়া দেয়। সেই যুদ্ধের দিন অনবরত ছুটাছুটিতে পরিশ্রান্ত প্রুসিয় মন্ত্রী প্রিন্স বিসমার্ক পকেটে একটি চুরুট বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন যে যুদ্ধশেষে কোথাও হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া চুরুটটীর ব্যবহারে শ্রান্তি দূর করিবেন। রণস্থলে একজন জর্ম্মাণ সৈনিক আহত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়া বিসমার্ক ঘোড়া হইতে নামিলেন, কিন্তু উহাকে কি দিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না। পকেটে টাকা মোহর ছিল। যাহার মৃত্যু সন্নিকট তাহার টাকায় কি হইবে ? চুরুটটির কথা মনে পড়িল। তাহা ধরাইয়া বিসমার্ক উহার মুখে দিলেন। সৈনিক চুরুটটি টানিতে আরম্ভ করিলেই তাহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে যে আনন্দের রেখা আসিল ও নয়নে

সদালাপ'।

যে কৃতজ্ঞতার সজলদৃষ্টি আসিল তাহার উল্লেখে আধুনিক জর্ম্মাণির সকল উন্নতির মূল প্রিন্স বিসমার্ক বলিতেন "যে চুরুটটির ধূমপান আমি করি নাই, তাহার মত আনন্দ উপভোগ অন্য কোন চুরুট হইতে আমার হয় নাই।"

৭। সহানুভূতির সুখ — জ্বরের তৃষ্ণা।

কোন সময়ে গ্রীষ্মকালে পূজ্যপাদ ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বাতশ্লেষ্মা-জ্বরের বিষম তৃষ্ণায় কষ্ট পাইতেছিলেন। কবিরাজ বিন্দুমাত্র জল দিতে অস্বীকৃত হইলে তিনি বলিলেন দুইটি ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া সামনে বসাইয়া ডাব, সরবত, তরমুজ প্রভৃতি খাওয়াও। তাহা করিতেই ঐ পবিত্রচেতা মহাপুরুষের তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণের মুখে যাঁহারা পিতৃপুরুষকে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইতে অভ্যস্ত —আর্য্যশাস্ত্রের পবিত্র উপদেশে যাঁহাদের চরিত্র গঠিত—"তস্মিন্ তৃপ্তে জগৎ তৃপ্তং"—এবং সর্ব্বঘটে নারায়ণ তাঁহারা সুস্পষ্ট অনুভব করিতে সহজেই সক্ষম। আজও ভাল হিন্দু গৃহস্থমাত্রেই নিমন্ত্রিতদিগকে সময়ে খাওয়াইতে না পারিলেই কষ্ট হয়; উহাঁদের ভোজন আরম্ভ হইলে আর নিজের অভুক্ত থাকার কষ্ট থাকে না।

৮। সহৃদয়তা — মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

একদিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া চারি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। ঐ গাড়ীর আগে ও পিছনে কয়েকটি অশ্বারোহী শরীর-রক্ষক সৈনিক ঘোড়া দৌড় করাইয়া যাইতেছিল। ঐ সময়ে একটি ছোট কফীন [শবাধার বাক্স] হস্তে একটি দরিদ্র লোক পত্নী ও কন্যাসহ গোর-স্থানে শিশু সন্তানকে কবর দিতে যাইতেছিল। উহারা সামনে পড়িলে

মহারাণী উঁহাদের পাশে ফেলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া আগে চলিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। যতক্ষণ উঁহারা বড় রাস্তা দিয়া চলিল ততক্ষণ মহারাণীর দলও ঐ শোকের মিছিলের অনুগামী হইয়া অতীব ধীরে ধীরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে আদিষ্ট হইল। গোরস্থানের গলিতে তাহারা প্রবেশ করিলে মহারাণীর দল বড় রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। যে কেহ এই সৌজন্য এবং সহানুভূতি দর্শন করিয়াছিল সেই রাজ্ঞীর মহানুভবতায় তৃপ্ত হইয়াছিল।

৯। সহৃদয়তা ইটালির রাণী।

কোন সময়ে ইটালীর ভূতপূর্ব্ব রাণী মারবারিটা আল্‌পস পর্ব্বতে উঠিতেছিলেন। পথে ঝড়বৃষ্টি ও তুষারপাত আরম্ভ হইল। আলপাইন ক্লবের একটি ক্ষুদ্র কুটিরে গিয়া রাণী ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর আশ্রয় লইলেন। ভ্রমণকারী নানাদেশীয় আরও জন কয়েক লোক ঐ কুটিরে আশ্রয় লইয়াছিল। রাণী আসিতেই উঁহারা কুটিরের বাহির হইয়া যাইতে উদ্যোগ করিলেন। রাণী বলিলেন "এ দুর্য্যোগে আপনারা সকলেই আমার দেশে ও এই ঘরে আমার অতিথি। সকলের বসিবার স্থান না হউক, সকলেরই দাঁড়াইবার স্থান হইবে। একত্রেই থাকা যাউক।"—

যাহার পদ যত উচ্চ তাহার ততই অধিক সৌজন্যের প্রয়োজন হইলেও সৌজন্য সকলেরই থাকা সঙ্গত। রাণীর এই ব্যবহার এদেশের রেলের যাত্রিগণ স্মরণ করিলে অনেক রাগারাগি ঠেলাঠেলি পৃথিবী হইতে কমিয়া যায়। "বসিবার স্থান না হউক দাঁড়াইবার স্থান হইবে" এ কথা কয়জন বলেন? আর্ত্তের, স্ত্রীলোকের, বৃদ্ধের এবং শিশুর সুবিধার জন্য নিজেদের একটু অসুবিধা যে না করে সে ত অভদ্র। যে অপরের জন্য ঐরূপ অসুবিধা ভোগ করে সেই প্রকৃত ভদ্র। প্রত্যেক অপরিচিত ব্যক্তিকেই বন্ধু ভাবে দৃষ্টি করা উচিত।

১০। কৃতজ্ঞতা কারিকরের খরচ।

কোন কারিকরকে তাহার মনিব জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তোমার টাকা তুমি কিরূপে খরচ কর?" কারিকর উত্তর করে "অর্দ্ধেক খরচ করি, সিকি ধার দিই এবং সিকিতে দেনা শোধ করি। অর্থাৎ অর্দ্ধেক খাওয়া দাওয়াতেই যায়; সিকিতে ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করি এবং সিকি ভাগ পিতা মাতাকে পাঠাই।"—ছেলে মেয়েরা কখন ঐ দেনা শোধ করিবে কলিকালে সে আশা না রাখাই ভাল! কিন্তু পিতা-মাতার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা পোষণ সকল যুগেই সকলেরই প্রয়োজনীয়।

১১। দয়া সুইডেনের হাঁসপাতাল।

সুইডেনের রাজার ভগিনী প্রিন্‌সেস্ ইউজিনী তাঁহার হীরা মুক্তার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া একটী হাঁসপাতাল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। রোগীদিগের শুশ্রূষা জন্য ঐ হাঁসপাতালে তিনি সর্ব্বদাই যাইতেন। একটী রোগী তাঁহার দয়ায় মুগ্ধ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। রাজকুমারী ইহা দেখিয়া বড়ই তৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"আমার হীরাকখণ্ড গুলিকে আমি আবার দেখিতে পাইতেছি।"

১২। উন্নতির উপায় জনকরাজা।

যখন যে কার্য্য করিবে তাহা যতদূর ভাল করিয়া করিতে পার ততদূর ভাল করিয়া করিবে। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "যাহা করার উপযুক্ত তাহা ভাল করিয়া করারই উপযুক্ত" [whatever is worth doing at all is worth doing well]। মনে এই ভাব রাখিয়া কার্য্য করাতেই প্রকৃত মনুষ্যের উন্নতি। ইহার উপর আর্থিক উন্নতিও অনেক সময়ে হইয়া থাকে; তাই ইহাকে উন্নতির উপায় বলা হয়।

আমাদের সকল কাজই পূজাভাবে উৎকৃষ্টরূপে করিতে আদেশ। "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং"—হে জগন্মাতা, দিনরাত যাহা কিছু করি তাহা যেন তোমার পূজাভাবেই [পবিত্র মনে ভক্তি ও প্রেমের সহিত] করি। জনক রাজা অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এইভাবে কার্য্য করিয়াই রাজর্ষি পদবাচ্য ছিলেন। রাজ্য, ধন, সমস্তই ভগবানের—তিনি তাঁহার কর্ম্মচারী-ভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন—এই দাসভাবের কার্য্যে লোভ, ক্রোধ অমনোযোগ, অবহেলা প্রভৃতি একেবারে অন্তর্হিত হয়।

১৩। উন্নতির উপায় মার্কিন গ্রাজুয়েট।

মার্কিন দেশে কোন প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একজন যুবক দারিদ্র্য কষ্টে পড়িয়া একজন প্রধান সওদাগরের অফিসে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া গিয়াছিলেন। সওদাগর বলিলেন, "উপযুক্ত কাজ খালি নাই।" যুবক বলিল "যে কোন কাজ দিন। আমার প্রকৃতই অন্নাভাব হইয়াছে। সওদাগর বলিলেন "অমন সকলেই বলিয়া থাকে যে 'যে কোন কাজ' করিবে; তারপর কাজ দিলে তাহা মনের মত হয় না।". যুবক বলিল "পূর্ব্বে সেই-ভাব ছিল বটে, কিন্তু এখন হাতে কিছুমাত্র নাই এজন্য আজ আমি মনে করিয়া আসিয়াছি যে, যে কাজই হউক না তাহাই করিব। ভগবান উহাই আমার জন্য রাখিয়াছিলেন মনে করিয়া করিব।" সওদাগরের মনে হইল ইহাও ছেঁদো কথা। প্রকৃত পক্ষে এরূপ মন পাশ-করা ছেলেদের হয় ন । তিনি বলিলেন "অফিসে ঢুকিবার রাস্তাটা মেরামত করার জন্য মজুরেরা উহা খুঁড়িতেছে তুমি কি উহাদের সহিত রাস্তা খুঁড়িয়া চারি আনা রোজ লইবে?" যুবক বলিলেন "তাহাই করিব।" সওদাগর উহাঁকে একটি গাঁতি দিয়া কাজে লাগানর জন্য দরোয়ানকে হুকুম দিলেন। যুবক

সদালাপ।

খানিকটা রাস্তা চিহ্নিত করিয়া লইয়া খুঁড়িতে লাগিলেন। পাথরের খোয়াগুলি খুঁড়িয়া একধারে সরাইয়া পরিষ্কারভাবে সাজাইলেন এবং কোদাল দিয়া ও হাত দিয়া নুড়ি সরাইয়া ঐ খোঁড়া স্থানও পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন। অপর মজুরেরা যেখানটা খুঁড়িয়াছিল সে খানটায় সেদিন বৈকালে আফিস হইতে যাওয়ার সময় পাথরের নুড়ি ছড়ান থাকায় সওদাগরের গাড়ীতে হেঁচকা লাগিল—পাশ-করা যুবক যেখানটায় কাজ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে খানটায় সেরূপ হইল না। সওদাগর লক্ষ্য করিলেন যে শিক্ষিতের ও সুভদ্রের উপযুক্ত কাজ বটে। পরদিন ঐ যুবককে মজুরদের সর্দারী করিতে দিলেন এবং ॥০ রোজ দিলেন। রাস্তাটী এরূপ সুচারুরূপে প্রস্তুত হইল যে অন্য কোন রাস্তা সেরূপ হয় নাই। সর্দার সর্ব্বত্র স্বহস্তে উঁচু নীচু ঢালু প্রভৃতি ঠিক করিতেছিল। যত্ন ও পরিশ্রমের কোন ত্রুটিই হয় নাই। সওদাগর ক্রমে উঁহাকে অন্যান্য কাজের পরিদর্শনের ভার দিলেন। সব কাজই নিখুঁত হইতে লাগিল। ক্রমে যুবক সওদাগরের অংশীদার ও প্রধান কার্য্যকারক হইয়াছিলেন।—সকলেরই ঐহিক উন্নতি ওরূপ হওয়া সম্ভবে না; কিন্তু সকলেই পূজা-বুদ্ধিতে ভগবৎ প্রতিকামী হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম সুচারুরূপে করিতে অধিকারী এবং বাধ্য।

১৪। আর্ত্তে দয়া — সোণার থালা।

কথিত আছে কোন সময়ে ৺ কাশীর মন্দিরে স্বর্গ হইতে একখানি সুবর্ণ নির্ম্মিত থালা পতিত হয়। ঐ থালায় লেখা ছিল "সর্ব্বাপেক্ষা যাহারা ভালবাসা অধিক তাহার জন্য স্বর্গীয় পুরস্কার।" পাণ্ডারা ঢেঁটরা দিলেন যে বিচারের সময় পুরস্কার প্রার্থীরা আসিয়া স্ব স্ব গুণপণার পরিচয় দিবেন। সর্ব্বশ্রেণীর লোকই আসিয়া নিজ নিজ গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এক-

জন ধনী ব্যক্তি তাঁহার বিপুল বৈভব দরিদ্রদিগকে দান করিয়া ৺ কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ঐ থালা পাণ্ডারা দিলেন। কিন্তু থালাটী তথা সীসায় পরিণত হইয়া গেল। পুরস্কৃত ব্যক্তি লজ্জায় থালা নামাইয়া রাখিলে —থালা আবার সোণার হইল। পুরস্কার প্রার্থীরা মন্দিরের নিকটে আগে দরিদ্রদিগের মধ্যে মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু টাকা ছড়ানই দয়ার লক্ষণ নহে। মন্দিরের অনতিদূরে একজন বৃদ্ধ রোগক্লি ব্যক্তি পড়িয়াছিল। তাহার দিকে কেহই দেখিতে ছিল না। একজন চাষ মন্দিরে পূজা করিতে আসিবার পথে উহাকে দেখিল; দয়ায় হৃদয় ভরিয়া গেল। সে উহার মুখে জল দিয়া বাতাস করিয়া অল্প একটু দুধ কিনিয়া আনিয়া উহাকে খাওয়াইয়া ও আশ্বাস দিয়া সেবা যত্নের দ্বারা উহাকে অনেকটা সুস্থ করিল। উহাকে ধর্ম্মশালার একটা কুঠারীতে পৌছাইয়া দিয়া তাহার পর পূজা করিবার জন্য মন্দিরে গেল। প্রধান পাণ্ডা এই ব্যাপার দেখিয়াছিলেন,—হঠাৎ কি মনে হওয়ায় উহার হাতেই থালাখানি দিলেন। থালাখানি দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

["কাশীর ৺রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম" আর্ত্তে দয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত। কোথায় কোন নিরাশ্রয় যাত্রী বা সাধু পড়িয়া আছেন তাহা জানিয়া খুঁজিয়া আনিয়া তথায় সেবা শুশ্রূষা করা হয়।]

১৫। সত্যাচরণ — হাইল্যাণ্ডার বালক।

যখন প্রিন্স চার্লস প্রিটেণ্ডার [ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় জেম্‌সের পৌত্র কলোডেনের যুদ্ধে ইংলণ্ড রাজ প্রথম জর্জ্জের সেনাপতির নিকট পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইতস্ততঃ পলাইয়া বেড়াইতে ছিলেন এবং তাঁহার মস্তিকের জন্য ৩০ হাজার পাউণ্ড (৪॥০ লক্ষ টাকা

স্কার ঘোষিত হইয়াছিল, সেই সময়ে রাজসৈন্যের একজন কাপ্তেন একটী ইল্যাণ্ডার বালককে জিজ্ঞাসা করেন যে "প্রিন্সকে" সে দেখিয়াছে কিনা? দশবর্ষ বয়স্ক বালক উত্তর দিল যে সে দেখিয়াছে বটে; কিন্তু তিনি কোন্ থে গিয়াছেন ও সে কবে দেখিয়াছে সে কথা কোন মতেই বলিবে না। াপ্তেন বালককে খাপ শুদ্ধ তরবারির দ্বারা সজোরে প্রহার করিয়া বলিলেন ারের চোটে বলিতেই হইবে।" বালক আঘাতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; ন্তু তখনই বলিল "মারিলে বড় লাগে সেই জন্য চীৎকার করিলাম, নচেৎ আমি ্যাক্‌ফার্সন গোষ্ঠীয়—বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিপদাপন্ন রাজাকে শত্রু হস্তে রানয় সাহায্য আমার দ্বারা কখনই হইবে না।" কাপ্তেন বালকের সত্যপূত থায় ও তেজস্বী ধরণে এত প্রীত হইলেন যে উহাকে একটী রৌপ্য নির্ম্মিত ্রুশ পুরস্কার দিয়া চলিয়া গেলেন।

ঐ ক্রুশ এখনও ম্যাকফার্সন গোষ্ঠীয়দিগের নিকট সসম্মানে এবং সযত্নে ক্ষিত আছে।

৬। সত্যাচরণ

কুকাশিখ।

আধুনিক শিখ গুরু রামসিংহ উপদেশ দিয়াছিলেন যে "সত্যই একমাত্র র্ম। সত্যচ্যুত না হইলেই সকল কর্ত্তব্য পালন হইয়া যায়—উহাই মুক্তির কমাত্র উপায়।"

[শাস্ত্রে উক্ত আছে—"সত্যরূপং পরং ব্রহ্মঃ সত্যং হি পরমং তপঃ। ত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি॥" সাধক ও ভক্ত তুলসীদাস লিয়া গিয়াছেন—"সচ্ বরোবর তপ্ নেহি ঔর ঝুট বরোবর পাপ। জিসকা ্দেমে সচ্ হ্যায়—উসকা হৃদ্‌মে আপ॥"]

গুরু রামসিংহ শিক্ষাদান উপলক্ষে শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন। "মনুষ্যকে

দাঁত, নখ, সিং প্রভৃতি কিছুই অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহারের জন্য ভগবান দেন না;
নিরস্ত্র মানব এইজন্য সহজেই ভীরু। সেই জন্যই মহাপুরুষ গুরু গোবি
সিংহ লৌহ বা অস্ত্র ধারণ করিতে বলিয়াছিলেন। চুলের ভিতর ক্ষু
লোহার চাক্‌তি বা হাতে লোহার বালা স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের ন্যায় ধা
করিতে তাঁহার শিষ্য বা শিখগণকে তিনি উপদেশ দিয়া যান নাই। রাজা
আইন মানিয়া চলিতে হয়; নিষিদ্ধ অস্ত্র রাখিত না। একখানা বড় দেখি
ছুরি কাছে রাখিলেই মনুষ্য আর ভীরু থাকে না, সুতরাং সত্য বলিতে সাহ
পায়; আর সত্য বলিতে পারিলেই মুক্তি।"

গুরু রামসিংহের শিষ্যেরা কোমরে একখানা করিয়া ছুরি ঝুলাই
রাখিতে লাগিল এবং সত্য বলিতে আরম্ভ করিল। গুরু রামসিংহের সরল
ও পরম পবিত্র সত্যপূত মনের সংস্পর্শে তাঁহার নিরক্ষর শিষ্যেরা (উহাদে
সাধারণ আখ্যা কুকাপন্থী শিখ) তেজস্বী, ভক্তিমান, কষ্টসহ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
এবং সত্য বলিতে অভ্যাসশীল হইল। গুরু রামসিংহ যে একজন মহাপুরু
ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি অনেক সাধারণ লোককে "ভা
লোক" করিয়া ফেলিতেছিলেন।

এই সময়ে অম্বালার কসাইদের সহিত হিন্দুদের সংঘর্ষ হয়। কসাইয়ের
দলবলে সাজিয়া বাদ্য ভাণ্ড সহিত অনেক গোরু খরিদ করিয়া লইয়া যাইতে
ছিল। পাড়ার হিন্দুরা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ঐ গোরু ছিনাইবার চেষ্টা
করে, কিন্তু ছিনাইতে পারে নাই। উহার পরেই এক রাত্রে দশ বারো জন
কসাইকে গলা কাটা অবস্থায় তাহাদের আপন আপন ঘরে পাওয়া গেল।
পুলিস কতকগুলি লোককে ধরিয়া সাক্ষীর জোগাড় করিয়া চালান দিল।
তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। এই কথা একদিন গুরু রামসিংহের কাছে
হইতেছিল। গুরু বলিলেন, "এরূপে খুন করা বড়ই অসত্যাচরণ। কসাই

...নের উপর অত্যন্ত অধিক রাগ হইয়া থাকিলে এবং ধৈর্য্য ধরিতে একান্ত না পারিলে বরং উহাদের এক এক খানা ছুরি ফেলিয়া দিয়া বলা উচিত ছিল, বড়ই রাগ হইয়াছে তোমার সহিত মারামারি করিব; এস। তাহার পর সরল ও প্রকাশ্য ভাবে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে যাহা হয় হউক! শেষে আইন ভাঙ্গিয়া মারামারি করা দোষের জন্য স্বেচ্ছায় পুলিসে খবর দিয়া রাজ দণ্ড লইতে হয়। কিছুই গুপ্ত ও অপ্রকাশ্যভাবে করা উচিত নয়। তা নয়, মানুষ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে চোরের ন্যায় গিয়া গলা কাটিয়া দিয়া পলায়ন! ছি! ইহা বড়ই অসরল, অপবিত্র ও অসত্য আচরণ: সত্য সর্ব্বদা সুপ্রকাশ, সরল ও তেজঃ পূর্ণ। অসত্যই গুপ্ত অসরল ও হীনতা ও ভয়পূর্ণ। আমার শিষ্য কেহ গুপ্ত হত্যা করিতে পারে না।" গুরুর নিকটে একজন কুকা শিখ বসিয়াছিল। সে এই কথায় কাঁপিতে লাগিল এবং জিজ্ঞাসা করিল "গুরুদেব এ কি বলিতেছেন? সত্যাচরণ আবার কি? সত্য কথনই ত জানি। আমাকে যদি কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করে তাহা হইলেও কি আমার কোন খবর দিতে যাওয়ার প্রয়োজন আছে?" গুরু চমকিত হইয়া বলিলেন "তুমি কি ঐ ঘৃণিত ঘটনায় লিপ্ত?" শিষ্য বলিল "হাঁ—আমি ও দুচার জনে মিলিয়া ঐ কাজ করিয়াছিলাম, বড়ই রাগ হইয়াছিল।" গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "যাহারা দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছে?" উত্তর—"তাহারা নির্দ্দোষী"। গুরু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "এই তুমি আমার শিষ্য! এই তুমি সত্য-আশ্রয় করিয়াছ! নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড হইতেছে, নিজে গুপ্ত হত্যা করিয়া নিরাপদে রহিয়াছ!!!" শিষ্য কাতরভাবে বলিল, "গুরুদেব! সত্য কথা বলিতেই অভ্যাস করিতেছিলাম। গুপ্ত হত্যা যে অসত্যাচরণ এবং জিজ্ঞাসা না করিলেও যে সত্যাচরণ লোকে নিজের দোষ বলিতে বাধ্য তাহা বুঝি নাই। ক্ষমা করিয়া

এখনকার কর্ত্তব্য বলিয়া দিন! গুরু তখন নরম স্বরে বলিলেন "বৎস! কাজ অতিশয় মন্দ করিয়াছ। তাহার আর উপায় নাই। এখন দৃঢ় মনে সত্যস্বরূপকে অবিরত কাতরভাবে ডাক এবং সত্যের ভজনা কর। স্বেচ্ছায় গিয়া দোষ স্বীকার কর। নির্দ্দোষীদের রক্ষা কর। নিজে অসত্যাচরণজনিত পাপক্ষালনের জন্য অবহিতচিত্তে ও অকম্পিতভাবে রাজদণ্ড লইয়া ফাঁসী যাও। ইহাই এখন তোমার মঙ্গলের এক মাত্র উপায়।" শিষ্য বলিল "সঙ্গীদের নাম বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।" গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহারাও কি আমার শিষ্য? তাহা যদি হয় ত উহাদের নাম আমাকে বল; আমিই তাহাদের পারলৌকিক হিতার্থে সত্য বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে পাঠাইয়া দিব।" শিষ্য বলিল "না, তাহারা সাধারণ হিন্দু।" গুরু বলিলেন "পুলিসকে বলিও যে আমার সঙ্গী ছিল, নামও জানি, কিন্তু বলিব না। জানিনা, কি অন্য কেহ ছিল না, এরূপ মিথ্যা বলিও না। সঙ্গীর নাম বলায় বিশ্বাসঘাতকতা হয়, সুতরাং উহাও অসত্যাচরণ। কিন্তু উহার যদি আমার শিষ্য হইত তাহা হইলে ইহকালে সম্পূর্ণ রাজদণ্ড লইয়া কৃত-পাপের ক্ষালন জন্য আমিই তাহাদের স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকারে উৎসাহিত করিতাম। গুপ্ত হত্যা অপেক্ষা ঘৃণিত মহাপাতক আর কিছুই নাই।"

ইহার পর শিষ্য রাজপুরুষদিগের নিকট গিয়া অপরাধ স্বীকার করিল। কিন্তু কিছুতেই অপরের নাম বলিল না; শেষে তাহার ফাঁসী হইল।

কথিত আছে যে এই ঘটনায় শিষ্যদিগের উপর গুরুর এরূপ অসীম ক্ষমতা এদেশে একটা রাজনৈতিক ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে বুঝিয়া কেহ তখনি বলিয়াছিলে যে সমরপ্রিয় শিখদের মধ্যে এমন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যে তাঁহার কথায় লোকে দৃঢ় পদক্ষেপে ফাঁসিকাষ্ঠে চাড়বার জন্য স্বেচ্ছায় আইসে; সুতরাং এদেশে কোন প্রধান ব্যক্তিরই, বিশেষতঃ

ইয়ুরোপীয়ের, জীবন আর সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিবে না। ইহার কিছুকাল পরে ছুরিকাধারী উগ্রস্বভাব পাঞ্জাবী কুকাদের সহিত বেলুচি সিপাহীদের সংঘর্ষে কুকা বিদ্রোহ ঘটে। উহা দমনের পর বিচারে ৪৯ জন কুকাকে, তোপের মুখে উড়ান এবং গুরু রামসিংহের রেঙ্গুন জেলে যাবজ্জীবন কারাবাস, পঞ্জাবের ১৮৭১।৭২ সালের ঘটনা। অনেকের বিশ্বাস যে কয়েকটী ঘটনার চক্রেই গুরু দোষী সাব্যস্ত এবং রাজদ্রোহ-অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিরক্ষর শিষ্যগণ কোন কিছুতে গুরুর অবমাননা মনে করিয়া বা ক্রোধাদি রিপু প্রণোদিত হইয়া যাহাই করিয়া ফেলুক, গুরু রামসিংহ "নিজে" কোন প্রকার ষড়যন্ত্রাদি "গুপ্তব্যাপারে"র অসত্যাচরণে লিপ্ত হওয়ায় একান্তই অশক্ত ছিলেন বলিয়া আজও অনেকের ধারণা। গুরুর জীবনার শেষ ঘটনা হইতে এবং উঁহার গোঁয়ার শিষ্যদিগকে ছুরি রাখার উপদেশের ফল সম্বন্ধে উঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে বটে ; কিন্তু তাঁহার স্থায়ী এবং "সার উপদেশটী" [সত্যাচরণে সকল পাপ হইতে রক্ষা হয় ; সত্যই ভগবান এবং অসত্য পাপের অবতার বা সয়তান] যে অতীব সরল, সরস এবং পবিত্র এবং সকল দেশের ও সকল জাতীর জন্যই ভগবৎ প্রেরিত চিরদিনের উপদেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত এখনও গুরুর ঐ সরল ও মহৎ শিক্ষা পৃথিবীময়ই উঁহাকে বিখ্যাত করিবে। দেশকালপাত্র হিসাবে এখন এদেশে দিবারাত্রি কোমরে ছুরি রাখা অনাবশ্যক। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অসরল এবং গুপ্ত ব্যাপারের বিরোধী গুরু রাম সিংহের "সত্যাচরণ" সম্বন্ধে শিক্ষা ভগবানের কৃপায় যেন এই পবিত্র ভারতভূমিতে চিরপ্রকটিত থাকে

১৭। অসরল ব্যবহার — শাইলক।

সেক্সপিয়ার তাঁহার "মার্চেণ্ট অফ ভিনিস" গ্রন্থে শাইলকের গল্পে অক্ষ-

স্বার্থ ধরিয়া চুক্তি সম্বন্ধে অসরল জিদের উদাহরণ দিয়াছেন। খৃষ্টান বণিক আণ্টোনিও কমসুদে টাকা দিত বলিয়া ইহুদী কুসীদজীবী শাইলক তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। কোন বিশেষ কার্য্যে আণ্টোনিওকে তাঁহার নিকট টাকা ধার লইতে হয়। সেই সুযোগে শাইলক চুক্তি করিয়াছিল যে কর্জ্জের টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে না পারিলে আণ্টোনিওর বুক হইতে আধ সের মাংস কাটিয়া দিতে হইবে। দৈব দুর্ব্বিপাকে আণ্টোনিও চুক্তির সময় মধ্যে টাকা দিতে পারেন নাই। পরে শাইলককে অনেক টাকা, সুদ ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, দিতে চাহিলেও শাইলক তাহার "আধসের মাংস" লওয়ার পণে দৃঢ় থাকে। বেশী জিদ করিয়া 'করার' রাখিতে কেহ নিমর্ম ভাবে বাধ্য করিলে—"এ ব্যক্তি উহার আধসের মাংস লইবেই লইবে" (He will take his pound of flesh) এইরূপ প্রবাদ কথা এই গল্প হইতে, ইংরাজদের মধ্যে সুপ্রচলিত। শেষে বিচার হইল যে আধসের মাংস লইতে পাইবে, কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত লওয়ার কিম্বা ফেলার কথা চুক্তি পত্রে ছিল না; সুতরাং তাহা করিলে ইহুদীর প্রাণদণ্ড হইবে।

১৮। অসরল ব্যবহার বোগদাদের নাপিত।

সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়পর বোগদাদের খলিফা হারুণ অল রসিদের সময়ে একজন নাপিত ক্ষৌরকার্য্যে বড়ই দক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ধনীরা তাহাকেই ডাকাইতেন। উহার ধনবৃদ্ধির সহিত গর্ব্ব ও দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার প্রবণতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন একজন কাঠুরিয়া গাধার উপর কাঠ বোঝাই করিয়া বিক্রয় করিতে আসিলে নাপিত গাধার পিঠের সমস্ত কাঠই একদরে কিনিয়া লয় ও গাধার পিঠের পালানটী ঐ চুক্তিতে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে বলিয়া কাড়িয়া লয়। কাঠুরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতেছিল,

এমন সময় কোন দয়ালু মৌলবী সমস্ত শুনিয়া উহাকে কয়েকটী মুদ্রা দিয়া তৎসহ কিছু সুপরামর্শ দিলেন। কাঠুরিয়া ফিরিয়া নাপিতের নিকট গেল এবং চুক্তিতে তাহারই দোষ হইয়াছিল স্বীকার করিয়া নিজের এবং তাহার সঙ্গীর সম্পূর্ণ কামাইবার জন্ত দর ঠিকানা করিল। গর্ব্বিত নাপিত অবজ্ঞার সহিত একটু উচ্চদর চাহিলে কাঠুরিয়া তাহাই দিতে স্বীকার করিল এবং বলিল "এরূপ উচ্চ ধরণে কামাইতে একটু বেশী দর দিতে হইবে বই কি!" নাপিত কাঠুরিয়ার কামান শেষ করিলে সে গাধাটীকে লইয়া আসিল এবং বলিল যে নাপিত পূর্ব্বেই দেখিয়াছে যে ঐ গাধাই তাহার সঙ্গী। ঐ "সঙ্গী" গাধাকে আপাদ মস্তক কামাইতে হইবে। নাপিত ঘৃণার সহিত অস্বীকার করিলে কাঠুরিয়া শাসাইয়া গেল "এমন রাজার রাজ্যে বাস করি না যে সুবিচার পাইব না।" কাঠুরিয়ার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ন্যায়পর খালফা নাপিতকে ডাকাইয়া রাজসভার মধ্যেই চুক্তি পূর্ণ করিতে বাধ্য করিলেন। গর্ব্বিত নাপিতকে সর্ব্বসমক্ষে গাধা কামাইতে হইল! এই কথা হাসিতামাসার সহিত সমস্ত দেশে প্রচারিত হইয়া দেশশুদ্ধ লোকেরই প্রতি সরল ব্যবহারের কঠোর উপদেশ স্বরূপ হইয়া গেল।

১৯। যথেচ্ছাচারীর শঙ্কা ও বন্ধুত্বের মাহাত্ম্য

ড্যামোক্লিস ও ড্যামন।

সামান্ত কেরাণী হইতে অধ্যবসায় ও ক্ষমতা প্রভাবে ডিওনিস্তস সিরাকুজের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি বহিঃশত্রু কার্থেজীয়দিগকে পরাজিত করিয়া সিরাকুজের অধিকার বিস্তার ও শোভাবর্দ্ধন করেন। সিরাকুজের সৈন্তেরা তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ছিল, কিন্তু সাধারণ গ্রীক ঔপনিবেশিক প্রজাগণ রাজতন্ত্রের একান্ত বিদ্বেষ্টা ছিল। কথিত আছে যে ডিওনিস্তস পর্ব্বতগাত্রে

রাজদ্রোহীদিগের জন্য একটা কারাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া উহার সহিত এমন একটী গুহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যে মনুষ্য-কর্ণের অনুকরণে প্রস্তুত ঐ গুহায় থাকিয়া তিনি সহজেই কয়েদীদিগের কথাবার্ত্তা অলক্ষ্যে এবং অক্লেশে শুনিতে পাইতেন। ঐশ্বর্য্য পরিবৃত যথেচ্ছাচারী ঐ রাজাকে একদিন তাঁহার পারিষদ ড্যামোক্লিস তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করায় ডিওনিস্তস বন্ধুকে এক দিনের জন্য রাজভোগ সম্পূর্ণভাবে দিয়াছিলেন ; কিন্তু নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার জন্য একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি একগাছিমাত্র বালাঞ্চিতে বাঁধিয়া বন্ধুর মস্তকের উপর ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন, [অর্থাৎ তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার প্রাণের শঙ্কা এতই অধিক !]

প্রাণভয়ে ডিওনিস্তস শয়নাগারটীকে দুর্গ স্বরূপে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং রাত্রে তাহার পুলটী টানিয়া লইয়া একাই তাহার ভিতরে থাকিতেন। তাঁহার নাপিত গর্ব্ব করিয়াছিল, যে সে প্রত্যহ রাজার গলায় ক্ষুর ধরিয়া থাকে। ডিওনিস্তসের 'টিকটিকি'র দল ঐ সম্বাদ জানাইলে নাপিতের প্রাণদণ্ড হয়। ইহার পর ডিওনিস্তস নিজের কন্যাদের দ্বারা ক্ষৌরকার্য্য করাইতেন ; শেষে সন্দেহ প্রযুক্ত তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

পৃথিবীর সকলেরই প্রতি বিশ্বাসহীন, প্রাণভয়ে সদা শঙ্কিত, ঐ রাজা কোন সময়ে ড্যামন নামক এক ভদ্রবংশীয় যুবকের সামান্য দোষে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেন। ড্যামন বলেন যে তাহাকে একবৎসর সময় দেওয়া হউক সে গ্রীসে গিয়া তথাকার বিষয় আসয়ের সকল বন্দোবস্ত করিয়া সিরাকুজে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিবে। ডিওনিস্তস অবজ্ঞার সহিত বলিলেন "তোমার কি কেহ এমন জামিন হইবে যে তুমি না আসিলে সে বধদণ্ড গ্রহণ করিবে ?" ড্যামনের বন্ধু পিথিয়াস সানন্দে জামিন হইতে স্বীকার করিলে দুরাত্মা ডিওনিস্তস চমৎকৃত হইল। যে নিজে কাহারও উপর কিছু-

মাত্র বিশ্বাস রাখেনা, সে এইরূপ অবস্থায় পিথিয়াসের বন্ধুসম্বন্ধে অতটা বিশ্বাস কিরূপে ঘটিল তাহা বুঝিতেই পারিল না। ড্যামনকে জামিনে ছাড়া হইল, কিন্তু পিথিয়াস নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। বৎসরকাল অতীত হইলে যখন ড্যামন ফিরিল না, তখন বন্ধু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া নির্ব্বিকৃতভাবে ফাঁসির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "অমন বন্ধুর জন্য মৃত্যুতে আমার দুঃখ নাই। বন্ধু হয় মারা গিয়াছেন নয় প্রতিকূল বায়ুর জন্য জাহাজ আসিয়া পৌছিতে বিলম্ব হইতেছে। স্বেচ্ছায় না আসা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।" ফলে ঠিক ফাঁসি হইবার অব্যবহিত পুর্ব্ব মুহূর্ত্তে ড্যামন আসিয়া পৌছিলেন। ইঁহাদের বন্ধুত্ব দেখিয়া ডিওনিস্যস ড্যামনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া নিজেকে উহাদের বন্ধু স্বরূপ করিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সত্য, ধর্ম্ম ও প্রেম সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে প্রকৃত বন্ধুত্ব হইতেই পারে না; বন্ধুর বা নিজের প্রাণভিক্ষা দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা বা সত্যরক্ষা জন্য একপক্ষ হইতে প্রাণপণে সহায়তা মাত্র হইতে পারে।

দুরাত্মাদের রাত্রিদিন প্রাণভয় সম্বন্ধে "ড্যামোক্লিসের তরবারি" এবং "পিথিয়াস এবং ড্যামনের বন্ধুত্ব" এখনও ইয়ুরোপে বিখ্যাত প্রবাদ বাক্য।

২০। ব্রহ্মতেজ মৈথিল পণ্ডিত।

ব্রাহ্মণ রাজা পেশোয়াদিগের প্রাধান্য কালে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে পুনানগরে এক বিরাট ব্রাহ্মণসভা আহূত হইত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ ঐ সভায় বিচারার্থ উপস্থিত হইতেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বলিয়া বিচারে যাঁহার সর্ব্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাঁহাকে পেশোয়া একলক্ষ মুদ্রা বিদায়স্বরূপে দিতেন এবং তাঁহার পান্ধীতে নিজে কাঁধ দিয়া তিনপদ গমন করিয়া নিজেকে

মহাসন্মানিত স্থান করিতেন। রঘুনাথ রাও পেশোয়াও পূর্ব্বরীতি রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব পেশোয়াদের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণপণ্ডিতে তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার রাজত্ব কালে একজন মৈথিল পণ্ডিতের ঐরূপ সভায় প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু পেশোয়া ঐ তেজস্বী পণ্ডিতের ধরণ ধারণে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন যে, "এই পণ্ডিতের বিনয় কম এজন্য ইঁহাকে একটাকা কম দেওয়া হইবে।" পণ্ডিত বলিলেন "লক্ষমুদ্রা পাইলে আমি এখানেই তাহার সমস্তই বিলাইয়া দিয়া যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু আমার কোন ক্রটি ধরিয়া নির্দ্ধারিত বিদায়ে এক টাকাও কম করিলে আমি ঐ অপমানসূচক বিদায় গ্রহণ করিব না। আমি সম্মানের জন্যই এতদূরে আসিয়াছিলাম। সম্মানের অণুমাত্র ক্রটিতেও রাজী নই।" পেশোয়া বলিলেন, "পণ্ডিতজি! কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছি হুকুম বদলাইব না, আপনি একটাকা কমই লউন। অত টাকা দেওয়ার লোক কোথায় পাইবেন?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "মহারাজ! ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা লইয়া যে কোন প্রকার অন্যায় হুকুম রদ করায় আপনার কোন দোষ হইবে না। আরও বলি মহারাজ! এক কম লক্ষ,—মুদ্রা দেওয়ায় সক্ষম ধনীলোক ভারতে এখন কম বটে, কিন্তু ঐ পরিমিত টাকা লইতে অস্বীকার করিতে পারে এমন দরিদ্র ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবী মধ্যে আরও কম নয় কি?"—পেশোয়া আপনার হুকুম বদলান নাই। ব্রাহ্মণও তাঁহার নিকট হইতে কিছুই লন নাই।

২১। মানস পূজা। দধির খুরি।

"মনসা সমগ্রমাচারমনুপালয়েৎ।" অসমর্থ পক্ষে মনে মনে সমস্ত আচার পালন করিবে—ইহা শাস্ত্রের আদেশ। নানা কাজের মধ্যেও মনে মনে সন্ধ্যা, আহ্নিক, ধ্যান, পূজা, হোম, যাগ সমস্তই করা চলে। এই আসন

শুদ্ধি করিলাম, এই ঠাকুরকে স্নান করাইলাম, এই ধূপ দিলাম, এই দীপ জ্বালিলাম, এই দ্রব্য সংযুক্ত নৈবেদ্য দিলাম, এই সকল মনে মনে করিয়া যদি পদ্মাসনে ইষ্ট দেবকে বসাইয়া ধ্যান কর। পূজার কোন বাহ্য লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যাইবে না—অথচ যোগীর ন্যায় স্থিরচিত্তে উৎকৃষ্ট পূজা করা হইবে। ভক্ত সাধক জীবন্মুক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

মন তোর এত ভাবনা কেন, জয়কালী বলে বস্‌না ধ্যানে।
ফলে ফুলে কর্‌রে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে॥

ভগবৎ স্মরণে সমস্তই পবিত্র। কাপড় ছাড়িয়া বা স্নান করিয়া কি তাহার চেয়ে পবিত্র হওয়া যায়? শুচিবাই একটা মানসিক রোগ। বিছানায় বসিয়া, পাইখানা যাইতে, আফিসে যাইবার সময়, ট্রামে বসিয়া, সকল সময়ই জপ ও ধ্যান করা যায়। কোন কোন ছেলে খুব গোলমালের মধ্যেও পড়িতে পারে, কাহার বা নির্জ্জন গৃহ চাই। পূজাও গোলমালের মধ্যেই অভ্যাস করা উচিত। নির্জ্জন গুহার অন্বেষণে বাহির হওয়ার প্রয়োজন নাই।

একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক রাত্রিদিন মজুরীর খাটুনির মধ্যে অবসর কিছুমাত্রই পায়না দেখিয়া গোবর কুড়াইতে কুড়াইতে মানস পূজা আরম্ভ করিল। একদিন গোবর কুড়াইতে বড় দেরী হইলে সর্দ্দার খুঁজিতে গিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটী গোবরে হাত দিয়া চোখ বুজিয়া আছে। সর্দ্দার রাগিয়া স্ত্রীলোকটীর পিঠে এক লাথি মারিয়া উহাকে জাগাইয়া দিল। লাথির ধাক্কায় স্ত্রীলোকটি মুখ থুবড়িয়া পড়িল এবং উহার মুখ হইতে একখানি খুরি বাহির হইয়া পড়িল। খুরির কথা জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোকটী কোন উত্তর না দিয়া গোবর কুড়াইতে লাগিল। মনিব পরে এই ব্যাপার শুনিয়া অনেক জিদ করায় স্ত্রীলোকটী বলিল যে, সে নারায়ণের পূজা করিয়া তাঁহাকে ভোগ দিতেছিল। খুরি লইয়া দধি দিতে যাইবে এমন সময় ধাক্কা খায়।—পরমাত্মার

উপদেশ এই যে মানস পূজাই প্রকৃত পূজা।

২২। বৈরাগ্য জেলের

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন কোন জেলেকে মাছ আনিতে হুকুম দিয়াছিলেন। সেদিন জালে কিছুতেই মাছ পড়িল না। জেলের দেরীতে ক্রুদ্ধ রাজা তাহাকে ধরিবার জন্য প্রহরী পাঠাইলেন। কাল উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া জেলেও মহা ভীত হইয়া নদীতীরস্থ এক জঙ্গলের ধারে নৌকা লাগাইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। নৌকায় সে তামাক খাইয়াছিল; সেই কলিকার ছাই কপালে মাখিয়া, গামছা ছিঁড়িয়া তাহারই কৌপীন পরিয়া কাঁটা ঝোপের ভিতর গিয়া সে স্থির হইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিল। সে শুনিয়াছিল ও দেখিয়াছিল যে সাধুকে কেহ পীড়ন করে না। জেলেকে অনেক খুঁজিয়াও প্রহরীরা পাইল না। নৌকা ভাসিয়া যাইতেছিল; উহারা ধরিয়া দেখিল যে তাহাতে জেলে নাই। জেলে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে স্থির হইল। যাহারা নদীতীরে অনুসন্ধান করিতেছিল তাহারা কাঁটা ঝোপের মধ্যে স্থিরাসনে এক যোগী দর্শন করিয়া রাজাকে সে সম্বাদ দিল। রাজা 'সাবেক কেলে'—খামখেয়ালি কিন্তু স্বধর্ম্মানুরক্ত আস্তিক পুরুষ। সাধু সন্ন্যাসীরা তাঁহার অপেক্ষা অনেক অধিক সংযমী এজন্য তাঁহাদের প্রতি রাজা ভক্তিমান। নূতন সাধুর এরূপ সমাগম সম্বাদ পাইয়া তিনি ফল পুষ্প ও সুখাদ্যাদি ভেট লইয়া স্বয়ং দর্শনে গেলেন। জেলে মহাভয়ে বরাবরই স্থিরভাবে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছে। যখন সকলে ফিরিয়া গেল, লোক সমাগমের শব্দ থামিল, তখন চক্ষু খুলিয়া দেখিল, যে জাল নৌকা ছাড়িয়া কৌপীন পরিয়া স্থিরাসনে দুর্গানাম জপ করার ফলে তাহার জন্য এরূপ আহার্য্য প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা সে কখন খায় নাই; স্বয়ং রাজা আসিয়া সম-

ছলনা করিয়া গিয়াছেন! জেলে আর কৌপীন ত্যাগ করিল না; সন্ন্যাসী হইয়া গেল। জন্মান্তরের সংস্কারেই সে ওরূপ স্থিরাসন হইতে পারিয়া সহজেই সাধন মার্গে উন্নতি লাভ করিল।

২৩। কর্ত্তব্য পালন স্বামী ভাস্করানন্দের উপদেশ।

পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎভাস্করানন্দ স্বামীজিকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাশ্মীরের মহারাজা এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজা ৺লছমীশ্বর সিংহ যথাক্রমে এক সহস্র মোহর এবং ছয় হাজার টাকা নজর দিয়াছিলেন। স্বামীজি মোহর ও টাকাগুলি ছড়াইয়া তাহার উপর বসিয়াছিলেন। হাতে লইয়া গায়ে পিঠে ঠেকাইয়াছিলেন। [পরমহংসদিগের কিছুতেই বিকার নাই—আবার কিছুই হইতেও নাই] পরে তাঁহার স্বাভাবিক মধুর হাসির সহিত বলিয়াছিলেন "এবার এ সব লইয়া যাও। আমার একটা কৌপীনও নাই যে তাহার ভিতর এইটা পুরিয়া রাখিব!"

নজর ফেরত লওয়া মহারাজাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল; কিন্তু স্বামীজির "আদেশ" উঁহাদের হেঁটমুণ্ডে পালন করিতে হয়। ঐ টাকা আনন্দ বাগের বাহিরে বিতরিত হইয়াছিল। "কৌপীনত্যাগীকে" অর্থ দিতে যাওয়াতেই উঁহাদের ত্রুটি হইয়াছিল। কাশ্মীরের মহারাজা জোড়হস্তে স্বামীজিকে কোনরূপ আদেশ করিতে বলেন যে তাহা পালন করিয়া তিনি জীবন সার্থক করিবেন। স্বামীজি বলেন "তোমার রাজ্যে কর্ত্তব্য পালন কর। প্রজার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা কর। ইহার অপেক্ষা পবিত্রতর সুতরাং আমার প্রিয়তর কর্ম্ম কিছুই নাই।"—প্রত্যেক মনুষ্য নিজের কর্ত্তব্য যত্নে ভগবৎ স্মরণে করিলেই পৃথিবীর সকলেরই তৃপ্তি এবং বিশ্বাত্মারও তৃপ্তি।

২৪। সাধুসেবার ফল রামচরণ তেওয়ারী।

৺ রামচরণ তেওয়ারি শ্রীমৎভাস্করানন্দ স্বামীজির সেবক ছিলেন। স্বামীজির সেবায় থাকিয়াই তিনি বিস্তর টাকা পান। রাজা মহারাজা প্রভৃতি স্বামীজিকে কিছু দিতে না পারিয়া তাঁহার চিরন্তন সেবককে স্বামীজির চক্ষের বাহিরে অনেক টাকা দিতেন। এক সময়ে স্বামীজিকে ঐ কথা কেহ জ্ঞাপন করিলে স্বামীজি বলেন "দেখ কেহ ঠাকুর পূজা করে মুক্তির জন্য ; কেহ পুত্রং দেহি বলিয়া পূজা করে। পূজারী দেবতার নাম করিয়াই টাকা পাইয়া থাকে।" তেওয়ারীজি আনন্দবাগের রক্ষক অবস্থায় স্বামীজির একাগ্র সভক্তিক সেবা আরম্ভ করেন। শেষে কয়েক হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। সাধুসেবা সম্বন্ধে তাঁহার ঐহিক ফল প্রত্যক্ষ।

২৫। সাধুদর্শনের ফল দ্রৌপদীর উক্তি।

ভারত সম্রাট মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞস্থলে একটী ঘণ্টা টাঙ্গাইয়া দেন এবং ব্যবস্থা করিয়া দেন যে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে ঘণ্টা আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিবে। যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল, কিন্তু ঘণ্টা বাজিল না। সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। যজ্ঞেশ্বর চক্রী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "দেখ কেহ অভুক্ত নাই ত ?" অনুসন্ধানে জানা গেল যে নিকটে এক সাধু আছেন ; তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াও আসিয়া খান নাই। ভীম প্রেরিত হইলেন। সাধু বলিলেন "অশ্বমেধ ফল আমাকে অর্পণ না করিলে আমি খাইতে যাইব না।" শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। পাণ্ডবেরা এত বড় যজ্ঞের ফলে জ্ঞাতিবধ দোষ নিরাকরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—সুতরাং সাধুকে সে ফল দিতে ইতঃ-

স্তুতঃ করিতে লাগিলেন! পাণ্ডবদের বুদ্ধিবল ও ভরসা শ্রীকৃষ্ণকে তখন দেখিতে পাওয়া গেলনা। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় পঞ্চপতিকে দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি গিয়া সাধুকে লইয়া আসিতেছি।" অচিরেই দ্রৌপদী সাধুকে লইয়া আসিলেন। তাঁহার খাওয়া হইল এবং যজ্ঞপূর্ণসূচক ঘণ্টা বাজিল। দ্রৌপদীকেও সাধু অশ্বমেধের ফল দিতে বলিয়াছিলেন। দ্রৌপদী উত্তর করেন "এক অশ্বমেধের ফল কেন, সহস্র অশ্বমেধের ফল অর্পণ করিতেছি। সাধু সন্দর্শনে গমন করিলে পদে পদে অশ্বমেধের ফল হয়। সহস্র পদেরও অধিক সাধুর নিমন্ত্রণে আসিয়াছি। সুতরাং সহস্র অশ্বমেধের ফল পাইয়াছি।" ইহাতেই সাধু তুষ্ট হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

২৬। বৈরাগ্য মেথরের।

এক রাজার বাড়ীর অন্দরে কোন মেথরাণী কাজ করিত। একদিন তাহার অসুখ করায় সে মেথরকে বলিল, তুমি আমার কাপড় পরিয়া রাজবাটীর অন্দরে কাজ করিয়া আইস। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না; কাজ করা বন্ধ দিলে মহাহাঙ্গামা ঘটিবে। মেথর তদ্রূপ করিল, কিন্তু রাণীকে দেখিয়া তাহার মূর্চ্ছা হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। মেথর মেথরাণীকে সমস্ত কথা বলিল এবং রাণীকে আর একবার দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। মেথরাণী বলিল "তাহার জন্য চিন্তা কি? রাণী মাকে আমি প্রার্থনা করিলেই তিনি দেখা দিবেন।" মেথরাণী, এই প্রস্তাব রাণীর নিকটে করায় তিনি প্রথমে বিরক্ত হইলেন। পরে মেথরাণীর ক্রন্দনে স্বীকার করিলেন যে দেখা দিবেন; কিন্তু অন্দরে আবার পুরুষ মানুষ আনায় তিনি একেবারেই অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন "উহাকে সাধু সাজিয়া রাজধানী হইতে দূরে থাকিতে বল। আমি রাজার অনুমতি লইয়া শিবিকারোহণে আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিব।" মেথরাণীর

উপদেশ মত মেথর সাধু সাজিল। এদিকে রাণীর সাধু দর্শনের প্রস্তাবে রাজা সাধুর সম্বাদ লইতে লোক পাঠাইলেন। পরে কয়েকদিন বিলম্বে অনুমতি দিলেন। পালকী করিয়া এবং রক্ষক প্রভৃতি সমভিব্যাহারে রাণী সাধু দর্শনে গেলেন। মেথররাণীও সঙ্গে গেল। মৌনী ধ্যানপরায়ণ চক্ষুমুদ্রিত সাধুকে দেখিয়া অনেকের ভক্তি হইল। সাধু দর্শনের পর সকলে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাণী ও মেথররাণী আবার সাধুর নিকটে গেলেন। মেথররাণী বলিল "চক্ষু খুলিয়া দেখ; যে রাণীকে দেখিতে চাহিয়াছিলে তাঁহার সহিত আমি তোমার পত্নী সম্মুখে রহিয়াছি।" মেথর উত্তর করিল "তুমি সেই মেথররাণী এবং তোমার সঙ্গী সেই মহারাণী বটেন; কিন্তু আমি আর সে মেথর নাই। আজ পনের দিন অহর্নিশি দুর্গা নাম জপে মনের কালী ঘুচিয়াছে। মার যে উজ্জ্বল মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিতেছি তাহা ভিন্ন কিছুই দ্রষ্টব্য নাই।" মেথর আর চক্ষু খুলিল না, সিদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইল।

২৭। সংযতের উপদেশ — গুড় খাওয়া।

এক ব্রাহ্মণ তাঁহার আট বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কোন সাধুর নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন "আমার এই পুত্র প্রত্যহ চারি পয়সার গুড় খায় এবং অতটা গুড় না পাইলে অত্যন্ত রোদন করে। আমার উপদেশে বা তাড়নায় কোন কার্য্য হয় না। ইহার কোন ব্যবস্থা করুন্।" সাধু বলিলেন "একপক্ষ গত হইলে পুত্রসহ আসিও।" ব্রাহ্মণ পক্ষান্তে পুনরায় পুত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু বালকের হস্ত ধারণ করিয়া মধুরস্বরে বলিলেন 'বেটা! আর গুড় খাইও না; রোদনও করিও না।' সাধু বালকের পিঠ ঠুকিয়া আদর করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বালক একেবারেই গুড় খাওয়া ছাড়িল এবং সেই সঙ্গে রোদন করাও ছাড়িল।

১০।১২ দিন পরে ব্রাহ্মণ সাধুর নিকট এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের সম্বাদ দিলেন এবং আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার এক কথাতেই যখন এরূপ পরিবর্ত্তন হইল তখন প্রথমবারেই কিছু না বলিয়া এক পক্ষ বাদে আসিতে কেন বলিয়াছিলেন? ইহার রহস্য কি বলিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করুন। আপনি ত বাক্‌সিদ্ধ!" সাধু স্মিতমুখে উত্তর করিলেন "ভাই! যে সংযমের কাজ নিজে করি না তাহা অপরকে করিতে বলায় মনুষ্য মনের ভিতরে একটা সঙ্কোচ আইসে সুতরাং সে উপদেশে বল থাকে না। আমি রোদন করি না, কিন্তু আহারের সময়ে গুড় একটু একটু খাইতাম। উহা ত্যাগ করিয়া, উহার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে একপক্ষ আপনাকে পরীক্ষা করিয়া, অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে দেখিয়া, তবে তোমার পুত্রকে দৃঢ়ভাবে মনের সমস্ত বলের সহিত আদেশ করিতে অধিকারী হইয়াছিলাম।" লজ্জিত ব্রাহ্মণও গুড় খাওয়া ছাড়িলেন।—কতই দৃঢ় সাধনায় এবং কতই সংযমে ও ত্যাগে, সিদ্ধি লাভ হয়!

২৮। আতিথেয়তা — মুসলমানের গড়গড়া।

'সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ'—অভ্যাগত ব্যক্তি গুরুবৎ পূজনীয়। পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাসী ৺ মৌলবি ফয়জুল্লা সাহেব একদিন গড়গড়ায় তামাক খাইতে খাইতে তাঁহার বাড়িতে কোন কথা বলিবার জন্য পায়চারি করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। ঘরের ভিতরে টেবিলের উপর গড়গড়া রাখিয়া দিয়া মৌলবী সাহেব কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা দুইজনেই বারাণ্ডায় বাহির হইয়া আসেন। সেখানেও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা হয়। শেষে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় মৌলবি সাহেব নিজের গড়গড়াটী লইবার জন্য ঘরে যাইবার উপক্রম করায় পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব বাবু তাঁহার নবম বর্ষীয় পুত্রকে আদেশ করিলেন "গড়গড়া আনিয়া

দাও।" মৌলবী সাহেব থামিলেন, কিন্তু বালকের মনে হইল "মুসলমানের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য কিরূপে স্পর্শ করি!" ইহা বুঝিতে পারিয়া পূজ্যপাদ মহাশয় পুত্রের দিকে এরূপ তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন যে মুহূর্ত্ত মধ্যে গড়গড়া বাহিরে আসিয়া পৌছিল। মৌলবি সাহেব চলিয়া গেলে বাড়ীর ভিতর যাইয়া পূজ্যপাদ মহাশয় তাঁহার একান্ত মনঃক্ষুণ্ণ পুত্রকে হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন;—"বাড়ীতে যিনি আসিবেন তাঁহার জাতি বর্ণ ধর্ম্ম বিচার করিতে নাই। স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা আসিয়াছেন গৃহীকে এইরূপ মনে করিয়া অতিথির সৎকার করিতে হইবে। (হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতা-ভ্যাগতং গৃহী) অতিথি সৎকারে কিছুমাত্র ত্রুটি হইলেই আর হিন্দুয়ানি রহিল না। তখন আর তুমি ব্রাহ্মণ এবং ভদ্রলোক রহিলে না। মুসলমান 'অতি-থি'র গড়গড়া তাঁহাকে আনিয়া দেওয়ার জন্য স্পর্শ করার দোষ হয় নাই। গঙ্গা স্নান করিয়া আসিতে পার। কিন্তু তাঁহাকে 'সম্পূর্ণ যত্ন করা না হইলে আমাদের বড়ই পাপ হইত!"

২৯। আতিথেয়তা আরবের।

আতিথেয়তা সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের মত অবিকল এক। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ইউরোপীয়েরাও অতিথির বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাংচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ॥

—শত্রুও যদি গৃহে আইসে তাহার আতিথ্য করিতে হইবে। যে গাছ কাটিতে আসিয়াছে তাহারও উপর হইতে গাছ তাহার ছায়া সরাইয়া লয় না।

আরবের আতিথেয়তা জগৎ প্রসিদ্ধ। কোন আরবের পুত্রহন্তা তাঁহার তাঁবুতে শ্রান্ত ও বিপন্ন হইয়া রাত্রে আশ্রয় লয়। আরব সর্ব্ব প্রযত্নে অতি-

থির শুশ্রূষা করিলেন, আহার্য্য দিলেন ও শয্যা করিয়া দিলেন। অতিথি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে শেষ রাত্রে উহাকে উঠাইয়া নিজের একটী উৎকৃষ্ট তেজস্বী অশ্ব উহাকে দিয়া বলিলেন "তুমি জান না যে তুমি আমার একমাত্র পুত্রের হন্তা এবং আমি তোমার উপর বৈরনির্য্যাতনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমি যত শীঘ্র এবং যত সাবধানে পার আপনার গন্তব্য পথ লুকাইয়া দ্রুতগতি চলিয়া যাও। দুই ঘণ্টা পরে—সূর্য্যোদয়ের পরে আমি প্রতিজ্ঞাপালন জন্য তোমাকে মারিতে সযত্নে অনুসরণ করিব!"

৩০। আতিথেয়তা মাটির ভাঁড়।

হিন্দুর শাস্ত্র বলেন "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।" অতিথি লাভের জন্য শ্রাদ্ধ শেষে হিন্দুগৃহী পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট প্রার্থনা করেন—"অতিথিঞ্চ লভেমহি।" —অতিথি যেন পাই।

কোন হিন্দু গৃহস্থের একজন মুসলমান বন্ধু ছিলেন। একদিন গ্রীষ্মকালে মুসলমান বন্ধুটী তাঁহার গৃহে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল প্রার্থনা করিলে চাকরকে ঠাণ্ডা জল আনিবার আদেশ হইল। একটু পরেই মুসলমান বন্ধু শুনিতে পাইলেন যে বাবুর চাকর সহিসকে তাহার "লোটা মাজিয়া আনিতে" বলিতেছে। উহাতেই মুসলমান ভদ্রলোকটীর সহজেই তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল! তিনি অপর কোন কার্য্যের জন্য ব্যস্ততা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বই ছিল এবং মুসলমান ভদ্রলোকটী প্রকৃতই উচ্চমনা। তিনি বন্ধুর হিতার্থ অপর একদিন কথায় কথায় বলিলেন "ভাল হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে গোটাকতক নূতন খেলো হুঁকা এবং গোটাকতক মাটির গেলাস রাখা উচিত। মনে কর কোন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ অপরের হুঁকায় তামাক খান না, অপরের কাংস্য পাত্রে, মৎস্য বা মাংস

স্পর্শদোষ সন্দেহে জলপান করিতে ইচ্ছা করেন না। এরূপ অতিথির মনঃপূত সৎকার জন্য নূতন হুঁকার এবং মাটির গেলাসের আয়োজন সর্ব্বদা রাখা প্রয়োজন।" বন্ধু ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া ভৃত্যকে তখনই দুইটা হুঁকা ও আটটা গেলাস আনিয়া রাখিবার আদেশ করিলেন। দু একদিন পরেই মুসলমান ভদ্রলোকটী পিপাসার কথা উল্লেখে জল চাহিলেন ও বলিলেন "ভাই! তুমি আমার ব্যবহৃত ধাতুময় পাত্রে জল গ্রহণ যখন করিবে না, তখন আমাকেও তোমার ব্যবহৃত পাত্রে জল দিও না। মাটীর গেলাস যাহা নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের জন্য আনাইয়াছ তাহাতেই [ভিন্ন সমাজান্তর্গত ও অতিথি সুতরাং সকল শাস্ত্রমতেই তোমার সর্ব্বোচ্চের সমতুল্যরূপে ব্যবহৃত হইবার অধিকারী] তোমার এই মুসলমান বন্ধু ও অতিথিকে জল দাও।" হিন্দু বন্ধুর হঠাৎ স্মরণ হইল যে অল্পকাল পূর্ব্বে একদিন জল চাহিয়া তাহার পরই হান চলিয়া গিয়াছিলেন। মাটির গেলাসে জল আসিলে সন্দেহ মিটাইবার জন্য বলিলেন, "ভাই তুমি সেদিন অত গ্রীষ্মে জল না খাইয়া গিয়াছিলে কেন এবং আমার বাড়ীতে মাটীর গেলাসের সুসঙ্গত ব্যবস্থা করিয়া লইয়া আজ এই বৃষ্টির দিনে জল খাইতেছ কেন?" মুসলমান ভদ্রলোকটী স্মিতমুখে বলিলেন "ভাই! তুমি হয়ত শুনিতে পাও নাই বা লক্ষ্য কর নাই, যে আমার জন্য সেদিন সহিসের লোটার তলব হইয়াছিল। তাহাতেই তৃষ্ণাদূর হয়। তাহার পর তোমার বাড়ীতে উচিত ব্যবস্থা করাইয়া দিতে পারায় আজ সেই তৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল!" বন্ধু লজ্জায় ও আনন্দে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে উঁহার হস্ত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "তুমিই প্রকৃত হিতকারী বন্ধু! আপন মাহাত্ম্যেই অতটা দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহা বরাবরের জন্য ক্ষালন করার ভারও লইয়াছিলে।"

৩১। আতিথেয়তা ময়ূরভঞ্জে।

এক সময়ে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বালেশ্বর হইয়া ময়ূর-

ভঞ্জে গিয়াছিলেন। বালেশ্বরে শুনিলেন, "ময়ূরভঞ্জের রাজা বড়ই খোসা-মুদে; স্বহস্তে কালেক্টর সাহেবকে পাখার বাতাস করেন! হীনতার এবং পৈতৃক পদ গৌরব নাশের কোন একটা সীমা ত থাকা উচিত!" কিন্তু ময়ূরভঞ্জে গিয়া দেখিলেন যে, রাজা নগ্নপদে পাখা হস্তে আসিয়া তাঁহাকেও গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলেন; আদর করিয়া বৈঠক খানায় লইয়া গিয়া নিজে পাখার বাতাস করিলেন! "আপনি কেন? টানাপাখা সকলের জন্যই টানুক" বলিলে তবে দড়িহস্তে দণ্ডায়মান ভৃত্য পাখা টানিতে আদিষ্ট হইল এবং রাজা হাতপাখা নামাইলেন। কিছু পরে তাঁহাকে ভোজনে বসাইয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে রাজা নিজে খাইতে গেলেন।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন আফশোস করিয়া বলেন, "হায় আংশিক ইংরাজীশিক্ষা! তুমি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ইংরাজের ভদ্রতা দেখিবার উপায় দাওনা। আর অপর দিকে 'ইংরাজের বাড়ী তাহার নিজ দুর্গ' (An Englishman's house is his castle) 'ভিক্ষুককে শ্রমাগারে পাঠাও' (Send the beggar to the work-house) 'কর্ত্তা নিজে উচ্চাসনে খানার টেবিলের শিরোদেশে বসিবেন' (The master takes his seat at the head of his own table) ইত্যাদি ইংরাজী গত দ্বারা হিন্দুসন্তানের মাথা খারাপ করিয়া দিয়া এই হিন্দুরাজার এই আদর্শ হিন্দু আতিথ্য 'বুঝিতেও' অক্ষম করিতেছ! অতিথি কালেক্টরকে পাখার বাতাস করা হিন্দু রাজার উচ্চ অঙ্গের আথিত্য ধর্ম্মপালন—উহা হীনতা প্রসূত কার্য্য নহে।"

৩২। ফকিরের কথা কর্ম্মবন্ধন ছেদ।

ইহুদীদিগের মধ্যে এক ভক্তিমান কুম্ভকার দম্পতীর পুত্র হয় না বলিয়া

দুঃখ ছিল। তাহারা হজরত মুসাকে এজন্য একান্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। হজরত মুসা ভগবানের সহিত সাক্ষাতে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইলেন, যে, "উহাদের কর্ম্মবন্ধ অনুসারে পুত্র হওয়া সম্ভবে না।" হজরত মুসা এই সম্বাদ দিলে বিষন্ন মনে কুম্ভকার দম্পতী সৎকর্ম্মে মন দিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে একজন দিগম্বর ফকীর কুম্ভকারের বাটীর নিকট দিয়া যাইতে যাইতে বলিল—"আমাকে যে যত গুলি ঘুঁটে দিবে তাহার তত্তগুলি ছেলে হইবে।" কুম্ভকার পত্নী তৎক্ষণাৎ ঘুঁটে লইয়া বাহির হইল। কুম্ভকার বলিল "ভগবানের কথার উপরও কি বিশ্বাস হয় না? যে পুত্র দিতে পারে তাহার কি আর ঘুঁটে জুটিত না।" কুম্ভকার পত্নী বাধা না মানিয়া উলঙ্গ ফকিরের পদপ্রান্তে পড়িয়া ঘুঁটে রাখিতে লাগিল। পাঁচখানি রাখিলে ফকির বলিলেন "তোমার পাঁচ পুত্র হইবে; আর না।" ফকির দ্রুত প্রস্থান করিলেন। প্রকৃতপক্ষে কুম্ভকার পত্নীর পাঁচ পুত্র হইল।

হজরত মুসা আশ্চর্য্য হইয়া ভগবানকে প্রার্থনা সময়ে সে কথা জানাইলেন এবং কাতরভাবে কহিলেন "আমি মিথ্যাবাদী হইলাম। লোকে আর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিবে না।" আকাশবাণী হইল যে, "অমুক স্থানে গিয়া অমুকদিন কি ঘটে তাহা দেখিও। সেখানে খুব বড় মেলা হয়।" হজরত মুসা তথায় গিয়া দেখিলেন যে একব্যক্তি দাঁড়িপাল্লা বাটখারা ও ছুরিকা লইয়া বলিতেছে, "কে ভগবানের নামে অর্দ্ধসের মাংস বুক হইতে কাটিয়া দিবে। আমার বড়ই প্রয়োজন।" কেহই ঐ কথায় কর্ণপাত করিল না। শেষে এক উলঙ্গ ফকীর আসিয়া বলিল, "আধ সের মাংস কেন? ভগবানের নামে আমি তোমাকে সর্ব্ব-শরীর দিলাম।" এই বলিয়া বুকে ছুরি বসাইয়া ফকির প্রাণত্যাগ করিল। এই লোমহর্ষণ ঘটনা দেখিয়া হজরত মুসা বিস্মিত

হইয়া ভগবানের নিকট রহস্য উদঘাটন জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আকাশবাণী হইল "ঐ ফকিরেরই আশীর্ব্বাদে কর্ম্মবন্ধন ছেদিত হইয়া কুম্ভকার পত্নীর পুত্র হইয়াছিল। যে সমস্তই ভগবানে অর্পণ করিয়াছে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই,—সে ললাটলিপিও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে সক্ষম!"

৩৩। প্রকৃত ফকীর দর্শন ছোটলাটের।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গঞ্জ মোরাদাবাদ নামক স্থানে মৌলনা ফজলুর রহমান শা নামক এক ফকীর বাস করিতেন। তাঁহার কুটীরে তিনি একখানি ছোট দড়ির খাটিয়ার উপর শুইয়া বা বসিয়া থাকিতেন। বিছানা বালিস ব্যবহার করিতেন না। সামনে চেটাই পাতা থাকিত, তাহাতে দর্শন প্রার্থীরা আসিয়া বসিত। তাঁহাকে শিষ্য সেবকেরাই খাওয়াইত। এক দিন খাটিয়ার উপর হাতে মাথা দিয়া ফকীর শুইয়া আছেন, এমন সময় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট সার এণ্টনি ম্যাকডোনেল সাহেব একজন দোভাষী সহ কুটীর মধ্যে হঠাৎ প্রবিষ্ট হইলেন। ছোটলাট বাহাদুর দূরে গাড়ি রাখিয়া পদব্রজে আসিয়াছিলেন। সাহেবকে দেখিয়া ফকীর বলিলেন "কোন্ হ্যায়?" দোভাষী বলিলেন "ইনি লাটসাহেব।" ফকীর পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিলেন এবং বলিলেন "বয়ঠ্‌তা কেঁও নেহি!" তাহার পর লাটসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া স্বাভাবিক মধুর স্বরে বলিলেন "বয়ঠ্ যাও বেটা।"

কোট পেণ্টুলান ও বুট জুতা সহিত চেটাইয়ে বসা কোন ইংরাজের পক্ষেই সহজ নয়! কিন্তু টুপি খুলিয়া ফকীরকে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক লাট সাহেব কোন গতিকে অবিলম্বেই চেটাইয়ে বসিয়া পড়িলেন। ফকীর পূর্ব্ববৎ থাকিয়াই লাট সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া বলিলেন—"যিনি এই রাজ্যের মালিক তিনি দুনিয়ার মালিকে কৃপা পাত্রী এবং সকল ফকীরের আশীর্ব্বাদ পাত্রী। তাঁহার মন বড় উদার। তোমরা তাঁহার কর্ম্মচারীগণ তেমন নহ। যদি তোমরা তাঁহা মত মন লইয়া প্রজাপালন কর,—যেমন খুব ভাল পথ ঘাটের বন্দোবস্ত করিতেছ তেমনি যদি প্রজাদের অন্ন সংস্থান বৃদ্ধির জন্যও যত্ন কর, উহাদে: আপন আপন ধর্ম্ম শিক্ষা ও ধর্ম্ম পালন বিষয়ে উৎসাহ দাও, এবং আইন প্রণয়ন সময়ে এবং বিচারাসনে বসিয়া সকলেই সকল সময়ে সর্ব্ব প্রকার কূট-নীতি মন হইতে দূর করিয়া সরল অকপট ন্যায়কে মাত্র কর্ত্তব্য স্মরণে লক্ষ্য রাখ, তাহা হইলে ফকীরের কোন কথাই এ রাজ্যে বলিবার থাকে না। শুনিলেত? এইবার যাও।" লাট সাহেব সমস্ত সময়টাই টুপি হাতে খালি মাথায় বৃদ্ধ ফকীরের স্নিগ্ধ সৌম্যমুখকান্তি দেখিতেছিলেন। এই কথায় খুব ঝুঁকিয়াই সেলাম করিলেন। তিনি ফকীর সাহেবকে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন। ফকীর তাহা বলিতে সময় দিলেন না। বলিলেন "যাও বেটা! যাতা নেই কেঁও!" লাট সাহেব নীরবে টুপি হাতে ফকীরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কুটীর হইতে বাহির হইলেন।

তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া স্থানীয় দুদশজন ভদ্র লোক শশব্যস্তে আতর গোলাপের পাত্র লইয়া ভাল কাপড় পরিতে পরিতে দ্রুতগতি আসিতে-ছিলেন। পথে লাট সাহেবের সহিত দেখা হইলে উঁহাদের মৃত্তিকা স্পর্শী কুর্ণিসের প্রত্যুত্তরে লাট সাহেব টুপি না ছুঁইয়া এবং সিকি ইঞ্চি মাত্র মাথা নাড়িয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন। পথে দোভাষীকে বলিলেন, "ফকীর দেখিতে আসিয়াছিলাম; প্রকৃত ফকীরই দেখিলাম। এ সকল ভালকাপড় পরাদের দেখিতে আসিতে হয় না। এ দলের রাজা নবাব প্রভৃতি সর্ব্বদাই আমার ওখানে ভিড় লাগায়।"

৩৪। ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ ক্ষমা বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ।

বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া বশিষ্ঠের নিকট গিয়া নমস্কার করিলেন। তিনি "জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে ব্রাহ্মণ করিলেন, কিন্তু যখন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতি নমস্কার করিলেন না তখন সবই ব্যর্থ।" ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছ, বশিষ্ঠ অবশ্যই মানিবেন।" বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার গিয়া নমস্কার করিলেন, এবারও সেই "জয় হউক" আশীর্ব্বাদটীই পাইলেন। বিশ্বামিত্র আবার ব্রহ্মার নিকট ঐ কথা জানাইলে তিনি বলিলেন, "যদি এবারও তোমাকে প্রতি-নমস্কার না করেন, তাহা হইলে বশিষ্ঠের মস্তকে বজ্রাঘাত হইবে!" এইবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইয়া ভাবিলেন যদি তিনি নমস্কার করেন এবং বশিষ্ঠ পূর্ব্ববৎ আচরণ করেন, তবে ত বজ্রাঘাতে ব্রহ্মহত্যা হইবে! এই কথা মনে পড়ায় তিনি বশিষ্ঠকে নমস্কার না করিয়াই ফিরিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ "ভো ব্রাহ্মণ! আসুন আসুন, নমস্কার," বলিয়া বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুইবার আপনাকে আমি নমস্কার করিলাম, তখন প্রতি নমস্কার করিলেন না, এখন ডাকিয়া নমস্কার করিতেছেন, ইহার কারণ কি?" তদুত্তরে বশিষ্ঠ বলিলেন, "এতদিন আপনি আমার সহিত সমকক্ষতা লাভ জন্য ক্ষত্রিয়োচিত 'উদ্যমেই' লিপ্ত ছিলেন। তাহা হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দেওয়ায় ব্রাহ্মণোচিত প্রধান গুণ 'ক্ষমা' আপনার আয়ত্ব হইয়াছে। 'এখন' আপনি প্রকৃতই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। তাই আপনাকে আহ্বান করিয়া নমস্কার করিতেছি।"

৩৫। সৎকার্য্যে উদ্যম — ব্রাহ্মণের ডোবা।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন গ্রামে জল কষ্টের সময়ে মাতাকে বহুদূর হইতে জল আনিতে হয় দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইতেন। কিছুদিন পরে মাতৃবিয়োগ হইলে মাতৃশ্রাদ্ধের দিন সঙ্কল্প করিলেন যে মাতার নামে একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিবেন। আহার জুটে না তথাপি কোদাল ও ঝুড়ি সংগ্রহ করিয়া নিজের বাস্তু ও উদ্বাস্তু জমি স্বহস্তে খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কঙ্কালসার ব্রাহ্মণকে সকলে ক্ষেপা বামুন আখ্যা দিল। তাঁহার মহৎ উদ্যমে গ্রামস্থ কেহই সহায় হইল না। ব্রাহ্মণ শুনিলেন যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে যথেষ্ট দান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ কিছু অর্থের প্রত্যাশায় তাঁহার বাটীতে গিয়া জানিলেন যে, শ্রাদ্ধ দানাদি হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ সকলের মুখেই ঐ বৃহৎ কার্য্যের প্রশংসা শুনিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকটে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া যখন দেখিলেন যে, দেওয়ানজির সহিত দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই তখন দূর হইতে আগত ক্ষুণ্ণ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার মাতৃশ্রাদ্ধ ইহার অপেক্ষাও বৃহত্তর ব্যাপার। আজ তিন বৎসরেও শেষ হয় নাই!" ক্রমে দেওয়ানজির কর্ণগোচর হইল যে কেবল এক পাগলা ব্রাহ্মণ তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের প্রশংসা করিতেছে না, অপর সকলেই করিতেছে। দেওয়ানজি ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "বাড়ী-ঘর, হাতী, পালকী, জমিজমা, আহার বিহার সমস্তই ঠিক রাখিয়া সঞ্চিত অর্থের দান, বহুলক্ষ টাকার হইলেও, কঠিন কার্য্য নয়। বাসগৃহ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া, বিবাহাদি না করিয়া, অর্দ্ধাশনে থাকিয়া কায়ক্লেশে লোকোপকার দ্বারা স্বর্গগতা জননীর তৃপ্তিসাধন জন্য বহুবর্ষ মাতৃশ্রাদ্ধের কার্য্যে লিপ্ত থাকায় ধনীর ধন ব্যয়কে আর বড় মনে হয় না।" দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ

াংহ এই কথার যাথার্থ উপলব্ধি করিয়া পারিষদদিগের অবজ্ঞাত কঙ্কালসার ৷াহ্মণকে শ্রদ্ধা ও যত্ন করিয়া নিজগৃহে কয়েকদিন রাখিলেন। ব্রাহ্মণ একাকী কত বড় ডোবা খুঁড়িয়াছেন তাহার সন্ধান লইলেন এবং নিজ ব্যয়ে উহাকে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকায় পরিণত করিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়া তাঁহার মাতার নামে উৎসর্গ করাইয়া ধন্য হইলেন। কার্য্য সিদ্ধিতে আনন্দিত ব্রাহ্মণ নিজের জন্য দেওয়ান-জির নিকট হইতে কিছুই লইতে সম্মত হয়েন নাই।

৩৬। ভক্তি সূচীর ছিদ্রে হাতী পার।

আত্মজ্ঞানেই মুক্তি এই কথা বুঝাইয়া দিয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন :—

"মোক্ষসাধনসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।"

মুক্তির উপাদানের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্ব প্রধান।

দেবর্ষি নারদ হরিগুণ গান করিতে করিতে সর্ব্বত্র বিচরণ কালে একদিন দেখিলেন যে একজন জীর্ণ শীর্ণ তপস্বী একটা অশ্বথ বৃক্ষমূলে বসিয়া জপ করিতেছেন। অদূরে একজন মাতাল অপর একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে। নারদকে দেখিয়া তপস্বী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যখন ভগবা-নের কাছে যাইবেন তখন জিজ্ঞাসা করিবেন, আর কত দিন আমাকে জপ করিতে হইবে?" এই শুনিয়া মাতালটাও বলিল "আমার কথাও জিজ্ঞাসা করিও।" নারদ ভগবানের নিকট গিয়া এই দুই প্রশ্ন করিলে উত্তর পাই-লেন যে, "ঐ মাতাল দীক্ষা লইয়া অল্প সাধন মাত্রেই মুক্তি পাইবে। আর ঐ তপস্বী যে বৃক্ষের তলায় বসিয়া জপ করিতেছেন তাহাতে যত পাতা আছে তত বৎসর তপস্যা জন্ম জন্মান্তরে করিলে, তবে মুক্ত হইবেন।" নারদ বিস্ময় প্রকাশ করিলে উত্তর পাইলেন "ফিরিয়া গিয়া নিজেই উহাদের

পরীক্ষা করিয়া দেখ। বল যে আমি বলিয়াছি সূচীর ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটী হস্তী পার করিয়া তাহার পর উহাদের বিষয়ে ব্যবস্থা ঠিক করিব।" নারদ উহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগবান এখন একটী সূচীর ছিদ্রে হস্তী পার করিবেন, তারপর তোমাদের কথা ভাবিবেন।" ইহাতে তপস্বী বলিলেন "তবেই বলুন যে আমার মুক্তি কখনই হইবে না। অসম্ভব কার্য্য ত কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না।" তপস্বী জপ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

মাতাল বলিল "ঠাকুর! যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে অণুর চেয়ে ছোট অণু পলকমাত্রে করিতে পারেন তাঁহার কাছে এ আর একটা কি কাজ! আপনি একটু অপেক্ষা করিয়া হাতীটা পার হওয়া দেখিয়া আমার কথাটা জানিয়া আসিতে পারিলেন না?" নারদ দেখিলেন যে মাতাল ভক্তিতে এখনই মুক্তপ্রায়। তিনি মহানন্দে মাতালকে কোল দিয়া দীক্ষা ও সাধনের উপদেশ প্রদান করিলেন।

৩৭। সাধুসঙ্গ — মুটে মহাপুরুষ।

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"—একজন বণিক্, কোন গ্রামের হাটে জিনিষ খরিদ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। সে ঐ গ্রামে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল; তাহারও তাগাদা ছিল। খরিদ বিক্রয় করিয়া বণিক্ মোট লইয়া তাগাদায় গেল। খাতকের বাটীতে জানিল যে খাতক ভাগবত শ্রবণ করিতে গিয়াছেন। বণিক্ সেখানে গেল এবং ভিড়ের পশ্চাতে বসিয়া অগত্যা কথা শ্রবণ করিতে বাধ্য হইল। কথা অন্তে খাতক বণিকের টাকা দিলেন। তখন অনেকটা রাত্রি হইয়া গিয়াছে। প্রায় দেড় ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। বণিকের একজন সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ হইল। বলিল, "যে এই মোটটা লইয়া যাইবে তাহাকে মজুরি দিব।" ভাগবৎ

শ্রোতাদিগের মধ্যে কোন মজুর পাওয়া গেল না। একজন মলিন ও ছিন্নবসনধারী ব্যক্তি শ্রোতাদিগের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কথক ঠাকুর তাঁহাকেই বলিলেন "ইহাঁর মোটটী লইয়া যাও। মজুরি পাইবে।" মলিন বেশধারী, উদাসীনের চিহ্ন বিহীন, ঐ মহাপুরুষ ভাবিলেন "লোকের উপকার করা উচিত এবং হরিকথা যিনি শুনাইলেন তাঁহারও কথা রাখা উচিত। গৃহীদের ন্যায় উহাঁকে ত কিছু দিতে পারিলাম না।" তিনি বলিলেন "আমিও ঐ দিকে যাইব। মজুরি দিতে হইবে না।" মহাত্মা মোট উঠাইয়া চলিতে লাগিলেন। "ঐ দিকে ত লোকটা যাইতই, সুতরাং কম মজুরি দিলেই চলিবে" এই কথা ভাবিয়া বণিক্ হৃষ্টচিত্তে মৌখিক বলিল "মজুরি দিব বই কি!" সঙ্গে চলিতে চলিতে মহাপুরুষ বণিকের কঠিন হৃদয়ে অর্থলাভ ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহার জন্য একান্ত ব্যথিত হইলেন। উহাকে বলিলেন "এক ঘণ্টা সাধুসঙ্গ করিলে যমরাজ সহস্র ঘণ্টা স্বর্গবাস করিতে দেন। অতএব যেরূপে যখনই পারিবে সাধুসঙ্গ করিও।" অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে মহাপুরুষ এই কথা পুনঃ পুনঃ বলায় বণিকের মন ভিজিল। সে মনে মনে স্থির করিল সৎকর্ম্ম ও সাধুসঙ্গ সময়ে সময়ে করিবে। কিন্তু মহাপুরুষ মোট পৌঁছাইয়া মজুরি না লইয়া চলিয়া গেলে পয়সা বাঁচাইয়া মহাহৃষ্ট বণিক্ অর্থ সঞ্চয়েই জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিল।

বহুকাল পরে কোন প্রকার সাধুসঙ্গ বা সৎকর্ম্ম না করিয়াই বণিকের মৃত্যু হইল। চিরজীবন কঠিনভাবে সুদ আদায়, জিনিসে এবং ওজনে বঞ্চনা ভিন্ন অন্য কোন কাজ সে করে নাই। বিষয় সম্পত্তি অনেক হইয়াছিল। মৃত্যুর পর যমরাজ উহাকে বলিলেন "সেই মুটের সহিত যে এক ঘণ্টা সাধুসঙ্গ করিয়াছিলে তাহার ফলে এক সহস্র ঘণ্টা তোমার স্বর্গবাস হইবে;

তাহার পর যম তাড়না।" বণিকের তখন সেই মহাপুরুষের সনির্ব্বন্ধ উপদেশের সার্থকতা বোধ হইল। বণিক্ কাতরভাবে মহাপুরুষের দর্শন লাভেচ্ছায় বলিল "সহস্র ঘণ্টা স্বর্গবাসের পরিবর্ত্তে তাহাকে এক ঘণ্টা পুণ্যময় লোকে সাধুসঙ্গে রাখা হউক।" স্বেচ্ছায় যিনি ভার বহনে নিযুক্ত হইয়া শুধু তাহারই প্রকৃত মঙ্গলের জন্য অত যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আর একবার দেখিয়া যম যন্ত্রণা ভোগ আরম্ভ করিবে, এই ইচ্ছা বণিকের বড়ই প্রবল হইয়াছিল। যমরাজ ইহাতে স্বীকৃত হইয়া তাহার ব্যবস্থা করিলেন। বণিক্ সেই পূর্ব্বপরিচিত মহাপুরুষ এবং অপর কয়েকজন উজ্জ্বল শরীরী মহাত্মাকে ব্রহ্ম চিন্তায় ও হরি কথায় নিমগ্ন দেখিলেন। উঁহাদের সান্নিধ্যে এবং কথাশ্রবণে বণিকের অল্পে অল্পে বিবেকের উদয় হইল, এবং নিজের ও মহাপুরুষের অবস্থার তুলনায় অনিত্য পদার্থে বৈরাগ্য এবং জ্ঞানলাভের ইচ্ছা সত্বরেই ঘটিল। উহার শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান রূপ সাধনের এই ষট্-সম্পত্তি লাভ হইল, এবং মোক্ষেচ্ছাও আসিল। অনন্য চিত্ত হইয়া বণিক্ ইহাতে প্রবৃত্ত থাকায় যমরাজের নিকট ফিরিবার কথা মনে আসিল না। নির্ম্মলচিত্ত যতিগণ যে জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র আত্মা শরীরে দর্শন করেন, সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন বণিক্ তাঁহাকে তপস্যা, সত্য, নিত্য-ব্রহ্মচর্য্য এবং জ্ঞান দ্বারা লাভ করিলেন।

পুণ্য লোকে এইরূপে বণিক্ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া নাম রূপ হইতে—যমের শাসন হইতে—মুক্তি প্রাপ্ত হইল! সাধুকে এক ঘণ্টা পরেই বাহিরে আনার চেষ্টা করিতে যমরাজ দ্বারাই দূতেরা নিবারিত হইয়াছিল। যেখানে সাধুসঙ্গ, হরি কথা, বেদান্ত চর্চ্চা ও পরব্রহ্মের চিন্তা, সেস্থানে যথার্থ অনুতপ্ত লোক শান্তির আশায় আশ্রয় লইলে যমদূতদিগের আক্রমণ করিতে যাওয়া নিয়ম বহির্ভূত।

৩৮। প্রাচীন কালের ছাত্র ভারতবর্ষ।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ পরীক্ষা দ্বারা যখন জানিতে পারিতেন যে, শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে ছাত্রের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও শাস্ত্রীয় রহস্য জানিবার জন্য তাহার বিশেষ ঔৎসুক্য হইয়াছে, তখন তাঁহারা ছাত্রের অধিকারানুযায়ী অধ্যাপনা দ্বারা শাস্ত্রীয় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করাইতেন। তাঁহারা তপঃ প্রভাবে বিশুদ্ধান্তঃকরণ ছিলেন, সুতরাং শিষ্যের যোগ্যতা দেখিয়া তাহার প্রতি প্রসন্নতা লাভ করিলে, অল্প প্রয়াসেই শিষ্যকে শিক্ষিত করিতে পারিতেন।

আয়োদধৌম্য নামক এক ঋষি ছিলেন। তিনি পঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে একদিন আদেশ করেন—"ক্ষেত্রে যাইয়া চাষের উপযুক্ত ভূমিখণ্ডের যাহাতে জল নির্গম না হয়, এই প্রকার আলিবন্ধন করিয়া গৃহে উপস্থিত হও।" উপাধ্যায়ের এই আদেশক্রমে আরুণি ক্ষেত্রে গমন করতঃ অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যখন আলি বাঁধিতে সমর্থ হইলেন না, তখন উপাধ্যায়ের আদেশ প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া, গত্যন্তর না থাকায় নিজেই তথায় শয়ন করত জলনির্গম রোধ করিলেন। পরে রাত্রি উপস্থিত হইলেও আরুণিকে দেখিতে না পাইয়া, আয়োদধৌম্য অপর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ক্ষেত্রে গমন করিয়া সেখানেও আরুণিকে দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং উচ্চরবে ডাকিলেন "হে বৎস আরুণি! সত্বর আমার নিকটস্থ হও।" গুরুদেবের এই প্রকার সস্নেহ অভিভাষণ শুনিবামাত্র সহসা কেদারখণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া, আরুণি গুরু সন্নিধানে গিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাত্মন্! ক্ষেত্রের যে জল নিঃসরণ হইতেছিল, আমি তাহার রোধ করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, নিজের এই স্থূলদেহকে ক্ষেত্রজল নিরোধের উপায় মনে করিয়া তথায় শয়ান ছিলাম। এক্ষণে কি

করিতে হইবে অনুমতি করুন।" আরুণির এই প্রকার আচরণে সুপ্রসন্ন হইয়া ধৌম্য বলিলেন, "বৎস! তুমি যখন কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া আমার নিকট উপনীত হইয়াছ, তখন অদ্য হইতে তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। আর সরল হৃদয়ে উপাধ্যায়ের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ, বলিয়া তোমার বিশেষ শ্রেয়োলাভ হইবে। বেদবেদাঙ্গাদি সকল বিদ্যা সহজেই তোমার অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইবে।" উপাধ্যায়ের সন্তোষ-ভাজন হইয়া তদীয় শক্তি প্রভাবে উদ্দালক কালে মহাপণ্ডিত এবং মহাতপা ঋষি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

৩৯। প্রাচীনকালের ছাত্র উপমন্যু।

ঋষি আয়োদধৌম্যের আদেশানুসারে উপমন্যু নামক তাঁহার এক শিষ্য গোচারণে নিযুক্ত হন; উপমন্যু প্রত্যহ সমস্ত দিন গোচারণ করিয়া সায়ং-কালে গৃহে আসিয়া গুরু সন্নিধানে অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিতেন। গুরু তাঁহাকে কিছুই খাইতে দিতেন না। তথাপি উপমন্যুকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া উপাধ্যায় একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমাকে যে পূর্ব্ববৎ পুষ্ট দেখিতেছি? তুমি কি আহার করিয়া থাক?" শিষ্য উত্তর করিল "আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিবাভাগে অন্ন আহার করিয়া থাকি।" ইহাতে গুরু বলিলেন, "আমার অনুমতি ব্যতীত তোমার ভিক্ষা করা অবৈধ এবং ভিক্ষালব্ধ সমস্তই গুরুকে অর্পণ করিবার বিধি আছে। অতএব অদ্য হইতে সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে।" শিষ্য উপমন্যু তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত গুরুকে দিতে লাগিলেন, কিন্তু গুরুদেব শিষ্যকে তাহা হইতে আহারার্থ কিছুই দিতেন না। এ অবস্থাতেও শিষ্যকে স্থূলকায় দেখিয়া উপাধ্যায় পুনরায় একদিন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শিষ্য উত্তর করি-

লেন, "একবারের ভিক্ষায় আপনাকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার ভিক্ষালব্ধ অন্ন-দ্বারা জীবনধারণ করিতেছি।" উপাধ্যায় বলিলেন, "এ কার্য্য তোমার বড়ই অন্যায় হইতেছে, কারণ এ প্রকার আচরণে অন্যের বৃত্তি নিরোধ করা হয়। গৃহস্থেরা কতবার ভিক্ষা দিবে! অতএব ভিক্ষা বিহিত হইলেও একবারের আহারের উপযুক্ত ভিক্ষাই শাস্ত্রাভিপ্রেত! ভিক্ষায় অতিশয় আসক্ত হইলে ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। বিশেষতঃ ভিক্ষা-লব্ধ সমস্ত বস্তুই গুরুকে দিতে হয়। আহার্য্য হাতে পাইলেই পশুবৎ খাইয়া ফেলিতে নাই।" গুরুবাক্যে ভীত হইয়া উপমন্যু দ্বিতীয়বার ভিক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ধৌম্য তথাপি উপমন্যুকে পূর্ব্ববৎ পুষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন "এখন কি আহার করিয়া থাক?" শিষ্য উত্তর করিলেন—"ক্ষুধা অসহ্য হইলে বৎসপীতাবশিষ্ট দুগ্ধ পান করিয়া থাকি।" উপাধ্যায় কহিলেন, "আমার অনুমতি ব্যতীত ধেনু দুগ্ধ পান নিতান্ত অন্যায় হইতেছে।" তখন শিষ্য ঐরূপ দুগ্ধ পানও পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি তাহাকে কতকটা হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া একদিন গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি উপায়ে জীবন ধারণ করিতেছ?" শিষ্য উত্তর করিল, "বৎসগণ দুগ্ধ পান করতঃ যে ফেন উদ্বমন করে, তাহা দ্বারা কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতেছি।" উপা-ধ্যায় কহিলেন, "ইহাও অন্যায়; যেহেতু বৎসগণ তোমাতে স্নেহ প্রযুক্ত অধিক পরিমাণে ফেন উদ্বমন করে। তন্নিবন্ধন তাহাদের হানি হয়, ব্রহ্মচারীর অত আহারের চেষ্টা ভাল নয়।" এইরূপে সকল প্রকার আহার নিষিদ্ধ হইলে একদিবস শিষ্য ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া অর্কপত্র ভক্ষন করিয়াছিলেন। সেই ক্ষার-যুক্ত, তিক্ত, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ ও গুরুপাক অর্কপত্র উদরস্থ হইয়া চক্ষুর দোষ জন্মাইলে উপমন্যু ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপমধ্যে নিপতিত হইলেন। অনন্তর রাত্রে উপমন্যুকে না দেখিয়া উপাধ্যায় আয়োদধৌম্য

অন্যান্য শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "উপমন্যু এখনও আসিতেছে না তজ্জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত হইলাম। উহাকে আমি সকল প্রকার আহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছি। বোধ হয় তন্নিবন্ধন আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াই প্রত্যাগমন করিতেছে না। চল আমরা তাহার অনুসন্ধান করি।" এই বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, 'উপমন্যু! কোথায় গিয়াছ?' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর অনুমানে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"আমি কূপে পতিত হইয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছি।" উপাধ্যায় বলিলেন, "তুমি কি কারণে কূপে পতিত হইয়াছ?" উপমন্যু উত্তর করিলেন, "আমি ক্ষুধার বশবর্ত্তী হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণে অন্ধ হইয়াই কূপে পতিত হইয়াছি।" উপাধ্যায় বলিলেন, "তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর। তাহা হইলে তুমি পুনঃ চক্ষুষ্মান্ হইবে।" তদনন্তর উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে তিনি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় একান্ত গুরুভক্ত উপমন্যুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে একটী পিষ্টক দিতেছি। ইহা ভক্ষণ করিলেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে।" তখন উপমন্যু বলিলেন, "আপনাদের আদেশ অবশ্যই প্রতিপালনীয় কিন্তু আমি গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না।" তখন অশ্বিনীতনয়দ্বয় বলিলেন "পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিলে প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকেও পিষ্টক দিয়াছিলাম। তিনি গুরুকে নিবেদন না করিয়াই ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তুমিও সেইরূপ আচরণ কর।" উপমন্যু বলিলেন, "আপনাদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে, আমি গুরুর হস্তে অর্পণ না করিয়া ভিক্ষা বা অনুগ্রহলব্ধ পিষ্টক ভক্ষণ করিতে পারিব না।"

সদালাপ।

তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, "তোমার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করিতেছি যে তুমি চক্ষুদ্বয় লাভ করিবে এবং অন্যান্য সকল প্রকার শ্রেয়োলাভে চরিতার্থ হইবে।" এইপ্রকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বর প্রভাবে পূর্ব্ববৎ চক্ষুরত্ন লাভ করতঃ উপমন্যু গুরু সন্নিধানে উপনীত হইলেন।

গুরু অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন "বৎস! তুমি অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বদা তোমার স্মৃতির বিষয় হইয়া থাকিবে। অধ্যাপনাদি কার্য্যেও তুমি নৈপুণ্য লাভ করিবে।" গুরুর সন্তোষ প্রভাবে সংযত এবং গুরুবাক্যে এবং শাস্ত্র বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী উপমন্যু নানা বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

৪০। স্বদেশ প্রেম — জাপানী শ্রমজীবির জননী।

রুষ জাপান যুদ্ধের সময় যখন দলে দলে জাপানী সৈন্য কোরিয়ায় উপনীত হইতেছিল, তখন একজন জাপানী মজুর সৈন্যদলের সহিত প্রেরিত হওয়ার জন্য আবেদন করে। জাপানের নিয়ম এই যে, দরিদ্র বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ পোষণের উপায়, একমাত্র পুত্রকে, অপর লোকের অভাব না হইলে, যুদ্ধে পাঠান হয় না। ঐ মজুরের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সৈন্য সংগ্রহকারী কাপ্তেন জানিতে পারিলেন যে, উহার সঞ্চিত ধন বা জমা জমি কিছুই নাই; সে দিন আনে ও দিন খায়, এবং উহার বৃদ্ধা মাতারও আর খাটিয়া খাইবার সামর্থ নাই, তখন প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি উহাকে ফিরাইয়া দিলেন—রেজিমেণ্টে ভর্ত্তি করিলেন না। মাতাই পুত্রের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "দেশের জন্য পবিত্র সমরক্ষেত্রে তোমার যদি প্রাণ যায়, তাহা হইলে না হয় ঘরে আমারও অনা-

হারে প্রাণ যাইবে ;—তাহাতে এমন ক্ষতিই বা কি ?" পুত্র ক্ষুন্নমনে ফিরিয়া আসিলে বৃদ্ধা সমস্ত শুনিয়া বলিল, "আমার এই তুচ্ছ জীবনের জন্য তুমি দেশের ও সম্রাটের জন্য প্রাণ দান করিতে পাইবে না, এ বড় ঘৃণার কথা। আমি তোমার যশের ও ধর্ম্মের পথে কণ্টক হইয়া থাকিব না। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ সহ কর্ত্তব্য কর্ম্মে যাও"—এই বলিয়া বৃদ্ধা পেটে ছুরি বিঁধিয়া প্রাণত্যাগ করিল। পুত্রও মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যুদ্ধে গেল। যেখানের কুলি মজুর পর্য্যন্ত সকলেই দেশের প্রতি "এরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা সম্পন্ন" ধন্য সেই দেশ!

৪১। গুরুভক্তি — শিখ শকটচালকের আত্মত্যাগ।

যখন সম্রাট আরঙ্গিবের আদেশে গুরু তেগবাহাদুরের দিল্লীতে শিরশ্ছেদন হয়, তখন ব্যবস্থা হয়, সে ঐ মৃতদেহের কোন প্রকার সৎকার করিতে দেওয়া হইবে না—উহা যেখানে কাটা হইয়াছিল সেই প্রকাশ্য রাজপথে পড়িয়া থাকিয়া পচিয়া গলিয়া শেষ হইবে! গুরু গোবিন্দ সিংহ তখন ষোড়শবর্ষীয় বালক। তিনি পিতৃদেহ উদ্ধার জন্য পঞ্জাব হইতে দিল্লী যাইতেছিলেন এমন সময় একজন দরিদ্র শিখ শকট চালক ও তাহার পুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গুরু উহাদেরই প্রতি পিতৃদেহ উদ্ধারের ভার দিলেন। উহারা কিছুতেই শিখের একমাত্র ভরসা গুরু গোবিন্দকে বিপদসঙ্কুল দিল্লীর ভিতর যাইতে দিল না। উহাকে বাহিরে রাখিয়া দিল্লীতে ঢুকিয়া উহারা দেখিল যে গভীর রাত্রে প্রহরীরা পূতিগন্ধের জন্য কিছু দূরে আছে, ও সকলেই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে। বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃতদেহ চৌরাস্তায় পড়িয়া আছে। পিতা পুত্রে নিঃশব্দে গুরুর শবের নিকট গিয়া দেহ উঠাইয়া লওয়ার সময় স্থির করিল যে তখনি উহাদের একজনের

স্বেচ্ছা মৃত্যুর একান্ত প্রয়োজন ; অপর একটী মৃতদেহ কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিয়া না দিলে প্রহরীদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে যখন তাহারা দেখিবে যে গুরুর মৃতদেহ কেহ সরাইয়াছে তখনই সম্রাটের ক্রোধের ভয়ে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিবে এবং গুরুর শববাহী নিশ্চয়ই ধরা পরিবে। পুত্র মরিতে চাহিল। পিতা বলিল "তুমি সবল শরীর ও গুরুর দেহবহনে অধিকতর সক্ষম ; পরে নূতন গুরুর অধীনে ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেও আমার অপেক্ষা অনেক অধিক দিন ধরিয়া পারিবে ; সুতরাং তোমারই জীবিত থাকা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া শকট চালক নিঃশব্দে বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলে তাঁহার পুত্র রক্তাক্ত পিতৃদেহ বস্ত্রাদিতে ঢাকিয়া এবং তাহার উপর চাদরখানি পূর্ব্ববৎ-ভাবেই রাখিয়া গুরুর দেহ বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল।—প্রকৃত মহাপুরুষ দিগের সংশ্রবে জাতীয় অভ্যুদয়কালে সমগ্র সমাজই মহৎ হয়।

৪২। কর্ত্তব্যপরায়ণতা ইংরাজ-অফিসরের আত্মত্যাগ।

মিউটিনির সময় যখন মিরাট হইতে বিদ্রোহী সিপাহীরা দলে দলে দিল্লী প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ স্ত্রীপুত্রাদি সহ অশ্বারোহণে সহরের অপর এক ফটক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। আধ মাইল পথ গিয়া লেফ্‌ট্‌নেণ্ট উইলোবির মনে হইল,—"আমরা একি করিতেছি! দিল্লীর ম্যাগাজিন বিদ্রোহীরা পাইবে এবং উহার তোপ, গোলা-গুলি, বারুদের বলে গবর্ণমেণ্টের সহিত সতেজে যুদ্ধ করিতে থাকিবে। উহারা আমাদেরই দ্বারা যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত। অবশেষে ইংরাজের জয় হইবে বটে, কিন্তু দিল্লীর ম্যাগাজিন পাওয়ার সুবিধায় উহাদের হাতে দশ হাজার ইংরাজ সৈন্য বেশী মারা যাইবে সন্দেহ নাই। নিজের হস্তে দেশের উপকার করিবার এমন উপায় আর কখন হইবেনা!" এই কথা মনে হইতেই তিনি

বলিলেন "বন্ধুগণ! আমার পত্নী ও পুত্র সহ তোমরা অগ্রসর হও! আমার একটা ভুল হইয়াছে,—আমি একবার ফিরিব।" লেফ্‌টনেণ্ট উইলোবি উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটাইয়া ম্যাগাজিনের দিকে ফিরিলেন। অল্প পরেই মহাশব্দে দিল্লীর ম্যাগাজিন ইংরাজ বীরের দেহসহ উড়িয়া গেল।

৪৩। নিষ্কাম যোদ্ধা — মহাত্মা আলি।

মহাপুরুষ মহম্মদের প্রিয় শিষ্য এবং জামাতা মহাবীর আলিই ইস্‌লামের মধ্যে সর্ব্বোচ্চাধিকারীদিগের জন্য গূঢ় যোগ সাধনার এবং সুফি বা ফকীরী বা বৈদান্তিক মতের প্রবর্ত্তক।

কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা সদা সংযত ঐ মহাবীর একদিন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-দলের একজনের সহিত বহুক্ষণব্যাপী অসিযুদ্ধ করিয়া শত্রুকে ভূমিতে ফেলিয়া তাহার বুকে হাঁটু দিয়া শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে ঐ ব্যক্তি তাহার বিজেতার প্রতি ঘৃণা এবং নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভয়হীনতা দেখাই-বার জন্য মহাবীর আলির মুখে থুথু দিল। মহাবীর তখনি শত্রুকে ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং অসি নামাইয়া লইলেন। বিপক্ষ এই ব্যাপারে চমৎ-কৃত হইয়া গা ঝাড়িয়া উঠিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা আলি বলিলেন "সত্য-ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছিলাম। তাহাতে তোমার প্রাণই যায় আর আমার প্রাণই যায় ক্ষতি ছিল না। ইহাতে আমার মনে ব্যক্তি-গত বিদ্বেষ একটুও ছিল না। তুমি মুখে থুথু দেওয়ায় তোমার উপর আমার তখন হঠাৎ একটু ব্যক্তিগত ক্রোধোদয় হইয়াছিল। সে অবস্থায় তোমার শিরচ্ছেদন করিলে নিষ্কাম কর্ত্তব্য পালন না হইয়া নিজের শত্রুকে খুন করা হইয়া পড়িত। এখন মনের সে ভাব দমন করিয়াছি। তুমি তোমার তলোয়ার কুড়াইয়া লইয়া আবার আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পার।" শত্রু এই মাহাত্ম্যে একান্ত মুগ্ধ হইয়া ভাবিল "এ কি ধর্ম্ম যাহাতে

দালাপ।

নুষ দেব তুল্য হয়! তিনি কিরূপ মহাপুরুষ যাঁহার সংস্রবে মানুষ এত
যত হইতে পারে!" সে তখন পরাজয় স্বীকার ও পরে ইসলাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ
রিয়া মহাবীরের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হইল।

'৪। স্বর্ণালঙ্কারের অনিষ্টকারিতা ওভারসিয়ার বাবু।

এ দেশে হিন্দুদের মধ্যে নাভির নিম্নে স্বর্ণালঙ্কার ধারণে অনেক স্ত্রী-
াকের আপত্তি আছে। সোণার মল মুসলমানেরা ব্যবহার করেন;
ন্দুরা করেন না। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে সোণার গোট এবং চন্দ্রহার
ামরে ধারণ কিছু কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

স্বর্ণালঙ্কারের গালাই এবং পুনর্ব্বার নূতন গড়ানয় বৎসর বৎসর বাঙ্গালা
শে কত লক্ষ টাকা যে নষ্ট হইতেছে তাহা বলা যায় না। প্রস্তুত গহনা
লাই করিলে অন্ততঃ টাকায় ।/০ আনা পানে ও মজুরিতে নষ্ট হয়। আর
শানের পরিবর্ত্তন জন্য নিত্যই গালাই! সকল বাড়ীতেই স্বর্ণালঙ্কার ধারণ
বন্ধে সঙ্কোচ হউক; উহাতে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অনেক ধনক্ষয় নিবারণ
হবে। উঁহাদের মনে পরস্পরের অলঙ্কারদর্শনে "তাপ উদয়" কমিবে।
াটা দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার সহিত মিল রক্ষার্থ রৌপ্যের ও
খের অলঙ্কার এবং লোহা ও সিন্দুর ধারণ করিয়া বাঙ্গালার ঘরে ঘরে
বার উঁহারা লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করুন। সঞ্চিত অর্থ এখন হইতে সেভিংব্যাঙ্কে,
ভকর ব্যবসায়ের শেয়ারে বা কোম্পানির কাগজে নিবদ্ধ হইয়া আয় বৃদ্ধির
হায্য করিতে থাকুক; চাকর চাকরাণী বা ভৃত্য হইতে গহনা চুরির ভয়ও
উক। ডাকাতি, থানা তল্লাসী প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার খোয়া যাইবার কতই
পায় আছে! বাড়ীতে এক একটা মৃত্যু ঘটনায় বা অন্য দুর্ব্বিপাকের সময়
ত চুরিই হইয়া যায়। নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগের অসাবধানতায় কত অল-
র খোয়া গিয়া নিমন্ত্রণকারীর লজ্জার কারণ হয়। অ…কে গহনা পত্রের

বাক্স ব্যাঙ্কে বা নিরাপদ স্থানে শিলমোহর করিয়া রাখিয়া দেন। টাকাট ওরূপে বদ্ধ করিয়া রাখায় গৃহস্থ ভদ্র পরিবারের লাভ কি? অনেক স্থলে গচ্ছিত গহনাও মারা গিয়া দেশে অধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ হয়।

(১৯০৯) ভবানীপুরের কোন পরিবারে এক বধূ স্নানাগারে পাঁচ শত টাকা মূল্যের সোণার গোট ফেলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার পর অপর এক বধূ তথায় যান। ঐ গহনা হারান উপলক্ষে আরম্ভ বচসা ক্রমে দুই ভাইয়ের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া মারামারি পর্য্যন্ত হয়; এবং মোকদ্দমা আদালতে পৌঁছায়। দুই ভাইই কৃতবিদ্য এবং মিউনিসিপালিটির ওভারশিয়ার। উঁহারা পরে আপোষে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিয়া এবং অনর্থের মূল পত্নীদিগের স্বর্ণ অলঙ্কারগুলি বেচিয়া ফেলিয়া বিক্রয় লব্ধ টাকাটা সেভিং ব্যাঙ্কে রাখিতে তাঁহাদের বাধ্য করিয়াছেন।

৪৫। সম্মিলনের একমাত্র উপায় সহানুভূতি।

ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সদ্ভাব সংবর্দ্ধন ও সামাজিক ঘনিষ্ঠতা-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটী ক্লাব বা মজলিস সংস্থাপিত হয়। বিলাত প্রত্যাগত বা ইংরাজ ঘেঁসা অনেক বাঙ্গালী এই মজলিসের সভ্য হইয়াছিলেন। এই মজলিসে আহারে ও পানে সামাজিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবাসীকে এই ঘনিষ্ঠতার প্রথম সোপানে উঠিবার জন্য দেশীয় খাদ্য ও পানীয় বর্জ্জন করিয়া বিদেশীয় অনুকরণ করিতে হয়। আবার দেশীয় বেশে এ মজলিসে কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই।

একজন সুইস ভদ্রলোক ধুতি পরিয়া ঐ মজলিসে গিয়াছিলেন (১৯০৯)। ইহাতে আর এক জন ইয়ুরোপীয় ঐ সুইস ভদ্র লোকটীকে বলেন, "মজলিসের নিয়ম অনুসারে ধুতি পরিয়া মজলিসে আগমন নিষিদ্ধ।" সুইস ভদ্রলোকটী উত্তর করেন, "আমি বাঙ্গালী নহি; কেবল সখ করিয়া ধুতি পরি-

য়াছি ; বিশেষ বাঙ্গলার এই পচা গরমে ধুতি পরা বড় সুখদ।" এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত ইয়ুরোপীয় উচ্চকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "সে যাহা হউক এখানে 'নিগারের' মত (অর্থাৎ ঘৃণ্য কেলে গুলার মত) আসা চলিবে না।" তাহার সহজ ভাবেই বলা উচিত ছিল "মহাশয়! ক্লাবের নিয়ম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে ধুতি পরা চলিবেনা।"

যাহা হউক এই কথা যখন হয় তখন যে অনেকগুলি দেশীয় লোক ঐ মজলিসে উপস্থিত আছেন এবং এদেশীয়দিগকে সাধারণভাবে "নিগার" বলিয়া উল্লেখ করায় তাঁহাদের মনে কষ্ট হইবে এবং এরূপে সমস্ত জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ যে সর্ব্বদেশেরই শিষ্টাচারবিরুদ্ধ তাহা ঐ ক্রোধান্ধ ও গর্ব্বিত ইউরোপীয়ের মনেই পড়িল না। "নিগার" শব্দ কাফ্রিদাস বোধক। ঐ শব্দ ব্যবহারের প্রতিবাদ উপস্থিত সকল "ইয়ুরোপীয়" সভ্যেরই করা উচিত ছিল। তাঁহারা তাহা না করায় উঁহাদের সকলেরই ঐ জাতীয় অবমাননায় সহকারিতা করা হইয়াছিল। পরস্পরের শ্রদ্ধা হইতেই সহানুভূতি হয় এবং তাহা ব্যতীত সম্মিলন হয় না। একদিকে তোষামোদ, অপরদিকে অবজ্ঞায় সম্মিলন কিরূপে হইবে? এই প্রকৃত কথা ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম হইলে এরূপ সকল মিশ্রিত মজলিসের প্রথম নিয়ম হইবে যে জাতীয় অহঙ্কার প্রকাশক বা জাতীয় অবমাননাকর কথা বলিলেই সভ্যকে সস্‌পেণ্ড (সভা হইতে বহিষ্কৃত) হইতে হইবে।

৩৬। ফকীর সাহেব উদার দৃষ্টি।

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া নিবাসী ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত মহম্মদ ...ম নবি সাহেব আরায় কাজ করিবার সময় একজন ফকীরের দর্শন পাইয়াছিলেন। ফকীর পদব্রজে আরব, মিসর ইরান, তুর্কিস্থান, ও সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ডেপুটী সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি

কোথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রকৃত সাধু দেখিয়াছেন?" ফকী সাহেব উত্তর দিয়াছিলেন, "হরিদ্বারে কুম্ভমেলায়। তবে সকল দেশেই অং বিস্তর প্রকৃত সাধু আছেন, নচেৎ লোকের পাপাচারের জন্য জন সমাজ সকল উৎসন্ন হইয়া যাইত।" প্রশ্ন, "আপনি মুসলমানের ফকীর, হিন্দুর তীং হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময় কেন গিয়াছিলেন?" উত্তর, "ভাই! জেরা চঢ়কর দেখো সবহি বরোবর।" 'ভাই! এক উচ্চে চড়িয়া দেখ সবই সমান।' অর্থাৎ যেমন উচ্চ পর্ব্বতের উপর চড়িয়া নিম্ন মাঠের দিকে দেখিলে ঘাস, এবং শস্যসমূহ সমস্তই একরূপ দেখায়, সবুজ মাত্র বুঝা যায় সেইরূপ মনকে উচ্চ এবং উদার করিয়া লইতে পারিলে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্যে দৃষ্টি থাকে না। সকলের মধ্যে যেটা প্রধান এবং সাধারণ বিষয় তাহাই সুস্পষ্ট হয়। তখন ভাল লোক যে সম্প্রদায়েরই হউন তাহাকে 'প্রকৃত ঈশ্বর ভক্ত এবং ভাল,' বোধ হইতে পারে। ফকীর সাহেব অপরের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে "সন্ন্যাসী ফকীর প্রভৃতির মধ্যে যাহারা প্রকৃত সাধু তাঁহাদিগের এক নিত্যবস্তুর উপরই দৃঢ়লক্ষ্য এবং যোগই উঁহাদের একমাত্র অবলম্ব।"

কল্পনায় মনকে সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া গিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ভগবানের পরমাপদ দর্শন চেষ্টার অভ্যাসের উপদেশ পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আচার প্রবন্ধে আচমন মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দিয়াছেন।

৪৭। বাহ্য উপাসনা সম্রাট আরঙ্গিব ও ফকীর সর্ম্মদ্।

কাবুলে এখনও নিয়ম আছে যে মুসলমানগণ নমাজ না করিলে তাঁহাদের সাজা হয়। আরঙ্গিব বাদসাহও নমাজ না করিলে মুসলমানের সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফকীর সর্ম্মদ্ নমাজ করেন না বলিয়া বাদশাহের নিকট সম্বাদ পৌছিলে তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলি-

লেন, "আমার সহিত জুম্মা মসজিদে নমাজ করিবে চল।" ফকীর স্বীকার করিয়া সঙ্গে গেলেন। বাদসাহের পার্শ্বেই উঁহাকে দাঁড় করান হইল। নমাজ আরম্ভে যখন পেশ-নমাজ [যিনি নমাজের পুরোহিত বা মন্ত্রোচ্চারণে অগ্রবর্ত্তী] "আল্লা" বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করিলেন, তৎক্ষণাৎ ফকীর বলিয়া উঠিলেন, "তেরা আল্লা তেরা পায়েরকে নীচে!" এবং সেস্থান হইতে দৌড়িয়া পলাইয়া গেলেন। নমাজ শেষে ক্রোধান্ধ সম্রাট ফকীরকে ধরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার ইসলাম-ধর্ম্মের অবমাননাকর ব্যবহারের জন্ত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। ফকীর বলিলেন "আমি ঠিকই বলিয়াছিলাম। তোমার পেশ-নমাজকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর না!" সম্রাটের গর্জ্জন সহ আদেশে সেই ক্ষণেই ফকীরের ফাঁশি হইল। কথিত আছে ইহার পর হইতে মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত সম্রাট আরঙ্গিব আর দিল্লীতে বাস করিতে পারেন নাই। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ উপলক্ষে অবিলম্বেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পেশ-নমাজ সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে উজ্জ্বল শরীরী ঈশ্বরের দূত তাঁহার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া করুণামাখা স্বরে বলিতেছেন, "তুমি সত্য কথা বলিয়া কেন সাধুর প্রাণরক্ষা করিলে না? সে সময়ে তোমার মুখে যাহাই বাহির হউক তোমার মনে কি হইতেছিল, তাহা কেন বলিলে না? এবং যেখানে দাঁড়াইয়া নমাজ পড়াইতেছিলে সেই পায়ের নীচের পাথরের গালিখানি খুলিয়া কেন দেখিলে না যে ফকীরের কথা সত্য কিনা? ফকীর যে আল্লাকে ভিন্ন কিছুই জানিত না! সে যে প্রতি নিশ্বাসের সহিতই 'আল্লা আল্লা' বলিত—অনুক্ষণ কেবল তাঁহাকেই ভাবিত—আর তাহার হইল কপটীদের প্রযুক্ত বধদণ্ড!!"

নিদ্রাভঙ্গে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে স্পন্দিতহৃদয়ে দ্রুত শয্যা হইতে উঠিয়া পেশ-নমাজ একটী শাবল ও লণ্ঠন হস্তে একাকী জুমা মসজিদে উপস্থিত হইলেন এবং যে পাথরের উপর দাঁড়াইয়া নমাজ পড়াইতেছিলেন, তাহা অনেক

চেষ্টায় উঠাইয়া ফেলিলেন। দেখিলেন যে একটী ছোট ভাঁড়ে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে! ফকীর তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া পলায়ন করার সময় যাহা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল, তাহা আবার চট্‌কা ভাঙ্গিয়া সুস্পষ্ট মনে হইল! তিনি নমাজ পড়াইবার সময় মুখে "আল্লা" বলিলেও তাঁহার মনে হইতেছিল যে, কন্যার বিবাহের জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থার প্রয়োজন কিরূপ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পবিত্রাত্মা অকপট সাধুর হত্যা তাঁহার দোষে ঘটিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া মর্ম্মাহত পেশ নমাজ, আর বাড়ী ফিরিলেন না! বিরাগী হইয়া প্রকৃত মানসজপে মনোনিবেশ করিলেন।

দিল্লীর জুমা মসজিদের পার্শ্বেই শাহসর্মদের দরগা বর্ত্তমান।

৪৮। আত্মজয় হিন্দুসন্ন্যাসী ও সিকন্দর সাহ।

পঞ্জাব জয় করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সিকন্দর সাহ [মাসিডোনিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার] যখন বিজয় উল্লাস করিতেছিলেন, তখন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সিকন্দর সাহের কর্ম্মচারী সাধুর নিকট যাইয়া সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "সেই বিজয়ী পুরুষকে দেখিতে চলুন।" সাধু উত্তরে বলেন "তোমার মনিবকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি নিজেকে জয় করিয়াছেন কিনা ;— যদি করিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই দেখিতে যাইব।" সাধুর উত্তরে চমৎকৃত হইয়া সিকন্দর সাহ নিজেই সাধুর নিকট গেলেন এবং বলিলেন যে, তিনি সাধুর যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। [সাধু মহাত্মারা সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বস্থানে যাহার পক্ষে যে উপদেশটী প্রকৃত পক্ষে 'সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়' তাহাই দিয়া আসিতেছেন।] সাধু উত্তর করিলেন "যাহা দিতে পারনা তাহা লইওনা।" দিগ্বিজয়ী সিকন্দর সাহ বুঝিতেই পারিলেন না যে এমন কি আছে যে তিনি দিতে পারেন না অথচ লইয়াছেন! তখন সাধু

বলিলেন "প্রাণ দিতে পার না, লোকের প্রাণ লইও না। আমাকে তুমি রৌদ্র দিতে পার না, তাহা ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমার নিকট হইতে লইও না"।—অর্থাৎ মানুষ খুন করায় কোন বাহাদুরী নাই, তাহা আর করিও না; আর তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রকৃত কথা যখন শুনিতে পাইলে, তখন চলিয়া যাও। [গ্রীকপণ্ডিত ডাইওজিনিসও আলেকজাণ্ডারকে ছায়া করিয়া দাঁড়াইতে নিষেধ করেন। তিনি নিস্পৃহতা মাত্র দেখাইয়াছিলেন; সংশোধনের উপদেশ দিয়া উপকার চেষ্টা করেন নাই।]

৪৯। আত্মদোষানুসন্ধান মখ্‌দুম সাহ।

বিহারে মখদুম সাহের কবর আছে। তিনি রাজগৃহে পাহাড়ের গুহায় তপস্যা করিতেন। তথা হইতে বিহারে আসিবার সময় একদিন পথ হইতে একটু নামিয়া প্রস্রাব করিতেছিলেন। সামনেই ফুটির ক্ষেত। চাষা মনে করিল পথিক ফুটি চুরি করিতে বসিয়াছে। সে কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়াই ফকীরের মাথায় এক লাঠি মারিল। ফকীর প্রহারকারীকে কিছুই বলিলেন না—আপনাকে বলিলেন "কাহে সারফা (উঁহার ডাকনাম ছিল সারফুদ্দিন ; গলে হো কু রাহ্ কি লাঠি খায়া।" কেন সারফা কুপথে গিয়ে লাঠি খেলে। —যেন দোষটা সবই তাঁহার নিজের! তিনি যদি কোন পড়তি জমিতে কি ঝাড় ঝাড়ের কাছে বসিতেন, তাহা হইলে ত কৃষকের ভুল হইত না!

৫০। নেতার সহানুভূতি মহাত্মা আলি।

মহাত্মা আলি যখন মুসলমানদিগের খলিফা, তখন একদিন নমাজের পর র্ম্মোপদেশ দিবার সময় একজন আরব তাঁহাকে অকথ্য গালি গালাজ করিয়া দত্যাগ করিতে বলিল। উপস্থিত ভক্ত মুসলমানগণ তাঁহাদের গুরু মহা-

পুরুষের প্রিয় জামাতা এবং তাঁহাদের সম্মানিত সর্দ্দার ও ধর্ম্মশাস্তাকে অকারণে গালি দেওয়ায় একান্ত ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উপদেশ দান সমাপ্ত হইলে মহাত্মা আলি কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া করুণার্দ্রস্বরে ঔৎসুক্য সহকারে বলিলেন "উহাঁকে জিজ্ঞাসা কর যে উহাঁর কোন প্রিয়জন বিয়োগ হইয়াছে, কি দেনার দায় পড়িয়াছে, কি খাওয়া হয় নাই!" জিজ্ঞাসায় জানা গেল যে দেনার জন্য মহাজন উহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল। মহাত্মা আলি নিজের ঘরের টাকা হইতে উহার দেনাশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। লোকটা চিরদিনের জন্য তাঁহার একান্ত কৃতজ্ঞ, অনুগত ও ধার্ম্মিক শিষ্য হইয়া পড়িল। মহাত্মা আলি ঐ সময়ে বলিয়াছিলেন "সাধারণ প্রজা যখন স্বাভাবিক সম্মান ছাড়িয়া উচ্চপদস্থকে অপমান করিতে যায়, তখন উহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়াছে ইহা অনুভব করিয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করা উচিত। তখন উহার উপর ক্রুদ্ধ হওয়ায় নেতৃ ধর্ম্ম পালন হয় না।"

সকল দেশে এবং সকল সময়ে—পরিবারমধ্যে, জমিদারীতে, আফিসে, কারখানায় বা রাজ্যে—সর্ব্বপ্রকারের উচ্চপদস্থদিগের এই উপদেশ স্মরণ রাখা উচিত।

৫১। সরলতা — সত্যবাদী চোর।

ইটালী, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এক সময়ে অপরাধীদিগকে জাহাজে কয়েদ রাখার প্রথা ছিল এবং উহাদিগকে "গ্যালি" নামক ছোট ছোট যুদ্ধজাহাজে দাঁড় টানিবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দাঁড়ের নিকট বসান হইত। একদিন নেপল্‌সের রাজপ্রতিনিধি কোন গ্যালিতে চড়িয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি কৌতূহলবশতঃ কয়েদীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহারা কে কোন অপরাধের শাস্তি পাইয়া গ্যালিতে কাজ করিতে আসি-

য়াছে। সকলেই আপনাদের নির্দোষী বলিয়া প্রকাশ করিল এবং বলিল যে মিথ্যা সাক্ষীর বলে শত্রুরা কয়েদ করাইয়াছে; কেহ বলিল বিচারক ঘুষ খাইয়া সাজা দিয়াছেন। কেবল একজন বলিল যে সে অন্নাভাবে উত্যক্ত হইয়া চুরি করিয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হস্তস্থিত ছড়ি দ্বারা তাহাকে স্কন্ধে আঘাত করিলেন এবং বলিলেন, "এমন সব ভদ্রলোক-দের মধ্যে তুই বেটা চোর এখানে কি করিতেছিস। এখনি এখান হইতে চলিয়া যা।" সত্যবাদী চোর মুক্তিলাভ করিল।

৫২। শিষ্টাচার লর্ড ষ্টেয়ার।

একদিন ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইসের নিকট ইংলণ্ডীয় দূত লর্ড ষ্টেয়ারকে আসিতে দেখিয়া একজন পারিষদ বলিলেন, "লর্ড ষ্টেয়ার শিষ্টাচারে অদ্বিতীয়।" রাজা বলিলেন "অবিলম্বেই তাহা পরীক্ষিত হইবে!" লর্ড ষ্টেয়ার আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়েই রাজার বেড়াইতে যাওয়ার জন্য গাড়ি আসিল। তিনি লর্ড ষ্টেয়ারকে গাড়িতে উঠিতে বলিলেন। রাজাকে বিনীতভাবে সেলাম করিয়া লর্ড ষ্টেয়ার তৎক্ষণাৎ রাজার আগেই গাড়িতে উঠিয়া বসিলে, রাজা বলিলেন, "আপনার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। আপনার শিষ্টাচার প্রকৃতই উচ্চধরণের। অন্য লোক হইলে 'আপনি আগে উঠুন' 'আমি আগে কি করিয়া উঠিব' ইত্যাদি শিষ্টাচারের ভাণে আমাকে বিরক্ত করিত এবং সেজন্য আমার গাড়ি উঠিতে একটু দেরীও হইয়া যাইত।"—গুরুজনের আদেশ পালনই প্রকৃত শিষ্টাচার।

৫৩। রাজার কর্ত্তব্য সুলতান সলিমান।

তুর্ক সুলতান সলিমান বেলগ্রেড নগর দখল করার কিছুদিন পরে এক-

জন বৃদ্ধা খৃষ্টিয়ান স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার নিকট নালিশ করে যে চোরে তাহার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সুলতান বলিলেন "তুমি জাগ্রত ছিলে না কেন? তুমি হাঁক ডাক করিলে চোরে কিছুই লইয়া যাইতে পারিত না।" স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল "আপনি প্রজাদের জন্য জাগিয়া ও কর্ম্মচারীদের জাগাইয়া রহিয়াছেন, এই ভরসাতেই আমি গভীর নিদ্রায় ছিলাম।" কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুলতান উত্তরে তুষ্ট হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াই স্ত্রী-লোকটীর হৃত সম্পত্তির উদ্ধার করাইয়া দিয়াছিলেন।

৫৪। দানধর্ম্ম — মহাত্মা ইব্রাহিম।

মহাত্মা ইব্রাহিম অতিথি সেবা না করিয়া ভোজন করিতেন না। এক দিন কোন অতিথি না আসায় তিনি নিজেই কোন দরিদ্র ব্যক্তির অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। পথে বৃদ্ধ শীর্ণকায় এক দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং সমাদরে ভোজন করাইতে বসাইলেন। কিন্তু অতিথি ভোজনারম্ভে ঈশ্বরের প্রার্থনা না করায় তাহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল "আমি অগ্নিপূজক। তোমাদের সমাজভুক্ত বা মতাবলম্বী নহি।" তখন ইব্রাহিম উহাকে "কাফের" বলিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিলেন; খাইতে দিলেন না। সেদিন উপাসনা সময়ে উঁহার অন্তরে দৈববাণী হইল—"হে ইব্রাহিম! যাহাকে আমি স্নেহ পূর্ব্বক শতবর্ষ অন্নদান করিয়া আসিতেছি তাহার 'অন্ন পরিবেশক' একবারের জন্যও হইতে পারিলে না;—এতটা ঘৃণা করিলে! সে অগ্নির নিকট প্রণত হয় সত্য। কিন্তু তুমি আমার সৃষ্ট জীবে দানের হস্ত কেন সঙ্কুচিত করিলে?"

৫৫। স্বদেশভক্তি ও স্মৃতি শক্তি — বাসুদেব।

মৈথিল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় মহর্ষি গৌতম প্রণীত

ন্যায় দর্শনের চিন্তামণি নামক চারিখণ্ড অসামান্য টীকা প্রস্তুত করেন। পরে মুরারি মিশ্র, বাচস্পতি মিশ্র, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি মৈথিলি পণ্ডিতগণ ন্যায়ের উত্তম উত্তম গ্রন্থ রচনা করেন। এক সময়ে মিথিলায় যাওয়া ভিন্ন ন্যায় দর্শন শিক্ষার কোন উপায় ছিল না। মৈথিল পণ্ডিতেরা ন্যায় দর্শনের পুস্তক অন্যত্র লইয়া যাইতে দিতেন না।

নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌম ২৫।৩০ বৎসর বয়সে স্বগ্রামের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে গেলেন। একান্ত আকাঙ্ক্ষা স্বদেশে ঐ বিদ্যা আনয়ন করিবেন! মৈথিল পণ্ডিতদিগের একান্ত প্রতিকূলতায় ন্যায় শাস্ত্রের পুস্তক নকল করিয়া আনা অসাধ্য দেখিয়া চারিখণ্ড চিন্তামণির সমস্তই তিনি কণ্ঠস্থ করিলেন। কুসুমাঞ্জলির শ্লোক ভাগ কণ্ঠস্থ করার পর এবং টীকা ভাগ কণ্ঠস্থ করার পূর্ব্বেই মৈথিল ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার উদ্দেশ্য প্রচারিত হইয়া পড়ায় তাঁহার ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ হইল না। তাঁহার উপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্র উঁহাকে সার্ব্বভৌম উপাধি দিয়া পাঠ শেষ করাইয়া দিলে, বাসুদেব ৺কাশীধামে বেদান্ত দর্শনের আলোচনা করিয়া দেশে ফিরিলেন এবং নবদ্বীপে প্রথম ন্যায়শাস্ত্রের টোল খুলিলেন। স্বচেষ্টায় বিশেষ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক স্বদেশে নূতন বিদ্যা আনয়ন করিয়া বাসুদেব ধন্য হইয়া গিয়াছেন। বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বলকারী বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এবং শ্রীমৎচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহারই ছাত্র ছিলেন।

৫৬। স্বদেশভক্তি ও ধীশক্তি রঘুনাথ শিরোমণি।

যাঁহার জন্য সমস্ত ভারতে নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চা আজ পর্য্যন্ত বিখ্যাত রহিয়াছে তাঁহার নাম রঘুনাথ শিরোমণি। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "আমার দেশ" গানে উঁহাকেই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন 'ন্যায়ের

বিধান দিল রঘুমণি।' বাঙ্গালীর গৌরব এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতের কথা সকলেরই জানা উচিত।

রঘুনাথের জন্মাবধি এক চক্ষু অন্ধ ছিল। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি অতীব দরিদ্রাবস্থায় পড়েন। যখন পাঁচ বৎসর মাত্র বয়স, তখন মাতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া একদিন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে অগ্নি আনিতে গিয়াছিলেন। কয়েকবার আগুন চাওয়ার পর বালকের প্রতি বিরক্ত হইয়া টোলের একজন ছাত্র একখানা হাতা করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া বলিল, "কিসে লইবে লও।" বালকের হাতে কিছুই ছিল না। টোলের ছাত্রেরা ঘুঁটের একদিক ধরাইয়া তাহাই উহাকে দিবে বালক এইরূপ মনে করিয়াই তথায় গিয়াছিল। কিন্তু উহাকে অবজ্ঞা করিয়া হাতে অঙ্গার দিতে যাওয়ায় পশ্চাৎপদ না হইয়া অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি বালক তৎক্ষণাৎ এক অঞ্জলি ধূলা তুলিয়া লইয়া ঐ ধুলার উপর অঙ্গার লইল। কঠিন সমস্যার পূরণ বা তর্কে জয় ঐ বয়সেই আরম্ভ হইল! বাসুদেব বালকের এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং স্থির করিলেন ইহার দ্বারা কোন অসাধারণ কার্য্য সাধিত হইবে। তিনি বিধবাকে ডাকিয়া আনাইয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া নিজেই রঘুনাথের পাঠনার ও ভরণপোষণের ভার লইলেন ও উহাকে পড়াইতে লাগিলেন। এমন পড়ানও কেহ কখন দেখে নাই! ক খ শিখাইতেই রঘুনাথ কোট ধরিল ক আগে কেন? খ আগে নয় কেন? বর্গীয় ও অন্তঃস্থ দুইটা জ (জ ও য) এবং দুইটা ব এবং দুইটা ন (ন ও ণ) এবং তিনটা স (শ ষ ও স) এ সমস্তেই বালক রঘুনাথ আপত্তি তুলিল। সংস্কৃত বর্ণমালা উচ্চারণস্থান হিসাবে প্রস্তুত এবং স্বর সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যবস্থিত; এক নামের বিভিন্ন বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণও বিভিন্ন, ষত্ব ও ণত্ববিধি আছে। নচেৎ বালককে লইয়া মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকেও মহাবিপদে পড়িতে হইত। যাহা হউক বালককে বর্ণমালা শিখাইতেই

অৰ্দ্ধেক ব্যাকরণের সূত্রের উল্লেখ করিতে হয়। বালকের স্মৃতিশক্তিও যেমন বিচারশক্তিও তেমনি। আনন্দোৎফুল্ল অধ্যাপকের যত্নে বালকের শীঘ্র শীঘ্র পাঠোন্নতি হইতে লাগিল। কাব্য, ব্যাকরণ, অভিধান ও স্মৃতি পড়িয়া রঘুনাথ ন্যায় শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দিনের বেলা যাহা পাঠ হইত রাত্রে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে কোন তর্ক সম্বন্ধীয় খুঁত পাইলে রঘুনাথ তাহার সামঞ্জস্য করিয়া পরদিন নিজের মত গুরুকে শুনাইতেন। এইরূপে তর্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিল। বাসুদেব আপনার সমুদয় বিদ্যা রঘুনাথকে অতীব যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রঘুনাথ নিরুক্ত নামক টীকার দোষ গুরুকে দেখাইলে, তিনি বিশেষ প্রীত হইয়া পাঠ সাঙ্গ করিবার জন্য রঘুনাথকে মিথিলায় পাঠাইলেন। চরম উদ্দেশ্য যে যদি কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় তাহা হইলে রঘুনাথই মিথিলার পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপিত করিবেন। তখন স্বদেশ বলিতে যে যাঁহার আপনার প্রদেশকেই বুঝিতেন। স্বদেশভক্ত বাসুদেবের দুই ছাত্র [রঘুনাথ ও শ্রীমৎচৈতন্য মহাপ্রভু] তর্কশাস্ত্রে এবং ভক্তিমার্গে অতুল্য হইয়া তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের সফলতা সাধন করিয়া বঙ্গদেশের মুখ পৃথিবী মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যে কোন শুভা বিদ্যা যতই কঠিন হউক স্বদেশে আনিতে দৃঢ় ইচ্ছা করিলেই যে বাঙ্গালী তাহা এক পুরুষে না হয় দুই পুরুষে পারেন, তাহা সশিষ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। [জাপানও এইরূপে ছাত্র পাঠাইয়াই ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও সামরিক বিদ্যা স্বদেশে আনয়ন এবং স্থাপন করিয়াছেন এবং ইয়ুরোপ অপেক্ষাও উৎকর্ষলাভ জন্য যত্ন করিতেছেন।]

মিথিলার সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের নিয়ম ছিল, দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া তিনি ছাত্রদের পড়াইতেন এবং টীকা লিখিতে লিখিতেই ছাত্রদিগের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কোন ছাত্র তাঁহাকে তর্কে একটু অসা-

ধারণভাবে তুষ্ট করিলে তবে তিনি মুখ ফিরাইয়া বিচার করিতেন। পক্ষধর মিশ্রের টোলে যে কয়েকজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিল, কিছুকালের মধ্যেই রঘুনাথ তাহাদের তর্কে পরাজয় করিয়া অধ্যাপককে প্রীত করিলেন; এবং বরাবরই তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া পাঠনা করিতে বাধ্য করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া পক্ষধর মিশ্রের সামান্য লক্ষণা-গ্রন্থের দোষ ধরিয়া গুরুর সহিত বিচার আরম্ভ করেন। তর্কশাস্ত্র মানসিক কুস্তি। উহাতে গুরুশিষ্যেও পাছড়াপাছড়ি করায় কোন দোষ নাই। পক্ষধর মিশ্রের সহিত ঘোরতর তর্ক সংগ্রাম আরম্ভ হইলে মিথিলার নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও ছাত্র তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তর্কের সংঘর্ষে বিদ্রূপাদিও আরম্ভ হইয়াছিল ;—

পক্ষধর বলেন—

বক্ষোজ-পানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥

অর্থাৎ—তুমি মাতৃদুগ্ধপায়ী শিশু (অপরিপক্ক বুদ্ধি) একচক্ষু (শাস্ত্রে সম্যক্ দৃষ্টিবিহীন) সংশয় নামক একটা পদার্থ সুস্পষ্ট থাকিতে সামান্যলক্ষণা (=একজাতীয় বস্তুর একের প্রত্যক্ষে নিখিলের জ্ঞান) অকস্মাৎ তুমি কিরূপে অপলাপ করিতে চাহ ?

রঘুনাথ উত্তর করেন—

যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ॥

অর্থাৎ—যিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করেন, বালককে যিনি প্রবোধিত করেন, আমি তাঁহাকে প্রকৃত অধ্যাপক বলিয়া মনে করি; তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত "অধ্যাপক নামধারী" মাত্র।

ইহার পর তর্ক সংগ্রামে রঘুনাথ সুস্পষ্টরূপেই পক্ষধরের মত খণ্ড খণ্ড

করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু পক্ষধর রঘুনাথের মত অকাট্য বুঝিয়াও সরল মনে পরাজয় স্বীকার করিতে পারিলেন না। নির্ব্বোধ, নাস্তিক, বেল্লীক প্রভৃতি শব্দে উহাঁকে অবমানিত করিলেন। উপস্থিত মৈথিলপণ্ডিত ও ছাত্রগণ চীৎকারে ও গালিগালাজে পক্ষধরের কটূক্তির সমর্থন করিতে লাগিলেন।

ছাত্রেরা বলিল—

আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবান্ একলোচনঃ॥

অর্থাৎ—ইন্দ্র সহস্রাক্ষ, মহাদেব ত্রিলোচন, আর সকলে দ্বিলোচন, তুমি একলোচন কে হে বাপু?

রঘুনাথ উত্তরে বলিলেন—

আখণ্ডল সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
তর্কে বিলোচনা যূয়ং তত্রাহং একলোচনঃ॥

কিন্তু সে দিন সভাস্থল হইতে রঘুনাথ সমগ্র মিথিলার "কাণা কাণা" চীৎকারেই হতমান হইয়া বাসায় ফিরিলেন। যখন ধীরভাবে নিজের প্রত্যেক কথাটী স্মরণ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে তিনি কয়েক দিনের বিচারে একটীও অযুক্ত বা অশিষ্ট শব্দের ব্যবহার করেন নাই এবং তাঁহার যুক্তি একান্তই অকাট্য, তখন তাঁহার (বয়স ২২।২৩ মাত্র) বড়ই ক্রোধোদয় হইল। স্থির করিলেন পক্ষধরের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত আবার বিচার আরম্ভ করিবেন। বহুসংখ্যক লোকের চীৎকারের বাহিরে, যদি বিচারে ঠেকিয়া পক্ষধর সরলভাবে পরাজয় স্বীকার করেন ত ভাল, স্বদেশে গিয়া নিজমত প্রচার করিবেন; নচেৎ পক্ষধরের এবং নিজের প্রাণ তরবারি দ্বারা নষ্ট করিয়া সব শেষ করিয়া দিবেন।

সে দিন শরৎকালের পূর্ণিমা। পক্ষধরের পত্নী বলিয়াছিলেন, "এই জ্যোৎস্নার অপেক্ষা নির্ম্মল কিছু আছে কি?" পক্ষধর তৎক্ষণে নিজের

অসরল ও অন্যায় আচরণে লজ্জিত হইয়া রঘুনাথের কথাই ভাবিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন "নবদ্বীপ হইতে একটী নবীন নৈয়ায়িক আসিয়াছেন। উঁহার বুদ্ধি এই জ্যোৎস্নার অপেক্ষাও নির্ম্মল!"—'ব্রাহ্মণের ক্রোধ বাঁশ পাতার আগুন' তরবারিহস্ত রঘুনাথের ততক্ষণে রাগ পড়িয়া আসিয়াছিল। তিনি গুরুগৃহে পৌছিয়াই অনুতপ্ত হইয়া ফিরিবার উদ্যোগে ছিলেন। এই কথাগুলি শুনিতে পাইয়া তরবারি ফেলিয়া দিয়া সাষ্টাঙ্গে গুরুর চরণতলে গিয়া পড়িলেন এবং স্বীকার করিলেন যে, যে বুদ্ধির তিনি প্রশংসা করিতেছিলেন, সেই বুদ্ধিই তাঁহাকে তথায় তরবারি হস্তে গুরুহত্যার জন্য আনিয়াছিল! পক্ষধর তাঁহাকে পাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপযুক্ত শিষ্যের অনুচিত অবমাননা করার জন্য আত্মগ্লানি সম্ভূত বিষম যাতনার উপশম করিলেন এবং ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কর্ত্তব্যপথে দৃঢ়তা লাভ করিলেন। তিনি পর দিন সকলকে ডাকাইয়া সুস্পষ্টভাবে নিজের পরাজয় স্বীকার করিলেন। এতকাল পর্য্যন্ত যে সকল মত অকাট্য ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল তাহা রঘুনাথের অসাধারণ ধীশক্তি গুণে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল। রঘুনাথ ভারতবর্ষের শিরোমণি হইলেন। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া টোল করিলে ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশের ছাত্র আসিয়া ন্যায় দর্শন তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপে পঠদ্দশায় রঘুনাথের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর (তখন নিমাই পণ্ডিত মাত্র) বড়ই মধুর সম্বন্ধ ছিল। একদিন কোন জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য রঘুনাথ বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে; শরীরের উপর পক্ষীরা বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছে; রঘুনাথের কোন হুঁস নাই। নিমাই আসিয়া রঘুনাথের মাথায় কমণ্ডলুস্থিত জল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসে বসে কি ভাবছ?" রঘুনাথ বলিলেন, "সে কথা তোমায় বলিলে কি হইবে?" শেষে নিমাইয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রশ্ন উত্থাপন

করিলে অবিলম্বেই ঠিক উত্তর পাইলেন। রঘুনাথ তখন বলিলেন "ভাই, যাহা আমি তিন দিন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না, তাহা তুমি এক মুহূর্তে স্থির করিয়া দিলে। তুমি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ।" কথিত আছে যে রঘুনাথ তাঁহার ন্যায়ের টীকা দীধিতি লিখিতে আরম্ভ করার পর দুজনে এক নৌকায় গঙ্গা পার হইবার সময়ে নিমাই তাঁহাকে নিজের একটী টীকা পড়িয়া শুনাইলে রঘুনাথকে একান্তই হতাশ্বাস ও ম্লানমুখ হইতে দেখিলেন। তখন নিমাই বলেন "ভাই, এই "অফল শাস্ত্রে" তোমার অভিলষিত যশের পথে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চাহি না; এই আমার টীকা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলাম।" ফলতঃ তর্ক শাস্ত্র মনুষ্যের চরম লক্ষ্য নহে; উহা বুদ্ধি পরিমার্জ্জনার জন্যই প্রয়োজনীয়। স্মৃতি প্রমাণে সদাচারলাভ চিত্তশুদ্ধিজন্য; নিত্যবস্তুর বিষয়ে জ্ঞানলাভ জন্য সভক্তিক 'বিচার' এবং তাহার পর প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ জন্য সভক্তিক যোগ সাধনই হিন্দুর চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ব্যুৎপত্তিবাদ, লীলাবতী টীকা, তত্ত্বচিন্তামণি, দীধিতি, অদ্বৈতেশ্বরবাদ, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রঘুনাথ রাখিয়া গিয়াছেন।

হরি ঘোষ নামক একব্যক্তি তাহার সুবিস্তৃত গোশালায় রঘুনাথের চতুষ্পাঠী খুলিয়া দিয়া তাঁহার বহুসংখ্যক ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি ছাত্রের কলরব পূর্ণ স্থানকে লোকে "হরি ঘোষের গোয়াল" বলে। মিথিলায় রঘুনাথ কাণ ভট্ট শিরোমণি নামেই প্রসিদ্ধ।

রঘুনাথের কবিত্ব-শক্তিও ছিল। কিন্তু তিনি উহাকে বড় মনে করিতেন না; নচেৎ একখানি উপাদেয় মহাকাব্যও লিখিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার কবিতার কেহ প্রশংসা করায় তিনি বলেন—

কবিত্বং কিমহো তুচ্ছং চিন্তামণিমনীষিণঃ।
নিপীতকালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনং॥

মহাদেব যে সর্প ধারণ করেন, তাঁহার কালকূট পানের নিকট তাহা

যেমন ক্রীড়ামাত্র, তেমনি অতি কঠিন চিন্তামণি বা ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষিতদিগের পক্ষে কবিতারচনা তুচ্ছ কার্য্য। এই কবিতাটিই কি সুন্দর কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতেছে!

তাঁহার গুরু কোন সময়ে রঘুনাথকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে আমরণ ব্রহ্মচারী রঘুনাথ বলেন, "দীধিতি আমার পুত্র, লীলাবতী আমার কন্যা। লোকে পুত্র কন্যার জন্যই বিবাহ করে; আশীর্ব্বাদ করুন আমার ঐ পুত্র কন্যা অমর হউক।"

৫৭। স্বদেশে সদাচার-রক্ষা — স্মার্ত্ত রঘুনন্দন।

যাঁহার অসাধারণ স্বধর্ম্মভক্তিজনিত পরিশ্রমে ও পাণ্ডিত্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে স্মার্ত্তাচার অধিকতর অক্ষুণ্ণ থাকিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে এবং তাঁহার অনুকরণে ব্রাহ্মণেতর সর্ব্ববর্ণভুক্ত বাঙ্গালীকে সদাচারে উচ্চ করিয়া রাখিয়াছে, সেই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সমকালে জন্মিয়াছিলেন। রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি খানি স্মৃতির সংগ্রহ ও টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। আহ্নিকতত্ত্ব (দৈনিক কৃত্য সম্বন্ধে) দায়ভাগতত্ত্ব, সংস্কারতত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব, (মামলা মোকদ্দমার কথা) ব্রততত্ত্ব উদ্বাহতত্ত্ব প্রভৃতি ২৮ খানিই তত্ত্ব শব্দ সংযুক্ত। হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া এবং ভারতের নানাপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন নানামুনির নানামতের সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন এবং যুক্তি অবলম্বনে ব্যবস্থা সকল সময়োপযোগী করিয়াছেন। ঐ সময়ে অনেক হিন্দু স্বধর্ম্মের কথা না জানিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজে সদাচার প্রবিষ্ট হইলে এবং শূদ্রগণও শূদ্রকৃত্যতত্ত্বে নিজেদের জন্য সদাচার বিধিবদ্ধ পাইলে পর বঙ্গদেশে ঐ হাওয়া ফিরিয়া যায়। চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ভক্তিস্রোতও ঠিক ঐ সময়ে আসিয়া হিন্দু সমাজকে তাহার

প্রকৃত পথে লইয়া যাওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়। মেলবন্ধন হেতু পাত্রাভাবে বয়ঃস্থা কন্যার বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা কুলীনদিগের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দন তাহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেন।

কথিত আছে যে তিনি ৺গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যখন পাণ্ডাদের অসঙ্গত পীড়ন দেখিলেন, তখন ৺গয়াক্ষেত্রের ক্রোশ পরিমিত বিস্তার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইয়া তিনি মন্দিরের বাহিরে পিণ্ডদান করিতে উদ্যত হইলে পর পাণ্ডারা উঁহার পরিচয় পাইয়া একান্ত ভীত হন ও বুঝিতে পারেন যে উঁহার পথানুসরণে বাঙ্গালী মাত্রেই মন্দিরের বাহিরে পিণ্ডদান আরম্ভ করিবেন, সুতরাং মন্দিরের আয়ও কমিয়া যাইবে। তখন মন্দিরে পিণ্ড দেওয়ার জন্য দক্ষিণার হার সকলের পক্ষেই চিরদিনের জন্য খুব কমাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পাণ্ডারা উঁহাকে মন্দিরে লইয়া গিয়াছিলেন। আগন্তুক সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও অনাচারের দৃঢ় প্রতিদ্বন্দ্বী, একান্ত স্বধর্ম্মভক্ত, শাস্ত্রের সম্মানরক্ষাকারী সংস্কারক রঘুনন্দনের গুণেই সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে আর্য্যাচার আজও অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত। রঘুনন্দন নিজে পরম শুদ্ধাচারী ও একান্ত বিনয়ী ছিলেন। প্রচলিত ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যা ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কিন্তু তাহাও বিশেষ বিনয়ের সহিত। মলমাসতত্ত্বে লিখিয়া গিয়াছেন ;

বিরুদ্ধং গুরুবাক্যস্য যদত্র ভাসিতং ময়া।
তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেব স্মৃতিতত্ত্বং বুভুৎসয়া॥

অর্থাৎ স্মৃতিতত্ত্ব বুঝিবার ইচ্ছায় আমি গুরু বাক্যের বিরুদ্ধ কথা যাহা বলিয়াছি বুধগণ তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

৫৮। সত্যপালন কৃষ্ণপান্তী।

রাণাঘাটের পালচৌধুরিদের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণপান্তী, মুখে যাহা বলিতেন

কাজেও তাহাই করিতেন, কখন কথার অন্যথা করিতেন না।

(ক) সত্যপালন সম্বন্ধে তাঁহার এমন সুখ্যাতি ছিল যে, চোর ডাকাইতেরাও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে কিছুমাত্র ভয় পাইত না। তিনি একদিন কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে রাণাঘাটে যাইতেছিলেন পথে কতকগুলা ডাকাইত তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তন্মধ্যে কয়েকজন আসিয়া নৌকায় অধিক টাকা না পাইয়া মারপিট আরম্ভ করাতে কৃষ্ণপান্তী তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমার গদিতে নির্ভয়ে যাইও, খুসী করিব ; এখন চলিয়া যাও।" তাহারা "কর্ত্তাবাবুর" কথা শুনিয়াই চলিয়া গেল। পরে তাঁহার বাসা বাড়ীতে আসিলে, তিনি বিপন্নাবস্থায় তাহাদিগকে যত টাকা দিবার মনন করিয়াছিলেন তাহাই দিয়া বিদায় করিলেন।

(খ) একদিন, একখানা তালুক কিনিয়া দিবেন বলিয়া কোন ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উপযুক্ত সময় পাইয়া সেই অঙ্গীকার পালনে উদ্যত হইলে তাঁহার পুত্রেরা "এ তালুকে অনেক লাভ আছে, ইহা পরকে দেওয়া উচিত নয়" বলিয়া আপত্তি করিলেন। তাহাতে তিনি বিরক্তভাবে এইমাত্র বলেন, "আমি যে, তাঁহাকে দিব বলিয়াছি।" ঐ ব্রাহ্মণ উলার (বীরনগরের) জমিদার বামনদাস বাবুর পিতামহ ৺মহাদেব মুখোপাধ্যায়।

(গ) একদিন, একব্যক্তি তাঁহার নিকট লবণ লইবে বলিয়া কিছু বায়না দিয়া যায়। কিন্তু বাকী টাকার যোগাড় করিতে না পারাতে সে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বা বায়নার টাকার দাওয়া করে নাই। কিছুদিন পরেই লবণের দর অত্যন্ত চড়িয়া উঠিলে কৃষ্ণপান্তী সমুদায় লবণ বিক্রয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যত লবণ খরিদ করিবে বলিয়া বায়না দিয়াছিল, সেই লবণের বাকী মূল্য কাটিয়া লইয়া সমস্ত মুনফা তাহার নামে জমা রাখেন এবং অনেক দিন পরে দেখা পাইলে ঐ মুনফার টাকা

তাহাকে দেন।

(ঘ) ১২১২ সালে (১৮০৫ খৃঃ অঃ) মধ্যম ঠাকুর অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মধ্যম পুত্র শম্ভু চন্দ্র রায়ের মাসহারা লইয়া তখনকার নদীয়া-রাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সহিত এক মোকদ্দমা হয়। টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, শম্ভুচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট প্রস্তাব করেন আপাততঃ আমাকে "কিছু টাকা দিন, মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর যদি দায়ী সাব্যস্ত না হন, টাকা ফেরত দিব।" ঈশ্বরচন্দ্র চক্ষুর্লজ্জায় উপরে উপরে তাহাতে সম্মত হইয়া, একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের জামিন চাহিলেন। কৃষ্ণপান্তীর নিকট শম্ভুচন্দ্র তাঁহার জন্য জামিন হওয়ার প্রস্তাব করায় তিনি স্বীকার করিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র যখন শুনিতে পাইলেন, কৃষ্ণপান্তী জামিন হইবেন, তখন নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যেন মধ্যম ঠাকুরের জামিন না হন। কৃষ্ণপান্তী বলিলেন, "আমি ছ্যাপ ফেলিয়াছি, এখন আর তাহা কিরূপে গ্রহণ করিব!" কৃষ্ণপান্তীর এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; যে "থুতু" ফেলিয়া তাহা যেমন আর পুনর্ব্বার মুখে লওয়া যায় না কোন কথা বলিয়া সেই কথার অন্যথা করাও সেইরূপ অসম্ভব। ঈশ্বরচন্দ্র এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হন, এবং যখন জামানত নামায় স্বাক্ষর করিবার জন্য কৃষ্ণপান্তী কৃষ্ণনগরে গমন করেন তখন তাঁহাকে অবমানিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। জজ সাহেব জামানতে স্বাক্ষর করিবার আদেশ করিলে কৃষ্ণপান্তী বলিলেন— "আমার অক্ষর ভাল হইবে না, আমার দেওয়ান স্বাক্ষর করিলেই হইবে।" রাজার তরফ হইতে আপত্তি জন্য দেওয়ানের স্বাক্ষর নামঞ্জুর হওয়ায়, তাঁহাকেই অনেক কষ্টে কোন প্রকারে স্বাক্ষর করিতে হয়। ইহা দেখিয়া জজ সাহেব কৃষ্ণপান্তীর প্রতি একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন এবং উত্তমরূপে বুঝিলেন যে লেখাপড়া, সদ্গুণ এবং কার্য্যদক্ষতা এ গুলি পৃথক পৃথক পদার্থ।

(ঙ) এক সময়ে, কোন ব্যক্তি টাকা পাইবে বলিয়া কাহারও নামে আদালতে নালিশ করিয়া, কৃষ্ণপান্তীকে সাক্ষী মানিয়াছিল। শপথ করা হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ এই দৃঢ় সংস্কার থাকায় তিনি বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ফরিয়াদি টাকা পাইবেন সত্য,—আমি সেই টাকা দিতেছি আমি হলপ করিতে পারিব না।" ইহাতে বিচারকর্ত্তারা বিস্মিত হইয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে, আর কেহ কৃষ্ণপান্তীকে সাক্ষী মানিতে পাইবে না।

(চ) এক ইংরাজ মহাজন তাঁহার নিকট আতপ চাউল লইবেন এই রূপ কথা হয়। তখন চাউলের বাজার খুব নরম ছিল। কথা হইবার কয়েকমাস পরে চাউলের মূল্য তিন গুণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু কোনরূপ লেখা পড়া না থাকিলেও কৃষ্ণপান্তী সাহেবকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রার্থিত সমস্ত চাউল, পূর্ব্ব দরেই দিতে চাহিলেন। কৃষ্ণপান্তীর গোলা হইতে জাহাজে চাউল উঠিতে লাগিল। কতক উঠিয়া গিয়াছে এমন সময় উচ্চমনা সাহেব আপনার লোকদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন "এমন লোকের জিনিষ আর তুলিও না, জাহাজ ডুবিয়া যাইবে।"

৫৯। কৃতজ্ঞতা কৃষ্ণপান্তী।

কৃষ্ণপান্তী কৃতজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকালে যখন ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লইয়া গাংনাপুরের হাটে যাইতেন, তখন সেখানকার কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহা-দিগকে বিলক্ষণ স্নেহ করিতেন, কখন কখন বাড়ী লইয়া গিয়া মুড়ির মোয়া, জল দেওয়া ভাত প্রভৃতি আপনার যেমন সঙ্গতি, তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। তাঁহারাও হাটের পরিশ্রমে কাতর ও ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় তাদৃশ আহার পাইয়া চরিতার্থ হইয়া যাইতেন। কৃষ্ণপান্তী বহুকাল পরে মহাধনী কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী হইয়া, একদা নিজ বাটিতে বসিয়া আছেন, সম্মুখে একটী ব্রাহ্মণ উপ-

স্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে কোনরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত বলিয়া বোধ হওয়ায় কৃষ্ণপান্তী নিকটে ডাকিয়া সাদরে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্রাহ্মণের মুখে শুনিলেন যে তাঁহার কতক ব্রহ্মোত্তর জমি পাল চৌধুরী সরকারে ক্রোক হইয়াছে। কৃষ্ণপান্তী, ব্রাহ্মণের নাম, পিতার নাম, নিবাস প্রভৃতি অবগত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। এবং "মোর সঙ্গে এস" বলিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সদর কাছারীতে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তা স্বয়ং আসিতেছেন দেখিয়া সকলে তটস্থ হইল এবং শম্ভুচন্দ্র প্রভৃতি হাতের কাগজ ফেলিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণপান্তী অশ্রুপূর্ণ লোচনে "শোম্বো! সেই পান্তাভাত,—সেই আমানি, একেবারে ভুলে গিইচিস? ধিক্ তোরে!" এইমাত্র বলিয়া প্রত্যাগত হইলেন। শম্ভুচন্দ্র তখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, দুরবস্থার সময় যে ব্রাহ্মণের বাটীতে মধ্যে মধ্যে পান্তাভাত খাইতেন, এ ব্যক্তি সেই ব্রাহ্মণের পুত্র। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের জমি খালাসের ছাড় প্রদত্ত হইল।

৬০। নিরহঙ্কার কৃষ্ণপান্তী।

নিতান্ত গরীব থাকিয়া পরে বড় মানুষ হইলে অনেকে অহঙ্কারী হইয়া থাকে কিন্তু কৃষ্ণপান্তী, যিনি এক সময়ে পান বেচিয়া কোনরূপে দিনপাত করিতেন, তিনি টাকার পর্ব্বতে বসিয়াও সামান্য কাপড় পরিতেন, সামান্য বিছানায় বসিতেন, সামান্যরূপ আহার করিতেন, জিনিসের নমুনা পরনের কাপড়ে বাঁধিয়া হাটে বাজারে বেড়াইতেন এবং অপটু হইবার আশঙ্কায় আপনার কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য দাসদাসীর অপেক্ষা করিতেন না। একদিন গাড়ু হাতে করিয়া বাহিরে যাইতেছেন দেখিয়া শম্ভুচন্দ্র গাড়ু ধরিবার জন্য খানসামা পাঠাইয়া দেন। তাহাতে তিনি শম্ভুর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন।

তাঁহার মান সম্ভ্রমের অনুরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব বা শ্রী ছিল না। লম্বা একহারা ও কাল ছিলেন, খাট কাপড় পরিতেন এবং গলায় দানা ব্যবহার করিতেন। একদিন এই বেশে হাটখোলার গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিলেন নিকটে বহুসংখ্যক কিস্তি লাগিয়াছে; মহাজন ও মাঝিরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছে। তিনি একজন মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জিনিস? দর কি?" মহাজন কৌতুক করিয়া যত জিনিস ছিল, পরিমাণ অনেক কমাইয়া বলিল এবং দর পাঁচ টাকার স্থলে দুই টাকা বলিল। কৃষ্ণপান্তী তৎক্ষণাৎ হাতে বায়না দিয়া দ্রুতপদে বাসায় চলিয়া গেলেন। মহাজন পাগলের সহিত রহস্য করিতেছেন মনে করিয়া একবার বায়না হাতে করিয়া লইয়াছিলেন। যখন শুনিলেন যে, যাঁহার নিকট বায়না লইয়াছেন তিনি হাটখোলার বড় বাবু তখন কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে সকলে জুটিয়া গদিতে কাঁদাকাটি করিলে কৃষ্ণপান্তী হাসিয়া বায়নার টাকা ফিরাইয়া লইলেন।

৬১। রাজস্ব—ন্যস্ত ধন রাজা হরিশ্চন্দ্র।

হিন্দু মতে রাজারা "শান্তি রক্ষা" কার্য্যের জন্যই প্রজার আয়ের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে বিনাশুল্কে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচারের ব্যবস্থা, রণহস্তী, অশ্ব, রথ, অস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ এবং সাময়িক কোষে অর্থ সঞ্চয় জন্যই উহা ব্যবহৃত হইতে পারিত। অপর কোন কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিত না এবং অপর কোন প্রকার করও রাজারা আদায়ের অধিকারী ছিলেন না। রাজার খাসখামারের জমি হইতেই রাজাকে নিজের অশনবসনাদির ব্যয় চালাইতে হইত; প্রজাদত্ত রাজস্বের এক কপর্দ্দকও রাজার নিজের উপর ব্যয় হওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। অমাত্য, ধর্ম্মাধিকার এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে জায়গীর দেওয়া হইত।

নেপালে রাজকর্ম্মচারীরা অনেকে আজও সেই প্রাচীন ব্যবস্থানুসারে চাকরাণ জমি চাকরীর সময়ে মাত্র ভোগ করিতে পান।

কথিত আছে যে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সময়ে রাজ্যে কতগুলি লোক আছে তাহা জানিবার জন্য প্রধান অমাত্য প্রত্যেক গ্রামে হুকুম পাঠান যে প্রত্যেক গ্রামবাসীর জন্য একটী করিয়া কড়ি রাজ সরকারে পাঠাইতে হইবে। কড়ি আসিয়া পৌঁছিলে উহা গণিয়া এক স্থানে রাশীকৃত করিয়া রাখা হয়। তাহাই ভারতের প্রথম আদমসুমারী বা সেন্সাস্। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ঐ কড়ির স্তূপ দেখিয়া তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যখন জানিলেন যে তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য একটী করিয়া কড়ি লওয়া হইয়াছে, তখন বিষাদ-ক্লিষ্টমুখে মন্ত্রীকে বলিলেন, "আপনি এরূপে আমাকে অন্যায্য করগ্রাহী ও পতিত কেন করিলেন? এখন আমি কি করি? ঘরে ঘরে এই সব কড়ি ফিরিয়া পাঠাইতে চাহিলেও সম্ভবতঃ কর্ম্মচারীগণ সকল স্থলে তাহা করিবে না;—তুচ্ছ বিষয় মনে করিয়া কড়িগুলি ফেলিয়া দিবে বা রাখিয়া দিবে।" ধর্ম্মাত্মা ভূপতির অশ্রুবিন্দু ঐ কড়িস্তূপে পড়িবামাত্র ঐ স্তূপ দেবতাগণের প্রসাদে জলে পরিণত হইয়া গড়াইয়া গেল। রোটাসগড়ে (উহা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রুহিদাসের নামানুসারে রুহিদাসগড় বলিয়াই প্রসিদ্ধ) কৌড়িয়াবিখো ঐ কড়িস্তূপের জলধারায় পরিবর্ত্তনের কাহিনী জাগরুক রাখিয়াছে।

সংযমের এবং সাধনার এক অঙ্গ অস্তেয় বা অচৌর্য্য। না বলিয়া এক কলম কালি হইলেও চুরি করা হয়, ঠাকুর পূজার দুটা ফুল লইলেও হয়। সামান্য বিষয় বলিয়া যেগুলি লোকে ধরে না তাহা চুরিতে উপেক্ষা মাত্র; কিন্তু চুরি বটে। কিন্তু অনেক কাল হইতে দেশীয় রাজারা স্বধর্ম্মের এ সব কথা সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গিয়াছেন। রাজস্বের আয় সমস্তটাই নিজেদের জমিদারীর আয় মনে করিতে আরম্ভ করিয়া এখন প্রকৃত পক্ষে জমিদারই

হইয়া গিয়াছেন। ইংরাজ সংশ্রবে আসিয়া তবু এক্ষণে নিজের খরচের জন্য একটা আলাদা বরাদ্দ ধরিয়া বাকী রাজস্বটা প্রজার সুবিধার জন্য ব্যয় করিতে শিখিতেছেন। দেশীয় জমিদারেরা যদি ঐরূপ করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে এখনও প্রকৃত ভূমিপতি বলিয়া প্রজার নিকট সম্মান পাইতে পারেন।

৬২। রাজস্ব, ন্যস্ত ধন সম্রাট নাজির উদ্দীন।

দিল্লীর পাঠান সম্রাট নাজির উদ্দীনের আদর্শ অতীব উচ্চ ছিল। তিনি স্বহস্তে পুস্তক নকল করিয়া তাহার বিক্রয় লব্ধ পয়সায় নিজের গ্রাসাচ্ছাদন করিতেন। রাজস্বের এক পয়সাও লইতেন না। তাঁহার মহিষী সলিমা বেগম তাঁহার সকল কার্য্য করিতেন। চাকর দাসী একজনও গৃহ কর্ম্মের জন্য ছিল না।

৬৩। রাজস্ব, ন্যস্ত ধন খলিফা ওমর।

প্রাথমিক মুসলমানগণ মতবাদে ও কার্য্যে দুয়েতেই সাধারণতন্ত্রী ও সাম্যবাদী ছিলেন। তাঁহারা ভিতরে প্রকৃতই উচ্চ হইয়াছিলেন বলিয়া বাহিরেও অত শীঘ্র অত উচ্চে উঠিতে পারিয়াছিলেন। খলিফাগণ গুরু মহাপুরুষের গদিতে উপবিষ্ট মোহন্ত ও সর্দ্দার ভাবে দৃষ্ট হইতেন। তাঁহারা রাজা ছিলেন না; সেইজন্য প্রধান চেলারাই ক্রমশঃ খলিফাগিরি পাইয়া ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে মহাপুরুষের সন্তান সন্ততিরা গদি পান নাই।

মহাত্মা ওমরের সময়ে পারস্য দেশ জয় হয়। বিজয়লব্ধ ধন খলিফার নিকট প্রেরিত হইলে সমস্ত মুসলমান সমাজে তাহা বণ্টন করা হয়।

বিজয়ী সেনাপতি একখানি বহুমূল্য গালিচা বিশেষ করিয়া খলিফার নমাজের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সকলের অনুরোধে খলিফা উহা নিজের ভাগে

লইয়া তাহার উপর রাত্রের নমাজ করেন।

উষ্ট্রলোম প্রস্তুত কর্কশ কম্বলে নমাজ যেমন শান্তিপ্রদ হইত ঐ মণি মুক্তা খচিত গালিচার উপর তাহা হইল না। পরন্তু নিজেকে বিলাসী ও চোর মনে করিয়া, আত্মগ্লানিতে খলিফা ওমরের সে রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। তাঁহার সমস্ত রাত্রি পাইচারি এবং কাতরভাবে ভগবৎস্মরণ করিয়াই কাটিল। অতি প্রত্যুষে তাঁহার ঐ বহুমূল্য গালিচা খণ্ড খণ্ড করাইয়া উহার মণিমুক্তা ইহুদী বণিকদিগের হস্তে বিক্রীত হইল এবং বিক্রয়লব্ধ ধন সাধারণে বণ্টন হইয়া গেলে খলিফার নিজের অংশ রাজকোষে জমা করিয়া দেওয়া হইল।

৬৪। রাজস্ব ন্যস্ত ধন — বোগদাদের খলিফা।

বোগদাদের এক খলিফা নিজের ব্যয়ের জন্য রাজকোষ হইতে তিন দেহ-রম (এক টাকা) করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে লইতেন। রাজকর্ম্মচারীগণ সকলেই তাঁহার হুকুমে অনেক অধিক এবং উপযুক্ত বেতন পাইতেন। খলিফাকে নিজের জন্য ব্যবস্থা নিজেকেই করিতে হওয়ায় তিনি নিজের এবং পত্নীর ও পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ের হিসাবেই ঐ তিন দেহরম লইতেন। একবার ঈদের দিন সকলেই ভাল কাপড় পরিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া খলিফার শিশু পুত্রেরা মাতার নিকট গিয়া নূতন কাপ-ড়ের জন্য আবদার করে। খলিফাপত্নী স্বামীকে বলেন যে, তিন দিনের টাকা অগ্রিম লইয়া তাঁহাকে দিলে তিনি ছেলেদের কিছু কাপড় কিনিয়া দিয়া সান্ত্বনা করিতে পারেন এবং খাওয়াও চালাইতে পারেন। খলিফা বলিলেন, "তুমি যদি আমার জীবন সম্বন্ধে ভগবানের নিকট হইতে তিন দিনের ছাড় পত্র আনিয়া দাও তবেই আমি ঐ দলিলের বলে তিন দিনের অগ্রিম মাসহারার জন্য রাজকোষাধ্যক্ষের উপর হুকুম নামায় সহি করিতে পারি।"

রাজকোষের ব্যয়ে পত্নীর কবর জন্য তাজমহল প্রস্তুত মুসলমান তাঁহার উন্নতির মুখে করেন নাই ; তাঁহার প্রকৃত আদর্শ এ সম্বন্ধে কাহারও অপেক্ষা নিরেশ নহে।

৬০। নিষ্কাম নিখুঁত ভক্তি অর্জ্জুনের পরীক্ষা।

একদা ভক্তবীর অর্জ্জুনের মনে গর্ব্ব হইয়াছিল যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের যেমন ভক্ত তেমন আর কেহ নাই। মনে কোন কথা থাকিলে তাহা মুখেও প্রকাশ হয়। একথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জ্জুন বলিয়া ফেলিলে উত্তর পাইলেন "হাঁ তুমিও একজন ভক্ত বই কি, সখা!" অর্জ্জুনের 'একজন ভক্ত বই কি' কথাটা প্রীতিপদ হইল না। তিনি সনির্ব্বন্ধে তাঁহার অপেক্ষাও অধিক ভক্ত কে আছে নাম বলিতে বলিলেন। ভগবান বলিলেন "যে কোন দিকে যে কোন কার্য্যের উপলক্ষে যাও খুঁজিলে অবশ্যই কাহাকেও সেরূপ দেখিতে পাইবে।" একথাটায় অর্জ্জুনের বড়ই ক্ষোভ হইল। তাঁহার মত ভক্তের কি এতই ছড়াছড়ি! অর্জ্জুন মৃগয়া করিতে ধনুর্ব্বাণ হস্তে উত্তর দিকে জঙ্গলে গেলেন। পরিশ্রান্ত হইলে একটী আশ্রম দেখিতে পাইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সৌম্যমূর্ত্তি এক ব্রাহ্মণ যোগাসনে অবস্থিত। মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল। চক্ষুঃদ্বয়ে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত। অর্জ্জুন নিকটে বসিয়া এক দৃষ্টে তাপসের মুখে স্নিগ্ধ আনন্দের শোভা দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যোগী ধ্যান-ভঙ্গে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অর্জ্জুনকে দেখিলেন। তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিহিত অতিথি সৎকার করিলেন। শ্রান্তি দূর হইলে অর্জ্জুন কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার পার্শ্বে এরূপ ভীষণ ধনুক এবং দুইটী প্রকাণ্ড তীর দেখিতেছি। আপনি কি অস্ত্র ব্যবহার করেন?" যোগী বলিলেন "না, তবে আমি ঐ দুইটী তীর দুইজন অধার্ম্মিকের প্রতি প্রয়োগ

জন্য রাখিয়াছি। উহাদের ধার্ম্মিক বলিয়া বড় যশ—কিন্তু তাহারা বড়ই মন্দ লোক। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। আমি তাহাদের দোষ ধরি না! কিন্তু জ্ঞানকৃত দোষে শাস্তির প্রয়োজন।" সৌম্যমূর্ত্তি তাপস তখন অগ্নিমূর্ত্তি! বিস্মিত অর্জ্জুন ঐ দুই জনের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগী বলিলেন "একজনের নাম প্রহ্লাদ।" অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তিনি যে ভগবানের পরম ভক্ত, পরম প্রিয়।" তাপস বলিলেন, "তাঁহার প্রিয় কে নয়? তাঁহার কথা ছাড়িয়া দাও। কিন্তু প্রহ্লাদকে ভক্ত বল কিসে? সে বালক হইলেও ভগবানকে জানিয়াছিল। অজ্ঞ লোক নয়। ধ্যানে দেখার আনন্দ পাইয়াছিল। যখন তাহার বাপ তাহাকে মারিতে চাহিয়াছিল সহজে মারিতে দিলেই চুকিয়া যায়। সে কিনা ভগবানকে একটী বিশেষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইল। থামের ভিতর হইতে বাহির করাইল। শ্রীঅঙ্গে কত কষ্ট দিল বল দেখি! সেজন্য লজ্জিত হইয়াছিল কি? স্তুতির ভিতর তাহার একটু উল্লেখ করিয়াছিল কি? সে আবার ভক্ত! আমি দেখা পাইলেই ইহার এক তীর তাহাকে মারিব।" এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তির কথায় বিস্ময়ে আপ্লুত অর্জ্জুন কুণ্ঠিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "অপর ব্যক্তি কে?" যোগী বলিলেন "একজন অর্জ্জুন নামে ছত্রি আছে। সে পাষণ্ড ভগবানকে দিয়া ঘোড়া হাঁকাইয়া লইয়াছে। ধিক্ তার জীবনে! না হয় ভারত যুদ্ধে হারিয়া যাইত। তাহাতে ক্ষতি কি হইত? ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও আত্মীয় স্বজন মরিবে বলিয়া প্রথমটা খুবই ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু ভগবানকে সারথ্যে নিযুক্ত করিতে একটুও লজ্জা হয় নাই। সে আবার ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি পাইয়াছে!" তাপসের কথায় এবং ভাবে একান্ত লজ্জিত অর্জ্জুনের মনের পাপ কাটিয়া গেল; তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিয়া ভগবানের চরণে মাথা দিয়া পড়িয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

৬৬। কর্ম্মযোগ নারদের দুধের বাটি।

একদা মহর্ষি নারদ জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন "মা! আমার অপেক্ষা তোমার প্রিয় ভক্ত আর কেহ আছে কি ?" পার্ব্বতী উত্তর করিলেন "নারদ! তুমি অনুক্ষণ নাম গান করিয়া বিচরণ করিতেছ ; তোমার অন্য কোন চিন্তা নাই। তুমিও একজন প্রধান ভক্ত।" নারদ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমার মত তোমার ভক্ত যাহারা, তাহারা কোথায় থাকে ?" পার্ব্বতী উত্তর করিলেন, "অমুক গ্রামের অমুক গৃহস্থ তাহার একজন।" নারদ তথায় গিয়া অলক্ষ্যে ঐ গৃহস্থের কার্য্যকলাপ কয়েক দিন ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মা! সে লোকটা গৃহীর মধ্যে মন্দ নয়। তবে ভক্ত একটুও নয়। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সবই করে বটে, কিন্তু সংসারের কাজে একেবারে জড়িত। ঘর দ্বার ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা, পরিবারস্থ লোকের মতন ভাবিয়া জন মজুরদের খাওয়া পরা সযত্নে দেখা, সহায়তাপ্রার্থী সকলকেই সর্ব্ব প্রকারে যথাযথ সাহায্য করা, লোকের ঝগড়া বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া, গাই বলদ প্রভৃতি পালিত পশুদিগকে যত্ন করা, অতিথি সৎকারে নিবিষ্ট থাকা, গ্রামের লোকের সহিত মিলিয়া পুষ্করিণী খনন এবং পথ ঘাট পরিষ্কার, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করা, আবশ্যক দেখিলেই দরিদ্র শ্রমজীবীদের কোন না কোন কাজ দেওয়া, স্বদেশী শিল্পীদের দ্রব্যজাত (সুদৃশ্য এবং সুলভ না হইলেও উঁহাদের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি বশতঃ যেন দুর্ভিক্ষে উঁহাদের পরোক্ষ সাহায্য করিতেছে এইরূপ মনে) ক্রয় করিয়া সর্ব্বপ্রকার উৎসাহ দিয়া তাহাদের অন্ন সংস্থানে সাহায্য করা, টোল পাঠশালায় সহায়তা করা, সর্ব্ববর্ণের এবং সকল অবস্থার স্বদেশীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে পার্থক্য দেশাচার মত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও ভাইয়ের মতন মেশা এবং সর্ব্বপ্রকারের সাহায্য

করিতে উন্মুক্ত থাকা, দুঃস্থবিদেশীর প্রতি দয়া করা, ইত্যাদি গৃহস্থের সকল কাজই সে ঠিক ঠিক করে বটে, কিন্তু তোমার আরাধনা কই করে?' শয়ন করিতে যাওয়ার সময় বরং অসাবধানে উহার পায়ে ঠেকিয়া পড়িয়া গিয়া একটা দুই পয়সার মাটির কলসী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মজুরে কয়েকটা পয়সা লইয়া চলিয়া গিয়াছে অথচ মটকাটা ভাল বাঁধা হয় নাই এবং তাহা দেখিয়া লইতে ভুল হইয়াছিল ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নিজের ক্রটীর স্মরণ করিয়া অতি কাতর ভাবে বলে 'মা, এগুলি মার্জ্জনা কর, কাল যেন কাজ ঠিক ঠিক করিতে পারি।' উহার রকম দেখিয়া আমার হাসি পাইত। কি ঘোর সংসারী! প্রাতে উঠিবার সময় আর একবার 'মা' বলে। এই পর্য্যন্ত তোমার সহিত সম্পর্ক।"

পার্ব্বতী স্মিত মুখে বলিলেন "বৎস নারদ! অনেক দূর হইতে আসিয়াছ, পাশের ঘরে একটু দুধ আছে—উহা আনিয়া আমার সাম্‌নে বসিয়া খাও, আমি দেখিব; পরে ও সকল কথা হইবে।" মার আদরে আনন্দে পুলকিত নারদ পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন একটা বাটিতে কানায় কানায় দুধ রহিয়াছে। তিনি হাত ধুইয়া অতি যত্নে উহা তুলিলেন। যেন দুধ পড়িয়া না যায় এই ভয়ে মন ও দৃষ্টি সংযত রাখিয়া ধীরে ধীরে পদক্ষেপ পূর্ব্বক দুধ লইয়া জগন্মাতার কাছে আসিলেন এবং সামনে বসিয়া আনন্দময়ীর স্মিতমুখ দেখিতে দেখিতে সেই সুস্বাদু দুগ্ধ পরমানন্দে ধীরে ধীরে পান করিলেন। তাহার পর বাটিটী মাজিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া সম্মুখে বসিলেন এবং মা'র স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে পরম শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। পার্ব্বতী স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন "নারদ দুধ আনিবার সময় কি আমার গুণগান করিতেছিলে?" নারদ বলিলেন "মা! পাছে তোমার প্রসাদী দুধ চল্‌কাইয়া পড়িয়া যায় এই ভয়ে আমার প্রাণ মন সমস্তই ঐ দুধের বাটির কানার উপর দিয়াছিলাম। অন্য কোন কথাই মনে

ছিল না।” পার্ব্বতী বলিলেন “নারদ! তুমি যদি আমার নাম গান করিতে করিতে দুধ ছড়াইতে ছড়াইতে নিজের সুবিধামত চালে আসিয়া দুধ খাইয়া এঁটো-বাটি এইখানে রাখিয়া দিতে তাহা কি ভাল হইত?” নারদ বলিলেন “মা! এরূপ কাজ কি করিতে পারি! এত ভক্তিহীন হওয়া কি সম্ভবে? সেরূপ করিতে পারিলে আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞ ও অধম কে?” দেবী বলিলেন “নারদ! সেই গৃহস্থও ‘সমস্তই’ আমার প্রসাদী বলিয়া জানে। আমার উপরই মন দিয়া, আমারই পূজা ভাবে, সংসারের সকল কাজ করিতেছে। দুধ চল্‌কাইয়া পড়িলে তোমার মন যেরূপ হইত, আমার দেওয়া ভাবে দেখে বলিয়া, অসাবধানে মাটির কলসী ভাঙ্গিয়া গেলে উহার সেইরূপই মন হয়। আমি যে তাহার প্রত্যেক কার্য্য ও মনের গতি দেখিতেছি সে ইহা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করে। তুমি যেমন আমার দিকে আনন্দ পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া দুধ পান করিলে, সেও সেইরূপ আমাকে সর্ব্বদা সুস্পষ্টই দেখিতে পায়, ‘অসাবধানতায় কলসীটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া’ মাতার কাছে বালকের ন্যায় আমার কাছে তাহার জন্য ক্ষমা চায়।”

৬৭। স্বদেশী শিল্পীর প্রতি দয়া মিসেস্ চ্যাপ্‌লেন।

এতকাল আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক ইংরাজের সহিত সংশ্রবে থাকিয়া সম্প্রতি আমাদের মধ্যে স্বদেশী শিল্পী সম্বন্ধে একটু সহানুভূতি সংক্রামিত হইতে আরম্ভ মাত্র হইয়াছে। ১৮০১ অব্দে ইংলণ্ডের ব্লাঙ্কনি গ্রামে মিসেস্ চ্যাপলেন নামক একজন ধনী স্ত্রীলোক বাস করিতেন। ঐ সময়ে নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের তাঁতিদের প্রস্তুত পশমী কাপড়ের বিক্রয় কম হইয়া গেলে উঁহাদের বড়ই কষ্ট হইতেছিল। ইহা দেখিয়া ঐ দয়াশীলা মহিলা অন্য প্রকার বস্ত্র ব্যবহার নিজের বাড়ী হইতে উঠাইয়া দিলেন এবং একটী বৃহৎ ভোজ ও নাচের আয়োজন করিয়া কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে বহুসংখ্যক ভদ্র পরিবারকে

নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ পত্রে লিখিত হইল যে, 'দ্বারে নিমন্ত্রণের কার্ড দেখানর পরিবর্ত্তে স্থানীয় কোন তাঁতির রসিদ দেখাইতে হইবে যে অন্ততঃ বারগজ কাপড় নিমন্ত্রিতের দ্বারা নূতন খরিদ করা হইয়াছে এবং ঐ স্থানীয় কাপড়ের পোষাক পরিয়াই সকলকে ঐ নিমন্ত্রণে আসিতে হইবে।' সর্ব্বশ্রেণীর স্বদেশীর প্রতি একান্ত সহানুভূতিসম্পন্ন, সকল ভাল কাজে এক জোট হইয়া কাজ করিতে সক্ষম, ইংরাজ ভদ্রলোকগণ মিসেস্ চ্যাপ্‌লেনের উদ্দেশ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া উৎসাহের সহিত যোগ দিলেন। অবিলম্বে এবং অতি সহজে স্থানীয় শিল্পীদিগের দুঃখ দূর হইয়া গেল!

"যথা স্ত্রী তনয়া পোষ্যা স্বদেশে শিল্পিনস্তথা।" ইহা আমাদের কয়জন প্রকৃতপক্ষে মনে করেন! মিসেস্ চ্যাপ্‌লেনের ধরণে নিমন্ত্রণ পত্র এদেশে বাহির হইলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামে ও সহরে হয়ত নিমন্ত্রণকারীর ওরূপ ব্যবস্থার নিন্দা হইত! অনেকে নিজেদের "অবমানিত" মনে করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষাই হয়ত করিতেন না! কিন্তু স্বদেশ প্রেমিক ইংরাজ ইহাকে "স্ত্রীলোক কৃত মহৎ কার্য্যের" তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

৬৮। আদর্শ স্বদেশ ভক্তি ম্যান্‌লিয়স্ টর্কোয়াটস্।

ম্যান্‌লিয়স্ টর্কোয়াটস্ রোমের প্রধান কন্সল ছিলেন। [illegible]নদের সহিত যুদ্ধ কালে, তিনি দ্বিতীয় কন্সল ডিসিয়সের সহিত একদ[illegible]লিত হইয়া সসৈন্যে শত্রু সম্মুখীন হইয়া আদেশ প্রচার করেন যে, তাঁহার বিনা অনুমতিতে দল ভাঙ্গিয়া কেহ যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর না হয়—আদেশ অমান্য করিলে প্রাণদণ্ড হইবে। লাটিনদিগের চেহারা এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি রোমীয়দিগেরই অনুরূপ, এবং উহারা সংখ্যাতেও অনেক অধিক; সুতরাং দৃঢ়ভাবে এক জোটে থাকিয়া যুদ্ধ করা রোমীয়দিগের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল।

এই আজ্ঞা প্রচারিত হইবার পর একজন বিখ্যাত লাটিন যোদ্ধা কন্সল

ম্যান্লিয়াসের পুত্রকে নাম ধরিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিল এবং তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া সাধারণতঃ রোমীয়দিগকে "কাপুরুষ" বলিয়া গালি দিল। পিতৃ আজ্ঞায় মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত জানিয়াও তৎক্ষণাৎ জাতীয় অবমাননায় ক্রুদ্ধ কন্সল-পুত্র দল হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভীষণ যুদ্ধের পর শত্রু বিনাশ করিয়া তাহার অস্ত্র শস্ত্রাদি জয় চিহ্নস্বরূপ আনিয়া সেনাপতি ও পিতার সমক্ষে রাখিয়া দিলে। সমস্ত রোমীয় সৈন্য আনন্দে জয়ধ্বনি করিল। ম্যান্লিয়াস্ অশ্রুপূর্ণলোচনে সৈন্যগণের সমক্ষে বলিলেন "পুত্র! তোমার সাহসে এবং যুদ্ধ কৌশলে ও যুদ্ধজয়ে তৃপ্ত হইলাম এবং সে জন্য তোমার প্রাপ্য সম্মান দিতেছি। কিন্তু সামরিক বশ্যতাই রোমীয় সৈন্যদলের একমাত্র অবলম্বন এবং রোমের একমাত্র রক্ষার উপায়। তুমি সেনাপতির আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহার অনুমতি লইবার অপেক্ষা কর নাই। হয় তোমাকে এবং অপর সকল অবাধ্য সৈনিককেই দণ্ড না দিয়া আমি সামরিক বশ্যতার মূল নষ্ট করিয়া রোমের চিরকালের জন্য ক্ষতি করি, * অথবা তোমাতে আমাতে এক মত হইয়া রোমের উপকারের জন্য আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, বংশের একমাত্র সন্তান, তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করি;—অন্য পথ নাই।" প্রিয়তম পুত্রের মস্তকে বিজয় চিহ্ন (পাতার মুকুট) পরাইয়া দিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্বদেশভক্ত, অপক্ষপাতী কন্সল, পুত্রের শিরশ্ছেদ করিবার আজ্ঞা দিলেন। মহাবীরের সম্পূর্ণ উপযুক্ত সুপুত্র নীরবে পিতৃচরণে অভিবাদন করিয়া রোমের উপকারের জন্য হাসি মুখেই জীবন শেষ করিল।

* যত্তে সেনা প্রণেতারং পৃতনা সমহত্যাপি।
বীর্য্যতে যুদ্ধ মাসাদ্য পীপীলিক পুটং যথা॥
নহি যাতুর্দ্ধয়ো বুদ্ধ সমাভবতি মর্হিচিৎ।
শৌর্য্যঞ্চ নাম নৃতনাং স্পর্দ্ধতেচ পরস্পরং॥

ঐ সময়ে ইটালীর সকল জাতির মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে কোন দুঃসাধ্য কার্য্য পড়িলে যদি কর্ত্তা বা নেতা দৈবানুগ্রহ লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে ঐ কার্য্য নিশ্চয়ই সম্পন্ন হয়। ম্যান্‌লিয়স্ দ্বিতীয় কন্সলকে বলিয়া রাখিলেন যে উপস্থিত যুদ্ধে তিনি ঐরূপ জীবন উৎসর্গ করিয়া জন্মভূমির উপকার এবং পুত্রশোকের জ্বালা নিবারণ করিবেন। যুদ্ধারম্ভে তাঁহার পরিচালিত সৈন্যদল প্রচণ্ডবেগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। যেখানে বিপদ সেখানেই ম্যান্‌লিয়স্ উপস্থিত, এবং যেখানে তিনি প্রাণত্যাগ জন্য ধাবিত সেই খানেই তাঁহার কার্য্যে অনুপ্রাণিত রোমীয় সৈন্যগণ অপ্রতিহতগতি। লাটিনেরা ক্রমাগতই পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু অপর দিকে দ্বিতীয় কন্সলের সৈন্যদল পরাজিত প্রায় হইল। তখন ডিসিয়স অস্ত্রত্যাগ করিয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া পুরোহিত দ্বারা নিজের দেহকে দেবতাদিগের তুষ্টি জন্য উৎসর্গ করাইলেন এবং তাহার পর ঘোটকারোহণে বিদ্যুৎবেগে শত্রুর দলের উপর গিয়া পড়িলেন। লাটিনেরা উঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। এই ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে দৈব কোপে ভীত লাটিন সৈন্যদিগকে, জয়লাভে নিশ্চিত রোমীয়েরা মহা উৎসাহের সহিত আক্রমণ করিলে তাহারা সর্ব্বত্রই হটিয়া যাইতে লাগিল। ম্যান্‌লিয়াস্ নিজেকে বিধিমতে উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে এই সম্বাদ পাইলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত মহাবীর তখনি পুত্রশোক অন্তরে গোপন করিয়া জন্মভূমির কার্য্য যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হয় সেজন্য দুই দলেরই নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্য এরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে লাগিলেন যে রোমীয়গণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন এবং শত্রু সৈন্যের অধিকাংশই বিনষ্ট হওয়ায় রোম একেবারে লাটিনদিগের ভয় হইতে উদ্ধার পাইল।

৬৯। নেতার প্রতি ভালবাসা রাজা ডেভিড।

ইহুদীদিগের ইতিহাসে ডেভিডের বিবরণ বড়ই চিত্তাকর্ষক। তিনি কবি, গায়ক, ভগবদ্ভক্ত, যোদ্ধা এবং দূরদর্শী রাজনৈতিক। তিনি আকারে ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু বিক্রমে সিংহবৎ ছিলেন। ইহুদীগণের ত্রাস বর্ম্মধারী প্রকাণ্ড শরীর গোলিয়াথকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে ফিঙ্গা (শ্লিং) দ্বারা কয়েকটা পাথরের নুড়ি ছুঁড়িয়া নিহত করিলে রাজা সল তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। কিছুকাল পরে সল উহাঁর উপর হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণসংহার করিতে চেষ্টা করেন। নির্জ্জন পর্ব্বতের গুহা ব্যতীত তখন ডেভিডের কোথাও আশ্রয় ছিল না। রাজা তাঁহার কন্যার ঐ সময়ে পুনর্ব্বার বিবাহ দেন! ঐ দুঃখের সময়ে ডেভিডের কয়েকজন দুর্দ্দান্ত দস্যুর সহিত পরিচয় হয়। ডেভিডের সংশ্রবে উহারা উৎকৃষ্ট যোদ্ধায় পরিণত হইল দুর্ব্বল ও দুঃখীর উপর অত্যাচার এবং চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপকর্ম্ম করা ছাড়িয়া দিল এবং ডেভিডের প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইল। গুহায় লুক্কায়িত ডেভিড সহচরদিগের সহিত কথা কহিতে কহিতে এক দিন বলিলেন, "বেথলেহেম নগরের বাহিরে যে কূপ আছে তাহার মত সুস্নিগ্ধ মিষ্ট জল আমি কখন খাই নাই। এই গ্রীষ্মে সেই জল যদি পাওয়া যাইত তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে যে সে কিরূপ জল!" জঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বতের ঐ গুহা এবং বেথলেহেম নগরের মধ্যে ফিলিষ্টাইন শত্রু-দিগের একটা বৃহৎ সৈন্যদল তখন ছাউনি করিয়াছিল এবং চতুর্দ্দিকে রাজা সলের লোক ডেভিডের অনুসন্ধানে ফিরিতেছিল। তখন গুপ্ত গুহা হইতে বাহির হওয়াই সঙ্গত নহে। কিন্তু ডেভিডের তিনজন সহচর স্থির করিল যে তাহারা ভক্তিভাজন দলপতি ডেভিডের জন্য ঐ জল আনয়ন চেষ্টা করিবে, তাহাতে প্রাণ থাকে আর যায়! অন্য কাহাকেও কিছু না বলিয়া উহারা গুহা হইতে কিছু বিলম্বে সরিয়া পড়িল। কোথাও বুকে হাঁটিয়া, কোথাও

যুদ্ধ করিয়া সর্ব্ব প্রকারের ক্লেশে এবং বিপদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উহারা এক ঘটি জল ঐ কূপ হইতে সংগ্রহ করিয়া ফিরিল! উহাদের ভক্তিতে এবং ভালবাসাতে আদ্র্র হৃদয় ডেভিড উহাদের বক্ষে ধারণ করিয়া তৃপ্ত করিলেন এবং ঐ জল ঈশ্বর উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ভূমিতে ঢালিয়া দিয়া বলিলেন "আমি আমার প্রিয়তম বন্ধুদিগের রক্তপান করিতে পারি না—এত-বীর্য্য ও শৌর্য্য পূত ঐ জল ভগবানের উদ্দেশ ভিন্ন অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেই পারে না।"

শেষে ডেভিড ইহুদীদিগের রাজা হইয়া ছিলেন। ইঁহারই পুত্র "ইহুদী-দিগের সাহজাহান" (জেরুজিলামের বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাতা) সলোমান। যিশুখৃষ্টও এই ডেভিড বা দায়ুদেরই বংশীয়। তাই বাঙ্গালী খৃষ্টীয়ানেরা গাহিয়া থাকেন;—

"কেন তুই মন ভ্রমরা, ভ্রমণ করিস নানাফুলে।
ফুটেছে সোনার কমল, বৈথলেহেমে "দায়ূদ" কুলে॥"

৭০। প্রজা-প্রিয়ের নির্ব্বাসন — আরিষ্টাইডিস।

এথেন্সের সাধারণতন্ত্রে একটী আইন ছিল যে, কোন ব্যক্তি বিশিষ্টরূপে প্রজাপ্রিয় হইলে এথেন্সের যে কেহ সাধারণ সভায় তাহার নির্ব্বাসনের জন্য আবেদন করিতে পারিতেন! ঐ আইনটীর উদ্দেশ্য এই ছিল যে দেশের মধ্যে কাহারও ক্ষমতা এরূপ বৃদ্ধি হইতে না পায় যে, সে চেষ্টা করিলে সাধারণতন্ত্রে বিপ্লব ঘটাইয়া নিজে সর্ব্বেশ্বর রাজা হইতে পারে। মহাত্মা আরিষ্টাইডিস রাজকীয় শক্তির জন্য স্বপ্নেও লোলুপ হন নাই। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণে এবং সাধারণতন্ত্রের ও সাধারণ প্রজার উপকারার্থে সুপরামর্শদানে এবং অসাধারণ উদ্যমে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। একদিন

একজন নিরক্ষর মজুর আরিষ্টাইডিসকে পথে পাইয়া বলিল, "মহাশয়! আমি লিখিতে জানিনা। কিন্তু আমি আরিষ্টাইডিসের নির্ব্বাসন জন্য একখানা দরখাস্ত দিব বলিয়া মনে মনে শপথ করিয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া দরখাস্তখানা লিখিয়া দিন।" আরিষ্টাইডিস বলিলেন "আপনি কি আরিষ্টাইডিসকে চেনেন? তিনি কি আপনার কোন অনিষ্ট করিয়াছেন?" মজুর উত্তর করিল "তাঁহাকে কখন দেখি নাই। তিনি কাহার অনিষ্টকারী নহেন এবং মজুরদের সুবিধার জন্য একটী অতি সুসঙ্গত ব্যবস্থা প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে যাই সেইখানেই আরিষ্টাইডিসের সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়পরতার প্রশংসা শুনিয়া আমার কান ঝালাপালা হইতেছে। সে জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সাধারণতন্ত্রের-রক্ষকভাবে আমি অবিলম্বে দরখাস্ত দিয়া উহাঁকে নির্ব্বাসিত করিব।" মহাত্মা আরিষ্টাইডিস নিজেই সেই দরখাস্ত লিখিয়া দিলেন—এবং তৎকাল প্রচলিত সেই অপূর্ব্ব আইনের গুণে নির্ব্বাসিত হইলেন!

৭১। বিশ্বাসী মান্দ্রাজের বেহারা।

"সার জন মলকাম সাহেব যখন পার্লিমেণ্টে সাক্ষ্য দেন তখন তিনি কহিলেন যে মান্দ্রাজে বিশ অথবা ত্রিশ হাজার পালকির বেহারা থাকে তাহারা ইংলণ্ডীয়দিগের চাকরীতে নিযুক্ত এবং তাহারা প্রায় সকলেই মনোযোগ ও বিশ্বস্ততায় বিখ্যাত। তিনি কহিলেন আমার স্মরণে আইসে না যে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের কোন একব্যক্তির প্রতি চৌর্য্যাপবাদ হইয়াছিল তথাপি তাহাদিগের মাসিক বেতন আন্দাজী কেবল ছয় টাকা। এক সময়ে তাহাদের অতি বিশ্বস্ততার কার্য্য আমি অবগত হইলাম। মান্দ্রাজ হইতে দেড় শত ক্রোশান্তরে পালকির মধ্যে একজন সেনাপতি মরিলেন।

পালকীতে তাঁহার ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। সেই সুশীল বেহারা আপনাদিগের প্রতি কিছু সন্দেহ না হয় এ জন্যে ঐ সাহেবের শব লবণাক্ত করিয়া রাখিল পরে তাহা দেড় শত ক্রোশান্তরে মান্দ্রাজে আনিয়া টৌন মেজর সাহেবের দপ্তর খানায় রাখিল এবং তাহার সঙ্গে যে সকল টাকা ছিল তাহা তোড়াবন্দী ও মোহর করিয়া আনিয়া দিল।" ["সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস" নামক ১৮২৯ অব্দে শ্রীরামপুরে ছাপা পুস্তক হইতে নমুনা স্বরূপ অবিকল উদ্ধৃত।]

৭২। সেবা ধর্ম্ম — আইয়াজ।

গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ তাঁহার আইয়াজ নামক একজন কুরূপ এবং দরিদ্র কর্ম্মচারীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। লোকে বুঝিতে পারিত না যে, কি গুণে ঐ ব্যক্তি সুলতানের ওরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। সুলতানের একটী যুদ্ধযাত্রার শেষে লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া গজনী প্রত্যাগমনের পথে একদিন একটা মুক্তাপূর্ণ পেটারা উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূমে পতিত হইলে পেটারা ভাঙ্গিয়া মুক্তা সকল চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া গেল। সুলতান তাঁহার সঙ্গীদিগকে ঐ মুক্তা কুড়াইয়া নিজের নিজের জন্য লইতে অনুমতি করিলে মুক্তার লোভে তাহা কুড়াইতে ব্যস্ত হইয়া সকলেই পিছাইয়া পড়িল ; প্রভুভক্ত আইয়াজই কেবল সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তর করিল, "আমার সেবাভক্তি প্রভুর নিজের জন্য, তাঁহার দানের জিনিসের জন্য নহে।"

উচ্চশ্রেণীর সাধুরা যেমন ঈশ্বরে নিষ্কাম অহেতুকী ভক্তি পোষণ করেন, অষ্টসিদ্ধির লোভ রাখেন না, আইয়াজ প্রভু ভক্তিতে সেই সর্ব্বোচ্চ ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন।

৭৩। পুরোহিতের দেহোৎসর্গ — মেওয়ারে।

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণে অগ্রবর্ত্তী। বাঙ্গালায় যে প্রচলিত কথাটী আছে

তাহা শব্দ ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ঠিক না হইলেও ভাব সম্বন্ধে সুসঙ্গত,—'যে করে পুরের হিত, তাকে বলি পুরোহিত'। ফলতঃ "যাহা ন্যায্য এবং ধর্ম্মসম্মত তাহাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য ; যাহাতে পারলৌকিক মঙ্গল, ক্ষুদ্র স্বার্থাদি ভুলিয়া তাহাই অবহিত চিত্তে করিবে"—দৃঢ়ভাবে এই শিক্ষা গুরুর মধ্যে মধ্যে আসিয়া এবং পুরোহিতের প্রত্যহ বাক্যে, ব্যবহারে এবং ইঙ্গিতে যজমানদিগকে দেওয়া উচিত। যজমান হইতে আলাদা আলাদা থাকিয়া তাড়াতাড়ি একবার আসিয়া ৺ঠাকুর পূজা করিয়া চাউল কলাগুলি লইয়া গিয়া জীবন অতিবাহিত করায় যজমান সম্বন্ধে পুরোহিতের কর্ত্তব্যপালন হয় না। পুরোহিতকে দেখিলেই যেন লম্বা এক ফর্দ্দ মাত্র দিতে আসিয়াছেন এ শঙ্কা উপস্থিত না হয়। যজমানেরও কর্ত্তব্য পুরোহিতপুত্রের কর্ম্মকাণ্ডীয় বিষয় সমস্তের এবং স্মৃতি শাস্ত্র শিক্ষার ব্যয় বহন করেন। এখন ত আর বিনা কপর্দ্দক ব্যয়ে শিক্ষা পাওয়া সম্ভব নহে!

মহারাণা প্রতাপ সিংহ যখন যুবা পুরুষ তখন একদিন মৃগয়া উপলক্ষ্যে তাঁহার ভ্রাতা শক্ত সিংহের সহিত হঠাৎ বিবাদ হইয়া দুই জনেই পরস্পরকে বিনাশ করবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিলেন। উঁহাদের কুল পুরোহিত উঁহাদিগকে ঐ পৈশাচিক কাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত ভ্রাতৃদ্বয় যখন তাঁহার কথা উপেক্ষা করিলেন তখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, "প্রতিপালক পবিত্র রাণাবংশের সর্ব্বনাশ সাধক এবং জননী জন্মভূমির শত্রুগণের আনন্দবর্দ্ধক এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ তোমরা আমার কথার মান্য রাখিয়া যখন কোনমতে থামাইলে না, আর আমি যখন উহা দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিব না, তখন আমার মৃত্যু ভিন্ন কোন উপায় নাই। এইবার এ অধর্ম্মে বিরত হও!" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কুলতিলক দধীচি-প্রতিম পুরোহিত নিজের হৃদয়ে ছুরিকা

বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজকুমারদ্বয়ের তখন এই অভাবনীয় ঘটনায় "চটকা" ভাঙ্গিল, তাঁহারা লজ্জায় ও ক্ষোভে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ থামিল এবং পুরোহিতের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া রাজবংশ ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা পাইল। সেদিন সেই আসুরিক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইলে তুল্য যোদ্ধা দুই রাজকুমারেরই মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। মহারাণা প্রতাপ পরে সেই স্থানে পুরোহিত মহাত্মার একটী স্মৃতি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৭৪। দানধর্ম্ম মিঃ ভার্ণেডি।

শুনা যায় পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মিষ্টার ভার্ণেডি মহোদয় (১৯০৯) কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমা পরিদর্শন কালে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে কোন মাড়োয়ারিকে দিয়া বাঙ্গালীরা তথাকার বালিকা বিদ্যালয়টীর জন্য গৃহ প্রস্তুত করিয়া লওয়ায় বাঙ্গালীদের "নীচতা" প্রকাশ হইয়াছে। এই কথায় কেহ কেহ রাগিয়া বলিয়া ছিলেন যে, এদেশে ইয়ুরোপীয় ক্লব ঘর সকলের প্রস্তুতে এবং আসবাবে কত দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের চাঁদার টাকা আছে অথচ খালি ইয়ুরোপীয়েরাই ত উহা ব্যবহার করেন!—এ সকল রাগারাগির কথা তুলিলে সুশিক্ষা বা শান্তিলাভ হয় না। সরল ভাবে এ দান কার্য্যের কথাটা বুঝিয়া লইয়া নিজেদের মন শান্তি র্ণ এবং সরস রাখিয়া দাতাকে আশীর্ব্বাদ করাই ভাল নয় কি? (১) সাহেবের কথায় বুঝিতে হইবে যে দাতার মাহাত্ম্য কম ইহা তিনি বলেন নাই। অপর সকল দেশে দাতা গৃহীতা অপেক্ষা উচ্চে। কেবল এদেশে বিদ্যা সম্বন্ধীয় দানে, টোলে স্কুলে দানে, দাতার কল্যাণ হয় এবং গৃহীতারও অবনতি মনে করা হয় না। এ সূক্ষ্ম কথা অপর সমাজের লোকে বুঝিবেন কিরূপে? (২) দানের মাহাত্ম্য সকল সমাজে সমানভাবে প্রকট নয়। সকল মনুষ্যও দানের কথাটা একই ভাবে বুঝিতে পারে না—অধিকারী ভেদ আছে। ৺বারাণসী ধামে সিগ্রা

হইতে ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনের পথের ধারে মুসলমানদের ঈদের নমাজ জন্য বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পম হিন্দু কাশীরাজের দেওয়া। তথাকার খৃষ্টিয়ান কলেজ ৺জয়নারায়ণ ঘোষালের ধনে। হিন্দু মুসলমান স্বেচ্ছায় মুষ্টি ভিক্ষা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে দিয়া থাকেন। ভারতবাসীর স্বেচ্ছার দানে এবং ইংলণ্ডের লোকাল রেটের টাকার স্থানীয় খরচের প্রভেদ সকলের সব সময়ে মনে থাকে না। আবার কোন কোন লোক নিজে ভাল খাইব, এবং ভাল থাকিব এইমাত্র আদর্শ করিয়াছে। ঐ সকল লোক সকল প্রকার দানেই বিরক্ত হয়। "কুপুষ্যি" খাওয়াইতে চাহে না। উহাদের অপর মনুষ্যের সহিত সহানুভূতিই কম। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা অধিক থাকায় উহাদের মনুষ্যত্ব বর্দ্ধিত হইতে বাকী। কেহ নিজ পরিবার সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি, কেহ স্বীয় গ্রামবাসীর পর্য্যন্ত, কেহ প্রদেশ বাসী পর্য্যন্ত, কেহ বা সমগ্র দেশের প্রতি কেহ বা সকল মানবেরই প্রতি, কেহ বা সর্ব্বজীবের প্রতি সহানুভূতি বোধ করিয়া মুক্ত হস্তে দান করিতে অগ্রসর। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর বুদ্ধি এবং মতবাদ চিরকালই ভিন্ন থাকিবে! (৩) ইয়ুরোপীয় মাত্রেই আজও ধ্রুব বিশ্বাস করেন যে বিরাট ভারত সমাজ এক নয়। উঁহারা মনে করেন, যে ইয়ুরোপে যেমন তুর্কে এবং রুশে, পোর্টুগীজ এবং ইংরাজে যথেষ্ট প্রভেদ, বাঙ্গালীতে এবং মাড়োয়ারিতে বুঝি সেই রূপই প্রভেদ আছে এবং তাহা সুরক্ষিত থাকাই ভাল। কিন্তু মাড়োয়ারি মহাজনেরা বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনকারী ভারত-সমাজের একটী প্রধান অঙ্গ বৈশ্য বর্ণের লোক; উহাদের গোত্র (বা পূর্ব্ব পুরুষের নাম) অপর প্রদেশের বণিকদিগের গোত্র হইতে অভিন্ন; কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, উত্তম সৎ উপার্জ্জন এবং 'দান' বৈশ্যের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-শালা, পিঁজরাপোল, প্রভৃতি স্থাপনে চিরকালই ইঁহারা ভারতের আদর্শ ভাবে মুক্ত হস্ত। এখন ইংরাজী ধরণে ক্লব, বালিকা বিদ্যালয় ও জেনানা হাঁসপা-

তাল প্রভৃতির জন্য দান করিয়া আনন্দ লাভ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা ইংরাজী সংসর্গের ফল। মাড়োয়ারি ভদ্রলোককে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণার্থ সাহায্য করিতে উন্মুখ করিয়া কৃষ্ণগঞ্জের বাঙ্গালীরা ভারতের অপর প্রদেশের অধিবাসীগণের মধ্যে ইংরাজী মতবাদ প্রচারের যন্ত্র মাত্র হইয়াছিলেন।

৭৫। সৎসঙ্গ — হাতের অমৃত ভাণ্ড।

৺দ্বারকার পথে (১৯০৯) ষ্টীমারের উপর কোন বাঙ্গালীর সহিত সহ-যাত্রী একজন পঞ্জাবী সাধুর কথোপকথন হইতেছিল। বাঙ্গালীটি বলিলেন, "সমাধির কথা বুঝিব কিরূপে? সে আনন্দ আমাদের জন্য নয়।" সাধু বলিলেন, "বাবু সাহেব! ভগবান সকল মনুষ্যের হাতেই অমৃতভাণ্ড দিয়াছেন। কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কারাদি শূন্য নির্ম্মলচিত্ত মহাত্মারা নিজেদের হাতের অমৃতভাণ্ড নিজেদের মুখে লাগাইয়া সেই অমৃতের রসাস্বাদন করেন। তাঁহাদের হাতের কনুই কব্জা খেলে। সাধারণ মনুষ্যের কনুই কব্জা খেলে না—তাহারা নিজেদের হাতের অমৃতভাণ্ড নির্জ্জনে বসিয়া নিজেদের মুখে তুলিতে পারে না। কিন্তু যদি তুমি আমার এবং আমি তোমার মুখে আমাদের হাতের ভাণ্ড তুলিয়া দিতে চাহি তাহা অবশ্যই পারি।—ভগবৎ কথার আলোচনায় এইরূপে অনেকটা আনন্দের বিতরণ এবং আস্বাদন হয়। সেই সময়টার জন্য সাংসারিক বাজে কথা মনে পড়ে না এবং চিত্ত সরস হয়; সুতরাং সৎসঙ্গে যোগানন্দের একটু বেশ আভাস পাওয়া যায়।"

৭৬। একলক্ষ্য — দামোদর পন্থ।

পণ্ঢরপুরের দামোদর পন্থ সদ্ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব—হরিগত প্রাণ;

রাজার তহশীলদারের কার্য্য করেন। দেশে কয়েক বৎসর অজন্মার পর ঘোর দুর্ভিক্ষ। খাজনা আদায় হয় না, অগাধ টাকা বাকী পড়িয়াছে; এদিকে তহশীলদারের উপর টাকার জন্য রাজার অত্যন্ত পীড়াপীড়ি। দামোদর পন্থ নিজের ঘ দ্বার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কতক টাকা দাখিল করিতে পাঠাইলেন। মনে হইল যে যদি সব টাকা বুঝাইয়া দিবার মত সম্পত্তি থাকিত তাহাও বিক্রয় করিয়া জমা দিতেন। দরিদ্রদিগকে কোন রূপেই পীড়ন করিতে পারিলেন না।

বিঠোবা (মহারাষ্ট্রদেশে বিষ্ণুমূর্ত্তির বিঠোবা নামে পূজা হয়) মাড় জাতীয় পিয়াদার বেশে রাজার নিকট গিয়া তহশীলদারের এলাকার সমস্ত বাকী খাজনা, বহুসহস্র টাকা, দাখিল করিয়া দিলে হৃষ্ট হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দুর্ব্বৎসরে সমস্ত টাকা আদায় কে করিল?" বিঠোবা উত্তর করিলেন—"আমি। তহশীলদার পারেন নাই।" রাজা বলিলেন "তোমার মাহিনা কত?" উত্তর—"এক লখ্থ।" রাজা মনে করিলেন বেতন এক লক্ষ 'কড়ি' বা বার্ষিক ৭৮৵০ টাকা বলিতেছে। এমন কার্য্যক্ষম পিয়াদার পক্ষে উহা অধিক নহে, ভাবিয়া বলিলেন "আমি দুই লক্ষ এমন কি চারি লক্ষ যাহা চাও দিব এবং সমস্ত এলাকাই তোমাকে সোপর্দ্দ করিব। আমার কাছে থাক।" পিয়াদা বেশধারী বিঠোবা বলিলেন "এক লখ্থ ভিন্ন আমার দ্বারা এরূপ কাজ কেহ পায় না।" রাজা নীচ জাতীয় সিপাহীর এই উত্তর একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক মনে করিয়া অবজ্ঞার সহিত হাসিয়া উঠিলেন।

সে পিয়াদা চলিয়া গেলে ঠিক সেইরূপ মূর্ত্তি এবং বেশধারী আর একজন পিয়াদা আসিয়া তহশীলদারের পক্ষে অনেক কম টাকা দাখিল করিল এবং বলিল 'পীড়াপীড়িতে তহশীলদার নিজের বাড়ী ঘর বেচিয়া এই টাকা পাঠা-

ইয়া দিয়াছেন। প্রজাদের কাহারও কিছুই নাই বলিলেই হয়—অনাহারে শত শত লোক মরিতেছে; এখন খাজনা আদায়ের সম্ভাবনা কোথায়?' তখন রাজা ও রাজ পারিষদ সকলে বুঝিলেন যে স্বয়ং ভগবান আসিয়া ভক্তের কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং পিয়াদা বেশে "এক লক্ষ" সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, গীতায় অর্জ্জুনকেও তিনি সেই উপদেশ দিয়া ছিলেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

৭৭। কর্ম্মফল — যক্ষের চারি প্রশ্ন।

সম্রাট বিক্রমাদিত্যকে তাঁহার সভামধ্যে এক যক্ষ আসিয়া প্রশ্ন করে (১) এখন আছে পরে থাকিবে, (২) এখন আছে পরে নাই, ৩) এখন নাই পরে হইবে, (৪) এখনও নাই পরেও নাই—এই বাক্যগুলির যথার্থ উদাহরণ দেখাও।' কালিদাসের প্রতিই উত্তর সমাধানের ভার পড়িল। কালিদাস যক্ষকে বলিলেন "আপনি তিনদিন পরে উত্তরের জন্য আসিবেন।"

তিন দিন পরে যক্ষ আসিলে কালিদাস ছদ্মবেশের উপযোগী দ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া যক্ষের সহিত এক দূরবর্ত্তী নগরে গেলেন। (১) তথায় দুজনে ছদ্মবেশে একজন ধর্ম্মাত্মা ধনীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কালিদাস ধনীকে বলিলেন "মহাশয়! আমার একটী প্রার্থনা আছে; অন্য অতিথি সৎকার চাই না। ঐ প্রার্থনা পূরণ করিতে কিছু ধনক্ষয়, কিছু শারীরিক কষ্ট এবং কিছু অপমান স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু কোন পাপ কর্ম্ম করিতে হইবে না।" ধনী শেষোক্ত কথাটী শুনিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রার্থনা পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং যখন কালিদাস বলিলেন "এক শত টাকা অমুক স্থলের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার জন্য দিতে হইবে এবং ইতি পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া তথায় চাঁদা

মা দেওয়ায় তুই যা জুতা খাইতে হইবে," তখন সেই ধনী ব্যক্তি অম্লানবদনে প্রতিজ্ঞাপূরণ করিয়া অতিথিদিগে মহা সমাদর করিলেন। কালিদাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন "ইহাঁর এখনও [সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য] আছে, [ধর্ম্মাচরণ জন্য] পরেও থাকিবে।" [২] অপর এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে কালিদাস দরিদ্র ভিক্ষুকের বেশে এবং যক্ষ ভদ্রবেশে গেলেন। "ভিক্ষা" প্রার্থনা করায় ধনী কালিদাসকে বলিল "আমি কুপোষ্য পোষণ করি না। যাহা পৈতৃক পাইয়াছি, এবং নিজে যাহা উপার্জ্জন করি তাহা আমার বেশ ভূষা ও আহারাদির পারিপাট্যে ব্যয় হওয়াই সঙ্গত। তোমাকে কিছু দিব কেন? তুমি খাটিয়া খাওগে। আমি কাহারও কাছে কিছু সাহায্য চাহি না—কাহাকে কোন সাহায্য করিতেও পারিব না।" তখন ভদ্রবেশধারী যক্ষ, কালিদাসের সহিত পূর্ব্ব হইতে ঠিকানামত কোন মন্দির সংস্কারের ও চতুষ্পাঠী স্থাপনের সাহায্যে "চাঁদা" প্রার্থনা করিলে উক্ত ধনী বলিলেন, "ওসব বাজে কথা রাখিয়া দাও। ওসব ধর্ম্মকর্ম্ম আমি মানি না। আমার টাকায় আমি সুখে থাকিব। ওসব বুজরুকি আমার কাছে খাটিবে না। তুমি যদি এমন ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী তুমি তবে নিজেই কেন উপার্জ্জন করিয়া ঐ দুই কাজের সবটা কর না? উহার অংশী হইবার জন্য আমি ত তোমার নিকট একবারও প্রার্থনা করি নাই।" কালিদাস বাহিরে আসিয়া বলিলেন "ইহার এখন আছে—পরে নাই।" [৩] দুজনে ইহার পর ভিক্ষুক সাজিয়া কোন দরিদ্র ব্যক্তির নিকট গিয়া বলিলেন যে তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর। অতি সামান্য পরিমাণ শক্তু লইয়া দরিদ্রব্যক্তি আহার করিতে বসিতেছিল। সে বলিল "ভাই তোমরা মুখে হাতে এই জল দাও। বসিয়া একটু শ্রান্তি দূর কর। এই শক্তু ভিন্ন আমার আজ আর কিছুই নাই। তাহাতে কি? তিনজনে ইহারই তিন গ্রাস খাই এস। আজিকার দিনটার জন্য তিনটা

প্রাণই ত রক্ষা হউক; যিনি খাওয়াইবার মালিক তিনি কাল আবার কোন ব্যবস্থা করিবেন।" কালিদাস্ বাহিরে আসিয়া যক্ষকে বলিলেন, "ইহার এখন নাই, কিন্তু পরে আছে।" [৪] ইহার পর দুজনে ভদ্রবেশে কোন ভিক্ষুকের নিকট গেলেন এবং তাহার দুঃখ দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া টাকায় এবং পয়সায় একশত টাকা দিলেন। কিছু পরে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভিক্ষুকের বেশে গিয়া উহাকে বলিলেন, "ভাই একটা করিয়া পয়সা আমাদের দাও। খাইয়া প্রাণ রক্ষা করি।" সদ্য প্রাপ্ত একশত টাকা পেট কাপড়ে চাপিয়া ভিক্ষোপজীবী উত্তর করিল, "আমায় কাছে কিছুই নাই। আমাকে কেহ কখন দয়া করিয়া কিছুই দেয় নাই। তোমরা খাটিয়া খাওগে। আমার কাছে মরতে কেন এলে।" কালিদাস বলিলেন "ইহার এখনও নাই পরেও নাই।"

যক্ষ প্রকৃত উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

৭৮। কলিমাহাত্ম্য কখন ও কিরূপে।

একদা ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সভায় আসিয়া ছদ্মবেশধারী কলি প্রশ্ন করিলেন,—"কখন এবং কিরূপে (১) গাই তাহার বাচ্ছা খাইবে; (২) ষাঁড়ে গমের শিষ, গাছ, ক্ষেতের বেড়া এবং মাটি খাইবে; (৩) চারিটা পুকুরের মধ্যে একটা মাত্রে জল থাকিবে; (৪) একপাত্র হইতে তিন পাত্র ভরিবে, কিন্তু সেই তিন পাত্র ভরাজলে চতুর্থ পাত্রের একটুও ভরিবে না।" সভার কেহই এই সকল অসম্ভব প্রায় প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিলেন না। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজেই উত্তর দিলেন—(১) কলিতে কন্যা বিক্রয়ীরা কন্যা-পণের টাকা খাইবে; (২) কলিতে রাজা একান্তই সর্ব্বভূক বা শোষক ভাব ধারণ করিবেন; (৩) কলিতে কোন বৎসরই সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি এবং সুফল হইবে না; (৪) কলিতে পিতা একাকী সকল পুত্রকেই সযত্নে পালন করিবেন বটে,

কিন্তু পুত্রেরা সকলে মিলিয়াও পিতার জন্য কিছুই করিবে না।" কলি উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

৭৯। ভক্তিতে ভগবানের আবির্ভাব   জামাতার নিষ্ঠা।

কোন গৃহস্থের বাটীতে নিষ্ঠাবান এক জামাতা দুই একদিনের জন্য আসিয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ীতে পূজা পাঠের কোন সংস্রব নাই; এদিকে জামাই পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। আহারে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শালারা নিকটবর্ত্তী এক বটবৃক্ষতলে একটা হাঁড়ি পুঁতিয়া উহা গোবরে লেপিয়া সিন্দুর লাগাইয়া রাখিয়া আসিল এবং বটবৃক্ষ তলে গিয়া পূজা করিতে বলিল। জামাই আনন্দে সেখানে গেলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া ফিরিলেন। আহারাদির পর শালারা বলিল, "তুমি কিসের পূজা করিয়াছ দেখিবে এস।" নিকটে উপস্থিত হইয়াই একজন ঐ প্রোথিত হাঁড়ির উপর লগুড়াঘাত করিল; হাঁড়ি ভাঙ্গিল না; পরন্তু উহার উপর কয়েক ফোটা রক্ত নির্গত হইতে দেখা গেল! ভক্ত হৃদয় সংস্রবে ভগবান তথায় আবির্ভূত হইয়া লীলা দেখাইলেন!

কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির (কুমারখালির ৺ হরিনাথ মজুমদার) প্রশ্নোত্তরভাবে গাহিয়াছিলেন—

"অনামিক হরি তুমি তোমার এ নাম কে রেখেছে?"
"ভক্ত হৃদে বাস করি ভক্তই আমার নাম রেখেছে॥"

৮০। ভক্তের ভগবান   বালকের নির্য্যাতন।

এক নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী ঐহিক সুখে মগ্ন পরিবারের মধ্যে একটী ছেলে একটু কোমলমনা ছিল। একদিন কোন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ পথে যাইতে যাইতে ঐ পরিবারের সকলকেই মুষ্টি ভিক্ষাদানে বিমুখ এবং

ভিক্ষুককে তাড়না করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া মর্ম্ম পীড়িত হইলেন। কেবল দেখিলেন বাড়ীর একটি ছোট ছেলের চোখ ছল ছল করিতেছে। অপর সময়ে ঐ বালকটীকে একান্তে পাইয়া তিনি উপদেশ দিলেন "সর্ব্বদা মা! মা! বলিয়া জগজ্জননীকে ডাকিবে।" বালক দিনরাত্রি "মা! মা!" বলিতে আরম্ভ করিল। ভ্রাতা মাতা পিতা সকলেই ঠিক করিলেন যে উহার উন্মাদ রোগ হইয়াছে। চিকিৎসাদি করা হইল। কিছুতেই বালকের "মা! মা!" বলা থামে না। শেষে এক রোজা আসিয়া বলিল যে বালকের কপালে ঘাড়ে পিঠে লোহা পোড়ান দাগ দিতে হইবে। যখন বালককে গোদাপা করিয়া খুন করিবার ঐ ব্যবস্থা ঠিক হইল, তখন আকাশবাণী হইল "বালককে তাড়না করিও না। ও পরম ভক্ত। সর্ব্বদা জগজ্জননীকে কাতরভাবে সকলের উপকারার্থে ডাকিতেছে।" ঐ নাস্তিক পরিবার আকাশ বাণীতে বিশ্বাস করিল না। সকলেই বলিল "ও কোন দুষ্ট লোকের দ্বারা উক্ত শব্দ।" ইহা বলিয়া যখন উহারা ছেঁকাপোড়া করিতে উদ্যত হইল তখন জগন্মাতা উহাদের সকলের সমক্ষেই প্রকট হইয়া দেখা দিলেন এবং বালককে কোলে লইলেন। একের পুণ্যে সকলেরই সাক্ষাৎভাবে দেবী দর্শন হইল।

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্‌বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥

৮১। অনালস্য — বশীভূত ভুত।

একজন গৃহস্থ তাঁহার কাজকর্ম্ম ভাল হয় না দেখিয়া কোন সাধুর নিকট গিয়া সাধ্য সাধনা করিলে সাধু তাঁহার উপর কৃপা করিয়া একটী ভূতকে বশ করিয়া তাঁহাকে দিলেন এবং বলিলেন "এই ভূতের সাহায্যে সকল কর্ম্মই সুচারুরূপে করিতে পারিবে।" গৃহস্থ বাড়ী ফিরিয়া গিয়া ভূতের সাহায্যে

সকল কার্য্যই শীঘ্র শীঘ্র করিয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু ভূত বলিল "আমাকে নিষ্কর্ম্মা রাখিলে আমি তোমার ঘাড় মটকাইয়া দিব।" ঘরের সব কাজ হইয়া গেলে ভূত বলিল "হয় কোন কাজ দাও—নয় তোমার ঘাড় মটকাইয়া দিই।" গৃহস্থ ভয় পাইয়া বলিল "এখন আমার সঙ্গে চল, এখন এই তোমার কাজ" এবং ভূতকে সঙ্গে লইয়া সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া গৃহস্থ তাহাকে ফিরাইয়া দিতে চাহিল। সাধু হাসিয়া বলিলেন "কাজের অভাব কি? নিজের ঘরের কাজ সব করিয়া পাড়ার কাজ কর, গ্রামের কাজ কর, দেশের কাজ কর। ভূত সহায়ে পরিশ্রম বোধ কমই হইবে। যখন মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের সময়ে সে সব কাজও বন্ধ দিতে হইবে, তখন ভূতকে বলিও 'একটা বাঁশের চোঙ্গার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে উচ্চে উঠ এবং ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আইস এবং যখনই অন্য কোন কাজ না থাকিবে তখন বরাবরই একাগ্র হইয়া ঐরূপ করিতে থাক।'—উহার তখন সেই কাজই হইবে।" গৃহস্থ তদনুরূপ করিয়া বশীভূত ভূতকে হাতে রাখিলেন এবং সর্ব্বত্র সুখ্যাতি ও অন্তরে শান্তি লাভ করিলেন।

মনই সেই ভূত। মন দিয়া যে কাজ কর সুচারু ও শীঘ্র হইবে। পরিশ্রম বোধও কম হইবে। কিন্তু মনকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিবার যো নাই। কাজ না পাইলেই মন তোমাকে কুপথে লইতে চাহিবে, তোমার অপকর্ষ সাধন করিবে, অর্থাৎ ঘাড় মটকাইবে। "নিকামায়ে (নিষ্কর্ম্মা) দর্জ্জি, ছেলের পুঁটকি (পেট) সেলাই করে; (দি আইডল্ মাইণ্ড ইজ দি ডেভিলস্ ওয়ার্কশপ) নিষ্কর্ম্মার মনেই শয়তানের কারখানা স্থাপিত" ইত্যাদি চলিত কথায় সকল দেশেই মানব মনের এই ভূতুড়ে-স্বভাব প্রতিপন্ন করিতেছে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে ভাল চাক্‌রে লোক ছুটীতে বা পেন্সন লইয়া বাড়ী গিয়া অন্য কর্ম্মের অভাবে প্রতিবাসীর সহিত ঝগড়া করেন। সৎকর্ম্মে

ব্যাপৃত থাকিলেই আর অসৎকর্ম্ম করার উপায় হয় না। মনরূপ ভূতকে ভাল কাজ না দেওয়াতে—আমার খাটিবার দরকার কি এই ভুল বুদ্ধিতে—এদেশের ধনীগণ মদ্য, অহিফেণ, দিবানিদ্রা, বাই খেমটার নাচ, চাটুকার দলের পোষণ, বিড়ালের বিবাহ, পাখীর লড়াই, দলাদলি, দরিদ্র পীড়ন ইত্যাদি নানা উপায়ে নিজেদের ঘাড় মটকাইয়া লইতেছেন। দশের কাজে এবং দেশের কাজে ইহাঁদের মন ব্যাপৃত থাকিলে উহাঁদের এরূপ অধোগতি হইত না! দিবা রাত্রির মধ্যে যখনই কাজের বিশ্রাম হয়, তখনই প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে মনভূতকে এক মনে ইষ্ট মন্ত্র জপ করাও—উহাই "কেবলি প্রাণায়াম।" উহাই মন ভূতকে চোঙ্গের ভিতরে উঠা নামার হুকুম দিয়া কার্য্যে ব্যাপৃত রাখা। উহা ধনী দরিদ্র, ধার্ম্মিক অন্যায়াচারী, বালক বৃদ্ধ সকলেরই প্রয়োজন সাধন করিবে। এরূপ করিলেই কর্ম্মযোগ পূর্ণ এবং মানব জীবনলাভ ধন্য হয়।

৮২। স্বদেশ ভক্তি ও সত্যাচরণ রেগুলাস।

রোমের প্রধান প্রতিদ্বন্দী কার্থেজের সহিত যুদ্ধকালে কার্থেজীয়েরা একদল রোমীয় সৈন্যকে পরাজিত করিয়া উহাদের সেনাপতি "রেগুলাসকে" বন্দী করে। কিন্তু অপরাপর নানা স্থানের যুদ্ধে রোমীয়েরাই জয়ী হইতেছিল এবং কার্থেজীয়েরা ক্রমেই হীনবল হইয়া যাইতেছিল। সেজন্য উহারা সুবিধামত সন্ধির প্রার্থনা করিয়া রোমরাজ্যে দূতপ্রেরণ করিল এবং সেই সঙ্গে রেগুলাসকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া পাঠাইল যে সন্ধি না হইলে রেগুলাস কার্থেজে ফিরিয়া যাইবেন। রোমে রেগুলাসের শিশুপুত্র এবং প্রিয়তমা পত্নী উহাঁর সহিত দেখা করিতে আসিলে তিনি চক্ষু অবনত করিয়া লইলেন। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তখন মহাবীরের মনের ভাব এইরূপ যে স্বাধীন রোমীয়

গৃহস্থের মহামান্যা কুলস্ত্রীর দিকে শত্রু কর্তৃক বন্দীকৃত দাসের চাহিয়া দেখারও যোগ্যতা নাই। সেনেট সভাকে গিয়া তিনি বলিলেন "আমি এখন কার্থেজীয়-দিগের দাস, কার্থেজের দূতের সহিত মনিবদের হুকুমে সন্ধির প্রস্তাব জন্য আসিয়াছি।" কার্থেজীয় দূতগণ বলিলেন "আপনি স্বাধীনভাবে আপনার মত প্রকাশ করিতে পারেন। সন্ধিতে উভয় পক্ষেরই ত সকল সময়ে মঙ্গল!" উহারা ভাবিল নিজের মুক্তি যাহাতে হইবে অবশ্যই তাহাই করিতে বন্দী বলিবেন এবং শান্তি স্বতঃই মানবগণের প্রিয়বস্তু; সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে রেগুলাস অবশ্যই কিছু বলিবেন না। তখন রেগুলাস গম্ভীরভাবে বলিলেন—"এত সৈন্যক্ষয় ও ধন ব্যয়ের পর যে সুবিধা রোম পাইয়াছে তাহা ছাড়িয়া এখন সন্ধি করিলে শত্রু আবার প্রবল হইতে পারিবে, তাহাতে রোমের আবার অনেক ক্ষতি হইবে। কয়েক সহস্র বন্দী সৈনিকের জন্য যেন স্বদেশের প্রকৃত ও স্থায়ী সুবিধা নষ্ট করা না হয়। যুদ্ধ চলুক। উহাতেই রোমের বিশেষ সুবিধা হইবে। বন্দী আমাদিগকে সেনেট সভা যেন যুদ্ধে মৃত বলিয়াই মনে করেন।" দেশভক্ত মহাত্মার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সন্ধি হইল না; এবং কাহারও অনুরোধে রেগুলাস সত্য ভঙ্গ করিয়া রোমে রহিয়া গেলেন না। তিনি বলিলেন "সত্যভঙ্গ দ্বারা আমাকে রোমীয় নাম কলঙ্কিত করিতে বলিবেন না এবং উহাতেও যে শত্রুর মুখ উৎফুল্ল হইবে তাহা ভুলিবেন না।" রোমের আবাল বৃদ্ধ বনিতার শোকাশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া মহাত্মা রেগুলাস জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশে বলিদান হইতে কার্থেজে ফিরিয়া গেলেন। কথিত আছে একটা পিপার উপরে বহুসংখ্যক সুদীর্ঘ পেরেক পুঁতিয়া উহার ভিতর দিকে পেরেকগুলির তীক্ষ্ণাগ্রভাগ বাহির করিয়া সেই লৌহকণ্টকমণ্ডিত পিপার ভিতরে উহাঁকে পুরিয়া তাহা গড়াইয়া গড়াইয়া এবং অন্যান্য অশেষ যন্ত্রণা দিয়া কার্থেজীয়েরা

তাঁহাকে বধ করে। কিন্তু রোমের নিকট সর্ব্বত্রই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে একান্তই হীনভাবে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়।

৮৩। প্রবঞ্চনার শাস্তি — পবিত্র হিন্দু বিশ্বাস।

আমাদের শাস্ত্র অঋণী থাকার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। যে ঠকাইয়া টাকা লয়, আইনের হাতে ধরা না পড়িলেও সে ঋণী রহিয়া যায় এবং পরজন্মে উহার জন্য কঠিন শাস্তি পায়।

এক ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক প্রিয়তম পুত্রের ব্যারামে চিকিৎসার্থে অজস্র অর্থব্যয় করিল। কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে হতাশ হইয়া রোগীর শেষ অবস্থায় তাহার মুখে শুধু গঙ্গাজল বা ঠাকুরের চরণামৃত মাত্র দিতে লাগিল। রোগী একই ভাবে মৃতবৎ দু দিন পড়িয়া রহিল। শেষে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আর একটা টাকা মাত্র। কাহাকেও আমার উপলক্ষ্যে দান কর না।" শোকার্ত্ত পিতা তখনি একজন ভিক্ষুককে একটী টাকা প্রিয়তম সন্তানের কল্যাণ উদ্দেশে দান করিলেন, যুবারও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল!

পূর্ব্বজন্মের প্রবঞ্চিত মহাজন এ জন্মে পুত্রশোক দিয়া পূরা পাওনা আদায় করিয়া তবে চলিয়া গেল। কোন প্রিয়জন অকাল মৃত্যুতে কষ্ট দিয়া গেলে "শত্রু আসিয়াছিল" এই বিশ্বাস এ দেশে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে। অস্তেয় বা অচৌর্য্য অতি প্রধান সাধনা। ইংলণ্ডের অনুকরণে এদেশে তমাদির আইন প্রবর্ত্তিত হইয়া ক্ষতি করিতেছে। উহা দেশীয় নীতির অনুমোদিত নহে।

৮৪। অবিচলিত বশ্যতা — রোমীয় শাস্ত্রী।

ইটালী দেশে ভিসুভিয়স পর্ব্বতের পাদদেশে রোমক অধিকারে পম্পিয়াই নগর ছিল। ঐ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত বহু শত বৎসর বন্ধ থাকায় ঐ পর্ব্বতের চারিদিকে সহর বসিয়া যায়। ৭৯ খৃঃ অব্দে যে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহাতে

পম্পিয়াই এবং অপর একটী সহর (হাকুলেনিয়ম) প্রোথিত হইয়া যায়। ২০ ফিট পুরু নুড়ি পাথর এবং ভস্মে চাপা পড়িয়া সহরটি ১৭০০ বৎসর ঢাকা ছিল। তাহার পর স্থানে স্থানে খনন করিয়া প্রাচীন শিল্প কলার দ্রব্য বাহির করা আরম্ভ হয়। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইটালী দখল করিয়া রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন কার্য্য আরম্ভ করান। ১৮৬১ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য পরবর্ত্তী রাজারা চালানয় সমস্ত সহরটী বাহির হইয়াছে এবং প্রাচীন রোমানদিগের আচার ব্যবহার গৃহের আসবাব সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় তদ্বারা জানা গিয়াছে। উপর হইতে উত্তপ্ত ছাই প্রভৃতি পড়িয়া সহরটী অল্পক্ষণেই ঢাকা পড়ায় উহা অনেকটা অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। চাপা যাওয়ার সময় সকল লোকই প্রথমটা গরম ছাই হইতে বাঁচার প্রয়াসে বাটীর ভিতর ঘরে ঢুকিয়া পরে সেই স্থানে মারা গিয়াছিল। রাস্তায় বা অন্য কোন খোলা জায়গায় কোন মৃতদেহের কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই। কেবল সহরের এক ফটকে অস্ত্রধারী বর্ম্ম পরিহিত দণ্ডায়মান রোমীয় সৈনিকের এক কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ঐ সৈনিক যে সেই মহা প্রলয়েও কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিচালিত থাকিয়া পাহারায় খাড়া ছিল, স্থান ত্যাগ করে নাই এবং স্বস্থানেই হত হয় ইহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। মনুষ্য মন কর্ত্তব্যে কতদূর দৃঢ় হইতে পারে তাহা ঐ রোমীয় সৈনিক সূচিত করিয়া গিয়াছে।

৮৫। অবিচলিত বশ্যতা কাসাবিয়াঙ্কা।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফ্রান্সের কন্সল পদ গ্রহণ করিয়া ইটালী জয়ী ৬০ হাজার উৎকৃষ্ট সৈন্য সহ মিসরে অবতরণ করেন। কল্পনা ছিল যে মিসর হইতে সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, পারস্য, কান্দাহার প্রভৃতি দখল করিতে

করিতে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মত ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবেন এবং ইংরাজদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিয়া ফ্রান্সের অধীনে এক মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন। মিসর হইতে প্রেরিত তাঁহার আশ্বাস বাণীতে উৎসাহিত টিপু সুলতান ইংরাজের সহিত তখনই বিবাদ আরম্ভ করিয়া নিহত হন। ঐ সময়ে ইংরাজ রণতরী লইয়া নেলসন ফরাসী রণপোতমালাকে আবুকির উপসাগরে আক্রমণ পূর্ব্বক বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন এবং নেপোলিয়নের পূর্ব্ব-দেশে মহা সাম্রাজ্য স্থাপনের আশায় শেষ করিয়া দেন। ঐ যুদ্ধকে নীল নদের যুদ্ধ বলে। ঐ যুদ্ধের সময় ফরাসিদিগের ওরিয়েণ্ট নামক জাহাজের কাপ্তেন কাসাবিয়াঙ্কা তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে মাস্তলের নিকট দাঁড় করাইয়া রাখিয়া যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ইংরাজের গোলা বৃষ্টিতে ঐ যুদ্ধ জাহাজে অগ্নি সংযুক্ত হয় বহুসংখ্যক ফরাসি যোদ্ধা ও নাবিক উক্ত কাপ্তেন সহ মারা পড়েন। যখন ফরাসি নাবিকেরা জালিবোট নামাইয়া ঐ জ্বলন্ত জাহাজ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তখন বালক কাসাবিয়াঙ্কাকেও সঙ্গে যাইতে জিদ করিয়া বলিল। বালক বলিল "পিতা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি না ডাকিলে এ স্থান যেন ছাড়িয়া অন্যত্র না যাই। 'তিনি' না বলিলে কোথাও যাইব না।" উঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সে স্থানে থাকা নিরর্থক এবং তথায় মৃত্যু অবিলম্বেই অবশ্যম্ভাবী এইরূপ অনেক বুঝাইলেও বালক সেই স্থান কিছুতেই ত্যাগ করিল না! পরে জাহাজের বারুদ ঘরে আগুন লাগিয়া ঐ বীর বালকের দেহ সহ জাহাজ নষ্ট হয়। মিসেস হিমান্‌স প্রকৃতই লিখিয়াছেন—

বট্ দি নোব্‌লেষ্ট থিং দ্যাট পেরিশ্‌ড দেয়ার
ওয়াজ দ্যাট ইয়ং ফেথফুল হার্ট।

সেখানে যাহা কিছু বিনষ্ট হইল তন্মধ্যে ঐ বালকের অন্তঃকরণই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ।

৮৬। কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা ডাক্তার হে।

মিউটিনির সময়ে যখন বারাণসী হইতে সকল ইউরোপীয়ই পলায়ন করিয়াছিলেন তখন মিলিটারী ডাক্তার হে সাধারণ হাঁসপাতালে রোগীদিগকে ফেলিয়া অপরাপর ইয়ুরোপীয়গণের সহিত পলায়ন করিতে অস্বীকার করেন। বিদ্রোহ করিয়া যে রেজিমেণ্টের সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের হত্যা করিয়া বেড়াইতেছিল, সে রেজিমেণ্টের যে সকল সিপাহী তখন হাঁসপাতালে ছিল, তাহারাও ডাক্তার সাহেবের যত্ন এবং শুশ্রূষায় অণুমাত্র বঞ্চিত হয় নাই! এইরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণ দেবতুল্য মহাত্মা যে জাতির মধ্যে যখন অধিক থাকেন সেই জাতিই তখন বড় হয়। মহা পরিতাপের বিষয় এই যে, মহাত্মা হে বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, সাধুহত্যা প্রভৃতি দ্বারা একান্ত কলুষিত সিপাহীবিদ্রোহ জয়যুক্ত হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। যে পক্ষে যখন "অধিকতর" ধর্ম্ম তখন সেই পক্ষেরই পৃষ্ঠপোষণে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বল নিযুক্ত হয়।—যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!

৮৭। দেশের জন্য আত্মবলি গুরু তেগ বাহাদুর।

যখন বাবর সাহ বার হাজার মাত্র মোগল ও কাবুলী সৈন্য লইয়া ভারত সিংহাসন অধিকার কল্পনায় আসিতেছিলেন তখন তিনি মহাত্মা নানকের নাম শুনিয়া সাধুদর্শনে গিয়াছিলেন। গুরু নানক আশীর্ব্বাদ করিয়া বাবর সাহকে বলেন "তুমি অন্তরে ভগবদ্ভক্ত। তুমি সুলক্ষণযুক্ত পুরুষ। লক্ষ শত্রু সৈন্য মথিত করিয়া ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যে সিংহাসন তুমি অধিকার করিবে তাহাতে তোমার বংশের সাত পুরুষ মহা-গৌরবে অবস্থিত থাকিবে এবং অকারণ সাতজন সাধু হত্যার পাপে তোমার বংশীয়েরা লিপ্ত না হইলে ঐ সিংহাসন চিরকালই তোমার বংশে অচল

থাকিতে পারিবে।" মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদে বাবরসাহ পানিপথের যুদ্ধে পাঠানবল এবং শিক্রির যুদ্ধে রাজপুতবল বিধ্বস্ত করিয়া মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, আরঙ্গীব এবং বাহাদুরসাহ মোগল সিংহাসনে মহাগৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নানা কারণে সম্রাট আরঙ্গীবের সময়েই বিশিষ্টরূপে গোঁড়ামীর অত্যাচার এবং সাধুহত্যা আরম্ভ হইয়া পড়ে। সাম্রাজ্যের বলের হ্রাসও তাঁহার সময় হইতে ত্বরিত গতিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বাহাদুর সাহের পর মোগল সম্রাটেরা একান্তই হ্রস্বতেজ হইয়া পড়েন।

শিখ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সম্রাট আরঙ্গীব দেখিয়াছিলেন যে, দুর্ভিক্ষের সময় একান্ত দরিদ্র হিন্দুদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে অন্ন দিয়া মুসলমান মোল্লারা সহজে মুসলমান করিতে পারেন। অন্য সময়ে তেমন অধিক সংখ্যায় মুসলমান হয় না। মুসলমান না হইলে মুক্তি নাই এই দৃঢ় বিশ্বাসে ঐ সদুদ্দেশ্যে জুলুম করিলে দোষ হইবে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে তাঁহার মনে হইল যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কৃত্রিম উপায়ে দুর্ভিক্ষ প্রস্তুত করিয়া ক্রমশঃ সকল ভারতবাসীকেই মুসলমান করিবেন এবং তাহা করিলেই উহাদের পরলোকে শুভ হইবে। তিনি সহজ কথাটা বুঝিলেন না যে পৃথিবীতে যখন ধর্ম্মবৈচিত্র রহিয়াছে তখন তাহা ভগবানের অনভিপ্রেত হইতে পারে না।

ঐ পরীক্ষা বিধান প্রথমে কাশ্মীরে হইল। দুই লক্ষ মোগলসৈন্য সমগ্র প্রদেশের উপর ছড়াইয়া বসিল, সকল ক্ষেত্রেই অস্ত্রধারী সৈনিকের পাহারা পড়িল। হুকুম হইল যে মুসলমানেরা শস্য কাটিয়া লইয়া যাইবে। হিন্দুদের শস্য সরকারী গোলায় জমা হইবে; যাহারা মুসলমান হইবে তাহারাই শস্য পাইবে—যাহারা তাহা হইবে না, তাহারা দুর্ভিক্ষে মরিবে। এরূপ মনে করা যে 'জাকাতে' করিতে নাই স্বধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী সম্রাট তাহা বুঝিতে পা

পারায় সমদর্শিতা, ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি 'রাজধর্মে' জলাঞ্জলি দেওয়া হইল। সামান্য অত্যাচারে কোথাও কখন প্রজাশক্তি সাধারণ ভাবে রাজশক্তির বিরুদ্ধ হওয়ার কল্পনা করিতে চাহে নাই। যাহা হউক কাশ্মীরে বহুসংখ্যক হিন্দু পেটের জ্বালায় মুসলমান হইল। এক এক প্রদেশ ক্রমে ক্রমে ধরিয়া এই রূপই করা হইবে বুঝিয়া পঞ্জাবীরা একান্ত ভীত হইল। কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণেরা শিখগুরু তেগ বাহাদুরের নিকট আসিয়া পড়িলেন এবং ধর্ম্ম রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। গুরু বলিলেন, "আপনারা সম্রাট আরঙ্গীবের নিকট যান এবং বলুন যে আমাদের যজমানেরা মুসলমান না হইলে আমরা মুসলমান হইয়া কি খাইব—আগে ছত্রিদের মুসলমান করুন। আর অন্যান্য ছত্রিদের প্রথমেই আমার নাম করুন এবং বলুন যে, তিনি মুসলমান হইলেই অনেকে মুসলমান হইবে।" ব্রাহ্মণেরা গুরুর আদেশমত কার্য্য করিলে সম্রাট গুরুকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। গুরু তৎক্ষণাৎ দিল্লী যাত্রা করিলেন। শিষ্যেরা বলিলেন "আমাদের ত্যাগ করিয়া যাইবেন না। গেলে ত আর ফিরিবেন না!" গুরু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন "তাহা জানিয়াই যাইতেছি। গুরু নানকের কথা স্মরণ কর। সাতজন সাধুহত্যা না হইলে এ দেশের আর কোন উপায় নাই! তোমরা আমাকে সাধু বলিয়া থাক। তাই প্রথম বলি হইবার জন্য যাইতেছি। এক আরম্ভ করিয়া তবে ত কখন সাত পূর্ণ হইবে। উহাতে বিলম্ব করা আর উচিত কি?" মহাত্মা তেগ বাহাদুর স্বেচ্ছায় দেশের জন্য নরবলি হইতে দিল্লীতে গেলেন।

আরঙ্গীব বাদশাহ গুরুকে মুসলমান করিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইলেন। কোন ফল পাইলেন না। তখন বলিলেন "হয় তুমি কোন কেরামত (অলৌকিক ব্যাপার) দেখাও, নয় তোমার মুখে গোমাংস পুরিয়া

দিব।" গুরু বলিলেন, "অলৌকিক ব্যাপার বা ইন্দ্রজাল দেখান বেদিয়ার কাজ—ঈশ্বর ভক্তের কাজ নহে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই অলৌকিক। তবে যদি নিতান্তই তোমার জিদ হয় তবে তরবারির দ্বারা আমার গলায় আঘাত করিয়া দেখ, আমার কিছুই ক্ষতি হইবে না।" দিল্লীর চৌরাস্তায় এই পরীক্ষা গ্রহণ হইল। গুরু গলায় এক টুকরা কাগজ বাঁধিলেন। তরবারির আঘাতে মুণ্ড দেহচ্যুত হইল। কাগজে লেখা ছিল "শির্ দিয়া শির্ (=শিষ্যত্য=নিজের গুরুদত্ত ধর্ম্ম প্রণালী) না দিয়া।"—বেদান্ত সিদ্ধান্তদর্শী হিন্দু গুরু তেগ বাহাদুর "আমার" শব্দে অবিনাশী আত্মার উল্লেখ করিয়াছিলেন। সম্রাট দেহবুদ্ধিতে আমার শব্দের অর্থ করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে গুরু বুঝি বলিতেছেন মাথা কাটিবে না। কিন্তু তিনি একটুও বিশ্বাস করেন নাই যে সত্য সত্য কাটিবে না, এই জন্যই প্রকাশ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিখ গুরুর মাথা কাটিবে এবং হিন্দু মুসলমান তাহা দেখিয়া শিখ ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িবে ইহাই সম্রাট আরঙ্গীবের উদ্দেশ্য ছিল। তদ্বিপরীতের বিশ্বাসে বা ইচ্ছায় এ ব্যবস্থা হয় নাই। নিরপরাধী আত্মত্যাগী ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাপুরুষের এইরূপে পশুর ন্যায় বলিদানে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি খনন আরম্ভ হইল!

৮৮। প্রকৃত প্রতিশোধ গুরুগোবিন্দ।

গুরু তেগ বাহাদুরের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র গোবিন্দ সিংহের বয়স ১৫ বৎসর মাত্র ছিল। তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বহুবর্ষ কোট কাঙ্গড়ায় নয়না দেবীর তপস্যা করিয়াছিলেন। শক্তি সাধনায় সিদ্ধ হইয়া পবিত্রাত্মা গুরু গোবিন্দ সিংহ নিরীহ শিখ সম্প্রদায়কে সামরিক দলে পরিবর্তিত করিয়া ফেলিলেন। তিনি যেরূপে প্রতিশোধ সম্বন্ধে বিচার

করিয়াছিলেন তাহা ঐ অবতার মহাপুরুষেরই উপযুক্ত। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন—যে জল্লাদ আমার পূজ্যপাদ গুরু এবং পিতৃদেবকে কাটিয়াছে তাহাকে মারিব? সে ত অস্পৃশ্য এবং অপরের হাতে এক খানা অস্ত্র মাত্র। তবে কি ঐ অন্যায্য হুকুম প্রদাতা বাদশাহকে মারিব?—সেওত কিছুদিন বিলম্বে কালবশে আপনিই মরিয়া যাইবে। তবে কি করিব?—যাহাতে কখন কোন হিন্দুর পিতার সম্বন্ধে এমন আর না হয় তাহাই করিব। যাহাতে হিন্দুকে অবজ্ঞাত পশুর ন্যায় বলিদান দিতে গর্ব্বিত মোগলের, বা আর কখন কাহারও, সাহস না হয় তাহা করিব। হিন্দুর সামরিক শক্তি জাগ্রত এবং সর্ব্ব বর্ণ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া এমন এক সিংহবিক্রমশালী দল বাহির করিব যাহাতে মহান্ মোগল সাম্রাজ্য টলিবে এবং শাস্ত সংযত হিন্দুর আভ্যন্তরিক বলের প্রতি সম্ভ্রম পোষণ সকলকেই করিতে হইবে। তাঁহার কৃত ৺ভগবতীর স্তবে তাঁহার মনের ভাব বুঝা যায়।

করো খালসা পন্থ তিসরা প্রবেশা।
জগেহি সিংহ যোধা ধরে নীল ভেসা॥
সভে সৃষ্টি প্রজা সুখী হোই বিরাজে।
মিটে দুষ্ট সন্তাপ আনন্দ গাজে॥
তবে গীত মঙ্গল সভেকে শুনাউ।
তুমন কো সিমারি দুঃখ সকলি মিটাউ॥

গুরু গোবিন্দ সিংহ ভারত হইতে দুষ্ট সন্তাপ হরণ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর উপর ধর্ম্মের নামে উপদ্রব থামিয়াছে। আরঙ্গীব বাদশাহ যুদ্ধজয়ের উপলক্ষ্যে হাঙ্গামার সময় শত্রুর দেবমন্দির ভগ্ন করেন নাই। তিনি শান্তির সময়ে প্রজাপালন ধর্ম্ম ছাড়িয়া ৺কাশীতে ৺বিশ্বেশ্বরের এবং ৺বেণীমাধবের মন্দির ভগ্ন করিয়াছিলেন। সাধু মহাত্মা তেগ বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া

লইয়া গিয়া অকারণে বলিদান দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, এমন কি মুসলমান ফকার সর্ম্মদও তাঁহার হাতে রক্ষা পান নাই। তিনি বিলাসী বা অসংযমী ছিলেন না। তাঁহার সকল দোষের মূল গোঁড়ামি। "উপনিষদের অনুবাদক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা সম্রাট হইলে মুসলমানের ধর্ম্মপ্রচার থামিবে। আমি তাহা ঘটিতে দিব না—আমি সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিব এবং তাহার পথ পরিষ্কার করিতে কিছুতেই পিছুপাও হইব না," —তাঁহার এই ভাব ছিল। কিন্তু তিনি স্মরণ করেন নাই যে হিন্দু ও খৃষ্টান যদি ঈশ্বরের বিরাগ ভাজন তবে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া আছে কিরূপে? তিনি ভাবেন নাই যে নিজ মুখে আপনাকে মুসলমান বলিলেই মুসলমান হওয়া যায় না। যিনি সংযত, দীনতাসম্পন্ন এবং সর্ব্বকর্ত্তব্যপালনকারী ঈশ্বরভক্ত তিনিই মুসলমান। যিনি ভগবৎ দত্ত শক্তির অপব্যবহার করিয়া অন্যকে কষ্ট দেন (পাপঞ্চ পরপীড়নে) তিনিই প্রকৃত পক্ষে দুষ্ট। তিনি ধর্ম্মের বহিরঙ্গের উপর অধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যিনি ভাল, তিনিই প্রকৃত মুসলমান, তিনিই প্রকৃত খৃষ্টিয়ান, তিনিই প্রকৃত হিন্দু অর্থাৎ তিনি প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত এবং বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টির উপরই প্রীতিপ্রবণ—ইহা সম্রাট আরঙ্গীব গোঁড়ামির জন্য বুঝিতে পারেন নাই।

পিতৃহত্যা দুঃখেক্লিষ্ট গুরু গোবিন্দের প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞা অলোক-সামান্য পবিত্রভাবেই রক্ষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি ভগবৎ স্মরণে মনের অপরিসীম দুঃখ মিটাইয়া প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আরঙ্গীব বাদসাহ যখন অবশেষে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়া হিন্দু প্রজা সম্বন্ধে দলন-নীতির প্রয়োগে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তখন সম্রাট আরঙ্গীবের হস্তে পিতৃহীন এবং পুত্রহীন হইলে, গুরু গোবিন্দ সিংহ ঐ সম্রাটের সহিতই সন্ধি করিয়াছিলেন! মহাপুরুষের মনে "ব্যক্তিগত" বিদ্বেষ কিছু মাত্র ছিল না।

পবিত্র হিন্দুর প্রতিশোধে তিনি গুপ্তহত্যার প্রশ্রয় দেন নাই। "জাতিগত অবজ্ঞার তিরোধান জন্য"ই তিনি কঠোর তপস্যা ও যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য লোভ তাঁহার ছিল না। তিনি কোন রাজ্য স্থাপন চেষ্টা করেন নাই।

কেহ কেহ হিন্দু বিদ্বেষী সম্রাট্ আরঙ্গীবের সহিত এই সন্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুশ্রেষ্ঠ গুরু গোবিন্দের মনের এই উচ্চভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার দোষ দেন।

৮৯। অটল ন্যায়পরতা আরিষ্টাইডিস।

(ক) এথেন্স নগরের সুবিখ্যাত বিচারক আরিষ্টাইডিসের নিকট একটী মোকদ্দমার বিচার হইতেছিল। সাক্ষী সাবুদ লওয়া হইয়া গেলে এক পক্ষের উকীল একটু আভাসে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে অপর পক্ষীয় ব্যক্তি এক সময়ে আরিষ্টাইডিসের প্রতি অন্যায্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। আরিষ্টাইডিস হাসিয়া বলিলেন "এখন ও কথার উত্থাপনে ফল নাই। আমি আপনার মক্কেলের মোকদ্দমার বিচারে বসিয়াছি, এখন নিজের মোকদ্দমার বিচার করিতেছি না।"

(খ) একজন কবির মোকদ্দমা আরিষ্টাইডিসের নিকট দায়ের ছিল। কবি অনুরোধ করিলেন "একটু দয়া করিয়া অল্প টানিয়া বুনিয়া আমার কিছু সুবিধা করিয়া দেওয়া হউক।" আরিষ্টাইডিস উত্তর করিলেন "ভাই! যাহা বলিতেছ তাহাতে বিচারে খুব বেশী তফাত করিতে হয় না বটে, কিন্তু সামান্য ছন্দ পতনেও যেমন তোমার কবিতায় একটু দোষ হইবে তেমনি সামান্যভাবেও ন্যায়পথ ভ্রষ্ট হইলে আমি আর নিখুঁত বিচারক থাকিব না।"

৯০। আতিথ্য মহাত্মা মারুফ।

একদিন সন্ধ্যাকালে মহাত্মা মারুফের গৃহে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই রাত্রেই লোকটা পীড়িত হইয়া পড়াতে মহাত্মা সেই অথিতির যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করেন। রোগীর চীৎকারে ও ফরমাইসে তাঁহার দুইরাত্রি বিশ্রাম করিবার অবসর হয় নাই। তৃতীয় রাত্রে অথিতিকে একটু সুস্থ দেখিয়া তিনি শয়ন করিলে অল্প পরেই রোগীর চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অতিথি বলিতেছিল "এমন লোকের গৃহেও ভগবান আনিয়া দিলেন যে পীড়িতের কোন যত্ন হয় না।" মহাত্মা মারুফ তখনই অতিথির নিকট যাইবার জন্য শয্যা হইতে উঠিলে তাঁহার সাধ্বী পত্নী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন "আর ঐ অকৃতজ্ঞের সেবায় দেহপাত করিতে যাইতে হইবে না। যেথানে এর চেয়ে অধিক যত্ন হয় সেখানে গিয়া ও মরুক!" মারুফ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "রোগের যন্ত্রণায় ঐ ব্যক্তি এলোমেলো বলিতেছে—বলিয়া তুমিও যে দেখি এলোমেলো বলিতে আরম্ভ করিলে! 'যাঁহার' প্রীতি অভিলাষী হইয়া তোমাতে আমাতে ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে এই আতিথ্য-ধর্ম্মপালন করিতেছি তিনি ত বিরক্ত হন নাই—তিনি ত আমাদের সুস্থ শরীরেই রাখিয়া তাঁহার অপার কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন!" সাধ্বীর মন পরিষ্কার হইয়া গেল। অশেষ যত্নে অতিথিকে উঁহারা রোগমুক্ত ও সবল করিয়া তুলিয়া তবে অন্যত্র যাইতে দিলেন।

৯১। স্পষ্টবাদী কাজী বোগদাদের।

হাকিম নামক বোগ্‌দাদের একজন খলিফা তাঁহার রাজবাটী পরিবর্দ্ধন জন্য নিকটবর্ত্তী এক বৃদ্ধার জমি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হুকুম দেন। বৃদ্ধা

টাকা লইয়া ঐ জমি বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। রাজকর্ম্মচারীরা বৃদ্ধার জমি দখল করিলে বৃদ্ধা তথাকার সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়পরায়ণ এবং সাধারণের ভক্তিভাজন কাজীর নিকট খলিফার নামে নালিশ করিল। কাজী একটা প্রকাণ্ড বোরা ও একটা কোদালি লইয়া খলিফার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বৃদ্ধা জমির জন্য আপনার নামে নালিশ করিয়াছে; এজন্য ঐ জমি হইতে মাটি কাটিয়া বোরা পূর্ণ করিতে অনুমতি দেওয়া হউক।" খলিফা এইরূপ নূতন ধরণের বিচার প্রণালীতে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া মাটি কাটিয়া বোরা পূর্ণ করিতে অনুমতি দিলেন। বোরা মৃত্তিকায় পূর্ণ হইলে কাজী বলিলেন "এইটা তুলিতে আপনি নিজে হাত দিয়া একটু সাহায্য করুন।" কৌতূহলাবিষ্ট খলিফা ন্যায়পর বিচারপতির কথা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পালন করিতেছিলেন। বোরা তুলিতে চেষ্টা করিয়া নড়াইতে না পারিলে বলিলেন, "বড় ভারী।" কাজী বলিলেন "বলপূর্ব্বক গৃহীত জমির এতটুকু অংশ মাত্র দুনিয়ার বিচারকের নিকট তুলিতে পারিতেছেন না; ভগবানের নিকট শেষ বিচারে সমস্তটার ভার বহিবেন কিরূপে?" লজ্জিত খলিফা বৃদ্ধার জমি ছাড়িয়া দিলেন।

৯২। রাজোচিত ধৈর্য্য — রাজা চতুর্দ্দশ লুই।

একদা ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুইকে তাঁহার একজন মন্ত্রী বলিয়াছিলেন "মহারাজ! ব্রুসেল নগরের লোকেরা আপনার উদ্দেশে অকথ্য গালি গালাজ করিয়া এবং বাদ্যভাণ্ডসহ মিছিল বাহির করিয়া আপনাকে কুশ পুত্তলে দাহ (Burnt in effigy) করিয়াছে। দুষ্ট নাগরিকদিগের প্রধান প্রধান ছয় সাতজনকে, গ্রেপ্তার করিয়া বাষ্টীল দুর্গের কারাগারে রাখার জন্য হুকুমনামায় দস্তখত করার এবং একদল সৈন্য ঐ নগরে কিছুকাল নাগরিকদিগের খরচায় রাখার অনুমতি দিন। ব্রুসেলের নাগরিকদিগের এরূপ

উদ্ধতবাক্য এবং রাজদ্রোহকর কার্য্য আর সহ্য করা যায় না।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "উহারা টেক্স খাজনা বাকী রাখিয়াছে কি?" উত্তর—"না। উহারা খাজনাদি নিয়মিত সময়ে কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়া থাকে; এ কিস্তিতেও দিয়াছে।" রাজা তখন মন্ত্রীকে বলিলেন "খাজনাটা উহাদের বেশ কড়া দিতে হয়। 'তাহা' যখন ঠিক দিয়াছে তখন একটু মনের ঝাল বাহির করিয়া দিবার জন্য একটা খড়ের মূর্ত্তি পুড়াইয়া আমোদ করিতে পাইবে না—একি কথা? খাজনা বন্ধ না করিলে আর রাজদ্রোহ কোথায়?"

৯৩। আত্মোৎসর্গ কালে নাগরিকগণের।

ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় এডওয়ার্ড ফ্রান্সের রাজা হইবার কল্পনায় সসৈন্যে ঐ দেশে অবতীর্ণ হইয়া ক্রেসী নগরের মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং তাহার পরই কালে নগর অবরোধ করেন। ঐ সুরক্ষিত নগর ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। এডওয়ার্ড ঐ নগর এক বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত জলে স্থলে সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিয়া যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত রক্ষীদিগকে অবরুদ্ধ দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য করিতে পারিয়াছিলেন তখন উহার সমস্ত ফরাসী অধিবাসীকে বাহির করিয়া দিয়া তথায় ইংরাজ ঔপনিবেশিক আনিয়া বাস করান। তদবধি বহুশত বর্ষ কালে নগর ফরাসীদিগের বুকে শেল স্বরূপ ইংরাজের হাত ছিল।

তাঁহার ঐ অবরোধের সময় যখন একান্ত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দুর্গরক্ষিগণ প্রথম কেল্লা ছাড়িয়া যাইতে চায় তখন—এক বৎসর পর্য্যন্ত অসামান্য বাধা পাইয়া, বহুসংখ্যক সৈন্যনাশে এবং অপরিমিত অর্থব্যয়ে ক্রোধান্ধ—ইংলণ্ডরাজ বলেন যে বালক বৃদ্ধ সৈনিক প্রভৃতি কালেবাসী সকলকেই বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে; তাঁহার ইচ্ছা হয় সকলকে খুন করিবেন, ইচ্ছা হয় দাসস্বরূপে বিক্রয় করিবেন! ইহাতে দুর্গরক্ষিগণ ভীত হইয়া আরও কিছুকাল

দুর্গরক্ষা করিতে থাকে। পরে এডওয়ার্ড বলেন যে যদি ছয় জন প্রধান নাগরিক গলায় শৃঙ্খল বাঁধিয়া নগরের ফটকের চাবি আনিয়া উঁহাকে দেয় তাহা হইলে ঐ ছয় জনেরই বধ সাধন করিয়া তিনি ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিবেন এবং অপর সকলকে নির্ব্বিবাদে নগর ছাড়িয়া যাইতে দিবেন। এই প্রস্তাবে ইউষ্টেস সেণ্টপিয়ার প্রমুখ ছয় জন ধনী ও মানী ব্যক্তি একে একে স্বদেশের ও স্বজাতির উপকারার্থ স্বেচ্ছায় বলিদান হইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইউষ্টেস সেণ্টপিয়ারই প্রথমে বলেন "এত লোকের সহিত অনাহারে বা হত্যাকাণ্ডে মরার অপেক্ষা কেবল ছয় জনের মরাই সঙ্গত এবং আমি ঐ ছয় জনের প্রথম হইব। ভগবান পরলোকে দয়া অবশ্যই করিবেন।" উহাঁরাই ধনে মানে প্রধান ছিলেন! সমগ্র নাগরিকদিগের অশ্রুপাত ও হাহাকারের মধ্যে উহারা এডওয়ার্ডের শিবিরে আসিলে ইংলণ্ডরাজ তৎক্ষণাৎ উহাঁদের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দেন। "ইহাতে বড়ই নিন্দা হইবে" এ কথা সভাসদেরা বলিলেও তিনি কাহারও কোন উপরোধ রক্ষা করেন নাই। পরে রাজ্ঞী—যিনি অল্পদিনপূর্ব্বে স্কটলণ্ডরাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ইংলণ্ডকে নিরুপদ্রব করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন,—স্বামীর পদতলে পড়িয়া উহাঁদের প্রাণভিক্ষা করিলে এডওয়ার্ড একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উহাঁদের রাণীর জিম্মা করিয়া দেন। রাণী উহাঁদের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া ভাল পরিচ্ছদ পরাইয়া ভাল করিয়া খাওয়াইয়া বিনা নিষ্ক্রয়ে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

৯৪। আত্মোৎসর্গ পঞ্চশিখের।

গুরুগোবিন্দ সিংহ কোটকাঙ্গড়ায় ৮ নয়না দেবীর উপাসনা করিয়া এবং হোমে পূর্ণাহুতি দিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন মন্দির হইতে ফিরিয়া বাটীতে আসিয়া শিষ্যগণকে সমবেত করিলেন তখন দেখিলেন যে যোদ্ধা শিখের সংখ্যা পাঁচ হাজার মাত্র। তিনি যাহা ঐ সময়ে বলিয়াছিলেন

সে দিন ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারও বোয়ারদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাহাই বলিয়াছিলেন,—"সংখ্যায় তোমরা অল্প তাহাতে ক্ষতি কি? ভগবৎ প্রসাদে যদি তোমাদের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র শত্রুদিগকে লাগে এবং তাহাদের নিক্ষিপ্ত শস্ত্র তোমাদের না লাগে তাহা হইলে তোমরা জয়ী হইবে।" যেখানে সংখ্যা অল্প ও ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রবল সম্ভবতঃ সেখানে সর্ব্বকালে ঐ একই ভাবের কথা নেতাদিগের মনে উদিত হইয়া থাকে।

শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া গুরু ঐ সময়ে বলেন যে তাঁহার পাঁচজন ব্যক্তিকে নরবলি দিবার জন্য প্রয়োজন; নরবলি ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। তৎক্ষণাৎ একজন ছুতার জাতীয় শিখ গুরুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পরে ক্ষত্রি, পরে ব্রাহ্মণ এইরূপে পাঁচজন আসিল। গুরু গোবিন্দ উহাদের এক জনকে একটী তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং তথায় বসাইয়া একটা মুখবদ্ধ পাঁঠা কাটিয়া রক্তাক্ত অসি হস্তে বাহির হইলেন। এইরূপে পাঁচ জনের সম্বন্ধেই করিয়া উহাদের পুনরায় বাহিরে ডাকিয়া আনিলেন এবং সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন, "তোমাদের জীবন ৺ মাতাকে উৎসর্গ করা হইয়া গেল। তোমরা আর তোমাদের নাই। এখন দেবীর কার্য্যে—দুষ্ট দমনে ও ধর্ম্মরক্ষা কার্য্যে—ব্যাপৃত থাকিবে। তোমরা পাঁচজন আমার এক এক হাজার সৈন্যের সেনাপতি হইলে।"

আত্মোৎসর্গই নরবলি। পশুর মত যাহাকে তাহাকে ধরিয়া বলিদান দেওয়ায় নরহত্যা হয়—প্রকৃত নরবলি হয় না।

গুরু গোবিন্দ সিংহ এই প্রণালীর কার্য্যে পাঁচ হাজারের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পাঁচ জনকে অক্লেশে বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং নরবলির প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই শিষ্যদিগের নাম জানা যায় নাই। কিন্তু ঐ মহাত্মাদিগের আত্মোৎসর্গের বিশিষ্টতা এই যে উহা উপস্থিত বিপদ বা মারামারির উৎসাহের মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে অগ্রসর হওয়া নহে—উহা

শীতলরক্তে, সুদৃঢ় মনে, অচঞ্চলভাবে, স্বধর্ম্মভক্তি, স্বদেশভক্তি ও গুরুভক্তি প্রভৃত আত্মোৎসর্গ। ইঁহারা কখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, এবং সকলেই সুকৌশলে ও উপযুক্ত স্থান সমূহে সৈন্যদিগকে পরিচালিত করিয়া সময়ে একে একে সমর-শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। গুরু বলিতেন "যে ত্যাগী ও সুসংযত ও পরোক্ষদর্শী, সেই ব্রাহ্মণ! যেই নির্ভীক এবং যুদ্ধে অটল সেই ক্ষত্রিয়।" তিনি সকল বর্ণের লোক লইয়াই সামরিক শিখদল গঠন করিয়াছিলেন।

৯৫। আত্মোৎসর্গ উইঙ্কেল রীড।

সুইজরলণ্ডের সাধারণতন্ত্র ৫০০ বৎসর ধরিয়া প্রবল প্রতাপ ফ্রান্স, জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া এবং ইটালি রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাষা, ধর্ম্ম, আচার এবং পরিচ্ছদ বিভিন্ন। কেবল বাহিরের চাপেই সুইসেরা ভিতরে সম্মিলিত!

সুইসদিগকে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অষ্ট্রীয়ার ডিউকের সহিত সেমপ্যাক নামক স্থানে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বর্ম্ম পরিহিত সুদীর্ঘ বর্ষাহস্ত অষ্ট্রীয় যোদ্ধাদিগের লাইন কোন মতেই ভাঙ্গিতে না পারিয়া যখন সুইস কৃষকের দল নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল তখন জন্মভুমির স্বাধীনতা রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া আরনল্ড ভন উইঙ্কেল রীড নামক একজন বলবান দেশভক্ত সুইস তীরবেগে দৌড়িয়া অষ্ট্রীয় লাইনের উপর গিয়া পড়িলেন এবং দুইহাতে দুইজনের বর্ষা ধরিয়া এবং মধ্যের এক জনের বর্ষা আপনার বুকে বিদ্ধ করিয়া ভুমিতলে পড়িলেন। তিনজন অষ্ট্রীয় যোদ্ধা এই ব্যাপারে ক্ষণিক স্থান চ্যুত হইল এবং লাইন ভাঙ্গিল। সেই স্থান দিয়া কুঠার হস্তে সুইসেরা ব্যূহ প্রবেশ করিল এবং উইঙ্কেল রীডের দেশভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এরূপ বিক্রম প্রকাশ করিল যে অষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণ পরাজয় হইয়া গেল।

৯৬। প্রকৃত সন্ন্যাসী

আত্মনিবেদন।

বাঙ্গালাদেশের কোন নগরে (১৮৬৯ অব্দে) একটী দ্বাদশ বর্ষীয় বালক স্কুল হইতে বাটী আসিতেছিল। সাধারণ সন্ন্যাসী বেশধারী একজনও সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তখন বেলা তিনটা। বাড়ীর দ্বারদেশে পৌছিয়া বাড়ী ঢুকিবার পূর্ব্বে বালকের কি মনে হইল। ফিরিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার কি আহার হইয়াছে ?" সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "না।" বালক জিজ্ঞাসা করিল "আমরা ব্রাহ্মণ, কিছু এখানে খাইবেন কি ?"—সন্ন্যাসী সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন "আমার পক্ষে জাতির বিচার নাই। আমারত ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে হইবে না!" বালক সন্ন্যাসীকে বাহির বাটীতে বসাইয়া মাতাকে সংবাদ দিল। অভুক্ত সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনায় মাতা বালকের উপর তুষ্টিপ্রকাশ করিয়া সাধুকে শীঘ্র এবং সযত্নে আহার করাইলেন। এই কার্য্যে বালকের মনে বড় আহ্লাদ হইয়াছিল এবং তাহা মুখেও প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে বলিল "আপনি ত কিছুই বলেন নাই—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা না করিলে ত খাওয়া হইত না।" সন্ন্যাসী বালকের এই "আমি" শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "খাওয়াইয়া খুবই খুসি হইয়াছ ?" ঐ হাসিতে ও কথায় বালক বড়ই লজ্জিত হইল। মনে হইল সাধু বলিতেছেন যে, এরূপ সৎকর্ম্ম করার অভ্যাস বুঝি নাই। তাই এতটা খুসি ফুটিয়া বাহির হইল!—ইহার পরই সাধু বালকের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমাকে কে ডাকিতে বলিয়াছিলেন ? তুমি কি এই রাস্তা দিয়া যে যায় তাহাকেই ডাকিয়া খাওয়াও!" কথায় ও স্বরে বালক বুঝিল যে সন্ন্যাসী বলিতেছেন—যিনি অন্ন দিবার কর্ত্তা তিনিই তোমার মনে ঐ প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা উদ্রেক করিয়াছিলেন—মনুষ্যকে চাহিতে হয় না। বিস্মিত

বালক বুঝিয়া দেখিল যে সে ত সত্য সত্যই সকলকে ডাকিয়া খাওয়ায় না। সে দিন ডাকিবার কথা কেন মনে হইয়াছিল তাহারও কোন সদুত্তর পাইল না। তখন জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি কখন কাহারও নিকট কিছুই চান না? আর রোজই খাওয়া হয়?"—সাধু উত্তর দিলেন "কাহাকেও কখন কিছু চাই না। তবে রোজই যে খাওয়া হয় তাহাও নয়—মাসে কখন কখন ৩।৪।৫ দিন খাওয়া হয় না। সেই সেই দিন খাওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়াই অবশ্য খাওয়া ঘটে না। তেমন গৃহীদেরও ত ব্রত উপবাসে মাঝে মাঝে খাওয়া বাদ যাওয়া উচিত।" ঐ সন্ন্যাসীর কৌপিন ভিন্ন অন্য কিছুই সঙ্গে ছিল না। কম্বল জলপাত্র রুদ্রাক্ষ কিছুই না।

সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে আত্মদানকারী এক এক জন মহাপুরুষ সাধারণ বেশে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে আজও যে এই পুণ্যভূমিতে বিচরণ করিতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৯৭। বৈরাগ্যের শান্তি — ভর্ত্তৃহরি।

ত্যাগী মহাত্মাগণ "সমদুঃখসুখ ক্ষমী।"

কেহ মহাত্মা ভর্ত্তৃহরিকে গালি দিলে রাজ্য সম্পদ ত্যাগকারী ঐ সন্ন্যাসী উত্তর দেন "ভাই, আমার গালির প্রয়োজন নাই বলিয়া তোমরা ঐ দান গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আর আমার কিছুই নাই—গালিও নাই, তাই তোমাকে উহা দিতে পারিলাম না।"

৯৮। মহত্ত্ব — মিঃ কিল্‌বি।

মেদিনীপুরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, জি, কিল্‌বি মহোদয়ের চাপরাশীকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়ায়। (১৯০৮)। মিঃ কিল্‌বি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষ তুলিয়া লইবার জন্য ক্ষতস্থান চুষিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহার পর

নিজের চিকিৎসা জন্য কসৌলি পাষ্টুর ইনষ্টিটিউটে গিয়াছিলেন। এইরূপ মহামনা উন্নত হৃদয়ের লোক সকল ভিতরে আছেন বলিয়াই ইংরাজ জাতি মানব সমাজে এত উচ্চে অবস্থিত!

৯৯। কর্ত্তব্যপরায়ণ পাদ্রি বিশপ উইলিয়ম।

যাজকদিগের উপর এখন অনেকে বিরক্ত। কিন্তু উহাঁদের দ্বারাই স্পষ্ট-বাদিতা সম্ভব। পুরোহিতেরা আগেকার মত তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী হউন এবং গৃহস্থেরা আবার তাঁহাদের মাহাত্ম্য বুঝিবার যোগ্য হউন।

ডেনমার্কের রাজা ক্যান্যুটের উত্তরাধিকারী রাজা সোয়েণ্ড খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মন বদলায় নাই। তিনি খৃষ্টীয় পাদ্রি-দিগকে শাসাইতেন যদি তাঁহার যথেচ্ছাচারে উহাঁরা কেহ অণুমাত্রেও আপত্তি করেন তাহা হইলে তিনি আবার রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজার সহিত মিলিয়া থর দেবের পূজার প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং যে অর্দ্ধ পরিমাণ প্রজা তাঁহার ন্যায় এখন খৃষ্টান হইয়াছে তাহাদের তখন একেবারে উৎসন্ন করিবেন!

কোন সময়ে রাজা সোয়েণ্ডের হুকুমে এক জন সম্ভ্রান্ত ডেনের সামান্য উপহাস করা অপরাধে বিনা বিচারে শিরশ্ছেদ করা হয়। ইহার পরে এক-দিন রাজা রিসকিল্ড ক্যাথিড্রাল গির্জ্জায় প্রবেশ করিতেছিলেন। কিন্তু বিশপ উইলিয়ম হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা দ্বাররোধ করিয়া বলিলেন "এখানে ক্ষমা-শীলেরা এবং অনুতাপযুক্তেরা সর্ব্বশক্তিমান এবং পরম দয়াল ঈশ্বরের ভজনা করিতে আইসেন, এখানে দুর্দ্দান্ত নররক্ত পিপাসু হত্যাকারীদিগের প্রবেশের অধিকার নাই!" এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব রাজাপমানে রাজানুচরগণ সকলেই ক্রোধে হস্তস্থিত যুদ্ধ কুঠার উঠাইল, উগ্রস্বভাব রাজা কটিবন্ধে সংযুক্ত কোষে নিবদ্ধ তরবারিতে হস্ত দিলেন। বিশপ উইলিয়াম অটলভাবে পূর্ব্ববৎ দ্বার-

রোধ করিয়া রাখিয়া শুধু মাথা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন "ইচ্ছা হয় তোমরা আমার মাথা কাটিয়া গির্জ্জায় প্রবেশ কর ; আমি জীবিত থাকিতে ভগবানের স্থান তোমাদের দ্বারা কলুষিত হইতে দিব না।" রাজা যুদ্ধ ক্ষেত্রের উৎসাহে মত্ত অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের অসম সাহসের কার্য্য অনেক দেখিয়াছিলেন ; নিজেও যুদ্ধে অতীব বিপদসঙ্কুল স্থানে ধাবিত হওয়া সম্বন্ধে কখন কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার কোপদৃষ্টিতে বড় বড় যোদ্ধাদের কম্পিত হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত্রের এরূপ সম্পূর্ণ নির্ভীকতা কখন দেখেন নাই বা শুনেনও নাই। উচ্চ মতবাদের জন্য এরূপ অকম্পিতভাবে মৃত্যু আলিঙ্গনে উন্মুখতার মহত্ত্ব, তাঁহার বীরহৃদয় অনুভব করিতে পারিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজবাটীতে ফিরিয়া গেলেন। তথায় রাজবেশ ও অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নগ্নপদে, ক্যাম্বিসের পোষাক পরিয়া, নগ্ন শিরে গির্জ্জায় ফিরিয়া আসিলেন। হেটমুণ্ডে গির্জ্জা দ্বারে পৌছিয়া পাদ্রির নিকট অপরাধ মার্জ্জনার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, বিশপ উইলিয়ম তাঁহাকে গির্জ্জার মধ্যে অনুতাপান্বিতদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য জপ করিতে দিলেন ; তিনদিন অনাহারে জপ করাইয়া তাহার পর বিশপ রাজাকে ক্ষমা করিয়া সাধারণের সহিত ভজনার অধিকার দিয়াছিলেন। ইহার পর রাজার এবং বিশপের এরূপ বন্ধুত্ব হইল যে দুইজনেই প্রার্থনা করিতেন যে উহাঁদের যেন এক সময়ে মৃত্যু হয়। তাহাই হইয়াছিল এবং উহাঁদের দুজনেরই সমাধি একই গির্জ্জায় পাশাপাশি দেওয়া হইয়াছিল।

১০০। পিতৃঋণ ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা যোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুরের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বহু লক্ষ টাকা দেনা ছিল। তিনি পাকা করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি পৃথক এবং বেনামী রাখিয়া দিয়াছিলেন ; সুতরাং উত্তমর্ণদিগের ঐ

সম্পত্তির উপর বর্ত্তমান ইংরাজী আইন অনুসারে কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের পবিত্র প্রাচীন আইন বা স্মৃতির ব্যবস্থা মতে পিতৃত্যক্ত কোন সম্পত্তি থাকুক বা না থাকুক, পিতার সকল ঋণই পুত্রকে শোধ দিতে হয়। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও প্রাচীন ভারতের সুপুত্রের ন্যায় সুসঙ্গত ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পিতার উত্তমর্ণদিগকে ডাকাইয়া সমস্ত সম্পত্তিই উত্তমর্ণদিগের হস্তে তালিকাভুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ সুভদ্র ব্যবহারে উত্তমর্ণগণ প্রীত হইয়া উহাঁর কোন সম্পত্তিই বিক্রয় করেন নাই। পরন্তু ঐ সম্পত্তির ব্যবস্থার ভার তাঁহার নিকটই রাখিয়া দিয়াছিলেন। সামান্য পরিমাণ মাত্র অর্থ সাংসারিক ব্যয় জন্য লইয়া উদ্বৃত্ত সমস্ত টাকাই ঋণ শোধে নিযুক্ত করায় বহুবর্ষে দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া ফেলেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় জমাদারীর আয়ও অনেক বাড়ে এবং দাতব্য চিকিৎসা জন্য এক লক্ষ টাকাও দান করা হয়। ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ পরিমিত টাকা ঐরূপ কার্য্যে দেওয়ার ইচ্ছা এক সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দিয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ কার্য্যই প্রকৃত শ্রাদ্ধ—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃঋণ শোধ। পিতার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যাঁহার চেষ্টা নাই তাঁহার কৃত বৃষোৎসর্গ বা দানসাগর তাঁহার নিজের গর্ব্ব পরিতৃপ্তি জন্য অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা প্রকৃত শ্রাদ্ধ নয়। অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলনে উন্নতি লাভ করায় এবং উপরোক্তরূপ সদ্গুণে ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্ব্বত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। পিতৃপুরুষে শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং অসবর্ণ বিবাহ ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ বিদ্বেষী দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে "ব্রাহ্ম পদ্ধতির হিন্দু" বলিতেন; ভারতের সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা রাখিয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ভাবে তিনি বাঙ্গালা দেশে উপনিষৎ ও গীতার আলোচনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিশালী পুত্রগণ

সকলেই বিদ্বান্ স্বদেশভক্ত ও সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ; তাঁহার যশ নির্ম্মল এবং তিনি ভাগীরথী তীরে বাস করিতে ভাল বাসিতেন।—"পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্য লক্ষণং।"

১০১। সাধুতা। হাতেম।

এমন্ দেশের রাজা দানশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেহ তাঁহার নিকট সর্ব্বগুণশালী হাতেমের সদ্‌গুণ বর্ণনা করিলে রাজার ঈর্ষা হইল। তিনি যশ সম্বন্ধে নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য গোপনে একজন অনুচরকে অনুজ্ঞা করিলেন "হাতেমের মাথা কাটিয়া আন।" রাজভৃত্য দূরবর্ত্তী স্থানে হাতেমের গ্রামে শ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে পৌছিলে একজন সৌম্যমূর্ত্তি বিনয়ী যুবক কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া সযত্নে অতিথি সৎকার করিলেন। দুইজনে এক ঘরে শয়ন করার সময় যুবক তাঁহার অতিথিকে ঐ বাটীতে দুই এক দিন বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলে রাজকর্ম্মচারী বলিল "আমার প্রতি গুরুতর গোপনীয় কার্য্যের ভার আছে। প্রাতঃকালেই যাইতে হইবে।" যুবক তাঁহার কার্য্যের সম্পূর্ণ সাহায্য করিবেন বলিয়া স্বতঃই স্বীকৃত হইলে রাজকর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি হাতেমের মুণ্ড ছেদনের ভারের কথা প্রকাশ করিল এবং সহায়তা প্রাপ্তি জন্য অনেক টাকা পুরস্কার দিতে চাহিল। যুবা বলিল "মহাশয়! আমিই হাতেম। আপনি অবিলম্বে আমার মুণ্ড ছেদন করিয়া প্রস্থান করুন। এই গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পূর্ব্ব দিকের পথে এখনই গেলে আমার অনুচরেরা বা গ্রামবাসীরা কিছুই জানিতে পারিবে না। আমি এই ঘরে নিদ্রিত আছি বলিয়াই জানিবে। নির্ব্বিঘ্নে পলাইবার জন্য আপনি অনেকটা সময় পাইবেন এবং নিরাপদে কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। নচেৎ ফিরিবার সময় বড়ই বিপদের সম্ভাবনা।" এই মহত্বে মুগ্ধ রাজভৃত্য হাতেমের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

১০২। ধর্ম্মই রক্ষা করেন যুধিষ্ঠিরের চারি পরীক্ষা।

সুধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির কয়েকবার বিষম পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সকল সময়েই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া চলার 'অভ্যাস' রাখায় বিষম সঙ্কটেও ধর্ম্মকে ধরিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

(১) যখন জল আনিতে গিয়া এবং যক্ষের প্রশ্ন গুলির উত্তর না দিয়াই জলস্পর্শ করিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল সহদেব মৃতপ্রায় পড়িয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠির "বার্ত্তা কি ?" প্রভৃতি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া যক্ষকে তুষ্ট করিলে ভ্রাতাদের মধ্যে এক জনকে মাত্র বাঁচাইবার অধিকার পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার একান্ত অনুগত এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন সহোদর অর্জ্জুনের জীবন না চাহিয়া তিনি বিমাতা মাদ্রীকে স্মরণ করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের জীবনই চাহিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মপরায়ণতায় তৃপ্ত হইয়া যক্ষরূপী ধর্ম্ম তাঁহার সকল ভ্রাতারই জীবন দিয়াছিলেন।—ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং—সকল সময়ে ঐহিক বিষয়ে ইহা 'প্রত্যক্ষ' দেখা না গেলেও ইহাই প্রকৃত এবং মহা সত্য।

(২) যখন গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে ভীম এবং দুর্য্যোধনকে শিব মন্দিরে কিছু পরে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে এবং তিনি পূজা শেষে উহাদের নিরীক্ষণ করিলে উহাদের শরীর দৃঢ় হইবে, তখন যুধিষ্ঠির উভয়কেই বলেন "একেবারে উলঙ্গ হইয়া মন্দিরে যাও, সর্ব্ব শরীর দৃঢ় হইবে ; মার কাছে পুত্রের কোন লজ্জা নাই।" 'হাম বড়া' বুদ্ধি পরিচালিত দুর্য্যোধন লজ্জাবশতঃ মল্লকচ্ছ পরিয়া গিয়াছিলেন ; এবং মনে করিয়াছিলেন যে জ্যেষ্ঠের কথা না শুনিয়া খুব বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন। গান্ধারীর দৃষ্টি ঐ স্থলে কাপড়ের উপর পড়ায় তাঁহার উরুদ্বয় তেমন দৃঢ় হইল না।

জ্যেষ্ঠের একান্ত বশীভূত ভীম অনুজ্ঞা সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া উলঙ্গ হইয়াই গিয়াছিলেন ; ভীমের সর্ব্বশরীরই দৃঢ় হইল। গান্ধারী মনে করিলেন যুধিষ্ঠির কুটিলতা পূর্ব্বক দু'জনকে দু'রকম পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং সে জন্য যুধিষ্ঠিরকে শাপ দিতে উদ্যত হন। কিন্তু দুর্য্যোধনকে তখন নিজের ভুল স্বীকার করিতে হইল ; এবং সেই ভুলই শেষে তাঁহার কাল হইল। নচেৎ উরুভঙ্গ হইত না। দুর্য্যোধনই খুড়তুতো ভাইদের দেখিতে পারিতেন না। যুধিষ্ঠিরের মনে কোন পাপ ছিল না। তিনি এস্থলেও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সরলভাবে দুজনকেই উচিত উপদেশ দিয়াছিলেন।

(৩) যখন পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ জন্য যাত্রা করেন তখন হস্তিনা হইতেই এক কুক্কুর তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিল। পত্নী ও ভ্রাতা সকলেই পার্ব্বত্য পথে স্খলিতপদ হইয়া একে একে পড়িয়া গেলে পর যুধিষ্ঠির স্বর্গদ্বারে পৌঁছিয়া এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তখনও কুক্কুর সঙ্গী। দ্বিজবেশী ইন্দ্র কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রবেশে অনুমতি দিলেন এবং অস্পৃশ্য কুক্কুরের স্বর্গ প্রবেশে অধিকার কোন মতেই হইবে না ইহা জানাইলেন। যুধিষ্ঠির কুক্কুরকে ছাড়িয়া স্বর্গ প্রবেশে অসম্মতি জানাইলে দ্বিজবেশী ইন্দ্র তর্ক উত্থাপন করিলেন যে ভ্রাতৃহীন ও পত্নীহীন হইয়া যখন তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন তখন কুক্কুরহীন হইয়া স্বর্গে যাইতে আপত্তি হইতে পারে না। যুধিষ্ঠির সঙ্গী কুক্কুরকে ছাড়িয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে পুনর্ব্বার অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে জীবিতের দেহ সহিতই সম্বন্ধ থাকে, মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া থাকা মোহের কার্য্য ; কিন্তু জীবিত সঙ্গী যতই হীন হউক তাহাকে তিনি ত্যাগ করিতে পারিবেন না। কুক্কুরের জন্য এইরূপে স্বর্গভোগ ত্যাগ প্রতিজ্ঞা করিলে কুক্কুর ধর্ম্মবেশ ধারণে তাঁহাকে স্বশরীরে স্বর্গ প্রবেশের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং দ্বিজবেশী ইন্দ্র তাঁহাকে সাদরে স্বর্গে প্রবেশ করাইলেন।

(৪) যখন জীবনের মধ্যে একমাত্র দোষের জন্য (সকলের পীড়াপীড়িতে 'অন্যায়'যুদ্ধে অভিমন্যুকে নিহতকারী দ্রোণাচার্য্যকে 'অশ্বত্থামা হত—ইতি গজ' বলাতে) যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইল, তখন ইন্দ্রের মায়ায় সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন পুতিগন্ধময় স্থান হইতে দ্রৌপদী ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব প্রভৃতির কাতরোক্তি তাঁহার কর্ণে আসিতে লাগিল। নরক দর্শনে তাঁহার নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে—তিনি স্বর্গে ফিরিতে পারেন—ইন্দ্র তাঁহাকে ইহা বলিলে যুধিষ্ঠির, ভ্রাতাদিগের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া নিজের সুখের জন্য আনন্দময় স্বর্গে ফিরিতে অস্বীকার করিলেন! তখন এ সকলই যে তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার পরীক্ষার্থ মায়া মাত্র তাহা জানাইয়া ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে স্নান করাইয়া উজ্জ্বল শরীর দিয়া স্বর্গে ভ্রাতৃবর্গের নিকট লইয়া গেলেন।

১০৩। এক জোট হওয়া — যুধিষ্ঠির।

এক জোট হওয়া সম্বন্ধে ভারতসম্রাট যুধিষ্ঠিরের উপদেশ যেমন ইউরোপীয়েরা কার্য্যতঃ প্রতিপালন করেন তেমন আর কোন জাতিই করে না। উহাঁদের ভিতরে মত ভেদ অনেক, কিন্তু বাহিরে উহাঁরা "একদল"।

যখন পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইয়া উহাঁদের নিকট নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন জন্য দুর্য্যোধন সৈন্য সামন্ত সহ বন ভোজন করিতে যান তখন তাঁহার সৈন্যেরা চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া কিছু ক্ষতি করায় গন্ধর্ব্বরাজ কুরুদিগকে আক্রমণ করেন এবং সকলকেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া লইয়া যান। পাণ্ডবেরা এই সংবাদ পাইলে ভীম প্রভৃতি সকলকেই সোল্লাসে বলিলেন "যেমন কার্য্য তেমনই ফল।" যুধিষ্ঠির ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিলেন "ভাই দুর্য্যোধনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আইস। যখন আমাদের আপোষে ঝগড়া হয় তখন আমরা পাঁচ ভাই আর উহারা একশত; কিন্তু যখন তৃতীয় কোন দল উপস্থিত, তখন আমরা এক

শত পাঁচ ভাই এক জোট, অপরে আমাদের এক দলের ক্ষতি করিলেই সকলের অপমান ও ক্ষতি।” উদারহৃদয় প্রকৃতদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই উপদেশের যাথার্থ্য বুঝিয়া তাঁহার একান্ত বাধ্য অর্জ্জুন সশস্ত্রে গিয়া দুর্য্যোধনকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন।

১০৪। বাল্যের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বাল্যকাল হইতে ‘উচ্চ বিষয়ে’ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা ভাল। সম সাময়িক এবং সম পাঠী মাদ্রাসার উৎকৃষ্ট ছাত্র মৌলবি আবদুল লতিফ খাঁ সাহেবের সহিত হিন্দু কলেজের ছাত্র পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে মধ্যে দেখা শুনা হইত এবং প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। একদিন উহাঁদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল যে উত্তরকালে উহাঁরা কে কি হইতে চাহেন। যিনি পরে নবাব আবদুল লতিফ খাঁ সি, আই, ই, এবং ভূপালের প্রধান মন্ত্রী ও ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তিনি তখন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইবেন। যিনি পরে মেঘনাদ বধ কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটকের রচয়িতা এবং বাঙ্গালার একজন প্রধান কবি হইয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বড় কবি হইবেন। যিনি ‘পারিবারিক, সামাজিক ও আচার প্রবন্ধে’ ভারতবাসীর জন্য বর্ত্তমান কালের কর্ত্তব্য সুপরিস্ফুটকারী এবং সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ শিক্ষার পোষণকল্পে ‘বিশ্বনাথ ফণ্ড’ স্থাপয়িতা এবং নিজের পবিত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত জীবনে আর্য্য সংযম এবং কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার সহিত পাশ্চাত্য স্বদেশ ভক্তির শুভ সম্মিলনের আদর্শ প্রদর্শনকারী [কবিবর হেমচন্দ্রের কথায় বলিলে ‘ইংরাজি শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে’] হইয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, “যেন অণুমাত্রেও দেশের কোন কাজে লাগিতে পারি।”

১০৫। ভদ্রতা চতুর্থ হেনরী ও ভিক্ষুক।

একদিন ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী পারিস নগরের রাস্তা দিয়া পারিষদ-বর্গসহ যাইতেছিলেন। একজন ভিক্ষুক টুপি খুলিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। রাজাও টুপি খুলিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিলেন। অমায়িক রাজা সকল আমীর ওমরাদের সহিতই সেরূপ করেন' পারিষদেরা দেখিয়াছিল। কিন্তু ভিক্ষুককে অতটা করা উহাদের চক্ষে বাড়াবাড়ি মনে হওয়ায়, একজন পারিষদ বলিল "ভিক্ষুককে ওরূপে সেলাম করা ঠিক নয়।" রাজা হাসিয়া বলিলেন "আমার রাজ্যের সামান্য ভিক্ষুক-দিগের অপেক্ষাও ভদ্রতায় কম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার নাই।"

আমাদের পরমহংসদেব বলিয়া গিয়াছেন,—"যদি বড় হবে ত নীচু হও।" চাণক্যের কথা—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।"

১০৬। মহাপুরুষের মন মহাত্মা ওমর।

মহাত্মা ওমর মহাপুরুষ মহম্মদের ভক্ত শিষ্য এবং মুসলমান ইতিহাসের অতি উজ্জ্বল রত্ন। ইনি মুসলমান হওয়ার পূর্ব্বেও অসম সাহসী ও অদম্য উৎসাহশালী যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মহাপুরুষ মহম্মদের একেশ্বরবাদ প্রচার উপলক্ষে যখন মক্কায় গোলযোগ চলিতেছিল, তখন সরলচিত্ত ওমরের মনে হইল "এত বাগ্‌বিতণ্ডা ও গোলমালের গোড়া নষ্ট হইলেই যখন সব হাঙ্গামা চুকিয়া যাইতে পারে; তখন এই নূতন ধর্ম্মপ্রচারককে কাটিয়া ফেলা আমারই কর্ত্তব্য।" এই কথা মনে হইবামাত্র ওমর তরবারি হস্তে মহাপুরুষের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্বারে কাহাকেও পাইলেন না। মুক্ত দ্বারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, মহাপুরুষ মহম্মদ উপাসনা করিতেছেন; এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভগবানের নিকট কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন—"কৃপা করিয়া ওমরের মতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিন। ভিতরে সে মানুষ ভাল,

কেবল সত্যালোক পায় নাই। তাহার পারলৌকিক দুর্গতি না হয়, কৃপানিধান! ইহা আপনার দাসানুদাসের একান্ত বিনীত প্রার্থনা। আপনার পুণ্যনামে তাহার ভক্তি উদ্রেক করিয়া দিন।" হত্যা করিতে আগত ওমর তাহারই জন্য এই ধরণের প্রার্থনা হঠাৎ শুনিতে পাইলেন। সরলমনা ওমরের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া মহাপুরুষের নিকট কাতরভাবে শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার অতি প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ লোক এরূপ ভাবে মুসলমান পক্ষে যাওয়ায় সে পক্ষে উৎসাহ বৃদ্ধি এবং অপর পক্ষে ভগ্নোৎসাহ ঘটিল। মহাপুরুষের মন ভগবৎ সংস্পর্শে অতীব উচ্চ না হইলে কখনই প্রাথমিক মুসলমানগণকে অত সহজে অত উচ্চে তুলিতে পারিতেন না। [কাহার কাহার মতে নিজের ভগিনীর বাটীতে বিশ্রাম করিতে বসিলে কোরাণ পাঠ শ্রবণে ওমরের মন প্রথমে নরম হয়।]

১০৭। এক লক্ষ খলিফা ওমর।

মহাত্মা ওমরের সময়ে মিশর জয় হয়। কথিত আছে যে আলেক্‌-জাণ্ড্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকাগার লক্ষাধিক প্রাচীন পুঁথিসহ তাঁহারই আদেশে ভস্মীভূত হয়। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন "যদি ঐ সকল পুস্তকের কথা কোরাণে থাকে তবে উহাদের রাখার প্রয়োজন নাই। কোরাণেই সব কাজ চলিবে। আর যদি উহাতে কোরাণের বিরোধী কথা থাকে তাহা হইলে উহা রাখা উচিত নয়। সুতরাং ঐ সকল, হয় নিষ্প্রয়োজনীয় না হয় হানিকর, পুস্তক পোড়াইয়া ফেলাই ভাল।" কোন কোন ঐতিহাসিক নানাপ্রকার গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, সে লাইব্রেরী পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, ওমর বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তিনি ওরূপ হুকুম দেন নাই। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, একমনা ভক্তদিগের "বৃথা পাণ্ডিত্যের" উপর

কতকটা স্বভাবজাত অশ্রদ্ধা থাকে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

বাগ্ বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যান কৌশলং।

বিদ্বত্বং বিদুষাং তদ্বৎ ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

—বাক্য ও শব্দের আড়ম্বর এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যান চাতুর্য্য ভুক্তির জন্য, মুক্তির জন্য নয়।

রাজা হিসাবে লাইব্রেরী পোড়ান অসঙ্গত হইলেও সরলমনা এবং ভগবানে একলক্ষ্য প্রাথমিক মুসলমান যোদ্ধার দ্বারা নূতনদেশে স্বধর্ম্মের ধ্বজা প্রথম উড়ান উপলক্ষে ঐরূপ হুকুম দেওয়া হইয়া থাকা অসম্ভব নয়।

১০৮। হিন্দু বালিকার সুশিক্ষা মহারাণী শরৎসুন্দরী।

পুঁঠিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া ৺মহারাণী শরৎসুন্দরীর পিতা ভৈরবনাথ ধনী ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না বলিয়া শরৎসুন্দরী আদরেই প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। ৫ বৎসর ৭ মাস বয়সে পুঁঠিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। শরৎসুন্দরীর মাতা দ্রবময়ী অতি সুশীলা ও গুণবতী ছিলেন। প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে দেখে নাই। মাতার সলজ্জ ও সুনম্র আচরণের দৃষ্টান্তে যে বয়সে অন্য বালিকারা উলঙ্গ অবস্থায় থাকে সেই বয়সে শরৎসুন্দরী আপন হাতে কাপড় পরিতে শিখিয়াছিলেন, এবং বাহিরের বাটীতে আসিতে লজ্জাবোধ করিতেন। মায়ের শিক্ষায় ও উৎসাহে খেলাচ্ছলে তিনি দেবপূজা জপ ও ব্রতানুষ্ঠান করিতেন। তিনি মাতার সঙ্গে শুদ্ধাচারে ও পবিত্র দেহে থাকিয়া ব্রতপূজাদির দ্রব্যজাত আয়োজনে সাহায্য করিতেন ও ব্রতকথা মন দিয়া শুনিতেন এবং পঞ্চম বৎসর বয়সেই পিতা মাতার নিকট জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। সে অনুমতি না পাইয়া বিশেষ ক্ষোভ হইলেও তাহা প্রকাশ করেন নাই—ঐ অল্প বয়সেই

মনের ইচ্ছা মনে দমন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পিতার অতিথিশালায় প্রত্যহ ভোজ্য বিতরণ দেখিতেন। নানাদেশীয় নানা শ্রেণীর দুঃখী ও আতুর লোকদিগকে আহার্য্য প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া লোকের দুঃখমোচন চেষ্টা যে মানব জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য তাহা দৃঢ়রূপে বাল্যকাল হইতে বুঝিয়াছিলেন; এবং জীবনে যে কত প্রকার দুঃখই লোককে সহ্য করিতে হয়, তাহা ঐ দুঃখী ও আতুরদিগকে দেখিয়া বুঝিতে পারিয়া নিজেও সহিষ্ণুতা শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহী প্রত্যহ বিষ্ণুর সহস্র নাম শুনিতেন। নাতিনী শরৎসুন্দরীও তাঁহার নিকট বসিয়া তাহা প্রত্যহ শুনিতেন। ভগবানের নাম-জপ সম্বন্ধেও ভক্তি এবং নিয়মানুগামিতা এতদ্দ্বারা শিক্ষা হয়।

একবার শরৎসুন্দরীর পিতা ভৈরবনাথ তাঁহার কোন কর্ম্মচারীকে গুরুতর অপরাধ জন্য পদচ্যুত করেন। বালিকা শরৎসুন্দরী ঐ কথা শুনিয়া মনে করিলেন, "তবে ত লোকটা খাইতে না পাইয়া মরিবে।" তিনি পিতাকে ঐ কর্ম্মচারীর জন্য অনুরোধ করিতে গিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ভৈরবনাথ কন্যার অপূর্ব্ব করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া কর্ম্মচারীর অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এবং কার্য্য পরিদর্শনের অধিকতর সুব্যবস্থা করিয়া কর্ম্মচারীকে পুনরায় পূর্ব্ব পদ দিলেন।

একবার তাঁহার পিতা কোন কর্ম্মচারীর পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই কর্ম্মচারী বলে "আমি গরীব আমার অনেক গুলি পোষ্য। টাকা দিতে হইলে সকলকে না খাইয়া মরিতে হইবে।" শরৎসুন্দরীকে তাঁহার পিতা মধ্যে মধ্যে দুই এক টাকা দিতেন। সে টাকা তাঁহার দানেই ফুরাইয়া যাইত। ঐ দণ্ডিত কর্ম্মচারীর বিবরণ কর্ণগোচর হওয়ায় এবং তখন উঁহার টাকা না থাকায় শরৎসুন্দরী একজন পুরাতন কর্ম্মচারীর নিকট পাঁচ টাকা ধার চাহিলেন। মনে করিলেন পিতার নিকট যে টাকা পাইবেন তাহা

হইতে ঐ ধার শুধিবেন। উক্ত কর্ম্মচারী তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পাঁচ টাকা আনিয়া দিল; বালিকা গোপনে সেই টাকা দণ্ডিত ব্যক্তিকে দিলেন। এই কথা তাঁহার পিতা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন "মা তোমার যখন যাহা দরকার হইবে আমাকেই নির্ভয়ে বলিও।"

১০৯। স্বামীর সহিত তাদাত্ম্য মহারাণী শরৎসুন্দরী।

মহারাণী শরৎসুন্দরী তাঁহার স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের মন বুঝিয়া যখন যাহা প্রয়োজনীয় সমস্তই অতি পরিপাটীরূপে স্বহস্তে প্রস্তুত রাখিতেন অথচ এরূপ ভাবে করিতেন যে কোন প্রকার নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায়। সকল বিষয়েই পত্নী তাঁহার মন বুঝিতে পারেন এবং সেই ভাবেই চলেন দেখিয়া রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ শরৎসুন্দরীর প্রতি এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন যে, কলিকাতা যাইবার সময় বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারীকে বলিয়া গেলেন যে, "রাণী যাহা করিতে বলিবেন তাহাই যেন করা হয়।" কর্ম্মচারী হাসিয়া বলিল, "মা যদি বাপের বাড়ী যাইতে চাহেন?" যোগেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন "তাহা হইলে অবশ্যই যাইতে দিবে। কিন্তু অসাধারণ কোন প্রয়োজন ব্যতীত কখনই যাইতে চাহিবেন না বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।" [বড় বড় রাজবাড়ীতে রাণীদের বাপের বাড়ী যাওয়ার রীতি নাই।]

১১০। আদর্শ হিন্দু বিধবা মহারাণী শরৎসুন্দরী।

তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর মাত্র বয়সে স্বামীর অকালমৃত্যুর পর মহারাণী শরৎসুন্দরী যে মস্তক মুণ্ডন করিয়া তৈল সংস্কারাদি ত্যাগ করিলেন মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই নিয়ম পালন করিয়াছিলেন।

বিধবা হইয়া তিনি ভূমিশয্যা এবং ব্রত উপবাসাদি ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্য

আরম্ভ করেন। পিতার কথাতে বা অন্যান্য নিষ্ঠাচারিণী বিধবাদের উদাহরণে নিজের আচার সম্বন্ধীয় কঠোর ভাব কিছুমাত্র লাঘব করেন নাই। বিবাহের সময় প্রাপ্ত যৌতুক—জায়গীর সম্পত্তির আয় হইতে কাঙ্গালী ভোজন ও দান কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন।

১২৭২ শকাব্দের প্রথমে কিঞ্চিদধিক ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মহারাণী শরৎসুন্দরীর হস্তে স্বামীর সম্পত্তির সমস্ত ভার অর্পিত হয়। সদাশয় কালেক্টর ওয়েল্‌স সাহেবের সুখ্যাতিপূর্ণ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই সৎকার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। রিপোর্ট করিবার পূর্ব্বে ওয়েল্‌স সাহেব নিজের স্ত্রীকে শরৎসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইবার প্রস্তাব করিলে কর্ম্মচারীদের মত হইল; কিন্তু হিন্দু বিধবা ম্লেচ্ছ রমণীর সংস্পর্শে আসিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে যখন কালেক্টর সাহেবের সুশীলা পত্নী স্বীকার করিলেন যে, করমর্দ্দনাদি কোন প্রকারে স্পর্শ কার্য্য করিতে হইবে না, তখন শরৎ সুন্দরীর অনিচ্ছা সত্বেও কালেক্টর পত্নী বাজবাটীতে আসিলে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন। অল্পবয়সে শরৎ সুন্দরীর মুণ্ডিত মস্তক ও মোটা বস্ত্র পরিধান এবং কম্বলের আসন দেখিয়া বিবি বড়ই দুঃখিত হন, এবং কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন, "তোমার বয়সে তোমাদের দেশেও অনেকের বিবাহ হয় না। আর তোমাদের শাস্ত্রেও বালবিধবার বিবাহের বিধান আছে শুনিয়াছি। তুমি পুনরায় বিবাহ করিলেই ত ভাল হয়।" শরৎ সুন্দরী এই কথার পর হইতে আর কোন কথার উত্তর দেন নাই। শুধু নত মুখে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিবি যখন দেখিলেন কথাটা বলা ভাল হয় নাই, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। শরৎ সুন্দরীর একান্ত অনুতাপ হইল যে, তিনি ম্লেচ্ছ রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়া সেই স্বকৃত

দোষেই এইরূপ অশ্রাব্য উক্তি শুনিয়া কলুষিত হইলেন। তিনি তিন দিবস জল বিন্দু গ্রহণ করেন নাই। রোদনে ও জপে ঐ অনিচ্ছায় প্রাপ্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন।

যৌবন লাবণ্য নষ্ট করিবার জন্য এবং ধর্ম্মানুপ্রাণিত হইয়া শরৎ সুন্দরী ব্রতমালা পুঁথিতে আর্য্য ধর্ম্মের কর্ত্তব্য যত প্রকার ব্রত আছে, সমস্তই গ্রহণ করিলেন। ব্রতাদির মিষ্টান্ন সামগ্রী সমস্ত স্বহস্তেই প্রস্তুত করিতেন।

বিধবা হইবার অল্পদিন পরে তিনি কফ জ্বরে অত্যন্ত পীড়িতা হন এবং তাঁহার অতিশয় তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। সেইদিন একাদশী, শরৎ সুন্দরী যাতনায় মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, কিন্তু তথাপি পিতার কথাতেও কোন মতেই জলস্পর্শ করিতে সম্মত হইলেন না। পিতা বলিলেন, "সমস্ত পাপ আমার হইবে।" তথাপি কন্যা শুনিলেন না। ভৈরবনাথ জানিতেন, তাঁহার ধর্ম্মমুগ্ধা বালিকা কন্যা পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি বড়ই ভক্তিমতী; তিনি পুঁঠিয়ার উপস্থিত পণ্ডিত-দিগের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন। অনেকে গঙ্গাজল পানের ব্যবস্থা দিলেন, দু একজন আপত্তি করিলেন। শরৎ সুন্দরী অতিশয় ঘৃণার সহিত একাদশীতে গঙ্গাজলপানের ব্যবস্থা উপেক্ষা করিলেন, এবং যাঁহারা ঐ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন আজীবন তাঁহাদিগকে মনে মনে ক্ষুদ্রাশয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহাদের বড়ই ভক্তি করিতেন, এবং পরে তাঁহাদের বিশিষ্টরূপেই পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

তিনি প্রত্যহ প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া সমাগত পত্রাদি পাঠ ও সম্পত্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় চিকের অন্তরাল হইতে কর্ম্মচারীদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া দাসীদ্বারা স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতেন। তাহার পর প্রার্থীদিগের প্রার্থনা শুনিয়া যথাক্রমে ব্যবস্থা দিয়া ১০।১১টায় সময় স্নানান্তে বিষ্ণুর সহস্র নামাদি পাঠ, ব্রতাঙ্গ কার্য্য সকল, গোসেবা, গোগ্রাসদান প্রভৃতি

করিতে তাঁহার ৩টা বেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তাহার পর অন্যান্য বিধবাদিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া কদলীপত্রে হবিষ্যান্নমাত্র ভোজন করিতেন। বিধবা হইয়া অবধি ছানা, ক্ষীর, মাখন কখন স্পর্শ করেন নাই। অন্ন ও একটু দুগ্ধমাত্র খাইতেন। তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই ৪০।৫০ জন অনাথা বিধবা বাস করিতেন। উহাদের জন্য উত্তম উত্তম আহার্য্য প্রস্তুত হইত, কিন্তু তাঁহার আহার শুধু প্রাণধারণের উপযোগী মাত্র ছিল। রাত্রে একটা বড় ঘরে ঐ বিধবাদিগের সহিত শয়ন করিতেন। অন্যের বিছানা থাকিত; নিজে প্রথমাবস্থায় শুধু ভূমিতলে বা কম্বলে শুইতেন। শেষে একান্ত রুগ্নাবস্থায় কম্বলের উপর একখানা চাদর মাত্র দিয়া বিছানা হইত। সমস্ত বিধবাদিগকে তিনি মাতৃবৎ পূজা করিয়া বাটীতে রাখিতেন। বিধবা হইয়া অবধি দেব পূজার জন্য পুষ্পমালা বা পুষ্পের অলঙ্কার নির্ম্মাণ ভিন্ন আর কোন শিল্প কার্য্যে হাত দেন নাই।

১১১। আদর্শ তীর্থযাত্রা মহারাণী শরৎসুন্দরী।

১২৭২ অব্দের বর্ষাগমে মহারাণী শরৎ সুন্দরী পিতার সহিত ৺গয়াধামে গমন করিলেন। গয়াকৃত্য অন্তে কাশীতে গিয়া পদব্রজে পঞ্চক্রোশী ভ্রমণ ও সমস্ত তীর্থ দর্শনের পরে পুনর্ব্বার বারাণসীতে আসিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের প্রখর রৌদ্রে তিনি পদব্রজে বৃন্দাবনে ক্রমে ক্রমে ৮৪ ক্রোশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ভৈরবনাথ কন্যার জন্য সঙ্গে সঙ্গে একখানি পাল্কী রাখিতেন। একবার কণ্টক বিদ্ধ ও কঙ্কর ক্ষত হইয়া পায়ের যাতনায় সমস্তরাত্রি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই, কিন্তু তথাপি হৃদয়ের দৃঢ়তা বলে তিনি পদব্রজে তীর্থ পর্য্যটন সঙ্কল্প ভঙ্গ করেন নাই। ১২৭৩ অব্দে ভৈরবনাথ ৺ কাশীপ্রাপ্ত হন। পিতার শুশ্রূষা করিবার জন্য শরৎ সুন্দরী তথায় ছিলেন। তিনি পতিদেবতার কঠিন রোগের সময় এবং মৃত্যুকালে সেবা করিতে পান নাই বলিয়া বড়ই

মনঃকষ্টে ছিলেন! পিতৃদেবের চরণোপান্তে বসিয়া দীর্ঘকাল একমনে তাঁহার সেবা করেন।

১২৯২ সালে শীতকালে শরৎসুন্দরী শেষ তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হন, এবারে তাঁহার গর্ভধারিণী সঙ্গে ছিলেন। বিন্ধ্যাচল প্রয়াগ এবং অযোধ্যা দর্শন করেন। সে সময়ে রোগে এত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে সেরূপ অবস্থায় কোন দুঃখিনীও ওরূপে পদব্রজে ১৪।১৫ ক্রোশ অযোধ্যা প্রদক্ষিণ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। তিনি এলাবন, চিত্রকূট, ওঙ্কারেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য,পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল, জ্বালামুখী, (এই স্থানে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন,) কাঙ্গড়া, মথুরা, এবং বৃন্দাবন দর্শন করিয়া কাশীতে ফিরিলেন। ২১শে ফাল্গুন ১২৯৩ সাল ৺কাশী ধামে ৩৭ বৎসর ৫ মাস ৫ দিন বয়সে শরৎসুন্দরীর দেহত্যাগ হয়।

১১২। কার্য্যদক্ষতা ও সহৃদয়তা মহারাণী শরৎসুন্দরী।

মহারাণী শরৎসুন্দরী পিতার মৃত্যুর পর প্রকৃত প্রস্তাবে অভিভাবকহীনা হইয়াছিলেন। পতির সম্পত্তি ব্যতীত পিতার সম্পত্তি এবং মাতা ও বালিকা-ভগ্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার পর্য্যন্ত তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। তিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে অতি সাবধানে সকল কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আতিথ্য, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, দান, পীড়িতের চিকিৎসা, দরিদ্রের অভাব মোচন ইত্যাদিতে নিরত থাকায় অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যোগেন্দ্রনারায়ণের সময় হইতে সরিকদিগের সহিত এবং ওয়াটসন কোম্পানীর সহিত যে সকল মোকদ্দমা চলিতেছিল, তাহা যতদূর সাধ্য সহজে তিনি মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কয়েকটী বিষয়ে সাহেবরা কিছুতেই অন্যায় জেদ ছাড়িতে চাহেন নাই, অথচ তিনি ছাড়িলে জমিদারীর বড়ই ক্ষতি হয়,—কেবল সেই স্থলেই কর্ত্তব্যপালন জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ধনীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের হাতে কর্ত্তৃত্ব পড়িলে জমিদারী কর্ম্মচারীরা সর্ব্বত্রই জ্ঞাতিদিগের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া দিয়া স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু শরৎসুন্দরীর কর্ত্তৃত্বকালে সেরূপ কিছুই ঘটিতে পায় নাই।

শরৎসুন্দরী কোন বিষয়েই স্বাধীনতার পরিচয় দিতেন না। যে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বে ঐরূপ অবস্থায় কি হইত, তাহা প্রাচীন কর্ম্মচারী-দের নিকট জানিয়া লইয়া তাঁহাদের অভিমত শুনিয়া অতি সাবধানে ব্যবস্থা করিতেন। এই সম্মাননায় ঐ কর্ম্মচারিগণও বিশেষ তুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার অকপট ব্যবহারে ও সৌজন্যে কেহই বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারিতেন না। একজন অংশীদার রাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ দৈব দুর্ব্বিপাকে সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়াছিলেন, তাঁহার ও তাহার পরিবারবর্গের তীর্থবাস ও ভরণ পোষণের সমস্ত ভার শরৎসুন্দরী স্বেচ্ছায় বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক আনার অংশী কুমার গোপালেন্দ্র রায়ের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন থাকা কালে উক্ত কুমারের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। কালেক্টর সাহেব বিবাহ ব্যয়ে এত অল্প টাকা মঞ্জুর করিলেন যে তদ্বারা পুঁঠিয়া রাজবংশীয়ের বিবাহে সম্মান রক্ষা হয় না। শরৎসুন্দরী ঐ বিবাহ উপলক্ষে ছয় হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কুমারের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিস্তর টাকার সাহায্য করিলেন। কোন গোষ্ঠীয়ের মধ্যে যাঁহার সম্পত্তি অধিক, তিনি যদি সকল সরিকের সহিত এইরূপ অকপট ভাবে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে উন্মুখ হন এবং অতি বিনীতভাবে সহায়তা করিতে থাকেন তাহা হইলে এ দেশের সর্ব্বনাশের মূল, সরিকি বিবাদ ঘটিবার অবসর পায় না।

শরৎ সুন্দরী প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কর্ম্ম করিতেন না। কর্ম্মচারীরা সঙ্গত আপত্তি করিলেই নিজের সঙ্কল্প ভঙ্গ করি-

তেন। তাঁহারা কারণ দেখাইয়া দানাদিতে বাধা দিলে নিজের জায়গীর মাসহারাদির যে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকার তহবিল ছিল, তাহা হইতে গোপনে টাকা দিতেন; নিজের মত প্রবল করিয়া কর্ম্মচারীদের মনে কখনও ব্যথা দিতেন না।

তিনি কাহারও নিন্দা শুনিতে ভাল বাসিতেন না। পাপাত্মারও প্রতি দয়া করিতেন, এবং কোন কর্ম্মচারীকেই কর্ম্মচ্যুত করেন নাই। পবিত্রতার বিশ্বাসের ও উদারতার এরূপ মাহাত্ম্য যে তিনি কর্ম্মচারীদের মনে এতটা কর্ত্তব্য পরায়ণতার উদ্রেক করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার হাতে ধরা পড়িবার অবশ্যম্ভাবিতা দেখিয়া এবং ধরা পড়িলে আপামর সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইতে হইবে জানিয়া কেহই তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিরুপম এবং ধর্ম্মময় জীবন দর্শনে সাধারণের এই একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার অনিষ্ট করিলে অত্যন্ত অহিত ঘটিবে। এই আশঙ্কা হইতেই অধিকাংশ কর্ম্মচারীর চরিত্র শোধিত হইয়াছিল।

এক সময়ে পুরোহিত বংশীয় এক জনকে তিন হাজার টাকা দিয়া তাঁহার ঋণ শোধ করিয়া দিতে চাহেন। কর্ম্মচারীরা আপত্তি করিলে ঐ টাকা কর্জ্জ দেওয়ার কথায় তাঁহাদিগকে সম্মত করান। পরে তাঁহার একটি চতুষ্পাঠী করিয়া মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া এবং ব্রতাদিতে অনেক দান করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি কাহারও নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করেন নাই। দীর্ঘকাল ভোগকেই উৎকৃষ্ট দলিল বলিয়া স্বীকার করিতেন, এমন কি জরিপে নিষ্কর জমি বৃদ্ধি হইলেও সে অংশ বাজেয়াপ্ত বা উহাতে কর ধার্য্য করিতেন না।

১১৩। কুলপ্রথারক্ষা ও কর্ম্মচারীর সম্মান

মহারাণী শরৎসুন্দরী।

পিতার মৃত্যুর পর মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি একদিন পিতৃভবনে যাইবার সঙ্কল্প করেন। প্রাচীন কর্ম্মচারী আপত্তি করিলেন, "পুঁঠীয়ার রাণীর পক্ষে বাপের বাটীতে যাওয়া ঠিক নয়। মাতার অসুখ যখন তেমন বেশী কিছু নয় বরং তাঁহাকেই রাজবাটীতে আনা হউক।" শরৎ সুন্দরীর ইচ্ছা হইল না যে কষ্ট দিয়া পীড়িতা মাতাকে রাজবাটীতে আনেন; তিনি শীঘ্রই মাতাকে দেখিতে বাপের বাটীতে যাইবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন। কর্ম্মচারী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "৺রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণের রাণীকে বাপের বাড়ীতে যাইবার মত দিতে পারি না। তবে আপনি 'কর্ত্রী'। কিন্তু মা! কর্ত্তব্য পালন ছাড়া ইচ্ছামত কার্য্যত আপনি কখনই করেন না; মার অসুখের নামেই এরূপ বিচলিত কেন হইতেছেন?" এই কথায় মহারাণী শরৎ সুন্দরী প্রাচীন কর্ম্মচারীর প্রতি বিশেষ তুষ্ট হইয়া তখনি বাপের বাড়ী যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

১১৪। দানধর্ম্ম

মহারাণী শরৎসুন্দরী।

মহারাণী শরৎসুন্দরী ১২৮১ অব্দের মাঘ মাসে দত্তকপুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে ৩০ হাজার টাকা দানাদিতে ব্যয় করেন। ১২৮৭ সালের ২৪শে ফাল্গুন ঐ পুত্রের বিবাহে দেড় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন। তন্মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দীন দুঃখীরা ও শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা পাইয়াছিলেন। কাশী কান্যকুব্জ হইতেও পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৮ বৎসর রাজ্য পালন কাল মধ্যে তিনি পতির জমিদারীর বার্ষিক আয় অনেক টাকা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু দশ লক্ষ টাকার নূতন সম্পত্তি খরিদ ভিন্ন নগদ

টাকা কিছু জমান নাই বরং অত্যল্প ঋণও হইয়াছিল। নিজের জায়গীর মাসহারা প্রভৃতিতে প্রায় বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা এবং পতির সম্পত্তিরও প্রায় সমস্ত আয় পূজা দানাদিতেই ব্যয় করিতেন। কর্ম্মচারীরা বলিতেন যে, সমস্ত আয়ের টাকাই এরূপে ব্যয় করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে নাবালকের সম্পত্তি কাড়িয়া লইবেন। তিনি উত্তর করিলেন, "তাহাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু পুঁঠিয়ার রাজবংশ ধর্ম্মবলেই বলীয়ান, যতদিন সাধ্য দানধর্ম্ম পালন করিব।" শরৎসুন্দরীর সুবন্দোবস্তে প্রজারা পরম সুখে বাস করিত এবং ওয়াটসন কোম্পানীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ায় তাহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বকই বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে স্বীকার করে। তিনি ১২৭৮ সালে বন্যার সময় অনেক অর্থ দান করেন এবং ১২৮০ ও ১২৮১ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বিস্তর টাকার খাজনা মাপ করেন, এবং প্রত্যহ অসংখ্য লোককে আহারীয় দ্রব্য এবং নগদ টাকা ৩।৪ মাস ধরিয়া দিয়াছিলেন। পুঁঠিয়ার বৃন্দাবনে এবং কাশীধামে দেবালয় নির্ম্মাণ ও অন্নসত্রের উন্নতির জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বৎসর বৎসর অন্নপূর্ণা পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বিস্তর টাকা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দীন দরিদ্রদিগকে দিতেন। কর্ম্মচারীরা নাবালকের সম্পত্তির উপর নূতন কাহারও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সামান্য সামান্য ব্রতাদি উপলক্ষ করিয়াও তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট দান করিতেন। একবার অনন্ত চতুর্দ্দশীর ব্রতপ্রতিষ্ঠার সময় একপ্রস্থ স্বর্ণ পাত্রাদি উৎসর্গ করিয়া প্রায় ১৫ হাজার টাকা দান করেন।

রাজসাহী ইংরাজী স্কুল কলেজে পরিণত হইলে প্রাচীর ও রেলিং নির্ম্মাণ জন্য তিনি ১১ হাজার টাকা দান করেন। জলাশয় খনন ও পথ প্রস্তুতের জন্যও অজস্র অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ অব্দে দিল্লীর দরবারে শরৎসুন্দরী "মহারাণী" উপাধি প্রাপ্ত হইলে বলেন যে, "আমার ন্যায় হিন্দু বিধবার

এ সকলে ঘোরতর বিড়ম্বনা, তবে রাজপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে সাধ্য নাই।"

১২৯০ অব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ মহারাণী কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীধামে তিনি দুর্গোৎসব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা পূজা এবং সরস্বতী পূজাদি কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। প্রত্যহ স্বপাকে এক হইতে তিনজন পর্য্যন্ত দণ্ডী ভোজন করাইতেন। বিধবা হইয়া অবধি প্রত্যেক চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণে মন্ত্র পুনশ্চরণ ও প্রভূত দানাদি করিতেন। প্রত্যহ নিজের নিজ পূজায় অনেক টাকার ভোজ্য সামগ্রী ও নগদ দান করিতেন। কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা শুনিয়া কাশীখণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে কর্ত্তব্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার সংস্কৃতেও অনেকটা প্রবেশলাভ হইয়াছিল।

১১৫। সদাশয়তা মহারাণী শরৎসুন্দরী।

(ক) মহারাণী শরৎসুন্দরীর দত্তক পুত্রের বিবাহের সময় সমাগত এক বৃদ্ধা বিধবা অসামাল হইয়া শয়নগৃহে মলত্যাগ করিয়া ফেলায় চাকরাণী লজ্জায় মৃতাবস্থা সেই বিধবাকে বাক্যযন্ত্রণা দিতেছে দেখিয়া তিনি স্বহস্তে উহা পরিষ্কার করেন এবং যাহারা জানিতে পারিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ বিষয়ের কোন উল্লেখ করিতে পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন। রাণী একান্ত লজ্জিতা বৃদ্ধাকে বলিলেন "মা! পীড়ার সময় এরূপ সকলেরই হইয়া থাকে। সে সময়ে আপনার লোকেই যত্ন করে। আমাকে আপনার কন্যা বলিয়াই জানিবেন।"

(খ) মহারাণীর দত্তক পুত্রের বিবাহ জন্য দুইটী পাত্রী দেখিয়া দুইটীই পছন্দ হইয়াছিল। শেষে একস্থানে বিবাহ স্থির হইয়া গেলে অপর পাত্রীটির বিবাহের সমস্ত ব্যয় শরৎসুন্দরী নিজে বহন করিয়া উহাঁকে উপযুক্ত পাত্রে দান করাইয়া ছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন ঐ পাত্রীটাকে

আমি পুত্রবধূরূপেই দেখিব। দুইটীই আমার ছেলে, এবং দুইটীই আমার বৌ হইল। এতই সূক্ষ্ম সহানুভূতি দ্বারা তিনি আশাভঙ্গের কষ্ট নিরাকরণ করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন।

(গ) কোন মুসলমান প্রজার গোহত্যা অপরাধে কর্ম্মচারিগণ তাহার ১০০৲ টাকা দণ্ডবিধান করিয়া আদায় জন্য তাহাকে আবদ্ধ করেন। শরৎ সুন্দরী বলিলেন "গোহত্যা উপলক্ষে উহাকে জরিমানা করিয়া সে টাকা আমার তহবিলে আনিলে আমি ঐ পাপের অংশী হইয়া পড়িব—যেন আমি গোহত্যা সম্বন্ধে একটা রাজিনামার সরিক হইলাম! গোহত্যা সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্যই সঙ্গত। কাহারও ধর্ম্ম বা আচারের দোষ বলপূর্ব্বক সংশোধন করার ভার আমার উপর নাই। আমার ধর্ম্ম বা আচারে যদি দোষ থাকে সেরূপে তাহার সংশোধনের ভারও অন্যের উপর নাই। যে যাহার আপন আপন কুলধর্ম্ম পালন করুক। আর কখন কোন প্রজাকে কোন কারণেই আবদ্ধ করিয়া কষ্ট দেওয়া বা অবৈধ জরিমানা আদায় করা হইবে না।" কর্ম্মচারীরা এই বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলে তবে শরৎ সুন্দরী সে দিন স্নান আহার করেন।

তিনি কর্ম্মচারীদিগের "মত ফিরাইয়া" কাজ করিতেন। নিজের "হুকুম" কখন "জারি" করিতেন না। কর্ম্মচারীরা অন্য মত অবলম্বন করিলে পাঁচ বৎসরের বালিকার ন্যায় অনাহারে রোদন দ্বারা তাঁহাদিগকে লজ্জিত করিয়া সৎপথে আনয়ন করিতেন।

(ঘ) বিধবা হইয়া অবধি মহারাণী শরৎ সুন্দরী যে সকল নিষ্ঠাচারিণী বিধবা দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতেন উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বড়ই কঠোরভাষিণী ছিলেন। পুণ্যকর্ম্ম করিতেছেন বলিয়া যাঁহারা মনে করেন এরূপ অনেক বিধবাই একান্ত গর্ব্বিত হইয়া থাকেন। উহাঁদের পরস্পরের সর্ব্বদা বিরোধ

হইত, কখন কখন উঁহারা মহারাণীকেও দুর্ব্বাক্য বলিতেন। শরৎ সুন্দরী সমস্তই ক্ষমা করিতেন। একদিন কোন স্বপাকে-আহারকারিণী বিধবাকে তিনি আধখানি কাঁঠাল দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিত্যপূজায় উপবেশন করিয়াছিলেন। যাঁহার উপর কাঁঠাল দিবার ভার হয়, তিনি আধখানির পরিবর্ত্তে সিকিখানি কাঁঠাল দেন এবং বিধবাটীকে বলেন, "মা ঐ পরিমাণই দিতে বলিয়াছেন।" বিধবা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল "যে ভাগ করিয়া দিতে বলিয়াছে, সে কি কাণের মাথা খাইয়া শুনিতেছে না যে, তুমি কি বলিতেছ? আর চোখের মাথা খাইয়া দেখিতেছে না যে, তুমি কি অন্যায় করিতেছ? তবে কথা কয় না কেন! যার কাঁঠাল সেই থাক্।" এই বলিয়া বিধবা কাঁঠাল খণ্ড শরৎ সুন্দরীর পূজার উপকরণের উপর ফেলিয়া দিল! পূজার সময় শরৎসুন্দরী মৌনী ছিলেন, এই মাত্র অপরাধ! তিনি পূজার সময়ে, সাংসারিক কোন বিষয়ের জন্যই মৌনভঙ্গ করিতেন না। তাহা করিলে ভগবানের অবমাননা করা হয় এরূপ মনে করিতেন বলিয়া কখন হঠাৎ মৌনভঙ্গ হইয়া গেলে তিনি পুনর্ব্বার প্রথম হইতে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজারম্ভ করিতেন। এ বারেও ঐ কাণ্ড ঘটিলে, পূজাভঙ্গ করিতে হইল। তিনি বিধবাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া শান্ত করিলেন এবং পুনর্ব্বার আয়োজন করিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে কিছু অতিরিক্ত জপ করিয়া, প্রথম হইতে পূজা করিলেন। সে দিন আহারাদি করিতে সন্ধ্যা হইল! সকলেই বিধবার অন্যায় কার্য্যে রোষ প্রকাশ করিল, কিন্তু শরৎসুন্দরী তাহার প্রতি অণুমাত্রও বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না।

(ঙ) অন্য এক সময়ে দুই কলহমত্তা বিধবা ঝাঁটা হস্তে পরস্পরের প্রতি গালি বর্ষণ করিতে করিতে উভয়েই মনে করিলেন যে, শরৎসুন্দরীর সাহসেই প্রতিপক্ষ এরূপ করিতে পারিতেছে। ক্রমে উভয়েই তাঁহাকে গালি দিতে

অগ্রসর হইল। পরিচারিকারা "এত বড় স্পর্দ্ধা" বলিয়া উহাদিগকে না ধরিলে, হয় ত উহারা মহারাণীকেই মারিয়া বসিত! শরৎসুন্দরী বলিলেন, "মা! আমার দোষ হইয়া থাকে আমাকেই মার। পরস্পর কলহ করিও না।"

১১৬। বিশ্বাসী দ্বারবান শাহ আব্বাসের কথা।

পারস্যের রাজা শাহ আব্বাস একদিন কোন প্রিয় পাত্রের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া অতিরিক্ত মদ্যপান করেন। তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং অন্যান্য সকলেও অতিরিক্ত মদ্যপানে চেতনাশূন্য হন। ঐ অবস্থায় শাহ আব্বাস টলিতে টলিতে প্রিয়পাত্রের ভিতর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হন। দ্বারবান দ্বাররোধ করিয়া জোড়হস্তে এরূপভাবে দণ্ডায়মান হইল যে, উহাকে না সরাইয়া দ্বার পার হওয়া অসম্ভব। শাহ আব্বাস বলিলেন, "সরিয়া যাও—নচেৎ তরবারির আঘাতে মাথা কাটিয়া ফেলিব।" দ্বারবান মাথা পাতিয়া দিল এবং বলিল "তাহাই করুন। আপনি আমার এবং এ দেশের সকলেরই রাজা। কোন অবস্থাতেই আপনার অঙ্গে হাত তুলিতে পারিব না এবং জীবিত থাকিতে মনিবের অন্তঃপুরে পরপুরুষ ঢুকিতে দিতে পারিব না। আপনি পুরুষদিগের রাজা—অন্তঃপুর মধ্যস্থ-স্ত্রীলোকদিগের প্রভু নহেন। উহাঁরা অন্তঃপুর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনা। আরও জানাইতেছি যে, আমাকে মারিয়া ভিতর বাড়ীতে ঢোকা আপনার পক্ষেও নিরাপদ নহে। তেজস্বিনী ইরানী অন্তঃপুরিকারা আপনার উপর পরপুরুষ হিসাবে নিঃসঙ্কোচে অস্ত্রাঘাত করিবে। সেখানে উহারা রাজা বলিয়া মানিবে না।" শাহ আব্বাসের নেসা কাটিয়া গেল। তিনি নীরবে রাজবাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন তাঁহার প্রিয়পাত্র সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শাহ আব্বাসের

নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনি সর্ব্বত্র যাইতে পারেন" এবং দ্বারবানের রূঢ়তা জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "সে লোকটাকে আমি ছাড়াইয়া দিয়াছি।" শাহ আব্বাস বলিলেন "তুমি স্বেচ্ছায় উহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছ শুনিয়া আমি যে কত সুখী হইলাম তাহা বলিতে পারি না। ও বিষয়ে আমাকে আর ভিক্ষা করিতে হইল না। উহাকে আমি আজ হইতে আমার শরীররক্ষী সৈন্যদিগের সর্দ্দার নিযুক্ত করিলাম। আমার মহামান্যা মাতৃতুল্যা তোমার অন্তঃপুরিকাদিগের নিকট আমার মাতাল অবস্থার অশিষ্ট ব্যবহার জন্য আমার ক্ষমা প্রার্থনা জানাইও।"

১১৭। রাজোচিত উদারতা তৃতীয় উইলিয়ম।

ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়মের বিরুদ্ধে এবং ষ্টুয়ার্ট বংশীয় পদচ্যুত রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের পক্ষে একটী রাষ্ট্র বিপ্লব জন্য চক্রান্তে কোন সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাপন্ন ইংরাজ জড়িত ছিলেন। ঐ সম্বন্ধে অনেকগুলি চিঠিপত্র রাজা উইলিয়মের হস্তগত হইলে, রাজা সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাজবাটিতে নিজের খাস কামরায় ডাকাইয়া আনিয়া সেই চিঠিগুলি তাঁহার হাতে দেন। চিঠিগুলি দেখিয়াই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটী বুঝিলেন, এইবারে গ্রেপ্তারের ও দুর্গে বন্ধ রাখার হুকুম হইবে এবং কয়েকদিন মধ্যেই বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে! কিন্তু রাজা তাঁহাকে ধীর ভাবেই বলিলেন "যাঁহারা মনিবের দুরবস্থায় তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকেন এবং সকল বিপদকে তুচ্ছ করিয়া এবং সকল আশা ত্যাগ করিয়া, শুধু প্রভুভক্তির আবেগে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারাই এ জগতে পূজনীয় এবং তাঁহাদের বন্ধুত্বই ধরাতলে একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু। সেরূপ লোকের হানি আমি কোন মতেই করিতে পারি না।" এই বলিয়া রাজা স্বহস্তে বাতির শিখায় ধরিয়া চিঠিগুলি তখনি পোড়াইয়া ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রাজদ্রোহ অপরাধের প্রমাণ একেবারে লোপ করিয়া দিলেন।

সদালাপ।

উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সৌজন্যে ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান যখন আপনার ন্যায় উচ্চমনা ব্যক্তিকে আমার প্রাচীন মনিবের প্রতিযোগী করিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন তাঁহার দুর্ভাগ্য কাটিতে দেওয়া ভগবানের অভিপ্রায় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। আমার যে জীবন প্রাচীন মনিবের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলাম, তাহা ঐ চিঠি ধরা পড়াতেই শেষ হইবার কথা। এখন যে জীবন ধারণ করিব, তাহা আপনার নিকট হইতে অযাচিত দানলব্ধ। উহা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে, আমার অধিকার নাই। উহা আপনার অধীনেই দেশের কার্য্যে নিযুক্ত করিব।"

১১৮। সতীধর্ম্ম পতিগতপ্রাণা।

আমাদের এই সীতা সাবিত্রীর দেশে আজও অনেক ঘরেই সতী সাধ্বীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাহালগাঁর বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টারের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী ট্রেণের সামনে কাটা পড়িয়া স্বামীর সহিত একত্রে ৺গঙ্গাতীরে দাহকার্য্য করাইয়া লইয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একজন সতী পতির আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া অঙ্গে কাপড় ও চাদর উত্তমরূপে জড়াইয়া তাহাতে কেরোসিন লাগাইয়া আগুন ধরাইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

সজ্ঞানে দৃঢ়ভাবে পতির শবের সহিত দাহের সহিত এ সকলে প্রভেদ আছে। এ সকলে আকস্মিক উত্তেজনাও আছে। আমি এরূপ আত্মহত্যার প্রশংসা করিতেছি না। বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই বিধি বিহিত। কিন্তু উহাঁরা একান্ত পতিগতপ্রাণা বলিয়াই যে এরূপ ঘটনা সকল ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আজও এই ভারতভূমে লক্ষ লক্ষ ঘরে পতির জন্য সকল প্রকার দুঃখ অম্লান বদনে সহ্য করা হইতেছে। সেবা ও শুশ্রূষার একাগ্রতায় এবং দেবারাধনায় রোগক্লিষ্ট কত আসন্ন-মৃত্যু পতিকে ভারতের

সতী লক্ষীরা মা সাবিত্রীর আদর্শে যমরাজের কবল হইতে টানিয়া রাখিতেছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পতিগতপ্রাণা স্ত্রীলোক আছেন এবং সর্ব্বত্রই উঁহারা ত্যাগের প্রতিমারূপে বিচরণ করিতেছেন।

১১৯। সতীধর্ম্ম ম্যাডাম লাভার্ণ।

ফরাসীদেশীয়া ম্যাডাম লাভার্ণ অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার স্বামী মুসে লাভার্ণ ফ্রান্সের পূর্ব্ব সীমান্থ লঙউই নামক দুর্গের গবর্ণর ছিলেন, বিবাহের পর দুই বৎসর পৃথিবী উঁহাদের নিকট স্বর্গতুল্য বোধ হইয়া ছিল। তাহার পরই ১৭৯৩ অব্দে ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে যখন প্রুসীয়েরা ফ্রান্স আক্রমণ করে, তখন ঐ দুর্গ রক্ষা অসম্ভব দেখিয়া দুর্গরক্ষী কতক সৈন্যসহ মুসে লাভার্ণ রাত্রে শত্রুর লাইন কাটিয়া বাহির হইয়া পারিসে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গ হারানয় ক্রোধান্ধ সাধারণ-তন্ত্র সভার হুকুমে তাঁহার গ্রেপ্তার ও বিচার আরম্ভ হয়। মুসে লাভার্ণের বয়স তখন ৬০ বৎসর। তাঁহার পত্নীর বয়স ২০ বৎসর মাত্র। গ্রেপ্তারের পর মুসে লাভার্ণের কঠিন ব্যারাম হয়। ম্যাডাম ল্যাভার্ণ জজদিগকে তাঁহার স্বামীর রোগ আরোগ্য পর্য্যন্ত বিচার স্থগিত রাখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলে উঁহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া উঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। অনেকে এমনও বলেন যে বৃদ্ধপতির প্রাণদণ্ড হইলে উঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহের সুযোগই হইবে! সাধারণের রক্ষা বিধায়ক সমিতি (কমিটি অফ জেনারেল সেফ্‌টি) নামে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের একান্ত বিদ্বেষী ঐ বিচারক মণ্ডলীই তখন বিনা প্রমাণে বা সামান্য প্রমাণে প্রত্যহ শত শত লোকের প্রাণদণ্ড করিতেছিলেন। মুসে ল্যাভার্ণকে একখানা তক্তায় ফেলাইয়া বিচারালয়ে আনা হইল এবং দুই একটী প্রশ্নের পরেই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হইল। তখন ম্যাডাম ল্যাভার্ণ উচ্চৈঃস্বরে "রাজার জয়" "রাজার জয়" এই চীৎকার আরম্ভ

করিলেন। ম্যাডাম ল্যাভার্ণ সাধারণতন্ত্রের দলে ছিলেন—সাধারণতন্ত্রেরই জন্য তাঁহার স্বামী যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পতির অন্যায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া সতীর নিজের মৃত্যু-কামনা ভিন্ন অন্য কোন ইচ্ছা বাকী ছিল না। ম্যাডাম ল্যাভার্ণকে তখনি গ্রেপ্তার করা হইল। তিনি বলিলেন "রক্তপিপাসু সাধারণতন্ত্রের নিপাত তিনি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন এবং তিনি রাজ-তন্ত্রের পক্ষপাতিনী।" উহাঁকে সাবধান করা হইল যে ঐরূপ উক্তিতে তাঁহারও বধদণ্ড হইবে। ম্যাডাম বলিলেন—"দিবারাত্রি রাজপক্ষের ষড়-যন্ত্রেই লিপ্ত থাকিব। এবং রাজপক্ষের জয় না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিব না।" তাঁহারও বধদণ্ডের অনুজ্ঞা হইল। তখন পাগলিনী সতী অবিলম্বেই প্রকৃতিস্থা হইলেন। মুখে আনন্দের ও শান্তির রেখা দেখা গেল। এক সঙ্গেই পতি পত্নী বধমঞ্চে আরোহণ করিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বৃদ্ধ ল্যাভার্ণ অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

১২০। দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বাস — মণিকর্ণিকা স্নান।

পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কাশীতে গ্রহণের সময় মণিকর্ণিকায় যে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেছে তাহারা সকলেই কি উদ্ধার হইবে?" মহাদেব বলিলেন "মনে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় না থাকিলে স্নানে শরীর ধৌত মাত্র হয়। বরং ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ।" দেবাদিদেবের পরামর্শ মত পার্ব্বতী ব্রাহ্মণপত্নীরূপে ঘাটে গিয়া বসিলেন। সদাশিব শব-রূপে নিকটে পড়িয়া রহিলেন। পার্ব্বতী বলিতে লাগিলেন "আপনাদের মধ্যে কে নিষ্পাপ আছেন কৃপা করিয়া একবার আমার পতির শবকে স্পর্শ করুন। তাহা হইলেই তিনি জীবিত হইবেন এরূপ দৈবাদেশ পাইয়াছি। তবে নিষ্পাপ না হইয়া যিনি স্পর্শ করিবেন তাঁহার মৃত্যু হইবে।" শব স্পর্শ করিতে কেহই সাহসী হইল না!

এক চণ্ডাল স্নান করিতে আসিতেছিল। ঐ করুণ আবেদনে তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। সে বলিল "মা! আমি অতি হীন এবং বড় পাপী; কিন্তু এমন সময়ে মণিকর্ণিকাস্নানে দেবাদিদেব মহাদেবের বরে অবশ্যই অবিলম্বে নিষ্পাপ হইব। একটু অপেক্ষা কর, এখনি আমি একটা ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিতেছি।" চণ্ডাল স্নান করিয়া আসিয়া নির্ভয়ে শব স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ জীবিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "এত লোকের মধ্যে ঐই এক জনের মাত্র প্রকৃত স্নান হইয়াছে।"

১২১। আদর্শ ব্রাহ্মণের কৃপা ত্রিপুরারাজ্যে।

স্বাধীন ত্রিপুরার একজন মহারাজা কোন সময়ে নানা কারণে দেনায় জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার গুরুদেব গৃহী ব্রাহ্মণ। সপরিবারে রাজবাটীর এক অংশেই থাকিতেন। কিছুই সঞ্চয় করিতেন না। রাজবাড়ীর সিধায় ভরণপোষণ হইত। সকলেরই তিনি বিপদের বন্ধু; রাজ্যমধ্যে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। মহারাজা প্রত্যহ একটী স্বুবর্ণ মুদ্রা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। উহা রাজগুরু কর্ত্তৃক দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইত। একদিন মহারাজা দেনার কথা ভাবিতে ভাবিতে গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছিলেন, তাঁহার মুখ বিষণ্ণ, অন্তরে কাতরতা। গুরুদেব মহারাজকে বলিলেন "আমি অন্য কিছু নূতন প্রণামী চাই।" ভক্তিভাজন নির্লিপ্ত গুরুদেবকে অদেয় কিছুই নাই ভাবিয়া মহারাজা বলিলেন "যাহা বলিবেন তাহাই দিব।" গুরু বলিলেন "তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমাকে দাও। আমার প্রাসাদভোজী হইয়া রাজবাড়ীতেই থাকিবে। কিন্তু কাহাকেও দানের কথা বলিও না; কেবল নিজে সম্পত্তির আয় এবং ব্যয় সম্বন্ধে কোন হুকুমই আর দিও না— সকলকেই আমার অনুজ্ঞানুসারে চলিতে বলিয়া দিও; দেনার ব্যবস্থা আমিই করিব।" দেনার চিন্তায় জর্জ্জরিত মহারাজা এ সমস্তই স্বীকার করিয়া হৃদ-

য়ের গুরুভার নামাইতে পারিয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিলেন। গুরুদেব রাজবাটীর সদর দরজার নিকট গিয়া বসিলেন। সকল কর্ম্মচারীদিগকেই হাতে ধরিয়া প্রভুর এরূপ বিপদের সময় উচিত ব্যবহার করিতে বলিলেন। সকল গ্রামের প্রধানলোকদিগকে ডাকাইয়া মহারাজের দেনা শোধ জন্য কিছু কিছু চাঁদা তুলিয়া দিতে বলিলেন। অত্যাচারী কর্ম্মচারীরা অনেকেই ঐ সময়টায় ভাল হইল। কুচক্রী ও চোর দুদশজন ছাড়িয়া গেল। অপব্যয় রহিল না। প্রজার অভাব অভিযোগের সুবিচারে রাজ্যের শান্তি ও উন্নতি হইল; আয়ও বাড়িল। কিছুদিনের মধ্যেই ঋণজাল কাটিয়া গেল। তখন গুরুদেব একটী বিল্বপত্রে সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া আশীর্ব্বাদ স্বরূপে মহারাজকে দিলেন। মহারাজা বলিলেন "আমি দত্তাপহারী ও গুরুর সম্পত্তি গ্রহণকারী হইব না।" গুরুদেব বলিলেন "আমার আশীর্ব্বাদী গ্রহণে অমত করিও না; ধর্ম্মপথে থাকিয়া আবার স্বহস্তে রাজকার্য্য পরিচালনা কর।"

এই রাজ্যদান ও রাজ্যের পুনঃ প্রাপ্তির কথা প্রচার করিতে নিষেধ থাকায় ইহার রহস্য অনেকেই জানেন না। সেইরূপ পরহিত ব্রতাচারী, সংযমী ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন গুরু দলের আবির্ভাবেই হিন্দু পুনরায় উন্নত হইতে পারেন।

১২২। সতী ধর্ম্ম — ইলিয়ানর ক্রিশ্চিয়ানা।

ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ানের কন্যা ইলিয়ানর ক্রিশ্চিয়ানা যখন সাত বৎসর বয়সের তখন উহাঁর করফিজ্ উল্‌ফেল্‌ড নামক একজন ডেনিস সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত বিবাহের কথা স্থির হয়। পরে যখন তাঁহার ১২ বৎসর বয়স তখন সাকসনির রাজকুমারের সহিত সম্বন্ধ আইসে এবং রাজার ইচ্ছা হয় যে শেষোক্ত স্থলেই বিবাহ দেওয়া হয়। ইলিয়ানর উহাতে অস্বীকৃত হন এবং যেখানে "একবার" কথা উত্থাপন হইয়াছিল সেইখানে ভিন্ন অন্যত্র

বিবাহ হইতেই পারে না, [আমাদের সাবিত্রী মাতার অনুরূপ] এই মত প্রকাশ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে উল্‌ফেল্‌ডের সহিত উহাঁর বিবাহ হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরেই রাজার মৃত্যু হইলে উল্‌ফেল্‌ডের ক্রুর ও প্রচণ্ড স্বভাব প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি পুনঃ পুনঃ রাজদ্রোহের চেষ্টায় কখন নির্ব্বাসিত ও কখন কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন। সকল অবস্থাতেই রাজকুমারী পতির কষ্টমোচন জন্য সর্ব্বত্রই সঙ্গে থাকিতেন। অন্নবস্ত্রেরও কষ্ট সময়ে সময়ে হইত কিন্তু তিনি কখন পিতৃভবনে গিয়া নিরাপদ হইতে চাহেন নাই। পতির শেষবারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে তিনি কারাগারে সঙ্গিনী হন। তাহার ৪৩ বৎসর পরে উহাঁর স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি কারাগার হইতে বাহির হইয়া কয়েকদিন মাত্র জীবিতা ছিলেন।

১২৩। সতীধর্ম্ম পীটসের স্ত্রী।

রোমীয় সম্রাট দুরাত্মা ক্লডিয়াস, পীটস নামক কোন সম্ভ্রান্ত রোমীয়ের প্রতি বধদণ্ডাজ্ঞা দিয়া অনুজ্ঞা করেন যে ঐ দণ্ড স্বহস্তে পরিবারবর্গের মধ্যে বসিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া বধ করা হইবে। এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা পালনে একটু ইতস্ততঃ করায় উপস্থিত রাজ সৈন্যের হস্তে পতির বিশেষ যন্ত্রণার ভয়ে এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিবেন না বলিয়া পীটসের স্ত্রী স্বীয় বক্ষে ছুরিকা মারিয়া রুদ্ধকণ্ঠে অশেষ চেষ্টায় বলিয়া উঠেন "প্রিয়তম! ইহাতে বেশী কষ্ট ত হয় না!"—পতি পত্নীর একত্রেই দেহের সৎকার হইয়াছিল।

১২৪। মহত্ত্ব পাণ্ডার দরোয়ান।

কাঠিয়াওয়াড়ে জুনাগড় সহরের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে রৈবতক এবং গির্ণার পর্ব্বত। গির্ণারের তিনটী শৃঙ্গে যথাক্রমে অম্বাজী বা দেবীর, গোরক্ষনাথের এবং দত্তাত্রেয়ের মন্দির অবস্থিত। উক্ত পর্ব্বতের শিরোদেশ পর্য্যন্ত উঠিবার

জন্য মোট ৯ হাজার সিঁড়ি আছে। ঐ সিঁড়িতে উঠিবার জন্য ঝোলার বন্দোবস্ত আছে। ঝোলার বাহকগণ সাধারণতঃ বেশ সবলশরীর। পদব্রজে অতটা পাহাড়ে চড়িতে ও নামিতে অক্ষম কেহ ঝোলায় চড়িয়া গির্ণার উঠিয়াছিলেন (১৯০৯)। প্রত্যাগমন সময়ে একজন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলশরীর বাহক রৌদ্রের তাপে ও পরিশ্রমে বিশেষ ক্লেশ পাইতেছে দেখিয়া সঙ্গের পাণ্ডার দরোয়ান ঐ সিন্ধী মুসলমান জাতীয় বাহকের স্থলে স্বেচ্ছায় কাঁধ দিল এবং বলিল "সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া পরের কষ্ট দেখা যায় না।" দরোয়ান জাতিতে ছত্রি। ঝোলা কাঁধে করা তাহার কার্য্য নহে এবং পয়সার জন্য সে কখনই ঐ কাজ করিত না।

কবে ভারতের হিন্দু মুসলমান সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্ববর্ণের মধ্যে এইরূপ মনের ভাব হইবে!

১২৫। স্বদেশ ভক্তি গজম্যানি।

স্পেনে যখন মূর বা মুসলমানদিগের প্রাধান্য লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল তখন স্পেনের রাজা পঞ্চম সাঙ্কোর সহিত তাঁহার ভ্রাতা জুয়ানের বিবাদ হয়। জুয়ান মূরদিগের নিকট গিয়া উহাঁদের সহায়তা প্রার্থনা করে এবং বলে যে পাঁচ হাজার মাত্র মুসলমান সেনা সঙ্গে দিলে সে টারিফার দুর্লঙ্ঘ্যদুর্গ, মূরদিগকে অধিকার করিয়া দিবে। জুয়ানের বিদ্রোহের পূর্ব্বে টারিফার কিল্লাদার আলনজো পেরেজ ডি গজম্যানের জ্যেষ্ঠ পুত্র উহার নিকট চাকরী করিত। জুয়ান ঐ যুবককে ছাড়ে নাই। উহাকে লইয়া টারিফার সম্মুখে আসিয়া সে গজম্যানকে জানাইল যে যদি দুর্গ উহার হস্তে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে সে গজম্যানের পুত্রের গলা কাটিবে। এইরূপ ভয় দেখাইয়া জুয়ান অপর একটী কেল্লা দখল করিয়াছিল। সেই দুর্গাধিপতির বিধবা পত্নী পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য দুর্গ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গ প্রাকার

হইতে প্রিয়তম পুত্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইয়া, চক্ষের অশ্রু রোধ করিয়া, মহাবীর গজম্যান অকম্পিত এবং তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "আমার পুত্র দেশের শত্রু হস্ত হইতে দেশ রক্ষার জন্যই জন্মিয়াছিল। শত্রুহস্তে দেশ সমর্পণের কারণ হইয়া আমাদের বংশে কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই। বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উহাকে হস্তগত করিয়া—আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিলাম বলিয়া—যদি এখন উহার প্রাণ নষ্ট কর তাহা হইলে ইহকালে ঘোর লজ্জা এবং পরকালে অনন্ত যন্ত্রণা তোমারই হইবে এবং অক্ষয় সম্মান ও অপার্থিব সম্পদ আমার পুত্র পাইবে। এরূপ স্থলে উহার প্রাণের জন্য দুর্গ সমর্পণ করা দূরে থাকুক যদি তোমাদের কোন অস্ত্রের অভাব থাকে ত এই ছুরিকা দ্বারাই তোমাদের দলকে ঘৃণিত পাপে মগ্ন কর এবং ঈশ্বরের কোপে বিনষ্ট হও!"—গজম্যান কটিস্থিত ছোরা দুর্গ প্রাচীরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। অল্পপরেই দুর্গের ভিতর হইতে বাহিরের এক মহা আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। ক্রোধান্ধ জুয়ান, গজম্যানের পুত্রকে সর্ব্ব সমক্ষে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল! কোলাহলের শব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গজম্যান যখন ঘটনার কথা শুনিলেন তখন শুধু বলিলেন "আমার মনে হইয়াছিল শত্রু বুঝি দুর্গে চড়াই করিয়াছে।" বীর প্রকৃতিক মুসলমান সৈনিকেরা এই কার্য্যে একান্ত বিরক্ত হয় এবং "এরূপ দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ এত অল্প সৈন্য দ্বারা জুয়ানের ন্যায় সেনাপতির পরিচালনায় অধিকৃত হওয়া সম্ভব নয়' বলিয়া উহারা তখনই তথা হইতে ফিরিয়া যায়।

১২৬। সত্য ও অস্তেয় বাঙ্গালী মুন্‌সেফ।

৺ নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার জীবনবীমা করার মাস ছয়েক পরেই প্রস্রাবের রোগ প্রকাশ পায়। বীমা করার সময় ডাক্তারে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া, তাঁহাকে নীরোগ বলিয়াছিলেন। কিন্তু রোগের

সূত্রপাত অবশ্যই জীবনবীমার সময় হইয়া গিয়াছিল, এই বিশ্বাসে তিনি নিজেকে সে সময়ে নীরোগ বলার জন্য দোষী মনে করিয়া, ইন্‌সিউরেন্স (বীমা) কোম্পানীকে লেখেন যে, উহাঁর মৃত্যুর পর টাকা দিতে হইবে না।

এখন অনেকে এই কার্য্যকে রোগের সময়ের চিত্তবিকার প্রসূত মনে করিবেন। কিন্তু আর্য্যশাস্ত্র অস্তেয় (অচৌর্য্য) এবং সত্য সম্বন্ধে এতটাই সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত্র এতই পবিত্র করিয়া গড়িয়া দিয়াছিল যে, এখনও তাহার কার্য্যকারিতা কোন কোন হিন্দু সন্তানে সম্পূর্ণ ভাবেই প্রকাশ পায়।

১২৭। আদর্শ সংস্কারক ও সাধক আগমবাগীশ।

বঙ্গদেশের জলবায়ুতে বাঙ্গালীকে যতটা হীনবল করিয়া ফেলিতে পারিত, স্মার্ত্তাচারের এবং তান্ত্রিকাচারের গুণে এ পর্য্যন্ত তাহা ঘটিতে পায় নাই। তান্ত্রিকাচারে মনুষ্য শরীর যেরূপ নীরোগ এবং দৃঢ় ও কষ্টসহ হইতে পারে এবং মন যেরূপ তেজস্বী এবং একাগ্র হইতে পারে অন্য কোনরূপেই তাহা হইতে পারে না। তন্ত্রের গুপ্ত সাধনার উপযুক্ত গুরু না পাইয়া অনেকে ভ্রষ্টাচারী হওয়াতেই তন্ত্রের নিন্দা প্রচারিত হইয়াছে। বারভুঁইয়াদিগের সময় বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই মৃত্যুভয় জয়ী, দৃঢ় শরীর, একাগ্রচিত্ত মহাবীর সকলের সৃষ্টি এই তান্ত্রিক পদ্ধতি করিয়াছিল। বাঙ্গালী মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজপুত মহারাণা প্রতাপসিংহ, মহারাষ্ট্রীয় মহারাজ শিবজী, শিখ মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইত্যাদি সকলেই শক্তিউপাসক ছিলেন।

৺কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বঙ্গদেশে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য। মহেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণানন্দ, কনিষ্ঠ মাধবানন্দ। কৃষ্ণানন্দ চৈতন্য দেবের সমসাময়িক লোক।

কৃষ্ণানন্দ কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্ব-

ভৌমের নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঘোর তান্ত্রিক হইয়া উঠেন। মাধবানন্দ স্বীয় কুলদেবতা গোপাল দেবের উপাসক ছিলেন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে নানারূপ বিবাদের কথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে কোন সময়ে বাটীতে এক কান্দি মর্ত্তমান রম্ভা হইয়াছিল। উভয় ভ্রাতাই মনে করিয়াছিলেন যে, রম্ভা সুপক্ক হইলে স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেব-দেবীকে অর্পণ করিবেন। একদিন কৃষ্ণানন্দ নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামান্তরে গিঁয়াছিলেন এবং তথা হইতে আসিয়া সুপক্ক রম্ভা স্বীয় ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া দিবেন বাসনা করিয়াছিলেন। এদিকে মাধবানন্দ ভ্রাতার অনুপস্থিতি-রূপ সুযোগ পাইয়া অগ্রেই স্বীয় ইষ্টদেব গোপালজীকে পক্করম্ভাগুলি নিবেদন করিয়া দিলেন! কৃষ্ণানন্দ বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রম্ভা দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া এবং উহা মাধবানন্দেরই কার্য্য মনে করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে দেখিলেন যে গোপালের ঠাকুরগৃহ ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে। তখন মাধবানন্দ ঐ ঘরে আছেন কিনা দেখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিস্ময়ে এবং আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিলেন যে ভগবতী কালিকাদেবী গোপালকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আপনি রম্ভা ভক্ষণ করিতেছেন ও গোপালকেও খাওয়াইতে-ছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার সমস্ত ভ্রম দূরীভূত হইল; ভ্রাতাকে ধন্য ও আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে কলির বেদ তন্ত্র শাস্ত্রে ভেদ বুদ্ধির ভূয়োভূয়ঃ নিষেধের প্রকৃত গূঢ় অর্থ কি?

এই সময়ে দেশ মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা প্রবলরূপে প্রচলিত হইয়া-ছিল। কৃষ্ণানন্দ দেখিলেন যে তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের বিশুদ্ধ মত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, কেবল তন্ত্রের দোহাই দিয়া নিষ্ঠুরতা করিতেছেন ও মদ্য পানে

উন্মত্ত হইতেছেন। তজ্জন্য তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের সার সংকলনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই "তন্ত্রসার" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন। এই গ্রন্থে তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় মতাবলম্বীদিগের দেব ও দেবীর উপাসনা ও পূজাপদ্ধতি অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। বিশেষতঃ তন্ত্রমতে সাত্ত্বিক পূজা কিরূপে করিতে হয় তাহা তিনি উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে কার্ত্তিকী অমাবস্যায় যে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে, সেই শ্যামামূর্ত্তি ও পূজাপদ্ধতি এই আগমবাগীশের। পূর্ব্বে ঐ পূজা প্রচলিত ছিল না। তৎকালে মূর্ত্তি প্রকাশিত না থাকায় পূজাদি সমস্তই ঘটে হইত। মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেও ঘটস্থাপন ব্যাপার অদ্য পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। কথিত আছে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভগবতী শক্তি দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে বাসনা করিলেন, কিন্তু তন্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে বরাভয় কর কিরূপে গঠিত হইবে, এবং ভ্রূদ্বয়ই বা কি রঙ্গে রঞ্জিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপ চিন্তাযুক্ত দেখিয়া দেবী প্রসন্ন হইয়া এই প্রত্যাদেশ দিলেন, "তুমি কল্য প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া যে মূর্ত্তি দেখিবে, তাহাতেই আমার বরাভয় কর ও ভ্রূদ্বয়ের বিষয় জানিতে পারিবে। পর দিবস কৃষ্ণানন্দ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া যেমন বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, অমনি দেখিলেন, যে এক কৃষ্ণবর্ণা গোপ রমনী দক্ষিণপদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া গৃহের ভিত্তি সন্নিকটে দণ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তস্থিত গোময় পিণ্ড হইতে দক্ষিণ হস্তে অল্পাংশ গোময় লইয়া ভিত্তিগাত্রে প্রক্ষেপ করিতেছে। পরিশ্রম আধিক্যে তাহার মুখমণ্ডল হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হওয়ায় এবং উভয় হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়া ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করায়, ললাটস্থ সিন্দুর দ্বারা ভ্রূযুগল লোহিতরূপ ধারণ করিয়াছে। মস্তকের বস্ত্র পতিত ও কেশরাশি আলুলায়িত হইয়াছে। এমন সময়ে কৃষ্ণানন্দ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইলে

গোপরমণী স্বভাব-সুলভ লজ্জা বশতঃ দন্তে জিহ্বা কাটিলেন।

কৃষ্ণানন্দ এই মূর্ত্তি দেখিয়া বরাভয় করাদির বিষয় স্থির করিয়া লইলেন; এবং তদবধি রাত্রিতে নিত্য ঐ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজান্তে রাত্রিতেই বিসর্জ্জন দিতেন। কৃষ্ণানন্দের এই পূজায় কোনরূপ বলিদান বা মাদকতার সংশ্রব নাই। আগমবাগীশের এই মূর্ত্তি প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই এদেশে 'শ্যামাপূজা' পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্যাপি আগমবাগীশের বংশীয়েরা ঐ মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে নবদ্বীপের মহারাজার ব্যয়ে ১০।১২ হাত লম্বা যে এক প্রকাণ্ড শ্যামামূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে, আগমবাগীশ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বলিয়া, তাহা 'আগমেশ্বরী' নামে খ্যাত। কৃষ্ণানন্দ 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' নামে আর একখানি তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণানন্দের বংশধরেরাও 'আগমবাগীশ' ভট্টাচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার পুত্র হরিনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল তন্ত্রশাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া 'তন্ত্রদীপিকা' নামে এক সুবিস্তীর্ণ তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আগমবাগীশের দ্বিতীয় পুত্র মধুসূদনের বংশে রামতোষণ নামে একজন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'প্রাণতোষিণী' নামে একখানি তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া, বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

১২৮। অধ্যবসায় — গদাধর ভট্টাচার্য্য।

গদাধর বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জীবাচার্য্য। পাবনা জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড় নামক পল্লীতে তাঁহার আদি নিবাস।

গদাধর [illegible]সহ নবদ্বীপে বিদ্যাভ্যাস করিতে আগমন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ হরিরাম তর্কবাগীশের টোলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি অতি যত্ন ও

অধ্যবসায় সহকারে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করায় অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজে অস্ফুটরূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

হরিরামের মৃত্যু সময়ে, টোলে অধ্যাপনা করাইতে পারেন, এমন উপযুক্ত পুত্র ছিল না। গদাধরের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, যদিও এই বালকের শিক্ষা পরিসমাপ্তি হয় নাই, তথাপি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই বালক সকল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যান যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে গদাধরকে যেন টোলের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীর পরলোক প্রাপ্তির পর, ব্রাহ্মণী স্বামীবাক্যানুসারে গদাধরকেই টোলের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু গদাধরের পাঠশেষ না হওয়ায় তিনি কোন উপাধি পান নাই, সুতরাং তাঁহার বংশের উপাধি 'ভট্টাচার্য্য' নামেই তিনি খ্যাত। গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলে টোলের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিলেন না এবং তাঁহারা টোল ত্যাগ করিয়া অন্যান্য টোলে চলিয়া গেলেন।

তৎকালে এই নিয়ম ছিল যে, অধ্যাপকের বা গ্রন্থকারের বংশীয় না হইলে কেহই নূতন অধ্যাপকের নিকট পাঠ স্বীকার করিতেন না। তৎকালে পুস্তকের বিরল প্রচার ছিল। অধ্যাপক বা গ্রন্থকারের গৃহ ব্যতীত অন্যের নিকট পুস্তক পাওয়া যাইত না। সুতরাং অন্যরূপ অধ্যাপকের নিকট পুস্তক অভাবে পাঠের বড়ই অসুবিধা হইত।

ছাত্রগণ চলিয়া গেলেই তেজস্বী ও উদ্যমশীল ও দৃঢ়ব্রত গদাধরের ভাবী উন্নতীর বীজ রোপিত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে কোন উপায়ে হউক আমার বিদ্যার ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়া আমি ছাত্রদের পাঠ স্বীকার করাইব।" তিনি হরিরামের টোল পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নানের ঘাটের পথিপার্শ্বে চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন একটী ফুলের বাগান করিলেন। ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতগণ পূজার জন্য নিজেরাই পুষ্প চয়ন করিতেন, সুতরাং তাঁহার বাগানে পুষ্পচয়ন জন্য অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সর্ব্বদা সমাগম হইতে লাগিল।

এদিকে গদাধর পুষ্পবৃক্ষের মূলে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ্য করিয়া পড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যহ প্রাতে ও স্নানের সময় যে সকল অধ্যাপক ও ছাত্রগণ পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেন ও গঙ্গাস্নানে যাইতেন তাঁহারা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যাখ্যা শুনিতেন। ঐ সময়ে গদাধর ন্যায়ের কঠিনতর অংশ সকল অতি বিশদ এবং অতি প্রাঞ্জল করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন ও তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন। ছাত্রগণের ঐ সকল ব্যাখ্যা নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তাঁহারা মনে মনে গদাধরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ছাত্র গোপনে তাঁহার দ্বারা আপন আপন সন্দেহ ভঞ্জন করাইয়া লইতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা গোপনে ঐ পুস্তকের পত্র আনিয়া লিখিয়া লইতেও লাগিলেন। এইরূপে অনেকে তাঁহার নিকট গোপনে পাঠ স্বীকার করিলেন।

গদাধর এই সময়ে রঘুনাথ কৃত বৌদ্ধাধিকার দীধিতির টীকা রচনা করেন। লিপিকরের ভ্রম বশতঃ 'শিব্যন্তে' পাঠের পরিবর্ত্তে 'শিচ্যন্তে' পাঠ লেখা হয়। ঐ পুঁথির পত্র নৈয়ায়িক জগদীশের টোলের কোন ছাত্রের হাতে পতিত হয়। তাহাতে ঐ ভুল দৃষ্ট হওয়ায় ঐ পত্র খানি একটী কুক্কুরের গলদেশে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অচিরে এই সংবাদ গদাধরের কর্ণগোচর হইল এবং তিনি অবিলম্বে ঐ কুক্কুরকে ধৃত করিয়া তাহার গলদেশ হইতে ঐ পত্র খুলিয়া লইয়া, স্বীয় অসাধারণ তর্ক শক্তি ও প্রতিভা বলে 'শিচ্যন্তে' পাঠই বজায় রাখিয়া নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর ঐ টীকা জগদীশের নিকট প্রেরিত হইল। জগদীশ ঐ টীকা পাঠ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন "গদাধরের টীকা পড়িয়া এখন আমি নিশ্চয় বলিতে

পারি না, যে কোন পাঠ প্রকৃত।"

এই ব্যাপারের পর হইতেই গদাধরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমগ্র নবদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং ছাত্রমণ্ডলীতে তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে গদাধর স্বীয় অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা এবং অবিচলিত উৎসাহগুণে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রণীত টীকা সাধারণতঃ গাদাধারী টীকা ও গদাধরী 'পাতড়া' বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে অনেকে গদাধরের এই টীকা পড়িয়াই ন্যায় শাস্ত্রের পড়া শুনা শেষ করেন।

১২৯। নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ বুনো রামনাথ।

আদর্শ ব্রাহ্মণপণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। রামনাথ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন বলিয়া প্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পক্ষান্তরে রামনাথের ন্যায় সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে অনেকেই বাসনা করিয়াছিলেন। অবশেষে অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হন। অধ্যাপক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে তিনি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী লাভ করিবেন এবং দুই জনের ঠিক একরূপ মন হইবে। বিবাহের কিছু পরেই রামনাথের পাঠ সমাপন হয়।

তৎকালে নবদ্বীপে নিয়ম ছিল যে, কোন ছাত্রের পাঠ শেষ হইলে তিনি নবদ্বীপ-রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বিদ্যার পরিচয় দিতেন এবং রাজার নিকট টোল ঘর প্রস্তুত করিবার সাহায্য ও অনেক ভূমি প্রাপ্ত হইতেন। রামনাথের অবস্থা ভাল ছিল না বটে, কিন্তু নির্লোভ তেজস্বী ব্রাহ্মণ রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন না। তিনি নবদ্বীপের প্রত্যন্ত প্রদেশে (এখন

যেখানে পাকা টোল আছে) বনের মধ্যে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় শিক্ষা-প্রণালী অতীব উচ্চ! পৃথিবীর কোন স্থানে কোন জাতির মধ্যে এরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত নাই। এই প্রণালীতে অধ্যাপকগণ ছাত্রগণের নিকট বেতন লয়েন না; পরন্তু তাঁহাদিগের অশনাদিরও ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। রামনাথের নিজের এই ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল না; তিনি অন্যের সাহায্যও লইতেন না। এদিকে তাঁহার নিকট অনেক ছাত্র শিক্ষার্থী হইল। তখন রামনাথ ছাত্রগণকে কহিলেন যে তাঁহাদের আহারাদি প্রদান করিতে পারেন এ ক্ষমতা তাঁহার নাই। ছাত্রেরা কহিলেন, "মহাশয়! আমরা পাঠার্থী হইয়াই আসিয়াছি, আহারার্থী হইয়া আসি নাই, অতএব আমাদের আহারের নিমিত্ত মহাশয়ের কোন চিন্তা নাই, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইব।" সেই অবধি নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে ছাত্রগণের অশনাদির প্রাচীন নিয়ম অনেকটাই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

রামনাথের ঘরে অন্ন ছিল না, তথাপি তিনি কখন কাহারও দ্বারস্থ হন নাই। একদিন প্রাতঃকালে তিনি টোলে যাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার গৃহিণী বলিলেন "আজ ঘরে আর কিছুই নাই শুধু কিছু চাউল আছে। কি পাক করা যাইবে?" রামনাথ শাস্ত্র-চিন্তায় নিমগ্ন—ব্রাহ্মণীর প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথায় মনোযোগ হইল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ তিন্তিড়ী বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বীয় কর্ম্মে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী ভাবিলেন বুঝি স্বামী তিন্তিড়ী পত্র রাঁধিতে বলিয়া গেলেন। মধ্যাহ্নকালে স্বামী বাটী প্রত্যাগমন করিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিলে পর, ব্রাহ্মণী অন্ন ও তিন্তিড়ী পত্রের ঝোল স্বামী সমীপে সংস্থাপন করিলেন। সে দিন ভোজন করিয়া রামনাথের অতীব তৃপ্তি লাভ হইল

তখন তিনি ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আজ এই অমৃতময় বস্তু কোথায় পাইলে?" ব্রাহ্মণী কহিলেন "কেন ইহাত তেঁতুল পাতা সিদ্ধ, তুমিত যাইবার সময়ে আমাকে রন্ধন করিতে বলিয়া গেলে।" তখন রামনাথ অতিশয় আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, "বটে, তেঁতুল পাতা সিদ্ধ এত উত্তম, তবে ত আর আমাদের আহারের কোন ভাবনা নাই।"

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজসিংহাসনে মহারাজ শিবচন্দ্র আসীন ছিলেন। তিনি লোকমুখে রামনাথের দারিদ্র্য কষ্ট শুনিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে একদিন নিজেই তাঁহার চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে রামনাথ ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেছিলেন। পাঠনায় এতাদৃশ মনঃসংযোগ হইয়াছিল যে, মহারাজের আগমন তাঁহার জ্ঞান-গোচরই হইল না। তর্ক শেষ হইলে মহারাজকে দেখিয়া তিনি যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! কোন বিষয়ে আপনার অনুপপত্তি আছে?" তখন রামনাথ কহিলেন "মহারাজ! চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি; কৈ আমারত অনুপপত্তি কিছুই দেখিতেছি না। কেমন হে ছাত্রগণ! তোমাদের কোন কিছু অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি আছে কি?" এই উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "মহাশয়! আপনাকে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনার সাংসারিক অভাব কি আছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" প্রত্যুত্তরে রামনাথ কহিলেন, "সে বিষয় ব্রাহ্মণী জানেন।" রাজা রামনাথের অনুমতি লইয়া রামনাথ পত্নীর কুটীর দ্বারে গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, "মা! আপনার সংসারের অপ্রতুল নিবারণ জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি; এক্ষণে কি অপ্রতুল আছে, আমাকে দয়া করিয়া বলিলে, আমি তাহা দূর করিয়া দিই।" সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি সম্পন্না ব্রাহ্মণী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,

"বাছা! আমার ত কিছুরই অভাব নাই। আমার পরণে ঠেঁটী আছে, জল খাবার ঘটী আছে, শয়নের চেটাই আছে। আর যখন আমার বাম করে লোহ আছে তখন আমার কিসের অভাব হইতে পারে?" মহারাজ শিবচন্দ্র, রামনাথ-পত্নীর এই উত্তর শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "মা! তুমি নারীকুলের আদর্শ এবং সতীর শিরোমণি!"

অনন্তর রাজা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রামনাথকে প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন, কিন্তু রামনাথ কহিলেন "মহারাজ! অর্থই অনর্থের মূল ও অধ্যয়ন-রিপু; অর্থ লইলে আমার বংশাবলী ভোগবিলাসী সুতরাং মূর্খ হইবে। আমার অর্থের প্রয়োজন নাই।"

এই সময়ে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণের ভবনে একজন নৈয়ায়িক দিগ্‌বিজয় সংকল্পে আসিয়া উপস্থিত হন। তদুপলক্ষে রাজবাটীতে এক মহতী সভা হয়। ঐ সভায় তৎকালের নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ও বংশবাটীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে রামনাথ আসিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া নবদ্বীপের মান রক্ষা করিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ রামনাথের পাণ্ডিত্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধন দিতে চাহিলেন। কিন্তু রামনাথ "কাক বিষ্ঠা" বলিয়া তাহা স্পর্শও করিলেন না।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিস্পৃহতা যে কি বস্তু আধুনিক ভারতে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই যেন রামনাথ-দম্পতি শরীর পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলেন।

১৩০। বন্ধুত্ব ৺ কৃষ্ণদাস পাল।

যে সাংঘাতিক পীড়ায় শেষে অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল রায় বাহাদুরের মৃত্যু হয় তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন উপায় ঠিক হইতেছে না দেখিয়া কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "একবার মহেন্দ্রলাল সরকারের উৎকৃষ্ট

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করান হউক।" কৃষ্ণদাস উত্তর দিয়াছিলেন "আমার পুরাতন পীড়ার এই সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধিতে এ যাত্রায় কিছুতেই আমার রক্ষা নাই! মহেন্দ্র আমার পরম বন্ধু। শেষটায় অনর্থক তাহার অপযশের কারণ হইব না।"

১৩১। সদ্বিবেচনা ৺ রাজমোহন সরকার।

নৈহাটীর ৺ তারকচন্দ্র সরকার (কার ঠাকুর কোংর অংশীদার) ৺ রাজমোহন সরকারের পুত্র। রাজমোহন নৌকাযোগে প্রায়ই কোনা গ্রামে যাইতেন এবং সেই দিনই নৈহাটীতে ফিরিতেন। ভাড়া পাঁচ আনা বন্দোবস্ত ছিল। পুত্র তারককে বলা ছিল, "মাঝি তাঁহাকে বাড়ী পৌছাইলেই তাহার দাম চুকাইয়া দিতে হইবে।" একদিন টাকা ভাঙ্গান না থাকায় তারক বাবু মাঝিকে পরদিন আসিতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে মাঝি আসিলে রাজমোহন জানিতে পারিলেন যে পূর্ব্বদিন ভাড়া দেওয়া হয় নাই। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন "বাবা! মাঝি গরিব বলিয়া উহার কাজ ক্ষতি করাইয়া উহাকে ন্যায্য পাওনার জন্য আজ আবার হাঁটাইলে, কিন্তু কারবারে ঠিক মিনিটে টাকা না দিলে হয় গহুরী দিতে হয়, না হয় ইজ্জত যায়। উহাকে আজ ।৵০ আনা দাও।"

১৩২। মনিবের সহানুভূতি ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলীর খ্যাতনামা সরকারী উকিল ৺ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বৈশাখ মাসে অতীব প্রখর রৌদ্রে বেলা দুইটার সময় একটা ভাড়াটে গাড়ি করিয়া চুঁচুড়ায় তাঁহার বৈবাহিকের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তিনি যে কাজের জন্য আসিয়াছিলেন একজন চাকরকে তাড়াতাড়ি একটু চিরকুট লিখিয়া দিয়া পাঠাইলেও তাহা হইতে পারিত। তাঁহার বৈবাহিকের বাটীস্থ কোন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাজের জন্য এত রৌদ্রে আপনি নিজে আসিলেন কেন?" তাহাতে তিনি উত্তর—

দিয়াছিলেন "চাকর বাকর কাহাকেও পাঠাইব প্রথমটায় মনে করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু দেখিলাম ভারি রৌদ্র। কোন চাকরকে আসিতে বলিতে পারিলাম না।"

১৩৩। মন্ত্রশক্তি বৃত্রাসুরের যজ্ঞ

মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক গল্প আছে—

বৃত্রাসুর কঠোর তপস্যায় বলী হইয়া দেবগণকে পরাজয় পূর্ব্বক স্বর্গ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার অত্যাচারে বিশ্বসংসার প্রপীড়িত করিতেছিল। সম্মিলিত দেবগণ পবিত্রাত্মা ত্যাগিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধ ব্যবস্থা করিলে বৃত্রাসুর ইন্দ্রের বিনাশ জন্য যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিল। সে যজ্ঞ পূর্ণ হইলে ইন্দ্রের ধ্বংশ নিশ্চয় হইত।

সে যজ্ঞের শেষমন্ত্র 'ইন্দ্রশত্রুং জহি স্বাহা'—ইন্দ্ররূপ শত্রুকে বিনাশ কর। এই মন্ত্রে ইন্দ্র ও শত্রু এই উভয় পদে জিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে ইন্দ্ররূপ শত্রুকে এইরূপ অর্থ হয়। আর ইন্দ্র এই প্রথম পদে জিহ্বার আকর্ষণ রাখিলে ইন্দ্রের শত্রুকে বিনাশ কর এইরূপ অর্থ হয়। বৃত্রাসুরের অত্যাচার জনিত কর্ম্মফলে পুরোহিতের কণ্ঠে দুষ্টা সরস্বতীর আশ্রয় জন্য বিকৃত স্বর হইয়া পুরোহিত "ইন্দ্র শত্রুং" এই পদের ইন্দ্র কথাটীর উপর জিহ্বার আকর্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের শত্রু বিনাশ কর, এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া বৃত্রাসুরের যজ্ঞের ফলে বৃত্রাসুরেরই ধ্বংস হইল। বিকৃত মন্ত্রের এতই বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

পুরোহিত-সন্তানদিগের সুশিক্ষা সাধনে গৃহস্থদিগের যত্ন না করার পাপেই এখনকার লোকে মূর্খ পুরোহিতের বিকৃত মন্ত্রের ফল পাইতেছেন। নিজেরা ধার্ম্মিক এবং ভক্তিমান থাকিয়া সুশিক্ষিত পুরোহিতের প্রাপ্তি চেষ্টা করা সকল হিন্দু সন্তানের পক্ষে সুসঙ্গত কার্য্য। ঐরূপ চেষ্টার সুফল অবশ্যই ফলিবে।

দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।

তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণদেবতাঃ॥

সমুদয় জগৎ দেবতার অধীন, দেবতারা মন্ত্রের অধীন, সেই সকল মন্ত্র ব্রাহ্মণে বর্ত্তমান; সেই জন্য ব্রাহ্মণ দেবতা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

মন্ত্রৈঃ শতগুণং প্রোক্তং ভক্ত্যা লক্ষ গুণোত্তরম্॥

ভক্তি মন্ত্রসমেতং তু কোটিকোটি গুণং স্মৃতম্॥

মন্ত্রে শতগুণ ফল; ভক্তিতে লক্ষগুণ ফল; ভক্তি ও মন্ত্রের যোগ হইলে কোটি কোটি গুণ ফল হইয়া থাকে।

১৩৪। প্রতিজ্ঞা রক্ষা — গোঁসাইয়ের পুতের মাথা।

শান্তিপুরে কোন সময়ে একজন মেছুনী দারুণ গ্রীষ্মের সময় মাছ বেচিয়া তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতে ফাটিতে মাঠের উপর দিয়া আসিয়া গ্রামের প্রান্তস্থ মুদীর দোকানের নিকট "জল জল" করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। উহার অবস্থা দেখিয়া মুদী শীঘ্র জল লইয়া গেলে মেছুনী জল লইবার জন্য হস্ত পাতে; কিন্তু পরক্ষণেই হাত সরাইয়া লইয়া বলে "রোস বাবা, আগে সেই রেজো গোঁসাইয়ের পুতের মাথা খাই, তবেত জল খাব।" রজনীকান্ত গোস্বামী স্ত্রীলোকটীর গুরু। জল খাইতে যাইয়া তাহার স্মরণ হইল, যে ইষ্টমন্ত্র জপ করা হয় নাই। অতিশয় পিপাসার সময় জলপান করিতে বিলম্ব হওয়ায় মেছুনীর এমন রাগ হইয়াছিল যে সে গুরুর নাম বিকৃত করিয়া বলিয়া ফেলিল এবং তাঁহার পুত্রের মাথা খাইতে চাহিল; কিন্তু তবুও তাঁহার নিকট কৃত প্রতিজ্ঞাটী (ইষ্ট মন্ত্র না জপ করিয়া জল গ্রহণ করিব না) ভঙ্গ করিল না। এই ঘটনার স্মরণে আজও ঐ অঞ্চলে সন্ধ্যা আহ্নিকাদি অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম করা হইয়াছে কি না কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার স্থলে বলা হয়, "কি গো! রেজো গোঁসাইয়ের পুতের মাথা খাওয়া হইয়া গিয়াছে?"

১৩৫। যার মন উচ্চ সেই বড় মেথর সর্দ্দার।

একদিন এক মিউনিসিপ্যালিটীর মেথরের সর্দ্দারকে কোন মিউনিসিপ্যাল কমিশনর বলিয়াছিলেন, "অমুক মেথরটাকে একটা কাজে লাগিয়ে দেওনা, লোকটা বেশ মজবুত।" সর্দ্দার বলিল "বাবু, কোন ওয়ার্ডেই কাজ খালি নাই।" তখন বাবু বলিলেন "একটা কোথাও খালি করিয়া উহাকে ঢুকাইয়া দাও।" সর্দ্দার এই কথায় হাত জোড় করিয়া বলিল, "বাবু! কার রুটি মারুব?" কমিশনর বাবু এই কথায় নিরুত্তর হইয়া গেলেন। পরে তাঁহার কোন পরিচিত ব্যক্তিকে বলিলেন, "ভাই! দেখ, একজন মেথর সর্দ্দার আমাকে আজ সুশিক্ষা দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে যে তাহার মন আমার অপেক্ষা অনেক উঁচু। আমি একজনের উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতে অন্য কাহারও যে অপকার হইবে তাহা মনে স্থান দিই নাই।"

১৩৬। সঙ্গত আত্ম গৌরব সর্ব্ববর্ণের।

কেহ কোন মেথরাণীকে কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমাদের পাইখানা খাটার সময় ঘৃণা বোধ হয় না?" মেথরাণী বলিয়াছিল "আমাদের বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন তোমরা সকলেরই মা। ছেলের গুয়ে ঘৃণা করিতে নাই। খুব যত্নে খুব পরিষ্কার করিয়া কাজ করিবে।"

ইহাই বর্ণাশ্রমের প্রকৃত ভাব। ধোপা সকলের কাপড় সাফ করিয়া সভায় সৌষ্ঠব সম্পাদন করে তাই উহাদের "সভা সাজন্ত" বলে। নাপিত ক্ষৌরাদির দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে বলিয়া "নরসুন্দর" নামে অভিধেয়। সাধারণের প্রয়োজনীয় কোন কাজই ছোট নয়; সমাজ মধ্যে কোন বর্ণই হীন নয়। সকলেই সমাজরূপী প্রকাণ্ড এঞ্জিনের অংশ; সকলেরই আপন আপন কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সকলেই সমাজরূপী বিরাট পুরুষের প্রয়োজনীয় এবং পূজনীয় অঙ্গ। শূদ্র-

গণকে ব্রহ্মার পা বলায় উহাঁদের হীন করা হয় না ; দেবতার পায়ে ফুল চন্দন দিতে হয়।

সমাজের সকল অঙ্গই প্রয়োজনীয়। যে অঙ্গকে ছোট মনে করে সেই ছোট।

১৩৭। নামে ভক্তি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দলিল দেখাইয়া বাজেয়াপ্ত লাখরাজ সম্বন্ধে ছাড় চাহিলে মহারাজ উহার সঙ্গত দাবী গ্রাহ্য করিয়া ছাড় পত্র স্বাক্ষর জন্য কালি আনিতে বলিলেন। যে দোয়াত আসিল তাহার কালি পাতলা। সেই কালির স্বাক্ষর শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে সন্দেহে মহারাজ বলিলেন "এ কালি ভাল নয়।" কর্ম্মচারী ভাল শুনিতে না পাইয়া পুনরাদেশের আশায় সঙ্কুচিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন "মহারাজ বলিতেছেন এ সিয়াই ভাল নয়।" কালী-ভক্ত মহারাজ দেখিলেন ব্রাহ্মণ "কালি" শব্দ ব্যবহার না করিয়া পারশী শব্দ ব্যবহার করিল। তিনি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কালি বলিতে পারিলেন না ; আমি ত সিয়াই বলি নাই! মার নামে মুখে আটকায়?" তেজস্বী ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন "মহারাজ! মার নামের মত উচ্চারিত শব্দের সহিত "ভাল নয়" কথার প্রয়োগ প্রকৃতই আমার মুখে আটকায় ; সেই জন্যই 'সিয়াই' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম।" মহারাজ লজ্জিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের উপর বিশেষ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

১৩৮। প্রাচীন ভারতের ঋষিপত্নী দেবহুতি।

কর্দ্দম নামক কোন ঋষি ধর্ম্মপত্নী সুসন্তান পাইবার অভিলাষে তপস্যা করেন। তিনি জীবনের সকল কর্ত্তব্যই সুপালন করিতে পারিবার জন্য

ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতেন। ভগবান বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া তাঁহার অনুরূপমনা সুশীলা পত্নী প্রাপ্তি এবং নিজের এক অংশাবতারকে পুত্ররূপে লাভের বর দেন। ইহার পর, কর্দ্দম ঋষির যশ ভগবান মনুর কন্যা দেবহুতির মন আকর্ষণ করিলে ভগবান মনু কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ঋষির আশ্রমে গেলেন। কর্দ্দম উঁহার আগমনের কারণ অবগত হইয়া প্রসন্নচিত্তে দেবহুতির পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐশ্বর্য্যশালী পিতা কন্যাকে নানা ধনরত্ন ও বিচিত্র বসনাদি দিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ আশ্রম ত্যাগ মাত্রেই দেবহুতি দরিদ্রের সেবায় সে সমস্ত উৎসর্গ করিয়া স্বামীর অনুরূপ বল্কল ধারণ করিলেন; এবং একমনে একধ্যানে পতির সেবায় নিযুক্তা হইলেন। ব্রহ্মচারিণী পত্নীর ঐকান্তিক সেবায় তুষ্ট কর্দ্দম ঋষি উঁহার পতিকুলের শুভ উদ্দেশে সুপুত্র প্রাপ্তি কামনা যোগবলে অবগত হইয়া ঐ সুলক্ষণা ভার্য্যার সন্তান উৎপাদন করিলেন। নির্ম্মলমনা ভগবৎপ্রেমিক দম্পতীর সুপুত্রাভিলাষ পূর্ণ হইল। ইহাঁদেরই পুত্র কপিল দেব। পুত্রসন্তান হওয়ার কিছু কাল পরে কর্দ্দম ঋষি বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিলেন। দেবহুতিও সঙ্গী হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কর্দ্দম উহাঁকে পুত্রের লালন পালনের ভার দিয়া বলিলেন "তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ ঐ পুত্রের নিকটে পাইবে।" উত্তরকালে কপিলদেব মাতাকে যে মোক্ষ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই সাংখ্যদর্শন ও সাংখ্যযোগ। উহার অবলম্বনে দেবহুতির মোক্ষ হয়।

১৩৯। মঙ্গলময়ের বিধান বৈদেশিক অধিকারেও দেশভাষার উন্নতি :

ভগবান তাঁহার অপার করুণায় সাধারণ বাঙ্গালীকে মোটের উপর অনেকটা উন্নত করিয়া আনিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের তুলনায় সাধারণ বাঙ্গালী আজ অনেক অধিক পরিমাণে দেশহিতৈষী এবং

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। ক্রমে ভারতের সকল প্রদেশেই এইরূপ হইবে সন্দেহ নাই। প্রাদেশিক ভাষায় চর্চ্চায় শিক্ষাবিস্তার ইহার মূল কারণ। বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমান দুইয়েই এখন বাঙ্গালার চর্চ্চা করেন; এবং যাঁহারা নিরক্ষর নহেন তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে দেশের কথা ও কর্ত্তব্যের কথা জানিয়া কিছু না কিছু স্বদেশভক্তি পাইয়াছেন।

বাঙ্গালায় মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা অতি সামান্য রূপই ছিল। পাল এবং সেন রাজাদিগের অধিকারে সাধারণে নিরক্ষর ছিল এবং ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেন। গৌড়ের "পাঠান" রাজা নসির খাঁর উৎসাহে বাঙ্গালায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদ হয়! ঐ মহাভারত এখন প্রচলিত নাই, কিন্তু উহাই যে পরবর্ত্তী মহাভারত অনুবাদের সহায় এবং কারণ স্বরূপ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অনুজ্ঞায় রচিত হয়। প্রধানতঃ এই কৃত্তিবাসী রামায়ণের এবং অনেকটা কাশীদাসী মহাভারতের অবলম্বনে সকল গ্রামের সকল চণ্ডীমণ্ডপে এবং সকল দোকানে এবং অনেকেরই বাড়ীর ভিতরে সাধারণ শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীকে উন্নত করিয়া আসিতেছে। সাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারও বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা বৃদ্ধি করে।

ইংরাজের অনুগ্রহে আদালত হইতে ভারতের বাহিরের ভাষা, পার্শী উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য মহাত্মা রামমোহন রায়ের এবং ৺ অক্ষয়চন্দ্র দত্তের এবং সমাজ সংস্কারাদি জন্য ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী ধারণ হইতে বাঙ্গালায় গদ্য গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ উৎসাহ হইয়াছে। ইংরাজ স্থাপিত মডেল স্কুল, নর্ম্মাল স্কুল, মধ্য বাঙ্গালা, অপার ও লোয়ার প্রাইমারি প্রভৃতি স্কুলের হিন্দু মুসলমান জাতীয় ছাত্রের জন্য পাঠ্য গ্রন্থ প্রস্তুত প্রথমে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ছাত্রদিগের বড় হইয়া পড়িবার উপযুক্ত গদ্যপদ্য সকল পুস্তকই বাঙ্গালায় হইয়াছে এবং হইতেছে।

শ্রীযুক্ত মীর মশারফ্ হোসেন প্রভৃতি মুসলমান লেখকগণ বাঙ্গালী মুসলমানে সাধু বাঙ্গালা ভাষাতেই স্বধর্ম্ম শিক্ষার উপায় করিয়া দিতেছেন এবং বাঙ্গাল সাহিত্য পুষ্ট করিতেছেন। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় আন্দোলনে এব ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার উৎসাহে বাঙ্গালার চর্চ্চা যাহ হইতেছিল তাহা স্বদেশী ভাব প্রণোদিত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী লেখকগণ— পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ৺দীনবন্ধু মিত্র, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺চন্দ্রনাথ বসু, ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ৺কালীবর বেদান্ত বাগীশ শ্রীমৎ শশিভূষণ সান্ন্যাল মহাশয় প্রভৃতি সযত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। স্বদেশ-প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ ইংরাজের সংস্রবে আসিয়া এখন এদেশী সকল শিক্ষিত লোকেই অল্পাধিক পরিমাণে স্বদেশভক্ত এবং বাঙ্গালার চর্চ্চায় উন্মুখ।

বৈদেশিক অধিকারে দেশ ভাষার বিলোপ হওয়ার পরিবর্ত্তে ভারতে তাহার বিপরীত লক্ষণ দেখিয়া কাহার না তৃপ্তি হয়? শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আবির্ভাবে এবং ৺বিবেকানন্দ ও ৺রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ তাঁহার শক্তিসম্পন্ন শিষ্যগণের যত্নেও বাঙ্গালার চর্চ্চা বাড়িয়াছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদাদির রাজনীতি, ধর্ম্ম বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীকে দেশের কথা বিশেষরূপে ভাবিতে উন্মুখ করিয়া স্বদেশী সাহিত্যের উন্নতির বেগ বৃদ্ধি এবং সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। ৺রজনীকান্ত সেনের রচিত "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" কোন্ বাঙ্গালীকে স্বদেশী শিল্পের অনুরাগী করে না? শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছেন। ইঁহাদের রচনাবলীর

ভাল অংশগুলি চির প্রচলিত থাকিবে সন্দেহ নাই। সাময়িক পত্র দ্বারা এবং সুলভে সানুবাদ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর প্রচার দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার বৃদ্ধি হইতেছে। বাঙ্গালায় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপন এবং বিশ্বকোষ অভিধান প্রকাশ বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চার বৃদ্ধি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট লক্ষণ। ফলতঃ যে যে শ্রেণীর লোক সংবাদ পত্র পড়ে সে সমস্তই আত্ম গৌরব সম্পন্ন ও স্বদেশ ভক্ত হইয়াছে। শিক্ষার প্রসারেই ভারতের শিল্প কৃষি প্রভৃতি সকল বিষয়েই সুদিন আসিবে। বহু কালের সংযমে ও শিক্ষার বিভিন্ন বর্ণের উন্নতি উপযুক্তরূপ হইয়া আসায় এতদিনে "সকলকেই বড় করিয়া বড় হইবার যুগ" ভারতে আসিতেছে। সর্ব্বসাধারণ মধ্যে একটী সাধারণ ভাষার চর্চ্চাতেই বর্ণ ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পবিত্র ও সুদৃঢ় স্বদেশী জাতীয় ভাব আবির্ভূত হয়। সিডিসনের আইনের গুণে জাতীয় সাহিত্যে প্রীতির প্রকাশ, বিদ্বেষের সাবহিত বর্জ্জন এবং জাতীয় সাহিত্যে এবং জাতীয় জীবনে আর্য্যের পবিত্র উচ্চাদর্শ রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা হইবে। মুখ ছুটানয় নিজেদেরই অসংযম বৃদ্ধি হয়; কোন উপকার নাই। উহাতে ধৈর্য্য, লঘুগুরু জ্ঞান, কৃতজ্ঞতা, সুপথে উদ্যম ইত্যাদি গুণের হ্রাস হইয়া যায়। এ সমস্তই মঙ্গলময়ের কৃপায় যথাযথ ঘটিতেছে, ইহা অনুভব করিয়া কাহার চিত্তক্ষেত্র সরস না হয়!

১৪০। গুরুর অভাব নাই — চতুর্ব্বিংশতি গুরু।

অনেকে বলেন, সদ্‌গুরুর অভাবেই আমাদের অবনতি হইতেছে। কিন্তু শিষ্য ভাল হইলে গুরুর অভাব কি? "গুরু মিলে লাখে লাখ, শিখ্ (শিষ্য) না মিলে এক।" ভাগবতে (একাদশ।৭।৩৩—৩৫) ইহার একটী উদাহরণ আছে।

ধর্ম্মপরায়ণ যদু একদিন কোন অবধূত যুবাকে বালকের ন্যায় আনন্দে বিচরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এরূপ বিমলানন্দ কোথা

হইতে প্রাপ্ত ? কে তোমার শিক্ষক ? ব্রাহ্মণ যুবক বিনীত ভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, "মহারাজ, (১) পৃথিবী, (২) বায়ু, (৩) আকাশ, (৪) অপ, (৫) অগ্নি, (৬) চন্দ্রমা, (৭) রবি, (৮) কপোত, (৯) অজগর, (১০) সিন্ধু, (১১) পতঙ্গ, (১২) মধুকৃৎ, (১৩) গজ, (১৪) মধুহা, (১৫) হরিণ, (১৬) মীন, (১৭) পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যা, (১৮) কুরু. (১৯) অর্ভক, (২০) কুমারী, (২১) শরকৃৎ, (২২) সর্প, (২৩) ঊর্ণনাভি এবং (২৪) পেশকৃৎ আমার এই চতুর্ব্বিংশতি গুরু।* ইহাঁদের আচরণ দ্বারা আমি আমার গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য শিক্ষা করিয়াছি, যাহার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন ;—

[১] দৈবের বশীভূত ভূতগণ কর্তৃক পীড়িত হইলেও পণ্ডিতগণ সুপথ ভ্রষ্ট হইবেন না। "পৃথিবীর" নিকট ইহা শিক্ষা হয়। বাত, বর্ষা, তাপ, হিম কিছুতেই সর্ব্বংসহা ধরিত্রী বিচলিত হন না।

[২] সমদর্শী যোগিগণ সংসারমধ্যে পার্থিব দেহ সকলে প্রবিষ্ট থাকিলেও সেই সকল দেহের ধর্ম্ম সংযুক্ত হইবেন না। গন্ধবহনকারী "বায়ুর" ন্যায় দেহকে ধারণ করিবেন মাত্র।

[৩] মুনিগণ জড় দেহান্তর্গত হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানে আত্মার নিঃসঙ্গতা চিন্তা করিবেন। যেমন "আকাশ" বায়ুচালিত মেঘাদির সহিত সংযুক্ত হয় না, আত্মা পুরুষও তেমন দেহাদির সহিত সংস্পৃষ্ট হন না।

---

* পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্ব্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥

[৪ নির্ম্মল, স্বভাব-শীতল, মধুর, এবং তীর্থস্বরূপ মুনিগণ, দর্শন স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা "আপ" [জলের] সদৃশ জগৎ পবিত্র করেন।

[৫] জ্ঞানাধিক্য বশতঃ তেজস্বী, এবং তপঃপ্রদীপ্ত সংযতাত্মা মুনিগণ "অগ্নির" ন্যায়, সর্ব্বভোজী হইয়াও অপবিত্র হন না। অগ্নির ন্যায় কখন প্রচ্ছন্ন, কখন প্রকাশিত থাকিয়া মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া, দাতাগণের নিকট ভোজন করেন। অগ্নি যেমন পরের ইচ্ছায় হবির্গ্রহণ করেন, মুনিগণ সেইরূপ দাতৃগণের ইচ্ছায় তাঁহাদের দত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন; তদ্দ্বারা তাঁহাদের পাপস্পর্শ হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি প্রবেশের ন্যায় আত্মা নিজ মায়া দ্বারা সৃষ্ট এই বিশ্ব মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎস্বরূপে প্রবর্ত্তিত হয়।

[৬] যেমন চন্দ্রকলা সকলের হ্রাস ও বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু "চন্দ্রমা"র হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তেমনি জন্ম অবধি শ্মশান পর্য্যন্ত অবস্থা সকল—দেহের; ঐ সকল পরিবর্ত্তন আত্মার নহে।

[৭] "রবি" যেমন যথাকালে জলগ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন, তেমনি যোগিগণও ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় সকলের গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন। সূর্য্যের ন্যায় আত্মা একই। উপাধি সকলে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থূলবুদ্ধিগণ কর্ত্তৃক তদ্গত বলিয়া দৃষ্ট হন।

[৮] কেহ এই সংসারে অতি-প্রসঙ্গ (যত্নাদি) করিবেন না; করিলে অল্পবুদ্ধি "কপোতের" ন্যায় দুঃখ পাইবেন। কোন এক কপোত বনমধ্যে এক বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া পরমসুখে ভার্য্যার সহিত বাস করিত। সাধ্বী কপোতী যথাকালে কয়েকটী অণ্ড প্রসব করিল। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সেই অণ্ডগুলি হইতে কয়েকটী পক্ষী উৎপন্ন হইল। কপোত কপোতী আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে স্বযত্নে পোষণ করিতে লাগিল। একদিন এক ব্যাধ আসিয়া কপোত সন্তানদিগকে জালবদ্ধ করিলে, কপোত ও কপোতী

মনের দুঃখে নিজারাও স্বেচ্ছায় ব্যাধের জালে পতিত হইল। বিবেক বৈরাগ্যহীন সাধারণ ভাবের সংযমী মনুষ্য এইরূপ মোহযুক্ত কপোতের ন্যায় কুটুম্ব পোষণ করতঃ ভাগ্য বিপর্য্যয়ে দুঃখিত হইয়া দেহাদির সহিত অবসন্ন হয়। উদ্ঘাটিত-মুক্তিদ্বার-স্বরূপ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও কপোতের ন্যায় যাহারা অযথা গৃহাশক্ত হয়, তাহাদিগকে আরূঢ়চ্যুত (উচ্চে আরোহণের পর পতিত) কহে।

[৯] দেহীদিগের কামনা জনিত কর্ম্মের ফলে সুখভোগ স্বর্গে হয়, দুঃখ-ভোগ নরকে হয়; সুতরাং পণ্ডিতগণ সকাম কর্ম্মের ইচ্ছা করেন না। উদাসীনেরা "অজগরের" বৃত্তি অবলম্বন করতঃ, সুমিষ্ট হউক বা বিরস হউক, অধিক হউক বা অল্পই হউক, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত গ্রাস ভক্ষণ করিবেন। যদি গ্রাস উপস্থিত না হয়, তবে দৈবই সকলের দানকর্ত্তা বিবেচনা করিয়া অজগরের ন্যায় নিরাহার ও উদ্যোগশূন্য হইয়া থাকিবেন।

[১০] মুনিগণ "সিন্ধুর" ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর দুরবগাহ অনতিক্রমণীয় হইবেন। নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ সমুদ্রের ন্যায় কিছুর প্রাপ্তিতে বা অপ্রাপ্তিতে পরিবর্ত্তিত হন না।

[১১] মূর্খ ও অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ মায়া রচিত স্ত্রী, ভোজ্য ও বস্ত্রাদিতে উপভোগ বুদ্ধিতে লুব্ধচিত্ত হইয়া অগ্নিতে ও মধুতে "পতঙ্গের" ন্যায় পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়।

[১২] যাহাতে গৃহপীড়ন (গৃহস্থদিগের ভার বোধ) না হয়, অথচ দেহ-ধারণ হয়, মুনিগণ সেইরূপে অল্প অল্প ভোজন "মধুকরের" বৃত্তি (মাধুকরী) অবলম্বনে করিবেন। মৌমাছি যেমন সকল পুষ্প হইতে মধুসংগ্রহ করে পণ্ডিতগণ তেমনি সকল শাস্ত্র হইতেই সার গ্রহণ করিবেন।

[১৩] যুবতী স্ত্রীলোককে, এমন কি কাষ্ঠময়ী যুবতীমূর্ত্তিকেও, নিজের হিতাভিলাষিগণ হস্ত দূরে থাকুক পাদদ্বারাও স্পর্শ করিবেন না। যুবতী

স্পর্শ করিলে করিণীর অঙ্গ সঙ্গে "গজের" ন্যায় বদ্ধ হইবেন।

[১৪] ভিক্ষুক উদরকে মাত্র পাত্র করিবেন। সঞ্চয় করিবে না। সঞ্চয়কারী মধুমক্ষিকাগণ "মধুহা" হস্তে সঞ্চিত দ্রব্যসহ নষ্ট হয়।

[১৫] যতিগণ কখন গীত শ্রবণ করিবেন না; করিলে ব্যাধের গীতে মোহিত "হরিণের" ন্যায় বদ্ধ হইবেন।

[১৬] "মীন" যেমন টোপ দেখিয়া লোভে বড়িশদ্বারা বিদ্ধ হয়, তেমনি দুর্বুদ্ধি জীবগণ চঞ্চলা জিহ্বা দ্বারা রস সকলের আস্বাদন লোভে বিমোহিত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। যে রসনা দমন করিতে পারে না, তাহার জিতেন্দ্রিয় হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

[১৭] পূর্ব্বকালে বিদেহ নগরে "পিঙ্গলা" নাম্নী এক বেশ্যা ছিল। একদা সেই স্বৈরিণী উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে ভূষিতা হইয়া বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, কোন ধনী আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে প্রচুর অর্থদান করিতে পারে। অনেক লোক পথ দিয়া চলিয়া গেল কিন্তু সে রাত্রে পিঙ্গলার নিকট কেহ আসিল না। সে দুরাশায় গতনিদ্রা হইয়া কখন গৃহমধ্যে যাইতে থাকিল কখন বা বহির্দ্দেশে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি জাগরণে ও ধনলালসার অতৃপ্তিতে তাহার বদন মণ্ডল শুষ্ক এবং মন একান্ত দুঃখিত হইল। এই অবস্থায় তাহার পরম সুখাবহ নির্ব্বেদ জন্মিল। নির্ব্বেদই আশানাশক খড়্গ। যাহার নির্ব্বেদ জন্মে নাই, সেই ব্যক্তি কখনই দেহবন্ধন ছেদন করিতে পারে না। পিঙ্গলা কহিল, "আমি মন বশীভূত করিতে পারি নাই—আমি কি মন্দ বুদ্ধি! আমি নিত্যরাজ্যপ্রদ পরমধনপ্রদ এই পরমাত্মা পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ ভয় মনঃপীড়া শোকমোহপ্রদ সামান্য নরের ক্রীতদেহা হইয়া তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করিতেছি। তিনিই দেহিগণের মিত্র প্রিয়তম ও আত্মা। তিনি আজ কৃপা করিয়া তাঁহার চরণে মন ফিরাইয়া দিয়াছেন।"

শান্তিপ্রাপ্ত পিঙ্গলা তখন সুখে নিদ্রা গেল এবং পরে তীর্থবাস করিল।

[১৮] যে "কুরু" পক্ষী আমিষ সংগ্রহ করে, তাহাকে অপর আমিষহীন কুরু পক্ষীরা সেই আমিষ জন্য আক্রমণ করিয়া বধ করে। সেই কুরু পক্ষী যদি আমিষ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে কোন দুঃখ কষ্ট থাকে না, শান্তিলাভ করে। বস্তুর সহিত আসক্তিই দুঃখের কারণ।

[১৯] আমি আপনা আপনিই ক্রীড়া করি এবং আপনাতেই আসক্ত হইয়া "অর্ভকে"র ন্যায় (বালকের ন্যায়) সংসারে বিচরণ করি। অজ্ঞ বালক এবং গুণাতীত ব্যক্তি উভয়েই সংসার মধ্যে চিন্তাহীন এবং পরমানন্দময়।

[২০] কোন সময়ে কতকগুলি ব্যক্তি একজন ভদ্র লোকের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গৃহে এক "কুমারী" ভিন্ন কেহ উপস্থিত না থাকায় কুমারী নিজেই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করে। অতিথিগণের আহারের জন্য শালীধান্য কুটিতে প্রবৃত্ত হইলে কুমারীর হস্তস্থিত চুড়ি সকলের শব্দ হইতে লাগিল। কুমারী সেই শব্দ লজ্জাজনক মনে করিয়া এক এক করিয়া ক্রমে ক্রমে চুড়ি খুলিয়া ফেলিতে লাগিল। যখন প্রত্যেক হস্তে দুইগাছি করিয়া অবশিষ্ট রহিল তখনও কিছু শব্দ হইতে লাগিল দেখিয়া সে আরও এক এক গাছি চুড়ি খুলিয়া ফেলিল। একগাছি হইতে আর কোন শব্দ হইল না। আমি লোকতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত লোক সকল পর্যাটন করিতে করিতে সেই কুমারীর নিকট ইহাই শিক্ষা করিয়াছি, যে বহুজনে বা দুইজনে একত্র অবস্থিতি করিলে কলহ উপস্থিত হয়। সুতরাং কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় একাকীই অবস্থান করিবে এবং মনকে একই বিষয়ে সংযুক্ত রাখিবে।

[২১] যেমন বাণ নির্ম্মাণে নিবিষ্টচিত্ত "শরকৃৎ" পার্শ্বে গমনকারী রাজাকেও জানিতে পারে নাই, সেইরূপ একাগ্র চিত্তকে সমাধিতে আবদ্ধ করিলে বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কিছুই জানিবে না।

[২২] "সর্পের" ন্যায় অসহায়, গৃহহীন, সাবধান, গুহাশায়ী, অলক্ষ্য ও

মৌনা হইবে। গৃহারম্ভ মনুষ্যের দুঃখের কারণ এবং নিষ্ফল! সর্পসকল পরগৃহেই প্রবেশ করিয়া সুখে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

[২৩] যেমন "উর্ণনাভ" হৃদয় হইতে মুখদ্বারা ঊর্ণা বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে—মহেশ্বরও সেইরূপ সৃষ্টি করিয়া তাহা পুনরায় গ্রাস করিয়া থাকেন।

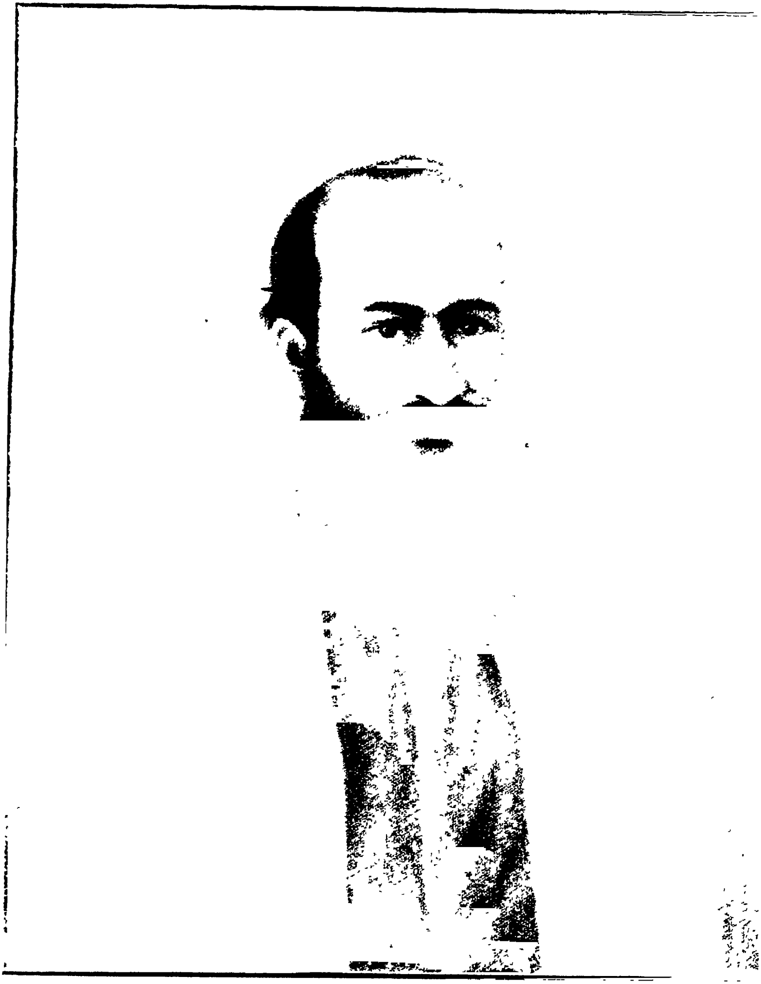
[২৪] যেমন তৈলপায়িকা [তেলাপোকা বা আরসুলা] "পেশস্কৃৎ"কে [কাঁচপোকাকে] ধ্যানকরতঃ তৎকর্ত্তৃক ভিত্তি মধ্যে প্রবেশিত হইয়া পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহারই সরূপতা-লাভ করে বলিয়া কথা আছে, সেইরূপ দেহিগণ স্নেহ, দ্বেষ বা ভয় হেতু মনোনিবেশ পূর্ব্বক যাহারই চিন্তা করিবে তাহারই সারূপ্য লাভ করিতে পারে। এজন্য সর্ব্বদা আনন্দের চিন্তাই একমাত্র আনন্দের পথ।

—একাধারে সমস্ত শক্তি পরিস্ফুট হইতে প্রায়ই দেখা যায় না ব'লয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে আদর্শের উপাদান সংগ্রহ না করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ পাওয়া যাইবে না। এইজন্যই উপগুরুর প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—"এক গুরুর নিকট হইতে কখনও সুস্পষ্ট সুস্থির জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।"

১৪১। স্মৃতিশক্তি ৺মহেন্দ্রদেব মুখোপাধ্যায়।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রথমজাত সন্তান ৺মহেন্দ্রদেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন :—

"আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺মহেন্দ্র দেব দ্বাদশ বর্ষ বয়সে গিয়াছে। তাহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। তাহার শেষ পাঠ ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম প্রতিজ্ঞা। আমি অন্ধকারে তাহার হাত লইয়া আপনার অঙ্গুলি দ্বারা ঐ পঞ্চম প্রতিজ্ঞার চিত্র প্রস্তুত করিয়া প্রতিজ্ঞার প্রমাণ বলিয়া দিয়াছিলাম। তাহাতেই প্রতিজ্ঞাটী পরিষ্কার রকম বুঝিয়াছিল; আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই।



৺ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

"উহার পাঠাভ্যাস প্রণালী এইরূপ ছিল ;—আমার সম্মুখে পাঠ্য পুস্তকটা খুলিয়া দিত আমি পড়িয়া যাইতাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কঠিন শব্দের অর্থ এবং বৈয়াকরণ অন্বয় বলিয়া দিতাম। সে তন্মনস্ক হইয়া শুনিত, তাহার পর পুস্তক বন্ধ করিয়া খেলা করিতে যাইত। পাঠ যতই কঠিন থাকুক উহাতেই তাহার আয়ত্ত হইত।

"প্রতিদিন স্কুল হইতে আসিলে কেমন 'প্লেস' রাখিয়াছিলে জিজ্ঞাসা করিতাম। সে প্রায়ই 'ফার্ষ্ট' থাকিত। যদি কোন দিন সেকেণ্ড কি থার্ড থাকিত এবং তাহা শুনিয়া আমি কিছু ক্ষুব্ধ হইতাম, তবে বলিত 'আর কেহ কি ফার্ষ্ট থাকিবে না ?—থাকুক না বাবা !'

"একদা তাহাকে রেল গাড়ীর এক কামরায় তুলিয়া দিয়া আমি অন্য কামরায় ছিলাম। উহার কামরায় ৺রাম গোপাল ঘোষের জামাতা বীরনারায়ণ বাবু উঠিয়াছিলেন। তিনি উহার সহিত কথা কহিয়া এত প্রীত এবং চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, 'এমন ছেলে কোথাও কখন দেখি নাই।'

"আমার আদেশ অনুসারে 'আলফ্রেডের জীবন চরিত' বলিয়া এক খানি কাগজ লিখিয়াছিল। লেখাটা বেশ সুপ্রণালী পূর্ব্বক হইয়াছিল। একটীও ভুল হয় নাই। পাছে সেখানি থাকিলে আমার দুঃখ বাড়ে এই মনে করিয়া ঐ কাগজটী নষ্ট করা হইয়াছে। নষ্ট করা ভাল হয় নাই—নষ্ট করায় দুঃখ কম হয় নাই—সে যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এটা অধিকতর দুঃখ। এই মনে করিয়াই তাহার কথা গুলি লিখিলাম।"

১৪২। স্থিরবুদ্ধি ও আজ্ঞাপালন ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়

পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ৺গোবিন্দ দেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,—

"[ক] শ্রীমান্ গোবিন্দের ন্যায়পথে অবিচলিত বুদ্ধি বাল্যাবধিই একটু

হইয়াছে। যখন হুগলী কলেজের নিম্ন শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন স্ফূর্ত্তি খেলাইবার জন্য ঐ কলেজের লাইব্রেরিয়ান চেষ্টা করে। অনেক ছাত্র এবং কোন কোন শিক্ষক পয়সা দিয়া স্ফূর্ত্তির টিকিট ক্রয় করেন। কিন্তু গোবিন্দ তাহা করিতে সম্মত হয়েন নাই। তজ্জন্য অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বালক স্থির প্রতিজ্ঞই রহিয়াছিল এবং পরিশেষে কোন শিক্ষক তাহার প্রদর্শিত যুক্তি অকাট্য বলিয়া স্বীকার করিলে তাহারই জয় হইল।

"[খ] শ্রীমান গোবিন্দ তাহার শিক্ষক টম্‌সন্ সাহেবের সহিত যে কথা লইয়া তর্ক করিয়াছিলেন, তাহাতেও বালকের ন্যায়পরতা-বোধ অতি প্রোজ্জ্বলরূপে দৃষ্ট হয়। সাহেব মাষ্টার ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন যে শ্রেণীর মধ্যে যদি একজনও পাঠ বলিতে না পারে, সমস্ত শ্রেণীর বালকদিগকে দণ্ড-গ্রহণ পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। শ্রীমান এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন।

"[কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি টমসন সাহেব বলিতে পারিতেন যে তোমাদের পরস্পর সাহায্য প্রদান উচিত এবং সেই ঔচিত্যের পরিহার কর বলিয়াই তোমরা একের দোষে সকলেই দণ্ডার্হ, তাহা হইলে তাঁহার ছাত্রদিগের বালক কাল হইতে সহানুভূতির ঔচিত্য বোধটী অধিকতর হৃদয়ঙ্গম হইত সন্দেহ নাই। বালকদিগের নিজেদের আইনমত অধিকারের অপেক্ষা অপরের প্রতি ধর্ম্মসঙ্গত কর্ত্তব্যের উপর অধিকতর দৃষ্টি পড়িত।]

"(গ) শ্রীমানের অতি নিশ্চল স্থৈর্য্যের চিহ্ন অতি বাল্যকাল হইতে দেখা গিয়াছিল। যখন প্রথম ঘোড়া চড়িতে শিখেন সহিসকে বলা হইয়াছিল সে অশ্বের রজ্জুটী স্বহস্তে রাখিয়া আস্তে আস্তে ঘোড়াকে চলাইয়া লইবে। প্রথম দিনেই সহিস ইহার অন্যথা করিয়া বালককে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া রজ্জু ছাড়িয়া দেয়। অশ্বটী অতিবেগে বালককে পৃষ্ঠে করিয়া দৌড়ায়। কিন্তু

বালক নির্ভীক এবং স্থির হইয়া থাকে। অনন্তর বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্বের গলা ধরিয়া থাকে; তৎপৃষ্ঠ হইতে পতিত হয় নাই বা আর্ত্তনাদও করে নাই।

"(ঘ) শ্রীমানের মনের স্থৈর্য্য যেমন অধিক তাঁহার শরীরের স্থৈর্য্যও তদনুরূপ। আমি যখন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পাড়িয়া রুগ্নশয্যায় শয়ান ছিলাম তখন আমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের শক্তি ছিল না। আর কেহ আমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইতে পারিত না। কিন্তু শ্রীমান সাহজিক সহানুভূতির বলে আমার কোথায় কিরূপ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা বুঝিয়া স্থির দৃষ্টি এবং অবিচলিত হস্ত সাহায্যে আমার পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি করাইয়া দিতেন। আমার কোন ক্লেশানুভব হইত না। সুপুত্রের সেবা যে কেমন পদার্থ তাহা আমি শ্রীমানের স্থানে প্রাপ্ত সেবা হইতেই জানিয়াছি।

"(ঙ) শ্রীমানের স্থৈর্য্য ধৈর্য্য বিবেক এবং আজ্ঞাপালন শক্তির চরম দৃষ্টান্তটী না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। তাঁহার প্রথম জাত সেই দেবতুল্যরূপ 'নরদেব' তাঁহার কত আদরের ধন। যখন কলিকাতায় সে গেল, আমি বাটী আসিয়া বলিলাম, 'বধুমাতাকে লইয়া তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আইস, কিন্তু বধুমাতা অন্তর্ব্বত্নী; এ অবস্থায় এই সাংঘাতিক দুঃসমাচার তাঁহাকে দিওনা। আপনার মুখমণ্ডলে দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ হইতে দিওনা।' শ্রীমান তাহাই করিলেন। 'ন ময়া লক্ষিতস্তস্য স্বল্পোঽপ্যাকার বিভ্রমঃ।' রাজ্য পাইবে না বনে যাও—দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা মাত্র বলিয়াছিলেন। আমি আমার গোবিন্দ দেবকে তাহা অপেক্ষা কঠিনতর অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম,—'তোমার পুত্রটী গিয়াছে, মুখে শোকের চিহ্নমাত্র আসিতে দিওনা।'

"(চ) শ্রীমান গোবিন্দ দেবের ধৈর্য্যশীলতা, জিতেন্দ্রিয়তা এবং তপস্যা-পরায়ণতা যে অসাধারণ তাহা তাঁহার বক্ষার স্থিতি কান্ধের ব্যবহার স্মরণ

করিলেই অবগত হওয়া যায়। ইংরাজী ১৮৮৩।৮৪ অব্দে তিনি বক্সারে থাকেন। ঐ সময় তাঁহার মধুমেহ পীড়ার শঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় ব্যবস্থা করা হয় যে, একবৎসর জল লবণ মিষ্ট দ্রব্যাদি ত্যাগ করিবেন এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ সংযতাচারে থাকিবেন। তিনি বর্ষাধিক কাল ঐ ব্রত দৃঢ় ভাবে পালন করিয়াছিলেন; মধুমেহের সকল চিহ্নই তাঁহার শরীর হইতে গিয়াছিল। শরীর পুষ্ট হইয়াছিল এবং প্রস্রাব পরীক্ষায় চিনি দেখা যায় নাই। আমার পরিচিত অপর কোন ব্যক্তি সে রূপ কঠিন ব্রত পালন করিতে পারেন বলিয়া আমার বোধ নাই। অনুমান হয় আমার পিতৃদেব পারিতেন।"

১৪৩। দীর্ঘসূত্রতা — অসত্যাচরণ।

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পঞ্জিকা দেখিয়া কার্য্য করার অভ্যাস ছিল। আলস্যনাশ ও নিয়মানুগামিতার স্থাপন এতদ্দ্বারা অনেকটা হইয়াছিল। এখন উহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা এখনও ঠিক মুহূর্ত্ত দেখিয়া সন্ধি পূজার ব্যবস্থা করান, ঠিক লগ্নে বিবাহাদি দেওয়ান, বারবেলা প্রভৃতি বাছিয়া কোথাও যাত্রা করেন, তাঁহারাও সাধারণতঃ ঠিক সময়ে কথামত দেখা সাক্ষাৎ বা কাজ কর্ম্ম করেন না, এবং "আজ নয় কাল" বলিয়া অপরের সময় নষ্ট করিয়া দিতে লজ্জা বোধ করেন না। ইহার মূল আলস্য এবং সত্য রক্ষায় অমনোযোগ; সুতরাং ইহা খুবই দোষের অবস্থা।

(ক) কয়েক বৎসর হইল এক ব্যক্তি স্বদেশী বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল রেলওয়ে দিয়া তারকেশ্বর হইতে ফিরিয়াছিলেন। সে দিন তারকেশ্বর হইতে ট্রেণ ছাড়িবার নির্দ্ধারিত সময় আধ ঘণ্টা পার হইয়া গেলেও ড্রাইভার এবং গার্ড (দুইজনই বাঙ্গালী হিন্দু) পান তামাক খাইতেছেন ও গল্প করিতেছেন দেখিয়া উক্ত যাত্রী গার্ডকে বলিলেন, "মহাশয়, সঙ্গে মেয়ে ছেলে আছে; সেওড়াফুলি দিয়া এখানে আসিয়াছিলাম; শুধু সাধ করিয়া এই রেলে ফিরিয়া যাইতেছি; যদি মগরায় বড় লাইনের গাড়ী ধরিতে না পারি, আমাদের বড়ই

অসুবিধা হইবে। ট্রেণ-টাইম অনেকক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে।" গার্ড বলিলেন—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ট্রেণ ঠিক পাইবেন।" ইহার পরও পনর মিনিট ধরিয়া গল্প গুজব করিতে লাগিলেন। উহাঁরা একটুও বুঝিতে পারিলেন না যে, নির্দ্ধারিত সময়ে ট্রেণ না ছাড়াটাই বিসম দোষ, উহা "অসত্যাচরণ।" অবশেষে গার্ড এবং ড্রাইভার ট্রেণ ছাড়িলেন এবং একটু বেশী জোরেই গাড়ী চালাইলেন। মগরার কাছে কাছে গিয়া এঞ্জিনের সামনের চাকা রেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হালকা এঞ্জিন; চারিজন লোকে একটা কাঠ (স্লীপার) রেলের উপর পাতিয়া তাহার উপর দিয়া আর একটা কাঠ এঞ্জিনের তলায় লাগাইয়া চাড়া দিতেই এঞ্জিনের চাকা পুনর্ব্বার রেলের উপর আসিয়া ঠিক বসিল; কিন্তু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া লাইনের গাড়ী এই সব করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল এবং অনেক যাত্রীই রাত্রে কষ্ট পাইলেন।

(খ) এক সময়ে ঐ ব্যক্তি বখতিয়ারপুর-বেহার লাইট-রেলওয়ে দিয়া বেহার যাইতেছিলেন। ওয়েনা ষ্টেশনে গার্ড ট্রেণ ছাড়িবার জন্য পুনঃ পুনঃ হুইসেল দিলেও ড্রাইভার গাড়ি ছাড়িল না। তখন অগত্যা গার্ড এঞ্জিনের কাছে গেলেন। ড্রাইভার তখন প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া ভিস্তির গুড়্‌গুড়িতে তামাক খাইতেছিল। গার্ড উহাকে ভর্ৎসনা করায় পরস্পরে সম্পর্ক পাতাইয়া বেশ গালিগালাজ হইল! দীর্ঘসূত্রতা, অসত্যাচরণ এবং আদেশ অমান্যের সহিত ইতর ভাষায় সম্মিলন হইল! এ ক্ষেত্রে দুইজন কর্ম্মচারীই বিহারী মুসলমান ছিলেন।

(গ) অনেক বৎসর হইল ঐ ব্যক্তি একদিন কলিকাতায় গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে বৈকালের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনটার সময় অভিনয় আরম্ভ হইবার কথা; সেদিন পাঁচটায়ও আরম্ভ হয় নাই।

দর্শকগণ অসহিষ্ণু হইয়া "ম্যানেজার, ম্যানেজার" বলিয়া চীৎকার

করিতেছেন ; হঠাৎ শিস দিয়া যবনিকা (ড্রপসিন) উঠিয়া গেল। ম্যানেজার বাবু—টেড়িকাটা কোঁচান চাদর গলায়, বেশ সুপুরুষ—রঙ্গমঞ্চে দণ্ডায়মান! কি বলেন শুনিবার জন্য সকলেই কৌতূহল পরবশ হইয়া চুপ করিল। ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, এই থিয়েটার আপনাদের জাতীয় পদ্ধতি অনুসারে আপনাদের স্বজাতীয়দিগের পরিচালিত। এদেশে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিতেরা তিনটার সময় আইসেন ; সুতরাং তিনঘণ্টার তফাৎ এদেশে ধর্ত্তব্যই নয়। তিনটার সময় অভিনয় আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল সত্য ; কিন্তু যখন ছয়টা এখনও বাজে নাই তখন আপনারা এখন হইতেই এত উতলা হইতেছেন কেন? এটাত লুইসের চৌরঙ্গী থিয়েটার নয় যে, নয়টা বলিলে ঠিক নয়টা। এ যে আপনাদের গ্রেট—ন্যাশানাল—থিয়েটার! অতএব মহোদয়গণ! কু-রু-ধৈ-র্য্যং।"

লোকে এই সকল কথা থিয়েটারের প্রহসন হিসাবে ধরিয়া লইয়া খুব হাসিল এবং "এন্‌কোর" "এন্‌কোর" বলিয়া চীৎকার করিল ; কি এ সকলের সহিত ডাকগাড়ির কাল্‌কা হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত ষ্টেশন সকল ঠিক সময়ে পার হওয়ার তুলনা করিয়া ভাবা উচিত!

ইউরোপীয়েরা সময়ে আহার করেন, সময়ে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, সময়ে কমিটীতে উপস্থিত হন ; যখন যাহা স্বীকার করেন সময়মতই তাহা করিয়া থাকেন। এই সকল সত্যাচরণের ফলে অনেক কাজ নির্ব্বিঘ্নে ঘটে। কার্য্যের ভারও পৃথিবীর সর্ব্বত্র উহাঁদেরই হস্তে যাইতেছে।

ষড়্ দোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রাতন্দ্রা ভয়ং ক্রোধং আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

১৪৪। সময় ঠিক রাখা মিঃ অ্যাডাম্‌স।

সুপ্রসিদ্ধ মার্কিণ রাজনৈতিক মিঃ অ্যাডাম্‌স কংগ্রেসে ঠিক নির্দ্ধারিত মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইতেন। হলের ঘড়ির ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইতেই

তাঁহাকে দেখা যাইত। একদিন কংগ্রেসের ঘড়িতে অধিবেশনের নির্দ্ধারিত সময়ে ঘড়ি বাজা শেষ হইল, অথচ মিঃ অ্যাডাম্‌সের দেখা নাই। সকলেই মিঃ অ্যাডাম্‌সের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবিলম্বেই মিঃ অ্যাডাম্‌স আসিলেন এবং নিজের ঘড়ি খুলিয়া একজন কর্ম্মচারীকে সময় দেখাইয়া নিজ স্থানে গিয়া বসিলেন। অধিবেশন শেষে কর্ম্মচারী সভ্যগণকে বলিতে বাধ্য হইলেন, "অনুসন্ধানে জানিলাম যে কংগ্রেসের ঘড়ি এক মিনিট ফাষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মিঃ অ্যাডাম্‌স ঠিক সময়েই আসিয়াছিলেন। ঘড়ির কাঁটার অপেক্ষাও তাঁহার উপর সময় সম্বন্ধে অধিক নির্ভর করা যায়।"

১৪৫। সময় ঠিক রাখা ওয়াশিংটন।

মার্কিন যুক্তরাজ্যের স্থাপয়িতা মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সেক্রেটরী তাঁহার নিকট নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে দুইদিন একটু একটু বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং দু দিনই বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ঘড়ি ঠিক ছিল না সেইজন্য বিলম্ব হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন ওয়াশিংটন বলেন, "ভাই! এ ভাবে আর চলিবে না; হয় তুমি একটী নূতন ঘড়ি সংগ্রহ কর; নয় আমি একজন নূতন সেক্রেটরীর সন্ধান করি।"

১৪৬। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অপব্যয়।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র যখন হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন ৺বঙ্কিম বাবু এবং ৺গৌরদাস বসাকও তথায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। কাছারী বন্ধ হইবার পর এক এক করিয়া তিন জনেই ভাড়াটে গাড়ী ডাকাইয়া রওনা হইলেন। ঐ দিন পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র কোন কার্য্যের জন্য রেভেনিউ বোর্ডে গিয়াছিলেন; তথায় অনেকটা দেরী হওয়ায়, সময় হিসাবে গাড়ী ভাড়া ২।• টাকা পড়ে। পূজ্যপাদ মহাশয়ের পুত্রেরা মাসের শেষে তাঁহাকে খরচের খাতার নকল পাঠাইয়া দিতেন। উহা চুঁচুড়ার বাড়ীর সাংসারিক খরচের খাতায়

আঁটা হইত। ঐ হিসাবে গাড়ী ভাড়া ২৷৹ দেখিয়া পূজ্যপাদ মহাশয় আপত্তি করিলে পুত্র বলিলেন, "হাঁটিয়া হাবড়ার পুল পার হইয়া ট্রামওয়ে করিয়াই কলিকাতার কাজে অন্য দিন যাই, কিন্তু ঐ দিন দুইজন ডেপুটী গাড়ী ডাকানয় তাঁহাদের সমক্ষে আমিও গাড়ী ডাকাইয়া ফেলিয়াছিলাম।" পূজ্যপাদ মহাশয় তখন আর কিছুই বলিলেন না। পর বারের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতে ফিরিয়া আসার পর যখন পিতা পুত্রে চুঁচুড়ার বাড়ীতে দেখা হইল, তখন জানাইলেন যে, সে দিন তিনি সেই বয়সে হাবড়ার পুল হাঁটিয়া পার হইয়া ট্রামওয়ে করিয়া ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে গিয়াছেন এবং খরচ বাঁচাইয়াছেন। বলিলেন "অপ্রয়োজনীয় ব্যয় মাত্রই অপব্যয়।"—পুত্রের সকল ভ্রম কাটিয়া গেল।

ঐ সময়ে তিনি আরও বলিলেন "নিজের শরীরের উপর ব্যয় সঙ্কোচে লজ্জার কারণ নাই। সৎপথে—নিবৃত্তির পথে—যখন চলিবে তখন নিন্দা বা লোকলজ্জার ভয় করিতে নাই। সেখানে বরং যাহাতে সাধারণের মত সৎপথে যায়, সে জন্য চেষ্টা করিতে হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি রেলওয়েতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যান কেন?"—উত্তর "চতুর্থ শ্রেণী নাই বলিয়া।" ইহাতে ধনী ইংলণ্ডের অনেক উপকার হইয়াছে—আর আমরা দরিদ্র সাবেক মোটা চাল চলন ছাড়িয়া "কাঙ্গালের ঘোড়ারোগে" পড়িতেছি। চটী পায়ে দোবজা গায়ে পদব্রজে আগত পবিত্র চরিত্র মহাপণ্ডিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পায়ে ধনীর মস্তক অবনত হওয়াই এ দেশের আদর্শ ছিল,—বিদ্যা ও পবিত্র চরিত্রই এদেশে মান্যের স্থান ছিল।"

১৪৭। পণ্ডিতের সম্মান ও সাহায্য বিশ্বনাথ ফণ্ড।

পূজ্যপাদ ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পাইকপাড়া রাজবাটী হইতে বার্ষিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ ছিল। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে যে সিধা আসিত এবং অন্যত্র নিমন্ত্রণের বিদায় যাহা পাইতেন তাহাতে

সাধারণতঃ সংসার চলিয়া যাইত; কিন্তু পুত্রের ঈপ্সিত ইংরাজী শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে ঐ পঞ্চাশ টাকা তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। বাঙ্গালায় সংবাদপত্র প্রচার আরম্ভ হইলে ঐ রাজবাটীর কেহ বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, "একটা নূতন কিছু করো" এই বিধির বশবর্ত্তী হইয়া, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজবাটী হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন তাঁহারা যেন ৺শারদীয় পূজার পরের দ্বাদশীর দিন বৃত্তি লইয়া যান; বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে গেলে একটু অসুবিধা হয়।

এই বিজ্ঞাপনের কথা শুনিয়া তেজস্বী তর্কভূষণ মহাশয় ঐ বৃত্তি লইতে আর কখন যান নাই। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, যে ইহা ঢেঁটরা দিয়া কাঙ্গালী বিদায়ের জন্য কাঠগড়ায় পোরার অনুরূপ ব্যবস্থা; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গেলে বাড়ী পবিত্র হইল বলিয়া বোধ না হইয়া যে বাড়ীতে কোনরূপ অসুবিধা বোধ হয়, সে বাড়ী প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পদার্পণের উপযুক্ত স্থান নহে—তাহা ভক্তিমান্ হিন্দুর বাড়ী নয়। তিনি ঐ কথা পাইকপাড়ায় জানান নাই বা সাধারণতঃ কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ঐ বৃত্তি ত্যাগ করায় তাঁহার সাংসারিক কষ্টের পরিসীমা ছিল না।

বাল্যকালের এই ঘটনাটী পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়ে বরাবরই জাগরুক ছিল। উত্তরকালে গভীর স্বদেশহিতেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া তিনি সনাতন-ধর্ম্মের মহোচ্চশিক্ষার জীবন্ত আদর্শ স্বরূপ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণপণ্ডিতের রক্ষার সহায়তার জন্য এক লক্ষ ষাট হাজার টাকার সম্পত্তি দিয়া তাঁহার পিতার নামে "বিশ্বনাথ ফণ্ড" স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার ন্যায় কতকগুলি জ্ঞানী, সাধক এবং আদর্শচরিত্র তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে বিদ্যমান থাকিতে হিন্দুয়ানী নষ্ট হইতে পারে না ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি উহাঁদের সাহায্য ও সম্মানার্থ বার্ষিক ৫০৲ টাকা "মনি-অর্ডার" দ্বারা দেশে বিদেশে অধ্যাপক পণ্ডিতদিগকে, তাঁহাদের

ঘরে ঘরে সিধা পাঠানর ন্যায়, পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার বাটীতে বা ট্রষ্টফণ্ডের আফিসে অধ্যাপকগণের আসিবার প্রয়োজনই রাখেন নাই। প্রথম বৎসরের বৃত্তি তালিকা "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশ করিবার জন্য যখন কর্ম্মচারী মুসবিদা করিয়া আনেন—"এ বৎসর যে যে অধ্যাপক মহাশয়-দিগকে বর্ষসাধা "বিশ্বনাথ বৃত্তি" দেওয়া গেল তাঁহাদের নাম ধাম নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে", তখন পূজ্যপাদ মহাশয় বলেন "দেওয়া গেল বলিয়া কি লিখিয়াছ? লেখ—'যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই বর্ষসাধা বিশ্বনাথ বৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন।' 'সর্ব্বংস্তু ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিৎ জগতিগতং'—ইহা মনুর উক্তি। তাঁহাদের জিনিষ তাঁহারা লইবেন; তাঁহাদের দিতে পারে এমন কে আছে?"

১৪৮। সত্যকথন সুলতান ও ফকির।

কোন প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী সুলতানের সহিত একজন ফকিরের হঠাৎ সাক্ষাৎকার ঘটে। ফকির বলিয়াছিলেন "ভাই! সকল মানুষেরই এমন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ এবং সাংসারিক কার্য্য পরিচালনা করা উচিত যে, কেহ কখন যেন তাহাকে ক্রুরমতি, স্বার্থপর বা পাপাত্মা বলিতে অধিকারী না হয়।" ইহাতেই অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান ঐ ফকিরের 'রাজোদ্রোহী-জিহ্বা' কাটিয়া দিবার আজ্ঞা করেন। তখন ফকির বলিয়াছিলেন, "হে প্রিয়! অপরের উপকারী কথা এবং সত্য কথা নির্ভয়ে বলা তপস্যার একটী অঙ্গ; সেই জন্যই ঐ কথাগুলি তোমাকে বলিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া লইয়াছি। যাঁহার সহিত কথা বার্ত্তায় জিহ্বার আবশ্যক হয় না, যাঁহার কাছে মনের নিবেদনে এবং প্রাণে যাঁহার উপলব্ধিতে অপার আনন্দ ভ হয় থন তাঁহার নিকট আমাকে, মৌনব্রত ধারণ করাইয়া সমর্পণ করা সম্বন্ধে তোমার এই প্রস্তাবে আমি কেন আপত্তি করিব? াাঅমর জিহ্বা এখনই কাটিয়া লও।"

১৪৯। দেশের উন্নতি আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের।

কথিত আছে যে ইউরোপীয়েরা যখন আমেরিকায় প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন আদিম আমেরিকদিগের একজন পরম স্বদেশভক্ত গোষ্ঠীপতিকে তাঁহারা ইউরোপে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের সভ্যতা এবং সমৃদ্ধি দেখিয়া দিবারাত্র ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন "হে জগদীশ্বর! আমার দেশও যেন এইরূপ হয়।" স্বপ্নে সর্ব্বদাই প্রত্যাদেশ পাইতেন "তাহাই হইবে।" বহুবর্ষ পরে তাঁহাকে আমেরিকায় ফিরিয়া লইয়া গেলে, তিনি দেখিলেন যে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় তাঁহার দেশে বসবাস করিতেছেন; ইউরোপের ন্যায় বন্দর ও নগর ও বাড়ী বাগান হইয়াছে; কিন্তু তাহার ত্রিসীমানার মধ্যে একজনও আদিম ইণ্ডিয়ানকে দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহারা দূরবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে বিতাড়িত! ক্ষোভে ভগবানের উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করিয়া বন্দী ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীপতি বলিতে লাগিলেন—"হায় ভগবান! এ কি হইল? আমার স্বজাতীয় সকলের আর দেখা নাই কেন? আপনার প্রত্যাদেশ যাহা পাইতাম তাহা মিথ্যা হইল কিরূপে?" সে রাত্রে প্রত্যাদেশ পাইলেন "তোমার দেশের অবস্থা ইউরোপের ন্যায় হয়, তুমি ইহাই চাহিয়াছিলে; দেশের অবস্থা ঠিক ইউরোপের মতই হয় নাই কি? তেমনি কফ, কলার, নেকটাই, হ্যাট, বুট, কোট-প্যাণ্টধারী, চপ-কুটলেট ভোজী অধিবাসী; তেমনি নগর বন্দর, রাস্তা-ঘাট, কলকারখানা, ঘর, বাড়ী ঘোড়া গাড়ী—এ সবই ত ঠিক ইউরোপের মত! তুমি কল্পনা চক্ষে দেশের জন্য যাহা দেখিতে এবং আমার নিকট চাহিতে তাহাই ত পাইয়াছ! শুধু 'দেশের' উন্নতি চাহিলে তাহাতে 'দেশীয়ের' প্রকৃত উন্নতি আসে না।"

আমরাও যেন "দেশের" উন্নতি মাত্র না চাই। তাহা চাহিলে শুধু রাস্তা ঘাট, কলকারখানা, বাটীঘর, সহর বন্দর বেশভূষা এদেশেরও আমেরিকার ন্যায়ই উন্নত হইতে দেখিতে থাকিব। আমরা যেন—"স্বদেশীয়ের ধর্ম্মোন্নতি"

মাত্র প্রার্থনা করিতে থাকি। তাহা হইলেই স্বদেশীয়েরা ক্ষুদ্রগৃহে, স্থূলবস্ত্রে ধান্য যব গোধূমশালী থাকিয়া এবং সুস্থদেহে ও সুস্থমনে 'ভাললোক' হইয়া ভারতের এই যুগ-প্রলয়েও বিলুপ্ত হইবে না। ধর্ম্মই রক্ষা করেন। বাহ্য সভ্যতা বিলাসিতার মূর্ত্তি বিশেষ। তাহা আভ্যন্তরিক উন্নতি ঘটাইয়া জাতীয় জীবনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে পারে না। ইউরোপীয়দিগের স্বজাতি প্রেম, দলবন্ধন ক্ষমতা, সমাজের জন্য আত্মত্যাগ, কার্য্যে উদ্যম ও সত্য-পালন এত অধিক যে ঐ সকল ধর্ম্ম প্রকৃত আভ্যন্তরিক শক্তি জন্মাইয়া "এতটা বাহ্যসভ্যতার বৃদ্ধি সত্ত্বেও" উহাঁদের "এখনও" চালাইয়া লইতে পারিতেছে।

১৫০। ব্রাহ্মণত্ব কিসে — লোমশ মুনির কথা।

লোমশ মুনির শরীরে বড় বড় লোম ছিল। তিনি ভগবানের আরাধনা করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন যে, ঐ লোম সকল যেন শরীর হইতে খসিয়া যায়। দৈববাণী হইল "ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন কর।" মুনি অনেক ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট খাইলেন; লোম খসিল না। পুনর্ব্বার আরাধনা আরম্ভ করিলেন; দৈববাণী হইল, "ব্রাহ্মণ-বংশীয়ের উচ্ছিষ্ট খাইলে কাজ হইবে না; ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা চাই; চণ্ডালপল্লীর হরিগতপ্রাণ হরিদাসের উচ্ছিষ্টে কাজ হইবে।" মুনি হরিদাসের নিকট উচ্ছিষ্ট যাচ্ঞা করিলেন; সে কোন মতেই তাহা দিতে স্বীকৃত হইল না; সপরিবারে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিল। অগত্যা মুনি একদিন হরিদাসের ভোজনের পর পরিত্যক্ত ভোজনাবশিষ্ট কতকগুলি অন্নকণা তুলিয়া গোপনে লইয়া গেলেন, এবং তাহা ভোজন ও গাত্রে লেপন করিলেন। লোম সকল ঝরিয়া গেল এবং সুন্দর সুস্থ দেহ হইল।

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি চণ্ডালাধমঃ॥"

"মুচি হলেও শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।"

সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

"যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।"

যাহাতে বৃত্ত বা সদাচার এবং চরিত্রের দৃঢ়তা লক্ষিত হয় সেই ব্রাহ্মণ।

১৫১। সম্মানার্হ কে? স্যর অ্যাশলী ঈডেনের উক্তি।

স্যর অ্যাশলী ঈডেন সাহেব যখন বাঙ্গালার ছোটলাট তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্ট ম্যাকট সাহেব দুঃখ করিয়া বার্ষিক রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "মুনসেফেরা ও সদরআলারা আমাকে সম্মান দেখাইতে আসেন না।" উত্তরে ঈডেন সাহেব গবর্ণমেন্ট রিজোলিউশনে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন যে "সম্মান" পদার্থটী দাবা করিয়া গবর্ণমেন্টের সাহায্যে বলপূর্ব্বক আহরণ করা যায় না। সম্মানের যোগ্য ব্যক্তি স্বতঃই সম্মান আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

পরবর্ত্তী ছোটলাটগণ অনেকেই লর্ড অকলণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নীলকরদিগের হস্ত হইতে দরিদ্র প্রজা রক্ষাকারী, ঈডেন সাহেবের ন্যায় স্পষ্টবাদিতা বা তেজস্বিতা দেখাইতে পারেন নাই। ঈডেন সাহেবের আমলের পরে গবর্ণমেন্টের দ্বারাই নিয়ম অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যে মুনসেফ ও সদর আলারা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেলাম করিতে যাইতে বাধ্য।

সে যাহা হউক ভারতের ব্রাহ্মণ এবং সৈয়দ সন্তানদিগের সম্মান জন্য সেরূপ রাজাদেশ প্রচারিত হওয়ার যখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন সম্মানের দাবী ছাড়িয়া দিয়া উহাদের আপনাপন চরিত্রগুণেই সম্মান আকর্ষণ চেষ্টা করা সুসঙ্গত। যে শ্রেণীর মধ্যে ভাল লোক অধিক সেই শ্রেণীরই সম্মান অধিক। এ বিষয়ে আরও প্রকৃত কথা এই, যে বাহ্য সম্মানাদির লোভ ছাড়িয়া দিয়া সকল মনুষ্যেরই—যে শ্রেণীর বা যে অবস্থার হউন না—নিজের আচার ব্যবহারের ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে রত থাকা উচিত। উহাতেই মনুষ্য সমাজের ক্রমোন্নতি সম্ভব। মহাবীর কর্ণ বলিয়া গিয়াছেন—

'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষং।'

সদালাপ।

১৫২। বিনয়ের কারণ. নিজের গুণ।

একদা কোন কৃষক ক্ষেত্রে গিয়া তাহার পুত্রকে দেখাইয়া দিয়াছিল যে, যে সকল গোধূমের দানা খুব পুষ্ট সেগুলি ভারে নত; যে গুলি খুব খাড়া সেগুলির শীর্ষে গোধূম কম—তুঁষ অধিক। সমকক্ষের নিকটে বিনীত থাকায় সৌজন্য। গুরুজনের সম্বন্ধে বিনয়ের অভাবে—এবং বিক্রম প্রকাশে আভ্যন্তরিক শক্তির ও হিতাহিত জ্ঞানের অভাবই দেখায়।

১৫৩। স্বাবলম্বনে রুচি ৺সোমদেব।

যখন তিন বৎসর মাত্র বয়স তখন দেশীয় প্রচলিত ছেলে ভুলান গল্প শুনিতে শুনিতে সোমদেব তাহার কিছু কিছু শিখিয়াছিল। প্রচলিত গল্পে আছে যে, এক বুড়ী লোকের চাউল ছাঁটিয়া যে ক্ষুদ পাইত তাহা খাইয়াই চালাইত। ঘরে একটা কলসীতে কিছু ক্ষুদ জমা করিয়াছিল; তাহা চোরে চুরি করায় সে রাজার কাছে পাঁচ পেয়াদার জন্য চলিল; পথে বলিতে লাগিল;—

আমি চালটী কাঁড়ি, ক্ষুদটী খাই, তাও নিয়ে যায় চোরে!
রাজার দরবারে যাব পাঁচ পেয়াদার তরে॥

সোমদেব এই গল্পটী বলিবার সময় তাহাতে নিজের রচনা প্রবেশ করাইত! সে শেষের লাইনটী পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিত;—

চালটী কাঁড়ি ক্ষুদটী খাই তাও নিয়ে যায় চোরে।
আমি চোরে মারবো ধোরে॥

ইহার পর ব্যাং, শিঙ্গিমাছ, বেল, ক্ষুর, গোবর প্রভৃতির পেয়াদা হওয়ার প্রচলিত গল্পাংশের কিছুই সে বলিত না। উহার এই পরিবর্ত্তিত গল্প শুনিয়া উহার পূজ্যপাদ পিতামহদেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন "এ ছেলে কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবে না। ইহার আত্মমর্য্যাদা বোধ অত্যন্ত অধিক। ইহার মতে বুড়ীর পেয়াদার জন্য অপরের কাছে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন; চোরকে ধরিয়া মারাই তাহার উচিত ছিল!"

প্রকৃত পক্ষেই সোমদেব কখন কাহার নিকট কিছুরই প্রার্থী হয় নাই!

১৫৪। সহজাত শিষ্টাচার ৺সোমদেব।

যখন তিন বৎসরেরও কম বয়স তখন একদিন সোমদেব দৌড়িয়া আসিতেছিল। ঘরে ঢুকিবার পথের দুই পার্শ্বে উঁহার পূজ্যপাদ পিতামহদেব এবং পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় দুইখানি চেয়ারে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; মধ্যের চওড়া পথ দিয়া না গিয়া সোমদেব তাহার পিতামহদেবের চেয়ারের পিছন দিয়া কোনরূপে পার হইল। ন্যায়রত্ন মহাশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "দুজনের মধ্য দিয়া চলিয়া যাওয়া যে অশিষ্টাচার তাহা এই শিশু কিরূপে বুঝিল এবং অত দৌড়িয়া আসিতে আসিতে কিরূপে এত সহজে গতি ফিরাইয়া লইল!"

১৫৫। সভক্তিক আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ৺সোমদেব।

সাত বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে সোমদেব তাহার পিতামাতা ও অন্যান্য পরিজনসহ কলিকাতা যাইবার জন্য হুগলী ষ্টেসনে গিয়াছিল। পিতা প্ল্যাটফর্ম্মের একখানি বেঞ্চে উঁহাকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই বেঞ্চে স্থির হইয়া বসিয়া থাক; আমি না ডাকিলে উঠিও না।" পিতা টিকিট কিনিতে ও মালপত্র ওজন করাইতে ব্যাপৃত হইলেন। পরে ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিলে সকলে ট্রেণে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। গাড়ীর দরজা খুলিয়া উঠিবার সময় সোমদেব সকলের সঙ্গে নাই দেখিয়া পিতা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন যে, বালক তথা হইতে অনেকটা দূরে একাকী সেই বেঞ্চে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহার উজ্জ্বল সোৎসুক চক্ষু দুটী পিতার দিকে নিবদ্ধ! পিতা দৌড়িয়া গিয়া উঁহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া আনিলেন। জিজ্ঞাসায় বালক উত্তর দিল, "আপনার ডাকের অপেক্ষায় বেঞ্চ হইতে উঠি নাই।" পিতার মনে হইল "তবে ত বাঙ্গালীর ঘরেও কাসাবিয়াঙ্কা জন্মিতে পারে!"

১৫৬। পিতৃভক্তি ও স্বদেশী প্রীতি ৺সোমদেব।

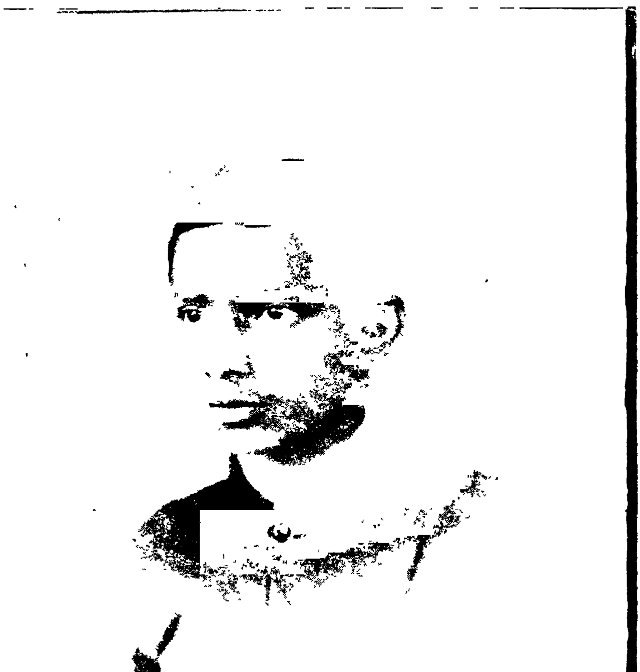
সোমদেবের যখন ১৭ বৎসর বয়স তখন বাড়ীর একটী ছেলের বিবাহ সম্বন্ধ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াও কনের রং ময়লা বলিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। কথা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া সোমদেবের পিতা কন্যার পিতাকে জানান, যে, বাড়ীর অন্য কোন ছেলেকে তিনি পছন্দ করিলে সে বিবাহ হইতে পারে।—ফলে তাহা ঘটে নাই। কিন্তু ঐ সময়ে কেহ সোমদেবকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সোমদেব বলিয়াছিল, "শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যের জন্য স্বেচ্ছায় ১৪ বৎসর বনে গিয়াছিলেন। আর আমি ভাল লোকের কাল মেয়ে বাবার কথায় বিবাহ করিতে পারিব না? আর তা ছাড়া দু এক পোঁচ রংএর প্রভেদ জন্য যদি আমরাই স্বদেশীকে এত ঘৃণা করি, তবে ইউরোপীয়েরা অনেক পোঁচ প্রভেদ জন্য আমাদের কেন ঘৃণা করিবেন না?"

১৫৭। নির্ভরতায় শান্তি ৺সোমদেব।

দীর্ঘকাল রোগ ভোগেও সোমদেব ঔষধ ও পথ্য সেবন সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি করেন নাই এবং তাঁহার মনে অণুমাত্র বিচলিতভাব দেখা যায় নাই। যখন যাঁহার চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন তখনি তাঁহার প্রতি বিশিষ্টরূপে বিশ্বাসবান্ হইয়া তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শুশ্রূষার ভার আত্মীয় স্বজনে, চিকিৎসার ভার চিকিৎসকে এবং পরকালের ভার শ্রীভগবানে একেবারে নির্ভরে সমর্পণ করাতেই রোগের যন্ত্রণাতেও তাঁহার নিশ্চিন্ত ভাব এবং হাসিমুখ বরাবরই দেখা গিয়াছিল।

১৫৮। নিস্পৃহতা পরমহংসদেবের মাতা।

শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের মাতা ঠাকুরাণী শেষাবস্থায় গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণীর কালীবাটীতে আসিয়াছিলেন। পরমহংস দেবের পরম ভক্ত রাণী রাসমণীর জামাতা মথুর বাবু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, পরমহংস দেবের সকল আত্মীয়েরই কিছু কিছু



৺ সোমদেব মুখোপাধ্যায়

সংস্থান করিয়া দিবেন। পরমহংস দেবের মাতার নিকট ঐ বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "বাপু! আমি খুব সুখে আছি, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেছি এবং মায়ের প্রসাদ পাইতেছি আমার কোন অভাব নাই।" ইহার পরেও মথুর বাবু পুনঃ পুনঃ 'কিছু' গ্রহণ করিবার জন্য একান্ত অনুরোধ করায় তিনি অবশেষে বলিয়াছিলেন "আচ্ছা! তবে তুমি আমাকে দুই পয়সার দোক্তা তামাক কিনে দিও।" মথুর বাবু সেই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠেন, "এমন না হইলে আপনার উদরে উনি জন্ম লইবেন কেন!"

১৫৯। মঙ্গলময়ের ব্যবস্থা মৌলবীর শিক্ষালাভ।

পৃথিবীতে অনেক মন্দ লোকে কেন সুখভোগ করে এবং ভাল লোকে কেন দুঃখ পায় তাহার কারণ কিছুতেই বুঝিতে না পারিয়া, কোন মৌলবী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, "মঙ্গলময়! আপনার ব্যবস্থায় অবশ্য অবিচার নাই। কিন্তু লোকে যখন বলে 'মৌলবী সাহেব অমুক পাপীর এত সুখ কেন, এবং অমুক পুণ্যবানের এত দুঃখ কেন,'—তখন আমি তাহাদের কারণ বুঝাইয়া দিতে পারি না। আমাকে বুঝাইয়া দিন।" ভক্ত মৌলবী একদিন স্বপ্নে দৈববাণী শুনিলেন, "রাত্রিশেষে নদীতীরে গেলে একজন যুবককে দেখিতে পাইবে; তাহার সহিত কয়েকদিন ঘুরিলেই অনেকটা বুঝিতে পারিবে।"

মৌলবী প্রাতে নদীতীরে গিয়া দেখিলেন যে একটী পরম সুন্দর যুবক ফকীর নদীতীরে দণ্ডায়মান। তাঁহাকে তাঁহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইলেন "আমার বিশ্বাস যে ভগবান সকলেরই ভালর জন্য সুখ এবং দুঃখ দিয়া থাকেন; তিনি যে মঙ্গলময়! আপনি জ্ঞানী এবং বহুদর্শী বৃদ্ধ আপনি কেন আমার কাছে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" মৌলবী তখন বুঝিলেন যে, ইহাঁরই সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে আদেশ। যুবককে জিজ্ঞাসায়

তিনি বলিলেন "নদীর অপর পারে গিয়া কয়েকটী গ্রামে যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে মনস্থ করিয়াছি।" মৌলবী উহার সঙ্গে থাকিতে চাহিলে যুবক ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আমার সঙ্গে যদি থাকেন তাহা হইলে আমার কোন বিসদৃশ আচরণ দেখিলেও কোন কথা বলিতে পাইবেন না। আমি আপনার সঙ্গ প্রার্থনা করি নাই; আপনিই আমার সঙ্গে থাকিতে চাহিতেছেন; বিবাদ করিবার জন্য সঙ্গ লইবেন না।" মৌলবী স্বীকার করিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ে আপত্তি করিবেন না।

[ক] উহারা দুইজনে নৌকায় উঠিলে মাঝি দুইজন নৌকাখানি নদীতে ছাড়িয়া দিল। নৌকা নদীর মাঝামাঝি যাইবামাত্র যুবক মাঝিমাল্লা দুইজনকেই এক এক ধাক্কায় জলে ফেলিয়া দিয়া নিজে হাল ধরিয়া নৌকা পরপারে লইয়া গেল।

[খ] পারে উঠিয়া যুবক নিকটবর্ত্তী একগ্রামে কোন ধনবানের দ্বারে গিয়া মধ্যাহ্নে থাকার স্থান এবং আহার্য্য প্রার্থনা করিল। গৃহস্বামী দেখা করিল না; দ্বারবান দ্বারা দুর্ব্বাক্য বলিয়া পাঠাইল।

[গ] পথিকেরা অন্যগ্রামে একজন ধনবানের বাড়ী সন্ধ্যাকালে গেলে গৃহস্বামী যথেষ্ট সমাদর করিয়া উহাদের পরিচর্য্যা করিলেন; এবং উৎকৃষ্ট রত্নখচিত কটোরাতে উহাদের আহার্য্য দিলেন। রাত্রি শেষে যুবক, মৌলবীকে শয্যা হইতে উঠাইল এবং পুনর্ব্বার সেই কৃপণের বাড়ী গেল। কৃপণের দ্বারবান বলিল, "আবার কেন আসিয়াছ?" যুবক বলিল, "কোন বহুমূল্য দ্রব্য তোমার মনিবকে দিবার জন্য আসিয়াছি। সম্বাদ দাও। আজ তিনি দেখা করিবেন।" কৃপণ পথিকদিগকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া লইয়া গেলে যুবক দুইটী সুন্দর ও বহুমূল্য রত্ন কটোরা ঝুলি হইতে বাহির করিয়া কৃপণকে দিল। মৌলবী দেখিলেন যে, ঐ দুইটী বিগত রাত্রের আতিথ্যসৎকারীর দ্রব্য; যুবক ভাল লোকের নিকট হইতে জিনিস চুরি

করিয়া লইয়া মন্দ লোককে দিল! কৃপণ বলিল "এ যে বহুমূল্য দ্রব্য আমায় শুধু শুধু দিতেছেন কেন?" যুবক বলিল "যে ব্যক্তি যাহা কাতর ভাবে চাহিতেছে, সে ব্যক্তিকে তাহা দিতে পারায় যে বড় সুখ! ক্ষুধিতকে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, ধনাভিলাষীকে ধন, জ্ঞানাভিলাষীকে জ্ঞান, মোক্ষাভি-লাষীকে মুক্তির উপদেশ দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেই তাহার আনন্দের অংশ পাওয়া যায়। আমি ফকীর আমি রত্নকটোরা লইয়া কি করিব? আপনি ইহার আদর জানেন।"

[ঘ] ইহার পর যুবক ও মৌলবী একজন ভদ্রগৃহস্থের বাটী গেলেন সেখানে তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহাদের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ১৯।২০ বৎসরের ছেলে—যেমন রূপ তেমনি গুণ। যেমন সুগৌর কান্তি, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, উজ্জ্বল চক্ষু, পাতলা ঠোঁট, শুভ্র মুক্তাপাতির ন্যায় দন্ত, তেমনি হাসি মুখে সংযত মিষ্টবাক্য, হিতাহিত জ্ঞান, আস্তিক ভাব, ধ্যানে আসনে ক্ষমতা, এবং জ্ঞানের ভক্তির ও প্রীতির সুমিশ্রণ! ঐ গৃহস্থের এবং তৎপত্নীর সাধ যে ঐ ছেলে বড় পণ্ডিত হইবে, খুব ভাল লোক হইবে, উচ্চ সাধক হইবে এবং উহার সুযশে ঐ প্রদেশ পূর্ণ হইবে। ঐ গৃহস্থের ও তাহার পুত্রের ও পত্নীর যত্নে পথিকদ্বয় কয়েকদিন পরম সুখে সেখানে বাস করিলেন। একদিন অর্দ্ধরাত্রে যুবক আস্তে আস্তে শয্যা ত্যাগ করিল। সঙ্গী মৌলবী জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। তিনিও উঠিয়া নিঃশব্দে যুবকের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যুবক অন্দরে প্রবেশ করিল এবং নিদ্রিত গৃহস্থপুত্রের গলা টিপিয়া ধরিল। অস্ফুট শব্দে ভগবানের নাম উহার মুখ হইতে একবার নির্গত হইতেই ঐ গৃহস্থের নয়নানন্দদায়ক হৃদয়ের ধন, পৃথিবীর একমাত্র আশা—ঐ সুপুত্র দেহত্যাগ করিল!

যুবক আস্তে আস্তে নিজের শয্যায় ফিরিয়া আসিলে মৌলবী কাতর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আর তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি না, আমি ফিরিয়া ঘরে যাইব।" মৌলবী ঐ বাড়ীর বাহির হইলেন।

যুবক ও মৌলবীর পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন এবং বলিলেন, "আমি ফেরেস্তা (দেবদূত)। ভগবানের আদেশে তোমাকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলাম। আরও কিছুদিন সঙ্গে থাকিলে আরও দেখিতে ও বুঝিতে পারিতে।

"[ক] ঐ নাবিকদ্বয় অনেক নিরীহ আরোহীর গাঁঠরির জিনিস লইবার জন্য ঐ বৃহৎ নদীর মধ্যস্থলে তাহাদিগকে ফেলিয়া দিয়াছিল ; উহাদের কালপূর্ণ এবং পাপপূর্ণ হইয়াছিল।

"[খ] ঐ কৃপণের নিকট সকলেই যাচ্ঞা করে ; কেহ কখন কিছু স্বেচ্ছায় উহাকে দেয় নাই ; সেরূপ দেওয়ায় সুখ হইতে পারে বলিয়া উহার বিশ্বাসই ছিল না এবং দান পাইলে কিরূপ সুখ হয় তাহাও জানিত না। এখন ঐ কটোরা দানের কথা ভাবিয়া তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিত্রাণের উপায় হইবে। লোকটা কৃপণ মাত্র, পরপীড়ক নহে।

"[গ] যাহার রত্ন কটোরা লইলাম তাহার দানের ভিতরে ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব মিশ্রিত ছিল। ঈশ্বর কৃপায় রত্ন কটোরা হারান অবধি ঐশ্বর্য্য দেখানর দিকে তাঁহার আর ঝোঁক নাই ; তাঁহার আতিথেয়তা এখন নির্ম্মল হইয়াছে।

"[ঘ] ভদ্র গৃহস্থটী এবং তাঁহার পত্নী এবং উহাদের ভাল ছেলেটী ঈশ্বরের দয়া বিশেষ ভাবেই পাইল। ঐ পুত্রের জন্য উহার পিতামাতার মন এত বয়সেও সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের দিকে যায় নাই। পুত্রের প্রতি মমতা এবং তাহার পার্থিব যশের আশার জন্য উহাদের মন পৃথিবীর বিষয়েই অধিক পড়িয়াছিল ; এইবার তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। উহারা পুত্রের জন্য ধন দৌলত, আমোদ প্রমোদ, ধুমধাম কিছুই চাহে নাই ; চাহিয়াছিল পুত্র সুপণ্ডিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ ভদ্রলোক হইয়া ঈশ্বরের কৃপা প্রাপ্ত হয়। যাহা উহারা চাহিয়াছিল এবং যাহা ঐ পুত্রও প্রাণ ভরিয়া চাহিতে শিখিয়াছিল, তাহা শ্রীভগবানের কৃপায় এখনই হইল। সে ঈশ্বরের কৃপায়, শাস্ত্রের বাক্‌জালের অংশে অধিক দৃষ্টি দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হওয়ার বা সংসারে প্রবেশ

করিয়া তাহার মধ্যে মোহে বদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই; ভাল লোক এবং ভগবদ্ভক্ত থাকিয়া একেবারেই মুক্তি পাইল।

"মঙ্গলময় সকলেরই সাহায্যের ব্যবস্থা সর্ব্বদা করিতেছেন। যেখানে তাহা বুঝিতে পার না, সেখানেও গূঢ় ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখিও। যাহারা জন্মান্তর মানে তাহারা সঙ্গত ভাবে সকল দোষ স্বকর্ম্মের উপরেই দেয়—উহা ভক্তিরই লক্ষণ। উহাতে মঙ্গলময়ের উপর দোষারোপ চেষ্টা অণুমাত্রও নাই। মতবাদের তর্কে কোন ফল নাই; সকল শাস্ত্রেই বলে—"ভক্তিভাবে সৎপথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।"

১৬০। নির্ভর।

তুমি দিয়াছিলে নাথ! তুমিই লয়েছ ফিরে!
কেন হাহাকার তাহে কেন ভাসা আঁখি নীরে?
যে ক'দিন কাছে ছিল তা'রি আশা তা'র প্রীতি,
তা'রি নিরমল শান্তি, তাহারি মধুর স্মৃতি,
আজি যে জাগিছে হৃদে এও কি সামান্য দান!
এইটুকু পেয়ে যেন পরিতৃপ্ত রহে প্রাণ।
সূক্ষ্ম দৃষ্টি দাও প্রভু! হৃদয়েতে দাও বল,
অশুভ না হেরি যেন তব কার্য্যে হে মঙ্গল!

——()**()——

সদালাপ।

২

সদালাপ

২

সদালাপ

দ্বিতীয় খণ্ড

সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ ।
সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ মাপ্নুয়াৎ

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
সঙ্কলিত

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড কার্য্যালয়ে
প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত]

[মূল্য ৸০ আনা।

ইণ্ডিয়া প্রেস
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা,
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং
চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড আফিসে
প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

সদালাপ।

১। সদ্ব্যয়ের শক্তিসঞ্চয় ৺ ভূদেব বাবুর।

১৮৭১ অব্দে যখন পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন তখন তাঁহার ক্লাসের মাষ্টার কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন "তোমাদের বাড়ী এক কৃপণের বাড়ী, দুর্গোৎসব হয় না, অথচ অত টাকা মাহিনা আসিতেছে!" এই কথা পুত্র পিতাকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করেন "আমাদের দুর্গোৎসব হয় না কেন?" ভূদেব বাবু বলেন "ঠাকুরঘরে চণ্ডীপাঠ, ঘটে পূজা এবং ঐ সময়ে কয়েকটী ব্রাহ্মণ ভোজন, এ সবই হয়; তবে প্রতিমা আনা বা ঢাক ঢোল বাজান বা যাত্রা গান হয় না; ও গুলি ত পূজার প্রধান অঙ্গ নয়।"

তেইশ বৎসর পরে প্রধানতঃ সংস্কৃত শিক্ষার সাহায্যে দেড় লক্ষাধিক টাকা দান পূর্ব্বক বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের দলিল দস্তখত করিয়া ভূদেব বাবু তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"ব্যয় সঙ্কোচ দ্বারা এমন কি তোমাদের দুর্গোৎসবের সময়ে ঢাক ঢোলের যাত্রা গানের টাকাও বাঁচানয় একটী স্থায়ী সৎকার্য্যভাণ্ডার স্থাপিত হইতে পারিল একথা যেন পুরুষ পুরুষানুক্রমে স্মরণ থাকে। অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় কার্য্যে শক্তির অপব্যয়

করিয়া ফেলিলে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার জন্য ক্ষমতা বাকী থাকে না।"

২। অচৌর্য্য ইব্রাহিম আধম।

সাধু ইব্রাহিম আধম দেশ ভ্রমণ কালীন কোন এক ধনীর উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে সাধু বলিয়া চিনিতে না পারায় বাগানটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ধনী তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। সাধু মালীগিরি করিতে স্বীকৃত হইয়া একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন উদ্যানস্বামী দুইচারি জন বন্ধুর সমভিব্যাহারে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইয়া ইব্রাহিমকে কতকগুলি মিষ্ট দেখিয়া আম্র পাড়িয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সাধু আদেশ মত কতকগুলি আম্র পাড়িয়া আনিলেন, কিন্তু সকলগুলিই টক হইল। উদ্যানস্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এতদিন বাগানে আছ, মিষ্ট আর টক চিনিলে না?" সাধু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি বাগান রক্ষা করিবার জন্য আমায় এখানে স্থান দিয়াছেন; ইহার ফল ভক্ষণ করিবার জন্য ত অধিকার দেন নাই। আপনার বিনা অনুমতিতে কিরূপে ইহার ফল ভক্ষণ করিব, এবং ভক্ষণ না করিলে কিরূপে টক বা মিষ্ট বুঝিতে পারিব?" উদ্যানস্বামী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এত কালের মধ্যে ইহার একটী ফলও খাও নাই?" সাধু নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "না।"

৩। অধ্যবসায় বোপদেব।

বোপদেব দাক্ষিণাত্যে দেবগিরির যাদববংশীয় মহারাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। (১২৬৯ খৃঃ)।

কথিত আছে যে ব্যাকরণ পাঠকালে তাঁহার ঐ শাস্ত্র বড়ই অপ্রিয় ও কঠিন বোধ হইত এবং পাঠ প্রস্তুত হইত না বলিয়া তিনি শিক্ষক

কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেন। একদিন অতিরিক্তরূপে তিরস্কৃত হইলে হতাশ হইয়া তিনি পাঠত্যাগের সঙ্কল্প পূর্ব্বক একটী নদীর ঘাটে বিষণ্ণ মনে গিয়া বসিয়া দেখিলেন যে স্ত্রীলোকেরা যেস্থলে প্রত্যহ তাঁহাদের কলসী রাখিয়া স্নানার্থ নদীতে নামেন সেই সেই স্থলে বাঁধা ঘাটের পাথরের টালিতে একটা করিয়া গর্ত্তের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইল "যখন মাটির কলসীর পুনঃ পুনঃ সংস্পর্শে পাথর ক্ষয় হইয়া যায়, তখন ক্রমাগত চেষ্টায় তিনিই বা কেন ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে পারিবেন না।" তিনি এবারে এরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে ব্যাকরণ শাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ নামক ব্যাকরণ পরোপকার জন্য লিখিয়া তবে ছাড়িলেন। তাঁহার রচিত কামধেনু, হরিলীলা প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও আছে।

৪। অনুশীলন সত্যরক্ষা।

মেকলে সাহেব বাঙ্গালীদের মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিয়া লিখিয়াছেন, "ইহারা লম্বা লম্বা কথা বলিয়া আশা দেয় এবং তাহার পর মোলায়েম ভাবে তাহা না করার কারণ দর্শায়"—[লার্জ প্রমিসেস্ অ্যাণ্ড স্মুথ এক্সকিউজেস্]। সাধারণতঃ এই কথা সত্য নহে, কিন্তু একথা যখন কেহ বলিয়াছে তখন প্রত্যেক ভারতবাসীরই নিজের নিজের জীবনে এই নিন্দাকে সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা করিয়া দেওয়া উচিত। সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।

(১) কোন একটা ভাল ফল বা দ্রব্য ৺জগন্নাথকে বা ৺বিশ্বেশ্বরকে সমর্পণ করিয়া তাহা নিজে ব্যবহার না করার ব্রত দৃঢ়ভাবে পালনে সত্যের অভ্যাস হয়। প্রাচীনেরা ইহা করিতেন।

(২) সৌখিন বিদেশী জিনিস এবং বিদেশী বস্ত্র ঐরূপ ত্যাগ করার ব্রত অনেকে পালন করিতেছেন। যাহারা দেবমন্দিরে গিয়া বিদেশী

বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন করিতেছে না তাহাদের মত লোককে দেখিয়াই মেকলে সমগ্র জাতিটাকেই গালি দিয়াছিলেন।

(৩) কাহার জন্য কোন কার্য্য করিতে স্বীকার করিলে তাহা করিতেই হয়। না পারিলে তখনই বলিয়া রেহাই লইতে হয়। কেহ কেহ বলেন "ভদ্রতার খাতিরে স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছিলাম।" কিন্তু অসত্যের সহিত ভদ্রতার কোন সম্পর্ক নাই।

(৪) চাঁদার খাতায় সহি করিবার পূর্ব্বেই ঠিক সময় মত টাকা দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে এবং তাহা পালন করিতে হয়। অসুবিধা বোধ হইলে বাকী মিটাইয়া দিয়া নাম কাটাইতে হয়। ঠিক সময়ে দেনা শোধ করা প্রয়োজন; সাধারণতঃ দেনা করিতেই নাই।

৫। অন্নদোষ — রাজার গুরুর।

কোন সময়ে এক রাজার গুরু রাজার নিকটে আসিলে তাঁহাকে একখানি মাণিমাণিক্য খচিত আসনে বসান হয়। গুরু যে ঘরে রাত্রে শুইয়াছিলেন সেই ঘরে আসনখানি পাতা ছিল। হঠাৎ গুরুর মনে হইল, এই আসনখানি চুরি করিয়া পলাইয়া যাই। গুরু ইচ্ছাটা দমন করিলেন, কিন্তু অমন কথা মনে কেন উঠিল তাঁহার এই ভাবনা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা যখন আসিয়া গুরুকে প্রণাম করিলেন তখন গুরু বলিলেন "মহারাজ! কল্য রাত্রে আমি আপনার এই আসনখানি চুরি করিয়া পলাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু কখন ত আমার এ রকম মনে হইত না! তোমার এখানে অন্নদোষ কিছু হয় নাই ত?" রাজা অনুসন্ধানে ভাণ্ডারীর নিকট জানিলেন, যে, একজন চোর খুব ভাল চাউল চুরি করিয়াছিল। চোরের সাজা হওয়ার পর, বাদী বহুকাল পর্য্যন্ত চাউল লইয়া না যাওয়ায়, তাহা বাজেয়াপ্ত হয়। এবং

রাজভাণ্ডারের জন্য ক্রয় করা হয়। উৎকৃষ্ট ও পুরাতন সেই চাউলের অন্ন রাজার গুরুকে দেওয়া হইয়াছিল।

দুষ্ট লোকের সংসর্গে শারীরিক রোগের বীজাণুর ন্যায় অতীব সূক্ষ্মভাবে মানসিক ব্যাধিও দ্রব্যে ও মনে সংক্রামিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহা এখনও বুঝেন নাই। কিন্তু আমাদের মহাযোগী সূক্ষ্মদৃষ্টি শাস্ত্রকারেরা অন্নদোষ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

৬। অবিশ্বাসে ক্ষোভ — মূরের।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে (১৯১৪) আলজিরীয় মূর সিপাহী বা "টর্কো" সৈন্য অসম সাহস প্রকাশ করিয়াছিল। আরগোনের একটা যুদ্ধে শত্রুর গুলিবৃষ্টিতে উহাদের শতকরা ৯০ জন মারা যায় তথাপি উহারা অগ্রসর হইতে নিবৃত্ত না হইয়া অবশেষে জর্ম্মণ লাইন সঙ্গীনের আঘাতে ভাঙ্গিয়াছিল। এই কথার উল্লেখে আলজিরিয়ার ফরাসী গভর্ণর রাজভক্ত, ফরাসী ভাষায় সুশিক্ষিত এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র কোন সম্ভ্রান্ত মূরকে জিজ্ঞাসা করেন "যদিই জর্ম্মণেরা কোনরূপে আলজিরিয়ায় প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে আপনারা কি করিবেন?" গভর্ণর সাহেবের আশা ছিল যে মূর বলিবেন যে উহাঁরা আবালবৃদ্ধবনিতা ফ্রান্সের প্রাধান্য রক্ষা জন্য মূর সিপাহীদের ন্যায়ই লড়িবেন। মূর নিরুত্তর রহিলেন। গভর্ণরের মনে হইল, তবে বুঝি ফ্রান্সের বিরোধী কোন দলের কথা ইনি জানেন! তখন তিনি বলিলেন, আপনি নিঃসঙ্কোচে মনের কথা বলুন "যাহা বলিবেন তাহা প্রকাশিত হইবে না।"

মূর বলিলেন "জর্ম্মণেরা আসিয়া পড়িলে আমরা 'স্বগত' (ওয়েল্‌কম্) বলিয়া উহাদিগের নিকট টাউন হলে অভিনন্দন পাঠ করিব।" গভর্ণর সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া মূরের মুখের দিকে চাহিলে

তিনি বলিলেন "বিশ্বাস করিয়া কি সাধারণ মূরকে অস্ত্র রাখিতে দিয়াছেন? ভলণ্টিয়ার দলে লইয়াছেন? অথচ আপনারা দেখিতেছেন যে বিশ্বাস করিয়া অস্ত্র এবং উৎসাহ দিলে এবং যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলে, এই সাধারণ মূরই আপনাদের "টর্কো সৈন্য"রূপে কত বড় সহায়! অভিনন্দন পাঠ করান ছাড়া আর কিছুই কি এত বৎসরে আমাদের শিখাইয়াছেন?"

৭। অশুচি ক্রোধে।

একজন যোগী কোন নদী তীরে একটী ঝোপের ভিতরে বসিয়া ধ্যানমগ্ন ছিলেন। একজন চণ্ডাল তথায় আসিয়া কাপড় কাচিতে লাগিল। জলের ছিটা ঝোপের ভিতর যোগীকে লাগায় তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া কাপড় কাচা থামাইতে বলিলেন; চণ্ডাল কার্য্যে একাগ্র ছিল, ঐকথা শুনিতে পাইল না। যোগী ক্রোধান্ধ হইয়া চণ্ডালকে প্রহার করিলেন। চণ্ডাল অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

যোগী ইহার পর শুচি হইবার জন্য স্নান করিলে, চণ্ডালও স্নান করিল। যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্নান করিলে কেন, তুমিত আর আমার স্পর্শে অশুচি হও নাই?" চণ্ডাল বলিল, "আপনার ভিতরে হঠাৎ ঢুকিয়া আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি করাইয়া যে উগ্রচণ্ড ক্রোধ আপনারই হাত দিয়া আমাকে এই মাত্র ছুঁইয়াছিল সে যে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্র গুণ অশুচি!"

৮। অসম সাহস দয়ার্দ্রের।

কোন সময়ে ইটালী দেশের আডিজ নামক নদীতে অভূতপূর্ব্বরূপ প্রবল বন্যা আসায় ভেরোনা নগরস্থ পুলের দুই দিক ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যায়। ঐ পুলের মধ্যস্থলে একটি ছোট ঘরে টোল আদায়কারী সপরি-

বারে বাস করিত। প্রতি মুহূর্ত্তেই মধ্যের কয়টি খিলান পড়িয়া যাইবে এবং ঐ ব্যক্তি সপরিবারে নদীর গর্ভে বিনষ্ট হইবে এইরূপ বোধ হইতেছিল। তীরস্থ জনসমূহের মধ্যে একজন দয়ালু ব্যক্তি বলিলেন "যদি কেহ ইহাদের উদ্ধার করিয়া আনে তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিব।" কেহই অগ্রসর হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন দরিদ্র ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া সেই বিপদসঙ্কুল স্থলে গেলে, টোল আদায়কারী সপরিবারে রজ্জু অবলম্বনে নৌকায় নামিল এবং ঈশ্বরের কৃপায় উদ্ধার পাইল। অল্প পরেই পুলের সেই স্থানটাও ভাঙ্গিয়া পড়িল! দয়ালু ধনী ব্যক্তি অঙ্গীকৃত পুরস্কার দিতে গেলে, সেই দরিদ্র শ্রমজীবী পুরস্কার লইতে অস্বীকার করিয়া বলিল "আপনিত দেখিয়াছেন যে টাকার লোভে কেহই ঐ সঙ্কট স্থলে যাইতে চাহে নাই। আমি যে গিয়াছিলাম, তাহা টাকার লোভে নয়—মনের আবেগে।"

৯। অসুবিধা মার মুখোর।

কোন স্কুলের শিক্ষক সর্ব্বদাই ছাত্রদের তর্জ্জন গর্জ্জন মারপিট করিতেন—ছেলেরা তাঁহাকে বড়ই ভয় করিত। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভয়েই সব কাজ হয় এবং ভয় দেখাইয়াই তিনি ছেলেদের শিখাইয়া লইবেন।

এক দিন তিনি কোন বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কে করিয়াছেন?" ছেলেটী কথটা ভাল শুনিতে না পাইয়া অর্থ বা উহার অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া মনে করিল, মাষ্টার মহাশয় কাহার কৃত কোন অপরাধের সম্বন্ধে বুঝি জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং এখনই দুচোক-ব্রত মারিতে আরম্ভ করিবেন। সে দেখিয়াছিল যে দোষ স্বীকারে কম মার হয়; সুতরাং একান্ত কাতরভাবে বলিল "আজ্ঞা আমিই করিয়াছি; আর কখন করিব না।"

১০। অহংভাবের নিঃশেষ ইব্রাহিম আধম।

বালখের রাজা ইব্রাহিম আধম যে পীরের বা গুরুর সেবক হইয়াছিলেন তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই অনেক অতিথির সমাগম হইত। মন্ত্রগ্রহণাভিলাষী সেবকদিগকে গুরু ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যভার দিতেন। রাজার উপর নিরহংকারের উপদেশসহ তিনি কাঠ কুড়াইবার ভার দিলেন। বহু বৎসর অতীত হইলেও গুরু ইব্রাহিমকে মন্ত্রদান করিলেন না। একদিন শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর রাজা কাঠের বোঝা নামাইবামাত্র গুরুর উপদেশ মত রন্ধনশালার অধ্যক্ষ রাজার আনীত কাঠের দোষ ধরিয়া তাঁহার গালে সজোরে চপেটাঘাত করিলে ইব্রাহিম হেঁটমুণ্ড হইয়া বলিলেন, "আমি আজ বাল্‌খে থাকিলে কখনই এরূপ করিতে না।"

গুরু সময়ান্তরে সকল কথাই শুনিলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে ইব্রাহিম একদিন পীরকে বলিলেন, "প্রভো! অনেকদিন অতীত হইল কিন্তু আপনি অদ্যাপি আমাকে জ্ঞানোপদেশ দিলেন না।" পীর কহিলেন, "বেটা, তোমারে বদনমে আবৃভি বাল্‌খকা বু হ্যায়।" অর্থাৎ "বৎস! তোমার শরীরে এখনও বাল্‌খের গন্ধ আছে—পূর্ব্বেকার রাজত্বের অভিমান নিঃশেষ হয় নাই। তখন ইব্রাহিমের সেই চপেটাঘাত-রূপ কঠোর পরীক্ষার কথা মনে পড়িল; তিনি অধোবদন হইয়া রহিলেন।

ইব্রাহিম ছত্রিশ বৎসর পীরের সন্নিধানে বাস করিয়া তাহার পর ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি ঝাড়ুদারের কার্য্যও করিয়াছিলেন, এবং শেষে মেথরের পদাঘাতেও বিচলিত হন নাই। গুরু যখন দেখিলেন জমি সম্পূর্ণভাবেই প্রস্তুত হইয়াছে তখন তিনি বীজ দিলেন।

এখন সকলেই নিজেকে রাজর্ষি জনকের ন্যায় উচ্চাধিকারী মনে করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার গল্প করিয়া থাকেন। গুরু সেবার, সংযমের, রিপু-দমনের প্রয়োজনই দেখেন না।

১১। আত্মপরীক্ষা ও প্রায়শ্চিত্ত লয়েছ।

সাধু লয়েছ রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বালিয়া প্রদীপের শিষের উপর বারংবার আপনার অঙ্গুলি রাখিতেন আর বলিতেন, "পাপিষ্ঠ! অমুক দ্রব্য আজ কেন স্পর্শ করিয়াছ? ঈশ্বরের নিষিদ্ধ অমুক কর্ম্ম আজ কেন করিয়াছ? তাহার শাস্তি-গ্রহণ কর।" আর্য্যশাস্ত্রের বিধান মতে ব্রাহ্মণকে ত্রিসন্ধ্যায় আত্ম পরীক্ষা করিতে, সকল দোষের (যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি) স্মরণ করিতে এবং তাহা ছাড়িবার জন্য তীব্র ইচ্ছা (সত্যজ্যোতি পরমাত্মার স্মরণে) করিতে হয়।

১২। আত্মোৎসর্গ যোগেন্দ্রনাথ।

কলিকাতার জেলেটোলা নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নবীন এটর্ণি। একদিন অনেকগুলি সমবয়স্ক যুবকসহ কোন্নগরে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। তখন গঙ্গায় একটানা স্রোত বহিতেছিল। সকলেই জলে নামিয়া সন্তরণ করিতে লাগিলেন। একজন বেশী জলে গিয়া জলে পড়িয়া "গেলাম গেলাম" বলিয়া চীৎকার করিলেন। জল-মগ্নোন্মুখ ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে যাওয়া বিপজ্জনক; ভীতব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় জড়াইয়া ধরিলে দুজনকেই ডুবিতে হয়; এই ভয়ে অপরে সেদিকে গেল না। একা যোগেন্দ্রনাথই সন্তরণ পূর্ব্বক নিকটে গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ভাসাইয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে তীর হইতে নৌকা পাঠান হইয়াছিল; সে ব্যক্তি ভয়ে তাড়াতাড়ি করিয়া যোগেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পা দিয়া নৌকায় উঠিয়া পড়ে। যোগেন্দ্রনাথ তলাইয়া গেলেন! (১৯১০)।

১৩। ইয়ুরোপীয় সভ্যতা আংশিক।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সামাজিক প্রবন্ধে হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর পূর্ণতা এবং চিরকুমার সন্ন্যাসী খৃষ্টে "গৃহস্থের" সম্বন্ধে আদর্শের অপূর্ণতা এবং ইউরোপীয়ের সেই আদর্শেরও প্রতি ভক্তির হ্রাস দেখাইয়া বলিয়াছেন যে ইউরোপীয় সভ্যতা আংশিক এবং পতনপ্রবণ।

আধুনিক জর্ম্মণ লেখকেরা বলিতেছেন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিজীত ইহুদীর মধ্যে উদ্ভুত দাসের ধর্ম্ম! প্রীতি ও সাম্য এবং দয়া উহাঁদের চক্ষে মানসিক দুর্ব্বলতার চিহ্ন। সমাজের ঐহিক সুবিধাই সারাৎসার; দুর্ব্বলের মরণেই মঙ্গল;—ইউরোপে এই সকল অধর্ম্ম্য ভাবের প্রাবল্য হইতেছে।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সম্বন্ধে ভারতের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাসচিব সার হারকোর্ট বটলার সাহেব মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছেন (১৯১৬)—'যখন আমি ভাবি যে ইউরোপীয় সভ্যতা কিসে শেষ হইতেছে (হোয়াই ইট্ ইজ্ এণ্ডিং ইন্) তখন অবশেষে মহান্ হিন্দু আদর্শের উপরই ফিরিয়া আসা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না। (ওয়ান ক্যান্ নট্ হেল্প ফলিং ব্যাক অ্যাটলাষ্ট অপন্ দি গ্রেট হিন্দু আইডীয়্যাল্‌স্)।'

ন দেবো সৃষ্টি নাশকঃ। রক্ত পরিপ্লুত ইউরোপখণ্ডেও হিন্দুধর্ম্মের অনুরূপ উচ্চাদর্শ স্থাপনের এবং অধিকতর শান্তির ব্যবস্থা শ্রীভগবান অবশ্যই করিবেন—ইহাতে কোন আস্তিক ব্যক্তির সন্দেহ নাই।

১৪। ইংরাজের মাহাত্ম্য মিঃ ফক্‌স্ ও নেপোলিয়ন।

যখন প্রায় সমস্ত ইয়ুরোপ জয় করিয়া বার্লিনের ঘোষণা পত্র দ্বারা নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ইয়ুরোপের সকল বন্দরই ইংরাজের বাণিজ্য পোতের পক্ষে রুদ্ধ করিলেন, তখন পৃথিবীতে তিনিই ইংরাজের

সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু। তখন একজন ইয়ুরোপীয় গুণ্ডা ইংরাজ মন্ত্রী মিঃ ফক্সের নিকট প্রস্তাব করে যে সে পুরস্কার পাইলে নেপোলিয়ানকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবে। মিঃ ফক্স ঐ প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া উহাকে বিদায় দেন এবং ঐ ষড়যন্ত্রের কথা ফরাসী মন্ত্রীকে জানাইয়া দেন। ইংরাজের উন্নতি তাঁহার নেতাদিগের চরিত্রবলেই ঘটিয়াছে।

১৫। ইংরাজের সৌভ্রাত্র মিঃ গ্যারেট।

মিঃ এ ডবলিউ গ্যারেট সাহেব বাঙ্গালায় প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত থাকাকালে তাঁহার আফিসের হেডক্লার্ক একদিন তাঁহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি আজও বিবাহ করেন নাই কেন?" সাহেব উত্তর দেন "আমরা দুই ভাই। আমার জ্যেষ্ঠের ছেলে মেয়েতে পাঁচটী। বংশের মর্য্যাদা রক্ষার অনুরূপ লেখাপড়া শিখাইবার মত আয় তাঁহার নাই। আমিই উহাদের শিক্ষার সাহায্যে টাকা পাঠাই। আমি বিবাহ করিয়া ঐ সাহায্য বন্ধ বা কম করিলে উহাদের ভাল শিক্ষা হইবে না। বংশগৌরব নষ্ট হইবে।"

১৬। উচ্চ ফকীরী মত অদ্বৈতবাদ।

সন্ন্যাসী এবং ফকীরদিগের মধ্যে যাঁহারা সাধনায় উচ্চতা লাভ করেন নাই, যাঁহাদের মধ্যে বৈরাগ্যের ভাণ বা অতি অল্প মাত্রায় বৈরাগ্য আছে—তাঁহারা সাধারণ হিন্দু মুসলমান গৃহস্থদিগের সমাজ সম্বন্ধীয় গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা গৃহে যাহা ছিলেন, গেরুয়া বা আলখাল্লা বা কৌপীন পরিধান করিলেও বাহিরে তাহাই আছেন।

কিন্তু সাধনমার্গে অগ্রসর ব্যক্তিদিগের মধ্যে হিন্দু সন্ন্যাসী বা মুসলমান ফকীরে ভিন্ন ভাব নাই। উহাঁদের ছেলে মেয়ের বিবাহ নাই,

সামাজিক ভোজ নাই এবং ভিক্ষালব্ধ সামান্য নিরামিষ ভোজ্য মাত্র আহার। মতবাদ এবং সাধনের পথও অবিকল এক। মুসলমান সমাজে সুফিমতের প্রথম প্রবর্ত্তক মহাত্মা আলি। উঁহার বংশীয় ইমামেরাই ফকীরী মতের গূঢ় মন্ত্রদাতা ছিলেন।

মনঃসংযোগ জন্য মুসলমান ফকীরও নাসাগ্রে বা ভ্রূ মধ্যভাগে দৃষ্টি রাখিয়া আল্লা নাম জপ করেন; কেহ কেহ বা নিবদ্ধ দৃষ্টি হইবার জন্য সম্মুখে কোন দ্রব্য রাখিয়া তাহাতে ঐশ্বরিক আলোক দেখেন। শেষোক্ত ব্যবস্থাটা উঁহাদের মৌলবিরা বুৎপরস্তি (পৌত্তলিকতা) বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রকৃত সাধকেরা, যাঁহারা ঐ উপায়ে মনঃসংযোগ মাত্র শিখিয়া উন্নত হন তাঁহারা, উহাতে দোষ দেখেন না। উচ্চ মুসলমান সাধকেরা বলেন হিন্দুর ইষ্ট মূর্ত্তিতে ভগবানের চিন্তা পূর্ব্বক মনঃসংযোগ করার অভ্যাসের যথেষ্ট উপকারিতা আছে! হিন্দু মুসলমান প্রায় সকলেরই প্রথম হইতেই নিরাকারে বদ্ধলক্ষ্য হওয়া কঠিন হয়। ফলতঃ যাঁহার মনে উজ্জ্বল অপার্থিব ইষ্টমূর্ত্তি স্থির ভাবে থাকে তাঁহার ঐ মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দে বিলীন করিয়া দিলেই খুব সহজে কার্য্যসিদ্ধি—সমাধির সুখলাভ—হইয়া যায়। তখন হইতে উঁহারা সর্ব্বত্র ভগবানের সত্তা সুস্পষ্টই দর্শন করিতে থাকেন; তখন অগ্রাহ্যের জিনিষ কিছুই থাকে না। বিশ্বাত্মা বিশ্বের সকল স্থলে ও দ্রব্যে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে থাকেন।

সাধারণতঃ উচ্চাঙ্গের ফকীরগণ হৃদয়ে, বা ভ্রূ মধ্যে অনন্ত বিস্তারের, অনন্ত জ্ঞানের এবং অনন্ত আনন্দের ভাব সংযুক্ত আলোকের (নুর) বা আভাষের স্থাপনা করেন। অনন্ত বিস্তার ভাবিয়া আনন্দে বলেন "আহা!" এবং উহার ভাব হৃদয় মধ্যে রাখেন। ঐরূপে অনন্ত জ্ঞানের এবং অসীম আনন্দের উপলব্ধি পূর্ব্বক ঐ ঐ ভাব হৃদয়ে রাখেন। [বিরাটকে সভক্তিক

পূজার জন্য, ক্ষুদ্র মনুষ্যের উপযোগী করিবার জন্য, যেমন মূর্ত্তিতে ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ বলিয়া বিশ্বব্যাপকের স্থাপনা করা হয় ইহা হৃদয় মধ্যে সেই ভাবেরই কার্য্য।] ইহাঁরা জীবাত্মাকে বলেন "রুহ্"; ব্রহ্মনির্ব্বাণকে বলেন "ফনা ফিল্লা"; অনন্তকে বলেন "লা ইন্তিহা"; একমেবাদ্বিতীয়ম্ বা কেবল্ অর্থে বলেন "ওয়াহেদ" আনন্দ ইহাঁদের লক্ষ্য। ইহাঁরা নিজেদের হিন্দু মুসলমান হইতে পৃথক ধরেন এবং বলেন,—

কাফের কো কুফুর (পৌত্তলিকতা) ভালা; শেখ কো ইসলাম ভালা; হামকো দিল-আরাম (পরমানন্দ) ভালা।"

উপনিষদের উপদেশ "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ"—সমস্ত জগতের উপর ঈশ্বরের আবরণ দিয়া দেখ; ফকীরগণও জাগতিক সকল দ্রব্যে এবং ব্যাপারে "সর্ব্বব্যাপকের" ভাব উপলব্ধি করিতে উপদিষ্ট। তিনিই সব, তিনিই সর্ব্বত্র, সকলই আনন্দময়—এই ভাব আনিয়া সর্ব্ব ভূতাত্মার এবং সর্ব্ব ব্যাপকের উপলব্ধি সন্ন্যাসী এবং ফকীর উভয়েই করিয়া থাকেন।

[কল্পার্ণব ইবাত্যন্ত পরিপূর্ণৈক বস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদাকুতঃ ॥]

উহাঁরা বলেন যে "আনায়েল হক" (=সোহং) শব্দ মুখে বলিবার কথা নয়। উহা সমাধিতে উপলব্ধ হইতে পারে। সে সময়টাত মৌনাবস্থা। সুতরাং উহা "উপলব্ধিরই" জিনিস। যখন জাগ্রত এবং দ্বৈতভাব সুপরিস্ফুট যখন উহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছ না তখন উহা "বলিবার" কোন অধিকার নাই। পূর্ণ প্রেমোন্মাদের, ভাব সমাধির, সম্পূর্ণ একত্র হওয়ার বা যোগের কথা। অপরোক্ষ (পরোক্ষ বা পরের দেখা যাহা নয়) ও নিজের অনুভূতির জিনিস। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব সহজ কথায় বলিয়াছেন অবাঙ মনসো গোচর ব্রহ্মকে কেহ এঁটো করে নাই। মুখের

কথায় ঠিক বলিতে পারে নাই। কেহ কেহ প্রত্যেক নিশ্বাসের সহিত ঐ আনায়েল হক্ মন্ত্রের ধ্যান (হংস বা সোহং জপের ন্যায়) করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণতঃ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন "হাঁ আল্লার নাম জপ চেষ্টা করি।" অদ্বৈত ভাব প্রকাশক ফকীরী মতের একটী হিন্দী পদ আছে ;—

আপ্‌হি ভঠঠি, আপ্‌হি মহুয়া, আপহি চুলায়ন হারা।

আপহি পিয়ে মাতোয়ারা॥

তিনিই ভাঁটি তিনিই মহুয়া তিনিই মদ্যের চোলাই কারক এবং তিনিই (সেই প্রেমসুধা) পানে মত্ত॥

হাজী মহম্মদ উমর একজন ফকীর ; ইহাঁর জব্বলপুরের নিকট বাড়ী ছিল ; ভগবানে নির্ভর করিয়া যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান। সাধনার কথায় সংস্কৃত এবং আরবী শব্দ দুইই ব্যবহার করিয়া পূর্ব্বোক্তভাবে বুঝাইয়া দেন। "যাহা কিছু দেখ তাহাতেই তাঁহাকে আনন্দময়কে উপলব্ধি কর ; কিছুতেই মনে কষ্ট করিও না ; মন ঠাণ্ডা রাখ"—ইহাই সার উপদেশ।

উপাসনায় যদি পরাভক্তির বা পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশ করিয়া না দেয় তাহা মৌখিক এবং বৃথা ইহা বুঝাইবার জন্য ফকীর সাহেব বলিয়াছিলেন,—"ওজু" (নমাজের পূর্ব্বে হস্তপদ প্রক্ষালন) করিয়া মস্‌জিদে গিয়া তথায় মাথা নোয়াইয়া কি হয় ! জীবনে ত আত্মবোধ পাইলে না ; শুধু মরিলেই কি তাঁহাকে কোন একটা অজানা উপায়ে পাইয়া ফেলিবে।

ক্যা হোতা হ্যায় ওজুকিয়ে সে
ক্যা মস্‌জিদ্‌মে জানে সে ?
ক্যা হোতা হ্যায় নমাজ পঢ়্‌কর
সির্ কো উহাঁ ঝুঁকানে সে ?
জীতে জীতো মিলা নহি
ক্যা মিলেগা উহমর জানেসে ?

জীবন্মুক্তিই মুক্তি। চিত্তশুদ্ধির পর কামনা নাশের পর আত্মজ্ঞান লাভেই জীবন্মুক্তি। যাহার সাক্ষী ভাবে নির্লিপ্ত ভাবে স্থিতি সে ব্যক্তি জীবনে মরণে মুক্ত। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন "ন স্নানে ন দানেন প্রাণায়াম শতেন বা।" অর্থাৎ উহাতেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান হয় না চিত্তশুদ্ধি মাত্র হয়। যোগযুক্ত হওয়ার জন্য সাধু ফকীরের উপদেশ একই। মৃত্যু-সংসার-সাগরে স্থিত মনুষ্যদিগের মধ্যে জীবন্মুক্তের সম্বন্ধে ফকীরী মত—

ইস দুনিয়া মে আকর ওহি এক জীতা হ্যায়।
যো জীতে জী মরযাওয়ে ওহি এক জীতা হ্যায়॥

ফকীর সাহেব মক্কা মদিনা দেখিয়া আসিয়া ছিলেন কিন্তু সেজন্য যেন একটু লজ্জিত। বলিলেন যিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান সঙ্গে সঙ্গে আছেন তাঁহাকে খুঁজিতে বালকভাবে দূরদেশে গিয়াছিলাম। ব্যাসদেবেরও অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়া ঐ ভাব :—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্ বর্ণিতং
স্তুত্যা নির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপ্তিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং যৎকৃতং॥

অর্থাৎ—হে ভগবন্! আপনি রূপবিবর্জ্জিত, কিন্তু ধ্যানের দ্বারা আমি আপনার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়াছি। হে অখিলগুরো! আপনি অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু স্তুতি দ্বারা আমি আপনার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিতে গিয়াছি। আপনি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু তীর্থযাত্রাদির মাহাত্ম্য কথনে আমি আপনার ব্যাপ্তিত্বের সঙ্কোচ করিতে গিয়াছি। হে জগদীশ! এইরূপ বিপর্য্যয় দ্বারা আমি তিনটি দোষ করিয়াছি, আপনি ক্ষমা করুন।

১৭। উৎকর্ষের কারণ তন্ময়তা।

একদিন আকবর বাদসাহ গায়কশ্রেষ্ঠ তানসেনের ভজনগীতে পরিতুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করেন "তুমি এরূপ গান করিতে কোথায় শিখিলে?" তানসেন বলেন, "আমি অনেক ভাল ভাল ওস্তাদের কাছে বহুবর্ষ সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া শেষে স্বামী হরিদাসের পদপ্রান্তে অনেককাল বসিয়া থাকিতে থাকিতে বুঝিয়াছিলাম যে, ভাবসঙ্গত গীত কাহাকে বলে।" আকবর সাহ তানসেনকে বলেন, "তোমার গুরুর গান শুনাইতে হইবে,—তিনি আশ্রম ছাড়িয়া বাহির হন না? আমিই যাইব।" তানসেন বাদসাহকে স্বামিজীর আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং গুরুর চরণ বন্দনাপূর্ব্বক, বাদসাহকে লইয়া নিকটে বসিলেন পরে যথাসাধ্য উৎকৃষ্টরূপে একটী ভজনগীত গাহিলে, স্বামী হরিদাসও গুন গুন করিতে করিতে আরম্ভ করিয়া ঐ গানটী ধরিলেন। গান শুনিয়া বাদশাহ একান্তই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। স্বামিজীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাদসাহের সেই গানটী আবার শুনিতে ইচ্ছা হইল, তানসেন পুনর্ব্বার ঐ গানটী করিলে বাদসাহ বলিলেন, "তোমার গুরুর মত হইল না কেন বল দেখি?" তানসেন উত্তর দিলেন, "আমার স্মরণে ছিল যে আমি দিল্লীশ্বরকে গান শুনাইতেছি। কিন্তু স্বামিজীর যে ত্রিভুবনেশ্বরকে ব্যতীত আর কিছুই স্মরণে ছিল না।"

১৮। উদ্যম নেপোলিয়ান।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলিতেন যে "অসম্ভব" শব্দ তাঁহার অভিধানে নাই। যখন তাঁহার অফিসরেরা বলিলেন যে কামান লইয়া আল্পস্ পর্ব্বত পার হওয়া যাইবে না, তখন তিনি উত্তর দেন "আল্পস্ পর্ব্বত থাকিবে না।" তিনি সৈন্যদিগের অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিমপ্লন

গিরিবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং কামান সকলও বহু আয়াসে সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল। মনের ও শরীরের সমস্ত বল তিনি উপস্থিত কার্য্যের উপর ফেলিতেন। এমন দিনও গিয়াছে যখন একে একে তাঁহার সহিত কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার চারিজন সহকারী (সেক্রেটারী) ক্লান্ত হইয়া একটু বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন, তিনি এক ক্ষণের জন্যও কার্য্য ছাড়েন নাই।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি সর্ব্বদাই বলিতেন "দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতেই প্রকৃত জ্ঞান নিহিত।" আমাদেরও শাস্ত্রোক্তি—"সাধনায় সিদ্ধি।"

১৯। উদ্যম — সোয়ারো।

রুসীয় সেনাপতি সোয়ারো তাঁহার অদম্য উদ্যমে অনুচর সকলকেই অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদের ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধি করিয়া দিতেন এবং তাঁহার অধীনস্থেরা যেন অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া ফেলিত। "জানিনা" শব্দ শুনিলেই তিনি "জানিয়া ফেল" কথা দুইটী এরূপ স্বরে এবং এরূপ ভাবে বলিয়া উঠিতেন যে অফিসরেরা এবং সৈনিকেরা প্রকৃতই সে বিষয় জানিয়া ফেলার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিত। "পারি নাই" শব্দ শুনিলেই তিনি সেই ধরণে বলিয়া উঠিতেন "চেষ্টা কর"। এবং তাহার পর বলিতেন সম্পূর্ণভাবে মন দাও নাই, তাই পার নাই; এবারে খুব মন দাও—অবশ্যই পারিবে।" তিনি সৈন্যদের বলিতেন "ভগবানের কৃপায় বিশ্বাস রাখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চল; কিন্তু বারুদ ভিজাইয়া ফেলিও না।" তাঁহার মতে নিরুদ্যমে বা অসাবধানতায় ভক্তিহীনতাই সূচিত করে, সুতরাং ভগবৎ কৃপা উহাতে পাওয়া অসম্ভব। ইংরাজী প্রবাদ বাক্যেও আছে—উদ্যমশীলকেই ভগবান সাহায্য করেন।"

২০। একমনে চেষ্টা প্রোফেসার হেনরী।

প্রিন্সটন কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষা বিধানের ঘরে প্রোফেসার হেনরী কয়েক মাস ধরিয়া একই বিষয়ের পরীক্ষা বিধান করিতেছিলেন। একজন সহকারী প্রোফেসার একদিন হাসিয়া বলিলেন "তুমি পাগল হইয়া যাইবে; ঐ পরীক্ষা বিধানের কথা ছাড়া আর কিছুই এখন তোমার মনে আসে না; তুমি অন্য বিষয়ে দুটা কথা কহিতেও পার না।" প্রোফেসার হেনরী উত্তর করেন "আমার খুড়া পেনিনসুলার যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে যখন যে কাজ ধরিবে, তখন তাহার উপরই লক্ষ্যস্থির রাখিবে। যদি কোন শত্রুর কেল্লার দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পথ করিতে হয় তবে দিবা রাত্র সকল তোপের গোলাবৃষ্টি যেন 'একই' স্থানে পড়িতে থাকে এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক; ছড়াইয়া গোলাবৃষ্টি করিলে কার্য্যোদ্ধার হয় না।"

২১। একাই একশত লাটুর অভার্ণ।

লাটুর অভার্ণ ফরাশী গ্রেনেডিয়ার সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে অনেকবার পদোন্নতি দিতে চাওয়া হয়, কিন্তু তিনি গ্রেনেডিয়ারের কাপ্তেনের অপেক্ষা উচ্চপদ কখন আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। একদা ছুটী লইয়া তিনি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা করিয়া বেড়াইতে গিয়া একাকী ফিরিবার সময় সংবাদ পাইলেন যে একদল অষ্ট্রীয়সৈন্য দ্রুতগতিতে একটা পাহাড়ী রাস্তা দিয়া আসিতেছে। ঐ পাহাড়ী পথের একস্থানে একটা ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। তাহার পাস দিয়া পথ। অভার্ণ ছুটাছুটী সন্ধ্যার সময় ঐ দুর্গে গেলেন যে দুর্গরক্ষীদের সাবধান করিয়া দিবেন এবং ফরাশী সৈন্যদলে সংবাদ দিবার জন্য উহাদের একজনকে পাঠাইবেন। গিয়া দেখিলেন যে দুর্গরক্ষী সকলেই পলায়ন করিয়াছে।

দুঃখে এবং ঘৃণায় অভার্ণ একাকীই দুর্গরক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ত্রিশ জন সৈনিক ঐ ক্ষুদ্রদুর্গে সাধারণতঃ থাকিত। উহারা পলায়নের সময় বন্দুকগুলি বহনের কষ্টও স্বীকার করে নাই। অভার্ণ কিছু ভোজন করিয়া দুর্গদ্বার বদ্ধ করিয়া ৩০টী বন্দুক ভরিয়া ছাদের আলিসার ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রে অন্ধকারে যোদ্ধাদিগের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। অষ্ট্রীয়দল অতর্কিতে দুর্গ আক্রমণ জন্য এতক্ষণ পাহাড়ের অন্তরালে অন্ধকারের অপেক্ষায় ছিল। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে লোক দেখা গেলে অভার্ণ ক্ষিপ্রতার সহিত একে একে পাঁচ ছয়টি বন্দুক তুলিয়া ছুঁড়িলেন। ৪।৫ জন অষ্ট্রীয় যোদ্ধা হতাহত হইয়া পড়িল। দুর্গরক্ষীরা সজাগ আছে দেখিয়া অষ্ট্রীয় সেনাপতি রাত্রের আক্রমণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। প্রাতে একটী তোপ টানিয়া আনা হইল, কিন্তু পার্ব্বত্যপথটার এরূপ বক্র গতি যে তোপটাকে সুবিধামত বসাইতে গেলে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে যাওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। অভার্ণ শীঘ্র শীঘ্র ভরা বন্দুকগুলি তুলিয়া অব্যর্থ সন্ধানে ছুড়িতে লাগিলেন। তখন ব্রিচলোডার বন্দুক বা টোটার ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং অষ্ট্রীয়েরা মনে করিল বহুসংখ্যক লোক দুর্গরক্ষা করিতেছে। তোপটার মুখ ফিরাইয়া ভাল করিয়া বসাইয়া একবারও ছুঁড়িবার অবকাশ অভার্ণ দিলেন না। অনর্থক অনেকগুলি অষ্ট্রীয় গোলন্দাজ মারা পড়িল। তখন অষ্ট্রীয় সেনাপতি পাদাতসৈন্যদিগকে মই লইয়া দুর্গের উপর চড়াই করিতে হুকুম দিলেন। তিনবার চেষ্টা হইল কিন্তু তিন জনের অধিক পাশা পাশি থাকিয়া দৌড়িবার উপযুক্ত প্রশস্ত পথ না থাকায় দুর্গ অধিকার হইল না। বহুসংখ্যক অষ্ট্রীয় যোদ্ধা হতাহত হইল। অভার্ণের বারুদের কমি পড়িল। তিনি সময়ের এবং দূরত্বের হিসাব করিয়া দেখিলেন যে পলায়িত দুর্গরক্ষকদিগের নিকট এতক্ষণে

ফরাশী সৈন্যদল সম্বাদ পাইয়া অষ্ট্রীয়দিগের দিকে যাত্রা করিয়া থাকিবে, সুতরাং পার্ব্বত্য পথ এখন অষ্ট্রীয়েরা দখল পাইলেও ফরাশী পক্ষের কোন ক্ষতি হইবে না। সন্ধ্যার সময় যখন অষ্ট্রীয় সেনাপতি দুর্গ সমর্পণ করিতে পুনরায় ডাক দিলেন তখন অভার্ণ স্বীকার করিলেন যে ফরাশী ধ্বজা সহ দুর্গরক্ষীদের সশস্ত্র ফরাশীদলে গিয়া মিশিতে দেওয়ার স্বীকৃতি পাইলে পরদিন প্রাতে দুর্গ সমর্পিত হইবে। তখনই দুর্গ আক্রান্ত হইলে বারুদ প্রায় ফুরাইয়া যাওয়ায় আধ ঘণ্টায় উহা অধিকৃত হইত! পরদিন প্রাতে পার্ব্বত্য পথে দুর্গের সম্মুখে অষ্ট্রীয়ানসৈন্য দুই লাইনে দাঁড়াইল। মধ্যে একজনের যাওয়ার মত রাস্তা রহিল। তুর্য্যধ্বনির শব্দে ক্ষুদ্র দুর্গ-দ্বার খুলিবার পর দেখা গেল যে একটী মাত্র ফরাশী যোদ্ধা অনেকগুলি বন্দুকের আঁটি বাঁধিয়া তাহা ঘাড়ে করিয়া গুরুভারে অবনত কলেবরে ধ্বজাহস্তে আসিতেছে। অষ্ট্রীয় সেনাপতি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর সকলে আসিতেছে না কেন?" অভার্ণ যখন বলিলেন "আমিই দুর্গাধ্যক্ষ এবং একাই সমস্ত দুর্গরক্ষী সেনা" তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একজন মাত্র লোকে একটা সৈন্যদলের বিরুদ্ধে দুইরাত্রি ও একদিন দুর্গটা রক্ষা করিয়া বহু সংখ্যক অষ্ট্রীয় যোদ্ধাকে হতাহত করিয়াছে জানিয়া উদারহৃদয় অষ্ট্রীয় সেনাপতি অভার্ণকে একখানি প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিলেন এবং নিজের সৈন্যদের বলিলেন "ধন্য সেই দেশ যেখানে দেশ গৌরবের জন্য এরূপ অভূতপূর্ব্ব কার্য্যেও লোকে বুক বাঁধিতে পারে! —তোমরাও এমনি হও।" অষ্ট্রীয় সেনাপতি সমুদয় বন্দুকগুলিই বাহকদ্বারা অভার্ণের সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টি এই ঘটনা শুনিয়া পদোন্নতি লইতে অনিচ্ছুক অভার্ণকে "ফ্রান্সের সর্ব্ব প্রধান গ্রেনেডিয়ার" এই উপাধি দিয়াছিলেন এবং ১৮০০ অব্দে অভার্ণের রণক্ষেত্রে দেহান্ত হইলে হুকুম

দিয়াছিলেন যে গ্রেনেডিয়ার রেজিমেন্টের খাতা হইতে উহাঁর নাম কাটা না হয়। প্রত্যহ প্রথমরাত্রে ঐ রেজিমেন্টের সৈন্যদিগের হাজরি লইবার সময় (রোল কল) প্রথমেই অভার্ণের নাম ডাকা হইত এবং একজন গ্রেনেডিয়ার নিয়মিতরূপে বলিত "রণক্ষেত্রে অনন্ত যশের শয্যায় শায়িত।" এইরূপে অভার্ণের অসম সাহসের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়া নেপোলিয়ান তাঁহার গ্রেনেডিয়ার গার্ড দলকে অতুলনীয় বিক্রমশালী করিয়া তুলিয়া ছিলেন।

২২। একাগ্র লোকনায়ক ডরন্‌ ফোর্ড।

স্কটলণ্ডের উপকূলে এক দিন ঝড় বহিতেছিল। ঝড়ের জোরে একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ সমুদ্র তটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিতেছিল। তটে অনেক ধীবর দাঁড়াইয়াছিল, এবং জাহাজটীর আরোহী ও মাল্লাগণ অল্প সময়ের মধ্যেই ডুবিয়া মারা যাইবে উহাদের সকলেরই মনে এই কথা উদিত হইতেছিল; কিন্তু ঐ উত্তাল তরঙ্গে নৌকা লইয়া যাত্রীদিগকে রক্ষা করিতে যাওয়ার চেষ্টা করিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না।

কর্ণেল ডরন্‌ফোর্ড সাহেব তখন হাওয়া বদলাইবার জন্য ছুটী লইয়া ঐ অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ ঐ স্থানে আসিয়া ব্যাপার দেখিবামাত্র নিজের জুতা কোট এবং টুপি ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া একখানি নৌকা ঠেলিয়া জলে ভাসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং নৌকা চালাইতে ভাল না জানিলেও চীৎকার করিয়া বলিলেন কেহ আসিবে ত এস, নচেৎ আমি একলাই নৌকা লইয়া গিয়া লোকগুলাকে উদ্ধার চেষ্টা করিব!" উহাঁর সাহসে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিষ্ঠ ও নৌকাচালনে নিপুণ ধীবরেরা তখনই ছুটিয়া গিয়া উহাঁর অনুগামী হইল

এবং ঐ ইংরাজ অফিসরের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও একাগ্রতা প্রসূত লোকনায়কতার ক্ষমতায় অনেকগুলি লোকের জীবন রক্ষা হইল।

২৩। কর্ত্তব্য জ্ঞান — ভাগলপুরের চর্ম্মকার।

একদিন (১৯০০) ভাগলপুরের রাস্তার ধারে একজন চর্ম্মকার জুতা মেরামত করিতে বসিয়াছিল। কোন বিহারী কায়স্থ ভদ্রলোক উহাকে জুতা মেরামত করিতে দিলেন। চর্ম্মকার জুতার ছিন্ন অংশ ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল "সাত পয়সা লাগিবে।" বাবুটী বলিলেন "এই প্রথম জুতা মেরামত করাইতেছি না ; তিন পয়সাতেই এরূপ মেরামত হইয়া থাকে।" চর্ম্মকার বলিল "বাবু সাহেব ! খুব ভাল ও মজবুত সেলাই হইবে এবং সাত পয়সাই তাহার উচিত দর।" বাবু বলিলেন "তিন পয়সাই দিব—সেলাই করিতে হয় কর।" চর্ম্মকার গম্ভীর ভাবে বলিল "হাতের কাজ ফিরাইয়া দিব না এবং খারাপ করিয়াও কাজ করিব না ; কাজ দেখিয়া সাত পয়সা দিতে ইচ্ছা হয় দিবেন ; না হয় তিন পয়সাই দিবেন, এই কথাই ঠিক রহিল ; চারটা পয়সা না হয় বাকীই থাকিবে।"

এ জন্মে বাকী থাকিবে এবং পর জন্মে চামারকে তাহার ন্যায্য বাকী চার পয়সা দিবার জন্য উহাঁকে আবার আসিতে হইবে ; কর্ত্তব্যপরায়ণ চামার কাজ খারাপ করিবে না—এই ইঙ্গিতে বাবুটী স্তম্ভিত এবং শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। সকল বর্ণের ও শ্রেণীর মধ্যেই খুব উচ্চমনা লোক আছেন।

২৪। কর্ত্তব্য পরায়ণতা — ইংরাজ কাপ্তেন।

ইংলণ্ডের উপকূলে একটী জাহাজের তলা ফাঁসিয়া গিয়া জাহাজ মগ্ন হওয়ার উপক্রমে ইংরাজ নাবিকবৃন্দের সুভদ্র নিয়মানুসারে পোতাধ্যক্ষ প্রথমে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে ও পরে সবলকায় পুরুষযাত্রী-

দিগকে কতকগুলি নাবিকের সহিত নৌকাযোগে তীরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর অবশিষ্ট নাবিকদিগের প্রত্যেককে "কর্ক ভরা জামা" পরিয়া সন্তরণ দ্বারা আত্মরক্ষার আদেশ প্রদান করিলেন। পোতাধ্যক্ষ স্বয়ং ঐরূপ একটি জামা পরিয়া জাহাজ হইতে জলে পড়িতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ একটি বালককে দেখিতে পাইলেন এবং বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? এতক্ষণ নৌকা করিয়া তীরে যাও নাই কেন?" সে বলিল "আমার ভাড়া দিবার ক্ষমতা ছিল না, আমি গোপনে জাহাজে উঠিয়াছিলাম এবং ধরা পড়িবার ভয়ে এতক্ষণ লুকাইয়াছিলাম।" পোতাধ্যক্ষ তখন ভাবিলেন "ইহাকে রক্ষা করিতে গেলে আমার প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হয়; আমার সন্তানগুলি অল্পবয়স্ক; আমার অভাবে তাহাদের দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে. তথাপি স্ত্রীপুত্রের ভার জগদীশ্বরের হাতে দিয়া নিজের কর্ত্তব্য ত করি!" কাপ্তেন জামাটি খুলিয়া সেই বালকটিকে পরাইয়া তাহাকে জলে নামাইয়া দিলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কাপ্তেনসহ জাহাজ অবিলম্বেই জলমগ্ন হইল।

২৫। কর্ত্তব্য পালন — নিষ্কাম।

মারষ্টনমূরের যুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষ সিড্‌নি আহত ও ভূপতিত হইলে একজন অশ্বারোহী সৈনিক তাঁহার প্রতি আক্রমণকারী শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাকে ঘোড়ায় তুলিয়া দলের পশ্চাদ্ভাগে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছিল। সিড্‌নি কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" ঐ সাহসী সৈনিক বিনীত ভাবে উত্তর দিল "আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমি ইহা পুরস্কারের জন্য করি নাই!" নাম না বলিয়াই সে যুদ্ধে ফিরিয়া গেল। অনেক অনুসন্ধানেও সিড্‌নি তাঁহার উপকারকের ঠিকানা কখনই করিতে পারেন নাই।

২৬। কর্ত্তব্যে নিমগ্নতা রুসীয় অফিসার।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সময়ে যখন রুসীয়া একাকী তুর্কী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল তখন অবরুদ্ধ সিবাষ্টিপোল দুর্গ হইতে রুসীয় সম্রাট নিকোলাসের নিকট একটী বিশেষ সম্বাদ পাঠানর প্রয়োজন হয়। রুসীয় সেনাপতি একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় রুসীয় কাপ্তেনের হাতে মোহর করা চিঠিখানি দিয়া বলিলেন "ইহা সম্রাটের নিজের হাতে দিও। দিবা রাত্রির মধ্যে পথে একটুও বিশ্রাম করিও না।"

তখন ঐ পথে প্রতি দশ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলের ব্যবস্থা ছিল। যত দ্রুতভাবে ঘোড়া দৌড়িতে পারে সেইরূপেই ঘোড়া দৌড় করাইয়া অফিসারটী শ্লেজ গাড়িতে দিবারাত্রি উত্তরমুখে চলিলেন। প্রত্যেক আড্ডায় দু এক মিনিটের মধ্যেই তথাকার সহিসেরা বলে "মহাশয় গাড়ি তৈয়ারি" আর অফিসার বলেন "দ্রুত চালাও।" কয়েক-দিন এইরূপে গিয়া সেণ্টপিটার্সবর্গের রাজপ্রাসাদে পৌছিয়া অফিসারটী সম্রাটের হস্তে পত্র দিলেন। তাহার পর আর মাথার ঠিক থাকিল না; তিনি সম্রাটের সমক্ষেই একখানা চেয়ারে বসিয়া মুর্চ্ছিত বা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পত্র পড়া শেষ হইলে সম্রাট দেখিলেন যে অফিসারটী চেয়ারে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছে। উহাকে ডাকাডাকি করিয়া তুলিতে পারিলেন না—প্রহরিগণও টানাটানি করিয়া তুলিতে পারিল না। সকলে স্থির করিল "মরিয়া গিয়াছে" "মরিয়া গিয়াছে।" সম্রাট নাড়ী দেখিয়া এবং বুকের উপর কান দিয়া দেখিয়া বলিলেন "মরে নাই, নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।" তাহার পর অফিসরটীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "মহাশয়! গাড়ী তৈয়ারি।" অফিসরটী তখনই বুক পকেটে যেখানে চিঠিখানি রাখিতেন সেই থানটা খুব চাপিয়া ধরিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন "খুব জোরে হাঁকাও।"

কিন্তু চক্ষু চাহিয়া যখন দেখিলেন যে সামনে ঘোড়া বা কোচম্যান নাই, রাজপ্রাসাদে স্মিতমুখে দণ্ডায়মান সম্রাটের সামনে তিনি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন, তখন লজ্জায় হেটমুণ্ড হইয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সম্রাট ঐ কাপ্তেনের হাত ধরিয়া সমাদর করিয়া বলিলেন "জন্মভূমির এবং সম্রাটের কার্য্যে আগ্রহ এবং কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা যতদিন রুসীয় অফিসর-দিগের শরীরে এইরূপ মজ্জাগত হইয়া থাকিবে ততদিন রুসীয়ার গৌরব কেহই ম্লান করিতে পারিবে না।"

২৭। কথার ঠিক — সার উইলিয়াম নেপিয়ার।

একদিন ইতিহাস লেখক সার উইলিয়াম নেপিয়ার তাঁহার বাসা হইতে অনেক দূরে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে একটী বালিকা পথের ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসায় বালিকা বলিল "হাত হইতে পড়িয়া মাটির জলপাত্রটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা বড় দরিদ্র, মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া মারপিট করিবেন। আপনি কি ইহা জুড়িতে জানেন?" সার উইলিয়াম বলিলেন "জুড়িতে জানিনা কিন্তু নূতন একটী কিনিবার জন্য অর্থ দিতে পারি।" কিন্তু পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন সঙ্গে টাকা পয়সা কিছুই নাই! তখন বলিলেন "কাল ঠিক এই সময়ে এইস্থানে আসিও আমি তোমাকে কিছু দিব। তোমার মাকে এই কথা বলিলে তিনি তোমাকে মারিবেন না।" পরদিন বহুকালের পরিচিত পরমাত্মীয় এক বন্ধুর পত্র আসিল যে তিনি দীর্ঘ প্রবাসে যাইতেছেন; নিকটবর্ত্তী সহরে সার উইলিয়ম তাঁহার সহিত যেন অবশ্য দেখা করেন। তখন দুইদিক রাখার সময় নাই। সার উইলিয়াম নিজেই সেই বালিকাকে কিছু টাকা দিতে গেলেন; বন্ধুর নিকট পত্রসহ লোক গেল।

অনেকে এস্থলে ঐ বালিকার জন্যই লোক পাঠাইতেন; কিন্তু

তাহাতে সম্ভবতঃ ঠিক স্থানের এবং ঐ বালিকাটীর সন্ধান না হইয়া উহাঁর কথার ঠিক থাকিত না।

২৮। কপটীর উদ্ধার গদাধর ভট্ট।

পরম ভক্ত গদাধর ভট্টের নিকট ভগবৎ কথা শ্রবণ করিবার জন্য অনেকে আসিত। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলকেই প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইত। এক ভক্তিহীন মোহন্ত তথায় গেলে ভট্টজী তাঁহাকে খুব আদর ও যত্ন করিয়া বসাইলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তির মন এরূপ কঠিন ছিল যে, ভট্টজীর কথকতায় অপর সকল শ্রোতাগণ কাঁদিয়া আকুল হইলেও উহার চক্ষে জল আসিল না। তখন সে চাদরের এক কোণে বাঁধা লঙ্কার গুঁড়া চক্ষে রগড়াইয়া জল বাহির করিল!

ঐ কথা পরে কেহ ভট্টজীকে বলায় তিনি ঐ মোহন্তের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং তাহার মঠে গিয়া উহার সহিত দেখা করিয়া কোল দিলেন। বলিলেন, "আপনি ধন্য, ভগবানে প্রীতি আপনার আছে তাই আপনি কথাশ্রবণে গিয়াছিলেন; প্রেমাশ্রু বহা উচিত তাহাও জানেন। পূর্ব্বজন্মের কোনরূপ কর্ম্মফলে প্রেমাশ্রু বহিতে বিলম্ব হওয়ায় আপনি নিজের চক্ষুর উপর ক্রোধ পূর্ব্বক তাহাকে সাজাদিয়া সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন!"

সরলমনা ভক্ত গদাধর ভট্টের কাহারও উপর—কিছুরই উপর—বিরাগ ছিল না। মোহন্তের কাপট্যের ভিতরেও যে "একটু" ভালর দিকে সূক্ষ্মভাবে টান ছিল সেইটুকু মাত্র ধরিয়া, দোষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া উহার উপকার করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন।—শ্রীভগবানের ন্যায় ভক্তও যে অতি অল্পেই তুষ্ট!

সে যাহা হউক, মহাত্মার স্পর্শে মুগ্ধ এবং তাহার মহা অপরাধটাও

ভাল ভাবে দেখায় একান্ত লজ্জিত মোহন্তের হৃদয় গলিয়া গেল এবং তিনি উচ্চস্বরে রোদন করিয়া মহাত্মার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

২৯। কর্ম্মের ক্ষয় ভোগে।

মাধবদাস নামক একজন ভক্ত ও জ্ঞানী সাধু ৺ পুরীক্ষেত্রে থাকিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব তাঁহাকে কৃপা করিয়া তাঁহার কুটীর মধ্যে কখন কখন দর্শন দিতেন। একদিন রাত্রে প্রভু দর্শন দিয়া বলিলেন—"মাধব! এস, জগন্নাথবল্লভ মঠের বাগান হইতে কাঁঠাল পাড়িয়া আনি।" বিস্মিত মাধব প্রভুর সঙ্গে বাগানে ঢুকিলে মালীরা শব্দ পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া মাধবকে গাছ তলায় ধরিল এবং অন্ধকারে না চিনিয়া বিস্তর প্রহার করিল। শেষে চিনিতে পারিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল "সাধুজি! তোমার এই কীর্ত্তি।"

মাধব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই অপূর্ব্ব লীলার সম্বন্ধে ভাবিয়া কিছু ঠিক পাইল না। মালীদের আগমনকালেই তিনি অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন! মারের চোটে মাধবের ঘন ঘন আমরক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। মাধব কয়েক খণ্ড কৌপীনসহ সমুদ্রতীরে গিয়া পড়িয়া রহিল। মাঝে মাঝে কৌপীন ময়লা হইলে উহা কাচিয়া শুখাইতে দিত যখন দৌর্ব্বল্য এবং বেদনা জন্য আর উঠিতে পারে না, তখন দেখিল যে একখণ্ড কৌপীন ত্যাগ করিলেই তাহা কাচিয়া আনিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভু নিজেই উহার নিকটে রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দিতেছেন। মাধবদাস বলিল "প্রভু আমার যাতনা কমাইয়া দিলেই ত হয়।" শ্রীশ্রীজগন্নাথ বলিলেন "মাধব! তোমার মত ভক্তও 'ভোগেই কর্ম্মক্ষয়' ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতেছে না!" মাধবদাস বলিলেন, "প্রভু! আপনার এ কাজে আমার অপরাধ হয়।"

সদালাপ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সহাস্যবদনে বলিলেন "তোমার মত জ্ঞানীরও এত ভ্রম। আমার কাছে কোন কাজের কি ছোট বড় আছে? না আমার শ্রম বোধ হয়।"

৩০। কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা দেওয়ান জয়প্রকাশ লাল।

জয়প্রকাশ লাল একান্ত দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। গয়ার কাছারির একজন দয়ালু মুহুরির বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। তাঁহার পড়াশুনায় একাগ্রতা দেখিয়া ঐ মুহুরি দুবেলার আহার ভিন্ন এক পয়সা করিয়া প্রত্যহ খাবার খাইতে দিতেন। ঐ সময়ে গয়া স্কুলে গডফ্রে নামক একজন শিক্ষকও উহাঁর পড়াশুনায় আগ্রহ জন্য আদর ও যত্ন করিয়াছিলেন।

জয়প্রকাশ সাংসারিক অভাব জন্য ডুমরাওনে গিয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইলে রাজকুমারকে হিন্দীশিক্ষা দেওয়ার জন্য ২৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। কয়েক মাস পরে জয়প্রকাশ মহারাজকে বলিলেন "কুমার কিছুমাত্র পড়াশুনা করেন না, সুতরাং আমার বেতন লওয়া অসঙ্গত; এদিকে আবার আমার আহারের সংস্থান নাই। সুতরাং অন্যকার্য্য দেওয়া হউক।" মহারাজা এই কথায় তুষ্ট হইয়া এবং বিশ্বাসী ভাল লোক বুঝিয়া উহাঁকে ৫০ টাকা বেতনে বিল সহি করিবার ভার দেন। যত খরচের টাকা মঞ্জুরি হইয়া বিল পাস হইয়া যাইত, তাহার সকলেরই উপর জয়প্রকাশের পরিদর্শনের এবং সহির ব্যবস্থা হইল। এক সময়ে সাত হাজার টাকার একটা বিল দুই বার পাস হইয়া যায়। সহি করিবার সময় জয়প্রকাশ উহা ধরিয়া ফেলেন। রাজসরকারের যে উচ্চকর্ম্মচারীর ঐ ভুল হইয়াছিল, তিনি বলেন যে তিনি ঐ সাত হাজার টাকাই জয়প্রকাশকে দিবেন; মহারাজ যেন ঐরূপ বিলপাসের খবর না শুনেন। জয়প্রকাশ লোভে বিচলিত না হইয়া এবং ঐরূপ ঘটনা অন্নদাতা মনিবের নিকট

গোপন রাখিতে অস্বীকার করিয়া এবং কাহারও নিন্দা না করিয়া মহারাজাকে হঠাৎ "ভুলে" দুবার বিলপাসের কথা বলেন। মহারাজা উহাঁর কার্য্যে ও ধরণে তুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ দেওয়ানী পদ এবং মাসিক ১৫০০ টাকা বেতন দেন। ইহাতে জয়প্রকাশলাল বলেন যে বেতন ৫০০ টাকা মাত্র দেওয়া হউক, কিন্তু সাবেক দেওয়ানেরা যেরূপ গ্রামের ইজারা পাইতেন উহাঁকেও সেইরূপ দেওয়া হউক।

একান্ত বুদ্ধিহীন বলিয়া রাজকুমার রাজ্যভার পাওয়ার অনুপযুক্ত বলিয়াই খ্যাত ছিলেন; কিন্তু দেওয়ান জয়প্রকাশের বুদ্ধি বলে সে বিষয়ে কোন গোলযোগ হয় নাই। সেজন্য দেওয়ানকে কয়েকখানি গ্রাম মোকররি দেওয়া হইয়াছিল। দেওয়ান রাজ্যের আয় হইতে এক কপর্দ্দকও অবৈধ উপায়ে লয়েন নাই; বা কাহাকেও পারগপক্ষে লইতে দেন নাই। তিনি মোকররির এবং ইজারার গ্রামগুলির কৃষির সর্ব্ববিধ উন্নতি করিয়া আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং ঐ আয় হইতে ধন-সঞ্চয় করিয়া অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট ৫০ পঞ্চাশ হাজার বিঘা জঙ্গল ও পতিত জমি ব্রহ্মদেশে বন্দোবস্ত লয়েন এবং তথায় পরিশ্রমী বিহারী কৃষকদিগকে বাস করান। এই সকল উপায়ে তাঁহার বার্ষিক তহশীল প্রায় ২৷৷০ লক্ষ টাকা হয়।

তিনি বাল্যকালের উপকারী পূর্ব্বোক্ত মুহুরিকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক টাকা দিয়া সাহায্য করেন এবং উহাঁর তীর্থ যাত্রার সমস্ত ব্যয় বহন করেন এবং উহাঁর সহিত দেখা হইলেই তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিতেন। এমন কি মহারাজার সভামধ্যেও তাহা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি গডফ্রে সাহেবের মেমকে মাসে মাসে বিলাতে টাকা পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার পুত্রদিগের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন।

৩১। কৃতজ্ঞের সমাদর লোকমানের মনিব।

সুপ্রসিদ্ধ লোকমান হাকিম প্রথমাবস্থায় ক্রীতদাস ছিলেন। একদিন তাঁহার মনিব একটী কাঁকুড় খাইতে গিয়া দেখিলেন যে উহা বিষম তিক্ত। তখন উহা লোকমানকে দিয়া বলিলেন "দেখ যদি একটু খাইতে পার।" মনিব মনে করিয়াছিলেন যে লোকমান একটু কামড়াইয়া আর খাইবে না। অম্লানবদনে লোকমান কাঁকুড়টীর সমস্তই খাইয়া ফেলিলে, মনিব জিজ্ঞাসা করিলেন "অত তিক্ত খাইলে কিরূপে?" লোকমান উত্তর দিলেন "আপনি আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন তাহাতে নিজেকে ক্রীতদাস বলিয়া মনেই হয় না; আপনার হাত হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি, আপনার দেওয়া একটা তিক্ত জিনিস সানন্দে গ্রহণ করিতে পারিব না!"

মনিব ভাল লোক ছিলেন এবং লোকমানের গুণে পূর্ব্ব হইতেই প্রীত ছিলেন। এই উত্তরে তিনি দেখিলেন যে দাস তাঁহাকে আভাষে অত্যুচ্চ ধর্ম্মোপদেশ দিল। ভগবানের অপার করুণার কথা এবং তাঁহার হস্ত হইতে সময়ে সময়ে দুঃখ পাইলেও তাহা অবিচলিতভাবে সহ্য করার প্রয়োজনীয়তা, লোকমানের ঐ উক্তিতে উপলব্ধি হইল। তিনি সুস্পষ্টই দেখিলেন যে লোকমান ক্রীতদাস থাকিবার উপযুক্ত নহেন; পরন্তু এই ব্যবহারে এবং উত্তরে তাঁহার মনে পবিত্র ভাব আনয়ন করিয়া দিয়া তাঁহার গুরু স্থানীয়! তিনি লোকমানকে তখনই দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলেন।

৩২। কাজীর বিচার আরব দেশে।

আরব দেশে একরাজা ছদ্মবেশে প্রজাদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার রাজ্যের এক কাজীর বিচারের প্রশংসা শুনিতে

যাইতেছিলেন; কিন্তু কাজীর সহিত কখন দেখা হয় নাই। ঐ কাজীর এলাকায় ছদ্মবেশে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে যাইতে রাজার পথে এক খোঁড়াকে দেখিয়া দয়া হইল। রাজা বলিলেন "তুমি ঘোড়ায় চড়। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সম্মুখবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত তোমাকে পৌঁছাইয়া দিই।" খোঁড়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ঘোড়ায় উঠিল। কিন্তু ঐ গ্রামে পৌঁছিয়া ঘোড়া হইতে নামিতে চাহিল না। বলিল "ঘোড়াত আমার। তোমার হইলে তুমি হাঁটিয়া আসিবে কেন? এ আবার কি পাগলের হাতে পড়িলাম!" উভয়ে তকরার করিতে করিতে কাজীর কাছে গেলেন। কাজী বলিলেন "আদালতের আস্তাবলে ঘোড়া রাখিয়া তোমরা যাও কল্য বিচার করিব।"

একজন চামার ও একজন কলু বিবাদ করিতে করিতে একটা পয়সার থলি লইয়া কাজীর নিকট আসিল। চামার বলিল "আমি তৈল কিনিতে আসিয়াছিলাম; তৈলের দর লইয়া বিবাদ হওয়ায় কলু আমার পয়সার থলিটী কাড়িয়া লয়; আমার আরও জিনিস কিনিতে বাকী। আমি উহাকে ধরিয়া আপনার নিকট আনিয়াছি। ও থলি ছাড়ে না।" কলু বলিল "এই চামারটা একটা সিকি ভাঙ্গাইয়া তৈলের দাম দিবে বলায়, আমি পয়সার থলি বাহিরে আনিয়াছিলাম; দুষ্ট চামার উহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। তৎপূর্ব্বে তৈলের দর লইয়াও একটু বচসা হইয়াছিল। কাহারও সাক্ষী নাই শুনিয়া কাজী উহাদেরও পরদিন আসিতে বলিলেন।

পরদিন খোঁড়া ও রাজা আসিলে কাজী উহাদের একজনকে ঘোড়াটী আনিতে এবং তাহার পর অপরকে আস্তাবলে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। ইহা করামাত্রেই কাজী খোঁড়াকে দশ বেত হুকুম দিয়া ঘোড়াটী রাজাকে দিলেন। কলু ও চামার আসিবা মাত্র কাজী কলুকে ছয় বেত হুকুম দিয়া থলিটী চামারকে দিলেন।

রাজা তখন আত্মপরিচয় দিয়া কাজীকে তাঁহার বিচার প্রণালী

প্রকাশ করিতে বলিলে কাজী বলিলেন—"ঘোড়া তাহার মনিবকে চিনে। ঘোড়াটা আপনার স্পর্শে খুসি হইয়া ছিল এবং অধিকতর সহজে আপনার সঙ্গে চলিয়াছিল। আর নির্ম্মল জলে থলি ও পয়সা ফেলিয়া আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে উহা হইতে খুব সরু একটু চামড়া ও কিছু লোম ভাসিয়াছিল—তৈল এক বিন্দুও ভাসে নাই।"

আজ কাল অনেকটাই কাজীর বিচার প্রণালীর অনুকরণে ইংরাজী ডিটেক্‌টিভ গল্পের প্রচার হইতেছে।

৩৩। কাল প্রভাব সেই আর এই।

এক নিরীহ দরিদ্র ব্রাহ্মণ দৈব বিড়ম্বনায় লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা না পাওয়ায় একান্ত সঙ্কুচিতভাবে দুই একঘর যজমানের কার্য্য করিয়া অন্নকষ্টেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার বিদ্যাহীনতা জন্য পাছে কেহ কিছু বলে এই ভয়ে কাহারও দ্বারস্থ হইতে চাহিতেন না। তাঁহার পত্নী অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন।

একদিন নিকটবর্ত্তী নগরস্থিত রাজবাড়ীতে কোন সমারোহ কার্য্যে যথেষ্ট দান হইতেছে সম্বাদ পাইয়া ব্রাহ্মণী অনেক উপরোধে ব্রাহ্মণকে তথায় যাইতে সম্মত করিলেন। খেয়ার পয়সা দেওয়ার সম্বল ছিল না বলিয়া ব্রাহ্মণ সন্তরণপূর্ব্বক ক্ষুদ্রনদী পার হইয়া আর্দ্রবস্ত্রেই রাজার সভায় গিয়া দেখিলেন যে পট্টবস্ত্রধারী পণ্ডিতগণ রাজার সম্মুখে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ এক পার্শ্বে সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজা পণ্ডিতদিগকে ধন বস্ত্র ও তৈজস দিতে লাগিলেন। আর্দ্রবস্ত্র ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া শুধু অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন "সেই আর এই।" উহাঁকে কিছুই দিলেন না। ব্রাহ্মণ লজ্জায় হেটমুণ্ড হইয়া দ্রুত বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সাধ্বী পত্নী অশ্রুপূর্ণলোচনে পতির পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রভু! আমিই তোমাকে জিদ করিয়া পাঠাইয়া তোমার মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছি; কিন্তু ঐ কথার উত্তর দিবার জন্য তোমাকে আর একবার এখনই যাইতে হইবে। তাহারপরও ভগবান দুঃখে রাখেন দুঃখে থাকিব।" ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার যাইতে অস্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণী একটী ছোট ভাঁড়ে একটু জল দিয়া তাহাতে একটী পাথরের নুড়ি ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন "এবারে আর্দ্র বস্ত্রেই সতেজে রাজার নিকট গিয়া তাঁহার হাতে এই ভাঁড়টী দিও এবং দুঃখিত ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিও, "মহারাজ! সেই আর এই।" আমি যদি সদ্‌ব্রাহ্মণের কন্যা হই এবং পতিসেবা ভিন্ন যদি আমার অন্য কোন কামনা না থাকে, তাহা হইলে এবারে রাজা উঠিয়া তোমার পদধূলি লইবেন এবং সর্ব্বোচ্চ বিদায় তোমাকেই দিবেন।"

পতিপ্রাণা পত্নীর এরূপ কথায় সরলচিত্ত ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজার নিকট গিয়া পত্নীর কথামত কার্য্য করিলে রাজা বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন। সরলস্বভাব নিরীহ ব্রাহ্মণ স্বতঃই তখন বলিলেন "মহারাজ! আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আপনার মঙ্গল হউক।" রাজা তখন ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া বলিলেন "ঠাকুর! আপনি আজ আমাকে ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকৃত উপদেশ দিলেন। সমুদ্র শোষণকারী অগস্ত্য ঋষির বংশধর ব্রাহ্মণ সামান্য নদী পার হইয়া আর্দ্র বস্ত্রে দানের জন্য সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন দেখিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলাম "সেই আর এই।" আপনি তাহার পরও কৃপা করিয়া আসিয়া স্মরণ করাইয়া দিলেন যে ব্রাহ্মণের যদি অধঃপতন হইয়া থাকে ত ক্ষত্রিয়েরও কম নয়। সমুদ্রে পর্ব্বত ভাসাইয়া সেতু প্রস্তুতকারী শ্রীরামচন্দ্রের বংশে একটা

ভাণ্ডের জলে একটু নুড়ি ভাসাইবার ক্ষমতা আমার নাই।—তবে এখনও ব্রাহ্মণ ক্ষমাশীল এবং এখনও সুশিক্ষা দানে ও আশীর্ব্বাদ করিতে সক্ষম সুতরাং পূজনীয়।" রাজা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে উচ্চ বিদায় এবং বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ সানন্দে নিজের শাস্ত্রশিক্ষায় এবং রাজার কল্যাণার্থ তপজপে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

৩৪। ক্রোধের দমন — মহাত্মা হোসেন।

মহাত্মা হোসেন, হজরত মহম্মদের প্রিয়শিষ্য এবং জামাতা মহাত্মা আলির পুত্র। তিনি অন্যায় কার্য্য দেখিলে হঠাৎ খুব ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধের ন্যায় ঐ সৈয়দ প্রবরেরও ক্রোধ বাঁশ পাতার আগুনের মত ছিল, যেমন জ্বলিয়া উঠা অমনিই নির্ব্বাণ! সীমান্ত পাঠানের ন্যায় চণ্ডালে রাগ, যাহা পুরুষানুক্রমিক পোষিত হয়, তাহা তিনি স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই।

একদিন কোন ক্রীতদাস গরম জল লইয়া যাইতেছিল। তাহার অনবধানতায় ঐ ফুটন্ত জল হোসেনের পায়ে পড়িয়া যায়। হোসেনের ক্রুদ্ধ চীৎকারেই দাস বুঝিল যে হোসেনের পায়ের খানিকটা ঝলসিয়া গিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ জলের পাত্রটী ভূমিতে রাখিয়া হাত যোড় করিল এবং কোরাণের একটী সূত্রের একাংশ উচ্চারণ করিল; "যাহারা ক্রোধ দমন করে তাহারা স্বর্গে যায়।" হোসেনের তখনই রাগ পড়িয়া গিয়াছিল; তিনি বলিলেন "আমি আর ক্রুদ্ধ নাই।" দাস সেই সূত্রের অপর অংশ উচ্চারণ করিয়া বলিল "এবং যাহারা ক্ষমাশীল তাহারাও যায়।" হোসেন বলিলেন "আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি।" দাস সূত্রের শেষাংশ বলিল "ভগবান পরোপকারীদিগকে ভাল বাসেন।"—মহাত্মা হোসেনের মন স্বভাবতঃই খুব নরম ছিল; দাসের

কথায় সহজে ক্রোধের দমন হইয়া যাওয়াতে উহাকে উপকারী বন্ধু স্বরূপেই দেখিলেন এবং বলিলেন "তুমি আর দাস নাই।"

৩৫। গুরুভক্তি — অর্জ্জুন।

অর্জ্জুনের গুরুভক্তি প্রগাঢ় ছিল। তাহা না থাকিলে শিক্ষার উন্নতি হয় না।

দ্রোণাচার্য্য কুরুবংশীয় রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার ভার পাইয়া উহাদিগকে প্রথমদিনই বলিলেন যে, উহাদের অস্ত্রশিক্ষা শেষে তিনি উহাদিগের নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিবেন এবং তাহা পূরণের অঙ্গীকার তিনি প্রথমেই চাহেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষার পরিমাণও অসাধারণ; তিনি বাল্যকালের সহাধ্যায়ী দ্রুপদের একটা ভালবাসার কথার উপর জোর দিয়া অর্দ্ধরাজ্যই চাহিয়া বসিয়াছিলেন! সুতরাং কুরু বালকেরা মৌনী হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। অর্জ্জুনের মনে দ্বিধা ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সরল মনে স্বীকার করিলেন যে গুরু যাহাই চাহিবেন তাহাই তিনি দিবেন।—"গুরু কিছু অন্যায্য বা অসম্ভব চাহিয়া বসিবেন ইহা সম্ভব নয়; আর যদিই তাহা হয় তাহাও স্বীকার; গুরুর হুকুমে সবই করিতে পারিব"—তখন অর্জ্জুনের মনের ভাব এইরূপ। দ্রোণ আনন্দে কোল দিয়া তাঁহাকে প্রধান শিষ্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

শস্ত্রশিক্ষা শেষ হইলে ঐ প্রতিশ্রুত গুরু দক্ষিণায় অর্জ্জুন দ্রোণের আদেশমত দ্রুপদকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন।

যখন দুর্য্যোধন বিরাটের গরু চুরি করিবার জন্য বিরাটবাহিনী সহ সেই দেশে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ কুরুসৈন্যে সশস্ত্র দ্রোণাচার্য্যও উপস্থিত রহিলেন তখন বিরাট রাজার গো উদ্ধার জন্য যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে

অর্জ্জুন দুই শর দ্রোণের পায়ের নিকট পাতিত করিয়া প্রথমেই তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং সেখানে এবং যখনই যেখানে গুরুশিষ্যে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে দ্রোণ প্রথমে তাঁহাকে শস্ত্র প্রহার না করিলে অর্জ্জুন কোথাও দ্রোণের উপর শরক্ষেপ করেন নাই।

সপ্তরথী মিলিয়া অন্যায় যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রাণপ্রিয় অভিমন্যুকে কুরু-ক্ষেত্রে বধ করিলেন, কিন্তু ঐ সময়ের কুরু-সেনাপতি (সুতরাং ঐ অন্যায় যুদ্ধের জন্য প্রধানতম অপরাধী) দ্রোণকে বধ করার প্রতিজ্ঞা অর্জ্জুনের মুখ হইতে বাহির হয় নাই। তিনি জয়দ্রথ বধেরই প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন। যদি যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" না বলিতেন এবং পূর্ব্ব বৈরজন্য জাতক্রোধ দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে কাটিয়া না ফেলিতেন, তাহা হইলে দ্রোণবধই ঘটিত না। অর্জ্জুনের নিজের হস্তে দ্রোণবধ অসম্ভব। অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে যখনই দ্রোণ একটু অবসন্ন হইয়া পড়িতেন, তখনই অর্জ্জুন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া অপরকে আক্রমণ করিতেন।

৩৬। চারি রত্ন — আফ্লাতুনের উপদেশ।

মহাত্মা আফ্লাতুন (প্লেটো) মৃত্যুকালে পুত্রদিগকে চারিটী উপদেশ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি ভুলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে উপদেশ, অপর দুইটী স্মরণে রাখা সম্বন্ধে।

(১) অপরে তোমার বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছে বা বলিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাও। (= ক্ষমা)।

(২) তুমি নিজে কাহার কোন উপকার করিয়া থাকিলে তাহা ভুলিয়া যাও। (= নিরহঙ্কার)

(৩) সর্ব্বদা স্মরণে রাখ যে মরিতেই হইবে। (= বৈরাগ্য)

(৪) সর্ব্বদা স্মরণে রাখ যে মনুষ্য কেহই তোমার ভাল বা মন্দ করিতে পারে না;—প্রকৃত পক্ষে ত্রিভুবনে "কর্ত্তা" একমাত্র আছেন। (= শ্রীভগবানে নির্ভর)

৩৭। চোরের প্রতিও দয়া গদাধর ভট্ট।

গদাধর ভট্টের শিষ্য সেবকেরা অনেক দ্রব্য সম্ভার তাঁহার আশ্রমে পাঠাইতেন এবং অনেক লোক তথায় আহার করিতেন। কোন রাত্রে এক চোর আসিয়া অনেক দ্রব্য একটা বড় কাপড়ে বাঁধিয়াছিল। জিনিস এত একত্র করিয়াছিল যে মোটটা মাথায় তুলিতে কষ্ট হইতেছিল। গদাধর ভট্ট তথায় আসিয়া নিঃশব্দে মোটটা তুলিতে সাহায্য করিলেন। চোর ভয় পাইয়া মাথার মোট ছাড়িয়া পলাইতে গেলে গদাধর ভট্ট বলিলেন, "বৎস! ভয় পাইও না; জিনিস গুলা লইয়া যাও। এখানেও লোকে খাইবে, তোমার বাড়ীতেও মনুষ্যে খাইবে। এখানে অনেক জিনিস থাকে; তোমাদের কেহ দেয় না। শীঘ্র মোট লইয়া চলিয়া যাও, এ গুলি আমি তোমাকে দিলাম।" ভগবৎ প্রেমিক গদাধর ভট্টের করুণার্দ্র বাক্যে চোরের মন ভিজিয়া গেল। সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বেচ্ছায় বলিল "এই যে, আপনার প্রসাদী লইয়া যাইতেছি, অতঃপর আর কখন চুরি করিব না; পরিশ্রম করিয়া নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিব।"

৩৮। জজের দয়া গুডিভ।

মিঃ এ গুডিভ বীরভূমের ডিষ্ট্রীক্ট জজ থাকার সময়ে জনৈক মোক্তার হত্যাপরাধে তাঁহার আদালতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আসামীর ফাঁসী হইয়া যাইবার পর মিঃ গুডিভ জানিতে পারেন যে, কেবলমাত্র ঐ আসামীর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার বৃহৎ পরিবারের

ভরণপোষণ চলিত। এই সম্বাদে জজ বাহাদুরের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হওয়ায় তিনি উক্ত পরিবারের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা মাসহারা তিন বৎসর পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ গুডিভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র।

৩৯। জাতীয় ত্যাগ ও নির্ভরতা মস্কৌধ্বংসে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি (১৮১২) বাছা বাছা চারি লক্ষ অজেয় ফরাশী যোদ্ধা লইয়া রুসীয়া আক্রমণ করেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে রুসীয়দিগকে পরাজয় করিয়া রুসীয়ার প্রাচীন রাজধানী মস্কৌ অধিকার করেন; স্বদেশভক্ত রুসীয়েরা কোটি কোটি টাকার সম্পত্তিসহ ঐ সুন্দর নগর ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল এবং ফরাসীদিগকে নিদারুণ শীতে আশ্রয়হীন করিল। ঐ উদ্দেশ্যে বহুশত বর্ষের সংগৃহীত উৎকৃষ্ট ছবি, ভাস্করীয় মূর্ত্তি, পুস্তক সংগ্রহ প্রভৃতি সম্বলিত রুসীয় সর্দ্দারদিগের প্রাসাদ সকল উহারা বিনষ্ট করিতে কিছু মাত্রই দ্বিধা করিল না। সমগ্র দেশের জন্য জনপদ নাশের এরূপ উজ্জ্বল উদাহরণ ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় না। রুসীয় চাষীরা পর্য্যন্ত ফরাশী দল দেখিলেই গ্রামে সঞ্চিত শস্যের মরাই সকলে অগ্নি সংযোগ করিতে আরম্ভ করিল, এবং খড়ের বোঝায় জ্বলন্ত মশাল ফেলিয়া দেওয়ার সময় তাহারা অনেকস্থলে গুলির আঘাতে মরিতে লাগিল! ফরাশীরা খাইতে শুইতে কিছুই পাইল না— পাইল কেবল উত্তর মেরু হইতে আগত বিষম শীতল বায়ু, ও বরফের বৃষ্টি এবং দূর হইতে রুসীয় সৈন্যের দর্শন। পঁচিশ হাজার মাত্র সৈন্যসহ নেপোলিয়ান রুসীয়া হইতে ফিরিয়া আইসেন। বিনা যুদ্ধে পৌনে চারি লক্ষ মহাবীরের পতন হইল! যুদ্ধ শেষে রুসীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁহার গ্রামিক, নাগরিক ও সৈন্যদিগকে তাহাদের অসামান্য ত্যাগ ও

কষ্ট স্বীকার জন্য মেডাল দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। শ্রীভগবানের কৃপাতে দেশ রক্ষার ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ ঐ মেডালে নিম্নলিখিত শব্দগুলি মুদ্রিত হইল,—"আমার দ্বারা বা আমাদের দ্বারা হয় নাই; ইহা তোমারি নামে!"

৪০। জুয়াচুরির প্রচারে ক্ষতি — নাবের ও চোর।

নাবের নামক একজন আরবের খুব ভাল একটী ঘোড়া ছিল। দাহের নামক এক ব্যক্তি ঐ ঘোড়াটী খরিদ করিবার জন্য কয়েকটী উট দিতে চাহে, কিন্তু নাবের ঐ ঘোড়া কিছুতেই বিক্রয় করিল না। দাহেরের অত্যন্ত লোভ হইয়াছিল। সে মুখে পাতার রস মাখিয়া ও অন্যান্য উপায়ে চেহারা বদলাইয়া, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া খোঁড়া সাজিয়া গ্রাম হইতে দূরে প্রান্তরমধ্যে পথের ধারে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। নাবের তাহার ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে উহাকে দেখিয়া বড়ই দয়ার্দ্র হইল। উহাকে নিকটবর্ত্তী গ্রামে পৌছানর জন্য নিজের ঘোড়ায় তুলিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিলে, দাহের হঠাৎ ঘোড়াকে কশাঘাত করিয়া কতকটা দূরে পলাইয়া গেল এবং বলিল "তুমি ঘোড়া সহজে দিলে না তাই এই উপায়ে লইলাম।" নাবের উহাকে ডাকিয়া উত্তর দিল "ভাই! ভগবানের ইচ্ছায় তুমি আমার বড় প্রিয় ঘোড়াটী লইলে—উহাকে একটু যত্ন করিও। আর এক কথা বলি—যে উপায়ে তুমি আমার ঘোড়া পাইলে তাহা কাহার নিকট কখন প্রকাশ করিও না। তাহা করিলে লোকে বিপন্নের প্রতি দয়া প্রকাশে ইতস্ততঃ করিবে এবং অনেক দুঃখী ব্যক্তির কষ্ট বাড়িবে।"

নাবেরের এই কথায় সচ্ছল অবস্থাপন্ন ঐ চোরের অত্যন্ত লজ্জা হইল;

সে ফিরিয়া আসিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া—নাবেরের সহিত বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিল।

৪১। জ্ঞান ও অজ্ঞান পরমহংসদেবের কথা।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সর্ব্বাগ্রে দীনতার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। মাষ্টার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার স্ত্রী বিদ্যাস্ত্রী না অবিদ্যা স্ত্রী?" "বিদ্যার" সাধারণ অর্থ গ্রহণে অভ্যাসবশতঃ মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—"সে অজ্ঞান।" তাহাতে পরমহংসদেব একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"সে অজ্ঞান, আর তুমিই বড় জ্ঞানী।" বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকেরা হিন্দুয়ানী বুঝে না; শিখে নাই যে, ভগবানকে জানাই প্রকৃত বিদ্যা এবং তাঁহাকে না জানাই অবিদ্যা। শুদ্ধ মাষ্টার মহাশয়ই যে ইহাতে অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, আধুনিক সমস্ত বিদ্যাভিমানী যুবকই ইহাতে 'বিদ্যার' প্রকৃত অর্থ বুঝিলেন।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এক দিন ভাবিতেছিলেন, সামান্য মেথরের চেয়েও আমি নিকৃষ্ট। তৎপরে একটা মেথর সেই রাস্তা দিয়া চলিয়া গেলে পরমহংসদেব তাহার পদধূলিতে গড়াগড়ি দিলেন। অন্য একদিন ভাবিলেন, "কই মেথরেরা পাইখানা পরিষ্কার করে, আমি তো তাহা করিতে পারি নাই। মেথরের ধূলায় গড়াগড়ি দেওয়া ত সহজ, কিন্তু মেথরের কাজটা করে কে?" এই ভাবনায় প্রণোদিত হইয়া যেখানে নিজে মলত্যাগ করেন, সেইখানে গিয়া বিষ্ঠা হস্তে লইলেন! কিন্তু মন তাহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। ভাবিলেন, "নিজের বিষ্ঠা সকলেই জলশৌচের সময় হাতে করিয়া থাকে, কিন্তু পরের বিষ্ঠা হাতে করে কে?" এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের ভৃত্যেরা যেখানে মলত্যাগ করিত, তাহা স্পর্শ করিলেন। এতক্ষণে তাঁহার মন পরীক্ষায়



পরমহংস শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ দেব।

উত্তীর্ণ হইয়া শান্ত হইল। তিনি কথাসর্ব্বস্ব ছিলেন না। প্রত্যেক কথাটী কার্য্যে পরিণত করিতেন। যেখানেই আমরা কথা এবং কার্য্যের ঐক্য দেখিতে পাই, সেই খানেই মহত্ত্ব ও বীরত্ব।

৪২। জ্ঞাতির ক্ষমা মহাত্মা মহম্মদ।

মদিনা হইতে সৈন্যসহ আসিয়া মহাত্মা মহম্মদ মক্কা অধিকার করিলে মক্কাবাসী কোরেশীয়গণ ভীত হইয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে আসিল। উহারাই তাঁহাকে বহু কষ্ট দিয়া, অনেক গালি দিয়া মক্কা হইতে তাড়াইয়াছিল। তিনি বলিলেন "এখন তোমরা কিরূপ ব্যবহার পাইতে অধিকারী?" তাহারা বলিল "আমরা আমাদের জ্ঞাতির হস্তে সদ্ব্যবহারই পাইব এরূপ বিশ্বাস করি।"—মহাত্মা সকলেরই অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

৪৩। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহ ৺ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার দুই পুত্রকে তাঁহার বাটী বাগান ও জমি ভাগ করিয়া দিবার জন্য দলিলের মুসাবিদা প্রস্তুত করাইয়া বলেন "তোমাদের দুজনে যে অতুলনীয় ভালবাসা আছে তাহাতে তোমরা নিজেরা বিষয় ভাগ করিয়া পৃথক হইতে পারিবে না; কিন্তু বিষয় সম্পত্তি বরাবর জড়াইয়া রাখা ভাল নয়; ভিক্ষুকেরা এক বাড়ীর স্থলে দুই বাড়ী হইতে মুষ্টি ভিক্ষা পায় বলিয়া আমাদের দায়ভাগ পৃথক হওয়ারই একটু প্রশংসা করিয়াছেন। আমি যেমন আস্ত আস্ত বাড়ী তোমাদের দিলাম—তোমরাও যথাসম্ভব তোমাদের ছেলেদের সেইরূপ করিয়া দিও। বাড়ীর মাঝে দেওয়াল দিলে যে দুই অংশই অস্বাস্থ্যকর হয়, তাহা এদেশে অনেকেরই মনে পড়ে না। বাঙ্গালী পূর্ব্বে সরিয়া সরিয়া গিয়া অনাবাদী জমির আবাদ করিতেন। তোমাদের এবং

তোমাদের বংশীয় কাহারও যেন বিষয় ভাগ উপলক্ষ্যে মনান্তরের অবকাশ না হয়!"

৺ গঙ্গাতীরের ভাল বাড়ীটী দলিলের মুসাবিদায় নিজের ভাগে লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপত্তি করিলে জ্যেষ্ঠ ৺ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন "ওটা আমার বিশেষ প্রার্থনাতেই হইয়াছে—তুমি কুণ্ঠিত হইও না অথবা বাবার কার্য্যের উপর কিছু তাঁহাকে বলিও না; আমি তোমার অপেক্ষা সাত বৎসর বড়। আমার জ্যেষ্ঠাংশে মা বাপের ভালবাসা সাতবৎসর অধিক কাল আমি ইতিপূর্ব্বেই যাহা লইয়াছি—তাহার পূরণ যে তোমার কিছুতেই হইবে না!"

৪৪। জ্যেষ্ঠের নিকট বশ্যতা অর্জ্জুন।

ভারতের একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনেকগুলি গুণের সম্বর্দ্ধন এবং রক্ষণ করে। বংশের যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে সকলের জন্য ভাবিতে ও যত্ন করিতে হয়। অপর সকলে তাঁহার প্রতি পূর্ণ সামরিক বশ্যতা দেখায়। অসামরিক বাঙ্গালার দায়ভাগে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গালীর আর পরিবার মধ্যেও বশ্যতা নাই, জাতীয়ভাবের আবেগপ্রসূত জাতীয় দৃঢ় সম্মিলন, যাহা ইয়ুরোপীয় এবং জাপানীদিগের আছে, সেরূপও কিছুই নাই। এই জন্যই আধুনিক বাঙ্গালী ছত্রভঙ্গ। মহাভারতের সকল পাত্রের মধ্যে শৌর্য্যেবীর্য্যে, সংযমে, কার্য্যক্ষমতায়,—সকল বিষয়েই অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু তিনিই আবার সকলের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহও ছিলেন। তখন যে হিন্দুর সম্পূর্ণ উচ্চাবস্থার কাল!

[১] কুরুসভায় ঘৃণিত-দ্যূতের-ব্যসনে উন্মত্ত হইয়া যুধিষ্ঠির রাজকন্যা ও রাজরাণী তেজস্বিনী দ্রৌপদীকে পণে রাখিয়া খেলায় ঐ বাজী হারিলে সভামধ্যে দ্রৌপদী আনিতা ও লাঞ্ছিতা হইলেন। ভীম এজন্য যুধিষ্ঠিরকে

কটূক্তি করিলে অর্জ্জুন বলিলেন, "দাদা! শত্রুর মুখ হাসাইও না; ধর্ম্ম স্মরণ কর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপমান করিও না।"

[২] চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব দুর্য্যোধনকে বন্দী করিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির যখন অর্জ্জুনকে ঐ জ্ঞাতি শত্রুর উদ্ধার করিতে আদেশ করিলেন তখন অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে মুক্তিদান এবং চিত্ররথকে বন্দী করিলেন। আবার যুধিষ্ঠির বলিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ চিত্ররথকেও ছাড়িয়া দিলেন।

[৩] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে অর্জ্জুন দেবলোকে অস্ত্রলাভ জন্য গেলে স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহাকে অক্ষয় স্বর্গবাসের লোভ দেখাইলেন। অবিচলিত অর্জ্জুন বলিলেন "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পালন পূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা করিয়া তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইব; আমি স্বর্গসুখ চাহি না!"

[৪] সম্মুখ সংগ্রাম ব্যতীত কেহ যুধিষ্ঠিরের রক্ত ভূমে পাতিত করিলে সে ব্যক্তিকে অবশ্য সংহার করিবেন আদর্শ ভ্রাতৃভক্ত অর্জ্জুনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল। উত্তর গোগৃহে গোরক্ষার পর যুধিষ্ঠির বৃহন্নলার (অর্জ্জুনের) পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করায় এবং বিরাটের পুত্র উত্তরের কোন প্রশংসা না করায় বিরাট রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সভাসদ যুধিষ্ঠিরের মুখে পাশার পাটী দ্বারা আঘাত করিলে, ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠির ক্ষত স্থান হইতে রক্ত ভূমিতে পড়িতে দেন নাই—আশ্রয়দাতা বিরাটের রক্ষা করিয়াছিলেন। নচেৎ অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠের অপমানে বিরাটের সর্ব্বনাশ করিতেন। এখনকার কেহ কেহ যেন গুরুজনের অপমান করিবার চেষ্টাতেই ফিরে!

[৫] সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে পাণ্ডবের একমাত্র সহায় শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি পাইয়াও অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ সহোদর যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

[৬] বালক অভিমন্যু ব্যূহভেদের কৌশল অবগত ছিল, কিন্তু উহা

হইতে বাহির হইবার কৌশল জানিত না। একথা সুস্পষ্ট জানিয়াও যুধিষ্ঠির দ্রোণের প্রচণ্ড আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া বালককে জিদ করিয়া ব্যূহে প্রবেশ করাইয়া ছিলেন এবং তাহাতেই অর্জ্জুনের প্রাণপ্রিয় পুত্র অভিমন্যুর দেহান্ত হয়। কিন্তু এ কথার অণুমাত্র উল্লেখ শোকক্লিষ্ট অর্জ্জুনের মুখ হইতে কখনও বাহির হয় নাই।

[৭] কুরুক্ষেত্রের মহাসমর আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে অর্জ্জুনের রাজ্যলাভের জন্য লোকক্ষয়কর ঐ যুদ্ধে বিশেষ অনিচ্ছা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিষ্কাম ভাবে ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পালন করিতে বলার পর তাঁহার মনে আর কোন দ্বিধা থাকে নাই। যুধিষ্ঠির যুদ্ধশেষে আত্মীয় রক্তে পরিষিক্ত সিংহাসনে বসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে সিংহাসন দেওয়ার জন্যই ঐ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অভিমন্যুকে সেই উপলক্ষ্যে হারাইয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া তখন তাঁহার নিকট কটূক্তি মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন উহা নীরবে সহ্য করেন। গুরুজনের উক্তিতে প্রত্যুত্তর দেওয়ার অশিষ্ট আধুনিক পদ্ধতি শিক্ষা অর্জ্জুনের ঘটে নাই!

৪৫। ঠাণ্ডা মেজাজ চক্ষের ব্যবহারে।

ইটালীর কোন বিশপকে অনেক প্রকার জ্বালাতন সহ্য করিতে হইত; কিন্তু তাঁহার মেজাজ কখনও রুক্ষ হইতে দেখা যায় নাই। অন্যায্য গালাগালি শুনিয়াও তাঁহার হাসিমুখ ও সুমিষ্ট উত্তর! কেহ তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতা লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—"আমি আমার চক্ষের ব্যবহার করিয়াই নিজেকে ভাল রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি।" চক্ষের সহিত ইহার কি সম্পর্ক প্রশ্নকর্ত্তা বুঝিতে না পারিলে, বলেন "উপরে চাহিয়া দেখি এবং ভাবি যে আমি ত তথায়

যাইতে চাই, তবে এখানের কোন ব্যাপারের জন্য মন খারাপ করিব কেন? নীচে চাহিয়া দেখি, আমি বসিয়া দাঁড়াইয়া বা শুইয়া প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কত অল্প অংশ কত অল্পদিনের জন্য জুড়িয়া রহিয়াছি! আশে পাশে চাহিয়া ভাবি কতলোক আমার অপেক্ষাও অনেক অধিক কষ্টে আছে। এই সকল অভ্যাসে আমার মন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।"

৪৬। ঠোঁটে তেল মিষ্ট বাক্যের জন্য।

কোন সচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্যক্তির কড়া মেজাজের কড়া কথায় তাঁহার চাকর বাকর সকলেই কাজ ছাড়িয়া দিয়া যায়। তাঁহার প্রতিবাসী এবং বন্ধু এই সম্বাদ শুনিয়া তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন "ভাই! আমার বাড়ীর দ্বারে বেশ ভাল মজবুত কপাট আছে; উহা খুলিতে কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ হইত। কবজায় তেল দেওয়ার পর হইতে আর কোন বিকট শব্দ হয় না। তোমার ঠোঁট নাড়িলেই বড় বিরক্তিকর শব্দ সকল বাহির হয়; তুমি ঠোঁটের দু কোণে একটু একটু তেল দাও। আমি সেই চাকর গুলাকেই অথবা অন্য চাকর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিব।"

৪৭। ডাকার মতন ডাকা ভিক্ষুকের।

নাদির শা বড় কড়া বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার হুকুম কখন ফিরিত না। একদা তিনি প্রাতঃকালে মসজিদে নমাজ পড়িতে যাইতে ছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, এক খঞ্জ ভিক্ষুক বিধাতাকে এই বলিয়া গালি দিতেছে—"হে বিধাতা; তুমি কেবল তেলা মাথায় তেল দিবে! আর আমার কথায় কখনই কান পাতিবে না? আমার দারিদ্র্য দূর করিতে কি তোমার বুকে শেল বিঁধে?" নাদির শা প্রহরীগণকে বলিলেন উহাকে গ্রেপ্তার কর, আমি ফিরিয়া আসিলে ইহার প্রাণদণ্ড হইবে। কম্পান্বিত কলেবরে ভিক্ষুক প্রহরী বেষ্টিত হইয়া রহিল। নাদির শা নমাজ পড়িয়া আসিয়া

উক্ত ভিক্ষুককে নিকটে আনাইলেন এবং তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তখন নাদির শা উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কেন ছাড়িয়া দিলাম, বল দেখি ?" ভিক্ষুক বলিল "প্রভো! ইহার আমি কিছুই জানি না; আপনার হুকুম ত কখন ফেরে না!" নাদির শা বলিলেন, "আমার মসজিদে যাওয়ার পর তুমি ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলে কি ?" উত্তর "হাঁ এমন কাতর হইয়া আর কখনও ডাকি নাই।" নাদির শা বলিলেন "ডাকার মত ডাকিয়াছিলে বলিয়াই তিনি আজ ডাক শুনিয়াছেন!" ইহার পর নাদির শা ভিক্ষুককে কিছু অর্থ দিয়া একটা দোকান করিতে বলিলেন।

৪৮। তর্কে ধীরতা — বিশ্বনাথ শাস্ত্রী।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের খুব সংযত হইবারই কথা; কিন্তু বিচারের সভায় অনেকেই ধীরতা এবং শিষ্টাচারবিহীন হইয়া চীৎকারেই জয়ী হইতে ইচ্ছা করেন। কোন মহতী সভায় বিচারের সময় বিশ্বনাথ শাস্ত্রীজির অকাট্য যুক্তিতে এবং সর্ব্বপ্রকার কটূক্তির প্রতি অবিচলিত উপেক্ষায় উত্তেজিত হইয়া প্রতিপক্ষ তাঁহার মুখের উপর নস্যের ডিবা নিক্ষেপ করিলে, দেশমান্য শাস্ত্রীজি মিনিটখানেক হাসিমুখেই মুখ হাত ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন "এটা একটা ক্ষণিক অপ্রাসঙ্গিক অবতারণা মাত্র—আমরা উভয়েই ইহা চিরকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া প্রকৃত বিচারের বিষয়ে মনোনিবেশ করি আসুন।" প্রতিপক্ষ একান্ত লজ্জিত হইয়া "সর্ব্ব প্রকারেরই পরাজয়" স্বীকার করিলেন।

৪৯। তীব্র জনহিতেচ্ছা — কলম্বস।

আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া যখন কলম্বস স্পেনে ফিরিতেছিলেন,

তখন পোর্টুগালের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে এরূপ ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছিল যে, তাঁহার ক্ষুদ্র জাহাজ রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল না। তখন কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কারের কথা বহুসংখ্যক কাগজের টুকরায় লিখিয়া—তাহা দস্তখত করিয়া এক একটি বোতলে পুরিয়া বোতলের মুখ শীল করাইতে লাগিলেন এবং নাবিকগণকে বলিলেন "ভাই সকল! জাহাজ ডুবি হইলে এবং আমরা দেশে ফিরিতে না পারিলেও, এই সকল বোতলের একটা না একটা ঈশ্বরের কৃপায় ঢেউএর মুখে কোথাও না কোথাও তীরে উঠিবে এবং আমাদের পরিশ্রমের ফলে নূতন দেশের আবিষ্কারের কথা প্রচারিত হইয়া মনুষ্যের উপকারে লাগিবে।" ইহার পরই একটু একটু করিয়া ঝড় কমিয়া আসিলে জাহাজ রক্ষা পায়।

৫০। তৃষ্ণার জল — সার ফিলিপ সিড্‌নি।

ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে একদল ইংরাজ সৈন্য হলণ্ডের যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য প্রেরিত হয়। জুটফেন সহরের নিকটে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সুলেখক ও যোদ্ধা সার ফিলিপ সিড্‌নি সাংঘাতিকরূপে আহত হন। আহতের বিষম তৃষ্ণা হয়। সৈন্যেরা দূর হইতে অনেক চেষ্টায় একটু জল সংগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রিয় সেনাপতিকে আনিয়া দিয়াছিল। সিড্‌নি ঐ জলটুকু পান করিতে মুখে তুলিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে একজন আহত সৈনিকের সতৃষ্ণ চক্ষুর্দ্বয় ঐ জলের গেলাসের দিকে নিবদ্ধ! তিনি বিষম তৃষ্ণাতেও এক ফোঁটা পান না করিয়া ঐ সৈনিককে সেই জলটুকু দিলেন এবং বলিলেন "ভাই! আমার অপেক্ষাও তোমার প্রয়োজন অধিক।"

সার ফিলিপ সিড্‌নির বাল্যাবধি ভদ্রভাবে "স্বার্থত্যাগ অভ্যাসেই" এই

কার্য্য সম্ভব হইয়াছিল। এই ঘটনা তাঁহার সেই ভদ্রতা ও মহত্ত্ব চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

৫১। ত্যাগী কে? সন্ন্যাসীর উক্তি।

স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হইয়া কামিনীকাঞ্চনে এবং সাংসারিক বিবাদ বিসম্বাদেই মত্ত থাকিতেন। দৈবানুগ্রহে একদিন বস্ত্র পর্য্যন্ত ত্যাগী তেজঃপুঞ্জ শরীর কোন পরমহংস মহাপুরুষের দর্শন পাইয়া হঠাৎ একটু বৈরাগ্যের উদয় হইলে বলিয়া উঠেন "ধন্য আপনার ত্যাগ!"

সন্ন্যাসী সুমিষ্ট স্বরে উত্তর দেন "বেটা! অজ্ঞলোকে আমাকে ত্যাগী বলিতে পারে; তুমি পার না। আমি অমূল্য নিত্যধন প্রাপ্তির লালসায় অকিঞ্চিৎকর নশ্বর দ্রব্যজাত ছাড়িয়াছি। তুমি সেই অমূল্য ধনের সম্বাদ জানিতে পারিয়াও তাহার প্রতি কোন লোভ রাখ না; তুমিই বড় ত্যাগী!"

৫২। ত্রুটিস্বীকারে মহত্ত্ব ওয়াশিংটন।

মার্কিণ দেশে একবার কোন স্থানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইতেছিল। মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটন (তখন তিনি ইংরাজ রাজ্যের অধীনে কোন রেজিমেণ্টের কর্ণেল) তথায় উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় চটিয়া উঠিয়া তিনি পেইন নামক এক ব্যক্তিকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া ফেলেন। মিঃ পেইন তখনই যষ্টির আঘাতে তাঁহাকে ভূমিশায়ী করেন। কয়েকজন সৈনিক তথায় উপস্থিত ছিল। তাহাদের কর্ণেল সাহেবের এই দুর্দ্দশা ও অপমান দেখিয়া পেইন সাহেবের দিকে সক্রোধে ধাবিত হইলে মহাত্মা ওয়াশিংটন উহাদের অনুনয় মিশ্রিত দৃঢ় অনুজ্ঞা দ্বারা তখনি বাহিরে পাঠাইয়া দেন।

পরদিন মহাত্মা ওয়াশিংটন মিঃ পেইনকে পত্র লেখেন "অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার অমুক হোটেলে আমার সহিত দেখা করিবেন।" মিঃ পেইন মনে করিলেন দ্বৈরথযুদ্ধ (ডুএল্) জন্য আহূত হইয়াছেন। কিন্তু তথায় গিয়া দেখিলেন যে টেবিলের উপর দুইটী গেলাস এবং এক বোতল মদ্য মাত্র আছে পিস্তল নাই। ওয়াশিংটন উহাঁকে দেখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "কাল আমি যে সকল অন্যায্য বাক্য বলিয়াছিলাম তাহার জন্য আমি লজ্জিত আছি এবং আপনিও তাহার জন্য যৎকিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইয়াছেন! এক্ষণে যদি আপনি তাহাই যথেষ্ট মনে করিতে পারেন তাহা হইলে (করমর্দ্দন জন্য হস্ত বাড়াইয়া দিয়া) আসুন আমরা পরস্পরের বন্ধু হই।" এরূপ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে কোন মনুষ্যেরই ক্রোধ থাকিতে পারে না। মিঃ পেইন সানন্দে উহাঁর কর স্পর্শ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে যাবজ্জীবনের জন্য মহাত্মা ওয়াশিংটনের ভক্তদিগের দলে মিশিয়া গেলেন।

৫৩। দান — আসফ উদ্দৌলার।

লক্ষ্ণৌয়ের নবাব আসফ উদ্দৌলার দাতৃত্ব সুবিখ্যাত ছিল। কোন সময়ে তাঁহার রাজপথে ভ্রমণ কালে একজন ফকীর তাঁহাকে শুনাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "জিসকে ন দে খোদাতালা, উসকো দে আসফ উদ্দৌলা" অর্থাৎ যাহাকে পরমেশ্বর না দেন তাহাকে আসফ উদ্দৌলা দিয়া থাকেন। নবাব ফকীরকে পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজবাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। ফকীর তাহা করিলে নবাব তাহাকে একটী তরমুজ মাত্র দিলেন। ফকীর ক্ষুণ্ণ হইয়া উহা দুই পয়-সায় বেচিয়া কিছু ছোলা ভাজা খাইল। তরমুজ কাটিলে তাহাতে নবাব কর্ত্তৃক সুকৌশলে রক্ষিত রত্নালঙ্কার ক্রেতার হস্তগত হইল! কয়েকদিন

পরে ফকীরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে নবাব জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, ফকীর সেই তরমুজটী বেচিয়া ফেলিয়াছিল। নবাব কহিলেন, "উহার মধ্যে যে রত্নালঙ্কার ছিল!" তখন ফকীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে, নবাব কহিলেন, "এইবার হইতে প্রকৃত কথা বলিয়া লোক শিক্ষা দিও! 'জিসকো ন দে খোদাতালা, উসকো ন দে শেকে' আসফ উদ্দৌলা।"

৫৪। দুর্ব্বলের রক্ষা বার্কেন হেডে।

১৮৪২ সালে বার্কেনহেড নামক ইংরাজ জাহাজ আফ্রিকার উপকূল দিয়া যাইবার সময় উহার তলদেশ মগ্ন শৈলে ধাক্কা লাগিয়া ফাঁসিয়া যায়। জাহাজে সাড়ে চারি শতের অধিক পুরুষ এবং দেড় শতের অধিক স্ত্রীলোক ও শিশু ছিল। জাহাজের কাপ্তেন দেখিলেন যে জাহাজ খানির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তিনি তখনই জাহাজেস্থিত কয়েকজন সৈনিককে আদেশ করিলেন যে, তাহারা যেন সশস্ত্র হইয়া জাহাজের সর্ব্বোপরিতলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় এবং শৃঙ্খলার সহিত স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদের জালি বোটে করিয়া তীরে লইয়া যাওয়ার জন্য নাবিকদিগের সুবিধা করিয়া দিতে থাকে। আরোহী স্ত্রী পুরুষ এবং শিশুদিগকে তীরে পৌঁছান হইল; জাহাজ শীঘ্র শীঘ্র বসিয়া যাইতে লাগিল; আর নৌকা ছিল না যে উহাদের রক্ষা হয়! সৈনিকেরা কাপ্তেন সহ নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজ সহিত তরঙ্গরাশি মধ্যে বিলীন হইয়া গেল!

৫৫। দূরগামিত্ব কার্য্যকারণের বিন্দু।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ওহিও ষ্টেটের একটী আদালত বাড়ীর ছাদের নর্দ্দমা এরূপভাবে প্রস্তুত করা আছে যে উহার উত্তর অংশে যে বৃষ্টি

পড়ে তাহা সেই দিকের নল ও নর্দ্দমা দিয়া অণ্টেরিও হ্রদে গিয়া পড়ে এবং তাহা হইতে সেণ্টলরেন্স নদী দিয়া নায়াগারার জল প্রপাত হইয়া সেণ্টলরেন্স উপসাগরে যায়; আর দক্ষিণ অংশে যে বৃষ্টি পড়ে তাহা অন্য নল ও নর্দ্দমা দিয়া মিসিসিপি নদীতে পড়িয়া মেক্সিকো উপসাগরে পৌছায়। বৃষ্টিপাত সময়ে অতি সামান্য একটু বাতাস থাকায় বা না থাকায় অনেক বৃষ্টি বিন্দুর গতি ২০০০ মাইল তফাত হইয়া যায়!

আমাদের জীবনের অনন্ত গতিও 'আপাতদৃষ্টিতে-সামান্য' কোন কর্ম্মের ফলে বিপরীতমুখী হইয়া পড়ে।

৫৬। দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা রাজা ও মেষপালক।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে কোন রাজার শরীর সর্ব্বদা অসুস্থ থাকিত। একদিন তিনি পাল্‌কীতে ভ্রমণকালে দেখিলেন, একজন মেষপালক তীব্র রৌদ্রের সময় ভেড়ার পাল লইয়া গান করিতে করিতে যাইতেছে। অপর একদিন প্রাসাদ হইতে দেখিলেন যে, অজস্র বৃষ্টিপাতের মধ্যেই সেইরূপ যাইতেছে। উহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোমার এত কষ্টে এত আনন্দ কিসের?" মেষপালক উত্তর করিল, "মহারাজ, অভ্যাসের গুণে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে আমার তেমন কষ্টই হয় না; পরিমিত আহারের গুণে আমার কোন রোগই নাই এবং আমি কোন চিন্তাই মনে স্থান দিই না।" রাজা উহার প্রতি একান্ত কৃপা পরবশ হইয়া কিছু দিন উহাকে সুখে রাজ বাটীতে রাখিলেন। মেষপালকের খুব আহ্লাদ হইল। রসনার তৃপ্তিকর আহার্য্যে উহার পরিমিত আহারের অভ্যাস নষ্ট হইল। [সাত্ত্বিক আহারের প্রধান গুণই এই যে, ক্ষুধা ভিন্ন তাহা খাইতে বিশেষ ভাল লাগে না, সুতরাং অপরিমিত খাওয়া যায় না।] শয়ন ও বসনের পারিপাট্যে শীতাতপ সহ্য করিবার ক্ষমতা গেল এবং এই সুখ কতদিন

থাকিবে, ছেলে পিলের কি হইবে ইত্যাদি নানা প্রকার দুশ্চিন্তা আসিয়া পড়িলে সে রোগগ্রস্ত হইল। মেষপালকের নিজের কুটীরে শয়ন এবং উন্মুক্ত বায়ুতে মেষ রক্ষা কার্য্য তখন আবার ভাল বোধ হইলে, সে রাজার অনুমতি লইয়া চলিয়া গেল। রাজাও নিজের অসুস্থ শরীরের কারণ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

৫৭। দৃঢ় কর্ত্তব্য বুদ্ধি নেলসন।

যখন হোরেশিও নেলসনের বয়স নয় বৎসর মাত্র তখন স্কুলের ছুটিতে হোষ্টেল হইতে পল্লীগ্রামে নিজের বাড়ী আসিয়া পিতার নিকট কয়েক-দিন পরমানন্দে ছিলেন। ছুটির শেষে বৃষ্টি ও তুষার পাতে কয়েকদিন স্কুলে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব হওয়ায় বালকের বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। আকাশ পরিষ্কার হইলে পিতা হোরেশিওকে এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উইলিয়মকে দুটী টাটুতে চড়াইয়া দিয়া বলিলেন "পথ খারাপ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যদি কোনরূপে পার হইয়া যাইতে পার তাহা হইলে স্কুলে যাইও; সামান্য বাধায় ফিরিও না।" রাস্তা প্রকৃত পক্ষেই খুব খারাপ হইয়াছিল; বালকেরা বাড়ী ফিরিলে দোষ হইত না। জ্যেষ্ঠ উইলিয়ম অনেক স্থল হইতেই ফিরিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু হোরেশিও বলিয়াছিল "দাদা! মনে রাখিও পিতা আমাদের সততার উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে আমরা প্রকৃতই স্কুলে যাইতে চেষ্টা করিব। তুমিই বল দেখি যে রাস্তার এই অবস্থা থাকিলেও আমরা কি ছুটির প্রথমদিনে যে কোন উপায়ে বাড়ী যাইতাম না?"

বাল্যকাল হইতে এইরূপে কর্ত্তব্যপালনকারী হোরেশিও নেলসন, ট্রাফালগারের যুদ্ধ জয়ের দিনে মাস্তুলে যে ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত ছিল,—প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের নিজের

কর্ত্তব্য পালন করিবে ইহা মাতৃভূমি ইংলণ্ড আশা করিতেছেন।" সে দিন প্রত্যেক ইংরাজ নাবিক সৈন্য প্রকৃত পক্ষেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া তাঁহাদের মাতৃভূমিকে তাহার বর্ত্তমান গৌরবে ভূষিত করেন।

৫৮। ধনে সুখ নাই — অ্যাষ্টর।

মার্কিণ ক্রোরপতি [খর্ব্ব নিখর্ব্বপতি বলিলেই বুঝি ঠিক হয়!] জন জেকব অ্যাষ্টরকে কেহ বলেন "আপনি এরূপ ধনী, আপনি অবশ্যই সুখী!" অ্যাষ্টর উত্তর করেন "আমি সুখী! আমি সুখী!! আপনি কি শুধু ভাত কাপড় পাইয়া আমার বিপুল সম্পত্তির ম্যানেজারীর কষ্ট ও ঝঞ্ঝাট পাইতে রাজী হন? আমি নিজে ত তদ্ভিন্ন কিছুই পাই না!"

৫৯। ধর্ম্মজ্ঞান ও বিনয় — কাজী আবু ইয়ুসুফ।

মুসলমানদিগের উন্নতির উজ্জ্বল সময়ে—আবু ইয়ুসুফ বোগদারের কাজী ছিলেন।

সেকালে বিচারকেরা নিখুঁত সুবিচারের জন্য নিজেদের ঈশ্বরের নিকট দায়ী মনে করিতেন। "বাদীর মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে বটে, কিন্তু এক রকম সাক্ষী সাবুদ যখন খাড়া করিয়াছে তখন নথি দোরস্ত মাত্র লক্ষ্যে রাখিয়া উহাকেই ডিক্রি দিলাম"—এরূপ নিশ্চিন্তভাব তাঁহাদের ছিল না। এখনও হাকিমদের স্বেচ্ছায় সাক্ষী তলব করিয়া লওয়ার ক্ষমতা ফৌজদারীতে কিছু বাকী আছে; দেওয়ানীতে নাই!

কোন সময়ে একটী উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় জটিল মোকদ্দমায় যথেষ্ট পরিশ্রমের সহিত অনুসন্ধান করিয়াও কাজী সাহেব নিজের মনঃপূতভাবে উহার ঠিকানা করিতে না পারিয়া বলিলেন "আমি এই মোকদ্দমার

ঠিকানা করিতে পারিলাম না—খলিফার নিকট ইহা দিব! ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাকে ইহার ঠিকানা করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন।"

কাজীর কথা শুনিয়া আদালতে উপস্থিত একজন রাজপারিষদ বলিলেন "খলিফা কি আপনার অজ্ঞতার জন্য এত টাকা মাসোহারা দিয়া থাকেন!" কাজী সাহেব স্মিতমুখে বলিলেন "ভাই! আমি যাহা অল্প স্বল্প জানি তাহার জন্য খলিফা আমাকে যথেষ্ট বৃত্তি দান করেন বটে, কিন্তু আমি যাহা যাহা জানি না তাহার জন্য যদি উহাঁকে মাসোহারা দিতে হইত তাহা হইলে উহাঁর অতুল্য রাজকোষ এক দিনেই শূন্য হইয়া যাইত।"

৬০। ধর্ম্মব্যাখ্যা পুনরুক্তির প্রয়োজন।

কোন প্রসিদ্ধ উপদেশক তাঁহার বক্তৃতায় নানাপ্রকার বৈচিত্র্যের সমাবেশ করিয়া লোকের মন আকর্ষণ করিতেন, কিন্তু শেষের কথা সেই একই—সংযত, কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রীতিপূর্ণ, ভগবদ্ভক্ত, হইতে উপদেশ —এক কথায় ধার্ম্মিক হইতে উৎসাহ দান। এক ব্যক্তি উহাঁর ধর্ম্মব্যাখ্যা অনেকবার অনেক স্থানে শুনিয়াছিলেন। একদিন বলিলেন "আপনার ব্যাখ্যানের শেষটা বড় এক ঘেয়ে পুরাতন কথার পুনরুক্তি মাত্র।" উপদেশক স্মিতমুখে বলিলেন "ভাই! ঐ সনাতন ও একান্তই পুরাতন উপদেশ যদি সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর গভীরতর ভাব এবং মধুরতর রস পাইতেছ এরূপ হয়, তাহা হইলে তোমার আর উপদেশ শুনিতে আসার প্রয়োজন নাই!"

৬১। নিখুঁত কার্য্য প্রধান মন্ত্রীর।

কোন রাজা তাঁহার অপর মন্ত্রীদিগকে যে বেতন দিতেন প্রধান মন্ত্রীকে তাহার চতুর্গুণ বেতন দিতেন। অপর মন্ত্রীদিগের মনে হইত "আমরা

যেরূপ কাজ করি, উনিওত সেইরূপই করেন তবে উহাঁর এত অধিক বেতন এবং এরূপ অধিক খাতির কেন? উহাঁর কোন্ কাজটা আমরা করিতে না পারি!" একদিন রাজার নিকট উহাঁরা ঐকথা বলিয়া ফেলিলেন। রাজা বলিলেন "বেশ। আমি প্রধান মন্ত্রীকে আজ ছুটী দিতেছি! আপনারাই উহাঁর কাজ চালাইয়া দেখুন।"

রাজ সভার কার্য্য চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপথ হইতে বাদ্যভাণ্ডের শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে রাজা অন্যমনস্ক ভাবে এক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের শব্দ?" মন্ত্রী একজন জমাদারকে বলিলেন "দেখিয়া আইস কিসের শব্দ।" জমাদার বাহিরে গেল এবং অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া মন্ত্রীকে বিবরণ জানাইল। মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন "বিবাহের বর যাইতেছে—তাহারই বাদ্যের শব্দ।" রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহাদের বিবাহ?" মন্ত্রী জমাদারকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর দিতে পারিল না। মন্ত্রী তখন নিজে তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া উত্তর দিলেন "ছত্রিদের বিবাহ।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাকার বর?" অপর এক মন্ত্রী তাড়াতাড়ি বাহিরে গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "অমুক গ্রামের।" রাজা তখন প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং উহাঁকেও জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের শব্দ।" মন্ত্রী বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং কিছু বিলম্বে একখানি কাগজ হস্তে ফিরিয়া আসিয়া রাজার সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন এবং আরও অধিক সম্বাদ বলিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া তাহাও বলিলেন। কোন গ্রামের বর; কোন গ্রামের কন্যা; বরের কে কে সঙ্গে যাইতেছে; সঙ্গে তলোয়ার, বন্দুক, পাল্‌কী, ঘোড়া কত; কত টাকা যৌতুক; কত গুলি মশাল; কোন বিবাদ

বিসম্বাদের সম্ভাবনা আছে কি না; গ্রামে দলাদলি আছে কি না; উহাদের ঐ গ্রামে পূর্ব্বে কোন বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে কি না; বরের বয়স, চেহারা, শিক্ষা ইত্যাদি।

রাজা অপর মন্ত্রীদিগের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া বলিলেন—"যখন আমি কোন পেয়াদাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন সেই কথারই উত্তর প্রত্যাশা করি। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান উচ্চ কর্ম্মচারীকে যখন কিছু জিজ্ঞাসা করি, তখন তাঁহার দ্বারা সে বিষয়ে নিখুঁত ও সর্ব্বদিগ্-দর্শী অনুসন্ধান হওয়া উচিত নয় কি?"

৬২। নিখুঁত হিন্দু বিচারক রাম শাস্ত্রী।

ভারতের মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের সময়ে যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল রামশাস্ত্রী তাঁহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর। ইনি আধুনিক কালে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাধিকারের নিস্পৃহতার, নির্ভীকতার এবং অবিচলিত ন্যায়পরতার উচ্চাদর্শ দিয়া গিয়াছেন। ভারতে স্বদেশীভাবের গভীরতা বৃদ্ধি যতই হইবে ততই স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় মহাত্মাদিগের উচ্চভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া এ দেশীয় লোকে নিজ নিজ চরিত্র গঠনে প্রয়াসী হইবেন; সমাজে অধিকতর সংখ্যক ভাল লোকের গঠনে এবং তাঁহাদের কার্য্যেই দেশের প্রকৃত উন্নতি হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রদেশের কল্যাণ জেলাস্থিত মাহুলী গ্রামে রামশাস্ত্রী প্রভুনের জন্ম হয়।

রাণাডে, তেলং, মাণ্ডলিক, ফড়্কে প্রভৃতি শব্দ যেমন সাধারণতঃ মহারাষ্ট্রীয় নামের পরে থাকে, তেমনি "প্রভুনে" শব্দ রামশাস্ত্রীর নামে যুক্ত ছিল। ঐ সকল শব্দ অধিকাংশই প্রাচীন গ্রামের নামের সহিত সংসৃষ্ট; যেমন বেগের গাঙ্গুলি, প্রভৃতি শব্দে বঙ্গদেশেরও কোন কোন

বংশের পদবীর সহিত গ্রামের সংস্রব আছে, তবে এখন আর তাহা সাধারণতঃ প্রকাশিত থাকে না।

শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হইলে রাম ত্রয়োদশ বৎসর পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতাতের নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাহার পর গৃহ-ত্যাগ করিয়া সেতারা দেশের একজন ধনী শেঠের বাড়ীতে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। লেখাপড়া কিছুই শেখা হয় নাই। বাল্য-কালে সন্তরণে এবং ব্যায়ামেই তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাহাতেই দিন কাটিত। বালকের সরলতায় এবং বিশ্বস্ততায় মনিব বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে একদিন বণিকের বাড়ীতে পাকের জন্য জল তুলিয়া আনিবার সময় রাম দেখিলেন যে মনিব কতক-গুলি উৎকৃষ্ট মুক্তা ক্রয় করিবার জন্য পরীক্ষা করিতেছেন। বালকের চক্ষু মুক্তার জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া রহিল। যুবক জলের ঘড়া স্কন্ধে তদ্‌গত চিত্তে মুক্তা দেখিতেছে ইহা মনিবের চক্ষে পড়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ওরূপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছ কি?" সরল ব্রাহ্মণ যুবক উত্তর করিল "মুক্তা পরিতে সাধ হইতেছে।" মনিব হাসিয়া বলিলেন "খুব বড় বড় পণ্ডিতেরা আর রাজা মহারাজারা, আর মহাবীর সেনাপতিরাই মুক্তা ধারণ করিতে পারেন।"

ব্রাহ্মণ যুবকের মনে বড়ই লজ্জা হইল; লেখা পড়া শিখিলে মহা-পণ্ডিত হয় ত হইতে পারিত, ইহাও মনে হইল। সরল যুবক মনিবকে তখনই বলিল "যদি ৺কাশী যাইতে পাই ত লেখা পড়া শিখি।"

বণিক রামের সরলতায় প্রীত ছিলেন; ব্রাহ্মণ যুবকের লেখাপড়া শিখিতে আগ্রহ শুনিয়া উহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন-কার দিনে সেতারা হইতে ৺কাশী যাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু তখনকার বড় বড় শেঠদিগের ভারতের নানাস্থানে কুঠি ছিল এবং

উহাঁদের নিজেদের ডাক বন্দোবস্তও থাকিত। বণিকের সাহায্যে রাম ৺কাশীতে পৌঁছিলেন। বল্লমভট্ট পারাগুণ্ডে তখন ৺কাশীতে একটী বিখ্যাত পাঠশালা চালাইতেছিলেন। সহস্র সহস্র ছাত্র আহারাদি পাইত এবং সুশিক্ষিত হইত। জয়পুরের বিখ্যাত মহারাজ সেওয়াই জয়সিংহ ঐ পাঠশালার খরচের জন্য বার্ষিক লক্ষ টাকা দিতেন। পুণার পেশোয়ারাও উহাতে বার্ষিক টাকা দিতেন। বল্লমভট্টের নিকটে ১৯ বৎসর বয়সে রাম নিরক্ষর অবস্থায় পৌঁছিয়া গলদশ্রু লোচনে দণ্ডায়মান হইলেন এবং বিদ্যাভিক্ষা চাহিলেন। বল্লমভট্ট আগন্তুকের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া তুষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কি পড়িয়া আসিয়াছ?" সরল রাম উত্তর করিলেন, "কিছুই পড়ি নাই, কিছুই জানি না।" শত শত বিদ্যার্থী এই উত্তরে হাস্য করিয়া উঠিল।

বল্লম ভট্টের জামতাও অনেক বয়সে প্রথম পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছিল; উহার সহিতই রামের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। বল্লম ভট্ট উভয়েরই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দৃঢ়শরীর, সদাচারী, সত্যবাদী, সরলমনা এবং বিদ্যাশিক্ষায় একান্ত আগ্রহান্বিত রাম শীঘ্র শীঘ্র পড়াশুনায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সনাতন ধর্ম্মের নিষ্কামতা, পবিত্রতা, উদারতা উহাঁর সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হইল। শাস্ত্রশিক্ষা পাইয়া আর ঐহিক বিষয়ে আসক্তি রহিল না; রাম অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অমূল্য মুক্তার ন্যায় অনুক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষ পরে নিরক্ষর রাম সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পরম পবিত্র রাম শাস্ত্রী হইয়া ৺কাশী হইতে স্বগ্রামে ফিরিলেন।

তাঁহার বিদ্যাবত্তা, ধর্ম্মশীলতা, তেজস্বিতা এবং সরলতার সৌরভ সেই সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে পুণায় পেশোয়ার প্রাসাদে পৌঁছিল। বালাজী বাজীরাও পেশোয়া উহাঁকে মহা সমাদরে আনাইয়া সভাপণ্ডিত এবং ধর্ম্মা-

ধিকারের পদ দিলেন। পুণায় অর্দ্ধভারতের অধীশ্বর পেশোয়ার হাই-কোর্টে তিনি প্রধান বিচারপতি হইলেন। তাঁহার নির্ভিকতা, সরলতা এবং ন্যায়পরতার জন্য পেশোয়া পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে সম্ভ্রম করিতেন। তিনি ধর্ম্মভীরু কয়েকজন উৎকৃষ্ট পণ্ডিতকে বাছিয়া সহকারী করিয়া লইয়াছিলেন। মাধবরাও পেশোয়া হইয়া (১৭১৬) রামশাস্ত্রীর সহায়-তায় রাজ্যের সর্ব্বত্রই সুবিচারের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

মাধবরাও খামখেয়ালী লোক ছিলেন। কিছুদিন পরে যোগ সাধনের দিকে তাঁহার ঝোঁক পড়িল। কয়েকজন সন্ন্যাসী জড় করিয়া তিনি যোগ সাধনাতেই রত থাকিতে লাগিলেন। একদিন রাম শাস্ত্রী রাজকীয় কার্য্যের জন্য পেশোয়ার নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে পেশোয়া ধ্যানস্থ। রামশাস্ত্রী পেশোয়ার লোকদিগকে বলিয়া গেলেন যে তিনি যে আসিয়াছিলেন যেন পেশোয়াকে এ সংবাদ দিয়া রাখা হয়। পেশোয়ার ধ্যান ভঙ্গের পর সে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। অনেক পরে রামশাস্ত্রী আবার আসিলেন এবং ৺কাশীবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হিন্দু রাজ্যে "চাকরী ছাড়িয়া দিতেছি" বা "কাজ আর করিব না" বা আমার "ইস্তফা লউন" এরূপ অপ্রিয়ভাবে উক্ত না হইয়া ঐ কথাই "তীর্থবাস ইচ্ছা" প্রকাশে বলা হইয়া থাকে। তাঁহার নিকট আসিয়া শাস্ত্রীকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেজন্য পেশোয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যই করিতেছিলেন, তজ্জন্য তিনি বরং প্রশংসাই পাইতে পারেন, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কাজ ছাড়া শাস্ত্রীর সঙ্গত নয়, যুবক পেশোয়া এরূপ তর্কও তুলিলেন। রামশাস্ত্রী উত্তর করিলেন "ব্রাহ্মণের যোগাভ্যাস কর্ত্তব্য ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তাহা করিবার ইচ্ছা হইলে আমার সহিত চলুন। দুজনেই রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি স্বধর্ম্ম

ছাড়িয়া ক্ষয়িয়ের কার্য্য—রাজ্যপালন—হাতে লয়, তাহা হইলে সেই কার্য্য অতীব সুচারুরূপে—সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষাই উৎকৃষ্টতররূপে পালন ব্যতীত সে দোষের অন্য কোনই প্রতিবিধান নাই। রাজ্যভার ত্যাগ না যদি করেন তবে আপনার প্রজাদের সুখে সচ্ছন্দে পালন অপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য আপনার অন্য কিছুই নাই। কর্ত্তব্য পালনেই ধর্ম্ম।”

পেশোয়া মাধবরাও শাস্ত্রীর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যোগাভ্যাসের “বাড়াবাড়ি” ত্যাগ করিলেন। [কি সুন্দর কর্ত্তব্যব্যাখ্যা! আমরা সকলেই আপনাপন হাতের কাজ খুব ভাল করিয়া করিলে দেশের দশা অবিলম্বেই ফিরিয়া যায়!]

পুণার পরম হিন্দু ব্রাহ্মণ রাজা পেশোয়াদিগের রাজত্বকালে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে অখণ্ড ভারতের তৎকালীয় সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের (ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের) এক একটী কংগ্রেস বা সম্মিলনী হইত। উহাতে ডেলিগেটদিগকে চাঁদা দিতে হইত না এবং নিজের খরচেও খাইতে হইত না এবং পথের খরচও নিজের লাগিত না। পেশোয়া ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অন্যূন ৫ লক্ষ টাকা দক্ষিণা বিতরিত করিতেন। এক বৎসর ১৯ লক্ষ টাকা বিতরিত হইয়াছিল। ৺ কাশী, মিথিলা, কাশ্মীর, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্ডিতগণ সমবেত হইতেন। পণ্ডিত হিসাবে দক্ষিণা ২০ টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইত। তখন ১৲ টাকায় এক মণ চাউল ছিল। সাধারণ স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে ২৲ টাকা দেওয়া হইত। পণ্ডিতদের উপযুক্ততা সম্বন্ধে বিচার রামশাস্ত্রী নিজেই করিতেন। একদা নানা ফড়নবীশ টাকার বস্তা লইয়া বসিয়া আছেন; পার্শ্বে রামশাস্ত্রী। দক্ষিণা বিতরণ হই-তেছে। রামশাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিলেন। উহাঁকে দেখিয়া নানা

ফড়নবীশ ২০৲ টাকা গণিয়া রামশাস্ত্রীর হাতে দিলেন। কিন্তু রামশাস্ত্রীর ভ্রাতা নিরক্ষরপ্রায় ছিলেন। রামশাস্ত্রী ২৲ টাকা রাখিয়া বাকী টাকা ফড়নবীশের হাতে ফিরাইয়া দিলেন এবং অনুচ্চ স্বরে বলিলেন "ইনি আমার জ্যেষ্ঠ; বাড়ীতে ইহাঁর চরণবন্দনা আমি করিয়া থাকি; কিন্তু 'এখানে' আমি ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে 'সুবিচারের' জন্যই বসিয়া আছি। আমার জ্যেষ্ঠ বলিয়া উহাঁর যাহা প্রাপ্য তাহার অধিক বিদায় দিতে দিব না।"

রামশাস্ত্রী বাড়ীতে একদিনের মত আহার্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। সিধায় বেশী কিছু আসিলে দান করিয়া ফেলিতেন। উহাঁকে জায়গীর দেওয়ার চেষ্টা বৃথা জানিয়া পেশোয়া রামশাস্ত্রীর পুত্র গোপালকে ৩২০০৲ টাকা বার্ষিক আয়ের জায়গীর দিতে চাহেন। রামশাস্ত্রীর পুত্র গোপাল লেখাপড়া জানিতেন না। রামশাস্ত্রী বলেন "উহাকে ওরূপ পুরস্কার দিবেন না। মজুরি করিয়া দৈনিক আহার্য্য পাইবে, ইহারই জন্য গোপাল উপযুক্ত। আমার খাতিরে রাজ্যের ধন অপব্যয় করিলে আমারও প্রত্যবায় হইবে।" রামশাস্ত্রীর মৃত্যুর পর গোপালকে শাস্ত্রী উপাধি (!!) এবং ঐ ৩২০০৲ টাকার জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল।

বালাজী বাজীরাও পেশোয়ার ডাক নাম ছিল "নানা সাহেব।" তখন ভারতের সকলেই "বাবু সাহেব" হন নাই এবং "রায় সাহেবের" এবং রায় বাহাদুরের তখন ছড়াছড়ি ছিল না। প্রথমতঃ কেবল পেশোয়ার গোষ্ঠীয়দিগকেই "সাহেব" বলা হইত। ক্রমে পরবর্ত্তী পেশোয়াদের সময় টাকাওয়ালা সকলেই "সাহেব" হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কিন্তু রামশাস্ত্রী পেশোয়া বংশীয়দিগের ভিন্ন অপরের নামের পর ঐ "সাহেব" উপাধি স্বীকার করিতেন না। দেওয়ান নানা ফড়নবীশের যখন দরবারে অতুল্য প্রতিপত্তি তখন তিনি একদিন রামশাস্ত্রীর জন্য

পাল্কী পাঠাইয়াছিলেন। বেহারারা বলিল "নানা সাহেব আপনার জন্য পাল্কী পাঠাইয়াছেন।" শাস্ত্রী পাল্কী ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন "নানা সাহেব (বালাজী বাজীরাও পেশোয়া) বহুকাল হইল দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আর কোন "নানা সাহেবকে" ত আমি চিনি না!"

কোন সময়ে একজন সাধারণ বৈষ্ণবী রামশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে কলিযুগে তাহারা অনেক খাইবে—অসতী হইবে ইত্যাদি। কিন্তু এদিকে বিধবা বিবাহ নিবারণ করিয়াছেন; এ কেমন?" স্ত্রীনিন্দায় ব্যথিতহৃদয় সরলমনা তেজস্বী শাস্ত্রী উত্তর করিলেন; "মা! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক। শাস্ত্রকারেরা সকলেই পুরুষ মানুষ ছিলেন। যদি স্ত্রীলোকেও শাস্ত্রকার হইতেন তাহা হইলে এত স্ত্রীনিন্দা থাকিত না।" এই প্রসঙ্গে দেখা যাইবে যে, শাস্ত্রী পরস্ত্রী মাত্রকেই মাতৃ সম্বোধন করিতেন এবং স্ত্রীনিন্দার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু "সাধারণ ভাবে" সকল শ্রেণীর বিধবার বিবাহ দেওয়ার কথার সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করেন নাই।

সর্দ্দার পরশুরাম ভাউ পটবর্দ্ধন পেশোয়া মাধবরাওয়ের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার আট বৎসরের কন্যা বিবাহের চারি দিনের পরই বিধবা হইলেন। শোকাতুর ব্রাহ্মণ সর্দার—কন্যার পিতা—মহাত্মা রামশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কন্যাটি কি স্বামীর দেহের সহিত পুড়িয়া মরিবে, কি উহার পুনরায় বিবাহ দেওয়া চলে? শাস্ত্র কি বলেন?" শাস্ত্রী উত্তর করিলেন "শাস্ত্রানুসারে 'এ ক্ষেত্রে' পুনর্ব্বার বিবাহই বিধি।" পেশোয়ার রাজবাটীতে পণ্ডিতদিগের মহাসভা আহূত হইল, নানা কড়নবীশ দেশস্থ (খাস মহারাষ্ট্রের) এবং কোকনস্থ (কনকানের) এবং ৺ কাশীর সমস্ত বড় পণ্ডিতের মত একত্র করিলেন। পুণার মহাসভায়

পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন যে, রামশাস্ত্রীর ব্যবস্থা শাস্ত্রসঙ্গত। কিন্তু পরশুরাম ভাউ নিজের এবং বিশেষতঃ কন্যার জন্য সামাজিক হীনতা স্বীকার করিতে এবং কুলাচার ত্যাগ করিয়া কন্যাকে তাহা করাইতে পারিলেন না।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই যে উচ্চাদর্শ তাহাতে সন্দেহ কি? তেজস্বিনী ব্রাহ্মণ কন্যারা এবং ব্রাহ্মণেতর বংশীয়া ভাল হিন্দুগৃহস্থ কন্যারা ঐ উচ্চাদর্শ হইতে নামিবার কথায় নিজেরাই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় প্রতিবাদী। তবে যাহাদের মনে সেরূপ তেজ নাই, এবং পবিত্রতা রক্ষার ক্ষমতা নাই, তাহারা যে বর্ণেরই হউক যেমন এক হিসাবে পুনর্ব্বার বিবাহের যোগ্যা তেমন আর এক হিসাবে ভদ্র গৃহস্থ ঘরে থাকিয়া সন্তান জননী হইবার অযোগ্যা বলিয়া হিন্দু সাধারণের একটা গূঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম পেশোয়া নারায়ণ রাও একটা চক্রান্তে হত হন। রঘুনাথ রাও এবং তৎপত্নী আনন্দী বাই ঐ চক্রান্তের মূল ছিলেন বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় রঘুনাথ রাও পেশোয়ার গদি দখল করিলে রাম শাস্ত্রী প্রথমটায় তাঁহার রাজসভায় যান নাই। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যখন রঘুনাথ রাও ঐ কার্য্যে বিশিষ্টভাবে লিপ্ত থাকার কথা ঠিক জানিতে পারিলেন তখন রামশাস্ত্রী রাজ সভায় গেলেন এবং গিয়াই পেশোয়া রঘুনাথ রাওকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন "তুমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রাজা নারায়ণ রাওয়ের বধে লিপ্ত থাকায় রাজহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার অপরাধী হইয়াছ।"

ভূতপূর্ব্ব পেশোয়া নারায়ণরাও তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাওকে বিদ্রোহী সন্দেহ করিয়া রাজবাটীর মধ্যেই প্রহরী বেষ্টিত ও আবদ্ধ করিয়া রাখায়, রঘুনাথ রাও ক্রুদ্ধ হইয়া পেশোয়াকে ধরিবার জন্য তাঁহার অনুগত সোমার সিং এবং ইউসুফ খাঁকে একখানা লিখিত পরোয়ানা দিয়াছিলেন। পেশোয়ার আসনে উপবিষ্ট, পূর্ব্ব পেশোয়ার হত্যায় লিপ্ত, দুর্দ্দান্ত

অস্ত্রধারী অনুচরবেষ্টিত রঘুনাথ রাওকে প্রকাশ্য সভামধ্যে নিঃসঙ্কোচে ব্রহ্মহত্যা এবং প্রভুহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত করিলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ রঘুনাথ রাও উক্ত পরোয়ানায় স্বাক্ষর করা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ঐ অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও চাহিয়াছিলেন। সেই আসল পরোয়ানাই তখন রামশাস্ত্রীর হস্তে ছিল; উহার অস্বীকৃতি সম্ভবে নাই। কথিত আছে যে ঐ পরোয়ানায় "ধর্‌বে" শব্দ "মারবে" তে পরিবর্ত্তিত রঘুনাথ রাওয়ের পত্নী আনন্দী বাই স্বহস্তে করিয়া দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক পেশোয়ার সৈন্যদের মধ্যে এবং চাকরদের মধ্যে বিদ্রোহ উৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণ রাজাকে হত্যার দোষ রঘুনাথ রাওকে প্রকৃতই অর্শিয়াছিল। ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা সত্যপরায়ণ এবং নির্ভীক ধর্ম্মাধিকারদিগের আদর্শ রামশাস্ত্রী দৃঢ়ভাবেই রঘুনাথ রাওকে দিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন—"তুষানলই তোমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। তুমি জীবিত থাকিয়া এ দোষের ক্ষালন করিতে পার না। ঐ প্রায়শ্চিত্তের দণ্ড পূর্ণভাবে গ্রহণই ইহপরকালে তোমার একমাত্র উপায়। নচেৎ তোমার বা তোমার রাজ্যের কল্যাণ আর সম্ভবে না। তুমি ঐ দণ্ড গ্রহণ না করিলে আমি আর এই রাজ্যের কোন কার্য্য করিব না এবং তুমি যত দিন জীবিত থাকিবে আমি আর পুণায়ও ঢুকিব না।"

মহারাষ্ট্রের ইতিহাস লেখক গ্রাণ্টডফ সাহেব প্রকৃতই লিখিয়াছেন "রামশাস্ত্রী তাঁহার নিজের জীবনের উদাহরণেই তাঁহার স্বদেশীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থা সকল পাকা এবং আজও মান্য হইয়া আসিতেছে; উহার কোনটীতেই ভুল দেখা যায় না। তাঁহার অনালস্য এবং বিচারকার্য্য সুচারুরূপে করিবার জন্য যত্ন এবং উদ্যম এবং নির্ভীক ন্যায়পরতা অতুলনীয়। অত বড় কাণ্ডের—একজন পেশোয়ার হত্যার—ভিতরের 'মূল' পরোয়ানা খানা হস্তগত

করিতে পারাতেই বৃদ্ধশাস্ত্রীর উদ্যম ও ক্ষমতা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়। তিনি 'নিখুঁত' ঠিকানা করিয়া লইয়া তাহার পর রাজসভায় শেষবারের জন্য গিয়াছিলেন। যিনি যত বড় ও ক্ষমতাপন্ন লোকই হউন না, নিরপেক্ষ, লোভশূন্য, দৃঢ়চরিত্র রামশাস্ত্রী অপরাধী মাত্রেরই ভয়ের পাত্র ছিলেন। তিনি অতি মিতব্যয়ী ছিলেন এবং একদিনের অধিক আহার্য্যও সংগ্রহ রাখিতেন না। সুতরাং তাঁহাকে কিছু দিয়া বা কিছু বলিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত করার চেষ্টা একান্তই ব্যর্থ হইত।"

৬৩। নির্ভয় — জুলিয়স সীজার।

জুলিয়স সীজারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হইতেছে শুনিয়া তাঁহার ভক্ত ও বন্ধুগণ তাঁহাকে নিরস্ত্রভাবে ও রক্ষকহীন হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিচরণ করিতে নিষেধ করিলে তিনি উত্তর দেন "যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে, তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ হয়; আমি একবার মাত্র সে যন্ত্রণা ভোগ করিব।"

৬৪। নিরহঙ্কার — খলিফা ওমরের।

মহাত্মা ওমর শত-তালিযুক্ত জামা পরিয়া ছিন্ন পাদুকা পায়ে দিয়া, এবং ছেঁড়া উষ্ণীষ মস্তকে দিয়া থাকিতেন। কখন কখন এই অবস্থাতেই তিনি মস্তকে কলসী লইয়া বিধবাগণের জল জোগাইতেন। পরিশ্রান্ত হইলে মসজিদের নিকটে মাটির উপর শুইয়াই ঘুমাইতেন।

তিনি অনেকবার মদিনা হইতে মক্কা যাওয়া আসা করিয়াছিলেন, কিন্তু পথে কখন তাঁবুর ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার দৈনিক ব্যয় দুই দেরহাম অর্থাৎ সাড়ে দশ আনা মাত্র ছিল।

সদালাপ।

একদিন কয়েকজন সম্ভ্রান্ত আরব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন তিনি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া একটী উটের পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া খলিফা ওমর বলিলেন "সরকারী একটী উট পলাইয়া যাইতেছে; আসুন ইহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করি।" ইহা শুনিয়া উহাদের একজন বলিলেন "আপনি কেন কষ্ট করিতেছেন। কোন দাসকে আদেশ করিলেই ত হয়।" মহাত্মা বলিলেন "আমা অপেক্ষা আবার নিম্নতর দাস কে?"

তিনি একদিন মস্‌জিদে কোরাণ পড়িতে পড়িতে বলিলেন "সকলে শুনুন! এক সময়ে আমি এমন দরিদ্র ছিলাম যে আমি লোকের জল বহন করিয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ যে খর্জ্জুর পাইতাম তাহা খাইয়াই প্রাণ ধারণ করিতাম। অদ্য একথা এ সময়ে আপনাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে আজ এক সময়ে আমার মনে একটু অহঙ্কারের উদয় হইয়া পড়ায় তাহার দমনের প্রয়োজন হইয়াছিল।"

৬৫। নিরহঙ্কার সোলেমান ফার্শী।

একদিন মহাত্মা সোলেমান ফার্শী তাঁহার পরাক্রান্ত সৈন্যদলের শিবির হইতে বাহির হইয়া সামান্য বেশে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। একজন ঘেসেড়া শিবিরে ঘাস সরবরাহ করিবার জন্য গাধার পৃষ্ঠে ও নিজের মাথায় ঘাসের বোঝা লইয়া যাইতেছিল। সে সামান্যবেশী রাজাকে বেগার ধরিয়া নিজের মাথার বোঝাটা তাঁহার মাথায় তুলিয়া দিল। রাজ্যাধিপতি ঘাসের বোঝা মাথায় উহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। শিবিরে পৌছিলে সৈন্যদল এই দৃশ্যে স্তম্ভিত হইল। ব্যাপার জানিতে পারিয়া ঘেসেড়া চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া রাজার পদতলে পড়িল। মহাত্মা সোলেমান ফার্শী বলিলেন, "ভাই! তোমার কোন দোষ নাই; আমি

তিনটি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় ইহা করিয়াছি। (১) গর্ব্বত্যাগ, (২) বৃথা লোকলজ্জা ত্যাগ, (৩) প্রত্যেক প্রজার সুখ দুঃখের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। এই জন্যই তোমার বোঝা বহিয়া শিবিরশুদ্ধ লোকের নিকট আসিয়াছি। আর কখন কাহাকেও 'বেগার' ধরিও না। নিজে পরিশ্রম করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিও।"

৬৬। নীরব দান — বিশপ টেলরের কথা।

আজিকালি, এই বিজ্ঞাপনের যুগে, দানের পরিমাণ কম এবং ঘোষণা অধিক হইতেছে। এখন একটা কূপ খনন করাইলে বা একটা ডোবার পঙ্কোদ্ধার করাইলে তাহার জন্য মর্ম্মর প্রস্তরে নাম খোদিত করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত বড় বড় পুরাতন দীঘি ও দেবমন্দির এদেশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান অথচ উহারা কাহার প্রস্তুত তাহার কোন নিদর্শন রাখার চেষ্টা হয় নাই। ঐ সকল সৎকার্য্যের ফল শ্রীভগবানে অর্পিত হইত এবং চিত্রগুপ্তের খাতায় লিখিত থাকিত মনে হইত। আধুনিক বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর আমাদের সম্বন্ধে "পাশ্চাত্য রোগের সংক্রামণ" বটে, কিন্তু উহা "খৃষ্টীয়" ব্যবস্থা নয়। "তোমার বাম হাত পর্য্যন্ত যেন জানিতে না পারে, যে ডান হাতে কাহাকে দিলে" —ইহাই খৃষ্টের উপদেশ।

কোন মিশনরি কার্য্যের সাহায্যের জন্য প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদির পর চাঁদা উঠিতেছিল; একজন প্রস্তাব করিলেন যে, সকল চাঁদাদাতারই নাম খবরের কাগজে ছাপান হউক; তাহাতে দরিদ্রেও দান করিতেছে দেখিয়া অপরেও দিতে পারে। বিশপ-টেলর বলিলেন "নাম ছাপাইয়া কাজ নাই।" প্রস্তাবকর্ত্তা বলিলেন "স্বয়ং যীশু খৃষ্ট এক দরিদ্র বিধবার এক কড়ি (মাইট) দান সর্ব্বাপেক্ষা বড় দান বলিয়া প্রচার করিয়া-

ছিলেন ; সুতরাং দানের সম্বাদ প্রচার করা অন্যায্য কর্ম্ম নয়।" অনেকেই ঐ যুক্তি সমর্থন করিলে বিশপ টেলর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "সেই বিধবার নাম কি বলুন দেখি ? যীশু খৃষ্ট কি তাহার নাম ধরিয়া তাহার দানের কথা বলিয়াছিলেন ?"

৬৭। ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি গ্যাসকইন।

ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরী যখন যুবরাজ ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার এক ভৃত্য কোনরূপ অসদাচরণের জন্য আদালতে অভিযুক্ত হন। যুবরাজ হেন্‌রী ভৃত্যের জন্য ঐ মোকদ্দমায় তদ্‌বির করিলেও প্রধান বিচারপতি গ্যাসকইন তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডিত করেন। যুবরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া আদালতের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভৃত্যকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন।

প্রধান বিচারপতি মহাশয় যুবরাজকে বিনম্রভাবে আইনের মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিয়া পরামর্শ দিলেন "আপনি যদি ভৃত্যকে মুক্ত করিতে চাহেন তাহা হইলে উহাকে ক্ষমা করিবার জন্য রাজা চতুর্থ হেনরীর নিকট আবেদন করুন।"

যুবরাজ ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে, বিচারপতি গ্যাসকইন যুবরাজকে দৃঢ়ভাবে আদালত হইতে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন।

যুবরাজ অতিশয় রাগান্বিত হইয়া বিচারাসনের দিকে অগ্রসর হইলে সকলেরই মনে হইল তিনি বিচারপতিকে প্রহার করিবার জন্যই অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু খানিকটা যাইয়াই যুবরাজ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি বিচারপতির গম্ভীর এবং তেজঃপ্রদীপ্ত মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। গ্যাসকইন তখন যুবরাজকে বলিলেন "আমি

এই বিচারাসনে বসিয়া এই রাজ্যের রাজার সম্মান রক্ষা করিতেছি। আদালতের যথাবিধি সম্মান রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে আপনি যাহাদের উপর প্রভুত্ব করিবেন তাহাদের নিয়মানুগামিতার আদর্শ হওয়াই আপনার পক্ষে সুসঙ্গত। যে অবাধ্যতা এবং আদালতের প্রতি অমর্য্যাদা আপনি অদ্য দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাকে কারাবদ্ধ করিতে আদেশ দিতেছি।

যুবরাজ তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজের কৃত অপরাধ বুঝিতে পারিলেন এবং বিনা আপত্তিতে জেলে গেলেন। তাঁহার পিতা চতুর্থ হেনরী এই ব্যাপার অবগত হইয়া মহানন্দে বলিয়াছিলেন "আইনের মর্য্যাদা এরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ বিচারক যে রাজার রাজ্যে আছেন তিনি নিশ্চয়ই সুখী, এবং আইন উল্লঙ্ঘন জন্য দণ্ডিত হইয়া যে রাজার পুত্র অবনত মস্তকে সেই দণ্ড গ্রহণ করে সে রাজাও সুখী।"

৬৮। নির্লোভ কুটীরবাসীর।

কোন সময়ে একজন ধনী রুসীয় বণিক রুসীয়ার একটি পল্লীগ্রামে কোন দরিদ্রের কুটীরে এক রাত্রির জন্য আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথা হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে গাঁঠরি বাঁধিবার সময় তিনি ভ্রমবশতঃ একটী মোহরের তোড়া ঐ কুটীরে ফেলিয়া যান। তিন মাস পরে ঐ ধনী ব্যক্তি পুনর্ব্বার ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় ঘটনাক্রমে বিশ্রামের জন্য ঐ কুটীরেই উপস্থিত হন। পথের কোনস্থানে কিরূপে তিনি মোহরের তোড়াটী হারাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই এবং মোহরগুলি পুনরায় প্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণরূপেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কুটীরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইলে ঐ কুটীরবাসী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিল "মহাশয়! আপনার মোহরগুলি

লউন। আপনার নাম ধাম না জানায় ফেরত দিবার উপায় করিতে না পারিয়া উহা পুঁতিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম।" বণিক দরিদ্র কুটীরবাসীর সাধুতায় মোহরগুলি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে এবং ওরূপ ভাললোকের পুত্রকে ব্যবসায়ে সহকারী স্বরূপ পাইবার জন্য, বৃদ্ধের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহার বিস্তীর্ণ ব্যবসায়ে একটী ভাল কাজ দিলেন।

৬৯। পণ্ডশ্রম খুঁৎ দেখায়।

এক গৃহস্থের পুত্র কমলালেবু কিনিবার জন্য লেবুওয়ালাকে ডাকিলে সে বাজরা নামাইল। ছেলেটী লেবুগুলি লইয়া ঘাঁটাঘাঁটী করিল, কিন্তু তাহার মনোমত লেবু একটিও মিলিল না। কিছুক্ষণ পরে, আর দুই জন লেবুওয়ালা তথায় আসিলে, গৃহস্থ পুত্র তাহাদেরও ডাকিয়া পূর্ব্বোক্তভাবে লেবু পরীক্ষা করিয়া একটিও পছন্দ না হওয়ায় ফিরাইয়া দিল। একজন সন্ন্যাসী তথায় দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। তিনি বালকের নিকট আসিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি এই লেবুটা লও।" ইহা বলিয়া, বাজরা হইতে একটা লেবু তুলিয়া সেই বালকের হস্তে দিলেন। বালক লেবুটা হস্তে ধরিয়া কহিল, "ইহা একটু কাঁচা।" সন্ন্যাসী বলিলেন "বিশ্বাস করিয়া খাইয়াই দেখ ভালই লাগিবে।—এরূপে খুঁৎ বাছিয়া নিজের ও পরের কত সময় নষ্ট করিবে?" বালক অবাক হইয়া রহিল। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি যে কাপড়খানি পরিধান করিয়াছ, উহাতে কি খুঁৎ নাই? উহা অপেক্ষা ভাল বস্ত্র কি পৃথিবীতে নাই? যদি থাকে তবে কেন উহা পরিয়াছ? বেশী খুঁৎ বাছিতে গেলে কোন কাজই হয় না। যাহা হাতে আসে তাহাই ভক্তিভাবে তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট মনে করিয়া খাও, পর, কর।"

৭০। পণ্ডিতের সম্মান হিন্দু মুসলমানের।

একসময়ে খলিফা হারুণ অল রসিদ আবু মারিয়া নামক একজন অন্ধ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। আহার্য্য আসিয়া পৌছিলে, খলিফা নিজেই আবু মারিয়ার হাত ধুইয়া দিলেন। আবু মারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার হাত কে ধৌত করাইল ?" খলিফা বলিলেন "আমি।" তখন আবু মারিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন "আপনি আলেম (পণ্ডিত) দিগের প্রতি এতদূর সম্মান প্রদর্শন করেন !" এদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পা ধুইয়া দেওয়া বাটীর কর্ত্তা বা পুত্র বা ভ্রাতাই করাইয়া দিবার রীতি আজও ভাল হিন্দুর ঘরে আছে।

৭১। পদগর্ব্ব মার্কিণ করপোরালের।

মার্কিণ স্বাধীনতার যুদ্ধকালে একজন মার্কিণ করপোরাল কতকগুলি সৈন্যের নেতা হইয়া কোন স্থানে গড়বন্দী প্রস্তুত করাইতে ছিলেন। একটী বড় কড়িকাষ্ঠ উচ্চে তুলিয়া বসানর জন্য সৈন্যগণ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু বড়ই ভারী বলিয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি ঐ স্থান দিয়া অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে দেখিলেন যে করপোরাল হুকুমই দিতেছেন, ঐ কার্য্যে নিজে হাত দেন নাই। তিনি বলিলেন "কড়িটা বড় ভারি ইহারা পারিয়া উঠিতেছে না—আপনি হাত দিতেছেন না যে!" করপোরাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গর্ব্বিতস্বরে উত্তর করিল "মহাশয়! আমি করপোরাল!" আগন্তুক উত্তর করিলেন "বটে! অপরাধ মাপ করিবেন;" এই বলিয়া তিনি সেই মহামান্য (!) করপোরালকে টুপি খুলিয়া সেলাম করিলেন ও ঘোড়া হইতে নামিলেন। পরে কোট খুলিয়া কামিজের

আস্তিন গুটাইয়া কড়ি তুলিবার কার্য্যে সৈন্যগণের সহিত নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত হইল; কিন্তু তাঁহার ধরণে অনু-প্রাণিত হইয়া সৈন্যগণ একোদ্যমে মহোৎসাহে সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ করায় কড়ি উপরে উঠিল। তখন আগন্তুক বলিলেন "করপোরাল সাহেব! এরূপ কঠিন কার্য্য পড়িলে আপনার প্রধান সেনাপতিকে সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তিনি 'আবার' আপনার কার্য্য করিয়া দিতে আসিবেন।"

করপোরালের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! কিন্তু ঐ আগন্তুকই যে উহাদের প্রধান সেনাপতি মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটন, ইহা জানিতে পারিয়া মার্কিণ সৈন্যগণ তাঁহার মহানুভাবতায় এবং সৈন্যদিগের সহিত সহানুভূতিতে একান্ত মুগ্ধ হইয়া জয়ধ্বনি করিল।

এইরূপ নেতাই অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে একোদ্যমে পূর্ণ শক্তির প্রয়োগে অভ্যস্ত করিয়া যেন অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া ফেলেন!

৭২। পদগর্ব্ব রুসীয় মেজরের।

এক সময়ে রুসীয় সম্রাট প্রথম আলেক্‌জাণ্ডার ছদ্মবেশে একাকী পশ্চিম রুসীয়ায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। একটী ছোট সহরে গাড়ীর আড্ডায় ডাকের ঘোড়া বদল করার সময় তিনি সহরটা একটু ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। পথে দেখিলেন একজন রুসীয় অফিসার পূর্ণ সামরিক বেশে সুসজ্জিত হইয়া চৌরাস্তার মোড়ে একটা বাড়ীর রোয়াকে দাঁড়াইয়া বুক ফুলাইয়া পা ফাঁক করিয়া চুরুট খাইতেছে। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই! কালোগা যাইবার রাস্তা কোন্‌টা?" ওরূপ সামান্য বেশধারী ব্যক্তি তাঁহার ন্যায় একজন মেজরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করায় মেজরের একটু বিরক্তি হইল। তিনি

সংক্ষেপে বলিলেন "ডাইনে।" মদগর্ব্বে স্ফীত মেজরের দাঁড়াইবার ও কথা কহিবার ধরণ দেখিয়া সম্রাট মনে মনে হাসিয়া বলিলেন "মহাশয় যদি ক্ষমা করেন তাহা হইলে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।" মেজর বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন "কি ?"

সম্রাট। "সৈন্যদলে আপনি এখন কোন্ পদে আছেন ?" মেজর চুরুটের ধোঁয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকেই খুব জোরে ছাড়িয়া বুক ফুলাইয়া বলিলেন, "আন্দাজ কর।"

প্রশ্ন। "লেফ্‌টেনেণ্ট ?" উত্তর "উচ্চে।" "কাপ্তেন ?" "আরও উপরে।" "মেজর ?" "এতক্ষণে—ঠিক !" চুরুটের ধোঁয়া খুব উড়িতে লাগিল।

সম্রাট কাজেই এত বড় লোকটাকে বিনীত ভাবে সেলাম করিলেন। মেজর তখন বলিলেন "এইবার আমার পালা। তুমি কে ?" সম্রাট বলিলেন "আপনিও আন্দাজ করিয়া দেখিবেন কি ?"—"পল্লীগ্রামের ভলণ্টিয়ার !" "উপরে"। "করপোরাল ?" "আরও উপরে।" "লেফ্‌-টেনেণ্ট ?" "আরও উপরে।" "কাপ্তেন ?" 'আরও উপরে।" "মেজর ?" "আরও উপরে।" "কর্ণেল ?" "আরও উপরে।" মেজর তখন মুখ হইতে চুরুট বাহির করিয়া সহজ ভাবে দাঁড়াইলেন এবং বিনীতভাবেই বলিলেন "তবে কি আপনি জেনারল সাহেব ?" "আরও উপরে।" মেজর টুপিতে হাত দিয়া সামরিক সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি মহামান্য ফিল্‌ড মার্শাল ?" মেজরের কম্পিত হস্ত হইতে চুরুট ভূমে পড়িয়া গেল। তখন প্রশ্নকর্ত্তার ধীরভাবে এবং সহজ স্বরে মেজরের সকল মদগর্ব্ব শেষ হইয়া ভয়ের আবির্ভাব হইয়াছে।

"আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন" স্মিতমুখ সম্রাটের এই কথায় মেজরের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; তিনি ভগ্নস্বরে আস্তে

আস্তে বলিলেন "তবে কি সম্রাট স্বয়ং ?" উত্তর "তিনিই বটে।" মেজর হাত জোড় করিয়া হাঁটু গাড়িয়া পড়িয়া বলিলেন "রাজাধিরাজ! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।" তখন তাঁহার সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসনের সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই!

সম্রাট্ সুমিষ্ট সহজ স্বরে বলিলেন, "ক্ষমা করিবার কথা ইহাতে কি হইয়াছে? আমি রাস্তা জানিতে চাহিয়াছিলাম। আপনি তাহা অবিলম্বে বলিয়া দিয়াছেন। সে জন্য ধন্যবাদ!" সম্রাট্ গাড়ীর আড্ডায় ফিরিয়া গিয়া গাড়ীতে চড়িলেন।

মেজরের যাবজ্জীবনের জন্য শিক্ষা হইল। স্বভাবদোষে যখনই নিম্নপদস্থদিগের নিকট বা সমকক্ষদিগের নিকট তাঁহার দম্ভ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইত, তখনই তাঁহার মানস চক্ষে সেই সামান্য-বেশধারী, মধুর-ভাষী, সৌজন্যপূত রুসীয় সাম্রাজ্যের একাধিপতির মূর্ত্তি উদিত হইয়া তাঁহাকে সংযত করিত।

৭৩। পরচর্চ্চার কারণ কাজের অভাব।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যখন সিরাকুজে গিয়াছিলেন তখন তথাকার যথেচ্ছাচারী রাজা ডিওনিস্যস বলেন "আপনি গ্রীসে ফিরিয়া গেলে অ্যাকাডেমি সভায় আমার কি কি দোষ দেখিলেন তাহার যথেষ্ট আলোচনা করিবেন ?" প্লেটো উত্তর দেন "আমার ভরসা আছে যে অ্যাকাডেমিতে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাব এরূপ কখনই ঘটিবে না যে আপনার নাম উল্লেখ করিতে হইবে!"

৭৪। পরনিন্দা বাহ্য উপাসনাকারীর।

কোন পারসী লেখক অনেক রাত্রে উঠিয়া নিঃশব্দে কোরাণ পাঠ

করিতেন। একদিন তাঁহার পিতা ইহা দেখিতে পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলে পুত্র উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন "আপনার অপর পুত্রেরা ধর্ম্মার্জ্জন জন্য ব্যস্ত নয়; তাঁহারা এখন গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন।" পিতা উত্তর করিলেন "বৎস! রাত্রে উঠিয়া এরূপ আত্মগরিমা ও পরনিন্দা করার অপেক্ষা গভীর নিদ্রা যে কত অধিক ভাল তাহা বলিতে পারি না।

৭৫। পরার্থ জীবন আন্তর।

প্রাচীনকালে আরব দেশে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত; উষ্ট্র মেষ প্রভৃতি এক গোষ্ঠীয়ের হস্ত হইতে অপর গোষ্ঠীয়েরা কাড়িয়া লইবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিত। মুসলমান হওয়ার পর আরব দেশে এই সকল হাঙ্গামা কিছু কমিয়াছে; কিন্তু এখনও উহা বদ্‌হ বা বেদুইন অর্থাৎ মরুভূমিবাসী আরবদিগের মধ্যে যথেষ্ট চলে।

পূর্ব্বকালে কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীয়ের মধ্যে আন্তর নামক একজন প্রভূত বলশালী আরবের জন্ম হইয়াছিল। আন্তরের দশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম-কালে সে একটা নেকড়ে বাঘ মারিয়া তাহার মাথা মাতাকে আনিয়া দিয়াছিল। যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার বিক্রমে ঐ গোষ্ঠীয়দিগের শত্রুরা সকল যুদ্ধেই পরাজিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেক পশু সংগৃহীত হইয়া আহার্য্যের অসদ্ভাব না থাকায় ক্রমশঃ ঐ গোষ্ঠীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল।

একদিনের যুদ্ধে আন্তর বিষাক্ত শরাহত হয়েন। শত্রুরা সে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও সংখ্যাধিক্য বশতঃ পুনরায় আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। আন্তর বুঝিলেন তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট; তিনি স্বগোষ্ঠীয় সকলকে বন্ধুভাবাপন্ন আবস নামক গোষ্ঠীয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ

করিতে আদেশ করিয়া উটের ডুলিতে চড়িয়া উহাদের সহিত যাত্রা আরম্ভ করেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে শত্রুদল পথে আক্রমণ জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন মনের জোরে শরীরের যন্ত্রণা দমন করিয়া আন্তর বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিলেন। উহাঁকে দল মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে দেখিয়া শত্রুরা আর আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। আন্তরের দল নির্ব্বিঘ্নে একটা গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিলে আন্তর তাহার মুখ অবরোধ করিয়া স্বীয় দলের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহার পত্নী ও দলের সকলেই চলিয়া গেল। আন্তর শিক্ষিত অশ্বে ঠেস দিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অশ্ব এবং যোদ্ধা নিশ্চল ভাস্কর মুর্ত্তির ন্যায় সমস্ত রাত্রি রহিল। ক্ষণমাত্রেই অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া আন্তর ভীষণবেগে বর্ষাহস্তে আক্রমণ জন্য প্রস্তুত, ইহা ভাবিয়া শত্রুরা কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। প্রাতঃকালে আন্তরকে একক দেখিয়া তাঁহার প্রধান শত্রু ৩০জন যোদ্ধা সহ আক্রমণ করিতে ঘোড়া ছুটাইয়া গেলে আন্তরের ঘোড়াটা একটু বিচলিত হইল এবং বর্ম্মধারী আন্তরের দেহ ভূমিতে পড়িয়া গেল। শত্রুরা নিকটে আসিয়া দেখিয়া বুঝিল যে ভূমে প্রোথিত বর্ষা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া এবং শিক্ষিত প্রভুভক্ত অশ্বে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াই আন্তর স্বগোষ্ঠীর হিতার্থে অনেক পূর্ব্বে বিষের ক্রিয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; এখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শক্ত হইয়া গিয়াছে। মরণ যন্ত্রণাতেও সেই মহাবীর শুইয়া পড়েন নাই—পাছে তাঁহাকে সজ্জিত ও প্রস্তুত না দেখিয়া সাহস পাইয়া শত্রুরা পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক স্বগণের ক্ষতি করে! সর্ব্বোচ্চ সাধুরা যেমন নিশ্চলভাবে যোগাসনে বসিয়া দেহত্যাগ করেন মহাবীর পরার্থপর দৃঢ়চেতা আন্তর সেইরূপ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

৭৬। পরার্থজীবন হাতেমতাই।

পুরাকালে সর্ব্বজীবের শুভাকাঙ্ক্ষী হাতেমতাই নামে পারস্যের এক রাজা ছিলেন। আরবরাজ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে যুদ্ধে নরশোণিতপাতাশঙ্কায় হাতেমতাই রাজধানী ত্যাগ করিয়া বনে আশ্রয় লন! আরবরাজ নিশ্চিন্ত হইবার ইচ্ছায় হাতেমতাইকে বধ করিবার জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেন। হাতেমতাইএর আশ্রয়ারণ্যে একদা এক কাঠুরিয়া সস্ত্রীক কাঠ কাটিতে গিয়াছিল। হাতেমতাই ঝোঁপের ভিতর হইতে তাহাদের কথা শুনিতে পাইতেছিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। মধ্যাহ্নে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কাঠুরিয়া কাতরস্বরে বলিল "এ দারুণ পরিশ্রম করিতে আর পারি না।" তাহার স্ত্রী বলিল "যদি আমরা হাতেমতাইকে ধরিতে পারি তাহা হইলে এরূপ কষ্ট করিতে হয় না। "পরম দয়ালু হাতেমতাই উহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আর গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না; বাহিরে আসিয়া বলিলেন "আমি হাতেমতাই; আমাকে রাজসমীপে লইয়া চল।" বৃদ্ধ বলিল "এমন কাজ আমি করিতে পারিব না; আপনি সরিয়া যান।" হাতেমতাই বলিলেন "হয়ত আমি কোন দুর্ব্বৃত্তের হস্তে পড়িয়া প্রহারিত হইয়া রাজসমীপে নীত হইব; তুমি ভদ্র ও দরিদ্র; অতএব তুমিই আমাকে লইয়া চল।" তখন হঠাৎ সেই পথে একটি লোক উপস্থিত হইল; সে উভয়ের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে এই ব্যক্তি হাতেমতাই। সে তৎক্ষণাৎ হাতেমকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। হাতেমতাইএর সঙ্কেতে কাঠুরিয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সে ব্যক্তি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিল "মহারাজ পুরস্কার দিন; এই হাতেমতাই।" হাতেমতাই বলিলেন "মহারাজ! এ ব্যক্তি আমাকে ধরে নাই। এই বৃদ্ধকে দরিদ্র

দেখিয়া আমি স্বয়ং ধরা দিয়াছি। অতএব আপনি উহাকেই পুরস্কার দিন।" হাতেমতাইয়ের মহত্বে বিস্মিত ও মুগ্ধ আরবরাজ করযোড়ে কহিলেন "উহাকে পুরস্কার দিতেছি। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন এবং কৃপা করিয়া আপনার রাজ্য পুনর্ব্বার গ্রহণ করুন।"

৭৭। পরীক্ষার দিন — জিরেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন প্রাতঃকালে নগেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) গান গাহিতেছিলেন। তাঁহার একজন বন্ধু বলিলেন, "নরেন! একজামিনের দিন কোথায় একটু আধটু পড়া দেখে শুনে লইবে, তা নয় বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছ।"

নরেন্দ্র উত্তর করিয়াছিলেন, মাথাটা সাফ রাখ্‌ছি; এতদিন পড়ে যাহা হইল না, তাহা কি আর দু এক ঘণ্টায় হয়? একজামিনের দিন সকালবেলা শরীর মনকে একটু শান্তি দিতে হয়। ঘোড়াটা খাটিয়া আসিলে তাহাকে আবার খাটাইবার পূর্ব্বে একটু ডলাই মলাই করে তাজা করিয়া লইতে হয়। মগজটারও জিরেন চাই।

৭৮। পরোপকারের সুখ — রামদুলাল সরকার।

মহাত্মা রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিতেন। দারুণ শীতের সময় একদিন প্রাতঃস্নান করিয়া দরিদ্র অবস্থার অভ্যাস-সিদ্ধ একখানা মোটা চাদর মাত্র গায়ে দিয়া আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহার কোন আঢ্য বন্ধু বলেন, "সরকার মহাশয়! একখানা শাল বা বনাত ব্যবহার করুন। কেনই বা এই দারুণ শীত সহ্য করিতেছেন, টাকাগুলা কি হইবে?" যেন কৃপণতা জন্য তিনি শীতাতপ সহ্য করিতেন এবং নিজের ভোগসুখের জন্যই যেন অর্থার্জ্জন। সরকার মহাশয় বাটী

আসিয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, পরদিন প্রাতে সেই আঢ্য ব্যক্তির বাটীর সম্মুখ ভাগ দিয়া শতাধিক ব্রাহ্মণ ভাল বনাত গায়ে দিয়া প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলেন। বন্ধু জানিতে পারিলেন যে, এ দান রামদুলালের।

পরম পবিত্র আর্য্য শাস্ত্র বলেন অপরের ক্ষতি না করিয়া সদুপায়ে পরিশ্রমার্জ্জিত ধন দানের জন্য,—

অপরাবাধমক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনং।
স্বল্পং বা বহুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে॥

৭৯। পবিত্রতার উপায় ঈশ্বর স্মরণ।

কোন সাধক বলিয়াছেন "কাজ করিবার সময় মনে করিবে যে তুমি যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা দেখিতেছেন; কথা কহিবার সময় স্মরণ রাখিবে, যে তুমি যাহা বলিতেছ ঈশ্বর তাহা শুনিতেছেন; এবং মৌনাবস্থায় মনে রাখিবে, যে তুমি যাহা ভাবিতেছ ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন।"

৮০। পিতার যশ ভদ্রতায়।

কোন পিতা উপদেশ দিয়াছিলেন—"পুত্র! সকলেরই সহিত ভদ্র ব্যবহার করিবে; যাহারা তোমার সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করে তাহা-দেরও সহিত সুভদ্র ব্যবহার করিবে। তোমার ত সকল সময়েই ভদ্রলোক থাকা এবং ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া নাম রাখা উচিত!"

৮১। পিতার সেবা আস্কালনের বণিক।

কোন সময়ে জেরুজিলামের ইহুদী মন্দিরের প্রধান পাণ্ডার রত্নপদ-

কের বড় পান্না খানি খসিয়া পড়িয়া হারাইয়া যাওয়ায় ঐরূপ পান্নার প্রয়োজন হয়। কোন বিশেষ উৎসবের দিন ঐ পদক ধারণ করিয়া প্রধান পাণ্ডা মন্দিরে উপাসনা করিবার নিয়ম থাকায় ঐ উৎসবের দিনে বা তাহার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিবার হুকুম দিয়া একজন মন্দিরের কর্ম্মচারীকে রত্ন-সন্ধানে পাঠান হয়। উক্ত কর্ম্মচারী কোথাও ঐ নির্দ্ধারিত মাপের পান্না পাইলেন না। শেষে শুনিলেন যে, আস্কালনের একজন জহুরীর নিকট ঐ মাপেরই পান্না আছে, কিন্তু বহুমূল্য বলিয়া উহা বিক্রয় হয় না। মন্দিরের কর্ম্মচারী সন্ধ্যার পর সেই জহুরীর নিকট পৌঁছিলেন। তিনি তখনই প্রার্থিত মূল্য দিতে স্বীকার করিলে, জহুরী তাহার বাড়ীর উপর তালায় গেল। ঐ রত্ন একটি কৌটায় তাহার পিতার মাথার বালিশের নীচে ছিল। উহার পিতার সেদিন শরীর অসুস্থ ছিল। জহুরী দেখিল যে তাহার পিতা তখন নিদ্রিত। আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এখন জিনিস দিতে পারিব না, কাল দিব।" মন্দিরের কর্ম্মচারী মনে করিল দাম বাড়াইবার জন্য জহুরী ঐরূপ বলিতেছে। সে দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাহিল। জহুরী আবার উপরে গেল এবং আস্তে আস্তে বালিশের নীচে হাত দিল। তখন উহার পিতার নিদ্রা একটু পাতলা হইয়া তিনি পাশ-মোড়া দিলে জহুরী নিজের হাত বালিশের নীচে হইতে বাহির করিয়া লইল। সে দেখিল যে, কৌটাটি লইতে গেলে নিশ্চয়ই পিতার নিদ্রাভঙ্গ হইবে। ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, টাকার জন্য সে অসুস্থ নিদ্রিত পিতার নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিবে না সুতরাং সে রাত্রে ঐ রত্ন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মন্দিরের কর্ম্মচারী ফিরিয়া গিয়া এই সংবাদ দিলে প্রধান পুরোহিত বলিলেন "পদকের খালি জায়গাটায় ঐ জহুরীর পিতৃভক্তিতে সকল পার্থিব রত্ন অপেক্ষা উজ্জ্বল প্রভা দেখা যাইতেছে।"

৮২। পুরুষকারে বিশ্বাস — নেলসন।

ইংরাজ স্বভাবতঃই পুরুষকারে বিশ্বাসবান্, উদ্যমশীল এবং নির্ভীক। এই জন্যই আজ পৃথিবীতে উহাঁর প্রতাপ এবং সমৃদ্ধি সর্ব্বোচ্চ। নীল-নদের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইংরাজ নৌসেনাধ্যক্ষ (অ্যাডমিরাল) নেলসনকে তাঁহার একজন কাপ্তেন বৃহৎ বৃহৎ ফরাশী যুদ্ধপোতগুলি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "যদি আমরা এরূপ প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে আজ জয়লাভ করি আমাদের তাহা হইলে পৃথিবীময় কি যশই হইবে!" নেলসন উত্তর দেন "ইহাতে আবার 'যদি' কিসের? আমরা নিশ্চয়ই আজ জয়লাভ করিব।" ঐ যুদ্ধে ফরাশীদের প্রবলতর রণপোতমালা ইংরাজদের হস্তে সম্পূর্ণরূপেই বিধ্বস্ত হয়।

৮৩। প্রকৃত অভাবের অনুপলব্ধি — ধর্ম্মের ষাঁড়।

পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী চাকরী গ্রহণের পূর্ব্বে (১৮৪৮) ফরাশিডাঙ্গায় বিনা পারিশ্রমিকে একটী ইংরাজীস্কুল স্থাপনা করিয়াছিলেন। তখন ইংরাজী পড়িবার ছাত্র কম জুটিত। "ফি" কেহ দিত না। স্থানীয় লোকে কেহ কেহ দুই এক টাকা চাঁদা দিতেন।

সেই সময়ে ফ্রান্স হইতে গবর্ণরের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র আইসে যে ফরাশি চন্দননগরের ভারতীয় অধিবাসিগণও ভ্রাতৃভাবের এবং সাম্যের এবং স্বাধীনতার (ফ্রেটার্নিটি, ইকোয়ালিটি ও লিবর্টি) সম্পূর্ণ অধিকারী; তাঁহারা যাহা কিছু চাহিয়া পাঠাইবেন তাহা দেওয়া হইবে। চন্দননগরের অধিবাসিগণ সভায় সম্মিলিত হইলে ভূদেব বাবু প্রস্তাব করিলেন "চন্দননগরে একটী স্কুল স্থাপনে সাহায্য করা

হউক; তাহাতে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফরাশি পড়ান হইবে; ফরাশি চন্দননগরের লোকেদের অনেককে ইংরাজ এলাকায় চাকরী ও ব্যবসায় করিতে হয়; ওরূপ স্কুলে সুশিক্ষায় ব্যবহারিক সুবিধা হইবে।" অপর একজন তাহাতে আপত্তি তুলিয়া বলিলেন "প্রস্তাবকারী নিজে সেরূপ স্কুলে চাকরী পাইবার জন্যই ঐ প্রস্তাব করিয়াছেন।" এই কথা বলিবামাত্র ভূদেব বাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া গেল। আর একজন বলিলেন, "বাজেয়াপ্তি ব্রহ্মোত্তরগুলি ছাড়িয়া দিতে বলা হউক।" অপরে বলিলেন "তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের মাত্র লাভ, অপরের কি?" শেষে অধিকাংশের সম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে শ্রাদ্ধে দাগ দিয়া যে সকল ধর্ম্মের ষাঁড় সহরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, (যাহাদের কোন পল্লীগ্রামে গোরুর পালের সহিত রাখার সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে কাহারও মনে পড়ে না!) সেগুলি যেন বাজারে অবাধে বিচরণ করিতে পায়!

ফরাশি চন্দননগরে এখন সেণ্ট মেরির স্কুল সেই সময়ের উপলব্ধ শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রকৃত অভাব মোচন করিতেছে।

৮৪। প্রজার সুপালন — গবর্ণর চ্যাং।

গবর্ণর চ্যাং আদর্শ রাজপুরুষরূপে চীনদেশে প্রত্যেক নরনারীর চিত্তে আজও বিরাজ করিতেছেন। কথিত আছে যে, কার্য্যভার গ্রহণের অল্পদিন পরেই তিনি অধীনস্থ সকল মান্দারীনকে ডাকিয়া উপদেশ দেন যে, তাঁহারা সকলেই যেন সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার নিবারণ জন্য চেষ্টা করেন। একজন মান্দারীন এলাকায় ফিরিয়া আসিয়াই গোয়েন্দাদিগকে হুকুম দেন যে, কোন ব্যক্তি সদরে গবর্ণরের নিকট দরখাস্ত দিলেই যেন তিনি জানিতে পারেন। সেই মান্দারীনের ব্যবস্থায় ঐ এলাকায় গোয়েন্দার প্রাদুর্ভাব বাড়িল মাত্র; অত্যাচার কমিল না।

একদিন গবর্ণর চ্যাং সামান্য বেশে অশ্বারোহণে ঐ মান্দারীনের এলাকায় গেলেন এবং মান্দারীনের সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমার এখানে আসা কেহ যেন জানিতে না পারে। চল দুজনে একত্রে প্রজাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি।" মান্দারীনকে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া অগত্যা সঙ্গে যাইতে হইল। একটি হোটেলে প্রবেশ করিয়া চা-পান করিতে করিতে চ্যাং হোটেলের খানসামাকে বলিলেন, "আমরা দূরপ্রদেশীয়। আমার কিছু টাকা পাওনা আছে। শীঘ্র আদায় করিয়া ফিরিতে চাহি। এখানের মান্দারীন কিরূপ বিচারক?" খানসামা এদিক ওদিক চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "অর্দ্ধেক বা বার আনা ছাড়িয়া দিয়া বাকী অংশ আপোষে লইয়া ফিরিয়া যাওয়াও ভাল। নালিশ করিলে মান্দারীন আপনাকে অনেক হাঁটাইয়া অর্থ ব্যয় করাইয়া নিজে অর্দ্ধেক অংশ ঘুস লইবেন এবং মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিবেন।" ক্রোধে মান্দারীন কাঁপিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। হোটেলের বাহিরে আসিয়া গবর্ণর চ্যাং ভদ্রলোকদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া মান্দারীনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই মান্দারীনের সুখ্যাতি করিলেন। উহাদের কেহ বা মান্দারীনকে চিনিতে পারিলেন এবং সকলেই প্রকাশ্য রাজপথে মান্দারীনের নিন্দা করা বিপদজনক বোধে প্রশংসাই করিলেন। গবর্ণর চ্যাং সন্তোষ প্রকাশ করিয়া অশ্বারোহণে সদরে যাওয়ার জন্য পথ ধরিলেন; মান্দারীনের আতিথ্য সম্বন্ধে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। মাইল খানেক গিয়াই চ্যাং অপর পথ দিয়া সেই হোটেলে ফিরিলেন এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া হোটেলের এক প্রকোষ্ঠে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলেন। অল্প পরেই মান্দারীনের লোকজন আসিয়া, হোটেল-স্বামী, তাহার পরিজন এবং ভৃত্যাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া গেল; ছদ্মবেশী চ্যাংও সেই সঙ্গে ধৃত

হইয়া মান্দারীনের সমক্ষে নীত হইলেন। মান্দারীনের সমক্ষে সকলেই জানু পাতিয়া বসিলে মান্দারীন উহাদের প্রত্যেকের জরিমানা এবং প্রহারের ব্যবস্থা করিলেন। চ্যাংয়ের মুখের অনেকটা টুপিতে ঢাকা থাকায় মান্দারীন পদাঘাতে টুপি ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু তখনই চ্যাংকে চিনিতে পারিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। গবর্ণর চ্যাং তখনই মান্দারীনের পদচ্যুতি করিয়া অপর ভাল লোক নিয়োগ করিলেন; এবং পরে প্রকাশ্য বিচারে সাক্ষী সাবুদ লইয়া মান্দারীনের বিবিধ অপরাধের জন্য উপযুক্ত সাজা দিলেন।

৮৫। প্রধানতম অভাব সৎসঙ্গের।

কোন ভদ্রবংশীয় যুবক, একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে বলে "হুজুর! আমি যাহা বন্ধুগণের প্ররোচনায় করিয়া ফেলিয়াছি তাহার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।" বিচারক বলিলেন "যাহারা তোমাকে এইরূপ কার্য্যে মতি দিয়াছিল তাহাদিগকে বন্ধু না বলিয়া শত্রু বলিলেই ভাল হয় না?"

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের নিকট কেহ শিক্ষার্থী হইয়া আসিলে তিনি সেই ব্যক্তির সঙ্গীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়া তবে তাহাকে ছাত্র করিতেন।

যাহার যেরূপ মন, তাহার সেইরূপ সঙ্গী প্রাপ্তিতেই তৃপ্তি হয়; কে কিরূপ বই পড়িতে ভালবাসে তাহা দেখিয়াও লোকের স্বভাব অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

রামায়ণাদি সদ্‌গ্রন্থই সকলকে সর্ব্ব সময়ে সৎসঙ্গের ফলদান করিয়া থাকে।

৮৬। প্রফুল্লচিত্ত আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার তাঁহার একজন সেনাপতির উপর অকারণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একেবারে সুবেদারী পদে নামাইয়া দেন। কিছু-দিন পরে তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলে দেখিলেন যে পদের লাঘবে উহাঁর প্রফুল্লচিত্ততার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাকে বেশ খুসী খুসী দেখিতেছি; তোমার নূতনকাজ কেমন লাগিতেছে?" উত্তর;—"বেশ ভাল লাগিতেছে। সমস্ত সেনাদলের সুবেদারেরা আমাকে এখন খুব ভক্তি করেন—সর্ব্বদা সুখে দুঃখে আমার পরামর্শ লইয়া থাকেন। সাধারণ সৈনিকেরা পূর্ব্বে আমার নিকট যাইতে সঙ্কুচিত হইত; এখন তাহাদের পক্ষেও আমি আপনার লোক হইয়া পড়িয়াছি। অনেকের ভালবাসাতেই পৃথিবীর সুখ।" আলেকজাণ্ডার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পদমর্য্যাদার লাঘবে মনে কোন কষ্ট হয় নাই?" উত্তর—"মর্য্যাদা পদে না মানুষে! যেই তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভাল করিয়া করে এবং অপরের সাহায্যে উন্মুখ, তাহাকেই সাধারণে "ভাললোক" বলে। ঐ দুই শব্দেই পৃথিবীতে মর্য্যাদা। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকেও লোকে গুপ্তভাবে কোনরূপ দান বা ঘুস গ্রহণকারী বলিয়া বুঝিলে তাঁহার ইজ্জত একজন বিশ্বাসী পিয়াদার অপেক্ষা অনেক কম হইয়া যায় না কি?"

৮৭। বদরিকাশ্রমের রাস্তা সূর্য্যমল।

ধনী সূর্য্যমল মাড়ওয়ারি সপরিবারে হরিদ্বার তীর্থে গিয়া গঙ্গাস্নানাদি করিতেছিলেন, এমন সময়ে কোন সাধু তাঁহাকে হাসিয়া বলেন "গোতা মারকে পাপ কাটানে আয়া?" অর্থাৎ জলে ডুব দিয়াই পাপ কাটাইতে

আসিয়াছ ?—শেঠজী, মহাত্মার বাক্যে লজ্জিত হইয়া বিনীত ভাবে বলেন, "মহারাজ, কোন কার্য্য করিব বলুন ; লক্ষ টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত আছি।" সাধু বলিলেন "হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সাধুদের আহারের বন্দোবস্ত পথের স্থানে স্থানে করিয়া দিলে—একটা স্থায়ী সদনুষ্ঠান করিলেই—তাঁহার ন্যায় ধনী ব্যক্তির তীর্থাদান সুসঙ্গত পরিমাণে হয়। দরিদ্রের পক্ষে ডুব দিয়া যাওয়াই যথেষ্ট।" ভক্তিমান শেঠজী সাধুর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই একটা পঞ্চায়েৎ স্থাপন পূর্ব্বক কয়েক লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া ঐ রাস্তার ও ছত্রের ব্যবস্থা করেন।

৮৮। বশ্যতা এবং মহত্ত্ব গ্রাণ্ড ডিউক আলেক্‌সিস।

রুসীয় সম্রাটের পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক আলেক্‌সিস কোন যুদ্ধ জাহাজে কার্য্যশিক্ষা জন্য নাবিক কর্ম্মচারী (মিডশিপম্যান) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ রুসীয় জাহাজ ডেনমার্কের উপকূলে মগ্ন শৈলে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া গেলে পোতাধ্যক্ষ উহাঁর প্রাণ রক্ষার্থ হুকুম দেন যে প্রথম যে জালিবোট জাহাজ হইতে নামান হইবে গ্রাণ্ডডিউক তাহার ভার গ্রহণ করুন। গ্রাণ্ডডিউক আলেক্‌সিস বলেন যে তিনি সকলের শেষে জাহাজ ছাড়িবেন —নিজের প্রাণ লইয়া প্রথমেই পলায়ন শিক্ষা জন্য তিনি তথায় তাঁহার পিতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হন নাই। ফলে গ্রাণ্ড ডিউক সকলের শেষেই জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাণ্ড ডিউক শেষের জালিবোট হইতে মাটিতে নামিবামাত্র পোতাধ্যক্ষ আদেশ অমান্য করা অপরাধে তাঁহার কয়েদের হুকুম দেন। গ্রাণ্ড ডিউক তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। সম্রাট ঐ সংবাদ পাইয়া পোতাধ্যক্ষকে লেখেন "আদেশ অমান্য জন্য আপনার প্রদত্ত মিডশিপম্যান আলেকসিসের কয়েদসাজা আমি "সম্রাট"

হিসাবে খুবই সুসঙ্গত বলিতেছি ; কিন্তু পুত্র যে ঐরূপে প্রাণ লইয়া আগে পলায়নের সুবিধা গ্রহণ করেন নাই, সেজন্য উহাকে পিতাহিসাবে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদও করিতেছি।"

৮৯। বালকের বীরত্ব হ্যাভেলক।

সার হেনরী হ্যাভেলক সিপাহী বিদ্রোহ দমনে বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন বাল্যকালে স্কুলে পড়িতেন তখন একদিন তাঁহার গাল কপাল এবং মুখ ফুলা দেখিয়া শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কোথায় মারামারি করিয়াছ ?" বালক হ্যাভেলক উত্তর দেন "কৃপা করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি বলিতে পারিব না।" শিক্ষক জিদ করিলেন ; অবাধ্যতাজন্য সজোরে কয়েক ঘা বেত মারিলেন ; বালক কিছুতেই ঘটনার কথা বলিল না।

স্কুলের একটী ছোট ছেলেকে হ্যাভেলক অপেক্ষা বড় দুজন ছেলে উৎপীড়ন করিতেছিল, হ্যাভেলক দুর্ব্বলের পক্ষ লইয়া উহাদের দুজনের সহিত তুমুল মারামারি করিয়া অবশেষে তাহাদের অত্যাচার দমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাহাদুরির প্রকাশ এবং অপরের নামে "লাগান" দুইই ঘৃণ্য কার্য্য বলিয়া উচ্চমনা বালক, ছাত্রদ্বয়ের ও শিক্ষকের হাতে অত মার খাইয়াও চুপ করিয়াছিল।

৯০। বিদ্যার গৌরব বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাস।

মহাকবি কালিদাস এক সময়ে নিজগৃহে বসিয়া আপন পুত্রকে পড়াইতেছিলেন,—

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

অর্থাৎ বিদ্বান্ ও রাজা, এই দুইয়ের মধ্যে বিদ্বানেরই গৌরব অধিক ; রাজা আপন অধিকার মধ্যে মান্য, কিন্তু বিদ্বানের মান সর্ব্বত্র। এমন সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজাকে দেখিয়া কালিদাস যথোচিত অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, কিন্তু ঐ ছেলেকে শ্লোকটির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে বলিলেন। রাজা কালিদাসের এইরূপ ব্যবহারে মনে করিলেন, "আমি রাজা, কালিদাস বিদ্বান্; কালিদাস আমাকে খর্ব্ব করিয়া নিজের গৌরব বাড়াইতেছেন ; কিন্তু আমি কালিদাসকে আদর করি বলিয়াই ত কালিদাসের এত গৌরব !"

রাজা অল্প পরেই তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং রাজবাড়ীতে পৌঁছিয়াই আদেশ দিলেন কালিদাসের রাজদত্ত সমস্ত সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হউক ; আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। কালিদাস তখন পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এদেশ সেদেশ পরিভ্রমণান্তর কর্ণাট রাজার রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

কর্ণাটের রাজা বিদ্যোৎসাহী এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। বল্লন কবি তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। কোন পণ্ডিত আসিয়া রাজার সাক্ষাৎকারপ্রার্থী হইলে বল্লনের নিকট তাঁহাকে প্রথমে পরিচিত হইতে হইত। বল্লন তাঁহাকে ভাল পণ্ডিত বলিয়া বুঝিলে তবে রাজার নিকট লইয়া যাইতেন। কিন্তু পাছে নিজের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয় এই জন্য নিজের অপেক্ষা বড় পণ্ডিত কাহাকেও তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। কালিদাস কর্ণাট রাজের সাক্ষাৎকারপ্রার্থী হইয়া বল্লনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু বিদ্যাবত্তার প্রকৃত পরিচয় দিলে রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট হইবে বুঝিয়া কতকটা মূর্খতার ভান

করিলেন। বল্লন কহিলেন "রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাও, শ্লোক রচনা করিতে জান ?" কালিদাস বলিলেন, "আমি ব্যাকরণ কিছু পড়িয়াছি, শ্লোক রচনা কিরূপে করিতে হইবে বলিয়া দিলে চেষ্টা করিতে পারি।" বল্লন বলিলেন, "চারি চরণ বিশিষ্ট সরস রচনা একটা কর দেখি।" কালিদাস বলিলেন, "দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ।" বল্লন বলিলেন, "ও কিরূপ শ্লোক হইল ? চারি চরণ কৈ ? মাধুর্য্য কৈ ?" কালিদাস উত্তর দিলেন "কেন, "বিড়ালঃ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াই চারি চরণ ঠিক করিয়াছি, বিড়ালের চারি চরণ আছে ; আর "দুগ্ধে" মাধুর্য্যমস্তি সুতরাং মধুর রসেরও সমাবেশ হইয়াছে।" বল্লন হাসিয়া বলিলেন, "ওরূপ চারি চরণ নয়।" একটা অনুষ্টুপের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিলেন, "এইরূপ চারি চরণ হইবে, প্রতি চরণে আটটি করিয়া অক্ষর থাকিবে, দুরান্বয় থাকিতে পারিবে, কোথাও অক্ষর কম হইতেছে দেখিলে চ বা তু প্রভৃতি পাদপূরক শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। কালিদাস পরদিন শ্লোক করিয়া আনিলেন,

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র মুখং প্রক্ষালয়স্ব টঃ।
রৌতি তে নগরে কুক্কু চ বৈ তুহি চ বৈ তুহি ॥"

এক চরণে কুক্কু আর এক চরণে টঃ এই দুরান্বয় দেখিয়া বল্লন অতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং এই শ্লোক সম্বলিত পত্র নিজের হস্তে লইয়া কালিদাসকে রাজার নিকট লইয়া চলিলেন।

রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়াই বল্লন রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "হে রাজন্ আপনার অভ্যুদয় হউক।" রাজা বল্লনের হস্তে এক পত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্লন কবি, তোমার হাতে ও কি ?" উত্তর "শ্লোক", "কাহার কৃত ?" "(কালিদাসকে দেখাইয়া) এই কবির কৃত।" কালিদাসকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কৃত ?" কালিদাস

বলিলেন "হাঁ আমার কৃত।" রাজা—"তবে পড়ুন।" কালিদাস—"পড়ি।" এই তিন জনের উক্তি প্রত্যুক্তিতে একটী শ্লোকের দুই চরণ হইয়া গেল—

রাজন্নভ্যুদয়ে স্তু! বল্লন কবে! কিমাস্তে হস্তে তব?
শ্লোকঃ কস্য কবেরমুষ্যা ভবতো হুম্ পঠ্যতাং পঠ্যতে॥

তখন কালিদাস "পড়ি" বলিয়া ঐ শ্লোকের আর দুই চরণ পুরাইয়া দিলেন—

কিন্ত্বাসামরবিন্দ সুন্দরদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনা
দুদ্বেল্লদ্ভুজবল্লি কঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাং॥

অর্থাৎ আমি কবিতা পাঠ করিতেছি, কিন্তু অরবিন্দসদৃশ সুন্দর নয়ন এই রমণীগণের চামর ব্যজন জন্য ভুজবল্লী সঞ্চালনে যে কঙ্কণ ঝনৎকার ধ্বনি হইতেছে তাহা ক্ষণকাল নিবারণ করুন। বল্লন কবি "চ বৈ তু হির" শ্লোক পড়া হইতেছে না দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না।

অতঃপর কালিদাস "শ্রীমন্নাথ তবাননে ভগবতী বাণী নরী নৃত্যতে" ইত্যাদি যে আটটি শ্লোক রাজাকে শুনান তাহাই "কর্ণাটাষ্টক" বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহাতে রাজা কালিদাসের উপর এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, দুইটী দুইটী শ্লোকের উচ্চারণের পর তিনি ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন; উদ্দেশ্য যে, রাজ্যের সেই সেই দিক তিনি কবিকে দান করিলেন। কালিদাস ইহা বুঝিতে না পারিয়া এবং কর্ণাট রাজ শ্লোকের জন্য পারিতোষিক দিতে অনিচ্ছুক মনে করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করেন:—

মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরতয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়
রে কর্ণাট বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতিভূধরার্ণব নদী ভূগোল বিন্ধ্যাটবী
ঝঞ্ঝামারুতচন্দ্রমঃ প্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

অর্থাৎ, হে কর্ণাটরাজ, আপনি প্রত্যুপকার করিবার ভয়ে ভীত হইয়া বিমুখ হইয়া রহিলেন কেন? আমার অমৃতাভিষিক্ত সুন্দর বাক্যাবলী শ্রবণ করুন। আমরা যে কত কত পর্ব্বত সমুদ্র নদী পৃথিবী এবং বিন্ধ্যাচল ও ঝঞ্ঝা বায়ু চন্দ্রমা প্রভৃতি বর্ণনা করি, তাহাদের নিকট আমরা কি কিছু পাইয়া থাকি?

রাজা কালিদাসকে বুঝাইলেন যে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তাঁহার মনের তৃপ্তি হয় নাই। তিনি কালিদাসকে অতি যত্নে গৌরবের সহিত সভামধ্যে নিজের সিংহাসনে স্থান দিয়া তাঁহার সঙ্গ সুখ লাভ করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা বিক্রমাদিত্য বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিলেন। কঠোর রাজকার্য্য করিয়া যে অবসর তাঁহার থাকিত সেই সময়ে কালিদাসের সহিত নানাবিধ আলাপে আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতেন। কালিদাসের অভাবে এখন তাঁহার সে শান্তি ও স্বর্গীয় আনন্দের লোপ হইল। তিনি কালিদাসের সন্ধান জন্য নানাস্থানে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কেহই সন্ধান করিয়া দিতে না পারায় তিনি কাতর হৃদয়ে স্বয়ং অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ছদ্মবেশে অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য যখন কর্ণাট দেশে উপস্থিত হইলেন, তখন একটি মহামূল্য অঙ্গুরীয় ভিন্ন অপর সম্বল তাঁর আর কিছু ছিল না। তিনি এক মণিকারের দোকানে ঐ অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে গেলেন। মণিকার দেখিল ঐ অঙ্গুরীয় রাজচক্রবর্ত্তীর উপযুক্ত, অথচ উহা একজন সামান্য বেশধারী ব্যক্তির

হস্তে। মণিকার উহাঁকে চোর সন্দেহে আটক করিয়া বিচারার্থ কর্ণাট রাজের সমক্ষে পাঠাইয়া দিল। রাজ সভায় আনীত হইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য দেখিতে পাইলেন যে কালিদাস সভাস্থলে রাজার সহিত একাসনে উপবিষ্ট! তখন উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কালিদাস! 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে'—একথা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাই প্রমাণ করিতেছে! আমি মদগর্ব্বে তোমার ন্যায় সুকবি বন্ধুর লাঞ্ছনা করিয়াছিলাম।" কর্ণাটরাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৯১। বিনয় বৈষ্ণবের।

কোন সময়ে জনৈক বৈষ্ণব পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাইতেছিলেন। একদিবস সন্ধ্যাকালে রাস্তায় একজন পথিককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় নিকটে কোন বৈষ্ণবের গৃহ আছে কি? আমি বৈষ্ণব। তথায় অতিথি হইতে ইচ্ছা করি।" পথিক বলিলেন "সম্মুখের গ্রামের সকলেই বৈষ্ণব। আপনি যাঁহারই গৃহে পদার্পণ করিবেন, তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিবেন; অতিথি সেবার জন্য এই গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ।"

বৈষ্ণব সেই গ্রামে গিয়া একজন গৃহস্থকে বলিলেন "মহাশয়! আমি বৈষ্ণব; কোন বৈষ্ণবের গৃহে রাত্রিযাপন করিতে চাহি। শুনিলাম এ গ্রামের সকলেই বৈষ্ণব, তাই আপনার নিকট আসিলাম।" গৃহস্বামী বলিলেন "মহাশয়! আমি অতি নরাধম; আমা ছাড়া এ গ্রামের আর সকলেই বৈষ্ণব। তবে আপনি কৃপা করিয়া অতিথি হইলে কৃত কৃতার্থ মনে করিব। দয়া হইবে কি?" তথায় না থাকিয়া 'বৈষ্ণবের' অনুসন্ধানে পথিক ক্রমশঃ গ্রামের অনেক বাটীতেই গমন করিলেন, এবং

সেই একই প্রকার উত্তর পাইলেন,—সকলেই অতিথি লাভে আগ্রহ দেখাইল, কিন্তু কেহই নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিল না; পক্ষান্তরে গ্রামের অন্য সকলকেই 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিল। গ্রামবাসীদিগের এরূপ আচরণে বৈষ্ণবের আত্মদৃষ্টি খুলিল। তাঁহার নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া যে অভিমান ছিল এতদিনে তাহার লোপ হইল, এবং "তৃণাদপি সুনীচ" নিজেকে বুঝিয়া ঐ গ্রামের কোন একটী গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

৯২। বিপদে রামনাম রাজবৈদ্যের।

একজন যথেচ্ছাচারী মূর্খ রাজা একদিন রাজসভায় বসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "আমার প্রিয় কুকুরটী যে কথা কহিতে পারে না তাহার মূল কারণ উহার জিহ্বার রোগ। রাজবৈদ্যেরই ঐ রোগ শান্তি করিয়া দিতে পারা উচিত। চৌদ্দ দিনের মধ্যে কুকুরকে কথা কহাইতে না পারিলে রাজবৈদ্যের প্রাণদণ্ড হইবে।" বৈদ্য যোড়হস্তে বলিলেন "মহারাজ! পুরুষানুক্রমিক ব্যাধি চৌদ্দদিনে আরোগ্য হওয়া অসম্ভব; চৌদ্দ বৎসর চেষ্টা করিতে সময় দেওয়া হউক।" রাজা ঐ মতই সময় বাড়াইয়া দিলে রাজবৈদ্য প্রত্যহ কুকুরটীর মাথায় একটু করিয়া তুলসী পত্রের রস লাগাইয়া দিয়া ঠাকুর ঘরের বাহিরে বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন এবং নিজে স্নানাদি কার্য্য সারিয়া শুচি হইয়া প্রত্যহ আট ঘণ্টা কাল সেইখানে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া পাখী পড়ানর ন্যায় কুকুরটির নিকট "সীতারাম" "সীতারাম" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বৈদ্যের একজন বন্ধু বলিলেন "এরূপ সময় বাড়াইয়া লইয়া কি হইবে? কুকুর ত কখন কথা কহিবে না।" বৈদ্য বলিলেন "ভাই চৌদ্দ বৎসর এইরূপে কাতর ভাবে হৃদয় মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের মনোরম মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নামো-

চ্চারণ করার পর যদি প্রাণদণ্ডই হয় তাহাতে ভয়ের কথা নাই। আর এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে আমার বা কুকুরের বা রাজার যাহারই হউক মৃত্যু হইলেও এই হাঙ্গামা ঘুচিয়া যাইবে। এ কুকুরটা মরিলে রাজা যদি অপর কুকুর দেন তখন আবার ১৪ বৎসর সময় লইব। এক হিসাবে রাজা পরম বন্ধুর কাজই করিলেন। তারকব্রহ্ম রামনাম স্মরণ ”

৯৩। বিবেক বুদ্ধি আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের।

একজন শান্ত স্বভাব আদিম আমেরিক কোন ইয়ুরোপীয়ের সহিত দেখা হইলে একটু তামাক চাহে। ইয়ুরোপীয় পকেট হইতে এক মুঠা তামাক বাহির করিয়া দেয়। পরদিন ঐ ইণ্ডিয়ান সেই ইয়ুরোপীয়ের নিকট ফিরিয়া আইসে এবং “একটি দু আনি তামাকের মধ্যে ছিল” বলিয়া তাহা ফেরত দেয়। ইয়ুরোপীয় বলে “উহা যখন তামাকের সহিত দিয়াছিলাম তখন ওটি তোমারই হইয়াছিল।” ইণ্ডিয়ান বলে “দেখ আমার বুকের মধ্যে একজন ভাল লোক আর একজন মন্দলোক আছে। তুমি যাহা এখন বলিতেছ মন্দ লোকটা তাহাই আমাকে ক্রমাগত বলিতেছিল। ভাল লোকটা বলিতেছিল যে দু আনি যখন তুমি চাও নাই এবং জানিয়া বুঝিয়াও সে ব্যক্তি তোমাকে দেয় নাই—তখন ওটা তোমার কিরূপে হইবে? আমি নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু উহারা দুজনে বুকের ভিতর সমস্ত রাত্রি তর্ক করিতে থাকায় আমার নিদ্রা হয় নাই। শেষে ভাল লোকটার কথা মতই তোমাকে দু আনি ফেরত দিয়া উহাদের ঝগড়া বন্ধ করিতে আসিলাম।”

৯৪। বিশ্বাস ইংরাজ বালকের।

লিবারপুল নগরে একবার অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হওয়ায়, নগরবাসিগণ

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাস্থলে আসিয়া সম্মিলিত হন। একটী অল্পবয়স্ক বালককে ছাতা হস্তে তথায় আসিতে দেখিয়া সকলে হাস্য করিয়া কহিল, "এক ফোঁটা জলের জন্য আমরা মরিয়া যাইতেছি; আর তোমার কিনা এত বৃষ্টির ভয় হইল যে তুমি ছাতা লইয়া আসিয়াছ ?" বালক তখন গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি শুনিয়াছিলাম, আজ বৃষ্টির জন্য করুণাময় ভগবানের নিকট সকলের একাগ্রমনে প্রার্থনা করা হইবে; তাই আমি ছাতা আনিয়াছি। কিন্তু আপনারা কেহইত ছাতা আনেন নাই! তবে কি আপনারা মনে মনে নিশ্চয় করিয়াই আসিয়াছেন যে, এরূপ প্রার্থনায় কোন ফলই হয় না!"

৯৫। বিশ্বাসের আকর্ষণ মিঃ ফক্স।

একদিন বাগ্মীবর ফক্স একখানি চিঠি লিখিয়া টাকা গুনিয়া তাহার উপব রাখিতে ছিলেন, এমন সময় একজন দোকানদার বিল ও রসিদ সহ আসিয়া পাওনার টাকা চাহিল এবং বলিল "টাকাটা এখনই বড় দরকার—মহাজনকে দিতে হইবে।" মিঃ ফক্স দৃঢ় ভাবেই উত্তর করিলেন "তিন চারিদিন পরে দিব, এ টাকা শেরিডেনকে পাঠাইতে হইবে। উহাঁর নিকট মুখের কথায় টাকা লইয়াছিলাম; আমার হঠাৎ মৃত্যু হইলে তাঁহার দাবী প্রমাণের কোন উপায় থাকিবে না; তাঁহার একটু চিরকুটও নাই।" অবস্থা বুঝিয়া দোকানদার তর্ক করিল না। বলিল "এই আমি আপনার দেওয়া রসিদগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম; আমার কাছেও দাবী প্রমাণের কিছু রাখিলাম না।" দোকানদার রসিদগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলে মিঃ ফক্স ঐ সৌজন্যে ও বিশ্বাসে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন "তবে তুমিই আজ লও; তোমার

কাছে দেনাটাই অপেক্ষাকৃত পুরাতন এবং তোমার প্রয়োজনও সম্ভবতঃ অধিক। শেরিডেনকে এই কথা জানাইবার উপলক্ষ্যে যে চিঠি লিখিব তাহাতে তাঁহার নিকট আমার দেনার পরিমাণটারও উল্লেখ করিয়া দিব।"

ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরে ভগবান বশ। ভাল লোকের মনে তাঁহার ছায়া সুস্পষ্ট থাকে।

৯৬। বৈরাগ্যের সাধনা সর্ব্বদয়াল স্বামীজী।

বৈরাগ্য শব্দে কোন কিছু দেখায় বা শোনায় বা খাওয়ায় বা পরায় বাসনার অভাব বুঝায়। উহা ইন্দ্রিয়সুখভোগে অনিচ্ছা। (তদ্বৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ)।

যখন পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৺ কাশীধামে থাকিতেন তখন প্রতিদিন তিনটার সময় সর্ব্বদয়াল নামক একজন সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী তাঁহাকে উপনিষদ পড়াইতেন। একদিন ঐ সাধু তাঁহাকে বলিলেন "আমি আজ সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইব।" ভূদেব বাবু বলিলেন "আমাদের বড়ই আনন্দে পড়া হইতেছিল। আপনি কেন যাইবেন?" সাধু বলিলেন "সেই জন্যই যাইব। আপনার সহিত শাস্ত্র পাঠে যেরূপ আনন্দ হয়, সেরূপ আনন্দ কখন পাই নাই। আজ আমি এখানে আসিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া দেখি তখন বেলা একটা মাত্র; তিনটা বাজিতে দেরী আছে; তখন ভাবিলাম আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী; আমার এরূপ কাহার ভালবাসায় বদ্ধ হওয়া উচিত নয়; সেইজন্য আমি অন্যত্র যাইব।" সাধু সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন।—উচ্চশ্রেণীর সন্ন্যাসীরা বৈরাগ্য রক্ষার জন্য কিরূপ কঠিন নিয়মেই আপনাদের বদ্ধ করেন!!

তবে এস্থলে সাধুর ভুল হইয়াছিল।—সৎসঙ্গে ব্রহ্মের কথায় আসক্তি উহাঁর বন্ধনের কারণ হইতে পারিত না। ওরূপ সৎসঙ্গের আসক্তিতে জীব ব্রহ্মেই বদ্ধ হয়; অপর কিছুতে নহে। উহাই ত সকল সাধকের বাঞ্ছনীয়। বৈদান্তিক জানেন যে ঐ আকর্ষণ আত্মার নিজের সহিত, সুতরাং 'বন্ধন'ই নয়।

৯৭। ব্রাহ্মণ বিধবা শূলপানির কন্যা।

মহাপণ্ডিত শূলপানি কন্যার বালবৈধব্যে একান্ত শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহার পুনরায় বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় পণ্ডিতগণের সহিত এই পণ রাখিয়া তর্ক-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন যে, পরাজিত হইলে প্রতিপক্ষ তাঁহার বিধবা কন্যার বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন!

বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইলে কন্যা বলিলেন "বাবা! এখন আমার শোকার্ত্তা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে।" পিতা বলিলেন "না, মা! আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।" কন্যা বলিলেন "তবে আপনার কাছ ছাড়িয়া কোথাও যাইব না!"

পিতা এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝিলেন না; বিবাহের দিন স্থির করিলেন। তখন কন্যা পিতাকে শুনাইয়াই বাটীর চাকরকে বলিলেন "অমুক ব্রাহ্মণকে কয়েক বৎসর হইল বাবা যে গাভীটী দিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া আন। ব্রাহ্মণ মরিয়া গিয়াছে; উহাদের বাড়ীর লোকের কোন আপত্তি শুনা যাইবে না!" পিতা বলিলেন "সে কি মা! দেওয়া জিনিস ফিরাইবে কিরূপে?" কন্যা পিতার মুখের দিকে বিষাদক্লিষ্ট মুখ তুলিয়া বলিলেন "কেন বাবা! পণ্ডিতেরা ত মত দিয়াছেন যে

গৃহীতা মরিয়া গেলে সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দান * ফিরাইয় লইয়া অপরকে পুনর্ব্বার দিতে পারে!"—সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি কন্যার বাক্যে শূলপানির ভ্রম কাটিয়া গেল।

৯৮। ভক্তিমানের নম্রতা ৺ গণদেব।

বাঁকিপুরের রেলওয়ে ষ্টেশনে গণদেব ভূদেব-গ্রন্থাবলীর কতকগুলি বই বিক্রয় করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। পরিচয় জানিয়া এবং দীর্ঘচ্ছন্দ গৌরবর্ণ সুন্দর সুনম্র মূর্ত্তি দেখিয়া এবং স্বাভাবিক সুমিষ্ট কথা শুনিয়া ষ্টেশনের বাঙ্গালী কয়েকজন বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ পুস্তক খরিদ করেন। (১৯১৪)

গণদেব পুস্তক বিক্রয় করিয়া চলিয়া গেলে উপস্থিত কেহ টিকেট কলেকটর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তকে বলেন—"প্রাতঃস্মরণীয় ৺ ভূদেব বাবুর পৌত্র এইখানকার প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কলেকটরের পুত্র, নিজেও পাটের দালালিতে উপার্জ্জন আরম্ভ করিয়াছেন শুনিলাম —অথচ বই হাতে করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ান!"

গণদেব বলিতেন—"দাদাবাবুর বই পড়িলেত পুণ্য হয়ই, বই ছুঁইলেও পুণ্য; তাঁহার স্থাপিত পবিত্র বিশ্বনাথ ফণ্ডের ঐ বইগুলি বিক্রয় করিয়া উহার একটু সেবা করিতে পাওয়াতেও জীবন ধন্য বোধ হয়।"

৯৯। ভগবৎ আরাধনা সহ চেষ্টা দুইটী ছাত্র।

কোন বিদ্যালয়ে একটী ছেলে প্রত্যহই পাঠ্য পুস্তকের উপর শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর ভালই দিতে পারিত। একদিন অপর একটী ছেলে উহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই! তোমার ওরূপ ভাল পড়া রোজ

* নদানং কন্যয়াসমং।



৺গণদেব মুখোপাধ্যায়

কিরূপে হয় ?" প্রথম বালক বলিল "আমি প্রত্যহ জগন্মাতা সরস্বতী-দেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মনে মনে প্রার্থনা করি যে যেন পড়া ভাল হয়।" পরদিন দ্বিতীয় বালক কিছুমাত্রই বলিতে না পারিয়া প্রথম বালককে সক্রোধে বলিল "তুমি আমাকে ঠকাইলে কেন ? আমি আজ মা সরস্বতীকে খুবই ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে পড়া যেন বলিতে পারি, কিন্তু আজ ত সব দিনের অপেক্ষা খারাপ হইল—কিছুই বলিতে পারিলাম না।" প্রথম বালক বলিল "ভাই ! আমি শুনিয়াছি এবং করিয়াও দেখিয়াছি যে, জগন্মাতাকে ভক্তিভাবে স্মরণ ও শুচিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক মনস্থির করিয়া পড়িলে পাঠ্যপুস্তক অনেক সহজে বুঝিতে পারা যায় এবং মনে থাকে। তুমি কি আজ একবারও বই পড় নাই ?—'না পড়িয়াই বিদ্যা হইবে' মনে করিয়াছিলে !"

১০০। ভগবানের চাকরী ৺ চন্দ্রনাথ বসুর।

৺ চন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় বলিয়াছিলেন "কার্য্য করিতে করিতে ধৈর্য্য আসিবে, সাহস আসিবে, কষ্ট সহিষ্ণুতা আসিবে, নিয়মানুগামিতা জন্মিবে; শ্রমকাতরতা তিরোহিত হইবে, শ্রমে শক্তি বাড়িবে; আর এই ধারণা জন্মিবে যে, সকল কার্য্যই শ্রীভগবানের; গবর্ণমেণ্টের বা কোন মনুষ্যের কার্য্য নয়। তখন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন জন্য মনে আনন্দ ও উৎসাহ হইতে থাকিবে।

উদ্দেশ্য হওয়া চাই যে, মনিব, বিধাতাপুরুষ, কার্য্যে অবহেলার কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাইবেন না। সকলকেই বলি,—বিধাতার চাকরী করিতেছ ভাবিয়া সর্ব্বপ্রকার চাকরী করিতে পার; ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিখুঁত কার্য্য করার জন্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে। কঠিন চাকরীতেও মনুষ্যত্ব গঠিত হইয়া উঠে এবং স্বাধীন ব্যবসায়ও মনুষ্যকে নষ্ট ভ্রষ্ট করে।

প্রকৃত অধীনতা বা হীনতা চাকরীতে নাই। অন্যায্য কাজ না করিলে কিছুতেই ত হীনতা নাই!

১০১। ভ্রম নিরসন ৺ বঙ্কিম বাবুর।

ভূদেব বাবু স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে কোন সহরে গেলে তত্রত্য কমিশনর, কালেক্টর, জজ প্রভৃতির সহিত যেমন দেখা করিতেন সেইরূপ বাঙ্গালী ও বিহারী জমিদার, মহাজন, দেওয়ানীর ও ফৌজদারীর দেশীয় হাকিম, উকীল, শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী, এবং উচ্চ আমলাদেরও বাড়ী বাড়ী গিয়া দেখা করিতেন। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষে চাকরীর বেতনের পরিমাণে সমাজে কেহ উচ্চ নীচ হয় না; এখানে ধনের গৌরব বিদ্যার এবং আভিজাত্যের গৌরবের নিম্নে এবং আফিসের বাহিরে সকলেই স্বদেশীয় এবং সকলেই ভদ্রলোক—সেখানে উচ্চ নীচ নাই।

এ বিষয়ে একটী প্রকৃত ঘটনার কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বহরমপুরে থাকার সময় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, সুপ্রসিদ্ধ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক ভূদেব বাবুর বাসায় একত্র হইয়া নানা বিষয়ে বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করিতেন। * বঙ্কিম বাবু তখন বহরমপুরে ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। [বঙ্কিম বাবু ইহার পর যখন হুগলীতে চাকরী করেন তখনও ভূদেব বাবুর চুঁচুড়ার বাড়ীতে ৺ গঙ্গাতীরের বারাণ্ডায় বসিয়া ঐরূপ কথোপকথনে বা পুস্তক পাঠে যোগ দিতেন।] বহরমপুরের কালেক্টরীর একজন প্রধান আমলাও ভূদেববাবুর বহরমপুরের বাসায় ঐ বৈঠকে মধ্যে মধ্যে

* কাব্যশাস্ত্র বিনোদনেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং।

আসিতেন এবং সকলের সহিত একত্রে বসিয়া আনন্দে কথাবার্ত্তায় যোগ দিতেন। একদিন বঙ্কিম বাবু সেখানে বসিয়া আছেন এমন সময়ে আমলাটী আসিয়া সকলের সহিত বসিলে বঙ্কিম বাবু হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। দু একদিন পরে আবার এমন ঘটিল যে ঐ আমলাটী তথায় বসিয়া আছেন এমন সময়ে বঙ্কিম বাবু আসিয়া উহাঁকে দেখিয়া আর বসিলেন না, "কাজ একটা মনে পড়িল" বলিয়া চলিয়া গেলেন। এরূপ যে ঘটিতেছে তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। বঙ্কিম বাবু ইহার পরদিন ভূদেব বাবুকে বলেন "আমলাদের নিয়ে একত্রে বসেন কেন?" তাহাতে ভূদেব বাবু বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, চাকরীর পদমর্য্যাদা শুধু সরকারী কাজ করিবার সময়ে; চব্বিশ ঘণ্টা কেহ চাকরী করে না —সিবিলিয়ান কমিশনর ইয়ুরোপীয় সবডেপুটীর সহিত 'ক্লবে' মিশেন। ঐ আমলাটী ব্রাহ্মণ। এসকল কথা বঙ্কিমবাবুর মনঃপূত হইল না। "সব ডেপুটীরা আমলাদলের নয়"—সেদিন একটু ক্ষুণ্ণভাবে ইহা বলিয়াই অন্য কথাবার্ত্তা পাড়িলেন। সাত আট দিন ও বিষয়ের আর কোন উল্লেখ হইল না। বঙ্কিম বাবু সকলের অগ্রে অল্প সময়ের জন্য আসিতে লাগিলেন।

"কন্যাদের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন হইতেছে। যাহাদের কুল আছে, তাহাদের বিদ্যা নাই; যাহাদের কুল ও বিদ্যা আছে তাহাদের ভাল অন্নসংস্থান নাই" একদিন ভূদেব বাবু এরূপ কথাবার্ত্তা পাড়িলে বঙ্কিম বাবু বলিলেন "একটী কন্যার বিবাহের জন্য আমিও বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছি।" তখন অন্য কেহ উপস্থিত ছিলেন না। ভূদেব বাবু বলিলেন "তোমাদেরই ঘর, পুরুষে তোমার চেয়ে কিছু উঁচু, একজন আছেন। ছেলে এবারে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ হইয়াছে। ছেলে মাতামহের বিষয় অনেক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ উত্তরাধিকার সূত্রে পাই-

য়াছে। বাপ কেরাণীগিরি করেন এবং বলেন ছেলের সম্পত্তি হইতে খাইব কেন?—কোম্পানির কাগজের সুদ বাহির করার ত এমন কোন অসুবিধা নাই, যে ছেলের বিষয় রক্ষার সাহায্য করিতে নিজে খাটিয়া খাইবার সময় পাইব না! সে লোকটাকে তুমি জান; এখানের কালেক্টরীতে কাজ করেন। আমার স্বগোত্র। তোমার কাজে লাগিতে পারে।" বঙ্কিম বাবু আগ্রহ সহকারেই বলিলেন "কে?—তাঁহার ছেলে এত ভাল আর তাঁহার মন এত উচ্চ এবং কুলেও এরূপ? তাহা ত জানিতাম না!" তখন ভূদেব বাবুর হাসিমুখ দেখিয়াই বঙ্কিম বাবু সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "এটা সেদিনকার তর্কের শেষ নিষ্পত্তি হইল। আপনার কাছে আসিয়া যদি সৎশিক্ষা না পাইব ত কোথায় পাইব!" বঙ্কিম বাবু ইহার পরে খুব উচ্চ হাস্য করিয়া সরলভাবে বলিলেন "সত্য-সত্যই মনে হইতে ছিল যে ছুটী লইয়া কলিকাতা হইতে ঐ বিবাহ দেওয়া যায়! যেখানে অবস্থা বিশেষে কন্যাদানের কথাও মনে উঠিতে পারে, সেখানে আর আফিসের বাহিরে আমলা হাকিমের পার্থক্য কোথায়? এবিষয়ে আমার বড়ই ভ্রম ছিল!"

১০২। ভারতবাসীর প্রীতি অপক্ষপাতে।

ভারতবাসী রাজভক্ত, কৃতজ্ঞ, মিষ্ট কথার গোলাম। লর্ড কর্জ্জন শুধু শুধু বাঙ্গালীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ অব্দের ঘোষণা-পত্র "কথার কথা মাত্র" বলিয়া ভারতে অপ্রীতি উদ্রেক করেন। ঐতিহাসিকগণ গবেষণার দ্বারা হয়ত জর্ম্মণ সম্রাটের বেলজীয় নিরপেক্ষতা রক্ষার সন্ধিপত্রকে "চোতা কাগজ" বলায় (১৯১৪) লর্ড কর্জ্জনের উক্তিরই অনুকরণ দেখিতে পাইবেন!

দেশীয় এক ব্যক্তিকে খুন করায় ৩০৲ টাকা মাত্র জরিমানা হওয়াতে লড লিটনের ফুলার মিনিট; লর্ড রিপণের দেশীয় বিদেশীয় সকল অপরাধীর একই আদালতে একভাবে বিচার ব্যবস্থার "চেষ্টায়" ইলবার্টবিল; সার লরেন্স জেন্‌কিন্‌সের স্বদেশী আন্দোলনের সময় অপক্ষপাতী বিচার; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদার ঘোষণা পত্রে জাতিবর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর সর্ব্বোচ্চ রাজ কার্য্যের অধিকার স্বীকার; সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ভারতে আসিয়া বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ নিরাকরণ; তৎপূর্ব্বে যুবরাজ অবস্থায় (১৯০৫) ভারত পরিদর্শনের পর গিল্ডহলের বক্তৃতায় ইউরোপীয়দিগের ভারতবাসীর সহিত অধিকতর সহানুভূতির সহিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ প্রভৃতি ভারতবাসীর রাজভক্তি এবং কৃতজ্ঞ চিত্তকে দৃঢ় ভাবেই আকর্ষণ করিয়াছে। সার আস্‌লি ইডেন, সার উইলিয়ম হার্শেল প্রভৃতি যাঁহারা নীলকর সাহেবের এবং এদেশীয় কৃষকের মধ্যে ন্যায় বিচারে প্রভেদ করেন নাই আজও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে চিরস্মরণীয় আছেন।

১০৩। ভালবাসার সম্মান ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পথ দিয়া যাইবার সময় একজন মুদীর দ্বারা আহূত হইলে তাহার দোকানের সামনে একটী চটের উপরে বসিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান কোন ধনশালী ব্যক্তি জুড়ি হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া বাবুর গাড়ি থামাইয়া নামিয়া প্রণাম করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু মুদীখানার সামনে গিয়া তাহা করিতে সাহসে কুলাইল না। সকল ভাল লোকে ঐ কার্য্যকে ভালই বলিত, কিন্তু ঐ ধনীর মনে হইল "লোকে কি বলিবে" এবং সেই "লোক" সংজ্ঞায়

সদালাপ।

তিনি তরলমতি ইংরাজী শিক্ষিত কয়েকজন বয়স্যকেই ধরিলেন; সুতরাং কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলার পরক্ষণেই আবার হাঁকাইয়া যাইতে বলিলেন।

স্পষ্টবক্তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ঐ ব্যক্তির পুনর্ব্বার দেখা হইলে তিনি হাসিয়া বলিলেন "সেদিন বড় বিপদেই পড়িয়াছিলে! আমার কাছে নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু মুদীখানার আতঙ্কে পারিলে না!" ধনী বলিলেন "হাঁ মহাশয়! আপনি যেখানে সেখানে যেরূপে বসিয়া থাকেন তাহাতে আমাদের লজ্জা করে!" বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর দিয়াছিলেন—"আমার কোন কার্য্য কাহারও লজ্জার কারণ হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়; আমার ঘনিষ্ঠতা ছাড়িয়া দিলেই ত আপদ যায়! যাহারা 'ভালবাসার মাহাত্ম্য জ্ঞান' হারাইয়াছে তাহাদের জন্য আমি আমার কোন বন্ধুকেই ছাড়িতে পারি না।"

১০৪। ভালবাসায় সত্যনির্ণয় কাজীর বিচার।

(ক) দুইটী স্ত্রীলোকে একটী শিশুসন্তান লইয়া বিবাদ আরম্ভ করে। উভয়েই বলে যে শিশুটি তাহার। কাজী বলিলেন "শিশুকে দুইখণ্ড করিয়া আধাআধি ভাগ করিয়া লও।" একজন চুপ করিয়া রহিল। অপর স্ত্রীলোক বলিল, "আহা বাছাকে কাটিবেন না! না হয় উহাকেই দিন!" কাজী বুঝিতে পারিলেন শিশুর প্রকৃত মাতা কে।

(খ) একজন ধনশালী বণিকের একমাত্র পুত্র বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। তাহার পর বহুকাল তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বণিক মৃত্যুকালে সমস্ত ধন সম্পত্তি কাজীর জিম্মা করিয়া দেন। কিছুকাল পরে এক ব্যক্তি আসিয়া মৃত বণিকের পুত্র বলিয়া সম্পত্তিতে দাবী করিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে আরও দুইজন দাবীদার হইল।

কাজী বলিলেন "মৃত বণিকের পুত্র ভাল তীরন্দাজ ছিল বলিয়া শুনিয়াছি, তাহাতেই কতকটা পরীক্ষা হইবে।" তিনি মৃত বণিকের একটী ছবি প্রস্তুত করাইয়া দাবীদারদের বলিলেন, "তোমাদের লক্ষ্য-ভেদ শক্তির পরিচয় দাও এবং ছবির বুকে লক্ষ্য কর।" দূর হইতে একজন বুকের কাছে এবং অপর একজন ঠিক বুকের মধ্যস্থানে তীর মারিল। অপর ব্যক্তি বলিল "পিতার মূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য করিতে আমার মন চঞ্চল হইতেছে; আমি পারিয়া উঠিব না; আরও দূরে ক্ষুদ্রতর অন্য ছবি রাখা হউক।" তাহা করিলে উক্ত যুবক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চই হইল। কাজী উহাকেই প্রকৃত অধিকারী বলিয়া স্থির করিলেন।

১০৫। মদ্য অপেয় ডাইওজিনিসের কথা।

কোন সময়ে ডাইওজিনিসকে তাহার কোন বন্ধু এক বোতল অত্যুৎকৃষ্ট মদ্য দিয়াছিল। ডাইওজিনিস মদটা মাটিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলে, বন্ধু বলিলেন "অমন ভাল মদটা নষ্ট করিলে!" ডাইওজিনিস উত্তর দিয়াছিলেন "মদটা খাইলেও নষ্ট হইত—বোতলে ভরা থাকিত না। মাঝে হইতে আমি শুদ্ধ নষ্ট হইতাম!"

১০৬। মনিবের ভালবাসা তারাকান্ত।

দেওয়ান ৺ কার্ত্তিকচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত তারাকান্ত রায় কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে কর্ম্ম করিতেন এবং কোন সময়ে তাহারই এক অংশে তাঁহার বাসা ছিল। একদা শীতকালে অনেক রাত্রে বিছানায় শুইতে গিয়া দেখেন যে, তাঁহার বহুকালের প্রভুভক্ত চাকর তাঁহার বিছানার পাদ-দেশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিঃশব্দে

মাটীতে কুশাসন পাতিয়া এবং গায়ে একখানি চাদর দিয়া সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গেলেন।

তখনকার রাজারা কোন নূতন সংবাদে বড় খুসী হইতেন। অতি প্রত্যূষেই কেহ রাজাকে এই সংবাদ জানাইলে রাজা তখনই রায় মহাশয়ের শয়ন ঘরের দিকে চলিলেন। রাজার আগমনে কিছু গোল-মাল হওয়ায় রায় মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া দ্বারের সম্মুখে রাজার নিকটে গেলে রাজা তাঁহার ভূমিশয্যা এবং চাকরকে ত্রস্তভাবে বিছানা হইতে উঠিয়া পলাইতে দেখিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায়, তারাকান্ত বলেন, "বিছানা পাতার সময় কোনরূপ অসুখ করিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে এবং ঘুমে অসুস্থভাব সারিয়া যাইবে এইরূপ মনে হওয়ায় উহাকে জাগাই নাই। আমার কোন কষ্ট হয় নাই।"

সেকালের ভদ্র লোকেরা বিলাসী ছিলেন না, ভৃত্য এবং পোষ্যবর্গকে সন্তানদিগের ন্যায় সমান সহানুভূতির সহিত যথাযথ পালন করিতেন। সেই জন্যই এদেশে প্রভুভক্তি এখনকার অপেক্ষা তখন অনেক অধিক ছিল।

১০৭। মনঃ সংযোগ নিউটনের।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার কর্ত্তা নিউটন ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিন্তা করিতেন, তখন অন্য কোন বিষয়ই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে পারিত না।

কখন কখন এমনও হইয়াছে যে তিনি বস্ত্র পরিধান করিবার কালীন একপায়ে প্যাণ্টুলান পরিয়া গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং এইরূপ অবস্থায় দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা শেষ করিয়া পরে যথোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। অনেক সময় তাঁহার আগমন

প্রতীক্ষায় ভোজ্য সামগ্রী ৩।৪ ঘণ্টা যাবত টেবিলের উপর পড়িয়া থাকিত। একদিন তাঁহার বন্ধু ডাঃ ষ্টকলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিউটন তখন লাইব্রেরীতে গভীর চিন্তামগ্ন। ডাঃ ষ্টকলি ভোজন গৃহে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু বিলম্ব হইল তথাপি নিউটন আসিলেন না। টেবিলের উপর নিউনের জন্য ঢাকায় আচ্ছাদিত একটী সিদ্ধ পক্ষী রক্ষিত ছিল। ডাঃ সেটী ভক্ষণ করিয়া হাড়গুলি পাত্রের উপর রাখিয়া পাত্রটী পূর্ব্ববৎ ঢাকিয়া রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিউটন তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত পরিশ্রান্ত হইয়াছি।" ভোজন পাত্রের আচ্ছাদন উঠাইয়া দেখেন কেবলমাত্র কয়েকখানি হাড় পড়িয়া রহিয়াছে। তখন ঈষৎ হাস্যমুখে বন্ধুকে বলিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম আহার করি নাই, এখন দেখিতেছি আমার ভ্রম হইয়াছে!"

১০৮। মনুষ্যের জ্ঞানের অল্পতা — নিউটন।

সার আইজাক নিউটন বৃক্ষ হইতে একটী আপেল পড়িতে দেখিয়া চিন্তা করিতে থাকেন যে উহা কেন পড়িল এবং শেষে বিশ্বব্যাপ্ত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বিজ্ঞানবিৎ মধ্যে চিরস্মরণীয়। এই অসামান্য পণ্ডিত বলিতেন "আমি জ্ঞান সমুদ্রের ভিতরে এখনও প্রবেশ করিতে পারি নাই; বেলাভূমিতে বালকের ন্যায় উপলখণ্ড কুড়াইয়া বেড়াইতেছি মাত্র।"

উপনিষদ বলেন, "যে জেনেছে যে জানি না, সেই বরং কিছু জেনেছে!"

১০৯। মহত্ত্ব — প্রিন্স বসিরুদ্দিন।

টিপু স্থলতানবংশীয় প্রিন্স বসিরুদ্দিন চুঁচুড়ায় বাস করিতেন।

একদিন বহির্ব্বাটীতে ফরাসের উপর বসিয়া আছেন, নিকটে একটী সোণার রিপীটার জেবঘড়ি ও চেন পড়িয়া আছে, এমন সময় কয়েকজন স্থানীয় মোগল আসিল। তন্মধ্যে প্রকাণ্ড উষ্ণীষধারী একজন অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার ছুতায় বসিয়াই রহিল। প্রিন্স কোন কারণে একবার উঠিয়া ভিতর বাড়ীতে গেলেন। অল্প পরেই আসিয়া দেখিলেন যে মোগল তখনও বসিয়া আছে। তাঁহাকে সেলাম করিয়া মোগল যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিবে, এমন সময় তাঁহার উষ্ণীষের ভিতর হইতে রিপীটার ঘড়িটী টুং করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা জ্ঞাপন করিল। প্রিন্স দেখিলেন তাঁহার ঘড়িটী যথাস্থানে নাই। তিনি অবিলম্বেই উঠিয়া আবার ভিতর বাড়ীর দিকে গেলেন। তাঁহার পুত্র প্রিন্স আমিরুদ্দিন ঐ সময়ে বাহির বাটীর ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলেন। তিনি দ্বার দেশ হইতে দেখিলেন যে, মোগল উষ্ণীষ হইতে ঘড়িটী বাহির করিয়া যেখানকার সেখানে রাখিয়া দিতেছে! তিনি দ্রুতপদে উহাকে ধরিতে যাইবেন, এমন সময় পিতার অস্ফুট শব্দ শুনিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন। দেখিলেন তিনি মুখের উপর তর্জ্জনী রাখিয়া এবং চক্ষের ইসারায় তাঁহাকে নিঃশব্দে নিকটে আসিতে বলিলেন। পুত্র নিকটে আসিলে প্রিন্স বসিরুদ্দিন চুপি চুপি বলিলেন, "উহার উষ্ণীষের ভিতরে ঘড়িটী টুং করিয়া বাজিয়া উঠায় আমি যখন উহার মুখের দিকে একবার চাহিলাম, তখন দেখি যেন মৃত্যুর ছায়া উহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাই পলাইয়া আসিলাম। আহা! ও ব্যক্তি লজ্জায় মরিয়া গিয়াছে!"

১১০। মাতৃভক্তি মিঃ ওল্ডহ্যাম।

ইয়ুরোপীয়দিগের সামাজিক নিয়মে যুবতী বিবাহের পরক্ষণেই বরের সহিত "হনিমুনের" ভ্রমণে বাহির হইয়া যান এবং ফিরিয়া আসিয়া নিজের

পৃথক ঘর সংসার করিতে থাকেন—শ্বশুর শাশুড়ীর সহিত একত্রে থাকেন না।

এখনও বাঙ্গালী হিন্দু বিবাহ করিতে যাওয়ার সময় মাতাকে বলিয়া যান "মা! তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি।"

মিষ্টার ওল্ডহ্যাম পাটনার কমিশনর (১৯১৫)। গয়ায় যখন কলেক্টর ছিলেন তখন স্বহস্তে রাস্তা হইতে প্লেগ রোগীদিগকে তুলিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেন; প্লেগ রোগীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘর দ্বার সাফ করাইতেন। গয়ায় তাঁহার নাম সকল লোকের মুখে।

সংস্কৃতজ্ঞ এবং কোমল হৃদয় মিঃ ওল্ডহ্যামের মাতৃভক্তি ইয়ুরোপীয় সমাজে অতুলনীয়। ইয়ুরোপীয় সমাজে তাঁহার মাতার "দাসী হইয়া আসিতে" কোন মেম সাহেবকে বলা চলে না বলিয়া তিনি বিবাহই করেন নাই! মাতাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া সেবা করিয়া থাকেন।

১১১। মনিবহিতকর জীবন সেখ সাদি।

পারস্য কবি সেখসাদির শিরাজনগরে (১১৯৪) জন্ম এবং বোগ্‌দাদে বিদ্যা শিক্ষা হয়। তিনি পশ্চিম এসিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায় এবং ভারতবর্ষে পর্য্যটন করিয়া বহু দর্শন লাভ করেন। অনেকটা সময় তিনি জেরুসালেমের নিকটবর্ত্তী বিজন প্রদেশে একাকী বন্যপশুদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন! তথায় ক্রুসেডের যুদ্ধোপলক্ষে আগত খৃষ্টীয়ান যোদ্ধাদিগের দ্বারা বন্দীকৃত হইয়া তিনি দাসরূপে বিক্রীত হন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য,ধর্ম্মভীরু জীবন এবং সদানন্দ ভাব দেখিয়া কোন মুসলমান বণিক উঁহাকে দশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করেন এবং এক শত স্বর্ণ মুদ্রা যৌতুক দিয়া নিজের কন্যার সহিত বিবাহ দেন। তিনি ১০৫

বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে দুই তৃতীয়াংশেরও অধিককাল দেশ-ভ্রমণে ও নির্জ্জন উপাসনায় কাটাইয়াছিলেন।

সেখসাদি গুলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ নামক যে দুইখানি নীতি এবং ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ উপাদেয় পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আজও মুসলমান সমাজে সচ্চরিত্রতা গঠন সম্বন্ধে বিশিষ্ট সহায়তা করিতেছে।

তাঁহার পত্নী অতিশয় মুখরা ছিলেন। সেখ সাদি সমস্ত তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতেন। একদিন পত্নী গঞ্জনা দিয়া বলেন "তোমাকে আমার পিতা দাস অবস্থা হইতে দশ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে মুক্তি দিয়াছিলেন!" সেখ সাদি সেইদিন মাত্র পত্নীর কথার উত্তরে (হাসি মুখেই) বলিয়া দিলেন—"মুক্তি দেন নাই। আমাকে তাঁহার নিজের অপেক্ষা শতগুণ কড়া মনিবের নিকট এক শত স্বর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছেন!"

গুলেস্তাঁ পুস্তকে তিনি স্বার্থপর রক্ষকরূপী ভক্ষকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি বাঘের মুখ হইতে একটি মেষকে রক্ষা করিয়া তাহাকে নিজেই জবাই করে। সেই সময়ে মেষ বলিয়াছিল "তুমিও যে ব্যাঘ্ররূপ ধরিলে!"

সেই ধর্ম্মাত্মার নিকট দাসত্ব বা অন্য কোন অবস্থাই কষ্টকর বোধ হইত না। এক সময়ে তিনি অর্থাভাবে পাদুকা ক্রয় করিতে না পারিয়া পর্য্যটনে কষ্ট পাইতেছিলেন; তখন একজন অসুস্থশরীর খঞ্জকে দেখিয়া তিনি ভগবানের প্রদত্ত নিজের অতুল্য স্বাস্থ্য এবং অসামান্য পর্য্যটন শক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের করুণা সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করেন।

তিনি সুশ্রী ছিলেন না। মাথার সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়াছিল। একদিন মলিন বেশে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন এমন সময়ে সুলতান এবং তাঁহার পারিষদেরা অশ্বারোহণে সেই পথ দিয়া আসিতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই দুইজন পারিষদ অশ্ব হইতে ত্বরায় অবতরণ করিয়া

তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করেন। সুলতানের মনে একটু ক্ষোভ হইল যে ইহারা আমাকে ত এরূপ সম্মান করে না; অথচ সামান্য গৃহী একজনকে "এরূপ" মান্য করিল। ফিরিয়া আসিলে পারিষদদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন "উনি আমাদের দেশের সকল সুভদ্র যুবকদিগের পিতা স্বরূপ। আমাদের মধ্যে যাহা কিছু ভাল দেখিতে পান, তাহা উহাঁরই উপদেশে ও সংসর্গে প্রাপ্ত।" তেজস্বিতায়, প্রভুভক্তিতে, সত্যবাদিতায় যুবকদ্বয় সুলতানের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। সেদিন তাঁহারই সমক্ষে গুরুর প্রতি তাঁহার অপেক্ষাও অধিক মান্য দেখাইতে পারায় উদারচেতা সুলতান যুবকদিগের সুশিক্ষাই উপলব্ধি করিলেন আর অসন্তোষ রহিল না।

সুলতান একদিন সেখ সাদিকে সভায় আনয়ন করিয়া বলেন "আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" সাদি বলেন "সৎকর্ম্মের পুণ্য ভিন্ন পরকালে কিছুই লইয়া যাইতে পারিবে না। রাজা ঈশ্বরের ছায়া; ছায়ার অবয়বগুলি আসলের অনুরূপ হওয়া উচিত। সকল বিষয়েই প্রজার সুবিধা ভিন্ন—অবহিতচিত্তে ও করুণাপূর্ণ হৃদয়ে উহাদের সুপালন চেষ্টাভিন্ন—কোন উদ্দেশ্যই পোষণ করিও না। আসলে কোন কূটবুদ্ধি নাই; ছায়ায় তাহা যেন থাকে না। সরল সুপালনেই ছেলেদের ও প্রজাদের স্বভাব ভাল হয়।"

সেখ সাদির কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(ক) রত্ন পঙ্কে পড়িলেও রত্ন। ধূলি আকাশে উড়িলেও ধূলি।

(খ) কৃতঘ্ন মানুষ অপেক্ষা কৃতজ্ঞ কুকুর অনেক ভাল।

(গ) যে ব্যক্তি প্রাণের ভয় করে না এবং পুরস্কারের প্রত্যাশা রাখে না সেই সত্যবাদী অস্বার্থপর ব্যক্তিরই পরামর্শ রাজার প্রণিধান করিয়া শুনা উচিত।

সদালাপ।

(ঘ) কোরানের ধর্ম্মনীতি ব্যবহারে "পালন" জন্য ভগবান উহা দিয়াছেন; আবৃত্তি জন্য নয়।

(ঙ) প্রত্যহ নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখ যে সমস্ত দিনের কার্য্য গুলি কামাদি ষড়্‌রিপুর ক্রীতদাস হইয়া করিয়াছ, না ঈশ্বরের ক্রীতদাস ভাবে করিয়াছ?

(চ) তানপুরার সুর যতক্ষণ ঠিক থাকে ততক্ষণ গায়ক উহার কান মোচড়াইয়া দেয় না। নিজে সংযত থাকিলে প্রকৃত পক্ষে বাহির হইতে কোন বিপদই নাই।

(ছ) বলবান হিংস্রক অপেক্ষা পরিশ্রমী নিরীহ লোককে মান্য করিতে শিক্ষা কর; পশুরাজ সিংহ অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে ভারবাহী গর্দ্দভ ভাল।

(জ) গভীর জলে প্রস্তর ফেলিলে জল ময়লা হয় না। প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা-দিগেরও সামান্য কারণে চিত্তচাঞ্চল্য হয় না।

(ঝ) দেহ মাটিতেই যখন পরিণত হইবে—তখন পূর্ব্ব হইতেই "মাটির মানুষ" হও।

(ঞ) নিজের পরিশ্রমার্জ্জিত শাকান্ন অপরের বাড়ীর মহাসমারোহের মহাভোজের নিমন্ত্রণে প্রদত্ত দ্রব্যাদি অপেক্ষা রুচিকর ও সুমিষ্ট।

১১২। মায়ার খেলা — শ্রীকৃষ্ণ নারদ সম্বাদ।

একদিন দেবর্ষি নারদ দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের লীলা দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। অমিত প্রতাপশালী ছাপান্ন কোটি যদুবংশীয়-দিগের অধ্যুষিত মহাসমৃদ্ধিশালী রাজ্যের সেই রাজধানীতে স্বর্ণময় প্রকাণ্ড রাজবাড়ী। তাহার কোন ঘরে একজন মহিষী শ্রীকৃষ্ণের পদ-সেবা করিতেছেন; কোন ঘরে অনেকগুলি মহিষী তাঁহার সম্বন্ধে কথা-

বার্ত্তা তাঁহার সাক্ষাতে করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। একঘরে তিনি যেন কাহার প্রতীক্ষায় একাকী রহিয়াছেন দেখিয়া দেবর্ষি তাহাতে প্রবেশ করিলেন। নারদ স্তুতি মিনতির পর বলিলেন "লীলাময়! এতবড় সংসার পাতিয়া কিরূপ সংসারী হইয়াছেন তাহা দেখিতে আসিলাম।" যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যিনি বহু হইবার জন্য প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই যাঁহার লীলা খেলার ঘর, তিনি উত্তর করিলেন "নারদ! এ সকলই মায়ার খেলা।" নারদ বলিলেন "মায়া কি?—আমি মায়ার ধার ধারি না!" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "নারদ! সে যাহা হউক এখন অনেক দিনের পর দেখা, একটু ঐ মাঠের দিকে একত্রে বেড়াইতে যাই চল।" নারদ পুলকিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া রাজবাড়ীর বাহিরে মাঠ পারে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "নারদ! একটু জল সংগ্রহ করিয়া আন, পান করিব।" নারদের মনে হইল একটু দূরেই জলাশয় আছে। তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিলেন একটী সুন্দর সরোবর। তাহার তীরে একটী পরম সুন্দরী যুবতী। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নারদ তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। যুবতী বলিলেন যে, তিনি ঐ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহার বিবাহ হয় নাই! তাঁহার প্রতি দৈবাদেশ আছে যে কোন মুনিশ্রেষ্ঠ সেখানে আসিলে তাঁহার বিবাহ হইবে। রূপে মুগ্ধ হইয়া নারদ শ্রীকৃষ্ণের জন্য জলের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং নিজেকেই সেই নির্দ্দিষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়া যুবতীর পাণিগ্রহণে দাবী করিলেন। তখন উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হইল। বৎসরের পর বৎসর দেখিতে দেখিতে পার হইয়া গেল। পাঁচটী ছেলেতে মেয়েতে হইল। ইতিমধ্যে নারদ পল্লীতে এবং সহরে গান গাহিয়া কিছু ধনার্জ্জনও করিলেন। তাহার পর ঐ প্রদেশে মারীভয় হইলে নারদ স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া অন্যত্র চলিলেন।

মাথায় পুঁটুলি, ক্রোড়ে দুইটী শিশু। একটী ছোট নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ বন্যা আসিল। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুঁটুলি সবই ভাসিয়া গেল। নারদ কোনরূপে পারে উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তখন তিনি স্ত্রী পুত্রাদির ও পুঁটুলির শোকে বিহ্বল! সেই শোকের মুহূর্ত্তে তাঁহার আবার সুপ্ত হরি ভক্তি জাগ্রত হইলে তিনি যেন পূর্ব্ব পরিচিত কোন মধুর স্বর শুনিতে পাইলেন। কে যেন অতীব করুণা পূর্ণ স্বরে বলিতেছেন "নারদ! আমার কাছে ফিরিয়া আসিতেছ না কেন?" নারদ আহ্বান-কারীকে সকাতরে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া বলিলেন "কোথা তুমি? আমি যে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। দীননাথ! আমাকে একবার দেখা দাও।" পরক্ষণেই নারদ এক অপূর্ব্ব কোমল ও স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিলেন এবং দেখিলেন সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান এবং বলিতেছেন "নারদ! মায়ার বাড়ী দেখিলে? সেই যুবতী ও আমি, সেই পুত্র কন্যাও আমি, সেই পুঁটুলিও আমি।"

১১৩। মেজাজ ঠিক রাখা — পারসিগ্নি।

ডিউক ডি পারসিগ্নি ফরাসি সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের একজন মন্ত্রী ছিলেন। একদিন কোন প্রধান লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে, কোন বিষয়ে তর্ক আরম্ভ হইতেই পারসিগ্নি বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক জোরে জোরে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। আরদালী সেই সময়ে একখানা চিঠি আনিয়া তাঁহাকে দিল। পারসিগ্নি ভাঁজ খুলিয়া দেখিয়া কাগজখানি টেবিলে রাখিয়া দিলেন এবং বিশেষ শিষ্টাচারের সহিত তর্ক শেষ করিলেন। ভদ্রলোকটী দেখিতে পাইলেন যে ঐ কাগজখানিতে এক আঁচড়ও লেখা নাই! পারসিগ্নির উদ্ধত ধরণ সাদা কাগজ দেখিয়াই এরূপে জল হইয়া যাওয়ায় কৌতূহল পরবশ হইয়া

ভদ্রলোকটী ফিরিয়া যাইবার সময় আরদালীকে একটু সরাইয়া লইয়া গিয়া ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এক সময়ে রাজমন্ত্রী ছিলেন এবং ঐ আরদালি সে সময়ে তাঁহার কাছে কার্য্য করিযাছিল ; এরূপস্থলে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হইয়া আরদালী বলিল "কৃপা করিয়া একথা কাহাকেও বলিবেন না। আমার বর্ত্তমান মনিব জানেন যে তাঁহার মেজাজ ভাল নয় এবং ক্রুদ্ধ হইলেই স্বর উচ্চ করিয়া ফেলেন। সেই জন্য তিনি একটু জোরে কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেই যেন কোন দরকারী চিঠি আসিয়াছে এরূপ ধরণে আমাকে একখানা কাগজ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে উপদেশ দিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার মেজাজ ঠাণ্ডা করার প্রয়োজনের কথাটা মনে পড়ে।"

১১৪। রাজভক্তি জাপানী খুনীর।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এক জাপানী খুনী অপরাধীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বদিনে কারাধ্যক্ষ তাহাকে জন্মের শোধ সুখাদ্য খাইতে উপদেশ দেন, এবং তাহারই পকেটে প্রাপ্ত তিনটী মুদ্রা তাহাকে সেজন্য ফেরত দেন। ঐ সময়ে (১৯০৫) রুষজাপানী যুদ্ধ চলিতেছিল। খুনী আসামী ঐ টাকা কারাধ্যক্ষের হাতে ফেরত দিয়া বলিল, "যুদ্ধে আহতদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে এই কয়টী টাকা জমা করিয়া দিবেন। আমি যে কর্ম্মদোষে সম্রাটের জন্য যুদ্ধ করিতে পাইলাম না এই ক্ষোভই রহিয়া গেল!"

১১৫। রাজভক্তি পঞ্চকোটে।

এক সময়ে রাঢ় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে জন্মভূমির অশান্তিকারী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন বাঙ্গালী রাজা ছিলেন।

পঞ্চ কোটের একটী ক্ষুদ্র রাজ্যে যাদব রায় নামে একজন অতি বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীর অবিরত চেষ্টায় রাজ্যের সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী সকলে বাঁধ দিয়া শস্যক্ষেত্রে জল সেচনের ব্যবস্থা করায় অনেক পতিত জমির আবাদ এবং রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হয়; প্রজারাও সুপালনে সুখে থাকে এবং রাজকোষে দেশ রক্ষার ব্যয় সংকুলান জন্য যথেষ্ট ধন সঞ্চিত হয়।

বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে নূতন রাজার পারিষদেরা সুযোগ্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার দাম্ভিকতা অপবাদ দিল এবং নূতন রাজাকে জানাইল যে মন্ত্রী বলিয়া থাকেন যে, রাজার সাধ্য কি যে সঞ্চিত কোষ হইতে একটী মুদ্রাও বাহির করেন; সে সব টাকার কর্ত্তা মন্ত্রী নিজে; এ রাজাত তাঁহার অনুগ্রহে রাজত্ব করেন! নূতন রাজা ঐ সময়ে আড়ম্বরে অপব্যয়ের জন্য সঞ্চিত কোষ হইতে প্রচুর অর্থ চাহিলে মন্ত্রী যাদব রায় ঐ প্রস্তাবে তীব্র আপত্তি করেন। নূতন রাজা ইহাতে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীর অনেক টাকা অর্থ দণ্ডের অনুজ্ঞা দিয়া ঐ টাকার অনাদায়ে মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিলেন।

নিকটবর্ত্তী অপর এক রাজ্যের রাজা ওরূপ মন্ত্রীর এরূপ দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া যাদব রায়কে কারাগারে সম্বাদ দিলেন যে তিনি যাদব রায়ের জরিমানার টাকা কাহারও দ্বারা দাখিল করাইয়া তাঁহার কারামুক্তি করাইতে প্রস্তুত এবং মহা সম্মানে তাঁহাকে রাজমন্ত্রীত্বের পদ, একটী ভাল জায়গীর সহ, দিতে একান্তই ইচ্ছুক।—রাজ পারিষদেরা নূতন রাজাকে সংবাদ দিলেন যে কারারুদ্ধ যাদব রায় অপর রাজ্যের রাজার সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। নূতন রাজা পত্র বাহককে ধৃত করিয়া যাদব রায়ের পত্র পাঠ করিলেন।

যাদব রায় লিখিয়াছিলেন "ভূতপূর্ব্ব রাজা নিজগুণেই আমাকে আদর

করিতেন। আপনি যে টাকা আমার জন্য খরচ করিতে চাহেন আমি তাহার যোগ্য নহি; স্বরাজ্যের যোগ্যপাত্রে তাহা দিবেন। আর আসল কথা বলিতে কি, আমি যাঁহার প্রজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম তাঁহাকে বা তাঁহার বংশীয় বর্ত্তমান রাজাকে ভিন্ন, অপর কাহাকেও 'প্রভু'শব্দ প্রয়োগে অক্ষম। এই কারাগারের অন্ন তাঁহার প্রদত্ত বলিয়াই আমি খাইয়া থাকি। অপরের প্রদত্ত অন্ন আমি গলাধঃকরণ করিতে পারিব না।" নূতন রাজা প্রাচীন মন্ত্রীর রাজভক্তির মহত্ত্বে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া অবিলম্বে কারাগারে গেলেন এবং পিতৃব্য সম্বোধনে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

১১৬। রাজার নিন্দা পাগলামি।

হেজিয়াজ আপনার প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। এক দিন তিনি ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কোন কৃষককে একাকী দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'রাজা হেজিয়াজ কেমন লোক?" কৃষক বলিল; "তিনি অত্যন্ত খারাপ লোক। তিনি লক্ষ প্রজার রক্ত পাত করিয়াছেন।" ছদ্মবেশী হেজিয়াজ বলিলেন "তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?" কৃষক বলিল "না"। তখন হেজিয়াজ বলিলেন "আমিই হেজিয়াজ"! কৃষক এই কথায় কোনরূপ ভীতি প্রকাশ না করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "আমাদের বংশের লোকেদের মধ্যে মধ্যে মাথা খারাপ হয়। আজ আমার পাগলামির দিন।" এই উত্তরে হেজিয়াজ হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

১১৭। রাঁকা এবং বাঁকা নিষ্কাম ভক্তি।

রাঁকা এবং তাঁহার পত্নী বাঁকা জঙ্গলে কাঠ কুড়াইয়া তাহার লভ্যেই

দিনপাত করিতেন। একদিন নারদ ভগবানকে বলিলেন "ইহাদের দুঃখ দূর করিয়া দাও।" ভক্তবৎসল বলিলেন "উহাদের কিছু দিবার উপায় নাই।" নারদ বলিলেন "তাই নাকি হয় ?" ভগবান তখন পথে একথলি মোহর রাখিয়া দিলেন। রাঁকা আগে যাইতেছিল সে মোহরের তোড়া দেখিয়া পাছে পত্নীর লোভ হয় এই ভয়ে উহাতে ধূলা চাপা দিল। বাঁকা জিজ্ঞাসা করিল "কিসে ধূলা চাপা দিলে ?" রাঁকা সব কথা বলিলে বাঁকা বলিল "এখনও ধূলায় ও মোহরে পৃথক বোধ যায় নাই ?" হিন্দী ভাষায় বাঁকা অর্থে "সুন্দর", ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম শ্যামসুন্দরই যে সৌন্দর্য্যের আধার! রাঁকা পত্নীকে বলিল "তুমি সত্যই বাঁকা !"

তখন নারদ বলিলেন "তবে উহাদের জন্য কাঠ একত্র করিয়া রাখিয়া দিই। তবু কষ্ট কম পাইবে।" ভগবান বলিলেন "তাহাতেও ফল হইবে না।" নারদ তথাপিও একস্থলে কাঠের কাঁড়ি করিয়া দিলেন। "এ কাঠের কাঁড়ি অন্যে পরিশ্রম করিয়া একত্র করিয়াছে" এই বলিয়া রাঁকা বাঁকা তাহা ছুঁইল না। বরং যেখানে দু খানা কাঠ কাছাকাছি পড়িয়া আছে দেখিল সে কাঠও "হয়ত কেহ জড় করিতেছিল" ভাবিয়া তাহাও সে দিন লইল না; উহাদের কষ্ট বাড়িল মাত্র। নারদ বলিলেন "তবে উহাদের দেখা দিয়া কিছু লইতে বলুন।" ভগবান তাহাই করিলেন। ইহারা বলিল "আপনার ভক্ত আমরা কোন কিছুই চাহিনা; পরম সুখে আছি।"

১১৮। লক্ষ্মীশ্রীর কারণ মধুসূদন পাল।

হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ব্যাঁটরা গ্রামে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদন পাল নামে এক ব্যক্তি আসিয়া বাস করেন। তিনি বাল্যে কলিকাতার বড় বাজারে একটী লৌহের দোকানে শিক্ষানবিশি

করিয়াছিলেন। পরে সৎপথে থাকিয়া পরিশ্রম, উদ্যম ও মিতব্যয়িতা গুণে ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেই লৌহের কারবারে বড় বাজারের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠেন। ইঁহার বংশধরেরা শিবকৃষ্ণ দাঁ কোম্পানির সুপ্রসিদ্ধ লৌহের কারখানা ক্রয় করেন।

একান্ত মিতব্যয়ী মধুসূদন সদ্ব্যয়ে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি স্বগ্রামে স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। একদা স্থানীয় বাঙ্গালা স্কুলের সম্পাদক মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য মধুসূদনের বাটিতে গিয়া দেখেন, পাল মহাশয় স্বহস্তে ক্ষেত হইতে বেগুণ তুলিতেছেন। সঙ্গে একজন ভৃত্য রহিয়াছে। "ঐ লোকটাই ত এ কাজ করিতে পারে, আপনি নিজে কেন এ কষ্ট করিতেছেন?" সম্পাদক মহাশয় জিজ্ঞাসা করায় মধুসূদনবলেন "কি জানেন মহাশয়! এটা নূতন লোক। ভাল ভাল বেগুণগুলি ছোট ছোট থাকিতে তুলিয়া নষ্ট করিবে। আমি দেখিয়া শুনিয়া যে বেগুণগুলি আর বাড়িবে না সেই গুলিই তুলিতেছি। যে কাজই অযত্নে করিবেন, তাহাই খারাপ হইবে; যে কাজই নিজে হাত দিয়া ভাল করিয়া না দেখাইয়া দিবেন, তাহাতেই অপচয় হইবে; অনর্থক ক্ষতি হইতে দিলেই মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্টা হন।" ইহার পর পাল মহাশয় অবিলম্বেই মাসিক চাঁদার টাকাগুলি দিলেন। স্কুলের চাঁদা তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিয়মমত দিতেন।

১১৯। লোভের প্রাবল্য ফ্রাঙ্কলিনের উক্তি।

মার্কিন পণ্ডিত, তাড়িতের আবিষ্কারক, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে একদিন একজন যুবক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "যাঁহাদের প্রচুর পরিমাণে ধন আছে তাঁহারাও ধনের আকাঙ্ক্ষা করেন কেন?" ফ্রাঙ্কলিন এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একটী বালকের দুই হস্তে দুইটী বড় বড় ফল

দিলেন। বালকের খুবই আহ্লাদ হইল। তখন আর একটী খুব বড় ফল লইয়া তাহার হস্তে দিতে গেলে বালকটী তিনটী ফলই লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া তিনটী ফলই মাটিতে ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিল! ফ্রাঙ্কলিন তখন যুবককে বলিলেন "দেখ মনুষ্যের সহজাত লোভ এতই অধিক যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ্য বস্তু পাইয়াও কেহই তুষ্ট নয়!"

১২০। আদর্শ উকীল ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলীর সরকারী উকীল ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম বয়সে বিশেষ দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন। বাগবাজারের ৺নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গৃহশিক্ষকতা করিয়া এবং ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে আমতা স্কুলে মাষ্টারি করিয়া পাঠ করিতে থাকেন। সর্ব্বদা ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাতায়াতে সুপরামর্শ পাইতেন। শেষে এল, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হুগলীতে ওকালতি আরম্ভ করেন। সংক্ষিপ্ত এবং সারগর্ভ বক্তৃতা উৎকৃষ্ট ইংরাজীতে করিতেন বলিয়া শীঘ্রই পশার হয়।

যখন মাসিক তিনহাজার টাকা রোজগার হইতেছিল তখনও কোন না কোন ছুতায় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এবং ৺নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম উপস্থিত করিয়া পবিত্র হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।

ইনকম ট্যাক্স রিটার্ণ দিতে হইত বলিয়া তাঁহার হিসাবের খাতায় জমার দিকে পাই পয়সাটী পর্য্যন্ত লিখিতেন কিন্তু অসাধারণ গুপ্তদান ছিল—খরচের দিকটা একেবারে সাদা থাকিত। লোকজনকে উত্তমরূপ খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার বন্ধুরাই জানিতেন সেই প্রশান্ত মুখ ধীর ব্যক্তির হৃদয়ে কত গভীর প্রীতি!



শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

I. A. School, Bowbazar, Calcutta.

৺শশিভূষণ বাবু কোন মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া বুঝিলে তাহা লইতেন না। "মোকদ্দমাটা জটিল; সময় করিয়া উঠিতে পারিব না" এইরূপ কিছু বলিয়া উহার প্রত্যাখ্যান করিতেন। অনেকেরই মোকদ্দমা তিনি আপোষে মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন এবং প্রথমে সেই পরামর্শই দিতেন।

এক সময়ে তেলিনীপাড়ার জমিদারদিগের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ সুরু হয়। এক পক্ষ ৺শশিভূষণ বাবুকে এবং অপর পক্ষ সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺ঈশান চন্দ্র মিত্রকে নিযুক্ত করেন। শশী বাবু চেষ্টা করিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দেন। আপোষেই সম্পত্তি বিভাগ হইয়া যায়। এই উপলক্ষ্যে ঈশান বাবু বলেন "শশি! তোমাতে আমাতে এক জেলায় আর থাকা চলে না। এতবড় একটা বড়ঘরের ভারী মোকদ্দমা আমাদের ভাগ্যবশতঃ উপস্থিত হইল; কোথা তুমি একদিকে আমি একদিকে থাকিয়া সহস্র সহস্র টাকা পাইতে থাকিব, না তুমি স্বেচ্ছায় আমাদের দুজনেরই পায়ে কুড়ুল মারিলে!"

১২১। শক্তির বৃদ্ধি উৎসাহে।

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ভিত্তির প্রস্তর বড় লাট লর্ড হার্ডিং বসাইবার সময় (৪।২।১৯১৬, বেলা দুই প্রহরের পর) প্রায় ৫০ জন গোরা সৈন্য এবং সেই সংখ্যক সিপাহী বন্দুক ধরিয়া সেদিনের একটু অস্বাভাবিক কড়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়াছিল। সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজেরও ততগুলি ছাত্র —কলেজ ভলণ্টিয়ার—শূন্যহস্তে প্রস্তর বসাইবার স্থলটা ঘিরিয়া সেইরূপ স্থির ভাবে রৌদ্রেই ছিল। হুকুম হইল "ষ্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ" অর্থাৎ সহজে ও সুখে দাঁড়াও। কিন্তু সে রৌদ্রে সুখ কোথায়? ক্রমে ক্রমে পাঁচ জন গোরা এবং চারি জন সিপাহী সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মাটীতে পড়িয়া

যায় এবং ঝোলায় তুলিয়া সরাইতে হয়। উহারা যেখানে ছিল তাহার পশ্চাতে একটু ছাওয়া থাকায় তাহাদের পরে পিছাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু কলেজের ভলন্টিয়ারদিগের সে উপায় ছিল না। উহারা শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চল ভাবে রৌদ্রেই থাকে। উহাদের একজন মাত্র একটু টলিয়াছিল; তাহাকে হাত ধরিয়া সরাইয়া লওয়া হয়।

বেনারস সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ বলিয়া ধরা যায়।—উহাঁদের কলেজ বাড়িতেছে; হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কতকটা স্বীকৃত হইয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে চলিল। যজ্ঞ সমাপ্তি করিয়া সংস্কৃত শ্লোকে সরস্বতীর বন্দনা এবং বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইল; বড়লাট প্রভৃতি বক্তারা ইংরাজীতে যাহা বলিতেছিলেন তাহা উহারা শুনিতে ও বুঝিতেছিল এবং যখন হিপহিপ হুররে শব্দ উঠিল তাহার মধ্যে "সনাতন ধর্ম্ম কি জয়" শব্দও শুনিয়া উহারা তৃপ্ত হইতেছিল; উহারা সম্ভ্রান্ত বংশীয়—সেই শ্রেণী হইতেই আফিসর সংগ্রহ অপর দেশে হইয়া থাকে এবং এদেশেও অবশ্য একসময়ে হইত এবং হইবে;—এই সকল কারণে উহাদের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ছিল, রৌদ্রের কষ্ট তেমন বোধই হয় নাই! অপর দিকে ভুক্তিভুক্ সৈন্য; তাহাদের ঐ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন আগ্রহ বা আকর্ষণ ছিল না।

১২২। শক্তিহানি মহারাষ্ট্রীয়ের।

প্রথম হইতেই ডাকাতী সংস্পৃষ্ট ছিল বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা শেষেও ঐ অভ্যাস থামাইতে পারিল না এবং মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ভারত সাম্রাজ্য একবার হস্তে পাইয়াও তাহা হারাইল। মানবজাতির ইতিহাস সপ্রমাণ করিতেছে যে, প্রজাপালন জন্যই শ্রীভগবান রাজশক্তি দিয়া থাকেন, এবং প্রজাপীড়নে তাহা ছিনাইয়া লয়েন। রাজপুতানা না লুঠিলে মহারাষ্ট্রীয়

ও রাজপুত বল পানিপথে একজোট হইত; লুঠের ভয় না থাকিলে অযোধ্যার নবাবও নিজামের ন্যায় ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেন। বাঙ্গালা না লুঠিলে অত্যাচারী সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারিগণ ইংরাজের নিকট না গিয়া উহাদেরই উড়িষ্যা হইতে ডাকিয়া লইতেন। জগৎশেঠের বাড়ী লুঠ করিয়া বর্গীরা তিন কোটি টাকা লইয়া গিয়াছিল। জগৎশেঠ উহাদের ডাকিয়া আনার প্রস্তাবে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তীব্র আপত্তি করেন। ফলতঃ মহারাষ্ট্রীয়ের এবং পিণ্ডারীর বিষম লুঠের দমন করার জন্যই যে ভগবান ইংরাজকে ভারত সাম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন, তাহাতে আস্তিক কাহারও সংশয় নাই।

১২৩। শান্তিপ্রিয়ের রক্ষণ — সাকসন বিশপ।

কোন সময়ে সাকসনির ডিউকের সহিত এক বিশপের অধিকারের সীমা লইয়া বিবাদ হয়। বিশপেরও বিস্তীর্ণ অধিকার এবং অনেক লোকজন ছিল। ডিউক নিজের সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ করিয়া বিশপের যুদ্ধোদ্যোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য একজন চর পাঠাইয়া দেন। চর ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল বিশপ ব্রতপালন, ধর্ম্মব্যাখ্যা, রোগীর সেবা, দরিদ্রের সাহায্য প্রভৃতি সৎকার্য্যেই নিযুক্ত আছেন—যুদ্ধের জন্য কোন উদ্যোগই করিতেছেন না। সকলকে বলিয়াছেন "সীমায় নিজে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে আমার লোকে ডিউকের জমিতে দাবী করে নাই এবং এ বিবাদে ডিউকেরই অন্যায় জিদ। সুতরাং যুদ্ধের ভার ভগবানের উপরই দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।" এই সংবাদে ডিউকের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিবার হুকুম দিয়া বলিলেন—"ভাল লোকের ও ভগবানের সহিত যুদ্ধ শয়তান ভিন্ন অন্যের করা চলে না।"

সদালাপ।

সকল দেশের এবং সকল লোকেরই সহিষ্ণু এবং শান্তিপ্রিয় হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে আনন্দের সহিত ব্যাপৃত থাকা এবং রক্ষার ভার ভগবানের উপর দেওয়াই সঙ্গত। অসংযত, বিলাসী, অত্যাচারী, অমুদার বা অধার্ম্মিক হইলে শেষ রক্ষা কাহারই কিছুতে হইবে না—সহস্র উদ্যমেও হইবে না।

১২৪। শিক্ষায় একাগ্রতা অর্জ্জুন।

দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষাকালে অর্জ্জুন দিবারাত্রি ধনুর্ব্বাণের ব্যবহার শিক্ষা করিতেন। অন্ধকারেও তাঁহাকে অস্ত্রচালনায় ব্যাপৃত দেখিয়া দ্রোণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া উভয় হস্তেই তুল্যরূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন।

নিজের শিক্ষায় কোন দিকেই তিনি ত্রুটি থাকিতে দেন নাই। শাস্ত্র শস্ত্র সঙ্গীত যোগ সংযম সকল দিকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থানে তাঁহার একাগ্রতা গুণেই পৌছিয়াছিলেন।

একটি উদাহরণে তাঁহার দৃঢ়তার ও একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষার সময় যখন দ্রোণ কৌরব বালকদিগকে একে একে কোন কৃত্রিম পক্ষীর দিকে শরসন্ধান পূর্ব্বক লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি দেখিতেছ?" তখন অর্জ্জুনই বলিতে পারিয়াছিলেন, যে তিনি সুধু ঐ পাখীটির মাথা দেখিতেছেন, পৃথিবীর আর কিছুই দেখিতেছেন না। অপরে "চুল বুল" করিয়া আশে পাশের লোক গাছপালা প্রভৃতি দেখিতেছিলেন—ধনুকে তীর জুড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই।

১২৫। শ্রুতিধর ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

ত্রিবেণী গ্রামে রুদ্রদেব তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া পত্নী অম্বিকাদেবীর গর্ভে (১১০১ সাল) পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জন্ম হয়। ৬৪ বৎসর বয়সে রুদ্রদেব দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বর্ষ পরে জগন্নাথের জন্ম হয়। জগন্নাথ ১১৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শত বৎসর পুর্ব্বেও বাঙ্গালী দীর্ঘজীবী ও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। ম্যালেরিয়া অর্থ চিন্তা ও ভেজাল খাদ্য তখন বাঙ্গালীকে এমন চাপিয়া ধরে নাই।

বৃদ্ধ বয়সের পুত্র বলিয়া জগন্নাথ বড়ই আদুরে হইয়া উঠিয়াছিলেন। পড়াশুনা করিতে একবারও বসিতেন না। একদিন রুদ্রদেব উহাকে মারিতে গেলে বালক বলিল "পড়া হইয়া গিয়াছে।" রুদ্রদেব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে বালক ব্যাকরণের সূত্রগুলি অনর্গল বলিয়া গেল। কখন পুস্তকে একবার চক্ষু বুলাইয়া লওয়াতেই সব মুখস্থ হইয়া গিয়াছে!

২৪ বৎসর বয়সে জগন্নাথের পিতার মৃত্যু হয়। তখন জগন্নাথ পাঠ শেষ করিয়া নিজে টোল খুলিয়া ছিলেন। দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও যশ বিস্তার হইতে লাগিল। জগন্নাথের স্মৃতিশক্তির ও বিদ্যাবত্তার কথা বর্দ্ধমানাধিরাজ ত্রিলোকচন্দ্রের নিকট উক্ত হইলে তিনি পণ্ডিত প্রবরকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজবাটীতে লইয়া যান এবং হঠাৎ প্রশ্ন করেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি পথের দুধারে গাছ পালা, ঘরবাড়ী, দোকান, মন্দির প্রভৃতি কোথায় কি দেখিয়া আসিলেন?" জগন্নাথ আনুপুর্ব্বিক বর্ণনা করিতে লাগিলেন, মহারাজও সমস্ত লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর ঐ বিষয়ের পরীক্ষা করান হইলে সবই ঠিক পাওয়া গেল।

বিস্ময়াবিষ্ট মহারাজ জগন্নাথকে একখানি গ্রাম জায়গীর এবং একটী ৩০০ বিঘার পুষ্করিণী দান করেন।

মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান রায় নন্দকুমার তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি নবাবের সহিত পরিচয় করিয়া দিলে নবাবের অনুমতি ক্রমে ও সাহায্যে তাঁহার বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত হয়। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র কোন কারণে জগন্নাথকে দাম্ভিক মনে করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ জন্য বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান কালে তাঁহাকে বাদ দিয়া বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করেন। জগন্নাথ বিনা নিমন্ত্রণেই যজ্ঞ সভায় গিয়া শাস্ত্রীয় বিচারে সকলকে চমৎকৃত করেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে লজ্জিত করেন।

ইংরাজেরা এদেশে দেওয়ানী গ্রহণ করিলে হিন্দু আইন সংগ্রহের জন্য তাঁহাকেই অনুরোধ করেন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া "বিবাদভঙ্গার্ণব সেতু" সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। সময়ে সময়ে ক্লাইব, হেষ্টিংস, কোলব্রুক, জোন্‌স তাঁহার বাটীতে যাইতেন। ১৭৭২ অব্দে সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে তাহার প্রধান পণ্ডিতের পদ তাঁহাকে দিতে চাহিলে তিনি জ্যেষ্ঠপৌত্র ঘনশ্যামকে পাঠাইয়া দেন; নিজে ঐ কার্য্য স্বীকার করেন নাই।

কথিত আছে যে ত্রিবেণীর ঘাটে কোন সময়ে দুইজন ইয়ুরোপীয় সৈনিক মারামারি করিয়া পরস্পরের রক্তপাত করে। সামরিক উচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট ইহার অনুসন্ধানের ভার পড়িলে তিনি সৈনিকদিগের নিকট শুনিলেন যে তখন ঘাটে আর কেহ ছিল না; কেবল একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘাটে বসিয়া উহাদের মারামারি দেখিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল যে পণ্ডিত জগন্নাথই সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে দোভাষীর দ্বারা প্রশ্ন করিলে তিনি যে যাহা করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন,

এবং যে যাহা বলিয়াছিল তাহাও সমস্তই বিশুদ্ধরূপ উচ্চারণ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন; অথচ তিনি উহাদের ভাষা জানিতেন না!

জগন্নাথ মিতব্যয়ী ছিলেন; বিদায়ও যথেষ্ট পাইতেন। মৃত্যুকালে পৌত্রকে ১ লক্ষ টাকা এবং দৌহিত্রদিগকে এবং শ্রাদ্ধ জন্য ৩৬ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন।

১২৬। সৎপথেই শান্তি ওয়াশিংটন ও নেপোলিয়ান।

ওয়াশিংটন স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণে ও ক্ষমতায় মুগ্ধ স্বদেশী মার্কিনেরা তাঁহাকে প্রধান সেনাপতি ও যুক্তরাজ্যের প্রথম সভাপতি করিয়া দিয়াছিল। তিনি মার্কিন প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থাগুলি স্থির করিয়া দিয়া অবিলম্বেই কর্ম্মত্যাগ করেন এবং সামান্য ভদ্রলোকের ন্যায় নিজের বাড়ী বাগান ও সাবেক জমি জমা লইয়াই সুখে ও শান্তিতে ভগবৎ চিন্তায় জীবন যাপন করেন। পৃথিবীতে কাহার উপর তাঁহার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। আজ পৃথিবীর মধ্যে কে আছে যে তাঁহার স্মরণে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সম্পন্ন না হয়? তিনি সদাচারী, উন্নত-হৃদয়, সৎপথাবলম্বী, স্বদেশভক্ত, ক্ষমতাশালী, স্বার্থান্বেষণশূন্য, ঈশ্বরে বিশ্বাসী পুরুষশ্রেষ্ঠের উদাহরণ স্বরূপ। যাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই ইংরাজেরাই আজ তাঁহার প্রধান ভক্ত!

নেপোলিয়ান বোনাপার্টিও অপরিসীম ক্ষমতাশালী পুরুষ। তিনিও ফ্রান্সের আইন কানুনে (কোড নেপোলিয়ান), রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে, ভিতরে এবং বাহিরে ফ্রান্সের বল ও গৌরববর্দ্ধনে অনেক কাজই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বার্থান্ধ পুরুষ। তিনি সাধারণতন্ত্রের চাকরীতে উন্নত হইয়া সেই সাধারণ তন্ত্রকেই ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং নিজে সম্রাট হইয়াছিলেন; তিনি জোসেফিন্‌কে বিবাহ করিয়া প্রথমা-

বস্থায় নিজের সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন, পরে সেই ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রীয় সম্রাট দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য ছিল যে লোকে "বড় খান দানের" মধ্যে তাঁহাকে ধরিবে, তিনি অপর জাতীয়দিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজের ভ্রাতাদিগকে তাহাদের রাজা করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিপূর্ণ ফরাসী সৈন্যদিগকে তিনি "তোপের আহার" (ফুড্ ফর ক্যানন) অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না; তিনি সেণ্ট হেলেনায় আবদ্ধ থাকার অবস্থায় ঈশ্বর চিন্তায় মন দিতে পারেন নাই। ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁহাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাভব করায় ডিউক অফ ওয়েলিংটনের উপর তাঁহার ব্যক্তিগত ক্রোধ এত অধিক হইয়াছিল যে উহাঁকে যে ব্যক্তি গুপ্তহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল (নীচ প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া) তাহার জন্য নেপোলিয়ান তাঁহার উইলে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছিলেন! মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি বিকারের ঘোরে "মার, কাট, এদিক দিয়ে ধাওয়া কর, ওদিকে তোপ বসাও"—এইরূপ হুকুম দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করেন!

১২৭। সতীর ধন সর্ব্বত্রই এক।

জর্ম্মন সম্রাট কনরাড ব্যাভেরিয়ার রাজার উইনিবার্গ দুর্গ অনেকদিন ধরিয়া অবরোধ করিয়া থাকিয়া, অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন জর্ম্মনিতে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টের "ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ" চলিতেছিল। এতদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলায় উভয় পক্ষেই এরূপ তীব্র বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল, যে দুর্গ জয়ে সম্রাট পক্ষীয়েরা একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছিল।

যখন আহার্য্যাভাবে দুর্গ রক্ষার আর কোন উপায়ই রহিল না তখন

ব্যাভারিয়ার রাজা দুর্গ সমর্পণ করিয়া বাহিরে যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন। সম্রাট কোন সর্ত্তেই—দুর্গ রক্ষী কাহারও জীবন দান করিতে স্বীকার করিলেন না। তখন ব্যাভারিয়ার রাণী দুর্গাভ্যন্তর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া বাহির হইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট নারী জাতির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন; দুর্গ জয়ের সময় পাছে সৈন্যেরা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে তাঁহার ঐ একটা ভাবনা ছিল; তিনি রাণীর প্রস্তাবে সহজেই মত দিলেন এবং জানাইলেন যে স্ত্রীলোক মাত্রেই আপনাপন মূল্যবান দ্রব্যসহ—যে যাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন তাহা লইয়া—বাহির হইয়া যাইতে পারেন; উহাঁদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইবে না।

অল্প পরেই দুর্গদ্বার খুলিয়া গেল এবং বিস্ময়াবিষ্ট সম্রাট দেখিলেন যে রাণী এবং দুর্গস্থ সকল স্ত্রীলোকেই স্ব স্ব স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া অতি কষ্টে দুর্গের ফটক পার হইতেছেন। সম্রাটের প্রশ্নে রাণী বলিলেন যে তাঁহারা 'তাঁহাদের সার সর্ব্বস্বধন' লইয়া যাইতেছেন। সম্রাট এই কথায় কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং দুর্গরক্ষী সকলকেই হাঁটিয়া বাহির হইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

১২৮। সত্যবাদী বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থী।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন সওদাগরি আফিসে একটী বাঙ্গালী যুবক চাকরী প্রার্থী হইয়া অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "তুমি কঠোর পরিশ্রম করিতে ভালবাস কি?" যুবক সরলভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "খাটিয়া খাইতেই আসিয়াছি বটে, কিন্তু কঠোর পরিশ্রম একটুও ভালবাসি না।"

অধ্যক্ষ বলিলেন "তবে তোমার দ্বারা হইবে না। এই প্রদেশীয়

কয়েকজন লোক সানন্দে দিনরাত পরিশ্রম করিতে স্বীকার করিয়াছে; তাহাদেরই এক জনকে বাছিয়া কাজ দিব; বিশেষ পরিশ্রমী লোকের দরকার।" যুবক উত্তর দিল "কঠোর পরিশ্রম ভালবাসে এরূপ লোক পাওয়া দুষ্কর। আমিও সেরূপ স্বীকৃতি দিতে পারিতাম; কিন্তু আমি মিথ্যাবাদী নহি। প্রয়োজন পড়িলে খুবই খাটিতে হইবে সন্দেহ কি? কিন্তু তাহা আনন্দের সহিত করিতে পারিব এমন মনের বল আমার আছে বলিয়া বিশ্বাস নাই।"

অধ্যক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া উহাকেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

১২৯। সত্যরক্ষা — রাজকিশোর চৌধুরি।

পাবনা জেলার রাউতাড়া গ্রামে রাজকিশোর চৌধুরি নামে একজন তিলি জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার নানাস্থানে কারবারী মোকাম ছিল। এক সময়ে তামাকের দর অত্যন্ত শস্তা হয়। জয়গঞ্জ মোকামের প্রধান কার্য্যকারক পঞ্চানন সেনগুপ্ত ঐ সময়ে তিন নৌকাপূর্ণ তামাকের বায়না করিয়া মনিবকে সম্বাদ দেন। মনিব চটিয়া উঠিয়া উত্তরে লেখেন, "তামাক অবিক্রেয় প্রায় হইয়াছে জানিয়াও যখন কিনিতেছ তখন লাভ লোকসান তোমার।" কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদাই দেখেন যে মনিবে ঐরূপ বলেন বটে কিন্তু শেষে লাভ হইলে তুষ্টই হইয়া থাকেন; সুতরাং সে তামাক খরিদ হইল। কিছুদিন পরে দর চড়িয়া উঠে। তখন ঐ তামাকে বহু সহস্র টাকা লাভ হয়। তখন চৌধুরি বাবু ঐ সমস্ত লাভের টাকা কর্ম্মচারীকে দিলেন। "আপনার জন্য আপনার টাকাতেই খরিদ" প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর কোন তর্কেই কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার একমাত্র উত্তর "লাভ তোমার যখন বলিয়াছিলাম তখনই লাভ তোমার হইয়া গিয়াছে। লোকসান তোমার এ কথাও বলিয়াছিলাম

সত্য, কিন্তু লোকসান হইলে তোমার বহুদিন ধরিয়া বিশ্বস্ততার কার্য্য স্মরণে তাহা মাপ করার অধিকার আমার থাকিত ; আমি সত্যভ্রষ্ট হইব না এবং দান গ্রহণও করিব না।"

১৩০। সত্যাচরণ ব্রাহ্মণ কুমার।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক পুত্র ছিল। তিনি পুত্রটীকে কোন পরিচিত বন্ধুর নিকট কাপড়ের দোকানে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। একদিন কোন খরিদদার সেই দোকানে একখানি কাপড় কিনিয়া তাহার দাম দিতে যাইতেছেন এমন সময়ে ব্রাহ্মণ পুত্রটী বলিল "মহাশয়! কাপড়খানি ভাল করিয়া দেখিয়া লউন।" খরিদদার তখন কাপড় খানি আবার খুলিয়া দেখিলেন যে, উহার একস্থান অল্প কাটা আছে ; তিনি উহা লইলেন না। বস্ত্র বিক্রেতা ব্রাহ্মণ কুমারের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার পিতাকে বলিলেন, "ইহার মত সত্য কথা বলিতে গেলে ব্যবসায় চলে না ; আমি আর উহাকে দোকানে রাখিতে পারিব না।" ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "ভাই! আমার পুত্র যে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছে ইহা জগন্মাতারই কৃপা! যিনি পাপ হইতে বাঁচাইলেন, তিনিই অন্ন কষ্ট হইতে বাঁচাইবেন।"

১৩১। সদভ্যাস ৺ শিবশঙ্কর সিংহের।

পাটনা বাঁকিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছত্রিসন্তান বাবু শিবশঙ্কর সিংহের যখন (২।১।১৯১১) দেহান্ত হয় তখন তাঁহার ৫৭ বৎসর বয়স। তিনি সমস্ত জীবন, অতি সুন্দর নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে যাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যহই "সীতারাম! সীতারাম!" উচ্চারণ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার কোন বাঙ্গালী বন্ধু তাঁহার এই

সুন্দর অভ্যাসটী রাজগিরে একই ঘরে অবস্থানকালে কয়েক রাত্রিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে এই সদভ্যাসের গুণে বাবু শিবশঙ্কর পাশ ফিরিয়া শুইয়া পুত্রকে বলেন "আমার নিদ্রা আসিতেছে।" তাহার পর ক্ষীণস্বরে "সীতারাম! সীতারাম" বলিতে বলিতেই মহানিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিলেন!

তাঁহার মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্বে রাজগিরে তিনি বলিয়াছিলেন "ভাই! ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একটী সাধুকে সযত্নে আহার করাইলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "বেটা! যখন সমাধিস্থ হইয়া তোমার মৃত্যু হইবে না, তখন শুধু বসিয়া ধ্যান করিলে চলিবে না। যেমন বিছানায় শুইয়া মরিতে হইবে, সেইভাবে নিদ্রার পূর্ব্বে ভগবানের স্মরণ অভ্যাস করাই ভাল—প্রাত্যহিক নিদ্রার ন্যায় ঈশ্বর স্মরণ করিতে করিতে মহানিদ্রা-গ্রস্ত হইবে।"—আমি তদবধি প্রত্যহ সেই অভ্যাস করিতেছি। তবে সেভাবে মৃত্যু ঘটা রামজীর কৃপা সাপেক্ষ!"

পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাব প্রণোদিত হইয়াই লিখিয়া ছিলেন :—

মরণ ভয়েতে ভীত কেনরে অবোধ মন।
নিশাগমে নিদ্রা এলে কর কি তারে বারণ॥
নহে সে ভয়ের দিন, যবে দেহ হবে লীন,
অস্বপ্ন অভগ্ন ঘুমে, করে এত জাগরণ।

১৩২। সন্তানের শিক্ষা ইংলণ্ডের রাজ সংসারে।

(১) মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং তাঁহার পতি প্রিন্স অ্যালবার্ট পুত্রের শিক্ষার বিশেষ ভাবে পরিদর্শন করিতেন।

এক সময়ে সমুদ্রতীরে বেড়াইবার সময় রাজকুমার (পরে সম্রাট

সপ্তম এডোয়ার্ড) দেখেন এক ধীবরের ছেলে চুপড়ি করিয়া ঝিনুক কুড়াইতেছে। বাল্য চাপল্য বশতঃ রাজকুমার তাহার চুপড়ীটা কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সমবয়স্ক ধীবরপুত্র রাজ-কুমারকে এক ঘুসি মারে। প্রিন্স এলবার্ট এক্ষেত্রে পুত্রকেই তিরস্কার করিয়াছিলেন।

এডোয়ার্ডের যখন সাত বৎসর বয়স তখন পিতা মাতা উহাঁর জন্য অসবর্ন প্রাসাদের নিকট একটী ছোট উদ্যানের জন্য খালি জমি পরিষ্কার করিয়া দেন এবং একটী কারখানা স্থাপন করেন। ঐ উদ্যানে বালক আপন হস্তে ভূমি খনন ও পরিষ্কার করিয়া বৃক্ষ রোপণ করিতে এবং ফল ফুল উৎপাদন করিতে শিখিতেন। আপন হস্তে ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া ঘর গাথিতেন, কাঠ চিরিয়া টেবিল চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখিতেন। পুত্রকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা শিখাইবার জন্য প্রাসাদের নিকট একটি ছোট যাদুঘরও নির্ম্মিত করা হইয়াছিল।

(২) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্রদিগেরও শিক্ষা ঐ ধরণে দেওয়া হইয়াছিল। কাহাকেও বিলাসী হইতে দেওয়া হয় নাই।

রাজকুমারদিগের পড়া হইয়া গেলে প্রত্যহ নিজেদেরই বই খাতা কলম দোয়াত সমস্ত গুছাইয়া স্বহস্তে যথাস্থানে রাখিতে হইত। কেবল একদিন মাত্র পড়াশেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পড়ার ঘরে আসিলে জর্জ্জ (পরে পঞ্চম জর্জ্জ) বলিয়াছিলেন "ঠাকুর মা! তুমি আজ এগুলি গুছাইয়া রাখিয়া দাও না!" মহারাণী হাসিয়া আদর করিয়া শিশু পৌত্রের ঐ অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

পারিস নগরে লৌহ নির্ম্মিত ইফেল টাউয়ার ১৮৮৯ অব্দের প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রস্তুত হয়। উহা ভূমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ মনুষ্য নির্ম্মিত বস্তু এবং ৯৮৪ ফুট উচ্চ। তাহার উপরে একটা ধ্বজার মাস্তুল আছে।

রাজকুমার জর্জ্জ উহা দেখিতে গিয়া সেই মাস্তল বহিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থানেই উঠিয়াছিলেন! কেহ ঐ তুঃসাহসের কার্য্যে নিষেধ করে নাই বা অনুচিত কার্য্য মনে করে নাই।

যখন ১২ বৎসর মাত্র বয়স তখন রাজকুমার জর্জ্জ একটা যুদ্ধ জাহাজে শিক্ষানবীশ রূপে নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁহার পৃথক একটী শয়নের ঘর ছিল; নচেৎ অপর সকল নাবিকের মত খাওয়া, পরা, বসা ঠিক এক ভাবের। তিনি তাঁহাকে "রাজকুমার" বলিয়া সম্বোধন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজকুমার জর্জ্জের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠের বিশেষ ভালবাসা ছিল। জর্জ্জ তাঁহার দাদাকে বলিতেন "তোমাকে রাজ্য লইয়া বিব্রত থাকিতে হইবে! আমি তোমার ছায়ায় পরমানন্দে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ও সম্মানজনক কার্য্যে—ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল হইয়া—সমুদ্রের উন্মুক্ত বায়ুতে জীবন কাটাইব।"

রাজকুমার জর্জ্জ ক্রমশঃ নৌবিভাগে ড্রেডনট জাহাজের লেপ্টনেণ্ট; টরপিডো বোটের কাপ্তেন; গনবোট ত্রসের কাপ্তেন এবং (১৮৯১) নৌ-বিভাগের কম্যাণ্ডার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। রাজপুত্র বলিয়া তাঁহাকে অযথা পদোন্নতি দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে সকল কার্য্যই উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ জাহাজের শিক্ষা অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা; কোথাও কোন কাজ সুশৃঙ্খলায়, নীরবে এবং অবিলম্বে হইতে দেখিলে ইংরাজের সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাবাদ—"যেন মানোয়ারি জাহাজের কার্য্য!"

এদেশের চলিত কথা "ওর খাবার সংস্থান আছে, কোন কাজ করিতে হয় না।"—যেন পেটের দায়ে পড়িয়া মজুরি ভিন্ন মনুষ্য জন্মে আর কোন কর্ম্ম করিতে নাই! যেন সখের যাত্রায় এবং কনসার্টে লজ্জার কথা নাই; কেবল সৎকার্য্যে এবং উদ্যমেই যাহা কিছু লজ্জা! রাজ-

কুমার জর্জ্জের শিক্ষার ন্যায় শিক্ষা সকল ইউরোপীয় রাজবাড়ীতেই দেওয়া হয়। জর্ম্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম স্থচ প্রস্তুত করিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইউরোপ অকেজো লোকের অনুমাত্রও আদর করেন না।

(৩) সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সন্তানপালনও ঐ ভাবের। বড় ছেলের নাম এডোয়ার্ড আলবার্ট ক্রিশ্চিয়ান জর্জ্জ অ্যাণ্ড্ প্যাট্রিক ডেভিড। কিন্তু তাঁহার ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পকেট খরচ জন্য সপ্তাহে ।০ আনা মাত্র বরাদ্দ ছিল এবং তাহার হিসাব রাখিতে হইত!

পাটনার নবাব গোষ্ঠীয় কোন যুবক এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "আমি যে খারাপ হইয়া গিয়াছিলাম আমার পিতা মাতার অযথা আদরই তাহার কারণ! ১৬।১৭ বৎসর বয়স হইতে আমাকে মাসিক ৩০০৲ টাকা পকেট খরচ জন্য দিতেন এবং আমি তাহা লইয়া কি করিতেছি তাহার কোন সম্বাদ লইতেন না।"

কয়েক বৎসর হইল একদিন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতাকে পত্র লিখেন "কালেজের অধ্যক্ষ বৈকালের একটা গার্ডেন পার্টিতে যাওয়ার জন্য ছুটী দিতেছেন না। একটু লিখিয়া দিলেই ছুটী হয়।" উত্তরে পিতা লিখেন, "প্রিয় জর্জ্জ! কিরূপে অধ্যক্ষদিগের সর্ব্ব প্রকার হুকুমই সানন্দে পালন করিতে হয়, সকল ছেলেকেই উদাহরণ দ্বারা সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তুমি সাধারণ স্কুলে প্রেরিত হইয়াছ! দেশের প্রতি রাজবংশের ঐ কর্ত্তব্য এখন তোমার হস্তে ন্যস্ত।"

ইংরাজ কিসে বড় তাহা এই রাজসংসারের তিন পুরুষের উদাহরণ হইতেই বুঝা যায়।

১৩৩। সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কপোত এবং উদাসীন।

একদা কোন রাজা এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেন, "সন্ন্যাসী হওয়া

ভাল কি গৃহী থাকা ভাল?" সন্ন্যাসী উত্তর দেন, "তুইই ভাল।" ঐ সময়ে রাজার একটু বৈরাগ্যের উদয় হইতেছিল, সুতরাং উত্তরটি রাজার মনঃপূত হইল না। ইহা বুঝিয়া সিদ্ধ পুরুষ রাজাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বেশ ভাবিয়া দেখ।"

মুহূর্ত্তমধ্যে রাজা এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন আরম্ভ করিলেন। রাজা দেখিলেন এক মহতী রাজসভায় স্বয়ম্বর হইতেছে। পরমাসুন্দরী নানালঙ্কার ভূষিতা রাজকন্যা সকলকে উপেক্ষা করিয়া সভার বাহিরে দণ্ডায়মান কৌপীনধারী এক নবীন সন্ন্যাসীর গলে মালা দিতে উদ্যত হইলেন। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ রাজকন্যাকে মাতৃ সম্বোধনে নিবারণ করিয়া ত্বরিতপদে ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন। রাজাও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে ঐ সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীকে ধরিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী ক্রমে এক বিজন অরণ্য মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরিশ্রান্ত এবং শীতে অবসন্ন রাজা রাত্রি সমাগত দেখিয়া এক বৃক্ষমূলে কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তরে কটিস্থিত অস্ত্রের আঘাত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিলেন। কিন্তু খাইবার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি শুনিতে পাইলেন বৃক্ষের উপরে কপোত এবং কপোতী কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কপোত বলিতেছে, "এই বৃক্ষই আমাদের গৃহ। পরিশ্রান্ত ক্ষুধা পিপাসাতুর বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট রাজা আমাদের অতিথি। অতিথি সৎকার জন্য দেহ ত্যাগ করিব।" এই বলিয়াই কপোত বৃক্ষের ডাল হইতে অগ্নিমধ্যে পতিত হইল। কপোতীও "স্বামীর অনুগমন করিব" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিতে পড়িল।

রাজার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন মহাপুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান—স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "দুই আশ্রমই ভাল হইতে পারে না কি?" রাজা বলিলেন, "কৃপানিধান! আমার সংশয়

ছেদিত হইয়াছে। ঐ সন্ন্যাসীর মত সন্ন্যাসী এবং ঐ কপোত দম্পতীর মত গৃহী দুইই ভাল। বুঝিলাম যে, আপনাপন কর্ত্তব্যপালনে বা অপালনেই মানুষে ভাল বা মন্দ নামে অভিহিত হয়।"

১৩৪। সরল বিশ্বাস বালকের পত্র।

জনৈক শিক্ষিতা পতিব্রতা রমণীর হঠাৎ পতিবিয়োগ হইলে তিনি শিশু সন্তান লইয়া বড়ই দারিদ্র্য দুঃখে পড়িয়াছিলেন। বিধবা সমস্ত জিনিস পত্র বিক্রয় করিয়া এবং সেলাইএর কাজ করিয়া দুই বৎসর মহা কষ্টে যাপন করিলেন। তিনি নিজেই পুত্রটীকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন; এবং সর্ব্বদা বুঝাইতেন যে পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁহাদের এক মাত্র বন্ধু; সেই দীন-নাথকে ভিন্ন অপর কাহাকেও দুঃখ জানান বিফল। কিন্তু বালকের বয়স যখন ছয় বৎসর মাত্র, তখন বিধবা রোগগ্রস্তা হইয়া পড়িলে, এমন হইয়া দাঁড়াইল, যে একদিন দুজনেরই অনাহার! ঐ দিন বালক একখানি পত্র লিখিয়া ডাকঘরে দিতে গেল। ডাক বাক্সটী একটু উচ্চে বসান ছিল বলিয়া ক্ষুদ্রকায় বালক পত্রখানি তাহাতে ফেলিতে পারিতেছিল না। একজন ভদ্রলোক উহা দেখিয়া সাহায্যার্থ নিকটে গেলেন। বালক পত্রখানি তাঁহার হাতে দিলে, ভদ্রলোকটী দেখিলেন, পত্রের শিরোনামায় লেখা আছে, "পরম পূজনীয় ভক্তিভাজন, পরম পিতা পরমেশ্বর শ্রীচরণ কমলেষু। ঠিকানা—স্বর্গধাম।" পত্রের শিরোনামা দেখিয়া ভদ্রলোকটী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা সেই পত্রখানির ভাঁজ খুলিয়া পাঠ করিলেন,—"পরম পিতা পরমেশ্বর! আমি শুনিয়াছি, তুমি আমাদের পরম বন্ধু! তোমার নিকট যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। আমরা বড়ই দরিদ্র; তাহাতে আমার মায়ের জ্বর হইয়াছে। তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কিছু পয়সা পাঠাইয়া দাও, তবেই আমাদের আজ খাওয়া হইবে।"

ভদ্রলোকটী শিশুর সরল বিশ্বাস দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখনই তিনি কয়েকটী মুদ্রা বালকের হস্তে দিয়া কহিলেন, "আমি ঈশ্বরের গোলামের গোলাম। এক্ষণে এই টাকা তাঁহার নামে লইয়া যাও; তোমার পত্র আমি তাঁহার দরবারে পৌছাইয়া দিব; তথায় যে ব্যবস্থা হয় তাহা তুমি জানিতে পারিবে।"

সেই দিন ভদ্রলোকটী তত্রত্য উপাসক সংঘের নিকট শিশুর পত্রখানি পড়িলে উপাসকমণ্ডলীর অনেকেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাঁহার নিকট যাহা কিছু তখন ছিল, বালকের সাহায্যার্থে দান করিলেন এবং সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিলেন "হে ঈশ্বর! আমরাও যেন ঐ বালকের মত তোমার করুণায় বিশ্বাসী হই।"

বালকের পড়া শুনার এবং ভরণপোষণের বিষয়ে সেই ধর্ম্মসংস্কার দানভাণ্ডার হইতেই ব্যবস্থা হইল।

১৩৫। সহধর্ম্মিণী স্কুলের পণ্ডিতের।

একদিন একটী পল্লীগ্রামের স্কুলের পণ্ডিত একান্ত বিমর্ষভাবে ক্রোশৈক দূরবর্ত্তী স্বগৃহে আসিয়া বলিলেন, "আর পারি না। একটাও ভাল ছেলে ক্লাসে নাই যে পড়াইয়া একটু সুখ হয়। যতগুলা মূর্খ এসে জড় হইয়াছে। এবারে একটাও পাস হবে না। আমি কাজ ছেড়ে দিব!" তাঁহার পত্নী মুখে হাতে জল দেওয়াইয়া একটু শ্রান্তিদূর করাইয়া বলিলেন "ছেলেগুলা কি একটুও শিখিতেছে না? এ ছমাসে কি একটুও এগোয় নাই?" পণ্ডিত বলিলেন "অল্প একটু একটু শিখিতেছে বই কি! কিন্তু বড় বোকা।" পত্নী বলিলেন "তোমার ইচ্ছা যে ছেলেরা সব সুশিক্ষিত হয়?" পণ্ডিত বলিলেন, "তাহা ছাড়া আমি আর ত কিছুই চাহি না!" পত্নী বলিলেন "উহারা এইরূপে অল্পে অল্পে

সুশিক্ষিত হইয়া গেলে, তখন বরং চাকরী ছাড়িও; তখন আর উহাদের তোমাকে দরকার থাকিবে না। এখন কাজ ছাড়িবে কার উপকারের জন্য ?"

পতিব্রতা পত্নীর কথায় শিক্ষক কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলেন।

১৩৬। সময়ের মূল্য ওয়েলিংটনের উক্তি।

একদিন ডিউক অফ ওয়েলিংটন লণ্ডন সহরের কোন ধনী মহাজনের সহিত দেখা করিবার সময় নির্দ্ধারিত করেন। মহাজন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে ডিউক ঘড়ি খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মহাজন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "পাঁচ মিনিট মাত্র বিলম্ব হইয়াছে।" ডিউক উত্তর দেন "পাঁচ মিনিট মাত্র!! যদি আমার ওটারলু যুদ্ধ ক্ষেত্রে শেষ আক্রমণ করার হুকুম দিতে এবং সমস্ত ইংরাজ দলের সেই আক্রমণ করিতে পাঁচ মিনিট মাত্র বিলম্ব হইত তাহা হইলে আজ ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের অবস্থা কি দাঁড়াইত ?"

১৩৭। সময়ের মূল্য বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের বইয়ের দোকান এবং তাহার সংলগ্ন ছাপাখানা ছিল। একদিন কোন ভদ্রলোক বই কিনিতে আসিয়া এ বই সে বই অনেক দেখিয়া শেষে একখানি বইয়ের দাম জিজ্ঞাসা করেন। দোকানে তখন একটী যুবক কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন; ফ্রাঙ্কলিন ছাপাখানায় ছিলেন। কর্ম্মচারী বলিলেন পুস্তকের মূল্য এক ডলার। ক্রেতা বলিলেন, "দোকানের মালিককে ডাক।" ডাকিবামাত্র ফ্রাঙ্কলিন উপস্থিত হইয়া ক্রেতাকে সবিনয়ে সেলাম করিলেন এবং পুস্তকের মূল্য জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "সওয়া ডলার।" ক্রেতা বলিলেন, "বলেন

কি, আপনার লোক বলিল, এক ডলার।" ফ্রাঙ্কলিন বলিলেন "হাঁ! তখন ঐ মূল্যেই আমার লাভ থাকিত।" ক্রেতা বলিলেন "এইবার ঠিক বলিয়া দিন কত কম মূল্যে আপনি পুস্তকখানি দিতে পারেন।" হাসি-মুখে এবং বিনীত ভাবেই ফ্রাঙ্কলিন উত্তর করিলেন "দেড় ডলার। আমি অন্য দরকারী কাজ ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া আছি; এখন ইহার দেড় ডলার মূল্য।" ক্রেতা তখন বুঝিলেন যে অনর্থক সময় নষ্ট করার জন্য ফ্রাঙ্কলিন সময়ের মূল্য ধরিতেছেন। তিনি লজ্জিত হইয়া দেড ডলার দাম দিয়াই পুস্তকখানি লইয়া গেলেন।

অপরের সময়ের মূল্য আছে ইহা অনেকেরই স্মরণে থাকে না।

১৩৮। সাহস ও বিশ্বাস ভক্তের।

মহাত্মা মহম্মদ মদিনায় পলায়ন করার পর যখন মদিনাবাসীরা দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন জ্ঞাতি কোরেশীয়গণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মদিনায় আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে একদিন কোন সশস্ত্র কোরেশীয় যোদ্ধা মদিনার আসে পাশে ঘুরিতে ঘুরিতে মহাত্মা মহম্মদকে নির্জ্জনে নিরস্ত্র পাইয়া অসি উত্তোলন পূর্ব্বক বলে "এখন তোমাকে কে রক্ষা করিতে পারে?" মহম্মদ তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিয়া উঠেন "আল্লা।" তাঁহার মুখে বিশ্বাসের জ্যোতিতে এবং গম্ভীর শব্দে হঠাৎ অভিভূত ঐ ব্যক্তির শ্লথ মুষ্টি হইতে অসি পতিত হইয়া গেলে, মহাত্মা উহা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করেন "এবারে তোমাকে কে রক্ষা করিতে পারে?" ভীত যোদ্ধা বলে "কেহই না!" মহাত্মা বলেন "এবারেও সেই আল্লা। তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা হইতে তিনি দিলেন না!" সে ব্যক্তি এই ব্যাপারে একান্ত বিস্মিত হইয়া তখনই মহাত্মার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

১৩৯। সংযম এবং স্বাবলম্বন মার্কিন যুবকের।

মার্কিন দেশে কোন যুবক একজন ধনীর নিকট শিক্ষকের সুপারিস চিঠি লইয়া সাহায্যের প্রার্থনায় গিয়াছিল। "ভাল ছেলে, উহার মা আর পড়াইতে পারে না কিছু সাহায্য পাইলেই পড়া শেষ হয়।" এই ভাবের সুপারিস ছিল। ধনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চা চুরুট জলখাবার ব্যবহার কর কি?" যুবক বলিল, "হাঁ! সময়ে সময়ে কম পরিমাণে করি।" ধনী বলিল "তবে তাহা বন্ধ কর, এবং এক বৎসর পরে আসিও।" যুবক বাড়ী গিয়া মাতাকে এই কথা বলিলে দুইজনে পরামর্শ করিয়া আহার বস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক টানাটানি করিতে লাগিলেন। মন দৃঢ় হইল এবং একাগ্রতার বৃদ্ধি হইল। বড় স্কুলে পড়ার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিয়া যুবক ঘরেই কিছু কিছু পড়া এবং একটা দোকানে সামান্য চাকরী আরম্ভ করিলেন। এক বৎসর পরে যুবক দেখিলেন যে সাংসারিক অসুবিধা তত বোধ হয় না, এবং পড়া-শুনাও যাহা হইয়াছিল ততটা পূর্ব্বে কোন এক বৎসরে তিনি করিতে পারেন নাই। অভাব কমাইয়া ফেলিলেই অভিযোগ কমে।

তখন যুবক ধনীর নিকট গিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন, "সেদিনকার উপদেশের সাহায্য পাইয়া আমার আর অর্থসাহায্যের প্রয়োজন নাই।" ধনীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, অণুমাত্রও বিলাসবুদ্ধি থাকিতে অপরের অর্থ সাহায্য চাওয়া অসঙ্গত। ঐ সকল ত্যাগ করাতে এবং আকাশে কেল্লা প্রস্তুত করা ছাড়িয়া কার্য্যকরী বুদ্ধি গ্রহণ করাতে এবং যে সামান্য কাজ প্রথমে হাতে পড়িল তাহাই সন্তুষ্ট মনে একাগ্রভাবে করিতে আরম্ভ করাতে, এখন আর কোনরূপ অভাব বোধ নাই।" যুবক তাঁহার উপদেশের প্রকৃত

মর্ম্ম গ্রহণ করার জন্য ঐ ধনী ব্যক্তি আদর করিয়া তাঁহার কারখানার অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিতে বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া যুবককে দিলেন। কৃতজ্ঞ যুবক ঐ কারখানায় ভর্ত্তি হইয়া এরূপ যত্নের সহিত কাজ করিয়াছিলেন যে শেষে তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষের পদ লইয়া-ছিলেন।

১৪০। সংযমে সাহায্য নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা।

কোন মিতব্যয়ী সচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণের একটি সূত্রধর প্রতিবেশী ছিল। সূত্রধর "দিন আনে দিন খায়"; কিছুমাত্র সঞ্চয় করে না। সময়ে সময়ে আগাম মজুরী পাইলে সূত্রধর আহারের এরূপ আয়োজন করে যে, ধনশালী ব্রাহ্মণেরও সেরূপ ঘটে না। তাহার পর কয়েকদিন ধরিয়া একান্তই দুর্দ্দশা হয়। ব্রাহ্মণ পত্নী উহার সাংসারিক অবস্থার কথা জানাইয়া স্বামীকে বলিলেন, "উহার ছেলেপিলে অনেকগুলি; কিছুই রাখে না, একটু বুঝাইয়া বল।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "শুধু কথায় হইবে না; কাজে সাহায্য করা চাই। এই থলিটীতে ৯৯টি টাকা রাখিয়া দিলাম, চুপি চুপি উহার ঘরে রাখিয়া দিয়া আইস।" গৃহিণী বলিলেন, "অত টাকা দিবার প্রয়োজন নাই—ঐ টাকা পাইলে আরও বেশী করিয়া দুদিন নবাবী করিবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার কথামত কাজ করিয়া দেখ, লোকটার প্রকৃতপক্ষেই উপকার হইবে।" ভক্তিমতী ব্রাহ্মণপত্নী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকার থলিটী কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে সূত্রধরের উঠানে অলক্ষ্যে রাখিয়া আসিলেন। সূত্রধর যখন ঐ থলিটী পাইয়া টাকা গণিয়া দেখিল যে ৯৯টী আছে তখন উহার একশত পূর্ণ করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল। সে খরচের বাড়াবাড়ি কমাইয়া একটী টাকা কয়েকদিন মধ্যেই জমাইল। তখন আবার সঞ্চিত ধনকে

১০১ করিতে ইচ্ছা হইল। এইরূপে মিতব্যয়িতা অভ্যস্ত হইয়া পড়ায় সূত্রধর মদ্যপান ত্যাগ করিল; ছেলেপিলের জন্য সঞ্চয় আরম্ভ করায় তাহাদের উপরও যত্ন বাড়িল। উহারা যাহাতে পৈতৃক ব্যবসায় ভাল করিয়া শিখে অল্প বয়স হইতেই তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল; এবং লোকটা অধিক মজুরী পাইবার চেষ্টায় নিজেও দিন দিন ভাল কারিগর হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছুকাল পরে উহার প্রায় ৪০০ টাকা জমিলে ধনী ব্রাহ্মণ উহাকে সেই ৯৯টী টাকা দেওয়ার কথা জানাইলেন। কৃতজ্ঞ সূত্রধর বলিল "দেবতা এবং ব্রাহ্মণেই অহৈতুকী কৃপায় এরূপ দূরদৃষ্টির সহিত বুদ্ধিহীন দরিদ্রের স্থায়ী উপকার করিতে পারেন!" সপরিবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সূত্রধর ৯৯টী টাকা ফেরত দিলে ব্রাহ্মণ ঐ টাকা গ্রামের দীর্ঘিকার পঙ্কোদ্ধারের জন্য চাঁদা দিলেন এবং সূত্রধরকে দিয়া তাহার নিজের সঞ্চিত ধন হইতেও ঐ কার্য্যে কিছু দেওয়াইয়া বলিলেন— "মিতব্যয়ের সহিত সদ্ব্যয়ের যোগ রাখিলেই গৃহস্থের মঙ্গল। কার্পণ্যেও মঙ্গল নাই এবং অমিতব্যয়েও মঙ্গল নাই।"

১৪১। সহানুভূতি আব্রাহাম লিনকনের।

মার্কিন যুক্তরাজ্যের সভাপতি আব্রাহাম লিনকন যখন একটী দোকানে সামান্য চাকুরী করিতেন এবং অপরের পুস্তক চাহিয়া লইয়া তাহা রাত্রে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তিনি একদিন এবটেণ্ট নামক একব্যক্তিকে দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাষ্ঠ ছেদন করিতে দেখেন। লোকটীকে একান্ত শ্রান্ত দেখিয়া দয়ালু ও সবলশরীর আব্রাহাম উহার হাত হইতে কুঠারি গ্রহণ করিয়া কাঠগুলি স্বহস্তে কাটিয়া দিলে ঐ দরিদ্র শ্রমজীবীর তাহাতে দুই দিনের মত আহার্য্যের পয়সা হইয়াছিল এবং তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় সরস হইয়াছিল।

১৪২। সহানুভূতি কেরাণী পদ্মলোচন।

পদ্মলোচনের নিবাস বালী গ্রামে। তিনি ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বোর্ড-অব-রেভিনিউ আফিসে চাকরী করিতেন। সাহেবেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসায় আফিসে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; অনেকে তাঁহাকে "লাট পদ্মলোচন" বলিয়া ডাকিত।

একবার আফিসের বড়সাহেব তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পঞ্চাশ টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু পদ্মলোচন বলেন, "সাহেব! আমি যে বেতন পাই তাহাতে আমার বেশ চলে। আপনি আমার বেতন না বাড়াইয়া আমার নিম্নস্থ অল্প বেতনভোগী কেরাণীদের মাহিনা কিছু কিছু বাড়াইয়া দিন।" সাহেব তাঁহার এই স্বার্থত্যাগে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার কথামতই কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৪৩। সহানুভূতি মহাত্মা মহম্মদের।

একদিন মহাত্মা মহম্মদ দেখিলেন একজন দাসী আটার মোট মাথায় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে। মহাপুরুষ জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে সে কোন ইহুদীর দাসী; ভারী মোট লইয়া যাইতে দেরী হওয়ায় প্রহারের ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে কষ্টে যাইতেছে। মহাত্মা তাহার মোট মাথায় লইয়া তাহার মনিবের নিকট সুপারিস করিতে গেলে, ইহুদী মহাত্মা মহম্মদের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

১৪৪। সহানুভূতির নির্ভীকতা বালকের।

ক্রীমিয়ায় রুসীয়দিগের সহিত যুদ্ধের সময় দশ বৎসর মাত্র বয়সের টমাস ফিপ নামক এক বালক গ্রেণেডিয়ার দলের বংশী বাদক ছিল।

যখন ইন্‌ক্যারম্যানের ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে তখন "ফিপ" পার্শ্ববর্ত্তী একজন সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত তৃষ্ণার্ত্ত সেনাকে বলিতে শুনিল "এ সময়ে যদি এক পেয়ালা চা পান করিতে পাইতাম!" বালকের করুণ অন্তঃকরণ ঐ সৈনিকের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সৈনিকদিগের ঝোলার মধ্যেই চা, জলের বোতল কেটলি প্রভৃতি থাকে। বালক অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টির মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া টুকরা টুকরা কাঠ সংগ্রহ করিয়া জল গরম ও চা প্রস্তুত করিল। একবার একটা গুলি তাহার টুপির উপরটা ভেদ করিয়া চলিয়া গেল; আর একটা গুলি তাহার কোটের আস্তিন ছিন্ন করিয়া দিয়া গেল—একবার তাহার স্কন্ধে অল্প আঘাত লাগিয়াছিল। কিন্তু অনন্যমনা করুণহৃদয় বালক কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আহত তৃষিত সৈনিকদিগকে উষ্ণ চা পান করাইয়া তৃপ্ত করিতে লাগিল। অনেক আহত সৈনিক তাহাদের আসন্ন মৃত্যুকালে বালকের এইরূপ যত্ন দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার মুখচুম্বন করিয়া অন্তরের সহিত তাহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিল।

১৪৫। সহানুভূতির সুখ ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা।

কোন সময়ে একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোক শীতের সন্ধ্যায় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতার নিকট ছিন্নবস্ত্রাবৃত শিশু সন্তানকে দেখাইয়া একখানি ছিন্নবস্ত্র প্রার্থনা করিয়া বলে—"এই শীতে ইহার গায়ে দিবার কিছুই নাই।" দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের জননী তখনই নিজের ব্যবহারের লেপখানি আনিয়া দরিদ্রাকে দিলেন এবং বলিলেন "এ শীতে কচিছেলের ছেঁড়া কাপড়ে শীত ভাঙ্গিবে না এবং প্রাণ থাকিবে না।" দরিদ্রা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগরের জননী লেপ বিলাইয়া দেওয়ার কথা কাহাকেও না বলিয়া সে রাত্রিটা রন্ধই ঘরে

উনানের নিকটে বসিয়াই কাটাইয়া দিলেন। পরদিন বিবরণ শুনিয়া তাঁহার জন্য শীতবস্ত্র সংগৃহীত হইল।

১৪৬। সাধারণের কার্য্য ও বন্ধুত্ব ওয়াশিংটন।

মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটন যখন মার্কিণ যুক্ত রাজ্যে প্রথম প্রেসিডেণ্ট তখন একটী সরকারী চাকরী খালি হয়। তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র ও ভক্ত কোন ব্যক্তি ঐ পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি মার্কিণ স্বাধীনতার যুদ্ধকালে এবং তাহার পরও, সর্ব্বদাই ওয়াশিংটনের নিকট থাকিতেন এবং সকল বিষয়ে যথাসাধ্য তাঁহার সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন। অন্যান্য কর্ম্মপ্রার্থীগণ মধ্যে একজন ওয়াশিংটনের বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন। উহাঁর রাজনৈতিক মতবাদ এক সময়ে ওয়াশিংটনের ঠিক বিপরীতছিল; কিন্তু তিনিও খাঁটি মানুষ ছিলেন। পদটী ওয়াশিংটনের শত্রুই পাইলেন, তাঁহার বন্ধু পাইলেন না।

কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা ওয়াশিংটন বলিয়াছিলেন "যাহাকে কাজটী দিলাম তিনি যে খুব কাজের লোক তাহা আমার সহিত উহাঁর বিরোধের সময়েই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। শৃঙ্খলার সহিত সাধারণের কার্য্য সম্পন্ন করিতে উনিই অনেক ভাল পারিবেন। আমার বন্ধু মানুষ ভাল; কিন্তু কাজের লোক হিসাবে উহাঁর অপেক্ষা অনেক নিরেশ। আমার বাড়ীতে আমার বন্ধু সর্ব্বেসর্ব্বা; কিন্তু যে সাধারণের কার্য্য ভাল করিতে পারিবে, সেই আফিসে অধিকতর আদরণীয়।"

১৪৭। সাধুর কার্য্য ধর্ম্মোপদেশ দান।

কোন সাধু প্রত্যহই কোন গ্রামে মাধুকরী জন্য যাইতেন। তথায় এক বাড়ীর গৃহিণী কখন কাহাকেও ভিক্ষা দিত না। গ্রামের লোকেরা

বলিত "ওখানে কেন যান? ও কখন কাহাকেও কিছু দিবে না।" সাধু শুধু হাসিতেন; যাওয়া ছাড়িতেন না। একদিন ঐ স্ত্রীলোক ঘর লেপিতে ছিল। সাধু গেলে ক্রুদ্ধ হইয়া হাতের ন্যাতা ছুঁড়িয়া সাধুকে মারিল! লোকে বলিল "আমরা কত বারণ করিলাম—আপনি শুনিলেন না; আজ তাহার ফল ফলিল।" সাধু সহাস্য বদনে উত্তর দিলেন "হাঁ, আজ থেকে ওঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, দান আরম্ভ হইল; উনি উপুড় হস্ত করিতে শিখিলেন!" সাধু ন্যাতাটী ভাল করিয়া ধুইয়া স্ত্রীলোকটিকে পরদিন দিয়া বলিলেন "মা! আমার এ কাপড়ে প্রয়োজন ছিল না; তাই ফিরিয়া আনিয়াছি। যে দিন সুবিধা হইবে মুষ্টি ভিক্ষা দিবেন।" স্ত্রীলোকটী সাধুর মাহাত্ম্যে কাঁদিয়া ফেলিল এবং তদবধি মুষ্টি ভিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। তখন সাধু অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন।

১৪৮। সুশিক্ষিতা রাজ্ঞী মেরী।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পত্নী রাজ্ঞী মেরীর পূর্ব্ব নাম ছিল প্রিন্সেস মে। ইহাঁকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বড়ই ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার পৌত্রবধূরূপে ঐ কন্যা একদিন রাজরাণী হন। মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পৌত্রের সহিতই বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল; তাঁহার অকাল মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পৌত্র জর্জ্জের সহিত বিবাহ হয়। এই সময়ে (মেডইন জর্ম্মণি) জর্ম্মণিতে প্রস্তুত শিল্পজাত ইংরাজী শিল্পের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় জর্ম্মণিতে উৎপন্ন সকল বস্তুর উপরই ইংরাজ সাধারণের একটু অপ্রীতি হইতে থাকে। জর্ম্মণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম বোয়ার প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে ডাঃ জেমিসনের পরাজয়ে যে হর্ষ প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে এবং জর্ম্মণির ক্রমাগত রণপোত বৃদ্ধিতে জর্ম্মণিকে ইংরাজ প্রাধান্যের বিদ্বেষ্টা বলিয়া অনেকেই

বুঝিতে পারেন। এজন্য কোন বৈদেশিক রাজকুমারী ইংলণ্ডের মহারাণী হন, ইংরাজ সাধারণের আর এরূপ ইচ্ছা ছিলনা। এদিকে বাছিয়া লওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে রাজবংশীয়া কন্যা ইয়ুরোপের কুলীন—নিবাস জর্ম্মণি ব্যতীত আর কোথাও নাই। যাহা হউক এবারে ইংরাজেরা তাঁহাদের যুবরাজের জন্য স্বদেশীয়া কন্যাই পাইলেন। জুলাই ১৮৯৩ রাজকুমার জর্জ্জ প্রিন্সেস মেরীকে বিবাহ করেন।

সাধারণের ঐ সময়ের মনোভাব বুঝিয়া সকলকেই প্রীত করিবার জন্য স্বদেশভক্ত ব্রিটিস রাজবংশের এই বিবাহে কোন প্রকার বৈদেশিক বস্ত্রই ব্যবহৃত হয় নাই! ইংলণ্ডের সিল্ক, ওয়েলসের ফ্ল্যানেল, স্কটলণ্ডের টুইড এবং আয়র্লণ্ডের লেস ব্যবহৃত হয়।

রাজ্ঞী মেরী বাল্যের সুশিক্ষায় প্রত্যহ বাইবেলের এক অধ্যায় নিয়মিতভাবে পাঠ করিতে অভ্যস্ত। তিনি সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন ও করান; অনেক গুলি ভাষা এবং চিত্রবিদ্যা ও সংগীত ভালই জানেন। নিজের ছেলেদের শিক্ষা বিধানেই অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। সার ল্যাণ্ডলে টোষ্টি তাঁহাকে সংগীত শিক্ষা দিয়াছেন। ভজন গীতেই তিনি আনন্দ বোধ করেন। স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা রাজ্ঞী মেরী স্ত্রীলোকের মধ্যে নূতন ধরণের বিরোধী। তাঁহার জামার হাতা কব্জা পর্য্যন্ত আইসে। তিনি বুককাটা পোষাক পরেন না। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে যান না।

রাজ্ঞী মেরী ও তাঁহার মাতা একবার কোন ভদ্রলোকের দাসীর সাহায্য জন্য তারের বেড়া টানিয়া তুলিয়া ঠেলাগাড়ি স্বহস্তে পার করিয়া দিয়াছিলেন। এক সময়ে একটী যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বালককে রাজ্ঞী মেরী স্বহস্তে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

রাজ্ঞী মেরী অধিক গহনা পরেন না। তাঁহার সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইলে রাজকুমার জর্জ্জ যে হীরার আংটী দিয়াছিলেন এবং বিবাহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে হীরার মালা দিয়াছিলেন তাহাই অধিক সময়ে পরিধান করিয়া বাহির হন। তাঁহার বিবাহের সময় তেইশটী ইংলণ্ডীয় কাউন্টীর (জিলার) স্ত্রীলোকেরা একত্রে চাঁদা তুলিয়া যে ৭ হাজার গিনি মুল্যের একটী মুক্তার মালা প্রীতি উপহার দিয়াছিলেন—তাহা এবং তাঁহার কলিকাতায় আগমন হইলে (১৯০৫) ভারতমহিলাদের উপহার স্বরূপে প্রাপ্ত মতির মালাটী তাহার বিশেষ আদরের সামগ্রী।

রাজ্ঞীর বড় ছেলেটীর জন্ম হয় ২৩।৬।১৮৯৪। ছেলেদের সাধারণরূপ ইংলণ্ডে প্রস্তুত বেশভূষা। উহারা চিড়িয়াখানা প্রভৃতি দেখিতে গেলে সাধারণ লোকের ন্যায় টিকিট কিনিয়া ঢুকিতে হয়। শৈশব হইতে কোনরূপ অযথা আদর ও সম্মান দেখাইয়া উহাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় না।

রাজ্ঞীর কন্যা রাজকুমারী জুবিলি (জন্ম ১৮৯৭) শৈশবে একদিন মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন "মা! তুমি পুতুল লইয়া খেলনা কেন?" রাজ্ঞী হাসিয়া উত্তর দেন "আমার পুতুলেরা চলে ফিরে, কথা কয়, ও তাদের মাকে খুব আদর করে! তোমরাই যে আমার পুতুল।" রাজ্ঞী মেরী যখন রাজ্যাভিষেকোৎসবের জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহিত এক গাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন সেই জয়ধ্বনিকারী জনসংঘকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। কোচ-বাক্‌স হইতেই সব ভাল দেখা যায়! এইরূপ দাঁড়ান রাজকীয় আদব কায়দার বহির্ভূত, কিন্তু উহাতে জনসংঘের সহানুভূতি তাহাদের স্বদেশী রাণীর প্রতি আরও বিশিষ্ট ভাবে আকর্ষিত হয়।

১৪৯। সেবকের দাবী মোগল সৈনিক।

কোন সময়ে একজন মোগল সৈনিক আর্থিক বিপদগ্রস্ত হইয়া দিল্লীর সম্রাট বাবর সাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে ঐ সৈনিকের জন্য ব্যবস্থা করিতে বলিলে সৈনিকের মনে হইল যে অনেক সময়ে বাদসাহদিগের কর্ম্মচারীরা অপরের উপকারের জন্য আদেশ সম্পূর্ণভাবে পালন করে না। সৈনিক বলিল "সম্রাট! যে পানিপথের যুদ্ধে আপনার সাম্রাজ্য লাভ হয়, তাহাতে আমি প্রতিনিধি দ্বারা যুদ্ধ করি নাই; অশ্বপৃষ্ঠে বর্ষাহস্তে সবেগে শত্রু-ব্যূহের উপর আপতিত হইয়া তাহা ভগ্ন করিয়াছি এবং নিজের স্কন্ধে খড়্গাঘাত সহ্য করিয়াছি।" সরল হৃদয় উদারমনা সম্রাট এই কথায় হাসিয়া ফেলিলেন, এবং ঐ সৈনিকের জন্য ব্যবস্থা নিজের হস্তেই লইলেন।

১৫০। সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার রাজ পুত্রের।

এক রাজপুত্র অতীব সুশ্রী ছিলেন। সকলের নিকট সৌন্দর্য্যের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে তাহার মতন সুন্দর আর কেহ নাই।

একদিন রাজপুত্র হরিণ শিকার করিবার জন্য বনে গমন করেন। বন হইতে ফিরিবার সময় দেখিলেন, এক সন্ন্যাসী একটা মড়ার মাথা লইয়া অনবরত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছেন। রাজপুত্র একটু ঠাট্টা করিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসী ঠাকুর! মাথাটায় কি দেখ্‌লেন?"

সন্ন্যাসী রাজপুত্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "মাথাটা রাজার কি ভিখারীর এবং সুশ্রীর কি কুৎসিতের তাহাই স্থির করিবার

জন্য দেখিতেছিলাম। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।" রাজপুত্রের অহঙ্কার দূর হইল।

১৫১। সৌভ্রাত্র রঘুমণি বিদ্যারত্ন।

নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণির ভ্রাতা রঘুমণি বিদ্যারত্ন উৎকৃষ্ট স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। দুজনেই যেমন সুপণ্ডিত তেমনি ভাল লোক ছিলেন। বিদায় আদায়ে উপার্জ্জনও যথেষ্ট হইত। শ্রীরাম শিরোমণির চারি পুত্র। রঘুমণির এক পুত্র। একদিন শ্রীরাম রঘুমণিকে বলিলেন "ভাই, আমাদিগকে পৃথক্ হইতে হইবে।" রঘুমণি কহিলেন, "সে কি দাদা? ভাইয়েতে ভাইয়েতে পৃথক! অন্য গৃহে যাহা হয় হউক, তুমি আমি পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত; লোকে কি বলিবে?" শ্রীরাম বলিলেন "তোমায় আমায় পৃথক্ হইতে বলি না। ছেলেদের বিষয় ভাগ করিয়া রাখা ভাল; নচেৎ ভবিষ্যতে উহাদের বিবাদ ঘটিতেও পারে।"

রঘুমণি বলিলেন "দাদা! তুমি যে যুক্তি দেখাইলে উহার উপর আমার কোন কথা চলে না। তুমি ছেলেদের ধন বিভাগ করিয়া দাও।"

শ্রীরাম শিরোমণি সমস্ত সম্পত্তি দায়ভাগ মতে দুই ভাগ করিয়া বিভক্ত সম্পত্তির দুইটী তালিকা প্রস্তুত করিলেন, এবং দেখিবার জন্য তাহার একখানি রঘুমণির হস্তে দিলেন। রঘুমণি তালিকা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "দাদা একি! তোমায় আমায় পৃথক্ হইলে, এইরূপ বিভাগ হইত বটে; কিন্তু আমরাত পৃথক্ হইতেছি না। বিষয় বিভাগ হইতেছে ছেলেদের জন্য।" শ্রীরাম বলিলেন "তবে তুমিই ভাগ কর।" রঘুমণি সমস্ত সম্পত্তি চারি অংশ করিয়া তিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিন অংশ এবং পুত্রকে এক অংশ দিলেন।

১৫২। স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত।

ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌সের নিকট কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার কন্যার গুণ বর্ণনা করিয়া বলেন "সে ল্যাটিন, গ্রীক এবং হিব্রু ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে পারে।" রাজা উত্তর দেন "এ সকল শিক্ষা অসাধারণ বটে; কিন্তু সূতা কাটিতে শিখিয়াছে কি?"

এক সময়ে অনেক লোকের সংস্কার ছিল যে স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষার প্রয়োজন নাই। হিন্দুশাস্ত্র কিন্তু কন্যাদিগকে সযত্নে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে বলিয়াছেন। ফলতঃ স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত পথ ভাবিতে গেলে দেখা যায় যে, সন্তানের শৈশবে এবং বাল্যে সুশিক্ষা ও সুপালন জন্য এবং গৃহস্থালীর সুব্যবস্থা জন্য কতকটা সাধারণ শিক্ষা স্ত্রীলোক মাত্রেরই থাকা উচিত এবং পূর্ণ মাত্রায় ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্ম সাধন স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই সমান পরিমাণে আবশ্যক।—নচেৎ মানব জন্মই যে বিফল হয়!

১৫৩। স্বজাতিপালনেচ্ছা ইংরাজের।

সিংহলের গবর্ণর সার ওয়েষ্ট রিজওয়ে একখানি জর্ম্মণ ষ্টীমারে বিলাত হইতে একবার কলম্বো যাতায়াত করিয়াছিলেন। ১৯১০। এই সংবাদ শুনিয়া মিঃ ওয়ানক্লিন নামক পার্লিয়ামেণ্টের একজন সভ্য উপনিবেশ সংক্রান্ত সচিবকে মহাসভায় প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কলম্বো দিয়া যে সকল ইংরাজ কোম্পানির জাহাজ যাতায়াত করে, বারান্তরে বিলাতে যাতায়াত সময় গবর্ণর বাহাদুরকে তাহার কোন একখানি ব্যবহার করিতে অনুরোধ করা হইবে কিনা?" উত্তরে সচিব বলিয়াছেন যে, "এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ অনুরোধ করিবার

প্রয়োজন দেখিতেছেন না; তবে কোন ইংরাজী ষ্টীমারাধ্যক্ষ গবর্ণর বাহাদুরের একটী প্রিয় কুকুরকে তাঁহার সঙ্গে রাখিতে দিতে না চাহাতেই এরূপ কথা উঠার কারণ ঘটিয়াছিল।”

মিসেস অ্যাসকুইথ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করায় তাঁহার স্বামী প্রধান মন্ত্রী মিঃ অ্যাসকুইথকে স্বজনের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। ১৯১০।

১৫৪। স্বজাতি প্রেম শ্রীরামপুরে দিনেমার।

শ্রীরামপুর সহর পূর্ব্বে দিনেমারদিগের অধীন ছিল। ডেনমার্ক-উহা ইংরাজদিগকে বিক্রয় করিলে পর, সমুদয় সঙ্গতি-সম্পন্ন শ্রীরামপুর-বাসী দিনেমার বাটীঘর বিক্রয় করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। কিন্তু দরিদ্র দিনেমারগণ তাঁহাদের সহিত চলিয়া যাইতে সক্ষম না হওয়ায়, স্বজাতি-প্রেমিক দিনেমারগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে কতক সম্পত্তি রাখিয়া যান এবং বলিয়া যান, যে যদি কখন কোন দিনেমার অর্থাভাবে একান্ত কষ্ট পায়, তবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেন সেই অর্থের সুদ হইতে তাহা-দিগকে সাহায্য করেন। অদ্যাপি হুগলীর কালেক্টরী হইতে শ্রীরামপুরের দরিদ্র ফিরিঙ্গিগণ সেই ধনভাণ্ডারের সাহায্য পাইয়া থাকেন।

১৫৫। স্বদেশভক্তি বৃদ্ধ ইংরাজের।

একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ইংরাজ মাদক নিবারিণী সভায় বক্তৃতা শুনিতে ছিলেন। মদ্য-পানের বাহুল্যে ইংলণ্ডের কত ক্ষতি হইতেছে—তাহার বর্ণনা শুনিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সকল ইংরাজেরই মদ্যপান ত্যাগের প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করা উচিত। তিনি বক্তৃতা শেষে প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা

এবং তাঁহার ডাক্তার নিষেধ করিয়া বলিলেন "যেরূপ অতি অল্প পরিমাণ মদ্য আপনি আহারের পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা আপনার অভ্যাস ও স্বাস্থ্য হিসাবে অন্যায্য নহে। এখন হঠাৎ একেবারে উহা ছাড়িয়া দিলে শরীর রক্ষা হইবে না।" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "যে কার্য্য করায় দেশের মঙ্গল তাহা সকলকেই করিতে হইবে। অন্ততঃ আমি তাহাতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিব না।" ডাক্তার বলিলেন "তাহা হইলে আপনার শীঘ্রই মৃত্যু হইবে।" বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন "দেশের উপকারী কোন সৎকর্ম্মে আমার মরিতে ভয় করা উচিত ?"

১৫৬। স্বধর্ম্মীপ্রেম পারেল বিদ্যালয়।

শ্রীযুক্ত জষ্টিস নারায়ণচন্দ্র ভারকর নিম্নশ্রেণীর উন্নতি বিধায়িণী ('ডিপ্রেস্‌ড ক্লাসেস্ মিশন সোসাইটী অফ ইণ্ডিয়া) সভার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ১৯১১। আফিসের ঠিকানা গিরগাও বোম্বাই। এই সভা ১৯০৬ অব্দে শ্রীযুক্ত ভি, আর, শিণ্ডে নামক একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যুবকের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিরূপ ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক খৃষ্টীয় মিসনরিগণ লণ্ডনের অপরিসর গলির মধ্যে পশুবৎ দুষ্ট প্রকৃতিক অশিক্ষিত দরিদ্রদিগের সুশিক্ষা এবং উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন শ্রীযুক্ত শিণ্ডে ইংলণ্ডে মিশনরি কলেজে অধ্যয়ন করার সময় তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া এদেশীয় অন্ত্যজদিগের সুশিক্ষা ও উন্নতি জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

সমগ্র ভারতে আদিমের এবং অন্ত্যজের সংখ্যা পাঁচ কোটির অধিক ! বর্ত্তমানকালে উচ্চশ্রেণীর সকল ভারতবাসীর কায়, মন, ধন, বাক্য ও ব্যবহারে ইহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টাই সর্ব্বপ্রধান জাতীয় কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী ও গোস্বামীরা পূর্ব্বে অন্ত্যজের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া দিয়াছেন। এখন

শৃঙ্খলাসহ সকলেরই উহাতে কোন না কোন রূপে লিপ্ত হওয়ার সময় আসিয়াছে।

শ্রীযুক্ত শিণ্ডে যখন প্রথম এই নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষাদান আরম্ভ করেন তখন উহারা মনেও স্থান দিতে পারে নাই যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু কেহ উহাদের সংস্পর্শে স্বেচ্ছায় আসিতেছেন। উহারা মনে করিয়াছিল যে নিশ্চয়ই উনি কোন প্রচ্ছন্ন খৃষ্টীয়ান মিসনরি হইবেন এবং সেজন্য উহারা তাঁহার সহিত মিশিতেই চাহে নাই। কতটা অবজ্ঞা ও ঘৃণা নীরবে সহ্য করিয়া যে, আমাদের নিম্নশ্রেণীর "অস্পৃশ্য অন্ত্যজ" নামধেয় হিন্দুভ্রাতাগণ পরধর্ম্ম গ্রহণ হইতে বিরত রহিয়াছেন তাহা এই ঘটনায় অনুভূত হইয়া সকলেরই চক্ষে জল আসা উচিত!

বোম্বাই সহরের পারেল নামক বিভাগে শ্রীযুক্ত শিণ্ডে একটী বিদ্যালয় খুলিয়া অন্ত্যজদিগকে সেলাই, পুস্তক বাঁধাই, ছবি আঁকা, কুস্তি, ধর্ম্ম ও নীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন। তিনি ছাত্রদের নাম কীট, বিড়াল, শূকর, কেন্নুই, মাছ প্রভৃতি হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণ হিন্দুর ন্যায় নামকরণ করিতেছেন।

১৫৭। স্বাবলম্বনের উপদেশ ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

একদিন কর্ম্মাঠার রেলওয়ে ষ্টেসনে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার বাবু একটী ছোট ব্যাগ লইয়া ট্রেণ হইতে নামিবার সময় "কুলি কুলি" বলিয়া ডাকিতেছিলেন। একজন সামান্য বেশধারী ব্যক্তি বাবুর ব্যাগটী তাঁহার হাত হইতে লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে বাবুটীর জন্য রক্ষিত পাল্কীতে তুলিয়া দিলে বাবু দুইটী পয়সা দিতে গেলেন। তখন ঐ ব্যক্তি একটু হাসিয়া বলিলেন "ক্ষুদ্র ব্যাগটী লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন বলিয়া একটু সাহায্য করিলাম; পারিশ্রমিক দিতে হইবে না; আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর।” বাবুটী লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং বলিলেন, “লোকোপকার আপনার জীবনের ব্রত ; আপনি দয়ার সাগর। আমার যে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তাহাই আজ আমাকে দিলেন ; স্বহস্তে কার্য্য করিতে আর কখন সঙ্কুচিত হইব না।”

১৫৮। হিন্দুর রাজভক্তি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে।

সম্রাট আরঞ্জিব কোন সময়ে বিক্রমসিংহ নামক একজন রাজপুত সর্দ্দারের বীরত্বে এবং বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন “তোমার মত লোকের হিন্দু থাকিতে নাই ; মুসলমান হইলেই আমি তোমাকে একবারে একটী প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব দিব।” রাজপুত বীর বিনীতভাবে উত্তর করেন “শাহেন শা! আমার রাজভক্তি হিন্দুধর্ম্ম প্রসূত ; হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিলে আমার আর আপনার শরীরে অষ্ট দিক্‌পালের সমাবেশে বিশ্বাস থাকিবে না ; তখন আপনি কেমন লোক, আপনার কার্য্য কলাপ কিরূপ, এ সকল কথা আমার মনে উঠিতে পারিবে। আরও দেখুন, আমি যদি একটা উচ্চপদের জন্য আমার ইষ্টদেবতার সেবা ত্যাগ করিতে সক্ষম হই, তবে আরও কম লোভের কারণে পার্থিব প্রভু আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব নাকি ?”

১৫৯। ক্ষমা সার ওয়াণ্টার র‍্যালে।

একদা একজন হঠকারী যুবক বাহাদুরীর জন্য একটা ছুতা ধরিয়া রাজ্ঞী এলিজাবেথের সমাদৃত মহাবীর সার ওয়াণ্টার র‍্যালেকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। ঐ সময়ে ইংলণ্ডের ভদ্রলোকেরা সর্ব্বদাই তরবারি বাঁধিয়া বেড়াইতেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধ অস্বীকার করা তখন ঘোর কাপুরুষতার

লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত। সার ওয়াল্টার র‍্যালে ঐ যুদ্ধে অস্বীকৃত হইলে সেই অভদ্রাচারী যুবক "কাপুরুষ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহার মুখে থুৎকার দিল। তরবারি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত র‍্যালে এ প্রকারে অবমানিত হইয়াও ধীরভাবে বলিয়াছিলেন "আমি যেমন রুমাল দিয়া অনায়াসে তোমার এই থুৎকার পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম, সেইরূপ অম্লানচিত্তে যদি আমার হৃদয় হইতে তোমার শোণিত মুছিয়া ফেলার এবং অকারণ নরহত্যার পাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমি এখনই তোমার সহিত দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতাম।

১৬০। ক্ষিপ্রকারিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী বনগ্রাম ইংরাজী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত; নদীয়ার পাকা টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন; বয়স ৩৫ বৎসর। (১৪।১১।১৯১০)। রাত্রি আটটার সময় স্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকা কালে গ্রামের প্রান্তস্থ এক গোয়ালিনীর বাটী হইতে উচ্চ আর্ত্তনাদ শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তথায় গিয়া দেখিলেন, একটা চিতাবাঘ গোয়ালিনীর একটা বাছুরকে ধরিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি একটা বংশখণ্ড তুলিয়া লইয়া এবং উহা দুই হস্তে ধরিয়া ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে সজোরে আঘাত করিলে বাঁশটা ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু আহত ব্যাঘ্রটাও পলায়ন করে। পণ্ডিত মহাশয় অনেকটা দূর হইতে গিয়াছিলেন; নিকটবর্ত্তী লোকেরা যেন কতকটা হাত পা হারা হইয়া চীৎকার মাত্র করিতেছিল।

নির্ঘণ্ট।

সংখ্যা। বিষয়

১। সমবায়ের শক্তি সঞ্চয়, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

২। অচৌর্য্য, ইব্রাহিম আধম

৩। অধ্যবসায়, বোপদেব

৪। অনুশীলন, সত্তারক্ষার

৫। অন্নদোষ, রাজার গুরুর

৬। অবিশ্বাসে ক্ষোভ, মূরের

৭। অশুচি, ক্রোধে

৮। অসম সাহস, দয়ার্দ্রের

৯। অসুবিধা, মার মুখোর

১০। অহংভাবের নিঃশেষ, ইব্রাহিম আধম

১১। আত্মপরীক্ষা ও প্রায়শ্চিত্ত, লয়েছ

১২। আত্মোৎসর্গ, যোগেন্দ্রনাথ

[আদর্শ উকিল ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়] ১২০

১৩। ইয়ুরোপীয় সভ্যতা, আংশিক

১৪। ইংরাজের মাহাত্ম্য, মিঃ ফক্স্ ও নেপোলিয়ান

১৫। ইংরাজের সৌভ্রাত্র, মিঃ গ্যারেট

১৬। উচ্চ ফকীরী মত, অদ্বৈতবাদ

১৭। উৎকর্ষের কারণ, তন্ময়তা

১৮। উদ্যম, নেপোলিয়ান

১৯। উদ্যম, সোয়ারো

সংখ্যা। বিষয়

২১। একাই একশত, লাটুর অভ্যর্ণ
২২। একাগ্র লোকনায়ক, ডরন্ ফোর্ড
২৩। কর্ত্তব্যজ্ঞান, ভাগলপুরের চর্ম্মকার
২৪। কর্ত্তব্য পরায়ণতা, ইংরাজ কাপ্তেন
২৫। কর্ত্তব্য পালন, নিষ্কাম
২৬। কর্ত্তব্যে নিমগ্নতা, রুসীয় অফিসার
২৭। কথার ঠিক, সার উইলিয়াম নেপিয়ার
২৮। কপটীর উদ্ধার, গদাধর ভট্ট
২৯। কর্ম্মের ক্ষয়, ভোগে
৩০। কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা, দেওয়ান জয় প্রকাশ লাল
৩১। কৃতজ্ঞের সমাদর, লোকমানের মনিব
৩২। কাজীর বিচার, আরব দেশে
৩৩। কাল প্রভাব, সেই আর এই
৩৪। ক্রোধের দমন, মহাত্মা হোসেন
৩৫। গুরুভক্তি, অর্জ্জুন
৩৬। চারি রত্ন, আফ্লাতুনের উপদেশ
৩৭। চোরের প্রতি দয়া, গদাধর ভট্ট
৩৮। জজের দয়া, গুডিভ
৩৯। জাতীয় ত্যাগ ও নির্ভরতা, মস্কোধ্বংসে
৪০। জুয়াচুরীর প্রচারে ক্ষতি, নাবের ও চোর
৪১। জ্ঞান ও অজ্ঞান, পরমহংসদেবের কথা
৪২। জ্ঞাতির ক্ষমা, মহাত্মা মহম্মদ
৪৩। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহ, ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়

সংখ্যা।	বিষয়
৪৫।	ঠাণ্ডা মেজাজ, চক্ষের ব্যবহারে
৪৬।	ঠোঁটে তেল, মিষ্ট বাক্যের জন্য
৪৭।	ডাকার মতন ডাকা, ভিক্ষুকের
৪৮।	তর্কে ধীরতা, বিশ্বনাথ শাস্ত্রী
৪৯।	তীব্র জনহিতেচ্ছা, কলম্বস
৫০।	তৃষ্ণার জল, সার ফিলিপ সিড্‌নি
৫১।	ত্যাগী কে? সন্ন্যাসীর উক্তি
৫২।	ত্রুটিস্বীকারে মহত্ত্ব, ওয়াশিংটন
৫৩।	দান, আসফ-উদ্দৌলার
৫৪।	দুর্ব্বলের রক্ষা, বার্কেন হেডে
৫৫।	দূরগামিত্ব, কার্য্যকারণের বিন্দু
৫৬।	দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা, রাজা ও মেষপালক
৫৭।	দৃঢ় কর্ত্তব্য বুদ্ধি, নেলসন
৫৮।	ধনে সুখ নাই, অ্যাষ্টর
৫৯।	ধর্ম্মজ্ঞান ও বিনয়, কাজী আবু ইয়ুসুফ
৬০।	ধর্ম্মব্যাখ্যা, পুনরুক্তির প্রয়োজন
৬১।	নিখুঁত কার্য্য, প্রধান মন্ত্রীর
৬২।	নিখুঁত হিন্দু বিচারক, রামশাস্ত্রী
৬৩।	নির্ভয়, জুলিয়স সীজর
৬৪।	নিরহঙ্কার, খলিফা ওমরের
৬৫।	নিরহঙ্কার, সোলেমান ফার্শী
৬৬।	নীরব দান, বিশপটেলরের কথা
৬৭।	ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি [illegible]

সংখ্যা। বিষয়
৬৯। পণ্ডশ্রম, খুঁৎ দেখায়
৭০। পণ্ডিতের সম্মান, হিন্দু মুসলমানের
৭১। পদগর্ব্ব, মার্কিণ করপোরালের
৭২। পদগর্ব্ব, রুসীয় মেজরের
৭৩। পরচর্চ্চার কারণ, কাজের অভাব
৭৪। পরনিন্দা, বাহ্য উপাসনাকারীর
৭৫। পরার্থ জীবন, আস্তর
৭৬। পরার্থ জীবন, হাতেমতাই
৭৭। পরীক্ষার দিন, জিরেন
৭৮। পরোপকারের সুখ, রামদুলাল সরকার
৭৯। পবিত্রতার উপায়, ঈশ্বর স্মরণ
৮০। পিতার যশ, ভদ্রতায় ··
৮১। পিতার সেবা, আস্কালনের বণিক
৮২। পুরুষকারে বিশ্বাস, নেলসন
৮৩। প্রকৃত অভাবের অনুপলব্ধি, ধর্ম্মের ষাঁড়
৮৪। প্রজার সুপালন, গবর্ণর চ্যাং
৮৫। প্রধানতম অভাব, সৎসঙ্গের
৮৬। প্রফুল্লচিত্ত, আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি
৮৭। বদরীকাশ্রমের রাস্তা, সূর্য্যমল
৮৮। বশ্যতা এবং মহত্ত্ব, গ্রাণ্ড ডিউক আলেক্‌সিস
৮৯। বালকের বীরত্ব, হ্যাভেলক
৯০। বিদ্যার গৌরব, বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাস
৯১। বিনয়, বৈষ্ণবের
৯২। বিপদে রাম নাম, রাজবৈদ্যের

সংখ্যা। বিষয়

৯৩। বিবেক বুদ্ধি, আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের
৯৪। বিশ্বাস, ইংরাজ বালকের
৯৫। বিশ্বাসের আকর্ষণ, মিঃ ফক্স
৯৬। বৈরাগ্যের সাধনা, সর্বদয়াল স্বামীজী
৯৭। ব্রাহ্মণ বিধবা, শূলপানির কন্যা
৯৮। ভক্তিমানের নম্রতা, ৺গণদেব
৯৯। ভগবৎ আরাধনা সহ চেষ্টা, দুইটী ছাত্র
১০০। ভগবানের চাকরী, ৺ চন্দ্রনাথ বসুর
১০১। ভ্রম নিরসন, ৺বঙ্কিম বাবুর
১০২। ভারতবাসীর প্রীতি, অপক্ষপাতে
১০৩। ভালবাসার সম্মান, ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১০৪। ভালবাসায় সত্যনির্ণয়, কাজীর বিচার
১০৫। মদ্য অপেয়, ডাইওজিনিসের কথা
১০৬। মনিবের ভালবাসা, তারাকান্ত
১০৭। মনঃ সংযোগ, নিউটনের
১০৮। মনুষ্যের জ্ঞানের অল্পতা, নিউটন
১০৯। মহত্ত্ব, প্রিন্স বাসরুদ্দিন
১১০। মাতৃভক্তি, মিঃ ওল্ডহ্যাম
১১১। মানবহিতকর জীবন, শেখ সাদি
১১২। মায়ার খেলা, শ্রীকৃষ্ণ নারদ সংবাদ
১১৩। মেজাজ ঠিক রাখা, পরসিগ্নি
১১৪। রাজভক্তি, জাপানী খুনীর
১১৫। রাজভক্তি, পঞ্চকোটে
১১৬। রাজার নিন্দা, পাগলামী

সংখ্যা। বিষয়
১১৭। রাঁকা এবং বাঁকা, নিষ্কাম ভক্তি
১১৮। লক্ষ্মীশ্রীর কারণ, মধুসূদন পাল
১১৯। লোভের প্রাবল্য, ফ্রাঙ্কলিনের উক্তি
১২০। আদর্শ উকিল, ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২১। শক্তির বৃদ্ধি, উৎসাহে
১২২। শক্তিহানি, মহারাষ্ট্রীয়ের
১২৩। শান্তিপ্রিয়ের রক্ষণ, সাকসন বিশপ
১২৪। শিক্ষায় একাগ্রতা, অর্জ্জুন
১২৫। শ্রুতিধর, ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন
১২৬। সৎপথেই শান্তি, ওয়াশিংটন ও নেপোলিয়ান
১২৭। সতীর ধন, সর্ব্বত্রই এক
১২৮। সত্যবাদী, বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থী
১২৯। সত্যরক্ষা, রাজকিশোর চৌধুরি
১৩০। সত্যাচরণ, ব্রাহ্মণ কুমার
১৩১। সদভ্যাস, ৺শিবশঙ্কর সিংহের
[সময়ের শক্তি সঞ্চয়, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়] ১
১৩২। সন্তানের শিক্ষা, ইংলণ্ডের রাজ সংসারে
১৩৩। সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, কপোত এবং উদাসীন
১৩৪। সরল বিশ্বাস, বালকের পত্র
১৩৫। সহধর্ম্মিণী, স্কুলের পণ্ডিতের
১৩৬। সময়ের মূল্য, ওয়েলিংটনের উক্তি
১৩৭। সময়ের মূল্য, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন
১৩৮। সাহস ও বিশ্বাস, ভক্তের
১৩৯। সংযম এবং স্বাবলম্বন, মার্কিন যুবকের

সংখ্যা।	বিষয়
১৪০।	সংযমে সাহায্য, নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা
১৪১।	সহানুভূতি, আব্রাহাম লিনকনের
১৪২।	সহানুভূতি, কেরাণী পদ্মলোচন
১৪৩।	সহানুভূতি, মহাত্মা মহম্মদের
১৪৪।	সহানুভূতির নির্ভীকতা, বালকের
১৪৫।	সহানুভূতির সুখ, ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা
১৪৬।	সাধারণের কার্য্য ও বন্ধুত্ব, ওয়াশিংটন
১৪৭।	সাধুর কার্য্য, ধর্ম্মোপদেশ দান
১৪৮।	সুশিক্ষিতা রাজ্ঞী, মেরী
১৪৯।	সেবকের দাবী, মোগল সৈনিক
১৫০।	সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, রাজ পুত্রের
১৫১।	সৌভ্রাত্র, রঘুমণি বিদ্যারত্ন
১৫২।	স্ত্রীশিক্ষা, প্রকৃত
১৫৩।	স্বজাতি পালনেচ্ছা, ইংরাজের
১৫৪।	স্বজাতি প্রেম, শ্রীরামপুরে দিনেমার
১৫৫।	স্বদেশভক্তি, বৃদ্ধ ইংরাজের
১৫৬।	স্বধর্ম্মী প্রেম, পারেল বিদ্যালয়
১৫৭।	স্বাবলম্বনের উপদেশ, ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৫৮।	হিন্দুর রাজভক্তি, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে
১৫৯।	ক্ষমা, সার ওয়াণ্টার র‍্যালে
১৬০।	ক্ষিপ্রকারিতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের

ভূদেব গ্রন্থাবলী।

পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	...	॥০
পারিবারিক প্রবন্ধ (৭ম সংস্করণ)	...	...	১৲
ঐ উপহার জন্য (৮ম) মুর্শিদাবাদী গরদে বাঁধাই		...	১॥০
সামাজিক প্রবন্ধ (৪র্থ সংস্করণ)	...	...	১॥০
আচার প্রবন্ধ (২য় সংস্করণ)	...	...	১৲
বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ)	...	...	॥০
বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ [তন্ত্রের কথা প্রভৃতি]		...	॥০
স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস	...	...	॥০
বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ	...	...	॥০
ঐতিহাসিক উপন্যাস [ষষ্ঠ সংস্করণ]	...	...	॥০
পুরাবৃত্তসার প্রথম ভাগ [পঞ্চদশ সংস্করণ]	...	...	৸০
ইংলণ্ডের ইতিহাস [ষষ্ঠ সংস্করণ]	...	...	॥০
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব [পঞ্চম সংস্করণ]	...	...	১৲
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান [সপ্তম সংস্করণ]	...	...	১৲

উপরোক্ত পুস্তকগুলি এবং সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী (।৵০) একত্রে আমার নিকট লইলে বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ডের দলিলের ছাপান নকল সহিত তিনখণ্ডে বাঁধান ১০৲ টাকায় দিব। ডাকমাশুল ও ভি পিতে পার্শ্বেল খরচা ৸০ মোট ১০৸০ পড়িবে।

বিশ্বনাথ (দাতব্য) ট্রষ্টফণ্ডের অপর পুস্তকাদি :—

[সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী	...	...	।৵০
সদালাপ নং ১	... ...	...	৸০
সদালাপ নং ২	... ...	..	৸০
সদালাপ নং ৩	... ...	...	৸০
অনাথবন্ধু [উপন্যাস]	... ...	...	১।০
নেপালী ছত্রি	... ...	...	৸০
এডুকেশন গেজেট—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য		...	২৲

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়।
বিশ্বনাথফণ্ডের কর্ম্মচারী,—চুঁচুড়া।

সদালাপ।

সদালাপ ।

তৃতীয় খণ্ড ।

ত্বমেবাশা হতাশানাং ভীতানামভয়ং সদা ।
ত্বং গতির্গতিহীনানাং পাহি নঃ করুণাময় ।।

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
সঙ্কলিত

—:০:—

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড কার্য্যালয়ে
প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য ।

[চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীরাজকুমার সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত]

মূল্য ৸০ বার আনা ।

ভূদেব গ্রন্থাবলী।

পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	॥০
পারিবারিক প্রবন্ধ (৭ম সংস্করণ)	...	১৲
ঐ উপহার জন্য (৮ম) সুন্দর মুর্শিদাবাদী গরদে বাঁধাই		১॥০
ঐ (হিন্দীতে)	...	১৲
সামাজিক প্রবন্ধ (৪র্থ সংস্করণ)	...	১॥০
আচার প্রবন্ধ (২য় সংস্করণ)	...	১৲
বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ)	...	॥০
বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ [তন্ত্রের কথা প্রভৃতি]		॥০
স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস	...	॥০
বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ	...	॥০
ঐতিহাসিক উপন্যাস [ষষ্ঠ সংস্করণ]	...	॥০
পুরাবৃত্তসার (গ্রীক রোম প্রভৃতি) [পঞ্চদশ সংস্করণ]		৸০
ইংলণ্ডের ইতিহাস [ষষ্ঠ সংস্করণ]	...	॥০
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব [পঞ্চম সংস্করণ]	...	১৲
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান [সপ্তম সংস্করণ]	...	১৲

উপরোক্ত পুস্তক গুলি এবং সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের মূল দলিলের নকল সহিত তিন খণ্ডে বাঁধান আমার নিকট লইলে ডাকমাশুল ও ভিপি খরচা সহিত মোট ১০৸০ পড়িবে।

বিশ্বনাথ (দাতব্য) ট্রষ্টফণ্ডের অপর পুস্তকাদি :—

ভূদেব চরিতং মহাকাব্যম্ (৺ মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি প্রণীত)			১॥০
[সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী	...	...	।৵০
অনাথবন্ধু [উপন্যাস]	...	...	১।০
সদালাপ নং ১ (এডুকেশন গেজেট হইতে পুনর্মুদ্রিত)		...	৸০
সদালাপ নং ২ ঐ	...	...	৸০
সদালাপ নং ৩ ঐ	...	...	৸০
নেপালী ছবি ঐ	...	...	৸০
শ্রীরাম চরিত্রের আলোচনা ঐ	...	...	।০
একাদশীতত্ত্বম্ (দেব নাগর অক্ষরে)	...	...	১৲
এডুকেশন গেজেট—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	...	...	২৲

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায়। বিশ্বনাথফণ্ডের কর্ম্মচারী,—চুঁচুড়া।

সদালাপ

১। ভারতবাসীর প্রায়শ্চিত্ত ৺ ভূদেব বাবুর কথা।

এক সময়ে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর ৺ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি গ্রীস রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন নাই, ইহার কারণ কি ? উত্তরে তিনি বলেন—"গ্রীক, রোমীয় এবং ইংরাজ এই তিনটী সুপ্রধান স্বদেশভক্ত জাতির ইতিহাসে ভারতবাসীর শিখিবার জিনিস অনেক আছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসত দুইটী প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস মাত্র !" ভারতবাসীর কি কি পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন—

(১) স্বধর্ম্মী বিদ্বেষ।—হিন্দু তাহার নিম্ন শ্রেণীকে অন্ত্যজ বর্ণ নাম দিয়া পশুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করিয়াছে। একজন ডোম বা মেথর উঠান দিয়া গেলে তথায় গোবর জল ছড়া দেওয়া হয়—একটা ছাগল আসিয়া তথায় মলত্যাগ করিলেও শুধু ঝাড়ু দিলেই চলে। অথচ হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্র বলেন, "সর্ব্বঘটে নারায়ণ" আছেন, এবং বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন "ব্রাহ্মণে এবং শ্বপাকে" সমদর্শন করিতে হয় ! আধুনিক কালের "সাধারণ" হিন্দু অন্ত্যজের সুখে দুঃখে, শিক্ষায় দীক্ষায় উদাসীন। ব্যবহারক্ষেত্রে হিন্দুর এই স্বধর্ম্মীবিদ্বেষের জন্য ভগবান তাঁহার অসীম কৃপায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্ম্মীপ্রেমিক জাতিকে—মুসলমানকে—শাস্তা ও শিক্ষকরূপে ভারতে প্রেরণ করেন। ইহাঁরা আহারে ব্যবহারে স্বধর্ম্মীর মধ্যে পণ্ডিতে এবং মূর্খে, স্থূল-

তাঁনে এবং ভিক্ষুকে প্রভেদ করেন না। ঈদের দিনে সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমান সহস্র সহস্র "একত্র" হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার বন্দনা করেন; ইহা কি সুন্দর দৃশ্য। অন্ত্যজ প্রভৃতি যতক্ষণ হিন্দুয়ানী মানে ততক্ষণই ঘৃণিত; উহারা যেই মুসলমান হয় অমনি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বলেন, "সেলাম মিয়া সাহেব।" তখন উহাঁদের বসিবার জন্য কাষ্ঠের চৌকী দিতে হয়! এই স্বধর্ম্মী বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্ত বহুশত বৎসর ধরিয়া মুসলমান রাজত্বে চলার পরে মহারাষ্ট্রে ও পঞ্জাবে ঐ দোষটা একটু কাটিয়াছিল। মোগলের সহিত ধর্ম্ম-যুদ্ধের সময়, বিবাহে ও ও আহারে বর্ণভেদ সত্ত্বেও, মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদিগের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রাধান্যের পথ উন্মুক্ত পাইয়াছিল। তাহাতেই হোলকার জাতিতে ধনগড় (ধাঙ্গড়), গাইকবাড় মেষপালক এবং সিন্ধিয়া জাতিতে 'কাহার' হইলেও আজ রাজতক্তে উপবিষ্ট লক্ষিত হইতেছেন। পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যেও সকল বর্ণের লোকই সিংহ পদবীধারী এবং বিবাহ সম্বন্ধে পার্থক্য রাখিয়াও দৃঢ় সম্মিলন-প্রাপ্ত।

(২) স্বদেশী-বিদ্বেষ।—ভারতবাসীদিগের মধ্যে বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী, পঞ্জাবী, নেপালী, কাশ্মীরী, হিন্দু, মুসলমান, প্রভৃতির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ। এই পাপের জন্য মহারাষ্ট্রীয় এবং শিখ প্রাদেশিকভাবের গণ্ডীর বাহির হইতে পারে নাই; সকলেই যে ভারত-মাতার সন্তান এবং তাহাদের ভালবাসার পাত্র ইহা বুঝিয়া স্বদেশী-প্রেমিক হইতে পারে নাই। শিখ সর্হিন্দ প্রভৃতি বড় বড় সহর বিধ্বস্ত করিয়াছিল; মহারাষ্ট্রীয় বাগি (অশ্বারোহী) নির্ম্মমভাবে রাজপুতানা ও বাঙ্গালা লুঠিয়াছিল এবং লুঠেরাই থাকিয়া গিয়াছিল—ভারতে একচ্ছত্র মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার অতটা সুবিধা পাইয়াও স্বদেশীপীড়ন পাপ জন্য তাহা করিতে পারিল না। এই স্বদেশী বিদ্বেষ পাপের ক্ষালন জন্য ভগবান স্বদেশ-প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ওয়েলশ, স্কচ, আইরিশ, ডিসেন্টার, প্রোটেষ্টাণ্ট, প্রেস-

প্রিটেরিয়ান, রোমান কাথলিক, প্রভৃতি ভেদ আছে, কিন্তু সকলেই দেশের কাজে একজোট। ক্লাইব একজন সামান্য ইংরাজ কেরাণী ছিলেন। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজকোষের ধনে উহাঁকে কেহ স্বদেশীদ্রোহী করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি অনায়াসে মিরজাফর প্রভৃতিকে ভাঙ্গাইয়া লইলেন। কোন একজন ইংরাজকে কিছু পাইতে দেখিলে সমস্ত জাতিই পরিতৃপ্ত হয়। এমন কি, সাধারণ ইংরাজ জুরি অনেক সময়ে ইংরাজ অপরাধীকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করার জন্য তাহাকে অন্যায্যভাবে "নটগিল্টী" (নির্দ্দোষ) বলিয়া নিজেরাই নরকে যাইতে প্রস্তুত! অতটা ভাল নয়; ধর্ম্মই সর্ব্বোপরি। কিন্তু ইংরাজের আগমনে ও সুদৃঢ় রাজ্যশাসনে সমগ্র ভারত যে একদেশ তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে; ইহাঁদের প্রদত্ত রেলপথে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধায় ভারতের আভ্যন্তরিক সম্মিলন সাধন দ্রুতবেগেই হইতেছে এবং ইংরাজ ভারতের ঐ একচ্ছত্র সম্মিলন সাধন করিয়া অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফলভাগী হইয়াছেন। ফলতঃ ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম্ম এবং বর্ণ-নির্ব্বিশেষে একটা "জাতীয় ভাব ও স্বদেশীপ্রেম" বিধিপ্রেরিত ইংরাজের রাজত্বকালেই সাধারণের মধ্যেও সুপরিস্ফুট হইতেছে এবং বহুকাল ইহাঁদের শাসনে থাকিয়াই ভারতবাসী উহা সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইবে। সকল ভারতবাসীরই মুসলমানের আদর্শে স্বধর্ম্মী-প্রেম ও ইংরাজদের আদর্শে স্বদেশী-প্রেম অনুশীলন করিবার খুবই সুবিধা ইংরাজদের আমলে হইয়াছে। কিন্তু পবিত্র ভারতভূমিতে স্বধর্ম্মের এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তি ভালবাসার পোষণ উপলক্ষ্যে অপর ধর্ম্মের বা অপর দেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হওয়া চলিবে না; উহা ভারতবাসীর প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং তাঁহার পক্ষে "জ্ঞানকৃত পাপ" হইবে। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতবাসী এখনও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদার, উচ্চ এবং আদর্শী আছেন।

২। অক্লান্ত দান — হাতেম।

আরব দেশের কোন ধনবান ব্যক্তি দরিদ্রদিগকে মুষ্টি ভিক্ষা দান করিতেছিলেন। একজন ফকির তথায় গিয়া হস্তপ্রসারণ করিলে দাতা ভিক্ষা দিলেন। ফকির তাহা ঝুলিতে রাখিয়া আবার হস্ত প্রসারণ করিল। দাতা ক্রোধান্ধ হইয়া ফকিরকে ভৎসনা করিলেন এবং উহাকে তাড়াইয়া দিতে প্রহরীকে আদেশ করিলেন। ফকির বলিল "হাতেমের দান দেখিয়াছি বলিয়াই পুনর্ব্বার ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম।" দাতা বলিলেন, "একথা কখন বিশ্বাস যোগ্য নহে যে, কোন ব্যক্তি একই ভিক্ষুককে একই দিনে পুনঃ পুনঃ দানপ্রার্থী হইতে দেখিয়াও তাহাকে সাদরে পুনঃ পুনঃ দান করে।" ফকির বলিল, "আমার সহিত গিয়া দেখিতে পারেন।" ঐ দাতা ফকিরের সহিত গেলে ফকির হাতেমের দান ভাণ্ডারে একদিন উপর্য্যুপরি চল্লিশ বার ভিক্ষা প্রার্থনা করিল এবং প্রতিবারেই সাদরে উহাকে ভিক্ষা অর্পিত হইল। দাতা ইহা দেখিয়া একান্তই লজ্জিত হইয়াছিলেন।

হাতেম অসামান্য দানবীর ছিলেন; তাঁহার আদর্শ অত্যুচ্চ। উহাঁর কথা শুনা থাকা ভাল; তাহাতে শীর্ণ দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির এক মুষ্টি ভিক্ষা মিলিবে এবং ভিক্ষা প্রার্থনায় কাহার "ক্রোধোদয়" হইতে দিবে না। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিক্ষাপ্রার্থীই অধিক।

"পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতা পিত্রোশ্চ পূজনং।
শ্রদ্ধা বলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্বিধং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

সুপাত্রে যথাযথ দানই উচিত; একজন অনেকবার লইলে সাধারণতঃ ভাণ্ডার খালি হইয়া অপরের অভাব পূর্ণ হইতে পারে না।

৩। অধর্ম্ম্য প্রতিজ্ঞা — রাজা হিরড।

রোমীয়েরা প্যালাষ্টাইন জয় করিয়া হিরডকে ইহুদীদিগের রাজা করিয়া

দিয়াছিল। হিরড রোমীয়দিগের নিকট একান্ত হীনতা স্বীকারপূর্ব্বক সকল বিষয়েই তোষামোদ করিত; কিন্তু প্রজাদিগের এবং অধীনস্থদিগের উপর তাহার অত্যাচারের ও নির্দ্দয়তার পরিসীমা ছিল না। কথিত আছে যে, এই হিরডই বেথলেহেমে ইহুদী বংশে ত্রাণকর্ত্তা যীশুখৃষ্টের জন্ম হইবে শুনিয়া তথাকার সকল শিশুকেই হত্যা করিয়াছিল। হিরডের পত্নী এবং পুত্রদিগের মধ্যে দুইজন তাহারই আজ্ঞায় হত হন। হিরডের বিলাসের এবং আড়ম্বরের সীমা ছিল না। একদিন কোন নর্ত্তকী গীতে এবং নৃত্যে তাহাকে মুগ্ধ করিলে হিরড বলে, "তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব।" নর্ত্তকী বলিল "মহারাজ! যদি আমার ঈপ্সিত বর দিতে চাহেন তাহা হইলে ব্যাপটিষ্ট জনের (ইনি ইহুদীদিগের শেষ ভবিষ্যদ্‌বক্তা এবং যীশুখৃষ্টের অবতার হওয়ার পূর্ব্বে হত হন) মুণ্ড একটা পাত্রে করিয়া আনিয়া দিতে হুকুম দিন।" উক্ত জন ব্যাপটিষ্ট অধর্ম্মচারীদিগের প্রতি তীব্র উক্তি করিতেন; সেজন্য নর্ত্তকী তাঁহার একান্ত বিদ্বেষ্টা ছিল। হিরডের জনকে খুন করার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু রক্ষীদের বলিল, "তাইত! হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি; এখন আর উপায় নাই, রাজার প্রতিজ্ঞাপালন হওয়া চাই; একটা পাত্রে করিয়া জনের মণ্ড আনয়ন কর।" অবিলম্বে নিরীহ ধর্ম্মোপদেশক জনের মুণ্ড সভামধ্যে আনীত হইল!

যে প্রতিজ্ঞা অধর্ম্ম্য নহে, যাহার পালনে অপরের বিশেষ ক্ষতি না হয়—তাহার পালনে নিজের সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি এবং অসুবিধা হইলেও (এবং তাহা বিবেচনা না করিয়া বা দায়ে পড়িয়া করিয়া থাকিলেও) অবশ্য অবশ্যই পালনীয়। ফলতঃ ধর্ম্মের রক্ষা জন্যই সত্য একান্তই পালনীয়; অধর্ম্ম্য কার্য্যে সত্য বদ্ধ হইলে সে বন্ধন আপনা হইতেই কাটিয়া আছে। "ধর্ম্মংচর" এবং "সত্যংবদ" এই দুই প্রধান বিধি সামঞ্জস্য রাখিয়া পালন করিতে হয়। কোন যুবক যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়া থাকে যে সে ডাকাতির দলে থাকিবে বা

গুপ্ত হত্যা করিবে—সে প্রতিজ্ঞা কি পালনীয়?' সকল ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সকল ভাল লোকে একবাক্যে বলিবেন যে ওরূপ প্রতিজ্ঞা কোন মতেই পালনীয় নহে।

৪। অধর্ম্মে উন্নতি অস্থায়ী।

রঘুনাথ রাও পেশোয়া এবং তাঁহার পত্নী আনন্দীবাই ক্রূরমতি এবং অধার্ম্মিক ছিলেন। পিতৃব্য রঘুনাথ রাওয়ের চক্রান্তে পেশোয়ার শরীররক্ষী সৈন্যগণের বিদ্রোহে পেশোয়া নারায়ণ রাও নিহত হইলে রঘুনাথ রাও মহাত্মা প্রথম বাজীরাও পেশোয়ার আসন কলঙ্কিত করিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। আনন্দীবাই সেই দিনই প্রকারান্তরে নারায়ণ রাওয়ের বিধবা পত্নীকে বধ করিলেন। তিনি অবিলম্বেই প্রচার করিয়া দিলেন যে মৃত পেশোয়ার পত্নী বলিয়াছেন যে তিনি স্বামীর দেহের সহিত সহমৃতা হইবেন! পতির এরূপ মৃত্যুতে বজ্রাহতা সতীর নিকট তখন সংসার শূন্য বোধ হইতেছিল; জীবনে স্পৃহা বা কোন কিছুরই জ্ঞান ছিল না; যখন পরিচারিকাদের মুখে শুনিলেন যে তাঁহাকে সরাইয়া নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য তাঁহার সহমৃতা হওয়ার কোন ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব্বেই অপরে সেই কথা রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছে, তখনই তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং বলিলেন "তাইত, এত দুঃখের ভিতর যে এত আনন্দের উপায় রহিয়াছে আমার পাপ মন তাহা দেখিতে পায় নাই! আমি সকলের সকল দোষ মার্জ্জনা করিলাম। দুজনে অশান্তি-শূন্য সেই আনন্দধামে অনন্ত মিলনে থাকার চেয়ে প্রকৃত পক্ষে কিছুই ত প্রার্থনীয় নাই। রাজরাণী ভিখারিণী হইয়া শত্রু পুরীতে অনাথা অবস্থায় থাকাতেই না কষ্ট!"

এই ক্রূরমতি দম্পতির—রঘুনাথ রাওয়ের এবং আনন্দ-বাইয়ের—পুত্র শেষ পেশোয়া বাজীরাও। তাঁহাতেই বংশ শেষ! তাঁহার অব্যবস্থিতচিত্তের, কুটিল

মন্ত্রণার এবং কপট ব্যবহারের ফলে রাজ্যনাশ হইল এবং কানপুরের নিকট বিঠুরে বন্দী অবস্থায় ইংরাজরাজের পেনসনে তাঁহার জীবন শেষ হইল।

ইহাঁরই দত্তক পুত্র রক্ত পিপাসু নানা সাহেব! পেনসন বন্ধ করার জন্য গবর্ণমেণ্টের উপরে তাহার ক্রোধ হইয়াছিল। মিউটিনির সময় নানা সাহেব বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা যত ইংরাজকে হাতে পাইয়াছিল তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র কন্যাসহ অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। কিন্তু ঐ মহাপাতকের ভার ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারে নাই! ইংরাজের রাজ্যও যায় নাই, ইংরাজের সংখ্যাও কমে নাই—পেশোয়া রঘুনাথরাওয়ের পৌত্রস্থানীয় নানা সাহেব পাপের ভরা পূর্ণ করিয়া সম্ভবতঃ নেপালের জঙ্গলে অনাহারে বা হিংস্র জন্তুর হস্তে মরিয়াছে!

ধর্ম্মই ধারণ করেন বা রক্ষা করেন। সকল জাতির, এবং সকল বংশের সকল কার্য্যের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হইবে।

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

—অধর্ম্মের দ্বারাও লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার দ্বারা ইষ্টলাভ করে, এবং শত্রুদের জয়ও করে; কিন্তু শেষে সমূলে বিনষ্ট হয়।

৫। অধীনস্থের প্রতি সহানুভূতি অ্যাবারক্রম্বি।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি যে ফরাসি সৈন্যদলকে মিসরদেশে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পদোন্নতি চেষ্টায় ফ্রান্সে চলিয়া যান, তাহাদিগকে ইংরাজ সেনাপতি সার রালফ অ্যাবারক্রম্বি ভারতীয় সিপাহীর ও ইংরাজ গোরার সম্মিলিত সৈন্যদল লইয়া আলেকজাণ্ড্রিয়ায় আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে ইংরাজদিগেরই জয় হয়, কিন্তু সেনাপতি সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন। একখানা কম্বল পাট করিয়া তাহার উপর আহত সেনাপতিকে ধরাধরি করিয়া

পোরাইয়া দিলে তাঁহার একবার একটু কষ্ট লাঘব বোধ হয়; কিন্তু তিনি তখনই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন দ্বারা জানিয়া লইলেন যে ঐ কম্বলখানি কোন্ রেজিমেণ্টের কোন্ সৈনিকের এবং আফিসরদের দৃঢ়ভাবে আদেশ করিলেন যে সন্ধ্যার সময়ই যেন সেই সৈনিক তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য তাহার কম্বলখানি পায়। ইহার কিছু পরেই ঐ সহৃদয় পুরুষ দেহত্যাগ করেন।

৬। অধ্যবসায় ৺ প্রতাপচন্দ্র রায়।

মহাভারতের বাঙ্গালা গদ্য সংস্করণ প্রথমে কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং পরে বর্দ্ধমানাধিরাজ ৺ মহাতাপচন্দ প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। উভয়েই ঐ কার্য্যে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। নির্ধন প্রতাপচন্দ্র রায় মহাভারতের ইংরাজী গদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতে শুধু তাঁহার উদ্যম মাত্র সম্বলে আরম্ভ করিলে রাজা মহারাজা জমিদার ও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁহার কার্য্যে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেকেই মনে করিয়া ছিলেন যে টাকা নষ্ট হইবে—কাজ শেষ হইবে না। প্রতাপচন্দ্রের একাগ্রতার জোরেই এত বড় কার্য্য সমাধা হয় এবং ঐ সাহায্য আকর্ষিত হয়। চুরানব্বই খণ্ডে অশ্বমেধ পর্ব্ব মুদ্রন শেষ হওয়ার সময় প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতী সুন্দরীবালাকে বলেন, "আমার শ্রাদ্ধকার্য্যে কিছু মাত্র ব্যয় করিও না; অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও মহাভারতটী সম্পূর্ণ করিও; তাহাতেই আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং আমার শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হইবে।" ইহার পর এক বৎসরেই ঐ গ্রন্থ প্রকাশ শেষ হইয়াছিল।

৭। অন্ত্যজের উন্নতি মুসলমান কৃতিত্ব।

ধর্ম্মজ্ঞানহীন একান্ত নিম্নস্তরের লোক যে ধর্ম্মই লউক না কোন তাহা-



শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ ।

I. A. School, Bowbazar Calcutta.

তেই একটু উন্নত হয়। উহাদের উন্নতি সম্বন্ধে মুসলমানেরাই আধুনিক ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন করিয়াছেন। ডোম, মুসহর বা অন্ত্যজ উড়িয়া বা হাড়ি বা ছুলে বেহারাগণ পাল্কী বহিবার সময় কিরূপ মুখ খারাপ করে এবং নদীয়া অঞ্চলে মুসলমান বেহারাগণ কিরূপে "গেল দিন, গেল দিন" বা "আল্লার নাম, আল্লার নাম" বলিতে বলিতে শরীর ও মন পবিত্র করিয়া পালকী বহন করে, ইহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের সুস্পষ্ট বোধ হই-য়াছে যে মুসলমানগণ ভারতে আসিয়া এখানকার অধিবাসীদের নিম্নস্তরে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা কতটা সভ্যতা এবং ভদ্রতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন! আধুনিক হিন্দুর এ বিষয়ে উত্তম বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন আছে; কাজটা যে তাঁহাদের নিজের।

৮। অন্ধবিশ্বাস বিবেকানন্দের কথা।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন শ্রীভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধীয় কথার উপলক্ষ্যে শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট সাকারবাদীদের বিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস (ব্লাইণ্ড ফেথ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তিনি বলেন—"আচ্ছা, অন্ধবিশ্বাসটা কাকে বলিস আমায় বোঝাতে পারিস? বিশ্বাসের আবার চক্ষু কি! হয় বল-ভক্তি-বিশ্বাস, আর নয় বল জ্ঞান। বিশ্বাসের ভিতর আবার কতক-গুলো অন্ধ আর কতকগুলোর চোখ আছে—এ আবার কি রকম?"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন "বাস্তবিকই সে দিন আমি ঠাকুরকে অন্ধ-বিশ্বাসের মানে বুঝাইতে গিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলাম; কোন মানেই খুঁজিয়া পাই নাই; সেজন্য সেদিন থেকে ও কথাটা বলা ছাড়িয়া দিয়াছি।"

৯। অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ গুরুর কথা।

একদেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কুলগুরু প্রত্যহ তাঁহার নিকট

নির্দ্ধারিত সময়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি নানা প্রকার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। এইরূপে অনেক বৎসর অতীত হইলে একদিন রাজা তাঁহার গুরুদেবকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার মুখে শুনিতে পাই যে রাজর্ষি জনক মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট একবার মাত্র সদুপদেশ পাইয়া এবং শুকদেব রাজর্ষি জনকের নিকট সাতদিন মাত্র উপদেশ পাইয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুবর্ষ আপনার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াও কিছুই জ্ঞানলাভ করিতে পারিলাম না কেন?" রাজগুরু শিষ্যের এই প্রশ্ন শুনিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন; মনে হইল বুঝি রাজা অন্য গুরু বাহাল করিতে চান! কোন সদুত্তর তখন স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আগামী কল্য আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

গুরুদেব বাটীতে আসিয়া চিন্তা করিয়া কোন উত্তর স্থির করিতে না পারিয়া রাজধানীর বাহিরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরের পূজারীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বৃদ্ধ দরিদ্র সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ সাধু মহাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট গিয়া সমস্ত বলিলে এবং কাতরভাবে সহায়তা প্রার্থনা করিলে তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন "আমি তোমার সহিত গিয়া ইহার উত্তর রাজাকে দিব।" পরদিন গুরু ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত রাজার নিকট গমন করিলে বৃদ্ধ বলিলেন "মহারাজ! যদি আমাকে এক ঘণ্টার জন্য অখণ্ড রাজশক্তি দেন তাহা হইলে আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।" রাজা স্বীকৃত হইলে ব্রাহ্মণ রাজ সিংহাসনে বসিয়াই রাজার হাত পা বাঁধিয়া একটী অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া রাখিবার হুকুম দিলেন। তখনই হাত পা এরূপ নির্ম্মমরূপে বদ্ধ হইল যে রাজা পরিত্রাহি ডাকিতে লাগিলেন। ক্ষণ বিলম্বে গুরুকে সেইরূপে বন্ধন করিয়া সেই ঘরেই ফেলিয়া দেওয়া হইল। দুজনেই বন্ধন যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন "গুরুদেব আমার হাতের বন্ধন একটু

আল্লা করিয়া দিন।" গুরু উত্তর করিলেন, "আমারও যে হাত পা বাঁধা, আমি আপনাকে কিরূপে সাহায্য করিব!" গুরু এই কথা বলিবামাত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কারাগারের দ্বার খুলিয়া ঐ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "মহারাজ! আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনারা নিজেরাই নিজেদের কথাবার্ত্তায় এইমাত্র স্থির করিয়াছেন; উভয়েই বদ্ধ। সেইজন্য সমস্তই মৌখিক; সুতরাং আসল কাজের কিছুই হয় না।"

১০। অভাবের প্রকৃত উপলব্ধি লিনকন।

বন্ধুদিগের প্ররোচনায় আব্রাহাম লিনকন যখন ইলিনইস প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করেন, সেই সময়ে সমবেত ভোটদাতাদিগকে তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা মাত্র বলেন :—

"প্রিয় মহাশয়গণ! আমার রাজনৈতিক মতবাদ সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্ট। আমি চাই যে, সকল বিষয়েই আমার দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি হয়। সেই জন্য আমি চাই জাতীয় ব্যাঙ্কের স্থাপনা এবং আমি চাই বৈদেশিক সর্ব্বপ্রকার পণ্যের উপর কড়া রক্ষণশীল শুল্ক গ্রহণ। কম সুদে টাকা পাইলে এবং বাহিরের চাপ হইতে রক্ষিত থাকিলে আমার দেশের দুর্ব্বল কৃষির এবং শিল্পের রক্ষা হইবে এবং দেশের উন্নতি সাধিত হইবে। আমি আর কিছুই চাই না। আমার কথাগুলি যদি পছন্দ হয় এবং আপনারা আমাকে ভোট দেন— ধন্যবাদ করিব; না দেন যাহা আছি তাহাই থাকিব।"

সুরক্ষিত ও সুপালিত ব্রিটিশ ভারতেও এখন ঠিক এই দুইটীরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং প্রকৃত অভাব। সরকারী উৎসাহে সর্ব্বত্র কৃষি ও শিল্প ব্যাঙ্ক স্থাপনা এবং আমদানীর উপর কড়া শুল্ক দ্বারা এদেশের দুর্ব্বল ও শৈশবাবস্থাপন্ন কল কারখানাগুলির রক্ষা ও উন্নতির অবসর প্রদান—ইহাই আমরা কাতরভাবে চাহিতেছি। আমাদের তৃতীয় প্রয়োজন আইনের বলে

আবাল বৃদ্ধবনিতার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার। আমরা কয়জনে ইহা সুস্পষ্ট বুঝি? "দেশের প্রকৃত প্রয়োজন কি?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে (১) কেহ বলিবেন আরও জন কতক দেশীয় লোকের উচ্চ কর্ম্মে নিয়োগ (উহা শোভার্থ বেশ, কিন্তু উপরোক্ত তিনটীর মত একান্ত প্রয়োজনীয় নহে)। (২) কেহ বলিবেন মুসলমানদের পৃথক নির্ব্বাচন ক্ষমতার প্রত্যাহার ("দেশীয়" কাহার হস্তে কোন অধিকার দিলেই কি তাহা আসলে সকল দেশীয়কেই দেওয়া হয় না! এক পা বাড়াইতে পাইলেই কি চলা সুরু বুঝায় না?)। (৩) কেহ বলিবেন কায়স্থদিগের ও ব্রাহ্মণদিগের চাকরীর সংখ্যা কমিয়া অপর জাতির এবং মুসলমানদের চাকরীর বৃদ্ধি (এইরূপ বিবাদ করিলেই এ সকল ছাড়িয়া অধিকতর সংখ্যায় "ইয়ুরোপীয়" নিয়োগের প্রয়োজন হয়!—শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ মাত্র লক্ষ্য করিয়া জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে "এ দেশীয়" কর্ম্মচারীর নিয়োগ প্রার্থনা করাই সঙ্গত)। (৪) কেহ বলিবেন একটা শিক্ষা সম্বন্ধীয় কর স্থাপন দ্বারা গ্রামে গ্রামে "ইংরাজী" স্কুল স্থাপন (যেন ছেলেরা ইংরাজী শিখিলেই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইবে!)। (৫) কেহ বলিবেন জমিদারী স্বত্ব সমস্তই গবর্ণমেন্টের কিনিয়া লওয়া এবং জমিদার শ্রেণীকে নিঃশেষ করা (যেন বাঙ্গালার বাহিরে প্রজার দৈন্য কম!)। (৬) কেহ বলিবেন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার (যেন তাহা স্থানীয় লোকের চেষ্টায় ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে করার কোনরূপ বাধা আছে—এখনই নিজেদের আয়ত্তে নাই!)।

১১। অমানিতা পরমহংস দেব

একদিন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তথায় যাইয়া উপস্থিত হন এবং পরমহংসদেবকে বাগানের মালী মনে করিয়া কতকগুলি যুঁই ফুল তুলিয়া আনিতে

আদেশ করেন। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে কতকগুলি ফুল আনিয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু পীড়িতাবস্থায় পরমহংসদেবকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমি করিয়াছিলাম কি? এঁকেই ত আমি ফুল তুলিতে বলিয়াছিলাম!"

১২। অযথা আড়ম্বরে অপ্রীতি বার্লো কূপ।

ভাগলপুরের কমিসনর বার্লো সাহেবের পুর্ণিয়া জিলায় আরারিয়া মহকুমা পরিদর্শন করিতে যাওয়ার সম্বাদ পূর্ব্বাহ্ণে পাইয়া তথাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺ গোপাল বাবু চাঁদার টাকায় দস্তুর মত প্রকাণ্ড ফটক, সালুর ধ্বজা, ও আলোকমালার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (১৮৮৩)। বার্লো সাহেব ঘোড়া চড়িয়া আসিতে আসিতে ঐ গেট দেখিয়া পাশ কাটাইয়া আরারিয়া-বসন্তপুরের দিগন্ত-বিস্তীর্ণ খোলা মাঠের ভিতর দিয়া ঘোড়া দৌড়াইয়া দিলেন এবং দক্ষিণ দিক দিয়া রাস্তা ধরিয়া না আসিয়া পশ্চিমদিক দিয়া কাছারীর নিকট গেলেন। সাজগোজ সব ব্যর্থ হইল! কাছারীর নিকট সামিয়ানার তলায় পল্লীগ্রামের জমিদার প্রভৃতি অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়াছিলেন। বার্লো সাহেব তথায় পৌছিয়া স্থানীয় মাইনর স্কুলের ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য খুসি হইয়া করিলেন এবং ভদ্রলোকদিগের সহিত অনেকক্ষণ কথা-বার্ত্তায় ব্যাপৃত রহিলেন। তাহার পর বলিলেন "এইরূপ কার্য্যই আমার ভাল লাগে; দশজন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় এবং ছেলেদের উৎসাহ দান। আলোক জ্বালা যেন না হয়। ফটক ও ধ্বজায় বৃথা অপব্যয় করা হইয়াছে। বাঁশ কাঠ তেল সলতে সব বিক্রী করিয়া বরং সে টাকায় আমার এখানে আসা উপলক্ষ্যে একটা ইঁদারা প্রস্তুত হউক।" চাঁদার টাকায় অগ্নি সংযোগ নিবারিত হইল এবং ইঁদারাটী খুব ভালই হইল।

রাজপুরুষদিগের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন তাঁহাদের নামে স্থায়ী সৎকার্য্যে যেমন হয় তেমন অন্য কিছুতেই হয় না। বড়লাট পত্নী লেডী ডফারিণের নাম এ দেশের যত লোকে তাঁহার নামের হাসপাতাল সংস্পৃষ্ট শিক্ষিতা ধাত্রীর ব্যবস্থা হইতে জানে ও জানিবে, গড়ের মাঠে অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি হইতে কি বড় বড় রাজপুরুষদিগের নাম সেরূপ জানে বা জানিবে? মিউটি নিতে বাজেয়াপ্ত জমিদারীর প্রত্যর্পণ জন্য অযোধ্যার তালুকদারদিগের ভক্তি-প্রসূত ক্যানিং কলেজ সহৃদয় লর্ড ক্যানিংএর নাম এবং নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা জন্য কৃতজ্ঞ বাঙ্গালীর স্থাপিত ইডেন হিন্দু হোষ্টেল সার আশলি ইডেনের নাম, সুসঙ্গতরূপেই জাগরূক রাখিতেছে। অকার্য্যে ধন নষ্ট করিতে নাই—"নাকার্য্যে ধনমুৎসৃজেৎ।"

১৩। অস্থায়ী বিষয়ে সুখ দুঃখ নাই।

আরবদেশে কোন ভদ্র সন্তান ভাগ্য বিপর্য্যয়ে শত্রু হস্তে পতিত হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হন। তাঁহার মনিব বড় নির্দ্দয়হৃদয় ছিল; তাঁহাকে সমস্ত-দিনই কঠোর ক্ষেত্রে পরিশ্রম করাইত। একজন বণিক মধ্যে মধ্যে ঐ গ্রামে উষ্ট্রে করিয়া জিনিস পত্র আনিয়া বিক্রয় করিতেন। তিনি সুন্দরমূর্ত্তি ঐ যুবকের কঠোর পরিশ্রম দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন "তোমার বড় কষ্ট!" যুবক বলিলেন "যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহাতে আর কষ্টই বা কি আর সুখই বা কি?"

কয়েক বৎসর পরে বণিক তথায় আসিয়া দেখিলেন যে সেই বৃদ্ধ মনিবের মৃত্যু হইয়াছে; মনিবের ভাগ্যবিপর্য্যয় হওয়ায় যুবক দাসত্বমুক্ত; তিনিই এখন অনেক পরিশ্রমে প্রভুর পত্নীর এবং তাঁহার শিশু পুত্রের ভরণ পোষণ করিতে-ছেন। এবারেও বণিকের জিজ্ঞাসায় যুবক সেই উত্তরই দিলেন—"যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহাতে সুখই বা কি আর কষ্টই বা কি?"

দুই বৎসর পরে বণিক আসিয়া দেখিলেন যে ভূতপূর্ব্ব দাস ঐ অঞ্চলে এক-জন প্রধান লোক হইয়াছেন ; তাঁহার অধীনে অনেক লোকজন। কয়েকটী গ্রামের লোকে উহাঁকে সর্দ্দার মনোনীত করিয়া ঐ অঞ্চলের দস্যুদলের সম্পূর্ণ দমন করিয়াছে এবং উহাঁকে জমি জমা দিয়াছে। তখনও বণিকের সুখ দুঃখ সম্বন্ধীয় প্রশ্নে সেই ভূতপূর্ব্ব-দাসের সেই উত্তর। আরও কয়েক বৎসর পরে বণিক সেই গ্রামে আসিয়া জানিলেন যে সেই ভূতপূর্ব্ব ক্রীতদাস তখন সেই রাজ্যের রাজা হইয়াছেন ; যুদ্ধে বিশেষ সাহায্য করায় তিনি রাজার জামাতা ও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ঐ রাজার নিকটে গিয়া বণিক বলিলেন "এবার ত সুখী হইয়াছেন ?" রাজা উত্তর দিলেন "যাহা পূর্ব্বে ছিল না পরে থাকিবে না, তাহাতে সুখই কি আর দুঃখই বা কি !"

আরও কয়েক বৎসর পরে বণিক পুনর্ব্বার ঐ রাজ্যে আসিয়া জানিলেন যে সে রাজার মৃত্যু হইয়াছে এবং সুন্দর কবর প্রস্তুত হইয়াছে। বৃদ্ধ বণিক কবরের পার্শ্বে গিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন "কেমন এখন ত সুখে আছ ?" কোন উত্তর না পাইয়া বণিক্ ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা করিলেন "কৃপা করিয়া উত্তর দিবার অনুমতি হউক।" বণিক তখন সেই মৃত রাজার স্বরেই উত্তর শুনিতে পাইলেন "হাঁ এখন আর পরিবর্ত্তন নাই ; এখানে আমার সুখ দুঃখের অতীত শান্তির অবস্থা বটে। যে যেমন করিয়াছে এখানে সে তেমন অবস্থায় আছে ; তুমিও অল্পদিনেই আসিয়া নিজে দেখিবে।"

১৪। আত্মবলি কোড্রস।

গ্রীস দেশে পার্ণেসস্ পর্ব্বতের গাত্রে অ্যাপলো দেবের পূজার জন্য নির্ম্মিত ডেলফির সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের ভিতর একটী গর্ত্ত দিয়া ভূমধ্য হইতে এক প্রকার বাষ্প উঠিত। একখানি তিনপায়া টুলের উপর বসিবার স্থানের মধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া ঐ বাষ্প উঠিয়া গায়ে লাগিতে পারে এইরূপ ভাবে টুলটী ঐ গর্ত্তের

উপর বসান থাকিত। ৫০ বৎসরের অধিক বয়স্কা পবিত্র চরিত্রা কোন পুরোহিত কুলকামিনীকে দৈবাদেশ প্রাপ্তির জন্য উৎসর্গ করা হইত এবং তাঁহাকে ঐ সময়ে "পিথিয়া" নাম দেওয়া হইত। বসন্তকালে এক মাস মাত্র দৈবাদেশ প্রাপ্তির ব্যবস্থা ছিল। পিথিয়া ঐ সময়ে প্রাতঃকালে পর্ব্বত পাদ-দেশস্থ ঝরণার জলে স্নান করিয়া দেব পূজা সাঙ্গ করার পর পূর্ব্বোক্ত টুলে বসিয়া জপে মগ্ন থাকিতেন। পূর্ব্বোক্ত বাষ্পের গুণে এবং জপের মাহাত্ম্যে পিথিয়ারা অল্পক্ষণেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন এবং সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকিতেন। পুরোহিত উহাঁর অসংলগ্ন কথাগুলি সমগ্র লিখিয়া লইয়া তাহা গুছাইয়া বসাইয়া দৈবাদেশ জ্ঞাপন করিতেন। "ডেল্‌ফির অরাকেল" বা দৈবাদেশ প্রথম প্রথম কবিতায় প্রকাশিত হইত। পরে কেহ ঠাট্টা করিয়া বলে যে আপলোদেব বিদ্যার অধিষ্ঠাতা; কিন্তু তাঁহার নিজের ছন্দ-জ্ঞান বা কবিত্ব বোধ নাই! সেই অবধি গদ্যেই দৈবাদেশ প্রচারিত হইতে থাকে। সে যাহা হউক, সকল গ্রীক রাজ্যে ও গ্রীক উপনিবেশে ডেল্‌ফির দৈবাদেশে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

হকুঁলিশ গোষ্ঠীয় ডোরিক বীরগণ গ্রীসের দক্ষিণাংশ পিলপনিস উপদ্বীপের সমস্তটা অধিকার করিয়া স্পার্টা নগরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাহার পর এথেন্স আক্রমণ জন্য সমস্ত উদ্যোগ সম্পূর্ণ করিয়া ডেলফির মন্দিরে দৈবাদেশ জানিতে লোক পাঠান।

দৈবাদেশ হইল যে যদি উহারা এথেন্সরাজকে যুদ্ধে নিহত না করে—তাহা হইলে উহারা যুদ্ধে জিতিয়া চিরকালের জন্য এথেন্স অধিকার করিতে পারিবে; অন্যথায় সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবে। স্পার্টীয়েরা অবিলম্বে যুদ্ধ-যাত্রা করিল; প্রত্যেক যোদ্ধার প্রতি কঠোর আদেশ রহিল যে এথেন্সরাজের কেহ কেশাগ্র স্পর্শ না করে। এদিকে এথেন্সের সপ্তদশ রাজা মহাত্মা কোড্রস চরমুখে এই সম্বাদ পাইবামাত্র একজন সামান্য কৃষকের বেশে স্পার্টীয়

শিবিরে গমন করিলেন এবং তথায় একটা বিবাদ বাধাইয়া মারামারি আরম্ভ করিলেন। তিনি এইরূপে সহজেই জনৈক স্পার্টীয় যোদ্ধার হস্তে নিহত হইলে, প্রকাশ হইয়া পড়িল যে এথেন্স রাজ কোড্রস নিহত হইয়াছেন। এই ঘটনায় স্পার্টীয়দল একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িবামাত্র এথেন্সের সৈন্যদল উহাদের আক্রমণ করিল। সর্ব্বত্র বিজয়ী স্পার্টীয় সেনা ঐ দিন সম্পূর্ণরূপেই পরাজিত হইল!

এথেন্সবাসীরা ঐ স্বদেশভক্ত রাজার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া নিয়ম করিয়া ফেলিল যে অতঃপর এথেন্সে আর রাজা থাকিবেন না; কোড্রসের আসনে বসিবার উপযুক্ত মনুষ্য কেহ হইতেই পারে না!

১৫। আত্মবলি — দধীচি।

এক সময়ে বৃত্রাসুরের প্রতাপে ইন্দ্র স্বর্গ ভ্রষ্ট হইলে দেবগণ সর্ব্বত্র বিমর্দ্দিত হইতেছিলেন। বৃত্রাসুর কঠোর তপস্যা দ্বারা লৌহ, ধাতুদ্রব্য, কাষ্ঠ, বংশ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে অবধ্য হওয়ার বর ব্রহ্মার নিকট লইয়াছিল। দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশে ইন্দ্র উগ্রতপা দধীচি মুনির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার অস্থি প্রার্থনা করিলেন। এক সময়ে ইন্দ্র দধীচির তপস্যায় বিঘ্ন করিয়া বিশেষ শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহামনা আত্মত্যাগী দধীচি তখনই দেব সমাজের উপকারার্থে সানন্দে প্রাণত্যাগ করিলে, ইন্দ্র তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে নিহত এবং স্বর্গরাজ্য নিরুপদ্রব করিলেন।

কাহার কাহার মতে এই উপাখ্যানের দ্বারা বহু পূর্ব্বকালে—লৌহ ব্যবহারের অগ্রে—যে অস্থির দ্বারা অস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহাই সূচিত করিতেছে। কাহার বা এই উপাখ্যান পাঠে মনে হয় যে ধাতু নির্ম্মিত, কাষ্ঠ নির্ম্মিত, প্রস্তর নির্ম্মিত, বংশ নির্ম্মিত, সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র সম্বন্ধে সাবধান হইলেও

দুরাত্মাদিগের জীবন নিরাপদ নহে ; একখানা হাড়ের আঘাতেও প্রাণনাশ হইতে পারে ; সুতরাং অধর্ম্মাচরণ ও পরপীড়ন করা সঙ্গত নহে। সে যাহা হউক বহু-জন-হিতের জন্য সর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগের হিন্দু আদর্শ মহর্ষি দধীচি।

১৬। আর্ত্তে দয়া — গ্রেস ডারলিং।

ইংলণ্ড দেশে নর্থাম্বরল্যাণ্ডের উপকূলের নিকট অনেক জলমগ্ন পাহাড় থাকায় নাবিকদিগকে রাত্রে সতর্ক করিবার জন্য একটী লাইট হাউস আছে। তথায় অন্য কোন অধিবাসী ছিল না, কেবল আলোক দিবার জন্য ডারলিং নামক একজন কর্ম্মচারী সপরিবারে বাস করিত। ১৮৩৮ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ঝড়ের সময় ঐ লাইট হাউস হইতে আধ মাইল দূরে এক জলমগ্ন পাহাড়ে একটী জাহাজ ভাঙ্গিয়া যায়। প্রাতে দূরবীক্ষণ দিয়া ডারলিং দেখিলেন যে ভাঙ্গা জাহাজের এক অংশমাত্র জলমগ্ন শিলার উপর রহিয়াছে, অন্য অংশ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে কিন্তু রক্ষাপ্রাপ্ত অংশে দশ বার জন লোক রহিয়াছে। তাঁহার কন্যা গ্রেস ডারলিং ইহা দেখিয়া পিতাকে বলিলেন "ইহাদের রক্ষা করার জন্য আমরা কিছু না করিয়া বসিয়া থাকিব কিরূপে? সম্মুখে মনুষ্য সাহায্যাভাবে মরিবে তাহা কি দেখা যায়?" পিতা বলিলেন "আমাদের ডিঙ্গি লইয়া ওখানে যাওয়ার চেষ্টায় সাক্ষাৎ মৃত্যু। চারিদিকে মগ্ন শৈল এবং ঢেউএর জোর এবং উচ্চতাই বা কি!" কন্যার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শেষে উভয়ে ডিঙ্গি জলে নামাইলেন। কন্যার বয়স তখন ২২ বৎসর। তেমন সবল শরীরও নয় এবং সমুদ্রের একান্ত প্রশান্ত অবস্থা ব্যতীত গ্রেস কখন ডিঙ্গীতে উঠেও নাই। যাহাহউক ভগবানের কৃপায় করুণাময়ী গ্রেস এবং তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ডিঙ্গি লইয়া প্রতি মিনিটে মৃত্যুর সাক্ষাৎকার করিতে করিতে ভগ্ন জাহাজে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন এবং দশ জন লোকের প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কথা ঐ কৃতজ্ঞ লোক গুলির দ্বারা

ক্রমশঃ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িলে, ইয়ুরোপের নানাদেশ হইতে প্রশংসাপত্র মেডাল এবং চাঁদায় দশ হাজার টাকারও অধিক পুরস্কার গ্রেস ডারলিংএর জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা গ্রেস ডারলিং সেই নির্জ্জন দ্বীপ বা পিতৃকুটীর ত্যাগ করিয়া জনসমাজে কখন যান নাই। দয়ার আতিশয্যই তাঁহাকে নিজের বা পিতার বা মাতার কথা ভাবিতে তখন কোন অবসরই দেয় নাই এবং ঐ অসামান্য সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

১৭। ঈশ্বরে নির্ভর খোরাসানী যুবক ॥

খোরাসান দেশের কোন রাজার ভীষণ পীড়া হওয়াতে গ্রীসদেশীয় চিকিৎসকেরা রাজাকে কোন যুবকের পিত্ত ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন॥ রাজা এক সুস্থদেহ যুবকের দরিদ্র পিতা মাতাকে ডাকিয়া অনেক ধন দান করিয়া তাহাদের সন্তানের প্রাণনাশে সম্মতি পাইলেন! কাজি "রাজার আরোগ্যের জন্য প্রজার রক্তপাত বৈধ", এই ব্যবস্থা দিয়া উহার মৃত্যুর পরওয়ানা বাহির করিলেন! জল্লাদও উপস্থিত হইল। তখন সেই যুবক ঈষৎ হাসিতে হাসিতে একবার উর্দ্ধে দৃষ্টি করিল। রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এমন অবস্থায় হাসিবার কারণ কি?" সে বলিল—"সন্তান পিতামাতার চির-আদরের ধন; যদি সন্তানের প্রতি কেহ অন্যায় অত্যাচার করে, তাহা হইলে পিতা মাতাই তাহা কাজিকে জানান; কাজি প্রতিকার না করিলে শেষে রাজাকে জানান এবং তিনি সুবিচার করেন। আমার পিতা মাতা অর্থের লোভে আমাকে মৃত্যুমুখে দিয়াছেন, কাজিও আমার মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন এবং রাজার দৃষ্টি তাঁহার নিজের আরোগ্যের উপর। এমন অবস্থায় বড় দুঃখেই হাসি আইসে!" ইহা শুনিয়া রাজার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"এই নিরপরাধ যুবকের রক্তপাত করা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।" ইহার পর রাজা

যুবকের শিরশ্চুম্বন করিয়া ও প্রচুর ধন দিয়া তাহাকে বিদায় দিলে তাঁহার যে অন্তঃপ্রসাদ লাভ হইল তাহাতেই সে রাত্রিতে সুনিদ্রা হইল এবং ক্রমশঃ রোগ সারিয়া গেল।

১৮। উচ্চ সমাজে অনুদারতা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে :—"সংসারে যেমন বহু গবাশ্বাদি পশু একজন লোকের ভোগ্যবস্তু হয়, সেইরূপে বহু মনুষ্য পশু স্থানীয় হইয়া দেবতাদিগের ভোগ্যবস্তু হইয়া থাকে। বহু পশু থাকা সত্ত্বেও যেমন একটা গো কি অশ্ব অপহৃত হইলে আমাদের কষ্ট হয়—অনেকগুলি অপহৃত হইলে ত কথাই নাই—সেইরূপ দেবতাদিগেরও ইহা প্রীতিকর হয় না যে মনুষ্যেরা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়।"

স্বর্গের "সাধারণ" দেবতারাও তবে সাধারণ সমৃদ্ধিশালী মনুষ্যদিগেরই প্রতিরূপ! অনেক জমিদারেরা চাহেন না যে প্রজার পাকা ঘর হয় এবং লেখা পড়ায় উন্নতি হয়। ঐ শ্রেণীর জমিদারেরা মনে করেন যে তাহা হইলে প্রজারা মামলা মোকদ্দমা করিবে; তাঁহাদের দপ্‌দপা থাকিবে না। বৈদেশিক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে দেশীয়দিগের নিম্নস্তরের উন্নতিপ্রার্থী। যখন "সকল সমাজেই" কতক লোক অনুদার-প্রকৃতিক থাকেন, তখন দুখানা ইংরাজী কাগজে বা দু দশ জন ইংরাজের মুখে এ দেশীয় ভদ্রলোকদিগের রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধি সম্বন্ধে এবং স্কুল কলেজের এ দেশীয় ছাত্রদিগের উন্নতি সম্বন্ধে একটু অনুদারতা এবং বিরূপতা দেখিলে—"এরূপ হইয়াই থাকে"—বুঝিয়া আমাদের নিজেদের মনে আনন্দ অক্ষুণ্ণ রাখাই যুক্তিযুক্ত।

১৯। উন্মত্ত ভক্ত নারদ সংবাদ।

এক তপস্বী একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে বসিয়া জপ করিতেন।

লোকে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার জন্য আহার্য্য দিয়া যাইত। ইহা দেখিয়া একজন ভণ্ড বিনা পরিশ্রমে আহার করিবার লোভে তাঁহার নিকটস্থ একটি বট বৃক্ষমূলে গিয়া সেইরূপে বসিল। দেবর্ষি নারদ উহাঁদের দেখিয়া শ্রীভগবানের সমীপে গিয়া কৌতূহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে উহাঁদের কত দিনে মুক্তি হইবে। শ্রীভগবান বলিলেন উহারা যে যে বৃক্ষের মূলে বসিয়া আছে তাহাতে যত যত পত্র আছে উহারা যথাক্রমে তত তত বৎসর তপস্যায় মুক্ত হইবে। দেবর্ষি নারদ ফিরিয়া গিয়া উহাদের ঐ কথা বলিলে ভণ্ড তখনি উঠিয়া গেল এবং বলিল "এইরূপ আহারে ও শয্যায় অত বৎসর যাপন আমার দ্বারা ঘটিবে না।" ভক্ত তপস্বী মহানন্দে উত্তর করিলেন, "দেবর্ষি! আপনার কৃপায় আর আমার ভাবনা নাই। আমার কথা শ্রীভগবান একবার যখন স্মরণ করিয়াছেন এবং একটা সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন তখন আমি ধন্য। গাছটায় বড় জোর লক্ষ পাতা আছে। অনন্তকালের নিকট লক্ষ বৎসর কি একটা ধর্ত্তব্য সময়!" তপস্বী দৃঢ়ভাবে জপে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সমাধি হইতে আরম্ভ হইল। কয়েক মাস মধ্যেই শীতকাল আসিল। ভণ্ড একদিন ঐ দিক দিয়া যাইবার সময় দেখিল যে সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের সমস্ত পত্রই ঝরিয়া গিয়াছে! বৃক্ষমূলে সমাধিতে যোগাসনে বসিয়া তপস্বী দেহত্যাগ করিয়াছেন। মুখে তখনও কি প্রশান্ত আনন্দের ভাব! চারি দিকে লোকারণ্য! পুষ্প চন্দন ও বাদ্যভাণ্ডসহ আসিয়া বহু গ্রামের লোক তপস্বীর ভথায় সমাধির ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহার বট বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি করিয়া ভণ্ড দেখিল যে, সে গাছের কোন পাতাই ঝরে নাই!—বিশুদ্ধ ধ্যানযোগের সমাধিতে যতটা সময় যায় তাহার প্রতি মুহূর্ত্তই বৎসরাধিক সভক্তিক জপের অপেক্ষা গুরুতর!

২০। এক কথায় কদভ্যাস ত্যাগ ৺ স্বরূপ বন্দ্যোঃ।

কলিকাতা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে স্বরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক-জন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। ঐ সময়ের ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদিগের অনেকেরই ন্যায় স্বরূপচন্দ্রেরও পানদোষ বিশেষরূপ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মিষ্ট স্বভাব এবং অন্য অনেক গুণ ছিল বলিয়া পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বন্ধু বান্ধব লইয়া লেখা পড়ার চর্চ্চাতে অনেকটা সময় কাটাইতেন।

একদিন তাঁহার বাগানের আটচালা মেরামতের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি ঘরামীকে ডাকাইয়া বলিলেন—"শম্ভু! আমার এই ঘরখানি মেরামতের প্রয়োজন; আজই কাজে লাগ।" ঘরামী বিনীতভাবে বলিল "আমি পরশ্ব হইতে এই কাজে লাগিব; দুদিন অন্য স্থানে কাজ করিতে স্বীকৃত আছি।" স্বরূপ বাবু বলিলেন, "পরশ্ব লাগিবে এ কথা পাকা ত?" শম্ভু বলিল "মহাশয়! আমি মাতাল নহি যে কথার ঠিক থাকিবে না।" কথা-টীতে স্বরূপচন্দ্রের মনে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি বলিলেন "শম্ভু! মদ খাইলেই কি মিথ্যাবাদী হইতে হয়?" ঘরামী উত্তর করিল "মদ খাইলেই মনুষ্যত্বই যায়, কথার ঠিক কি থাকিবে!" স্বরূপচন্দ্র সেই ক্ষণেই সমস্ত মদের বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মদ্যপান ত্যাগ করিলেন এবং তদবধি শম্ভুর বিশেষ সমাদর করিতেন।

২১। একাগ্র সাধনা ও গুরুভক্তি একলব্য।

কুরুবংশীয়দিগের অস্ত্রশিক্ষায় গুরু দ্রোণাচার্য্য যখন কৌরব ও পাণ্ডব-দিগকে অস্ত্রশিক্ষা দেন, সেই সময়ে একদিন একলব্য নামে এক নিষাদ তাঁহার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিবার জন্য আইসে। অনেক অনুনয় বিনয় কাতরোক্তি

করিলেও দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে চণ্ডালজাতীয় বলিয়া অস্ত্র শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন না। একলব্য মনে মনে দ্রোণের উদ্দেশ্যে বলিল "গুরুদেব! হীন-জাতীয় বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিলে, কিন্তু আমি তোমাকেই গুরুত্বে বরণ করিয়াছি; তোমাকেই হৃদয়ে রাখিয়া তোমারই নিকট শিক্ষা করিয়া লইব!" দূরে থাকিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া একলব্য তথা হইতে চলিয়া গেল।

কিছুকাল পরে দ্রোণাচার্য্য একদিন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বাহির হন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি শিকারী কুকুর ছিল। কুকুরটা শব্দ করিতে করিতে একটা ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু তাহার পরই আর উহার ডাক শোনা গেল না। যখন বাহির হইয়া আসিল তখন দেখা গেল যে তাহার মুখবিবরে এরূপভাবে ও এরূপ লঘুহস্তে তীর প্রবিষ্ট রহিয়াছে যে উহার ডাকিবার ক্ষমতা মাত্র গিয়াছে মুখে আঘাত লাগে নাই। এরূপ অসামান্য শরক্ষেপকুশলী কে তাহা জানিবার জন্য গুরু দ্রোণসহ অর্জ্জুনাদি রাজপুত্রগণ বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিলে দীর্ঘাকৃতি কৃষ্ণকায় জটাবল্কলধারী একজন বীরমূর্ত্তি পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। শর প্রয়োগের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে দ্রোণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিল, "ঐ কুকুরটা আমার নিকট আসিয়া চীৎকার করিতে থাকায় আমার অস্ত্র শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতেছিল, সেইজন্য আমি শর দ্বারা উহার মুখ বুজিবার বা শব্দ করিবার উপায় রাখি নাই।" তখন দ্রোণাচার্য্য বলি-বলিলেন, "তোমার এ অস্ত্র প্রয়োগ কৌশল অদ্ভুত; এমন কি, আমার প্রধান শিষ্য অর্জ্জুনও এরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারেন না। আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি; আমার ইচ্ছা হইতেছে তোমাকে আলিঙ্গন করি। তুমি কে? আর এইরূপ অস্ত্রশিক্ষা কাহার নিকট পাইয়াছ?" একলব্য বলিলেন "দেব! আমি আপনার তিরস্কৃত শিষ্য সেই একলব্য। আপনি ভিন্ন এরূপ অস্ত্র শিক্ষার গুরু আর কে আছে? আমি আপনার নিকট

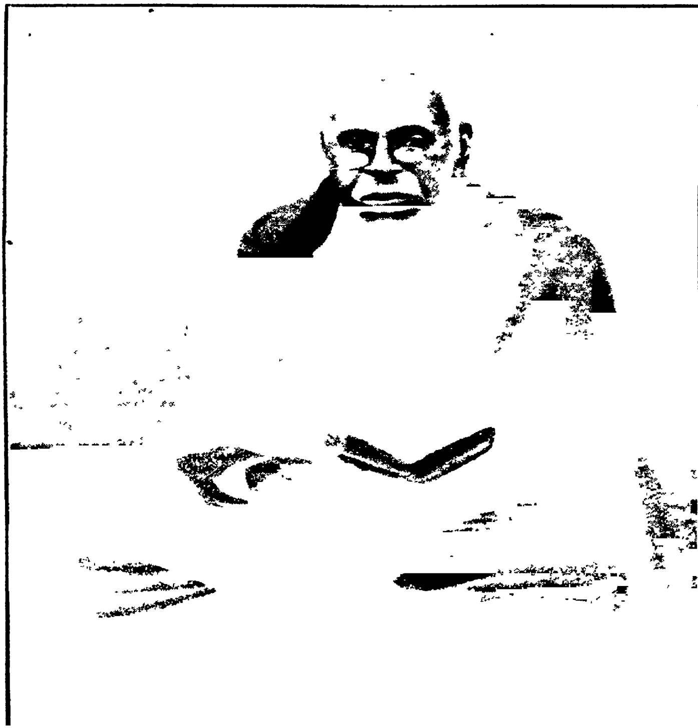
হইতে আসিয়া এই বনে কুটীর মধ্যে আপনার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত রাখিয়া অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া অস্ত্র কৌশল শিক্ষা করিতেছি। আপনিই আমার হৃদয়স্থ থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার কৌশল শিখিবার যুক্তি ও উপদেশ দিতেছেন! আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যে যদি আপনার সকল শিষ্য অপেক্ষা অস্ত্র প্রয়োগকুশল হইয়া আপনার প্রীতি উৎপাদন করিতে না পারি তাহা হইলে এ প্রাণ রাখিব না। আজ আমার সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।" কথিত আছে ক্রূরতাসহ দ্রোণাচার্য্য গুরু দক্ষিণায় একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ চাহায় একলব্য তাহাই সানন্দে কাটিয়া দিয়াছিলেন! এরূপ একান্ত ভক্তিমান এবং একাগ্রচিত্ত শিষ্যের আবির্ভাব ভারতেই হইয়াছিল।

২২। কর্ত্তব্য পালন ফিলিপ ও বৃদ্ধা।

মাসিডনের রাজা ফিলিপকে কোন বৃদ্ধা তাহার অভিযোগ শুনাইতে গিয়াছিল। তখন রাজকার্য্য সারিয়া রাজা সভাভঙ্গ করিয়া উঠিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন "আমার আর অবসর নাই।" বৃদ্ধা বলিল "তবে রাজা হও-য়ার অবসরও নাই!" ফিলিপ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বৃদ্ধার অভিযোগ শুনিয়া উপযুক্ত অনুজ্ঞা দিলেন। তিনি আর কখনও "সময় নাই" বা "অবসর নাই" বলেন নাই।

২৩। কর্ত্তব্য সমষ্টি এক কথায়।

পূজ্যপাদ ৮ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মনুষ্যের সকল কর্ত্তব্যের সমষ্টি বা সূত্র এক কথা দ্বারা প্রকাশ করা যায় কিনা?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন "ঠিক এই প্রশ্ন কোন চীনীয় পণ্ডিত কংফুচির (কনফিউশস্) নিকটে উত্থাপন করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন



৺মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

I. A. School, Bowbazar, Calcutta.

"বিনিময়" (রেসিপ্রোসিটী) অর্থাৎ অন্যান্যের মুখাপেক্ষিতা। ইহা খৃষ্টীয় সূত্র 'যেমন চাও তেমন দাও" হইতে অভিন্ন। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আমরা বলিব কর্ত্তব্য সমষ্টির নাম "ধর্ম্ম" ; এবং তাহারও মূল খুঁজিলে বলিব "প্রীতি"। প্রীতি হইতেই ধর্ম্মসূত্র সকল উৎপন্ন—প্রীতি হইতেই আত্মবলি সম্ভবে। সৃষ্টির মূলেই যে আনন্দময়ের অসীম প্রীতি—অদ্বয়ের বহু হওয়া।"

২৪। কর্ম্মযোগ ৺ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

রুরকী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র এবং নিজাম ষ্টেটের ইঞ্জিনিয়ার ৺ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতা টালায় তাঁহার নামের গলিস্থিত ভবনে দেহান্ত হয় (১৮২৪—১৯০৯)। তিনি যে সময়ে নিজাম রাজ্যে ছিলেন তখন হোসেন সাগরের প্রকাণ্ড বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। অসাধারণ কার্য্য দক্ষতার গুণে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি ঐ বাঁধ তিন ঘণ্টার মধ্যে মেরামত করিয়া সেকেন্দ্রাবাদ সহরটী ধ্বংশ মুখ হইতে রক্ষা করেন। এই অসাধ্য সাধনে বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারের যশ হায়দ্রাবাদের সকলের মুখেই ধ্বনিত হয়। এমন কি ১৯১০ অব্দে যখন মুসী নদীর বন্যায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া হায়দ্রাবাদ সহর ডুবিয়া যায় তখন ঐ প্রদেশবাসী অনেকেই বলিয়াছিলেন "আজ বাঙ্গালী মধুবাবু থাকিলে আমাদের এরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইত না।" এই কথা শুনিয়া কোন্ বাঙ্গালী তৃপ্তি বোধ না করেন ?

সাত বৎসর মাত্র বয়সে মধুসূদন পিতৃহীন এবং একান্ত দৈন্যদশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। আট বৎসর বয়সে হেয়ার স্কুলে বিনা বেতনে পড়ার সময় দারিদ্র্য নিবন্ধন অপর আলোকের অভাবে রাত্রি নয়টার পর পথের ধারের আলোক স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পুস্তক উঁচু করিয়া ধরিয়া প্রত্যহ পাঠ মুখস্থ করিয়া লইতেন। ৺ শিবচন্দ্র গুহ মহাশয় বালককে এক রাত্রিতে ঐরূপ পড়িতে দেখিয়া বিস্মিত হয়েন এবং উঁহার বিবরণ জানিয়া লয়েন। এরূপ

অদম্য উৎসাহশীল বালকের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ হইয়া তিনি মাসিক পাঁচ টাকা দিয়া বালককে তাঁহার ছোট ছেলের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ঐ বয়সেই মধুসূদন মাতার সাহায্যে দুই টাকা করিয়া মাসে মাসে দিতে পারেন। পরীক্ষায় উচ্চ স্থান ও জলপানি লাভ "এরূপ" ছাত্রের যে বরাবরই হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।

২৫। কাপট্য ব্রাহ্মণের।

বিশুদ্ধচিত্ত এবং অহঙ্কার শূন্য না হইলে আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী এ কথা ভগবানের সম্বন্ধে বলা অসঙ্গত।

এক ব্রাহ্মণ তাহার বাগানে নানা জাতীয় ফল ফুলের গাছ পুতিয়াছিল। একদিন একটা গোরু বাগানে ঢুকিয়া সেই ভাল চারা গাছগুলি মুড়াইয়া খাইতেছে দেখিয়া, ব্রাহ্মণ বিষম ক্রোধে সেটাকে এমন এক ঘা লাঠি মারিল যে মাথায় আঘাত লাগায় গোরুটা পড়িয়াই মরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ তখন বলিল "হরি একি করিলে?—হরি তোমার ইচ্ছা!" কিয়ৎকাল পরে ব্রাহ্মণের দ্বারে একজন উদাসীন উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। "বাড়ী কাহার? বাগান কাহার প্রস্তুত? কোথা হইতে কে এ সকল ভাল ভাল গাছ আনিয়াছিল?" ব্রাহ্মণ সকল প্রশ্নেই বলেন "আমার বাড়ী" বা "আমার বাগান" বা "আমি আনিয়াছি"। উদাসীনরূপী হরি অন্তর্দ্ধান হইবার কালে বলিলেন, "অন্য সব বিষয়ে তুমি, কেবল গোরু মারার বেলাই 'হরি'!"

২৬। কাপুরুষতার উৎপাদন সাইরস।

লিডীয়েরা বিজয়ী পারসিকদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে পারস্যরাজ সাইরস প্রচার করিলেন "একারে বিদ্রোহদমন করিয়া লিডীয়ার সমস্ত অধিবাসীকেই হত্যা করিব, না হয় দাসরূপে বিক্রয় করিয়া ফেলিব"।

লিডীয়দিগের বন্দী রাজা ক্রীসস্ তখন সাইরসকে পরামর্শ দিলেন, "এবারে উহাদের ক্ষমা করুন, উহাদের হত্যা বা বিক্রয় করিবেন না। তবে উহাদের একেবারে নিরস্ত্র করুন এবং শান্তিতে রাখিয়া উহাদের উত্তম বস্ত্র পরিধান করিবার সুবিধা করিয়া দিন; মদ্যপান করার এবং গান-বাজনা করার এবং অভিনয় দেখার এবং নানা প্রকার খেলা করার সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ দিন—অল্প দিনেই উহারা তেজ হীন ও উদ্যম পরিশূন্য এবং স্ত্রীলোকের মত হইয়া পড়িবে এবং আর কখন বিদ্রোহ করিতে যাইবে না।" লিডীয়েরা পূর্ব্ব হইতেই কতকটা বিলাসপ্রবণ ছিল। বিজয়ী পারসিকেরা এই নীতি অবলম্বনের পর ইতিহাসে লিডীয়ার কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। শান্তিতে যে সম্মিলনের এবং ধর্ম্মার্জ্জনের সুবিধা মাত্র করিয়া লইতে হয় এবং কোন অবস্থাতেই কাহার বিলাসী হইতে নাই, লিডীয়েরা তাহা বুঝে নাই।

২৭। কামিনী কাঞ্চন — কবীরের কথা।

এক সময়ে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীজীর এবং ভগবান নারায়ণের মধ্যে কথা কৌতুক হইতে হইতে লক্ষ্মী বলিলেন "ত্রিভুবনে তোমার অধিকার; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমাকে কেহই ভালবাসে না; যাহা লোকে ভালবাসে তাহাতে আমারই অধিকার।" নারায়ণ বলিলেন "মায়া কাটাইতে না পারিলে জীব তোমারই অধিকারে থাকে বটে, কিন্তু তাহার পর তোমার অধিকার নাই।" লক্ষ্মী হাসিয়া বলিলেন, "মায়া কেহই কাটাইতে পারে না।" নারায়ণ বলিলেন "ভাল লোকে পারে বৈ কি; কত লোকের দৃঢ় সাধুভক্তি আছে; ধনের মর্য্যাদা করে না; নিত্য বস্তুতেই মন।" লক্ষ্মী বলিলেন "চল অমুক মহাজনের নিকট যাই সে ব্যক্তি সাধুভক্ত, পরোপকারী, ভাল লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তুমি সাধু সাজিয়া উহার বৈঠকখানায় ধ্যানে বৈস। আমি স্ত্রীলোক সাজিয়া পরে যাইতেছি।" নারায়ণ সাধু সাজিয়া গেলে মহাজন

ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিল এবং একান্তে ভাল যায়গায় ধ্যান করিবার জন্য স্থান চাহিলে সাদরে নিজের বৈঠকখানা ঘর পরিষ্কৃত করিয়া তথায় সাধুর জন্য "আসন লাগাইয়া" দিল। কয়েক ঘণ্টা পরে লক্ষ্মী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় সর্ব্বালঙ্কারে সাজিয়া পরমা সুন্দরী যুবতীর বেশে মহাজনের নিকট গেলেন এবং মহাজনকে বলিলেন "তুমি বড় ভাগ্যবান ; আমি তোমার নিকট আসিলাম। আমি ঔষধি এরূপ জানি যে তাহা মাখাইলেই মাটি সোণা হয়। এই দেখ এই মাটির ভাঁড়ে এই গুঁড়া মাখাইয়া দিলাম—ইহা সোণা হইয়া গেল ! চল তোমার বৈঠকখানায় আমার স্থান দাও ; যত চাও সোণা করিয়া দিব।" মহাজন ধনী ছিল ; কিন্তু বাসনার সীমা নাই। সে গিয়া সাধুকে বলিল, "অন্য স্থানে আপনার আসন করিয়া দিতেছি ; এখানে অন্য প্রয়োজন পড়িয়াছে।" ঈষৎ হাস্য করিয়া সাধুরূপী নারায়ণ বলিয়া গেলেন "বেটা ! যতক্ষণ তোমার মনের মধ্যে সাধু ভক্তির দৃঢ়তা ছিল ততক্ষণই আমার এখানে থাকার অধিকার ছিল।" কথাটায় মহাজনের একটু ক্ষোভ হইল, কিন্তু তাহা অধিক ক্ষণের জন্য নহে। বৈঠকখানায় লক্ষ্মী দেবীর মায়া মূর্ত্তিরই স্থান হইল ! তিনি কতকগুলা মাটির ভাঁড়কে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া যেখানে সাধু "আসন" করিয়াছিলেন ঠিক সেইস্থানে সেগুলি সাজাইয়া রাখিয়া রুদ্ধগৃহ হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

নারায়ণের নিকট গেলে তিনি লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন "এবারে তুমি জিতিয়াছ ; কিন্তু একবার কবীরের পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কি ?" লক্ষ্মী স্বীকৃতা হইয়া কবীরের নিকট গিয়া নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইলে তিনি বলিলেন "তুমি সাধু ভক্তের বৈরী মায়া ; আমার বিনাশের জন্য আসিয়াছ। তুমি অনেকের প্রিয় ; কিন্তু রামজীর চরণ কমলের প্রভা যাহার হৃদয়ে জাগিতেছে তাহার চক্ষে তোমার রূপ ও ঐশ্বর্য্য যে "কত মলিন" দেখাইতেছে তাহার ধারণা তোমার নাই।" এই বলিয়া কবীর ঐ মায়ামূর্ত্তির নাক কান কাটিয়া দিতে গিয়া বলিলেন—

নাকও কাটি কানও কাটি, কুট কাট কর ভারি।
কহে কবীর সন্তন কে বৈরন, ভক্তকে বৈরন
তিন লোকসে প্যারী ॥

২৮। কু-অভ্যাসের ত্যাগ অবিলম্বে।

একজন লোকের অনেক গুণ ছিল। কিন্তু মদ খাওয়ার অভ্যাস ঘটায় ক্রমশঃই সে অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল; বহুবর্ষ ধরিয়া কাহার কোন পরামর্শে ফল হইল না। একদিন কোন ভাল লোক তাহাকে অনেক বুঝানয় সে ব্যক্তি বলিল "আপনি আমার ভালর জন্য যাহা বলিলেন সবই বুঝিয়াছি; এতদিন পারি নাই; এইবারে আফিং ধরিয়া মদ খাওয়া ক্রমশঃই কমাইয়া শেষে একেবারে ছাড়িয়া দিব।" উত্তর—"ক্রমশঃ ছাড়িবে এ কিরূপ কথা? যে ব্যক্তি অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া গিয়াছে তাহাকে কি 'ক্রমশঃ' অগ্নি হইতে তুলিতে চাও? এক টানে নিজেকে ঐ অগ্নি হইতে—ঐ কদাচার হইতে—বাহির করিয়া লইয়া যাও। এখনি প্রতিজ্ঞা কর যে আর মদ ছুঁইব না।"

২৯। কুরূপ কালিদাসের ব্যাখ্যা।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য একদিন কালিদাসকে বলিয়াছিলেন "তুমি এমন পণ্ডিত, এমন কবি, এমন ভাল লোক, তোমার চেহারাটা তাহার অনুরূপ হইলে কত ভাল হইত!" এই কথায় রাজার শারীরিক সৌন্দর্য্য হেতু গর্ব্বপ্রসূত যে একটু অসৌজন্য ছিল, তেজস্বী কবি প্রকারান্তরে তাহা বুঝাইয়া দিবার অভিলাষে যেন কথাটা চাপা দিবার জন্যই বলিলেন "মহারাজ! আজ বড় দারুণ গ্রীষ্ম; তৃষ্ণা বোধ হইতেছে।" রাজাদেশে তখনি বেলেমাটির কলসীতে সুশীতল জল এবং সুন্দর সোণার ঘটি আসিল। কালিদাস জলপান করিয়া উহার প্রশংসা করিলেন। বিক্রমাদিত্যও পান করিয়া তৃপ্তি বোধ করিলেন।

কালিদাস তখন আবার সেই সোনার ঘটিতে জল চাহিয়া লইলেন ; এবং তাহা সম্মুখে রাখিয়া দিয়া নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। অনেক পরে ঐ ঘটি হইতে একটু জল খাইয়া বিক্রমাদিত্যের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন "দেখুন মহারাজ! কত ভাল জল এই সুন্দর স্বর্ণপাত্রে রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আধারের বাহ্যসৌন্দর্য্যে ভিতরের ভাল জিনিসও গরম ও খারাপ হইয়া গেল! কুরূপ মাটির কলসীর ভিতরের জিনিস কিন্তু এখনও তেমনি ঠাণ্ডা, তেমনি মধুর!"

৩০। কৃতজ্ঞ চাকর — কামোয়েন্‌সের।

পোর্টুগালের সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য লুসিয়াড প্রণেতা কামোয়েন্‌স যৌবন-কালে মুরদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া এক চক্ষু হারাইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি পোর্টুগালের নূতন অধিকার সকলে ভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দুদিগের প্রতি পোর্টুগীজদিগের অকথ্য অত্যাচার সকল দর্শন করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হন এবং তাহার তীব্র সমালোচনা করেন। অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীরা কখনই কোন দেশে তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা এবং প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না। যাহাতে তিনি পোর্টুগাল হইতে আরও দূরে পড়েন এবং তাঁহার কথা পোর্টুগালে না পৌঁছায় সে জন্য কামোয়েন্‌সকে চীনদেশে নির্ব্বাসিত করা হইল! পথে জাহাজ ডুবি হইলে কামোয়েন্‌স সন্তরণ করিয়া (তাঁহার মহা-কাব্যের পাণ্ডুলিপি তিনি সে সময়েও ছাড়েন নাই) প্রাণরক্ষা করেন এবং অনেক কষ্টে ও অনেক দিনে কোনরূপে পোর্টুগালে তাঁহার ভারতবর্ষীয় চাকর সহ পৌঁছেন। সেখানে তাঁহার ভগ্নশরীরে এবং দারিদ্র্যকষ্টে দুরবস্থার একশেষ হয়। ঐ কৃত-খৃষ্টান চাকরটীর নাম হইয়াছিল আণ্টোনিও। সে সমস্ত দিন অন্যত্র দাসত্ব করিয়া এবং ভিক্ষা করিয়া আনিয়া মনিবকে খাওয়াইত এবং রাত্রেও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিত।

একটু আদরে যত্নে ও মিষ্ট কথায় সর্ব্বশ্রেণীর ভারতবাসীই চিরকালই গলিয়া যায়। ব্রাহ্মণের জ্ঞানের ও উদারতার ও ভালবাসার জন্য তাঁহার প্রতি সমাজের অপরাপর বর্ণের কি অচিন্তনীয় বিশ্বাস ও ভক্তিই ছিল! এখনও অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানের জ্ঞানহীন গর্ব্বিত ব্যবহারে তাহা যতটা কমিয়া যাইবার কথা, কোন কোন ব্রাহ্মণের ব্যবহারে পূর্ব্বেরই ন্যায় তেজ, স্বার্থ-শূন্যতা, সরলতা এবং সহানুভূতি উপলব্ধি করিয়া ততটা কমে নাই।

৩১। ক্ষমাশীলের শক্তি বিশপ টিখন।

রুসীয়ায় এক সময়ে চাসী প্রজাদিগকে দাসরূপে ব্যবহার করা হইত। জমিদারী বিক্রীত হইয়া গেলে উহারাও তাহার সহিত যেন বিক্রীত হইয়াছে, এই ভাবে প্রজারা নূতন জমিদারেরও দাস হইয়া যাইত। ঐ সার্ফ বা দাসদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ জন্য বিশপ টিখন প্রবলপ্রতাপ অত্যাচারী জমিদার প্রিন্স ভারোনেজের নিকট গিয়াছিলেন। কথায় কথায় প্রিন্স ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া হঠাৎ বিশপের মুখে আঘাত করেন। বিশপ তখন প্রিন্সের ঘর হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল "লোকটা বড়ই অন্যায় করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি যদি উহাকে মিষ্ট কথায় শান্ত রাখিয়া সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত এরূপ হাঙ্গামা হইত না—সুতরাং আমারই ত্রুটী!" বিশপ তখনই ফিরিয়া প্রিন্সের নিকট গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে অতিথিকে এবং পাদ্রিকে আঘাত করায় প্রিন্সের যে অপরাধ হইয়াছে, তিনিই তাহার কারণ; তিনি গায়ে পড়িয়া উপদেশ দিতে আসিয়া ভাল করিয়া সব কথা বলিতে না পারাতেই ঐ দোষ ঘটিয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনিই এ ক্ষেত্রে দোষী।" পাদ্রিকে আঘাত করিয়া ফেলিয়া ততক্ষণে প্রিন্সের মনে একটু লজ্জা আসিয়াছিল। কিরূপ মহাত্মা পুরুষকে তিনি আঘাত করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা

এখন বুঝিয়া, তিনিও কাতরভাবে বিশপের পায়ে পড়িলেন এবং বলিলেন যে বিশপ যখন যাহা বলিবেন তাহাই তৎক্ষণাৎ করিবেন। ঐ প্রিন্স তদবধি বিশপ টিখনের একান্ত অনুগত ভক্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার জমিদারীর ন্যায় রুশীয়ার অন্য কোথাও সে সময়ে কৃষকদিগের প্রতি সুসঙ্গত ব্যবহার এবং তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে যত্ন হয় নাই।

৩২। ক্ষাত্র কীর্ত্তি রাজা দিলীপ।

কোন সময়ে সূর্য্যবংশীয় রাজা দিলীপ পুত্র লাভ আশায় মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে গো-সেবা-ব্রতে নিরত ছিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে একটী প্রকাণ্ড সিংহ অকস্মাৎ আসিয়া মহর্ষির গাভীটীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত! দিলীপ অস্ত্র তুলিতে গেলেন; কিন্তু হস্ত অবশ হইয়া পড়িল। তখন তিনি নিজের দেহ সিংহের সম্মুখে পাতিত করিয়া কাতরভাবে বলিলেন "আপনি দৈবী শক্তি সম্পন্ন, নচেৎ অস্ত্র উত্তোলন করিতে পারিলাম না কেন? আমাকে ভক্ষণ করুন, আমার রক্ষিতা সুরভি গাভীকে ত্যাগ করুন।" সিংহ উত্তর দিল "আমি এই গাভীটীই খাইব; তুমি মহর্ষিকে সহস্র উৎকৃষ্ট গাভী দিও! অকারণে অল্পবয়স্ক রাজ্যেশ্বর তুমি দেহ ত্যাগ কেন করিবে?" দিলীপ উত্তর করিলেন "অপরকে আঘাত (ক্ষত) হইতে যে ত্রাণ করে সেই ক্ষত্রিয়। আমার রক্ষিতা গাভীকে আমি রক্ষা করিতে না পারিয়া বাঁচিয়া থাকিলে বড়ই অকীর্ত্তি হইবে, আমি ক্ষাত্রধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইব। এ অবস্থায় মৃত্যুই আমার একমাত্র উপায়।" সিংহ বলিল 'তবে তাহাই হউক।' দিলীপ সানন্দে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া অকম্পিত নেত্রে সিংহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু তাঁহার উপর সিংহ আপতিত হইল না। দেবতারা তাঁহার সাহসে ও ক্ষাত্রধর্ম্ম রক্ষা সম্বন্ধে দৃঢ়তা দেখিয়া অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং সিংহরূপী ধর্ম্ম তাঁহাকে কীর্ত্তিশালী পুত্র লাভের বর দান করিয়া অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। দিলীপেরই পুত্র রঘুর যশে বংশের নাম রঘুবংশ হইয়াছিল।

৩৩। খাওয়াইয়া সুখ ৺ গিরীশ বন্দ্যো।

মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সকল ধর্ম্মেরই উপদেশ ;—"সৎকার্য্য সম্বন্ধেও কোন প্রতিজ্ঞা করার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাহা পারিয়া উঠিবে কিনা। সন্দেহ থাকিলে প্রতিজ্ঞা করিতে নাই—প্রতিজ্ঞা বা স্বীকৃতির পর তাহা পালন করিতেই হইবে।"

কলিকাতা বাগবাজারে বোসপাড়ার ৺ গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমাবস্থায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতে ছিলেন। ঐ বাড়ীতে কোন ভোজে তাঁহার পাতেই বড় মাছের মুড়া দেওয়ায় কেহ বিদ্রূপ করিয়া পরিবেশনকারীকে বলে, "আর বুঝি মুড়া দিবার উপযুক্ত লোক পাইলে না!" তাহাতে গিরীশ বাবু অনুচ্চস্বরে প্রতিজ্ঞা করেন "যদি কখন বড় ভোজে নিমন্ত্রিত প্রত্যেক ব্যক্তিরই পাতে মাছের মুড়া দিতে পারি, তবেই মাছ খাইব নচেৎ আর নয়।" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি সহজভাবে মাছ বাদ দিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। বিদ্রূপকারী প্রতিজ্ঞা শুনিতে পাইয়া হাস্য করিয়া বলেন "এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবে না।" গিরীশ বাবু বিনীতভাবেই বলিলেন "বিবেচনা করিয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। মাছ খাওয়া না খাওয়া আমার হাতে। এই ভারতবর্ষে কত লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ, বিধবা ও বৈষ্ণব মাছ ত্যাগ করিয়া জীবন কাটাইতেছেন। যাহা লক্ষ লক্ষ লোকে পারে তাহাই অভ্যাস করিব মাত্র। প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের পাতে মাছের মুড়া হয়ত কখনই দিতে পারিব না।" ইহার অল্পদিন পরেই তিনি মাতুলাশ্রয় ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করেন এবং সর্ব্বদাই ধনী ও দরিদ্রদিগকে "ঠিক সমানভাবে" পরিপাটীর সহিত সযত্নে খাওয়াইয়া আনন্দলাভ করিতেন।

কাহার কোন বিপদ পড়িলে তিনি সর্ব্বদা সাহায্যে উন্মুখ থাকিতেন; এবং সেই সূত্রেই তাঁহার প্রধান আয়ের উপায়ও শ্রীভগবান করিয়া দিয়াছিলেন! বিশেষ বিপদাপন্ন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তিকে স্বতঃ প্রবৃত্ত

হইয়া রক্ষা করিয়া তাহার অন্নসংস্থান জন্য অর্দ্ধেক লাভের অংশী করিয়া একখানি কাপড়ের দোকান করিয়া দিলে সে এরূপ বিশ্বস্তভাবে এবং দক্ষতার সহিত ঐ দোকানটী চালায় যে তাহা দুই পুরুষ ধরিয়া খুবই লাভের জিনিস হইয়াছিল।

৺ গিরীশ বাবু কবি, গায়ক এবং লেখকদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ৺ নীলমণি বসাকের সহিত একত্রে কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক ছাপাইয়া ছিলেন।

৩৪। গুণ ও কর্ম্ম ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিভাগ।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

জন্ম দ্বারা শূদ্রত্ব, সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব, বেদপাঠ দ্বারা বিপ্রত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে।

উপনয়নের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বালকগণ আজও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে ভিন্নভাবে লক্ষিত হইয়া থাকেন।

হিন্দু শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনা চ দেবতা।
তন্মন্ত্রো ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞাতস্তস্মাৎ ব্রাহ্মণো দেবতা॥

—সমস্ত জগৎ দেবতার অধীন, দেবতা সকল মন্ত্রের অধীন, সেই মন্ত্র ব্রাহ্মণ জানেন, এজন্য ব্রাহ্মণ দেবতা বলিয়া পূজিত।

যিনি অন্য মন্ত্র দূরে থাকুক, সন্ধ্যা গায়ত্রীও জানেন না, তিনি ব্রাহ্মণ বংশীয় মাত্র। ফলতঃ যে আর্য্য শাস্ত্র একবাক্যে ব্রাহ্মণের প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন সেই শাস্ত্রই আবার কতক ব্রাহ্মণকে তাহাদের গুণ কর্ম্মের নিকৃষ্টতা হেতু বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। যথা :—

দেবো মুনি র্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥

(১) দেব (২) মুনি, (৩) দ্বিজ, (৪) ক্ষত্রিয়, (৫) বৈশ্য, (৬) শূদ্র, (৭) নিষাদ, (৮) পশু, (৯) ম্লেচ্ছ, (১০) চণ্ডাল এই দশ প্রকার বিপ্র স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন।

১। সন্ধ্যা স্নানং জপোহোমো দেবতা নিত্যপূজনং।
অতিথি সেবনং নিত্যং দেবো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম ও নিত্য দেবতা পূজা করেন, এবং যিনি সর্ব্বদা অতিথি সেবায় তৎপর, তাঁহাকে দেব-ব্রাহ্মণ কহে।

২। শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥

যে ব্রাহ্মণ শাকে, পত্রে, ফলে, মূলে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যিনি প্রত্যহ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে তৎপর, তাঁহাকে মুনি-বিপ্র কহে।

৩। বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্ব সঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥

যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য বেদান্ত পাঠ ও সাংখ্য যোগের বিচারে তৎপর, তাঁহাকে দ্বিজ-বিপ্র কহে।

৪। অস্ত্রাহতাশ্চ ধর্ম্মেণ সংগ্রামে সর্ব্ব সম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রো ক্ষত্র উচ্যতে ॥

যে ব্রাহ্মণ সম্মুখ সংগ্রামে ধর্ম্ম যুদ্ধ দ্বারা নিজে আহত হন, অথবা অন্যকে পরাস্ত করেন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয়-বিপ্র কহে।

৫। কৃষি কর্ম্মরতো নিত্যং গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥

যে ব্রাহ্মণ নিত্য কৃষি কর্ম্মে রত এবং গবাদি প্রতিপালন করেন ও বাণিজ্য যাঁহার ব্যবসায়, তাঁহাকে বৈশ্য-বিপ্র কহে।

৬। লাক্ষা লবণ সংমিশ্র কুসুম ক্ষীর সর্পিষাং।
বিক্রেতা মধু মাংসানাং স বিপ্রো শূদ্র উচ্যতে ॥

যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লবণ, সংমিশ্র (পাংশুলবণ), কুসুম (ফুল), দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং মাংস বিক্রয় করে সে শূদ্র-বিপ্র নামে কথিত হয়।

৭। ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেন গর্ব্বিতঃ।
তে নৈব স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত নহে, কেবল ব্রহ্মসূত্র (উপবীত) ধারণ জন্য গর্ব্বিত, এরূপ পাপরত ব্যক্তি পশু-বিপ্র নামে অভিহিত হয়।

৮। বাপী কূপ তড়াগানামন্যেষাং সরসাদীনাং।
নিঃশঙ্কো রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ শঙ্কারহিত হইয়া বাপী, কূপ, তড়াগ অথবা অন্য কোনরূপ জলাধার রোধ করে, তাহাকে ম্লেচ্ছ-বিপ্র বলিবে।

৯। চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব শোচকো দংশক স্তথা।
মৎস্য মাংসে সদালুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥

যে বিপ্র চোর, তস্কর, প্রতারক ও প্রাণিগণের পীড়াদায়ক এবং মৎস্য মাংসে সর্ব্বদা লোভী, তাহাকে নিষাদ-বিপ্র জানিবে।

১০। ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়াহীন, মূর্খ এবং সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াহীন, তাহাকে চণ্ডাল-বিপ্র কহে।

ভারতের ব্রাহ্মণ সন্তানগণ! পবিত্র আর্য্য শাস্ত্রের এই শ্রেণী বিভাগের কথা অবিরত স্মরণে রাখিয়া আবার "উচ্চশ্রেণীর-ব্রাহ্মণ" হওয়ার জন্য চেষ্টা করুন এবং পূর্ব্বপুরুষদিগেরই ন্যায় ব্রহ্মতেজ সমন্বিত, দূরদর্শী এবং উদার-হৃদয় হইয়া আবার শাস্ত্র ও পবিত্র সমাজকে পূর্ব্ববৎ মধুরভাবে সুপথে পরিচালনা করুন।

৩৫। গুণের গৌরব — রামকৃষ্ণ বাচস্পতি।

৺ রামকৃষ্ণ বাচস্পতি শ্রীহট্টের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে টোল খুলিলে বয়োবৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয় নিজের টোল উঠাইয়া দিলেন এবং ছাত্রদিগকে বলিলেন "তোমরা অন্য গুরু খুঁজিয়া লও। আমি নিজের গুরুর সন্ধান পাইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি নবদ্বীপে ছাত্রের ন্যায় পড়িতে গেলেন।

৩৬। চীনে হিন্দু সন্ন্যাসী — স্বামী বিবেকানন্দ।

চীনদেশে বৈদেশিক সন্ধির সর্ত্তে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট নগরে মাত্র বিদেশী লোকে ঢুকিতে পায়। ঐ সকল নগরের সীমা পার হইয়া কাহারও গ্রামাদিতে যাইবার অধিকার নাই। চীনীয় গ্রামবাসীরা বিদেশীদিগের প্রতি বিরূপ। কেহ সীমানা পার হইয়া গেলে উহারা তাহাদের নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে—উহারা জানে যে সীমানা পার হইয়া যাওয়াতে সে ক্ষেত্রে বিদেশীরই দোষ ধরা হইবে এবং উহাদের মারপীট করার জন্য কোন সাজাই হইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ একজন চীনীয় দোভাষী লইয়া ক্যাণ্টনসহর দর্শন করিতেছিলেন। দুজন জর্ম্মণ ভ্রমণকারী উহাঁর সঙ্গ লইলে একত্রে উহাঁরা মন্দিরাদি দেখিতে লাগিলেন। সহরের বাহিরে কিছু দূরে একগ্রামে খুব বড় একটি মন্দির দেখা যাইতেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ দোভাষীকে অনেক জিদ করিয়া সঙ্গে লইয়া ঐ গ্রামের দিকে চলিতে লাগিলেন। উহাঁদের সহরের বাহিরে আসিতে দেখিয়াই লগুড় হস্তে কয়েকজন গ্রামবাসী উহাঁদের গালি দিতে দিতে আসিতে লাগিল। জর্ম্মণদ্বয় তখনই পশ্চাতে দৌড় দিলেন। দোভাষীকে স্বামী বিবেকানন্দ অনেক বুঝাইলেন "আমি গ্রাম লুট করিতে যাইতেছি না; বাণিজ্যও উদ্দেশ্য নয়; সাধু সন্ন্যাসীকে কেহ মারিবে না; তোমার ভয় নাই"। এই বলিয়া উহার হস্ত ধরিয়া সঙ্গে

রাখিলেন। গ্রামবাসীরা নিকটে আসিতেই দোভাষী তাঁহার উপদেশ মত বলিল "ইনি হিন্দুসন্ন্যাসী"। এই কথা বলিবামাত্র উগ্রমূর্ত্তি গ্রামবাসীরা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া পড়িল। কেহ সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল, কেহ বা দোভাষীকে বলিল "আমার ছেলের অসুখ—ভূতে পাইয়াছে—একটা কবচ লিখিয়া দিতে বলুন।" স্বামী বিবেকানন্দ একখানা কাগজ পকেট হইতে লইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িলেন এবং দৃঢ় এবং সম্পূর্ণ শুভেচ্ছার সহিত ভক্তি ভাবে প্রণব লিখিয়া গ্রামবাসীদের বণ্টন করিতে লাগিলেন। সকলেই এত ভক্তিভাবে এক এক খণ্ড হইল যে ঐ কাগজ নিশ্চয়ই অনেকের উপকার করিয়াছিল। কবচের লেখায় শ্রীভগবানের চিহ্ন অপেক্ষা উচ্চ আর কি হইতে পারে?

গ্রামবাসীরা খুব যত্ন করিয়া [illegible] তিনটী বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ দেখাইল। প্রত্যেক মঠেই বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রন্থ অনেকগুলি করিয়া আছে। ঐগুলি এবং বহুসংখ্যক বাঙ্গালী-বৌদ্ধ-প্রচারকের প্রতিমূর্ত্তি অতিশয় যত্ন সহকারে তথায় রক্ষিত। হিন্দু সন্ন্যাসীরা তথায় গেলে অনেক নূতন পুঁথি ও নূতন শাস্ত্রগ্রন্থ পাইতে পারেন।

৩৭। চোর নয় কে? সোনার গাছ।

অচৌর্য্য বা অস্তেয় একটী প্রধান ও কঠিন সাধন। না বলিয়া এক কলম কালি অপরের দোয়াত হইতে লইলে, বা না বলিয়া অপরের পেনসিল একটু ব্যবহার করিলে আসলে চুরি হয়। ফৌজদারী আইনের চক্ষে যাহা সামান্য বলিয়া চুরির সাজার অন্তর্ভুক্ত নয় তাহাও চিত্রগুপ্তের চক্ষে চুরি। অপরের কুল-গাছ হইতে পতিত কুল দুটা কুড়াইয়া খাইলে, এমন কি নিজেদের বাড়ীর আচা-রের হাঁড়ি হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া লইলে তাহাও চুরি! সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাদর্শটা স্মরণে রাখিয়া যে যতদূর নিখুঁতভাবে পার অস্তেয় সাধন চেষ্টা কর।

এক সময়ে কোন হিন্দু রাজার এলাকায় কোন চোরের হাত কাটিয়া দেওয়ার হুকুম হইয়াছিল। চোর বলিল আমি সোনার গাছ ফলাইতে পারি— আমাকে রাজ সকাশে একবার লইয়া গিয়া তাহার পর যেন দণ্ড দেওয়া হয়। চোরকে রাজার নিকট লইয়া গেলে সে বলিল যে দুইটা বীজ-দলের মত পাশা-পাশি দুইটা স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া তাহার মধ্যে এ কটু সোণার তার রাখিয়া রেশমে বাঁধিতে হইবে। ঐরূপ করিলে চোর বলিল "ইহা স্বর্ণমুদ্রার দ্বিদল বীজ হইল ; যিনি কখনই কিছুই চুরি করেন নাই তাঁহার হাত দিয়া ইহা মাটীতে পুঁতি-লেই সোণার গাছ হইবে।" ইহার পর চোর রাজাকে বলিল "আপনার কখন চুরি করিবার প্রয়োজন হয় নাই ; আপনি পুঁতুন।" রাজার মনে পড়িল যে তাঁহার যৌবনকালে তিনি একবার মাতার বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন এবং একবার রাজপ্রতিনিধিস্বরূপে কোথাও গিয়া প্রাপ্ত নজরানার সমস্ত টাকা রাজকোষে জমা দেন নাই! তিনি বলিলেন "মন্ত্রী! তুমিই পোঁত।" মন্ত্রী বলিলেন "মহারাজ আমার হাত দিয়া অনেক টাকা ব্যয় হয়, আমার উহা পুঁতিয়া কাজ নাই।" এইরূপে প্রধান সেনাপতি, রাজ কোষাধ্যক্ষ এবং প্রধান সভাপণ্ডিত একে একে সোণার গাছের বীজ পুঁতিতে অস্বীকার করিলেন। সভাপণ্ডিত বলিলেন যে বাল্য-কালে প্রতিবাসীর গাছ হইতে কাঁচা আম লইয়াছিলেন। চোর বলিল "মহারাজ! আপনারা সকলেই ত চুরি করা কবুল করিলেন। কিন্তু আপনারা কোন্ দুঃখে চুরী করিয়াছিলেন? আপনারাও ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ আমারই ন্যায় হস্তচ্ছেদ দণ্ডের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। আমি পেটের দায়ে চুরি করিয়াছিলাম। আজ যদি রাজকীয় দয়ায় আপনাদের হাতগুলি রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পায়, তবে আমারও হাত যেন অব্যাহতি পায়!" রাজা খুব হাসিয়া চোরকে ছাড়িয়া দেওয়ার হুকুম এবং তাঁহার উদ্যানে মজুরের কার্য্য দিলেন।

৩৮। জননী ও জন্মভূমি ফ্রান্সের তিন রাজা।

একজন ফরাসি লেখক দেখাইয়াছেন যে ফ্রান্সের ৬৯ জন রাজার মধ্যে তিন জন মাত্র প্রকৃত পক্ষে ফরাসিদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন; সেণ্টলুইস, দ্বাদশ লুইস এবং চতুর্থ হেনরী। ইহাঁরা তিন জনেই তাঁহাদের মাতার দ্বারা বাল্যে সযত্নে শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং একান্তই মাতৃভক্ত ছিলেন।

মাকে না ভালবাসিয়া মাতৃভূমিকে বা জগজ্জননীকে ভালবাসা কোথায় সংগ্রহ করিবে!

৩৯। জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুঃ বুদ্ধদেব।

এক দরিদ্রা বিধবার একমাত্র পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সে ভগবান বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইয়া বলিল "আমার ছেলেকে কোন প্রকারে জীবিত করিয়া দিন।" বুদ্ধদেব পুত্রবিয়োগকাতরা মাতাকে বিশেষ যত্ন সহকারে অনেক প্রকারে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হইলে বলিলেন "তোমার পুত্রের জীবন প্রাপ্তির জন্য একটী উপকরণের অভাব। যে বাড়ীতে কখন কেহ মরে নাই সেইরূপ কোন বাড়ী হইতে এক মুঠা সরিষা আনিয়া দাও।" বিধবা দ্বারে দ্বারে ঘুরিল। কিন্তু কোন বাড়ীই মৃত্যু-বর্জ্জিত পাইল না; কাহার পুত্র, কাহার স্বামী, কাহার বা পিতা মরিয়াছে। বিধবা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া বুদ্ধদেবের উপদেশে শান্তি প্রাপ্ত হইল।

৪০। জাতীয় বিদ্বেষ অজ্ঞতামূলক।

কোন সময়ে কোন রেলওয়ে ষ্টেসনে একজন ভারতবাসী সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে উঠিয়া দেখিলেন যে উহাতে একজন ইংরাজ বসিয়া আছেন। তিনি অপর এক বেঞ্চে বসিলেই ইংরাজটী ঐ কামরা হইতে বাহির হইয়া গেলেন

এবং কুলি ডাকিয়া নিজের জিনিস পত্র নামাইতে বলিলেন। তাঁহার আচরণ দেখিয়া ঐ ভারতবাসীর হাসি আসিল। তাঁহার মুচকি হাসি দেখিতে পাইয়া সাহেব একটু ক্রুদ্ধ হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি হাসিতেছ কেন—বাবু?" বাবু খুব বিনীতভাবে বলিলেন "দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন; আসল কথা এই যে, হঠাৎ আমার মনে হইয়াছিল যে, যদি আপনার স্বর্গবাসই হয় এবং আমার প্রতিও ভগবান সেরূপ ব্যবস্থা করেন—(তাঁহার কৃপায় কিনা হইতে পারে!) তাহা হইলে আমি স্বর্গে ঢুকিতেছি দেখিয়া আপনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া 'অন্যত্র' যাওয়ার চেষ্টা করিবেন কিনা? ইহাতেই আমার একটু হাসি আসিয়াছিল; আপনার তাহা দেখিতে পাওয়া আমার অসাবধানতায় ঘটিয়া গিয়াছে; কৃপা করিয়া ঐ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।" এই কথা শুনিয়া সাহেব খুব একচোট হাসিলেন। পরে বলিলেন "আপনার সহিত কথাবার্ত্তায় পথটা কাটিবে ভাল! আপনি কতদূর যাইতেছেন?" কুলি বিদায় হইল। সাহেব ঐ কামরায় ফিরিলেন এবং অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তায় পরস্পরের সহিত অনেকটা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াই উহাঁরা যে যাঁহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন।

৪১। জিনিসের মূল্য উপকারিতায়।

কোন মহারাজার রত্ন ভাণ্ডারে হীরা মুক্তা চুনি পান্নায় কয়েক কোটী টাকা মূল্যের জহরত রক্ষিত ছিল। কয়েকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে তিনি ঐ সকল দেখাইলে উহাঁদের মধ্যে একজন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! এ সকলে আপনার আয় কত হয়?" মহারাজা বলিলেন "আয় কি হইবে? ইহার প্রহরীদিগের ও বিশ্বাসী কোষাধ্যক্ষের মাহিনায় আমার কয়েক সহস্র মুদ্রা বার্ষিক ব্যয় হইয়া থাকে।" ভদ্রলোকটী বলিলেন "মহা-রাজ! এত সব দামী প্রস্তরে কোন আয়ই হয় না; কিন্তু আমার বাসার

নিকটে একটী দরিদ্রা বিধবা তিন টাকা মাত্র মূল্যের দুইখানি প্রস্তর (জাঁতা) হইতেই তাহার জীবিকা অর্জ্জন করে। সেই মোটা পাঁথরই কি তবে এ সকল ক্রীড়ার বস্তু অপেক্ষা উপকারী এবং মূল্যবান নহে? এত টাকার জিনিস সিন্দুকে না থাকিয়া এই টাকায় যদি শিল্পের কারখানা বা বাণিজ্যের পোতমালা চলিত তাহা হইলে কত লোকেই প্রতিপালিত হইতে পারিত!"

৪২। জীবনের উদ্দেশ্য নামে রুচি ও জীবে দয়া।

গোস্বামী তুলসীদাসের একটি গীতে জীবে দয়া এবং নামে রুচির উপদেশ আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উহা সুপ্রচলিত। গীতটী এই:—

লাভ কাঁহা মানুষ তন পায়ে;
কায় বচন মন স্বপনে হুঁ কবহুঁক, ঘটত ন কাজ পরায়ে।
যো সুখ সুরপুর নরকো গেহ বন্ আওত বিন্ হি বোলায়ে।
তেঁহি সুখ কঁহা বহু যতন্ করত মন সমুঝায়ে॥
পরদারা পরদ্রোহ মোহ রত রহত মূঢ় মন তায়ে
গর্ভবাস দুঃখরাশি যাতনা তীব্র বিপত্তি বিষরায়ে॥
ভয় নিদ্রা মৈথুন আহার সব্‌কে সমান জগজায়ে।
সুর দুর্লভ তন ধরি ন ভজয়ে হরি মদ অভিমান্ গাওয়ায়ে।
গৈ ন নিজ পর বুদ্ধি শুদ্ধি হোয় রহে রাম লবলায়ে।
তুলসী দাস এহি অবসর বীতে কা পুনিকে পস্তায়ে॥

—অর্থাৎ যদি কায় বচন মন দ্বারা স্বপ্নেও পরের কোন কাজ করা না ঘটিল, তবে মনুষ্য শরীর পাইয়া লাভ কি করিলে? নরের যে সুখ সুরপুরে হয় পরোপকার করিয়া তাহা বিনা আহ্বানে মনুষ্যের গৃহেই আইসে। সেই সুখের জন্য তেমন কৈ যত্ন করিতেছ? বুঝাইলেও বুঝ না। গর্ভবাসের

দুঃখরাশির যাতনা ও তীব্র বিপত্তি বিস্মরণ করিয়া, হে মূঢ়মন! পরদার, পরদ্রোহ ও মোহরত রহিতেছ! ভয় নিদ্রা মৈথুন আহার সমস্ত জগতের প্রাণীর সাধারণ বিষয়। দুর্লভ (মনুষ্য) তনু ধরিয়া হরি ভজনা করিলে না—মদ অভিমানে হারাইলে। শ্রীরামের ধ্যানে থাকিলে নিজ এবং পর এই বুদ্ধির শুদ্ধি হইয়া যাইত, তাহা তোমার কৈ গেল? হে তুলসীদাস! এই অবসর শেষ হইয়া গেলে পুনর্ব্বার পস্তাইয়া কি হইবে?

৪৩। জীবনের সার্থকতা ওয়েলিংটন।

ওয়াটারলুর যুদ্ধশেষে পশ্চা ।বমানকারী ইংরাজদিগের উপর ঝোঁপ, বেড়া প্রভৃতির পার্শ্ব হইতে ছত্রভঙ্গ ফরাসি যোদ্ধারা কেহ কেহ গুলি চালাইতেছিল। একজন ইংরাজ আফিসর ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে বলেন, "আপনি একটু সাবধানে পিছাইয়া থাকুন।" ডিউক উত্তর দেন, "এখন একটা গুলি লাগিয়া আমি মারা পড়িলে আর কোন ক্ষতিই নাই। আমার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে; এই জয়ের পর ইউরোপে কোন বড় যুদ্ধের প্রয়োজন বহুকাল হইবে না।"

৪৪। জীবনোৎসর্গ ধর্ম্মের জন্য।

রোমক সাম্রাজ্যে যখন রাজনৈতিক বিপ্লবকারী সন্দেহে খৃষ্টানদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার হইত, উহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করা বা হিংস্র জন্তুর সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইত, তখন কতকগুলি বন্দী খৃষ্টানের ধৈর্য্য, এবং উদারতা দেখিয়া কারারক্ষী একজন রোমক সৈনিক কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। একজন খৃষ্টানবন্দী উহাকে বলেন "ভাই! তুমি তোমার সম্রাটের জন্য অবিচলিত চিত্তে যুদ্ধে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছ; আমরা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজার দাস; তাঁহার জয় ঘোষণা করিতে করিতে আনন্দে দেহত্যাগ করিব ইহাতে বিচিত্র কি?"

৪৫। জীবন্মুক্তের মন — পরমহংসদেব।

যখন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গলায় ক্যান্সার রোগ হইয়াছিল তখন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলেন, "আপনার ন্যায় পুরুষ যদি মন একাগ্র করিয়া একবার নিজের শরীরের অসুস্থ স্থানে রাখিয়া বলেন যে, সারিয়া যাউক, তাহা হইলেই অসুখ সারিয়া যায়। ঐরূপ একবার করুন না।" পরমহংস দেব উত্তর করেন, "তুমি পণ্ডিত হ'য়ে একথা কেমন করে বোল্লে গো। যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এই হাড়মাসের ভাঙ্গা খাঁচাটার উপর দেবো?" পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ প্রমুখ ভক্তেরা ধরিয়া বসিলেন "আমাদের জন্য আপনাকে অসুখ সরাইতেই হইবে।" পরম হংসদেব উহাঁদের বলিলেন, "সারা না সারা মায়ের হাত। আমার কি ইচ্ছা যে রোগে ভুগি" বিবেকানন্দ বলেন, "তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে।" পরমহংসদেব বলিলেন, "তোরা ত বলছিস্‌রে। ও কথা যে মুখ থেকে বেরোয় না।" কাতর ভক্তেরা নাছোড়বান্দা। অনিচ্ছায় পরমহংসদেব বলিলেন, "আচ্ছা পারিত বোল্‌ব।" পরে বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করিলে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "মাকে বল্লুম যে মা গলায় ঘায়ের জন্য খেতে কষ্ট হয়। তাতে মা তোদের দেখিয়ে বোল্লেন এই যে এত মুখে খাচ্চিস্।"

৪৬। জীবে দয়া — বিছা ও সাধু।

কোন সাধু নদীতে স্নান করিতে করিতে দেখিলেন যে একটা কাঁকড়া বিছা জলে ভাসিয়া যাইতেছে। সদ্‌গুরুর নিকট সাধু জীবে দয়া করিতে শিক্ষিত। তিনি বিছাকে জল হইতে তুলিয়া ডাঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন। স্পর্শমাত্রে (?) করিবামাত্র বিছা সাধুর হাতে হুল ফুটাইয়া দিয়াছিল। পরক্ষণে বিছা আবার জলে আসিয়া পড়িলে সাধু আবার তাহাকে ডাঙ্গায় তুলিয়া

দিলেন। এবারেও বিছা হুল ফুটাইল। তৃতীয় বার উহা জলে আসিয়া পড়িলে সাধুর মনে উঠিল "এমন অকৃতজ্ঞ জীবকে রক্ষা করা সঙ্গত নয়।" কিন্তু তখনই আবার মনে পড়িল "বিছা তাহার স্বভাবের অনুরূপ কার্য্য করিতেছে বলিয়া আমি সাধুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম জীবে দয়া পরিত্যাগ করি কেন?" সাধু পুনরায় বিছাকে উদ্ধার করিলেন।

৮৭। তীর্থাটন আবুবেকার ও রামপ্রসাদ।

একনিষ্ঠ খলিফা আবুবেকার একদিন বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা করে মক্কায় গিয়া মক্কার মসজিদ পোড়াইয়া ফেলি; তাহা হইলে ভক্তেরা ঐ মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ ছাড়িয়া দিয়া ঘরে ঘরে সর্ব্বত্র ঐ মসজিদের প্রভুর প্রতিই অনুরাগ প্রকাশ করিবে।" তীর্থযাত্রা যে সর্ব্বথা ভগবৎভক্তি বৃদ্ধির সহায়ক বলিয়া "সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে" উপকারী, তখন তাহা তাঁহার মনে ছিল না।

ভক্ত সাধকাগ্রগণ্য রামপ্রসাদ সেন এক সময়ে হালিসহর হইতে ৺ বারাণসী ধামে যাইতেছিলেন; পথে ত্রিবেণীতে স্বপ্ন হয় যে "তাঁহার" পক্ষে তীর্থাটনের প্রয়োজন নাই; মা অন্নপূর্ণা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি গৃহে ফিরিয়া গাহিয়াছিলেন;—

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃদ্ কমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথা ব্যথা,
অনলে দাহন যথা, হয়রে তুলা রাশি॥
কাশীতে মলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি;

সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥

৪৮। দয়া প্রবণতা অর্জ্জুনের।

যোদ্ধাদিগের শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন করুণাপূর্ণ ছিলেন ; যুদ্ধে তাঁহার প্রীতি ছিল না। প্রাণিবধে এবং অনর্থক অপরের লাঞ্ছনায় তাঁহার বিশেষ অনিচ্ছা হইত। (১) আচার্য্য দ্রোণকে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য যখন কৌরব রাজ-পুত্রগণ দ্রুপদকে ধরিতে যান তখন ভীম দুর্য্যোধন প্রভৃতি দ্রুপদের সৈন্য সংহার এবং রাজধানী নষ্ট করিতে আরম্ভ করেন। দয়ালু অর্জ্জুন উঁহাদের মিনতি দ্বারা নিরস্ত করিয়া গুরুর নিকট লইয়া যাইবার জন্য দ্রুপদকে মাত্র বন্দী করিয়াছিলেন।

(২) খাণ্ডবদাহ সময়ে ময়দানব পলায়ন চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ চক্র উদ্যত করেন। কিন্তু উহার কাতর প্রার্থনা—"রক্ষা কর রক্ষা কর" শুনিয়াই অর্জ্জুন ডাক দিয়া অভয় দেন। তাঁহার অভয় দেওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কোন কার্য্যে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা অর্জ্জুনের পক্ষে অসম্ভব হইলেও তিনি কাতর প্রার্থনা শুনিবামাত্র অভয় দিয়া ফেলিয়াছিলেন! কৃতজ্ঞ ময়দানব অর্জ্জুনের কোন প্রিয়কার্য্য করিতে চাহিলে অর্জ্জুন উপকার বিক্রয়ে অসম্মত হইয়া উহাকে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

(৩) কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্জ্জুনের মনে যে অসীম করুণার উদয় হইয়াছিল তাহারই জন্য পৃথিবীর সার উপদেশ রত্নাবলী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রসূত। যোদ্ধা অর্জ্জুনকে ঐ ভীষণ প্রাণ হানিকর

সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিতে সম্মান ও নিন্দা প্রভৃতির উল্লেখে কোন ফলই হয় নাই। শেষে কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগের শিক্ষা দিয়া অর্জ্জুনকে বুঝাইতে হয় যে ধর্ম্মপথে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে গেলে স্বজনের নাশ প্রভৃতি সাংসারিক সকল কষ্টই তুচ্ছ করিতে হয়। [জনপদ রক্ষার জন্ত গ্রামের এবং দেশের জন্ত বড় বড় জনপদের ধ্বংসও আবশ্যক হয়।] ফলতঃ নিষ্কাম সভক্তিক বিধি প্রতিপালনেই ধর্ম্ম এবং তাহা পালন করিবার জন্ত সকল মানসিক বৃত্তিকেই সংযত করা প্রয়োজনীয়।

৪৯। দিগ্‌বিজয়ীর প্রজাপালন সিকন্দরশাহ।

মাসিডন রাজ সিকন্দর শাহকে (আলেকজাণ্ডার)কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"কি করিয়া আপনি এত দেশ জয় করিয়াছেন? আপনার অগ্রে অনেক সম্রাট বয়সে বড় এবং অধিক ধনশালী ও বীর্য্যবান ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও এত সহজে বিজীত রাজ্য নিরুপদ্রব করিতে পারেন নাই।" সিকন্দর শাহ বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বরের প্রসাদে আমি যে সকল দেশ জয় করিয়াছি, তত্রত্য প্রজাদিগকে আমি কখনও করভারে বা অন্ত প্রকারে পীড়ন করি নাই—উহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা বরং ভাল রাখিতেই যত্ন করিতেছি। বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহাদের রাজবংশের লোপ করি নাই। সেরূপ করিলে কেহ উদারচেতা বলে না এবং সহজে বশ হয় না। নিজের নাম স্মরণীয় রাখিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের গৌরব লোপ করিতে নাই।"

৫০। দূরদর্শী রাজনৈতিক সিন্ধিয়া এবং মনরো।

যখন নিজাম এবং মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তখন মাধবরাও সিন্ধিয়া ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে ইংরাজেরা এত বলবান যে সমগ্র ভারতের সকল দেশীয়-রাজগণ একোত্তমে চেষ্টা করিলেও উঁহাদের

এদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন না। এ অবস্থায় মহীশূরে একটী প্রবল দেশীয় রাজত্বের ধ্বংসে ইংরাজদিগেরই সুবিধা হইবে; দেশীয় কাহারও অণুমাত্র সুবিধা হইবে না।

সার টমাস মনরো (ইনি ১৮২০ হইতে ১৮২৭ অব্দ পর্য্যন্ত মাদ্রাজের গবর্ণর ছিলেন) হাইদর আলির হাঙ্গামার সময় সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রথমে ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি টিপু সুলতানকেই ভারতে ইংরাজ প্রাধান্যের সর্ব্ব প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয় প্রধান প্রধান সামন্তদিগের মধ্যে পরস্পরে মিল নাই; উহাঁদিগকে এক এক জন করিয়া সহজেই পরাজয় করা যাইতে পারিবে। উহাঁদের সৈন্যদল লুট তরাজের জন্য সময়ে সময়ে একত্রিত হয়; উহাঁদের কর্ম্মচারীরা দেশে শান্তি স্থাপনে বা প্রজাহিতে মনোযোগী নহে—সুতরাং দেশের জনগণের হৃদয়ে উহাঁদের রাজত্বের শিকড় বসে নাই। টিপু সুলতানের রাজ্য সেরূপ নহে; সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত ধর্ম্মোন্মত্ত লক্ষাধিক ভৃতিভুক সৈন্যের একমাত্র প্রভু, এবং মহীশূরের চতুঃসীমার মধ্যে কঠোরভাবে শান্তিরক্ষক, টিপু সুলতানই তদানীন্তনকালে ভারতের সর্ব্বপ্রধান দেশীয় শক্তি ছিলেন।

টিপু সুলতানের প্রণীত ড্রিল (কাওয়াজের) পুস্তক মনরো সাহেবের হাতে পড়িয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে উহাতে ইউরোপীয়দিগের সমস্ত যুদ্ধ কৌশল এবং সুলতানের নিজের উদ্ভাবিত কতকগুলি সুযুক্তিপূর্ণ কৌশলও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

সমগ্র ভারতের শুভ সম্মিলনকার্য্য বিধাতা যে কিরূপ উপায়ে ইংরাজের হাত দিয়া ঘটাইয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে দুই জন ব্যক্তি তখনকার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দেশীয় রাজনৈতিক সিন্ধিয়ার কথা তাঁহার স্বদেশীয়েরা বুঝিতে একান্তই অক্ষম এবং মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধপক্ষ লইয়া ছিলেন; ওদিকে ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা

মনয়োর সহিত একমত ছিলেন।

৫১। দৃঢ় অধ্যবসায় ধ্রুব।

উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব পঞ্চমবর্ষ বয়সে এক দিবস সিংহাসনাধিষ্ঠিত পিতার ক্রোড়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে আরূঢ় দেখিয়া তদ্রূপ পিতার ক্রোড়ে উঠিতে চেষ্টা করেন। রাজা তাহাকেও হাতে ধরিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার উপক্রম করিলে বিমাতা সুরুচি ধ্রুবকে নিবারণ করিয়া বলিলেন "তুমি আমার উদরে জন্মলাভ না করিয়া কি জন্য বৃথা এই উচ্চ অভিলাষ করিতেছ? সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম, তাহা কি তুমি জান না?" এই কথা শুনিয়া ধ্রুবকে কিছু না বলিয়াই রাজা হাত সরাইয়া লওয়ায় বিমাতার দুর্ব্বাক্যে ব্যথিত ধ্রুব স্বীয় মাতার নিকট গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই সকল কথা বলিলেন। সুনীতি বলিলেন "বৎস! সুরুচি ঠিক কথাই বলিয়াছে। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি না থাকায় আমাদের হীন অবস্থা হইয়াছে। এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক, অন্যথা পুণ্য সঞ্চয় করিও। সকল ঐশ্বর্য্যই সৎপাত্রে জলের ন্যায় গড়াইয়া আইসে; সুশীল, ধর্ম্মাত্মা ও প্রাণিহিতে রত হও।

সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণা পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥"

ধ্রুব তখনই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেরূপ পদ তাঁহার পিতাও প্রাপ্ত হয়েন নাই সেরূপ পদ তিনি পাইবার চেষ্টা করিবেন। মাতা বলিলেন "পদ্ম-পলাশ-লোচন হরির কৃপায় কিছুই দুর্ল্লভ বা অসম্ভব নহে।" বালক ধ্রুব সেইরাত্রেই একাকী অরণ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখে সঘন কাতর ডাক—"কোথায় তুমি পদ্মপলাশলোচন হরি!" অরণ্য মধ্যে বালক সপ্তর্ষির (মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ ও বশিষ্ঠ) দর্শন পাইলেন। তাঁহারা ঐ একাগ্র, অমিততেজা, উচ্চাভিলাষী ক্ষত্রিয় বালককে প্রীতি পূর্ব্বক সাধনার উপদেশ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন "সমুদয় বাহ্য বস্তু হইতে মনকে সরাইয়া ফেলিয়া" তাঁহাদের প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিলেই সিদ্ধি হইবে;—

হিরণ্যগর্ভপুরুষ প্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে॥

যমুনাতীরে মধুবনে গিয়া সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকায় অবিচলিত একলক্ষ্য বালক ধ্রুব ভগবানকে তপস্যায় প্রসন্ন করিয়া নক্ষত্র লোকে অতি উচ্চ পদ লাভের বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মথুরায় ধ্রুব ঘাটের মন্দিরে ধ্রুবের সুন্দর মূর্ত্তি আছে।

অকূল সমুদ্রে প্রকৃত গন্তব্য পথ স্থির করার জন্য যেমন চিরকালই ধ্রুব-তারা (পোল ষ্টার) স্থির লক্ষ্য প্রদর্শন করে—সকল মনুষ্যকে, পারলৌকিক উন্নতি জন্য, ধ্রুব চরিত্র সেইরূপই ভগবানে লক্ষ্য স্থির করিয়া দেয়।

৫২। দৃঢ় ভক্তির প্রভাব — গুরু ও শিষ্য।

একদা কোন সাত্ত্বিক ভক্তিমান শিষ্যের বাটীতে তাঁহার গুরু আসিলে শিষ্য একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে—গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে—তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। শিষ্য ধনবান। তাঁহার একমাত্র পরম সুন্দর শিশু পুত্রের অঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত দেখিয়া তামসিক লোভী গুরু সুযোগমত ঐ শিষ্যপুত্রকে গোপনে হত্যা করিল এবং উহার দেহ ও অলঙ্কার আপনার পেটারার ভিতর লুকাইয়া রাখিল। গুরু তখনই বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু শিষ্য পা ধরিয়া ক্রন্দন করায় অন্ততঃ সে দিনটা থাকিতে স্বীকার করিতে হইল। এদিকে শিশুর মাতা ও পরিজনবর্গ শিশুকে কোথাও খুঁজিয়া না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া গৃহস্বামীর নিকট সম্বাদ জানাইলে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অনন্যমনে গুরুসেবাতেই ব্যাপৃত রহিলেন এবং বলিলেন গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে তাঁহাকে পাইয়াছিলাম; তাঁহার আশীর্ব্বাদ থাকিলে সে আপনিই ফিরিয়া আসিবে; এখন গুরুকে সেবা ভিন্ন অন্য দিকে মন দেওয়ায় দোষ হয়।”

গুরুর প্রতি শিষ্যের এই অগাধ বিশ্বাসে গুরু নিজের মহাপাপ জন্য মনে মনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন এবং থাকিতে না পারিয়া আপনার দুষ্কার্য্যের কথা নিভৃতে শিষ্যের নিকট জানাইয়া মৃত শিশুকে পেটরা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। পুত্রের মৃত দেহ দেখিয়াও গুরুভক্ত শিষ্যের মনে শোক বা গুরুর প্রতি ক্রোধের উদয় হইল না। তিনি গুরুদেবকে বলিলেন "আপনি এজন্য কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আপনি বলিলেই ছেলে বাঁচিয়া উঠিবে।" শিষ্য ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে গুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া সন্তানের সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়া গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে মনে মনে মৃত সন্তানের জীবন প্রার্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই শিশু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। শিশু উঠিয়া বসিলে পিতার আদেশে গুরুপদে প্রণত হইল। শিষ্য ঐ পুত্রের সমস্ত অলঙ্কার এবং আরও অনেক ধন দিয়া গুরুকে পালকী করিয়া তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া ঐ গুরুর মনে নিজের মাহাত্ম্যের উপর এরূপ অপরিসীম বিশ্বাস জন্মিল যে অল্পদিনের মধ্যেই অন্য এক শিষ্যের বাটী গিয়া তাহারও পুত্রকে হত্যা করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া দিল। বালকের অন্বেষণ আরম্ভ হইলে গুরু অত্যন্ত আনন্দের সহিত শিষ্যকে জানাইল যে সে বালককে হত্যা করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া দিয়াছে। মৃত শিশুকে বাহির করিলে, ঐ শিষ্য অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গুরুকে রাজদ্বারে পাঠাইতে উদ্যত হইল। তখন গুরু হাসিয়া আপনার অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানাইয়া মৃত শিশুকে বাঁচাইয়া দিবেন বলিলেন। ঐ গোলযোগে গ্রামস্থ সমুদয় লোকই তথায় উপস্থিত হইলেন। গুরু শিষ্য উভয়ে মিলিয়া গুরুর সমস্ত পদধূলি শিশুকে মাখাইয়া দিলেও যখন শিশু জীবিত হইল না, তখন নিরুপায় গুরু পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্ত-শিষ্যকে এই মহাবিপদের খবর দিয়া আনাইলেন। ঐ শিষ্য গুরুর আহ্বান জন্য কৃতার্থ হইয়া ভক্তিভরে গুরুর পদধূলি লইয়া মৃত

শিশুর অঙ্গে স্পর্শ করাইবামাত্র ঐ শিশু জীবিত হইয়া উঠিল। শিষ্যের অলৌকিক ভক্তিমাহাত্ম্য দেখিয়া গুরুর কতকটা জ্ঞান জন্মিল। তিনি ঐ ভক্ত শিষ্যের নিকটে কিছুদিন অনুতপ্ত মনে বাস করিয়া কথঞ্চিৎ পবিত্র হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন।

৫৩। দেশের উন্নতি কিসে হইবে ?

কাহারও মতে বর্ণভেদ এবং ধর্ম্মভেদ উঠাইয়া দিয়া ভারতের সকলেই—ব্রাহ্মণ ও পরিয়া, সৈয়দ ও গারো বিবাহ সূত্রে মিশিলে ভারতের উন্নতি হইবে। কেহ বলেন ততটা ভাল নয়, তবে ব্রাহ্মণ সর্ব্বত্রই এক, উহাঁদের নিজেদের ভিতরে প্রভেদ রাখা উচিত নহে; সেইরূপ অন্যান্য বর্ণেরও মধ্যে প্রাদেশিক বিভিন্নতা মিটান সর্ব্বাগ্রে চাই। কাহার মতে কল কারখানা শিল্প বাণিজ্য ব্যতীত ভারতের উন্নতি হইবে না। কাহার মতে সর্ব্বসাধারণে স্ত্রীপুরুষ সকলেই—শিক্ষিত না হইলে উন্নতি হইবে না। কাহার মতে সকলেরই খৃষ্টান বা সকলেরই মুসলমান বা সকলেরই ব্রাহ্ম বা সকলেরই আর্য্যসমাজী অর্থাৎ সকলেরই একধর্ম্মাবলম্বী হওয়া চাই। কেহ বলেন ইংরাজী শিক্ষার চর্চ্চা বৃদ্ধিতেই উন্নতি হইবে। কেহ বলেন হিন্দীভাষা সমগ্র ভারতের ভাষা না হইলে চলিবে না। এ সকল কথারই ভিতরে সাধারণ উদ্দেশ্য 'অধিকতর সম্মিলন এবং সংসারের কার্য্যে অধিকতর উদ্যম'।

প্রকৃত কথা এই যে ভারতবাসীকে "ভাললোক" অর্থাৎ সত্যবাদী, সুসংযত, উদ্যমশীল, স্বদেশভক্ত, স্বধর্ম্মরত, উদারমনা, কলহবিবর্জ্জিত, সুশিক্ষিত, কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে। ভাল লোকের সংখ্যা যে সমাজে বর্দ্ধিত হয় সেই সমাজেরই উন্নতি হয়। বিশুদ্ধমতি এবং সদাচারসম্পন্ন হওয়ার জন্য ধর্ম্মাদি পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন হয় না, এবং পরার্থপর ভাল লোকের সহজেই সৎকার্য্যে সম্মিলন হইয়া থাকে।

একজন মৌলবী বলিয়াছিলেন "প্রকৃত ভাল (অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত) হিন্দুর, মুসলমানের, খৃষ্টানের বা বৌদ্ধের কোন বিবাদই নাই। ভাল জাতের কুকুরে অপর কুকুর দেখিলেই ঘেউ ঘেউ করে না; সাধারণ কুকুরেই তাহা করে।"

মন ভাল কর। ডোমকে কন্যা না দিয়াও ডোমের সহিত প্রীতিপ্রবণতা আসিতে পারিবে। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বা সৈয়দেরা বংশের অথবা অন্য কিছুরই গর্ব্ব করেন না। ঈর্ষাপরায়ণ মূর্খ যাহাদের জাত্যভিমান বা ধর্ম্মধ্বজিতা ব্যতীত অন্য কিছু নাই, তাহারাই গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

যদা বিশুদ্ধমতিরত্র জায়তে
যদা পবিত্রা প্রকৃতির্বিলোক্যতে।
যদা সতাং পূর্ব্ববিধিঃ সমাদৃতঃ
তদাভবেদুন্নতিরত্র ভারতে॥

৫৪। দেহের প্রতি প্রেম — নারসিসস্।

গ্রীক পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে নারসিসস পরম সুন্দর যুবক ছিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার কিছুই সুন্দর বা ভালবাসিবার [illegible] বলিয়া বোধ হইত না। একদিন স্থির নির্ম্মল জলে নিজের সুন্দর [illegible] দেখিয়া নারসিসস্ মোহিত হইল এবং উহাকেই দেবতাজ্ঞানে ভালবাসিয়া ফেলিল। ঐ ভালবাসার প্রতিদান না পাইয়া নারসিসসের মন একান্ত নীরস হইল ও দেহ শুষ্ক হইয়া গেল।

শুধু নিজের দেহের প্রতি ভালবাসা এক প্রকার উন্মাদ রোগ। এ কথা সত্য বটে যে মনুষ্যের দেহ ও মন ভগবানের মন্দির; উহা শুচি, সুস্থ ও পরিষ্কৃত রাখা উচিত। কিন্তু ভগবানের কথা (পবিত্র মনে জীবে দয়া দ্বারা তাঁহার সেবার কথাদি) ভুলিয়া ঐ মন্দিরের ভিতরে অবিনয়, ঈর্ষা, অহঙ্কার স্বার্থপরতা প্রভৃতি ময়লা রাখিয়া বাহিরের পরিচ্ছন্নতা সাধনে কি ফল হইবে!

আজকাল দেখা যায় অনেক বাঙ্গালী যুবক স্ত্রীলোকের ন্যায় মুখের, হাতের, কেশের ও বেশের, বাহ্য চাকচিক্যের জন্য অপরিমিত পরিশ্রম ও সরঞ্জামের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। কেনই বা এত পরিশ্রম! কে কাহার দিকে চাহিয়া দেখে? আর যাঁহারা সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টি তাঁহারা ঐ অসার চেষ্টায় কত সময় নষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝিয়া অসারতাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

৫৫। ধনরত্ন এবং লৌহ — সোলন ও ক্রশরাজ।

প্রাচীনকালে লিডীয় রাজ ক্রশ (ক্রীসসের) ন্যায় ধনী কেহ ছিলেন না। গ্রীক পণ্ডিত সোলন একবার লিডীয়ায় গিয়াছিলেন। ক্রীসস্ তাঁহাকে আপনার অতুল্য রত্ন ভাণ্ডার দেখাইলে সোলন তাহার প্রশংসা না করিয়া বলিয়াছিলেন "যাহার লৌহ [=অস্ত্র] ভাল সে এ সকল রত্ন সহজেই লইতে পারে।" ইহাতে ক্রশরাজ একান্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তবে কি আপনি আমাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করেন না?" সোলন উত্তর করেন "না, জগদীশ্বর যাঁহাকে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সুখী রাখেন সেই সুখী; তাহা ভিন্ন আর কেহ সুখী পদবাচ্য নয়। মনুষ্য সাধারণতঃ ৭০ বৎসর জীবিত থাকে। ইহার মধ্যে দুই দিন "ঠিক" একভাবে যায় না।" ক্রশরাজ বলেন "দুই একজন সুখী ব্যক্তির নাম করুন।" তাহাতে সোলন বলেন "(১) এথিনীয় টেলস্। তিনি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র দেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার বহুপুত্র ও পৌত্র; সকলেই ধর্ম্মাত্মা। সকলকে জীবিত দেখিয়া, টেলস্ দেশ রক্ষার্থ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এথিনীয়েরা তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার সমাধিস্থলে একটী বিচিত্র মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছেন। (২) ক্লিওবিস এবং বাইটস্। ইহাঁরা আর্গস দেশের অধিবাসী। উভয় ভ্রাতাই বলবান ও ধনবান ছিলেন। জুনোদেবীর সাম্বৎসরিক উৎসবের সময়ে দুইজনে তাঁহাদের মাতাকে রথে বসাইয়া চল্লিশ ক্রোশ টানিয়া আনিয়াছিলেন।

উৎসব ক্ষেত্রে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। মাতা আহ্লাদে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে জুনোদেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে এই পৃথিবীতে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুখ, তাহা যেন তাঁহার পুত্রদ্বয় অচিরাৎ প্রাপ্ত হয়। ক্লিওবিস ও বাইটস, পূজার্থ জুনোদেবীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিবামাত্র, মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আর্গসবাসীরা মাতৃভক্ত পূজাকালে মৃত যুবকদ্বয়ের সমাধির উপর মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছে।"

এই উত্তরে ক্রশরাজ একান্তই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে পারস্যরাজ সাইরস লিডীয়া জয় করিয়া ক্রশকে বন্দী করিলেন। কথিত আছে যে চিতায় আরোপণ করাইয়া তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিবার জন্য সাইরস নিকটে আসিয়া দাঁড়ান। চিতাগ্নি একটু গাত্র সংস্পৃষ্ট হইলে ক্রশরাজ "সোলন, সোলন" বলিয়া চীৎকার করেন; সাইরস কৌতূহলী হইয়া ক্রশকে চিতা হইতে নামাইয়া "সোলন, সোলন" বলিয়া চীৎকার করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এবং তিনি সমস্ত কথা বলিলে গর্ব্বিত ও নিষ্ঠুর সাইরসের চৈতন্য হয়।

কেহ কেহ বলেন যে ক্রশকে চিতারোহন করান হয় নাই; এখনও অগ্নি-পূজক পারসীক অগ্নির পবিত্রতা রক্ষা জন্য শব দাহ করে না। কিন্তু এক্ষেত্রে জীবিত মনুষ্যের হোম হইতেছিল!

৫৬। ধৃষ্টতায় উপেক্ষা — হারুন।

সুপ্রসিদ্ধ সুলতান হারুন-উল-রসিদের এক পুত্র একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল—"অমুক সৈন্যাধ্যক্ষের পুত্র আমাকে আমার মাতার উল্লেখে গালি দিয়াছে।" হারুন এ বিষয়ে কি করা উচিত মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে,—কেহ বলিল, তাহার প্রাণদণ্ড করুন; কেহ বলিল, তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলুন; কেহ বলিল, অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিন। তারপর হারুন বলিলেন,—"পুত্র! যদি তুমি

অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পার, তাহাই সর্ব্বোত্তম। যে ব্যক্তি ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত হইয়া কথা কহিতে পারে, সেই প্রকৃত বীর। তবে যদি তোমার সে ক্ষমতা না থাকে, তুমিও তাহার মাতাকে গালি দিতে পার। কিন্তু তাহা কি 'তোমার' পক্ষে উপযুক্ত হইবে ?"

৫৭। নাম মাহাত্ম্য অজামীল।

যে কোন উপায়ে হউক সর্ব্বদা ভগবানের নাম উচ্চারণের অভ্যাস রাখিলে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ হইবে এবং মৃত্যুকালেও ঐ নাম মনে আসিবে। এই চেষ্টায় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মুসলমান গৃহস্থগণ ঈশ্বরের নাম সম্বলিত করিয়া পুত্র কন্যার নাম রাখার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

অজামীল নামক একজন অনাচারী ব্যক্তি কোন সময়ে একবার মাত্র সযত্নে সাধু সেবা করিয়াছিলেন। সাধু উহাঁর উপর তুষ্ট হইয়া উপদেশ দেন "সন্তানের নাম নারায়ণ রাখিও।" ঐ ক্ষণমাত্রের সজ্জনসঙ্গ অজামীলের পরম উপকারক হইল। সে পুত্রের নাম নারায়ণ রাখে।

ঐ পুত্রকে অজামীল বড়ই ভালবাসিত এবং সর্ব্বদাই সে নাম ধরিয়া ডাকিয়া নিজের কাছে আনিয়া বসাইত। নারায়ণ নাম উচ্চারণ সহ উহার সময়ে সময়ে উক্ত সাধুকে এবং ভগবানকেও স্মরণ হইত। মৃত্যুকালে ঐ পুণ্যবলে অজামীল নিকটাগত যমদূতকে দেখিতে পায়। তখন "নারায়ণ আমাকে রক্ষা কর" পুত্রের উদ্দেশ্যে ভয়ে এই কথা বলিতে বলিতে ঐ নাম মাহাত্ম্যে তাহার ভগবানকেও মনে পড়ে। সে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহার সদ্গতি হয়। যাহার মৃত্যুকালে ভগবানের নাম উচ্চারণ ঘটিতে পায় তাহার উপর যমের অধিকার থাকে না।

৫৮। ন্যায়পরায়ণ কাজি সুরাজুদ্দিন।

দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দীন এক সময়ে ধনুর্বিদ্যার অভ্যাস করিতেছিলেন।

দৈবাৎ একটি শর একটি ছেলের গায়ে লাগায় সে মারা পড়ে। তাহার দরিদ্রা মাতা কাজি সুরাজুদ্দিনের নিকট এ বিষয়ের অভিযোগ করিলে, কর্ত্তব্যপরায়ণ কাজি রাজাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের উত্তর দিতে আদালতে হাজির হইবার জন্য হুকুমনামা পাঠাইলেন। রাজা এক-খানি ক্ষুদ্র তরবারি বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজি সম্পূর্ণভাবে আদালতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, রাজাকে তথায় কোন প্রকার সম্মান না দেখাইয়া এবং সাধারণ লোকের ন্যায় কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া, অভিযোগের কথা তাঁহাকে জানাইলে রাজা বিধবাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করায়, বিধবা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন এবং কাজিকে সে কথা জানাইলেন। তখন কাজি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন।

ইহার পর কাজি বিচারাসন হইতে নামিয়া রাজার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন; নৃপতি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অসি বাহির করিয়া কহিলেন, "কাজি সাহেব! তোমার আজ্ঞানুসারে, পবিত্র কোরাণের বিধি মান্য করিবার জন্য আমি বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। যদি দেখিতাম, তুমি ন্যায়মার্গ হইতে তিলমাত্র বিচলিত হইয়াছ, তাহা হইলে তোমার শিরশ্ছেদন করিতাম। আমার রাজ্যে এমন একজন বিচারক আছেন যিনি কোরাণের বিধানাপেক্ষা আর কোন ক্ষমতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন না, এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে ধন্য-বাদ দিতেছি।" বিচারপতি তখন দণ্ড যষ্টি হস্তে লইয়া কহিলেন "আমিও, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে যদ্যপি আপনি আই-নের আদেশ স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে এই বেত্রদণ্ড আপনার পৃষ্ঠে কালশিরা দাগ বসাইয়া দিত! আজ ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের উভয়েরই পরীক্ষার দিনটা ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল।"

৫৯। ন্যায়পরতা মিঃ বীচ্‌ক্রফট।

নিখুঁত, নির্ভীক, নিরপেক্ষ, ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিতে না পারিলে পবিত্র বিচারাসনকে কলঙ্কিত করা হয়। অথচ শুনা যায় কোন কোন হাকিম পক্ষগণের মধ্যে এবং উকীল ব্যারিষ্টারের মধ্যে চেনা অচেনার তারতম্য করেন; কেহ বা রায়তকে জিতাইতে এবং জমিদারকে হারাইতে ভাল বাসেন; কেহ বা প্রবাদে পরিণত "ডেপুটী গহ্বর আলির" ন্যায় মনে করেন যে "ভগবান যাহাকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে যাওয়া" মহাভ্রম—সুতরাং প্লাণ্টার, পুলিস, জমিদার, মহাজন, মনিব প্রভৃতিরই জিত এবং ইহাঁদের বিরোধী দুর্ব্বল পক্ষের হার হওয়াই চাই; কেহ বা মনে করেন যে "তেজস্বিতা দেখানই" বড় কাজ, এজন্য একটু টানিয়া বুনিয়াও প্রবল পক্ষকে মোকদ্দমায় হারাইয়া দেন; কেহ বা হাইকোর্টের বা রেভিনিউ বোর্ডের ভয়ে বা প্রশংসার লোভে "কৈফিয়তি মোকদ্দমাগুলি 'যেন তেন প্রকারেণ' খারিজ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত" থাকেন; কেহ বা দুই তৃতীয়াংশ আসামীর দণ্ড না হইলে পাছে দুর্ব্বলমনা (উইক্ আফিসর) বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়েন এই ভয়ে মাসের শেষাশেষি সকল মোকদ্দমাতেই এবং যে সকল মোকদ্দমায় অধিক সংখ্যক আসামী বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে সাজা দেওয়ার দিকেই একটু বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন!!

ছাপরার জজ পেনেলের নিকট বাঁধের মোকদ্দমায় যাহা সরলভাবে ডেপুটী জাকির হোসেন স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা অনেকেরই মনে আছে—"উপরওয়ালার সহিত মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে পরামর্শ চলে!"

বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারের ভিতরে পুরুষানুক্রমিক ভাবে প্রতিপালিত হইয়া এবং শত বৎসরের ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে একটা শিক্ষিত সমাজের লোকলজ্জা ভয়ের মধ্যে আসিয়া এ বিষয়ে অনে-

কটা উন্নত আছেন সন্দেহ নাই।—শ্রীযুক্ত নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডুমরাওন-রাজ মোকদ্দমার রায় নিখুঁত নিরপেক্ষ এবং ভারতবাসীর গৌরবের জিনিস।

বোমার মোকদ্দমায় চুল চিরিয়া দোষী নির্দ্দোষীর পার্থক্য বাছিয়া শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষকে ছাড়িয়া দিতে শ্রীযুক্ত বীচক্রফট সাহেবই পারিয়াছিলেন; এদেশীয় ইউরোপীয় বিচারপতি কয়জন তাহা পারিতেন? ফলতঃ নিখুঁত ন্যায়পরতার জন্য বুদ্ধির একান্ত নির্ম্মলতা এবং চরিত্রের একান্ত দৃঢ়তার প্রয়োজন। সাধারণ সকল সংস্কার ধারণা এবং কূটবুদ্ধি ছাড়িয়া এবং নিক্তির ওজনের ন্যায়-বিচারের প্রতি "একমাত্র লক্ষ্য" রাখিয়া প্রত্যেক মোকদ্দমার জন্য পৃথক ভাবে রায় ঠিক করা সকল বিচারপতিরই কর্ত্তব্য। বিচারাসন যে ধর্ম্মের বা যমরাজের আসন!

৬০। ন্যায়পর শাসনকর্ত্তা মনরো।

প্রথম মহীশূর যুদ্ধে বারমহল এলাকা কোম্পানির অধিকৃত হইলে সার টমাস মনরোর উপর উহার বন্দোবস্তের ভার পড়ে। তাঁহার দয়া, সূক্ষ্ম সহানুভূতি এবং উদারতা তাঁহাকে সর্ব্বত্রই এদেশীয়দিগের একান্ত প্রীতি ও ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি এদেশীয়দিগকে এরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন যে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "সাধারণ লোকের "স্বভাবের" বাণিজ্য ইংলণ্ডের এবং ভারতের মধ্যে হইলে সেরূপ "বিনিময়ে" ইংলণ্ডই লাভবান হন!"

প্রকৃতই দেখা যাইতেছে ভারতের সংসর্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারভাব পাইয়া ইংলণ্ড রোমান ক্যাথলিকদিগের সহিত সুভদ্র ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন; আয়র্লণ্ডে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে পারিলেন। এদিকে ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণ ঐহিকতা, ভক্তিহীনতা প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় দোষ এই উদারতা দানের বিনিময়ে পাইতেছেন!!

এদেশীয়েরা ইংরাজ সংস্রবে "অধিকতর উদ্যমশীল এবং কার্য্য কুশল" হয়েন মহাত্মা মনরো ইহাই বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন কোন জাতির স্বভাবের উৎকর্ষ চেষ্টা এবং বিদেশী শাসনের একান্ত অধীন করিয়া রাখা এ দুইটাতে মিল খায় না। * এই উদারনীতির অনুসরণে তিনি সর্ব্বপ্রকার অসামরিক পদেই দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেদিকে অনেক উন্নতি ইদানীং হইতেছে সন্দেহ নাই।

তিনি গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার একান্ত বিরোধী ছিলেন—তাঁহাদের টাকা রোজগারের কৌশল তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন যে তখনকার কলেক্টরগণ নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতার ব্যবহার করিতে দিয়া খাজনা আদায়ের জন্য অসময়ে এবং অসঙ্গতরূপে প্রজাদিগের উপর পীড়াপীড়ি করিয়া জেলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যই নিজেদের ইচ্ছামত সস্তা দরে খরিদ করিয়া লইতে পারিত! † তিনি বলিয়াছিলেন যে যাহাদের মাসিক বেতনের অপেক্ষা মাসিক খরচ অধিক হইত সেরূপ অমিতব্যয়ী কলেক্টারেরাও কয়েক বর্ষেই বহুধনশালী হইয়া দেশে চলিয়া যাইত।

৬১। নিয়মানুগামিতা। মার্কিণ সৈনিক।

মার্কিণ দেশে সৈন্যদলের কাওয়াজের সময় একজন মার্কিণ সৈনিকের গা বহিয়া ক্ষুদ্র বিষাক্ত একটী কীট উঠিতেছিল। সৈনিক কাওয়াজের হুকুম

* The imp ovement of the character of a people and the keeping them at the sametime in the lowest state of dependence on foreign rule are matters quite incompatible with each other.

† Get the whole produce of the lands in their own hands at their own price.

মত দুই হাতে বন্দুক ধরিয়া তোলা ফেরা করিতেছিল। কীটটা গাল বহিয়া যখন কাণে ঢুকিতে লাগিল তখনও সেই সৈনিক কাওয়াজের শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া বন্দুক হইতে মুহূর্ত্ত মাত্র একবার হাত সরাইয়া কীটটাকে ফেলিয়া দেয় নাই। কীটটা কর্ণকুহরে ঢুকিয়া দংশন করে এবং পরে তাহাতেই সৈনিকের মৃত্যু হয়। অবিচলিত বশ্যতা গুণের ঐ উজ্জ্বল উদাহরণে সমস্ত মার্কিণ সৈন্যদল চমৎকৃত হইয়া এবং সকলে চাঁদা করিয়া ঐ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করেন।

৬২। নিরহঙ্কার পরমহংসদেব।

একদিন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কোন্নগরে কোন ভদ্রলোকের বাটী গেলে তথাকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় সে স্থলে আসিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলেন, কিন্তু ন্যায়-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া বলিলেন "আপনি কি আমার প্রণম্য।" পরমহংসদেব তদুত্তরে কহিলেন "আমি সকলের দাস, আমার প্রণম্য সকলেই।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহার উত্তর দিন, আপনি আমার নমস্য কিনা?" পরমহংসদেব কাতর হইয়া বলিলেন "এ বিশ্বসংসারে সকল বস্তু হইতে আমি অধম, আমি সকলের দাসানুদাস, সকলেই আমার প্রণম্য।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "আপনি বোধ হয় আমার কথা বুঝিতে পারিতেছেন না, আপনার পৈতা নাই সেজন্য আপনি ব্রাহ্মণের নমস্য নন; তবে যদি আপনি সন্ন্যাসী হন তবেই আমরা প্রণাম করিতে পারি, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কি সন্ন্যাসী?" নিরহঙ্কার পরমহংসদেব সে কথাও নিজ মুখে বলেন নাই।

৬৩। নিরহঙ্কারে রক্ষা ফরাসি সেনাপতি।

ফরাসি বিপ্লবের পর কোন ফরাসি সেনাপতি একদল সৈন্য লইয়া সুই-

আয়লণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইতেছিলেন। একজন সাধারণতন্ত্রী সৈনিক আর একজনকে বলিতেছিল "সেনাপতি হওয়ায় খুব সুখ; আমরা হাঁটিয়া যাইতেছি; তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন। দেশের জন্য উহাঁকে কোন কষ্ট করিতে হয় না!" সেনাপতি ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সৈনিককে বলিলেন "ভাই! তুমি অবশ্যই অসুস্থ শরীর বা পথশ্রান্ত হইয়া একথা বলিতেছ; সেনাপতিরও কতক অসুবিধা আছে; সে যাহা হউক, তুমি এখন এই ঘোড়ায় চড়; আমি দলের মধ্যে তোমার স্থানেই তোমার বন্দুক ঘাড়ে লইয়া চলিব; দেশের কাজে আমার মান অভিমান নাই। আবার যুদ্ধের সময় তোমাদের সকলের অগ্রে, সকলের অপেক্ষা গুলির আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনার স্থলে, অশ্বপৃষ্ঠে উঁচু হইয়াই থাকিব।" সৈনিকটা একটু লজ্জিত হইয়া প্রথমে ঐ ঘোড়ায় চড়িতে চাহিল না; পরে অপর সৈনিকদিগের দিকে চাহিয়া বাহাদুরীর হাসি হাসিয়া ঘোড়াতে চড়িল। অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে পাহাড়ের গায়ের ঝোপ হইতে শত্রুপক্ষীয়ের গুলি আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠারূঢ় ঐ সৈনিককে আহত করিয়া পাতিত করিল।

৬৪। নিরাকার সাকার ও অবতার জলের উপমা।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে ভগবান নিরাকারও বটেন, সাকারও বটেন এবং অবতারও হন। যেমন জলের বাষ্প, মেঘ, এবং জল তিন জিনিসই এক। হিমে বা শৈত্যে অদৃশ্য বাষ্প সাকার মেঘরূপে দেখা দেন; ঐ হিমের আতিশয্যে জল (বা শিলাবৃষ্টি) হইয়া নামিয়া আইসেন।—ভক্তি হিমের তারতম্য মাত্র! জ্ঞানী জানেন যে নিরাকার অবস্থাতেও বাষ্প আছেন।

৬৫। নিষ্কাম ভগবৎ প্রেম ফকীরের।

একজন পরাক্রান্ত সুলতান বনে শিকার করিতে গিয়া জনৈক ফকীরের

সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া বড়ই সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে কিছু লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাধু বলিলেন, "এই সব বৃক্ষ আমাকে ফল প্রদান করে, এই স্রোতস্বিনী আমাকে জল প্রদান করে; শয়ন করিবার জন্য গুহা রহিয়াছে; তোমার উপহারে আমার কি প্রয়োজন?" সুলতান বলিলেন, "আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমার রাজধানীতে আসুন।" সাধু সুলতানের সহিত তাঁহার প্রাসাদে গেলেন। তথায় চতুর্দ্দিকে বিভবের চিহ্ন। সম্রাট সাধুকে বসাইয়া বলিলেন, "আপনি ক্ষণকালের জন্য অপেক্ষা করুন—আমি উপাসনা সারিয়া লই"; এবং ঐ গৃহেরই এক কোণে গিয়া প্রত্যহকার মত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "প্রভো, আমাকে আরও ঐশ্বর্য্য, সন্তান সন্ততি ও স্বাস্থ্য প্রদান করুন।" সাধু তখন সেখান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। সম্রাট পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার উপহার গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন যে?" সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা লই না।"

৬৬। নিঃস্বার্থ স্বদেশ প্রীতি — সিনসিনেটস্।

রোমের অতি প্রধান বংশে মহাত্মা সিনসিনেটসের জন্ম হয়। দৃঢ় চরিত্রের ও ধর্ম্মপরায়ণতার গুণে তিনি সকল রোমীয়েরই ভক্তির পাত্র ছিলেন। দাস দাসী রাখা গর্ব্বের লক্ষণ বলিয়া, তাঁহার অনুমোদিত ছিল না। তিনি স্বহস্তেই চাস করিয়া তাহার দ্বারা অন্ন সংস্থান করিতেন।

কোন সময়ে এক প্রবল শত্রুদল রোম আক্রমণে অগ্রসর হইলে এবং একটা তুমুল যুদ্ধে রোমীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলে রোমীয়েরা একান্ত ভীত হইল এবং একবাক্যে সবল শরীর, অস্ত্র চালনায় সুদক্ষ, সাত্বিক বীর সিনসিনেটসকে ডিক্‌টেটরের পদ প্রদান করিল। পূর্ণ এক বৎসরের

জন্য ডিক্‌টেটরের মুখের কথাই আইন হইত এবং প্রচলিত সমস্ত আইন তাঁহার হুকুমে রদ হইয়া যাইত। জন্মভূমির আহ্বানে সিনসিনেটস বিনা বাক্যব্যয়ে লাঙ্গল তুলিয়া রাখিয়া পূর্ব্ব পরিহিত হীনবেশেই রোমে চলিয়া গেলেন। সেখানে সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিল। তিনি রোমের দুর্গ সংস্কার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন না; যুদ্ধে জয় সম্বন্ধে সন্দেহের আভাষও আসিতে দিলেন না। বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! যে সকল শত্রু রোমের পবিত্র অধিকার চরণ স্পর্শে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহাদের এক জনকেও ফিরিতে দেওয়া হইবে না; ঘিরিয়া মারিতে হইবে!" তখনই হুকুম দিলেন যে প্রত্যেক সুস্থ ও সবল শরীর রোমীয় পাঁচ দিনের আহার্য্য ও বারটী করিয়া বড় বড় খোঁটা ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া অবিলম্বেই শত্রু শিবিরের দিকে যাত্রা করিবে। তাঁহার প্রতি সকলেরই দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বাস এবং তাঁহার ভাব দর্শন ও কথা শ্রবণ মাত্রেই তাঁহার তেজে সকলেই অনুপ্রাণিত! জন্মভূমির জন্য ধন জন প্রাণ উৎসর্গ করা অতি সহজ কার্য্য বলিয়া তখন সকলেরই বোধ হইলে, তাঁহার ইঙ্গিতে সকলেই সুশৃঙ্খলার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। রোমীয়গণ মহোৎসাহে দুই দিনের পথ অগ্রসর হইয়া নীরবে রাত্রিকালে শত্রু শিবির বেষ্টন করিয়া ঐ সকল খোঁটা গাড়িয়া ফেলিল এবং তীর ধনুক খড়্গ ও বর্শা লইয়া ঐ বেড়ার বাহিরে দণ্ডায়মান হইল। সমস্ত ঠিক হইলে চতুর্দ্দিক হইতে রোমীয়দিগের একসঙ্গে ভয়ানক চীৎকারে শত্রুরা জাগরিত হইল। কিন্তু রোমীয়দিগকে আক্রমণ করিতে গিয়া উহারা নিজেদের বেড়ায় ঘেরা এবং শত্রুপক্ষের অভাবনীয় তেজ দেখিয়া হতোৎসাহ হইয়া পড়ায় সহজেই প্রতিহত হইল। তখন রোমীয়েরা শিবিরের চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করায় ঐ যুদ্ধে রোমীয়দিগের সম্পূর্ণ জয় লাভ হইল। যথাসম্ভব শীঘ্র শত্রুদিগের দেশ পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া উহাদের হীনসন্ধি করাইয়া নির্বিবাদে রোমের দিকে ফিরিলেন। কিন্তু রোমে তাঁহার

জন্য যে মহা বিজয়োৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে সিনসিনেটস উপস্থিত হইলেন না। তিনি রোমের বাহির হইতেই সেনেট সভার নিকট পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়া দিয়া গোপনে নিজের কুটীরে ফিরিলেন, এবং পূর্ব্ববৎ দীনভাবে চাসবাসের কার্য্যে রত হইলেন! সেনেট সভা এবং সমগ্র দেশের লোকের শত অনুরোধেও তিনি সম্মান ও পুরস্কার কিছুই লইলেন না; কিন্তু ঐ নিস্পৃহতা জন্য তিনি চিরদিনের জন্য "সমগ্র মানবজাতির" আদর্শ-স্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন! তিনি ষোল দিন মাত্র ডিক্‌টেটরের কার্য্য করিয়া দেশের কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাঁর তেজ সম্বন্ধে ঠিক বলা যায়ঃ—

"লোহার চেয়ে মহাশক্ত, ভক্তবীরের মাংস রক্ত,
স্পর্শ থাকুক দর্শনে তার, শত্রু কুল ক্ষয়!

৬৭। নেটালে ভারতবাসী রঘুনাথ সিংহ।

পাটনা জেলার অন্তর্গত হিলসা থানার অধীনে মালোয়াঁ গ্রামে ছত্রি সন্তান রঘুনাথ সিংহের বাস ছিল। এখন তিনি নেটালের ঔপনিবেশিক। নেটালে ঔপনিবেশিকদিগের নাম রেজেষ্টরী হয় এবং প্রত্যেকের নামে একটা নম্বর পড়ে। সকল কাগজ পত্রেই রঘুনাথ সিংহের নম্বরের (৪০৬৭৪) উল্লেখ আছে। তিনি ইংরাজী, ডচ্ এবং জুলু ভাষায় কথা কহিতে পারেন। এগার বৎসর বয়সে মাতার সহিত নেটালে খাটিয়া খাইতে গিয়াছিলেন। এখন (১৯১১) ,৩২ বৎসর বয়স। বিবাহ করিবার জন্য মাতার সহিত এদেশে একবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। ছয় মাস বাদে ফিরিয়া যাইবার পাশ পাইয়াছেন। মাতার কাশী, হরিদ্বার এবং বদ্রিনাথ দর্শনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। নেটালে ভারতবাসীদের বাৎসরিক তিন পাউণ্ড বা ৪৫৲ টাকা লাইসেন্স ফী দিতে হয়। পূর্ব্বের প্রচলিত আইনে যাহারা গিয়াছিল তাহাদের ঐ লাইসেন্স ফী দিতে হয় না। রঘুনাথ সিংহকে বাৎসরিক এক পাউণ্ড (১৫৲) পোল ট্যাক্স

দিতে হয়। ঐ "মস্তক" গণনার ট্যাক্স প্রত্যেক পরিবারেরই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদিগের জন্ম দিতে হয়; মেয়েদের ও বালকদের দিতে হয় না। ফরাসি চন্দননগরেও পোল ট্যাক্স আছে। নেটালে জমির খাজনা নাই; মিউনিসিপ্যাল রেট দিতে হয়। রঘুনাথ।সিংহ, লেডিস্মিথ সহরে এক একর জমি খরিদ করিয়াছেন। ঐ বিভাগে ভারতবাসীদের জমি খরিদে বারণ নাই। ইনি নেটালের রেলওয়েতে মজুরের সর্দ্দারী কাজ করিয়া ৫ পাউণ্ড (৭৫৲). মাস মাহিনা পাইয়া থাকেন। সে দেশে মিলি বা মকাই প্রধান খাদ্য। ভারত হইতে চাউল এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে গোধুম নেটালে যায়। সর্ব্বপ্রকার তরকারী যথেষ্ট হয়। কোন কোন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক নিজের হাতে চাষ করে; কিন্তু অধিকাংশই জোতদার এবং ভারতীয় মজুর দিয়াই ক্ষেত্রের কার্য্য করায়। জাতি সম্বন্ধে রঘুনাথ সিংহ বলিলেন যে তথায় কতক কতক বিচার আচার চলে; তবে নেটালের ভারতীয় মজুরেরা অনেকেই মাংস ভোজন এবং মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছে। প্রবাসী দিগের মধ্যে একটু শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। কয়েকটি হিন্দু মন্দিরও হইয়াছে। থিয়সফিক্যাল সোসাইটি ও স্থাপিত হইয়াছে।

রঘুনাথ সিংহের প্রশংসাপত্রে দেখা গেল যে পরিশ্রমী, সরলস্বভাব ও বিশ্বাসী বলিয়া অনেকেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং অস্ত্র রাখিবার উপযুক্ত বলিয়াছেন। নেটালে তাঁহার রিভলভার আছে। এখানে একটি ছড়ির ভিতরে গুপ্তি ছিল। গুপ্তির জন্ম নেটালে লাইসেন্স দরকার হয় না। এদেশে তাহার দরকার হয় শুনিয়াই সরলস্বভাব রঘুনাথ সিংহ কাছারীতে আসিয়া ভিতরের ছোরাটা কাটাইয়া ফেলিলেন। ছড়িটি বন্ধুর দেওয়া বলিয়া রাখিয়া দিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "নেটালে ভারতবাসীর দুরবস্থার কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু 'সেখানে' গুপ্তি কাটাইতে হয় নাই! নেটালের অপেক্ষা ট্রান্সভালে—ভারতবাসীর দুর্দ্দশা অধিক কিন্তু এখন যাহারা যায় তাহাদের

অপেক্ষা যাহারা পূর্ব্বে গিয়াছিল তাহাদের সুবিধা অধিক।”[৩০] লেডিস্মিথের অবরোধের সময় বোয়ারদের গোলায় অনেক নাগরিক মরিয়াছিল এবং আহার্য্যের অভাবে অবরোধের শেষাশেষি রঘুনাথের এবং অন্যান্য অধিবাসী-দের কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছিল।

যে সকল ভারতবাসী রঘুনাথ সিংহের ন্যায় বিদেশে অন্নসংস্থান করিয়া মাতৃভূমির উপরই মনপ্রাণ দিয়া আছেন তাঁহারা আমাদের একান্তই ভাল-বাসার পাত্র। উহাঁদের মধ্যে জীবনসংগ্রামে মনুষ্যত্বের অর্জ্জন হইতেছে এবং কেহ না কেহ একদিন মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

৬৮। পতি পত্নীর সম্বন্ধ উইলিয়ম ও মেরি।

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেম্‌সের কন্যা মেরি হলণ্ডের প্রিন্স উইলিয়ম অফ অরেঞ্জের পত্নী ছিলেন। দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজ্যচ্যুতির পর মেরী হলণ্ড হইতে স্বামী সহ আসিয়া ইংলণ্ডের রাণী হন। ঐ সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইংরাজ মহিলা রাজ্ঞী মেরীকে জিজ্ঞাসা করেন “এইবার আপনাদের পতি পত্নী সম্বন্ধ সহিত রাজা প্রজা সম্বন্ধ আসিয়া জড়াইল, এখন কিরূপ চলিবে?” রাজ্ঞী মেরী স্বামীকে তখনি নিকটে ডাকাইয়া তাঁহার সমক্ষে ঐ প্রশ্নের কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন “আমি খৃষ্টীয় দশ আজ্ঞার মধ্যে স্বামীর নিকট সকল বিষয়েই বশীভূত থাকার অনুজ্ঞা পালন করিতে থাকিব এবং আমার স্বামীও বরাবরের মত ঐ দশাজ্ঞার মধ্যে পত্নীকে ভালবাসিবার অনুজ্ঞা পালন করিতে থাকিবেন—সুতরাং আমাদের কোন বিষয়েই নূতন বন্দোবস্তের দরকার হইবে না।’

৬৯। শান্তিমনা পণ্ডিত গোবর ডাঙ্গায়।

একদা গোবরডাঙ্গায় প্রসিদ্ধ জমিদার ৺ সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের

অট্টালিকার প্রাঙ্গণে কলিকাতার কোন নর্ত্তকীর কীর্ত্তন হইতেছিল। দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে ইছাপুরের কয়েকজন সরলচিত্ত অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। নৃত্য করিবার সময়ে হঠাৎ কোন নর্ত্তকীর পা কোন অধ্যাপকের গাত্রে লাগিল; নর্ত্তকী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার পদধূলি না লওয়ায় তিনি বিস্মিত হইলেন এবং সমাগত অধ্যাপকদিগকে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে বলিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে বলিলেন—"বোধ করি এই নর্ত্তকী বেশ্যা হইবে।" তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন— "সে কি! এমন সুন্দরী ও কৃষ্ণপ্রেমিকা কখন বেশ্যা হইতে পারে?" একটু তর্কবিতর্কের পর তাঁহারা সারদাপ্রসন্ন বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "এ বেটী বেশ্যা না হইলে তর্কপঞ্চানন ভায়ার গাত্রে পদ প্রদান করিয়া ফেলিয়া তাঁহার পদধূলি লইল না কেন?"

প্রত্যুৎপন্নমতি সারদাপ্রসন্ন বাবু বলিলেন "কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা তখন বাহ্য জ্ঞান শূন্য ছিল; এক্ষণে আপনারা আসরে গেলে পদধূলি লইবে।" সারদাপ্রসন্ন বাবু সত্বর আসরে গিয়া সেই নর্ত্তকীকে পদধূলি লইতে বলিয়া দিলে নর্ত্তকী সেইরূপ করিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে "সতী সাবিত্রী সমানা হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে হাসিলেন কিন্তু ওরূপ সরলচিত্ত পবিত্র স্বভাব ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে পরজন্মে উপকার নিশ্চয়ই হইবে নর্ত্তকীর এই বিশ্বাস হওয়ায়, সে কাঁদিয়া ফেলিল।

৭০। পরম ধন — পরশ মণির কথা

এক ব্রাহ্মণ ধনী হইবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছিল। সেজন্য সাধু সজ্জনের উপাসনা করিত এবং বাণিজ্য ব্যবসায়েও উদ্যম করিত; কিন্তু কিছুতেই তাহার ইচ্ছানুরূপ ধন সংগ্রহ হইল না। একদিন এক সাধু উহার সেবায় তুষ্ট হইয়া উহাকে জানাইলেন যে "শ্রীবৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীজীর নিকট পরশমণি

আছে; তাহার স্পর্শে সকল ধাতু সোণা হয়। ব্রাহ্মণ গোস্বামীজীর নিকট গিয়া ঐ মণির প্রার্থনা করিল এবং বলিল যে উহার সাহায্যে সে দেশমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধনী হইতে চাহে। গোস্বামীজী বলিলেন "ঐ ছাই গাদার ভিতর আছে; লইয়া যাও; উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "উহার অপেক্ষাও কি কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য আপনার কাছে আছে যে এরূপ তাচ্ছল্যের সহিত পরশমণি ছাড়িয়া দিতেছেন?" গোস্বামীজী বলিলেন "হাঁ। এমন এক মণি আমার নিকট আছে যে তাহার নিকট সকলি অসার বস্তু।" ব্রাহ্মণ তাহা দিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে গোস্বামীজি ব্রাহ্মণের কর্ণে হরিনাম দান কালে স্পর্শ করিয়া দিব্য জ্ঞানও দিলেন। ব্রাহ্মণ পরম পুলকিত হইয়া আনন্দে হরিনাম করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং অনেক কষ্টে সঞ্চিত সমস্ত ধন অবিলম্বেই দান করিয়া ফেলিলেন।

৭১। পরমেশ্বরের আকার মুসলমান ভক্ত।

মুসলমানী শাস্ত্র মতে ঈশ্বরের শরীর আলোকময়। তাহাতে কেশ নাই—রক্ত মাংস নাই। একজন পল্লীগ্রামবাসী নিরক্ষর দরিদ্র মুসলমান প্রেমের আবেগে বলিতেছিল "হে আল্লা! আমাকে সেবা করিতে দাও; আমি তোমার কেশে একটু সুগন্ধি তেল লাগাইয়া দিই; আমি তোমার গা কোমর পা টিপিয়া দিই। তোমাকে ধরিতে ছুঁইতে না পাইলে আমি সেবা করিব কিরূপে?" কোন বড় মৌলবি ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে উহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন "এরূপ প্রলাপ করায় অপরাধ হয়। আল্লার কেশ নাই; তাঁহার তৈলের প্রয়োজন নাই এবং পা টিপিতে হয় না; তাঁহাকে স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষাতেও অপরাধ হয়। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপ দূর হইতে অবনত মস্তকে পবিত্রাত্মারাই দেখিতে

পান। তদপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠতা অসম্ভব।"—সে সব কথা কে শোনে! দরিদ্র নিরক্ষর ভক্ত পূর্ব্ববৎ বাক্যই বলিতে লাগিল। মৌলবি রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন ঈশ্বরের দূত বলিতেছেন "তোমাদের মৌখিক বাঁধা গতে ভগবানের কিছুমাত্র তৃপ্তি হয় না। তাঁহার প্রকৃত ভক্ত তাঁহার সেবার জন্য ব্যাকুল। সে, ভিতরের অপরিমিত প্রেমের আবেগে, মুখে কি বলিতেছে তুমি তাহারই সমালোচনা করিতে বসিয়া গেলে! কিন্তু তোমাদের ভিতরে যে কিছুই নাই। তোমরা উহাকেও নিজেদের মত করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন?"

৭২। পশুর প্রতি দয়া সৈনিক ও আলেকজাণ্ডার।

দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার পারসিকদিগের সহিত একটা যুদ্ধে জয়লাভের পর উহাদের বহুক্রোশ পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং উহাদের শিবির হইতে ধনরত্নাদি লইয়া আসার জন্য কতক সৈন্যকে হুকুম দিয়া আরও অনেক দূর অগ্রসর হন। পারসিক সৈন্যদল এতদ্দ্বারা একেবারেই ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়; কতকদূর পলাইয়া গিয়া আবার সম্মিলিত ও দলবদ্ধ হইবার সুবিধা পায় নাই। ঐ রাত্রে একটী গ্রামের প্রান্তে একটী দোতালা বাটীতে আলেকজাণ্ডারের বাসা হইয়াছিল। ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ দলে দলে তাহাদের ছাউনিতে যাইতেছিল এবং লুণ্ঠিত ধন রত্নাদি রাজার বাসার নিকট স্থাপিত রাজকোষে জমা দিতেছিল। আলেকজাণ্ডার ঐ সময়ে ছাদ হইতে দেখিতে পাইলেন যে একজন সৈনিক একটা ঘোড়ার পৃষ্ঠে একটা বস্তা চাপাইয়া আসিতেছে। ঘোড়াটা এত ক্লান্ত হইয়াছে যে মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, আবার দু এক পা চলিতেছে। সৈনিকও শ্রান্ত; কিন্তু ঘোড়াটার অবস্থা দেখিয়া বস্তাটা নামাইয়া ভূমে রাখিল এবং ঘোড়াটাকে একটু মলিয়া ডলিয়া বস্তাটা নিজের কাঁধে তুলিয়া ঘোড়াটার বলগা ধরিয়া আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিল।

এই ঘটনা দেখিয়া আলেকজাণ্ডার বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন এবং সৈনিক তাঁহার বাসার নিকট পৌছিলে আলিসার নিকটে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বস্তায় কি আছে ?" সৈনিক অভিবাদন করিয়া বলিল "মহারাজ ! ইহা স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ।" আলেকজাণ্ডার বলিলেন "বন্ধু ! একটু মনে জোর করিয়া তোমার আড্ডা পর্য্যন্ত উহা লইয়া যাও ; ঐ বস্তা তোমারই হইয়াছে।"

৭৩। পূজায় চাঞ্চল্য রাণী রাসমণি।

গঙ্গায় স্নানান্তে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের ৺কালী মন্দিরে দেবী দর্শন করিতে গেলেন। তখন ৺ কালীর পূজা ও বেশ হইয়া গিয়াছে। জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া রাণী মন্দির মধ্যে শ্রীমূর্ত্তির নিকটে আসনে আহ্নিক পূজা করিতে বসিলেন এবং পরমহংসদেবকে (তখন তিনি পূজারী ছোট ভট্টাচার্য্য মাত্র) নিকটে দেখিয়া 'মার নাম' গান করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি রাণীর নিকটে বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদিগের পদাবলী গাহিতে লাগিলেন। রাণী পূজা জপাদি করিতে করিতে ঐ সকল শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিলে "ছোট ভট্টাচার্য্য" হঠাৎ গান থামাইয়া বিরক্ত হইয়া উগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন—কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ চিন্তা ?"—এবং রাণীর অঙ্গে করতল দ্বারা আঘাত করিলেন ! সন্তানের কোনরূপ অন্যায়াচরণ দেখিয়া পিতা যেরূপ কুপিত হইয়া কখন কখন দণ্ডবিধান করেন এখানে ঠিক সেই ভাব হইয়াছিল !

মন্দিরের কর্ম্মচারী ও রাণীর পরিচারিকারা সকলে হৈ চৈ করিয়া উঠিল। কিন্তু নিজের অন্তর পরীক্ষা করিয়া রাণী দেখিলেন যে তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার ধ্যান না করিয়া কেবলই একটা মোকদ্দমার কথা মনে তোলাপাড়া করিতেছিলেন ! রাণী রাসমণি অপ্রতিভ হইলেন এবং ঐ কথা কি করিয়া জানিতে পারিলেন ভাবিয়া বিস্মিতও হইলেন। রাণীর মান মর্য্যাদা সত্বেও

মাথার ঠিক রাখার শক্তি ছিল। কর্ম্মচারীদের গোলযোগে রাণীর চমক ভাঙ্গিলে তিনি বুঝিলেন, নিরপরাধীর প্রতি, এই ঘটনায় হীনবুদ্ধি লোকদিগের দ্বারা বিশেষ অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা। তখন গম্ভীরভাবে আজ্ঞা করিলেন—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন দোষ নাই। তোমরা উহাঁকে কেহ কিছু বলিও না।"

৭৪। পৃথিবীর সার পদার্থ — ভক্তি।

কাটিওয়ার প্রদেশে রৈবতকতীর্থের জুনাগড় গ্রামে নিরীহ ভাল মানুষ নরসির বাস ছিল। নরসি পরের কাজেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ীতে শুদ্ধ পান ভোজন জন্য আসিত। বিবাহ হইয়াছিল, কন্যা জন্মিয়াছিল, অথচ অর্থোপার্জ্জন চেষ্টা করিত না। উপার্জ্জনক্ষম দাদার উপর নির্ভর করিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল। একদিন পরের কাজে খাটিয়া শ্রান্ত হইয়া গৃহে আসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার নিকট পানার্থ জল চাহিলে—তিনি বেশ দুকথা শুনাইয়া দিলেন—প্রার্থিত তৃষ্ণার জল দিলেন না। মনের দুঃখে নরসি গৃহত্যাগপূর্ব্বক বনের মধ্যে একটী ভগ্ন শিব মন্দিরে গিয়া কয়েকদিন অনাহারে পড়িয়া থাকিলে, যোগীর বেশে মহাদেব সেখানে আসিলেন এবং নরসিকে কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সরল নরসি বলিল কিসে ভাল হয় তাহাত আমি জানি না,—কি চাহিব? যাহাতে ভাল হয় তাহাই দিন।" ইহা শুনিয়া যোগীবেশী বলিলেন "ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়; ভক্তিই পৃথিবীর সার পদার্থ; তোমার শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি হউক।" ভিক্ষা করিতে করিতে নরসি বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। তথায় "কোথায় কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ" বলিয়া কাতরভাবে বনে বনে বেড়াইতে থাকিলেন। একদিন হঠাৎ বনের ভিতর রাসমণ্ডপ মধ্যে শ্যামসুন্দরের দর্শন পাইলেন। নরসি সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন এবং অবিরত করতাল বাজাইয়া ভজন গানে

নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে কন্যার বিবাহের বয়স হইল। কন্যার বিবাহের জন্য নরসি কোন চেষ্টা না করিয়া বলিলেন, "যিনি বিবাহ দিবার কর্ত্তা তিনি দিবেন।" নরসি উন্মাদগ্রস্ত এইরূপ খ্যাতি উঠিয়াছিল এবং তাঁহার পত্নী ভিখারিণী; তথাপি তাঁহার সুলক্ষণা কন্যার ভাল লোকেরই বাড়ীতে বিবাহ হইল এবং একজন ধনী তীর্থযাত্রী পাগলের কন্যাটীকে দেখিয়া হঠাৎ দয়াপরবশ হইয়া উহার বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেন।

কথিত আছে কোন সময়ে একজন বৈষ্ণব দ্বারকা যাইবার সময় পথে বিষম দস্যু ভয়ের কথা শুনিয়া জুনাগড়ে হুণ্ডী পাইবার জন্য চেষ্টা করেন। দ্বারকার উপর হুণ্ডী কোন মহাজন দিল না। একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল "নরসির কাছে যাও—সে দরিদ্রবেশী বটে কিন্তু বড়ই ধনবান; তাহাকে চাপিয়া ধরিলেই হুণ্ডি পাইবে; অন্য কেহ দিবে না।" বৈষ্ণব নরসির কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া হুণ্ডির জন্য জিদ করিলে—এবং "আমি মহাজন নহি, দরিদ্র ব্যক্তি" তাহার এ সকল কথা অবিশ্বাস করিলে, নরসি সাত শত টাকা লইয়া সেই মত হুণ্ডি দ্বারকার শ্যামলসাহের নামে লিখিয়া দিলেন। দ্বারকায় পৌছিয়া বৈষ্ণব ঐ নামের কোন মহাজনের সন্ধান পাইল না। বৈষ্ণব ঠাকুর দর্শন করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাসায় গিয়া রন্ধনাদির জোগাড় করিতেছে, এমন সময়ে একব্যক্তি টাকার তোড়া স্কন্ধে তাহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন "জুনাগড়ের নরসির হুণ্ডি কেহ আনিয়াছেন কি?" বৈষ্ণব আনন্দিত হইয়া হুণ্ডি বাহির করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারই নাম কি, শ্যামল সাহু? আপনার সন্ধান এখানে কেহ ত দিতে পারিল না; আপনি কি করিয়া আমার সন্ধান পাইলেন!" মহাজন উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমিই নরসির নির্দ্দিষ্ট মহাজন। এখানে আমায় লোকে অন্য নামেই বেশী জানে। নরসি আমাকে শ্যামল সাহু বলে।"

মহাজন একখানি পত্র বৈষ্ণবের হস্তে দিয়া বলিলেন "ইহা নরসিকে

দিও।” পত্রে লেখা ছিল “তুমি বৈষ্ণবের সাত শত টাকা আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও নিরাপদ পথে (নরসি ঐ টাকায় সাধু এবং কাঙ্গালীভোজন করাইয়াছিলেন!) পাঠানয় তাহা ঠিক আসিয়া পৌছিয়াছিল। তোমার যেরূপ প্রয়োজন নির্ভয়ে হুণ্ডি কাটিও। আমার নিকট তোমার অনেক গচ্ছিত আছে!” তীর্থে দান ধ্যান করিয়া ফিরিবার সময় বৈষ্ণব নরসিকে ঐ পত্র দিলেন। বৈষ্ণবের নিকট হুণ্ডি-কবুলকারী মহাজনের শ্যামবর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি ও পদ্মপলাশলোচনের কথা শুনিয়া ও পত্র পাঠ করিয়া নরসি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

৭৫। প্রথম আদর্শ রাজা পৃথুর কথা।

ধর্ম্মরক্ষা জন্য রাষ্ট্রবিপ্লবকারী মুনিগণ অরাজক দেশে চৌর্য্যাদি বৃদ্ধি হইলে নিহত রাজা বেনের স্থলে তাঁহার পুত্র পৃথুকে রাজ সিংহাসনে বসাইয়া প্রশংসার ছলে রাজধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ রাজা হওয়া চাই তাহার উল্লেখ করিয়া বলা হইল যে তিনি দানশীল, সত্যসন্ধ, বিক্রান্ত, দুষ্টদমনকারী, ক্ষমাশীল, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়ালু, প্রিয়ভাষী, প্রজাপালক, ব্রহ্মনিষ্ঠ, লোকহিতকারী, যজ্ঞকারী, সাধুদিগের প্রিয়, মানীর মানরক্ষাকারী, বিচারে একান্তই অপক্ষপাতী এবং শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে সম্পূর্ণভাবে সমদর্শী।” পৃথু এই সমস্ত কথা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেইরূপ রাজাই হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে চক্রচিহ্ন ছিল। তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইলে, দিক্‌পাল ও দেবতাদিগের অংশ রাজার শরীরে থাকে বলিয়া এবং ঐ ধর্ম্মপরায়ণ রাজা মনপ্রাণ সহ প্রজাহিত চেষ্টাতেই ব্যাপৃত রহিলেন দেখিয়া তাঁহাকে কেহই ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সমুদ্র পর্ব্বতাদি হইতে তিনি রত্নরাজি (মুক্তা ও খনিজ ধাতু) সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পাহাড় কাটাইয়া ক্ষেত্র সকলকে সমতল করাইয়া

কৃষির সুবিধা করিয়া দিতে লাগিলেন। বণিকপথ প্রস্তুত করাইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তর যাওয়ায় উপায় করিয়া দিলেন। নদী সকল পার হওয়ার জন্য খেয়াঘাটের ও নৌকার ব্যবস্থা করিলেন। বেনের অত্যাচারে কৃষির একান্তই অবনতি হইয়া বন্যফলমূল মাত্র প্রজার আহার্য্য হইয়া পড়ে এবং সেজন্য দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে বীজ সংগ্রহ করাইয়া পৃথু "প্রজানাং হিতকাম্যয়া" আবার কৃষির বিস্তার করাইলেন। তিনি প্রজাদিগকে কৃষিতে উৎসাহ দিবার জন্য স্বহস্তে পৃথিবী দোহন (শস্যোৎপাদন) করিতেন।

৭৬। প্রভু ভক্তি ধাত্রী পান্না।

রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর রাজপুত প্রধানগণ পৃথ্বীরাজের উপপত্নী গর্ভজাতপুত্র বনবীরকে রাণা সঙ্গের পুত্র উদয়সিংহ সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত চিতোরের শাসনভার অর্পণ করেন। বনবীর যখন দেখিলেন যে তাঁহার দক্ষতায় অনেকেই বিশেষ তুষ্ট, তখন স্থায়িভাবে রাজ্যপ্রাপ্তি জন্য লোভের উদয় হইল এবং ছয় বৎসর বয়স্ক উদয়সিংহের প্রাণ সংহারে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শিশুর ধাত্রী পান্না উদয়সিংহের নাপিতের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিদ্রিত উদয়সিংহকে একটা ফলের ঝুড়ির ভিতর পুরিয়া উপরে পাতালতা চাপা দিয়া ঐ বিশ্বাসী নাপিতের মাথায় দিয়া প্রাসাদের বাহির করিয়া দিলেন। পান্না উদয়সিংহের শয্যায় আপন শিশু পুত্রকে শোয়াইয়া রাখিলেন। অর্দ্ধরাত্রে বনবীর উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং উদয়সিংহ কোথায় আছে পান্নাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নিজ পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে প্রভু পুত্রের প্রাণরক্ষাকারিণী প্রাতঃস্মরণীয়া ধাত্রী পান্না দোলায় শয়ান নিজ শিশুপুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। বনবীর তৎক্ষণাৎ ঐ শিশুর বক্ষে তরবারি বসাইয়া দিল। পান্না স্বচক্ষে নিজ শিশুপুত্রের হত্যা

দেখিলেন; কিন্তু নীরবে তাহা সহ্য করিয়া শিশুর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করিলেন। পাছে রাজ শিশুর অনুসরণ হয় এই ভয়ে কোনরূপেই বনবীরের অণুমাত্র সন্দেহ হইতে দিলেন না।

বিশ্বাসী নাপিত চিতোরের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে নদীর তীরে অপেক্ষা করিতেছিল। পান্না তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ে শিশুকে লইয়া কয়েকটী স্থানের শাসনকর্ত্তাকে শিশুর রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলে তাঁহারা বনবীরের ভয়ে উক্ত কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায়, উহাঁরা কলমমীরে যাইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে শিশুটীকে অর্পণ করিলেন। তিনিও বনবীরের ভয়ে শিশুকে রাখিতে ইতস্ততঃ করিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিলেন, "প্রভুর সম্বন্ধে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে হইলে বিপদ অথবা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি করিলে চলে না। এই শিশু রানা সঙ্গের পুত্র, তোমার প্রভু। তুমি ইহাকে রক্ষা করিতে মনে দ্বিধা করিও না; ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন; তোমার কোন বিপদ হইবে না।"

৭৭। প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ বেন।

প্রবল পরাক্রান্ত বেন রাজা হুকুম দিয়াছিলেন, "যজ্ঞদান তপ করা হইবে, না—রাজাই পূজনীয়, অন্য কেহ বা কিছু পূজনীয় নাই। "রোমের সম্রাটেরা এক সময়ে জন সাধারণের নিকট হইতে দেবতার ন্যায় পূজা আদায় করিতেন—কিন্তু সেজন্য "তথায়" কোনরূপ বিপ্লব হয় নাই। ভারতবাসী চিরকালই ধর্ম্মপ্রাণ। উহার ধর্ম্মে আঘাত করিলে, কি পৌরাণিক যুগে বেন রাজার রাজ্য, কি মুসলমান যুগে সম্রাট আরঙ্গজীবের মহাসাম্রাজ্য, কিছুই রক্ষা পায় নাই।

মুনিরা বেনকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু মদোদ্ধত বেন কোন যুক্তিতেই কর্ণপাত করিল না। তখন মুনিরা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এরূপ অধা-

র্ম্মিক ব্যক্তি রাজা থাকার যোগ্য নহে ইহা স্থির করিয়া নিরস্ত্র মুনিরা উহাঁকে "হন্যতাং, হন্যতাং" শব্দে চারিদিক হইতে মন্ত্রপূত কুশের দ্বারাই আঘাত করিলেন। তাহাতেই বেন মরিয়া গেল।

প্রকৃতপক্ষে প্রজার ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচারে এবং ভগবৎ নিন্দায় বেন নিজের জীবন শেষ করিয়াই রাখিয়াছিল! বেনের পুত্র পৃথু পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। মুনি সংব তাঁহাকেই রাজা করিলেন। পরম গুণবান রাজা পৃথুর নাম হইতেই ধরিত্রীর নাম পৃথিবী। অত্যাচারী বেনের সহায় ক্রুরকর্ম্মা অনুচরেরা ইহার পর বনে জঙ্গলে বিতাড়িত হইল এবং নিষাদ নামে খ্যাত হইল। দেশ উপশান্ত হইল।

৭৮। প্রাক্তন ও পুরুষকার সজ্জনোক্তি।

মনুষ্যের ইচ্ছামত কার্য্য করিবার যদি শক্তি না থাকে, যদি সে পরিবৃতির ও প্রাক্তনের শক্তির একান্তই দাস হয়, তবে তাহাকে কর্ম্মফল গ্রহণ করিতে হওয়া ন্যায়সঙ্গত কি না ?—এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠে।

(ক) এ বিষয়ে কার্লাইল বলিয়াছেন তুমিও একটী শক্তি (দাউ টু আর্ট এ ফোর্স) অর্থাৎ তিনি যেন কতকটা হিন্দু শাস্ত্রের অনুযায়ী মত গ্রহণ করিয়া প্রাক্তন (বাহিরের শক্তি) এবং পুরুষকারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

(খ) জীন পল রিক্টার বলিয়াছেন—"আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহি, কিন্তু মনে করিতে পারি যেন স্বাধীন।"

তিনি চিড়িয়াখানার মধ্যে অনেকটা স্থান জালে ঘিরিয়া পাখী রাখার স্থানের, (অ্যাভিয়ারির) উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ জালে ঘেরা স্থানের ভিতর ছোট ছোট গাছ থাকে; পাখীগুলি এ ডালে ও ডালে উড়িয়া বেড়াইতে পারে; অনেকটা স্বাধীনতা বোধ করে। কিন্তু আসলে গণ্ডীর

বাহিরে যাওয়ার ক্ষমতা নাই। তিনি বলেন মানুষ খাঁচার পাখী নয়, 'অ্যাভিয়ারীর' পাখী।

(গ) মহাত্মা আলিকে ঐ প্রশ্ন করায় তিনি প্রশ্নকর্তাকে এক পা তুলিতে বলেন। প্রশ্নকারী এক পায়ে দাঁড়াইলে, তিনি অপর পাও মাটি হইতে তুলিয়া দাঁড়াইতে বলেন। প্রশ্নকর্তা বলিলেন "উহা অসম্ভব।" মহাত্মা আলি তখন বলিয়াছিলেন "তুমি কতকটা স্বাধীন; ইচ্ছামত এক পা তুলিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইতে পার। কিন্তু সবটা স্বাধী ননও; দুই পা তুলিতে পারনা।"

(ঘ) হিন্দুর মত এই যে পুরুষকারের ফল জীবের সঞ্চিত কর্ম্মের সহিত মিশিয়া যায় এবং সেই সঞ্চিত কর্ম্মের সমস্তটা অথবা কতক অংশ ভোগে ক্ষয় জন্য জীবের প্রাক্তনরূপে পরজন্মে তাহার সহিত আইসে। ফলতঃ জন্মজন্মান্তরের পুরুষকার বা কর্ম্মফলই প্রাক্তনরূপে দৃষ্ট। সুতরাং প্রাক্তনকে ক্রমশঃ ভাল করিয়া লওয়াও কতকটা স্বচেষ্টার আয়ত্তে আছে।

৭৯। প্রেমের চরমাবস্থা ভক্তি রহস্য।

বিভিন্ন সাধন প্রণালী পরিণামে সম্পূর্ণ একস্বরূপ এক লক্ষ্যে পঁহুছিয়া দেয়। সকলেই দ্বৈতবাদী ভাবেই সাধন আরম্ভ করিয়া থাকেন। তখন এই জ্ঞান থাকে যে, ঈশ্বর ও সাধক সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। প্রেম উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মানুষ যেমন ভক্তি ভালবাসা লইয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ভগবানও যেন স্নেহ ভালবাসা লইয়া মানুষের দিকে আসিতে থাকেন। মানুষ পিতা, মাতা, সখা, নায়ক প্রভৃতি নানা সম্বন্ধ ভগবানের উপর আরোপ করে; কিন্তু যখন সে অপর সমস্ত জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহার উপাস্য বস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, তখনই চরমাবস্থা। সেই অবস্থায় মানব যে অবস্থা হইতে তাহার জীবন আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ পাইয়া থাকে। প্রথম হইতেই

তাহার আত্মপ্রেম ছিল—কিন্তু তখন আত্মাকে "ক্ষুদ্র অহং" ভ্রম হওয়াতে তাহার প্রেমকে স্বার্থপরতা দুষ্ট করিয়াছিল। পরিণামে যখন তাহার আমিত্বের প্রসার বাড়িতে বাড়িতে আত্মা অনন্তস্বরূপ হইয়া গেল, তখনই পূর্ণ আলোকের প্রকাশ হইল। যে ঈশ্বরকে প্রথমে কোন এক স্থানবিশেষে অবস্থিত পুরুষবিশেষ বলিয়া জ্ঞান ছিল, তিনি তখন অনন্তে পরিণত হইলেন। মানুষের যে সমুদয় বৃথা বাসনা ছিল, ক্রমশঃ সে সবই দূর হইয়া তখন স্বার্থপরতার নিঃশেষ হয়। তখন প্রেমের চরম শিখরে গিয়া সাধকের সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়—সাক্ষাৎ অনুভব হয় যে, প্রেম, প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক এই তিন একই বস্তু—আনন্দ মাত্র!

৮০। প্রীতিতে স্বজনতা ⁄ সোমদেব।

কোন পবিত্রচরিত্র সমৃদ্ধিশালী মিত্রবংশীয় উকীলের পুণ্যশীলা পত্নীর সহিত ⁄ সোমদেবের মাতার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। সোমদেবের সুদীর্ঘ পীড়া ভোগের কালে মিত্রজ পত্নীকে কোন প্রয়োজনে ⁄ কাশী যাইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে একদিন তিনি প্রীতিপূর্ব্বক রোগীর স্নানের পূর্ব্বের তৈল মর্দ্দন কার্য্য স্বীয় সুদক্ষ হস্তে লইয়াছিলেন।

বুকে পিঠে হাতে অনেকক্ষণ তৈল মর্দ্দন হইয়া গেলে মিত্রজ পত্নী যখন রোগীর পায়ে তৈল মর্দ্দন করিতে যান তখন জীর্ণদেহ সোমদেব সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। সর্ব্বদা পরহিত-নিরতা ভক্তিমতী হিন্দুনারী বলেন "ইহাতে দোষ কি বাবা? তুমি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ; আমি কায়েতের মেয়ে!" মিতভাষী সত্যদর্শী সোমদেব তাঁহার সুমিষ্ট হাসির সহিত বলেন "তুমি যে আমার মাসিমা! মা কে ত ইহা করিতে দিই না!"

৮১। বন্ধন মুক্তি ঘোড়া দেলা দে রাম।

এক সাধু তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ সময়ে কম্বল লোটা প্রভৃতির একটী মোট

নিজেই বহন করিতেন। একদিন তাঁহার মনে হইল যদি একটা ঘোড়া পাই ত মোটটা আর নিজেকে বহিতে হয় না। ইহা ভাবিয়াই তিনি "একঠো ঘোড়া দেলা দে রাম" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলেন। "সীতারাম সীতারাম" ধ্বনি করিয়া যে মহানন্দে ভ্রমণ করিতেন তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল!

সেই স্থান দিয়া রাজার পল্টন যাইতেছিল। ঐ দলের একজন সিপাহীর ঘোটকীর একটী শাবক ঐ সময়ে প্রসূত হয়। সিপাহী একজন বেগারের ঘাড়ে শাবকটী চাপাইবে মনে করিতেছিল, এমন সময়ে 'ঘোড়া দেলা দে রাম' সাধুর সহিত দেখা হইলে, ঐ দুরন্ত সিপাহী তাহাকে বলিষ্ঠ দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে শাবকটী চাপাইয়া দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। সাধু ফাঁপরে পড়িয়া বলিতে লাগিল—"উল্টা বুঝিলি রাম!" কোথা ঘোড়া তাহার মোট ও তাহাকে বহন করিবে না তাহাকে মোট এবং ঘোটকশাবক দুইই বহন করিতে হইল! ঐ রাত্রে সাধুর মনের ও শরীরের কষ্টে কাতর প্রার্থনায় জ্ঞান চক্ষু ফুটিল। সাধু মোট এবং শাবক দুইই ত্যাগ করিয়া মনে মনে রাম নাম লইতে লইতে চুপে চুপে জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং "রামজী" যে অসীম কৃপায় তাঁহার সংসারে রতির দোষ অত সত্বরে দেখাইয়া দিলেন, তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিলেন।

৮২। বশ্যতা। ইংরাজ নাবিক।

একখানি ইংরাজী জাহাজে একজন অনভিজ্ঞ নূতন কাপ্তেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ দুই চারি জন লোক তাঁহার অধীনে ছিল। একদিন কাপ্তেন জাহাজ চালাইতেছেন, এমন সময়ে তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল, "জাহাজ যে বেগে যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহাতে আর এক ঘণ্টার মধ্যে একটী মগ্ন শিলায় আহত হইয়া বিনষ্ট হইবে।" অপর একজন বলিল, "তবে এ কথা কাপ্তেনকে বল্লা কেন?"

সে উত্তর করিল—"সে কি! কাপ্তেন আপনার কর্ম্ম করিতেছেন—তাঁহার কথা শুনা মাত্র আমাদের কাজ; তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে গায়ে পড়া হইয়া কি তাঁহাকে কিছু বলিতে আছে!" কেহ কিছু বলিল না! জাহাজ বিনষ্ট হইল।

হিন্দুদিগের উন্নতি কালেও বশ্যতাসম্বন্ধে ঐরূপই ঐকান্তিকতাপ্রসূত পাগলামি ছিল; যে দিনে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ওরূপ পাগলামি পুনর্ব্বার জন্মিবে, সে দিন বাঙ্গালীর শুভ দিন। বশ্যতা ব্যতীত একতা জন্মে না। (সামাজিক প্রবন্ধ হইতে)

৮৩। বংশ ও পুরুষকার — কর্ণ।

জাত্যভিমানী অশ্বত্থামা যখন মহাবীর কর্ণকে সুত-পুত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন কর্ণ বলিয়াছিলেন,—

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষং"

বংশ বিশেষে জন্ম গ্রহণ করা দৈবাধীন কার্য্য, পৌরুষই নিজের আয়ত্তাধীন।

অমুকের সন্তান বলিয়া যে গর্ব্ব করা হয় তাহার অর্থ এই যে সেই পূর্ব্ব-পুরুষ ভাল লোক এবং বড় লোক ছিলেন। যাহাতে তোমার নিজের বংশাবলী একদিন তোমার সন্তান বলিয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার পায়, সেজন্ত উত্তমসহ সৎপথে পুরুষকারের প্রয়োগ কর—ভাল লোক ও বড় লোক নিজে হওয়ার জন্ম যত্ন কর।

৮৪। বাঙ্গালী জেনারেল — কালু ঘোষ।

হুগলীর আকনা গ্রাম নিবাসী কালীচরণ ঘোষ প্রথম ভরতপুর যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ পল্টনে কেরাণীর কাজ করিতেন। ইহাঁর বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল; সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীগণের সহিত একত্র থাকায় সাধারণ রণ-

কৌশলগুলিও ইহাঁর অপরিজ্ঞাত ছিল না। ইংরাজ আফিসরেরা তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং ক্ষিপ্রকারিতায় তুষ্ট হইয়া আদর করিতেন এবং অসঙ্কোচে সকল বিষয়েই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। দেশীয় সুবেদার এবং হাবিলদারগণ ইহা দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে বিস্মিত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার উক্ত "এইবার এইরূপ হুকুম জেনারেল সাহেব দিবেন এবং আপনারা এইরূপে তাহা সুনিষ্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারিলেই সুবিধা হইবে"—প্রভৃতি বাক্য প্রকৃতই কার্য্যে পরিণত হইত।

একটা যুদ্ধের প্রথমাংশেই সকল ইংরাজ আফিসরগণই হতাহত হইয়া পড়িলে দুইটী সিপাহী পলটনের হতাবশিষ্ট সৈন্য ছত্রভঙ্গপ্রায় এবং পশ্চাদ্‌পদ হয়। তখন হাবিলদার এবং সুবেদারগণ বলেন, "কেরাণী বাবু! এখন আপনিই জেনারেলের পোষাক পরিয়া আমাদিগকে যুদ্ধ চালাইতে হুকুম দিতে থাকুন; আমরা সকলে একটু চেষ্টা করিয়া দেখি; নতুবা সকলেই বৃথা দাঁড়াইয়া মারা যাইব।" কালী বাবু তাহাই তখনকার কর্ত্তব্য বুঝিয়া একজন মৃত আফিসরের সামরিক পোষাক পরিয়া হতাবশিষ্ট সিপাহীদিগকে একত্রিত এবং রীতিমত পরিচালিত করিয়া সেই যুদ্ধে জয়ী হন! যুদ্ধাদি চুকিয়া গেলে অনধিকারে সামরিক পোষাক পরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আফিসরের ন্যায় হুকুম দেওয়া অপরাধে কালু ঘোষের সামরিক ব্যবস্থানুসারে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড হয়; কিন্তু কালু ঘোষ দুইটী পলটনকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করায় সদাশয় ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং সক্ষমতা এবং সাহসের প্রশংসাপত্র এবং ৩০,০০০ টাকা পুরস্কার দেন। ঐ স্থলে জেনারেলের ন্যায় কার্য্য করায় তিনি লোকমুখে আজও "জেনারেল কালু ঘোষ" বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

৮৫। বাঙ্গালীর বাহুবল — সিংহল বিজয়।

বঙ্গাধিপতির দৌহিত্র সিংহবাহু রাঢ় প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার

জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় সিংহল যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। বিজয় যথেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ও প্রজাপীড়ক ছিলেন; তাঁহার অনুচরগণও তদ্রূপ ছিল। প্রকৃতি-বর্গ তাঁহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে রাজসমীপে ঐ সকল অত্যাচারের ও উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করিল। রাজা সিংহ বাহু পুত্রকে অতিশয় তিরস্কার করিলেন কিন্তু বিজয়ের ব্যবহারের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইল না। প্রজাগণ সমবেত হইয়া নরপতিকে পুনঃ পুনঃ যুবরাজের অকথ্য উৎপীড়ন কাহিনী অবগত করাইলে এবং রাজার তিন বার তিরস্কারেও যুবরাজ বিজয়ের চৈতন্যোদয় না হইলে ধর্ম্মপরায়ণ দৃঢ়ব্রত রাজার আদেশানুসারে যুব-রাজ ও তদীয় অনুচরবর্গকে মস্তক অর্দ্ধমুণ্ডিত করিয়া পোতে উঠাইয়া সমুদ্র বক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বহুদিন পরে বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া নির্ব্বাসিত বিজয় অনুচরসহ তাম্রপর্ণী দ্বীপে (বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের দিনে ৫৪৩ পূঃ খৃঃ) উপস্থিত হইলেন। তথায় নিরস্ত্র অবতীর্ণ হইয়া তিনি অস্ত্রাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক উদ্যমে ও বাহুবলে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীয়দিগকে পরাজয়পূর্ব্বক অনুরাধাপুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার নাম হইতেই দ্বীপের নাম সিংহল হইল। বিজয় মাদুরাধিপতি পাণ্ড্য রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ বিজয়ের চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইল তিনি মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে সুপালনে সিংহলী প্রজাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কোন উত্তরাধিকারী নাই দেখিয়া তিনি পিতৃরাজ্যে দূত প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। রাজা সিংহবাহুর তখন মৃত্যু হইয়াছে। তৎকালে বিজয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্র তদীয় পিতৃসিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। সুমিত্রের কনিষ্ঠপুত্র পাণ্ডুবাসদেব পিতার আজ্ঞায় বত্রিশ জন সামন্তসহ সিংহলে উপস্থিত হইলেন এবং বিজয়ের মৃত্যুর পর সিংহলের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

একদা বঙ্গের (আবর্জ্জনা স্বরূপ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত) "বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়"।

৮৬। বাঙ্গালীর বীরত্ব — সুরেশ বিশ্বাস।

নদীয়া জেলার নাথপুর গ্রামে সুরেশ বিশ্বাসের জন্ম হয়। (১৮৬১ খৃষ্টাব্দ)। ঐ গ্রামে দুরন্ত ও সাহসী ছেলে বলিয়াই তাঁহার নাম আছে। লণ্ডন মিশন স্কুলে পাঠকালে সুরেশ ১৩ বৎসর বয়সে খৃষ্টান হন। ১৭ বৎসর মাত্র বয়সে জাহাজের সহকারী খানসামা হইয়া কাহার সাহায্য বা কপর্দ্দক সম্বল ব্যতীত ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং তথায় গিয়া এক সার্কাসে ভুক্ত হন। সার্কাসের শিক্ষায় হাত পা খুব বশীভূত হয়; একাগ্রতারও বৃদ্ধি হইয়াছিল। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি মার্কিন যুক্তরাজ্যে যাত্রা করেন এবং তথা হইতে ব্রেজিলে যান।

বাঙ্গালী সুরেশ, এসিয়া ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা এই তিন মহাদেশে তাঁহার প্রতিভা বিকাশের যে ক্ষেত্র প্রাপ্ত হন নাই, অশান্ত দক্ষিণ আমেরিকায় তাহা পাইলেন। সাহসী, দৃঢ় শরীর, উদ্যমশীল, বাঙ্গালী যুবক ব্রেজিলের উদার ও গুণগ্রাহী সাধারণ-তন্ত্রের সৈনিক বিভাগে চাকরী পাইলেন এবং শীঘ্রই সাধারণ সৈনিক হইতে আফিসরের পদে উন্নীত হইলেন। যে বাঙ্গালী "পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু" এই মিথ্যা অপবাদ জন্য আজ (১৯১৫) স্বদেশে একটা সিপাহীর পদও প্রাপ্ত হইতে অধিকারী নহেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে অন্য বিশুদ্ধ ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত সৈন্যের উপরও গৌরবের সহিত কর্ত্তৃত্ব করিতে প্রকৃত প্রস্তাবে সক্ষম, লেপ্টনেণ্ট সুরেশ বিশ্বাসের জীবনই তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

নাথেরয়ের যুদ্ধে তিনি ৫০ জন মাত্র পদাতি সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সৈন্যকে বিতাড়িত করেন এবং তাহাদের তোপ দখল করেন। ব্রেজিলের সেনাপতি উহার বীরত্বের উল্লেখ করিয়া তাঁহার পিতৃব্যকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন।

সুরেশ একজন ব্রেজিলীয় রমণীকে বিবাহ করিয়া ব্রেজিলে কিছু ভূমি সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি ৪৪ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

সুরেশের পদানুসরণে সাহসী ও উদ্যমশীল কতকগুলি বাঙ্গালী যুবক ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া সামরিক কার্য্য গ্রহণ করিলে এবং তথায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলে বাঙ্গালীর বৃথা অপবাদটা তিরোহিত হয়। তখন ঐ সকল যুবক-দিগের কেহ কেহ গুণগ্রাহী ভারত গবর্ণমেণ্টের সিপাহী সৈন্যদলে আফিসরের কার্য্য করিবার জন্য সাদরে আহুত হইতে পারেন এবং জন্মভূমির রক্ষায় সীমান্ত প্রদেশে নিযুক্ত হইয়া জীবন সার্থক করিতেও পারেন। ভারতের সকলেই যখন অবিলম্বেই নির্ব্বাণ মুক্তির প্রার্থী নহেন—পুত্র, ধন, যশ আকাঙ্ক্ষা অনেকেই করিয়া থাকেন—তখন বহু সংখ্যক ভারতবর্ষীয় যুবক যদি যুদ্ধ কার্য্যে আমেরিকায় বা ফরাশিদিগের আলজিরিয়ায় রক্ষিত "ফরেন লিজনে" নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই কোন না কোন সময়ে এক-জন অসাধারণ যুদ্ধবীর তাঁহাদের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতের মুখ যুদ্ধ-বিদ্যা সম্বন্ধেও পৃথিবীমধ্যে আবার উজ্জ্বল করিয়া দিতে পারেন।

৮৭। বাদশাহের ক্ষমতা মাছির কথা।

তৈমুরলঙ্গ বাদশাহ কোন এক ফকীরের দরগায় গিয়া ফকীরকে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বলিলেন, "ফকীর সাহেব! আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর; যাহা চাও তাহাই তোমাকে দিব।" ফকীর হাসিয়া বলিলেন "জাঁহাপনা! মাছি গুলা আমাকে বড়ই কষ্ট দেয়।" তৈমুরলঙ্গ বলিলেন "মাছির উপর আমার কোন হুকুম চলে না।"

ফকির হাসিয়া উত্তর দিলেন "সামান্য মাছি গুলারই উপর যদি তোমার হুকুম না চলে, তবে তুমি আমাকে কি দিবে?"

৮৮। ব্রাহ্মণের লক্ষণ, সত্য   জবাল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে যে জবালার গর্ভসম্ভূত সত্যকাম জবাল, কোন সময়ে মহর্ষি গৌতমের নিকটে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া গিয়াছিলেন। গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোন গোত্র ?" সত্যকাম নিজের গোত্র জানিতেন না। মাতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা ! আমার গোত্র কি ?" জবালা বলিলেন "পুত্র ! তোমার গোত্র জানি না ! যৌবনকালে অনেকের পরিচর্য্যা করিতাম ; তখন তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম।" সত্যকাম গৌতমের নিকট গিয়া সেই কথাই বলিলেন। মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে বেশ্যা-পুত্র বলিয়া দূর করিয়া দিলেন না। পরন্তু "ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ এরূপ কথা প্রকাশ করিতে সমর্থ নয়"—এই বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

৮৯। বিদ্যার গৌরব   ৺ ভূদেববাবুর কথা।

একদা স্কুল সমূহের ডিরেক্টর অ্যাটকিন্সন সাহেব পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "নাম সহিতে আপনি 'মুকার্জ্জি' লেখেন, 'মুখোপাধ্যায়' লেখেন না কেন ?" উত্তরে তিনি হাসিতে হাসিতে বলেন, "আপনারা বিদ্যার গৌরব কম করেন ; ধনের গৌরব অধিক করেন ;তাই ইংরাজিতে লিখি 'মুকার্জ্জি' এবং বাঙ্গালাতে লিখি 'মুখোপাধ্যায়'। দেশীয় লোকে এখনও উপাধ্যায়ের সম্মান ধনীর অপেক্ষা অধিক করিয়া থাকে ; তবে আপনাদের সংসর্গে ধনের গৌরব ক্রমেই এদেশে বাড়িতেছে।" অ্যাটকিন্সন সাহেব বলিলেন, "মুকার্জ্জিতে ধনের কথা কোথায় ?" উত্তর—"মুখরীয় ইতি খ্যাতো মুখরা গ্রাম বাসতঃ।—আমাদের পূর্ব্বে মুখরা গ্রাম জায়গীর ছিল। মুখরীয়ের দেশীয় অপভ্রংশে মুখুজ্জে এবং তাহার ইংরাজী অপভ্রংশে মুকার্জ্জি।"

৯০। বিদেশীর সহিত সহানুভূতি   মিঃ এস্কুডিয়ার।

কয়েকবর্ষ হইল শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দে এম এ বি এল ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য গিয়াছিলেন। কলিকাতায় টমাস কুক এণ্ড সন্‌স কোম্পানির আফিসে বার হাজার টাকা জমা দিয়া তিনি উহাঁদের হুণ্ডি লইয়া ইংলণ্ডে যান এবং ঐ কোম্পানির লণ্ডন আফিসে গিয়া সময়ে সময়ে টাকা বাহির করার জন্য পাস বহি এবং চেক বহি চাহেন। লণ্ডন আফিসের কর্ম্মাধ্যক্ষ সনাক্ত (আইডেন্টিফিকেশন) চাহিলে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ডব্লু সি, বানার্জ্জির নিকট যান এবং পূর্ব্ব পরিচয় স্মরণ করাইতে চেষ্টা করেন। মিঃ বানার্জ্জি নূতন ব্যারিষ্টারদের পসার হওয়ার সম্ভাবনাহীনতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন, কিন্তু শেষে পূর্ব্ব পরিচয় স্মরণে না পড়ায় সনাক্ত করিতে অস্বীকার করেন। ইন্‌স অফ কোর্টেও (আইন বিদ্যালয়ে) অনেক বাঙ্গালী; কিন্তু তাঁহারাও কেহ সনাক্ত করিতে স্বীকার করিলেন না এবং বলিলেন "চেনা শোনা ত নাই।" মিঃ দে এমতাবস্থায় কাহারও দোষ দিতে পারিলেন না; নিজেই বিদেশে ভীত এবং চিন্তিত হইয়া পড়িয়া একটী হোটেলে জলযোগ করিতে বসিলেন। ঐ সময়ে একজন ইংরাজ নিকটের অপর এক টেবিলে জলযোগ করিতে করিতে তাঁহার দিকে পুনঃ পুনঃ সোৎসুক দৃষ্টি করিতে থাকেন। পরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া কোন দেশ হইতে কবে আসিয়াছেন ইত্যাদি প্রশ্নের পর বলেন "আপনাকে বড়ই অন্যমনস্ক ও চিন্তিত দেখিতেছি—ব্যাপার কি?" উত্তর,—"সে কথা আপনাকে বলিয়া কি হইবে—আমি একটু অসুবিধায় পড়িয়াছি।" সাগ্রহে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করায় সনাক্ত পাওয়ার অসুবিধা, পকেটে নগদ টাকা খুব কম বাকী থাকা, দুই দিন মধ্যে অনেকগুলি টাকা জমা দিয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন—সমস্তই বলিলে সাহেব বলিলেন "আমার নাম এস্কুডিয়ার, আমি পার্লিয়ামেন্টের মেম্বর; আমার মদের

ভাটী আছে। একটা উপায় হইয়া যাইবে—টমাস কুকের আফিসে উভয়ে একত্রে যাইব, চলুন।" সেখানে গেলে উক্ত আফিসের বড় সাহেব বলেন সম্প্রতি একজন ব্যাঙ্কড্রাফট (হুণ্ডি) ভাঙ্গাইয়া লওয়ার পর জানা যায় যে তাহা চোরাই; এজন্য বিনা বিশ্বাসযোগ্য সনাক্তে টাকা দেওয়া সম্বন্ধে কোম্পানি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কড়াকড়ি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিদেশীকে সনাক্ত করিয়া সে ক্ষেত্রের সনাক্তকারী বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন।' মিঃ এস্কুডিয়ার বলিলেন "আমি ইহাঁকে চিনি না, সুতরাং সনাক্ত করিব না। কিন্তু আমি গ্যারান্টি (জামিনী) দিব এবং আমার যে দশ হাজার পাউণ্ড আপনাদের নিকট ডিপজিট রহিয়াছে, তাহার এক হাজার পাউণ্ড জামিন রাখিব। ইনি প্রকৃতই বিদেশে বিপদে পড়িয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস; আমার ক্ষতি হইবে না। আর যদিই হয় তাহা অক্লেশে সহ্য করিবার মত ধন ভগবান বর্ষে বর্ষেই আমাকে দিতেছেন।" সেই রূপই কাজ হইল।

অনেক ইংরাজের মধ্যে আজও প্রকৃত মহত্ত্ব আছে বলিয়াই ইংলণ্ডের এত প্রাধান্য।

৯১। বিনয় পরমহংসদেব।

একদিন একটী কৃশকায় গরিব লোক এক পা ধূলা সমেত এক জোড়া চটি জুতা পায়ে ফট্ ফট্ করিয়া আসিয়া "কিহে রামকৃষ্ণ" বলিয়া শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গদির উপর বসিল। তাহার পর তাঁহার গায়ে হাত দিয়া বলিল "এক ছিলিম তামাক সাজতো ভাই!" পরমহংসদেব তখনই তাড়াতাড়ি তাহার জন্য তামাক সাজিতে গেলেন। উপস্থিত ভক্তেরা ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত হইতে কলিকা লইয়া তামাক সাজিয়া দিল। সে লোকটা পরমহংসদেবের দেশের। সে খানিকক্ষণ তামাক টানিয়া তাহার পর "আসি ভাই রাম," বলিয়া চলিয়া গেল। লোকটা চলিয়া গেলে ভক্তেরা পরমহংস

দেবকে কহিতে লাগিল "আপনি তামাক সাজিতে গিয়াছিলেন কেন? আমাদের বলিলেই ত হইত।" পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন তামাক সাজিয়া "দিলুমই না হয়, তাহাতে ক্ষতি কি?"

৯২। বিশ্বাসঘাতকতা   স গে মি রা।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, এক সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার স্ত্রী ভানুমতীর চিত্র অঙ্কন করিবার ভার এক চিত্রকরের উপর অর্পণ করেন। চিত্রকর চিত্র লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সকলেই উহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, কিন্তু মহারাজের অন্যতম রত্ন বররুচি চিত্র নিখুঁৎ হয় নাই বলায় চিত্রকর ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তস্থিত তুলিকা নিক্ষেপ করিলে তুলিকাসংলগ্ন একবিন্দু কালী ঐ চিত্রিত প্রতিকৃতির উরুদেশে পতিত হইল। তখন বররুচি বলিলেন, "রাজ মহিষীর উরুদেশস্থ তিলটী পূর্ব্বে চিত্রে ছিল না, এখন চিত্র ঠিক হইল।" এই কথা যে ঠিক তাহা রাজা জানিতেন; সুতরাং বররুচির উপর রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাজপুত্র মৃগয়ায় বাহির হইয়া এক গভীর অরণ্যানী মধ্যে সন্ধ্যাকালে অনুচরগণ হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। রাজপুত্র শ্বাপদভীত হইয়া রজনী যাপন মানসে এক বৃক্ষে আরোহণ করেন। ঐ বৃক্ষে এক ভল্লুক ছিল। ভল্লুক রাজপুত্রকে বিপন্ন বুঝিয়া তাহার সহিত সখ্যতা করিল এবং উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে পাহারা দিবে স্থির করিয়া রাজপুত্রকে প্রথম রাত্রে নিদ্রা যাইতে বলিল। শেষ রাত্রে রাজপুত্র নিদ্রোত্থিত হইলে ভল্লুক নিদ্রিত হইল। ঐ সময়ে একটা ব্যাঘ্র বৃক্ষতলে আসিয়া ভল্লুকটাকে গাছ হইতে ফেলিয়া দিবার জন্য রাজপুত্রকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিল। রাজপুত্র ব্যাঘ্রের কথায় ভল্লুকের নিকট হইতে পরিণামে বিপদাশঙ্কা স্থির করিয়া উহাকে ঠেলা দিল কিন্তু ভল্লুক পড়িল না। রাত্রিশেষে ব্যাঘ্র চলিয়া গেলে

ভল্লুক ও রাজপুত্র উভয়ে বৃক্ষ হইতে নামিলে ভল্লুক রাজপুত্রের গালে 'স সে মি রা' বলিয়া চারিটি চড় মারিয়া চলিয়া গেল। রাজপুত্র ক্ষিপ্ত হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন! 'স সে মি রা' এই মাত্র তাঁহার মুখের বুলি হইল। অনেক চিকিৎসাতেও রাজপুত্রের এই রোগ কেহই ভাল করিতে পারিল না। একজন স্ত্রীলোক ইহার চিকিৎসা করিতে পারেন এরূপ প্রকাশ হইলে রাজা তাহাকে আনিতে পাঠাইলেন। তখন বররুচি স্ত্রীবেশে রাজসভায় কাণ্ডার মধ্যে থাকিয়া স সে মি রা এই চারিটি শব্দকে আদ্যক্ষর করিয়া চারিটি শ্লোক বলেন। তাহাতেই রাজপুত্রের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সমস্ত স্মৃতিপথে আসিয়া তিনি আরোগ্য লাভ করেন। সেই চারিটি শ্লোক এই :—

সদ্ভাব প্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাং হন্তাকিন্নামপৌরুষং ॥

অর্থাৎ উভয়ে সখ্যতা হওয়ার পর অঙ্কশায়ী বন্ধুর প্রতি বঞ্চকের ব্যবহারে কি পাণ্ডিত্য, ঐরূপে বন্ধুকে হত্যা করিয়াই বা কি পৌরুষ?

সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপাৎ মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে ॥

অর্থাৎ, সেতুবন্ধ সমুদ্রে এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ব্রহ্মহত্যার পাতকীদেরও পাপ ক্ষয় হয়, কিন্তু মিত্রহন্তার মুক্তি হয় না।

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরা নরকে যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" ॥

অর্থাৎ যাহারা মিত্রহন্তা, কৃতঘ্ন এবং বিশ্বাসঘাতক তাহারা চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল যাবৎ নরকগামী হইয়া থাকে।

রাজাসি রাজপুত্রোঽসি যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু ॥

রাজাই হও আর রাজপুত্রই হও, যদি নিজের কল্যাণ কামনা কর তবে দ্বিজাতিগণকে ধন দান কর এবং দেবতাদিগের আরাধনা কর।

রাজা এইরূপ শ্লোক শুনিয়া এবং ইহাতে উল্লিখিত ঘটনার কথা সমস্ত শুনিয়া এবং রাজপুত্রের আরোগ্যলাভ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—

গৃহে বসসি কৌমারি অটব্যাং নৈব গচ্ছসি।
ঋক্ষ ব্যাঘ্র মনুষ্যাণাং কথং জানাসি সুন্দরি॥

অর্থাৎ, হে কৌমারি, তুমি ঘরে থাক, বনে কখন যাও না, তবে বনের মধ্যে ভল্লুক ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের মধ্যে যে এই ব্যাপার হইয়াছিল, তুমি কি করিয়া জানিলে?

দেবগুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
অতোঽহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥

অর্থাৎ হে মহারাজ, দেবগুরু প্রসাদে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বিদ্যমানা আছেন। আমি সেই জন্যই ভানুমতীর অলক্ষিত তিলের ন্যায় এই বিষয় জানিতে পারিয়াছি।

তখন ঐ স্ত্রী যে বররুচি অনুতপ্ত রাজা তাহা জানিয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

৯৩। ব্রিটিশ উপনিবেশে অনুদারতা।

এক্ষণে [১৯১০] ট্রিনিডাডে ৮৬ হাজার, জামেকায় ১০ হাজার, ব্রিটিশ গায়নায় ১ লক্ষ ৫ হাজার, মরিশাসে ২ লক্ষ ৬ হাজার, ফিজিদ্বীপে ১৭ হাজার ভারতবাসী কাজ করিতেছে। ইহাদের "কুলি" বলা হয়; কিন্তু যে সকল শ্রমজীবী বিদেশে কাজ করিয়া স্বদেশে ধন লইয়া আইসে অথবা ঘরে ঠেসাঠেসি না করিয়া বাহির হইতে অন্ন সংগ্রহ করে তাহাদের জীবন যে নিশ্চেষ্ট "বড়লোকের" জীবন অপেক্ষা ধন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। উগাণ্ডা রেলওয়েতে

২০ হাজার ভারতবাসী কাজ করিয়াছে। নেটালে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ভারত-বাসীর দ্বারাই তথাকার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যেক বৎসর ১৫ হইতে ২৫ হাজার ভারতবাসী বিদেশে বাহির হইয়া যায়। ফরাশি অধিকারের রিইউ-নিয়ন দ্বীপে এবং ওলন্দাজ অধিকারে ডচ গায়েনায় বহু সহস্র ভারতবাসী খাটিয়া খাইতেছে। কানেডায়, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ঔপনিবে-শিকেরা আইন দ্বারা ভারতবাসীদিগের প্রবেশ পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতেছেন। ট্রান্সভালে ডোমপাড়ার ন্যায় পৃথক পল্লীতে ভারতবাসীদের থাকিতে হয়! ৬ পাউণ্ড বা ৯০ টাকা সঙ্গে থাকিলেই যে কোন জাপানীকে কানাডায় ঢুকিতে দেওয়া হয় কিন্তু ভারতবাসী কেহ কানাডায় ঢুকিতে চাহিলে তাহার নিকট ৪০ পাউণ্ড বা ৬০০ টাকা নগদ থাকা চাই এবং উহাকে দেখাইতে হইবে যে সে ব্যক্তি একেবারে সোজাসুজি ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছে। শেষোক্ত ব্যাপার অসম্ভব—সেরূপ কোন ষ্টীমার লাইন নাই! এ বিষয়ে কানাডাস্থিত ভারতবাসীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট ধীরভাবে একখানি আবেদন পত্র দিয়া জানাইয়াছিলেন যে, মার্কিণ যুক্তরাজ্যে, জর্ম্মানিতে বা জাপানে প্রবেশ জন্য ভারতবাসীদিগকে এরূপ বাধা দেওয়া হয় না অথচ উহারা ঐ সকল রাজ্যের অধীশ্বরের প্রজা নয়! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা বলিয়া উহাদের প্রতি ব্রিটিশ অধিকারের সর্ব্বত্রই একটু অনুগ্রহ করা উচিত।

জাতীয় অনুদারতা বড়ই অন্নে অন্নে কমিয়া থাকে। আমাদের নিজেদের মন অন্ত্যজ সম্বন্ধে যেদিন ভাল করিব, সেই দিন হইতেই না অপরের নিকট সদ্ব্যবহার প্রাপ্তি জন্য ভগবানের নিকট সরল প্রার্থনা করিবার অধিকার জন্মিবে!

৯৪। বৈরাগ্যের ক্ষয় এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।

কোন অরণ্যে এক সাধু ফল মূল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এবং তরুমূলে বাস করিতেন।

তিনি প্রাতঃকালে নদীতে স্নান করিয়া শুষ্ক কৌপীন ধারণ করিতেন এবং আর্দ্র কৌপীনটী শুষ্ক করিবার জন্য বৃক্ষের শাখায় রাখিয়া দিতেন।

সাধু একদা দেখিলেন যে, ইন্দুরে বৃক্ষ শাখাস্থিত কৌপীনটী খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। সাধু যতই নূতন কৌপীন সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন ইন্দুর ততই নষ্ট করিতে লাগিল। নিকটস্থ গ্রামের লোকে তাঁহাকে বিড়াল পুষিবার জন্য পরামর্শ দিল; সাধু গ্রাম হইতে একটী বিড়াল শাবক আনয়ন করিলে তাঁহার কৌপীন বিনষ্ট হওয়া স্থগিত হইল।

কিন্তু বিড়ালটী সাধুর সহিত ফলমূল ভক্ষণ করিতে পারিত না। আহার ব্যতীত ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল। সাধু তখন কৃষ্ণের জীব এবং তাঁহার উপকারী বিড়ালের জন্য দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে কোন ব্যক্তি বলিল—"সাধুজী বারমাস কে আপনাকে দুগ্ধ ভিক্ষা দিবে? আপনি একটী গাভী পালন করুন।" সাধু এই পরামর্শ সঙ্গত জ্ঞান করিয়া তাহাই করিলেন।

গাভীর জন্য বিচালী সংগ্রহ করা প্রয়োজন হইলে সাধু গ্রাম্যলোকদিগের পরামর্শে পতিত জমিতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন; তাহাতে ধান, কড়াই ও বিচালী প্রচুর পরিনাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল। সাধুর কৃষিকার্য্যে ক্রমশঃ বেতন ভোগী অনেক কৃষক নিযুক্ত হইল; শস্য রক্ষার্থ গোলাবাড়ী ও নিজের ও ভৃত্যদিগের এবং গবাদির জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইল। সাধু ক্রমে ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলেন।

কয়েক বৎসর পরে একদিন সাধুর গুরু তথায় আসিয়া উদাসীন শিষ্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন শিষ্য কোন ব্যক্তির সহিত দেনা পাওনা লইয়া বচসা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! এ সকল কেন?" শিষ্যের গুরু দর্শনে সকল কথা স্মরণে আসিলে, তিনি একান্ত অপ্রতিভ হইয়া গুরুর চরণে প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন—"প্রভু! এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।"

৯৫। ভগবানে নির্ভর ভক্তিমতীর।

কোন সাধ্বী স্ত্রীলোক পুত্রশোক পাইলে বলিয়াছিলেন "আমি দেখিতেছি ভগবান আমার সমগ্র হৃদয়টাই টানিয়া লইতে চাহিতেছেন। আমি ঐ ঘটনায় শোক পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে আপত্তি করিতেছি না।"

৯৬। ভগবানের রূপ গণপতি ভট্ট।

কর্ণাটবাসী গণপতি ভট্ট সদাচারী সরলস্বভাব ভক্তিমান ব্রাহ্মণ। গণপতিই তাঁহার ইষ্ট দেবতা—সেই মূর্ত্তিতেই তিনি শ্রীভগবানের ধ্যান করেন। তিনি ব্রহ্মপুরাণ পাঠে অবগত হইলেন যে নীলাচলে ব্রহ্মদর্শন করিলে মুক্তি অবধারিত। তিনি জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিলেন। পথে দেখিলেন অনেক লোক ৺ জগন্নাথ দর্শন করিয়া ফিরিতেছে! মনে সন্দেহ হইল—"দর্শনেই যখন মুক্তি, তখন ইহারা সশরীরে গৃহে ফিরিতেছে কিরূপে?" তিনি ঐ চিন্তায় পথের ধারে বসিয়া পড়িলেন।

কৃপাময় চিরদিনই মনুষ্যের মুখ দিয়াই ভক্তদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। ঐ পথে একজন পাণ্ডা আসিতেছিল। তাহার মনে হইল এই ব্রাহ্মণ এখানে দুঃখিতভাবে বসিয়া আছে কেন জিজ্ঞাসা করি। ব্রাহ্মণের সংশয়ের কথা শুনিয়া পাণ্ডার হাসি পাইল এবং একটু ঠাট্টার সহিত উত্তর দিল "ঠাকুর! ভগবান কল্পতরু! তাঁহার কাছে যে যাহা চায় সে তাহাই পায়। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র এ দেহ ত্যাগপূর্ব্বক বিদেহ মুক্তি কেহ কখন চাহে নাই। তুমি যদি চাও ত পাইবে।" পাণ্ডার ঐ কথায় গণপতি ভট্টের জ্ঞানলাভ হইল। তিনি ভগবানের অসীম কৃপা উপলব্ধি করিয়া আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে ভাবিলেন, "তাইত! এমন মোটা কথাটা বুঝি নাই! সাধারণতঃ লোকে ইহকালে ধন, পুত্র, স্বাস্থ্য, সুখ এবং পরকালেও সুখই প্রার্থনা করেন। মুক্তি প্রার্থনা কয়জন করিয়া থাকে? জীবন্মুক্তির কথাই বা

কয়জন জানে যে তাহা প্রার্থনা করিবে? যাহারা ফিরিতেছে তাহাদের মধ্যে সে প্রার্থনা যাহারা করিতে পারিয়াছে তাহারা অবশ্যই তাহা পাইয়াছে!"

গণপতিভট্ট বাকী পথ চলিয়া গিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দারুব্রহ্ম দর্শন করিলেন। কিন্তু গণপতি মূর্ত্তিতেই তাঁহার তৃপ্তি হইত; সে মূর্ত্তি না না দেখিয়া তাঁহার ক্ষোভ হইল। তিনি মন্দিরে ঢুকিয়াই ফিরিতে লাগিলেন। কৃপাময় আবার ভক্তের ক্ষোভ মিটাইয়া দিলেন। একজন পাণ্ডা বিদ্রূপের স্বরে বলিল "খুব ভক্তি ত! প্রণামী দিলে না, পূজা করিলে না, একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াও লইলে না; এতদূর আসিয়াছিলে কি জন্য?" তিরস্কৃত ব্রাহ্মণ আবার তাঁহার সরল অন্তঃকরণে ভগবানের কৃপা উপলব্ধি করিলেন। প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে করিতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে মন্দিরে গণপতি মূর্ত্তি মাত্রই রহিয়াছে! অনেকক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান হইলে যখন গণপতি ভট্ট মন্দিরের বাহিরে আসিলেন, তখন তিনি দেহাভিমানশূন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ! বিনা আগ্রহে ব্যবহারিক কার্য্যগুলি সদভ্যাস মত করিয়া যাইতে লাগিলেন মাত্র; তাঁহার ৺ জগন্নাথ দর্শন সম্পূর্ণ ভাবেই সফল হইল।

৯৭। ভগবানের স্মরণ — হরি সে লাগি রহো।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজের কুলধর্ম্ম অনুসারে শক্তি উপাসনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে সকল ধর্ম্ম পদ্ধতির সাধনাতেই ফললাভ হয়। তিনি বলিয়াছেন "কালী, তারা, হরি, হর, রাম, কৃষ্ণ, গড, আল্লা, জিহোভা, ব্রহ্ম যে নামেই 'সেই এক'কে মনন চিন্তন কর তাহাতেই উওকার পাইবে; তবে সদ্গুরুর নিকট আপনাপন কুল প্রথানুসারে সাধনা শিখিবার চেষ্টাই-মানবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।"

শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভুগিতে হয়; কিন্তু ভগবানকে আশ্রয়

করার ফল এত অধিক যে অতি ঘোর পাপীরও নিরাশার কোন কারণ নাই। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মা মনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

মুসলমানেরাও বলেন যে দুঃখে পতিত ব্যক্তি যদি একবার অসীম করুণা-সম্পন্ন সেই মহৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের দ্বারে গিয়া একটাও 'দোহাই' দেয় (একবার মাত্র প্রাণ ভরিয়া ডাকে)—তাহাতে তাহার একটা 'কিনারা' অবশ্যই হয়।"

পরমহংসদেব তাঁহার সুমিষ্ট সহজ ধরণে বলিয়াছেন "করুণাময়ী জগন্মাতার কোলে ছোট ছেলের মত নিঃসঙ্কোচে ধুলাকাদা ময়লা (পাপ তাপ) সহিত ঝাঁপ দিয়া পড়—তিনিই ধুইয়া পুঁছিয়া লইবেন। মনুষ্যের সবই সসীম, পাপও সসীম। ঈশ্বরের কৃপা অসীম। তাহা না হইলে জীবের উপায় ছিল না!"

ভগবৎ চিন্তায় লাগিয়া থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব বেঠিক ব্যাপারই ঠিক হইয়া যায়। এক গণিকা প্রত্যহ অনেকবার করিয়া টিয়াকে "সীতারাম" পড়াইত; তাহা হইতেই ক্রমে উহার উদ্ধারের উপায় হয়।

হরি সে লাগি রহোরে ভাই।
তেরি বিগাড়ি বাত বণি যাই।
তেরি (বনত্ বনত্ বনি যাই) ॥
বাঁকা তারে বাঁকা তারে, তারে সদন কসাই
শুগা পঢ়ায়কে গণিকা তারী
তারী হৈ মীরা বাই।
এইসি ভক্তি কর ঘট ভিতর,
ছোড় কপট চতুরাই।

সেবা বন্দেগী আউর অধীনতা
সহজ মিলে রঘুরাই ॥

৯৮। ভগ্নদেবমূর্ত্তি পরমহংসদেবের ব্যবস্থা।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির ঠাকুর বাড়ীতে মর্ম্মর প্রস্তরের মেঝেয় জল পড়িয়া পিছল হওয়ায় ঠাকুর লইয়া যাইতে মূর্ত্তিসহ পূজক ব্রাহ্মণ পড়িয়া যাওয়াতে গোবিন্দজীর মূর্ত্তিটীর পা ভাঙ্গিয়া গেল। বাবুদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল। ভাঙ্গা বিগ্রহে ত পূজা চলে না—রাণী রাসমণি উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সহরের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের আহ্বান করিয়া সভা করিলেন। সকলে পুঁথি দেখিয়া বিধান দিলেন—"ভগ্ন মূর্ত্তিটী গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হউক এবং তৎস্থলে অন্য নূতন মূর্ত্তি স্থাপিত হউক।" কারিকরকে নূতন মূর্ত্তি গঠনের আদেশ দেওয়া হইল।

সভাভঙ্গকালে রাণীর জামাতা মথুরবাবু বলিলেন—"বাবাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা ত হয় নাই—বাবা কি বলেন, জানিতে হইবে!" পরমহংসদেবকে ঐ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ভাবমুখে বলিতে লাগিলেন—"রাণীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলিত তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসান হইত, না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত? এখানেও সেই রকম করা হোক। মূর্ত্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে, তেমনি পূজা করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্য?" সকলে ব্যবস্থা শুনিয়া অবাক্! কাহারও মাথায় এ সহজ যুক্তিটী আইসে নাই। বাস্তবিকই যে মূর্ত্তিটীতে এত কাল পূজা করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া আসিয়াছি, আজ তাঁহার অঙ্গ বিশেষের হানি হওয়াতে, যথার্থ ভক্তের হৃদয় হইতে কি ভালবাসার হানি হইতে পারে? তাহার পর বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে ঠাকুরের আত্মবৎ সেবা

করিবে, আপনি যখন যে অবস্থায় যাহা করিতে ভালবাসি, ঠাকুরও তাহাই ভালবাসেন ভাবিয়া সেইরূপ করিতেই তাঁহারা বলেন। সে পক্ষ হইতেও মূর্ত্তিটী ত্যাগের ব্যবস্থা হইতে পারে না।

ফলতঃ স্মৃতিতে যে ভগ্ন মূর্ত্তিতে পূজাদি করিবে না বলিয়া বিধান আছে, তাহা ভক্তিপথে সবে মাত্র অগ্রসর ব্যক্তির জন্য; যাহাদের ভাঙ্গা মূর্ত্তিতে ভক্তি বিচলিত হইবে সেইরূপ সাধারণ লোকেরই জন্য। পণ্ডিতবর্গের কাহারও কাহারও এই মীমাংসায় মতভেদ হইল। কিন্তু উহাঁদের মধ্যে যাঁহারা একটু যথার্থ জ্ঞান ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ প্রেমপূর্ণ মীমাংসা শুনিয়া "ধন্য ধন্য" করিতে লাগিলেন। শ্রীমৎ পরমহংসদেব স্বহস্তে মূর্ত্তিটী জুড়িয়া দিলেন ও তাহার পূজাদি পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। কারিকর নূতন মূর্ত্তি একটি গড়িয়া আনিলে উহা গোবিন্দজীর মন্দির মধ্যে এক পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইল মাত্র, উহার প্রতিষ্ঠা করা হইল না!

৯৯। ভক্ত সংঘে ভগবান।

একদা নারদঋষি শ্রীভগবান সন্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিলেন তিনি ধ্যানমগ্ন—প্রেম বিগলিতাশ্রু। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান নারদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! আজ বড় আশ্চর্য্য হইলাম। আপনার কি কোন উপাস্য আছেন? শ্রীভগবান ঈষদ্ধাস্যে উত্তর করিলেন "নারদ! আমিও বড় আশ্চর্য্য হইলাম যে, তুমি এতদিন এ বিষয় জানিতে পার নাই।" নারদ বলিলেন "ঠাকুর! আপনি কাহার উপাসনা করেন?" শ্রীভগবান প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে নারদের দিকে অবলোকন করিয়া বলিলেন "নারদ! এই দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে সকলই জানিতে পারিবে।" নারদ চাহিয়া দেখিলেন অসংখ্য যোগী, ঋষি, ভক্ত, ভগবানের নাম গানে রত; তাহার মধ্যে নিজেকেও দেখিতে পাইলেন। তখন ভগবদুক্তিও শুনিলেন—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

১০০। ভয় ভাঙ্গান বাল্যকাল হইতে।

একটী বালক জাহাজে চড়িয়া বড়ই ক্রন্দন করিতেছিল। তাহাকে কোন উজীরের হুকুমে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার টানিয়া লওয়া হইলে সে বেশ চুপ করিয়া রহিল। সেথ সাদি এই বিষয়ের উল্লেখে বলেন যে ঐ কার্য্যে জল সম্বন্ধে উহার ভয় কমিয়া গেল এবং জাহাজ সম্বন্ধে উহার ভক্তি বৃদ্ধি হইল!

একটী সরলমনা ছোট ছেলের নিজ বাটীতে একটী পুষ্করিণী থাকায় উহাকে সকলেই পুনঃ পুনঃ বলিতেন "ওদিকে যাইস্ না ডুবে যাবি।" ক্রমাগত এই কথা শুনিয়া শুনিয়া জলের কাছে গেলেই ডুবিয়া যাইবে উহার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। এক সময়ে ৺ কাশীতে রাজঘাট হইতে নৌকাযোগে যাওয়ার ব্যবস্থা হইলে বালক গঙ্গার জল দেখিয়াই কাঁদিতে লাগিল। নৌকায় তুলিলে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল—"ডুবে যাব" "ডুবে যাব" এই মাত্র রব! তাহার মাতা বুঝাইলেন "আমরা সকলে যাইতেছি তুমি এত ভয় কেন করিতেছ?" ক্রন্দনের সহিত উত্তর, "তোমরাও ডুবে যাবে।" ঘাটে কত লোক স্নান করিতেছে দেখান হইল এবং বলা হইল "জলে নামিলেও লোকে ডোবে না বা মরে না; ওরা কই ডুবছে?" বালক ক্রন্দন করিতে করিতে উত্তরে বলিল "মরবে এখন।" ইহাতে সকলে হাসিল কিন্তু বালক কাঁদিয়া ফুলিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিল। পরদিন গঙ্গার ঘাটে উহাকে জোর করিয়া জলে ডুবাইয়া তোলার পরই জল সম্বন্ধে উহার ভয় কমিয়া গেল এবং অল্পদিন পরেই জলে এরূপ হাঙ্গামা আরম্ভ করিল যে ঐ ভয়টা ভাঙ্গায় আত্মীয়বর্গের অসুবিধা হইল। কিন্তু বৃথা ভয় ভাঙ্গাই ভাল; "ডুবিয়া

যাইবি" বলা ভুল। "লক্ষ্মী ছেলে! জলের ধারে যেও না—বারণ করি-লাম; এখন কথা না শুনিলে মন্দ ছেলে হইবে, কাহার আদর পাইবে না।" এইরূপ প্রীতিপূর্ণ বিধি নিষেধই নির্দোষ পথ। ইহাতে যে ভয় তাহা বিধির অপ্রতিপালনের জন্য—অধর্ম্মের জন্য; ইহাই স্থায়ী ভয়; অন্য প্রকার বৃথা ভয় একবার ভাঙ্গিলেই উচ্ছৃঙ্খলতা আইসে!

যাহারই সহিত ঘনিষ্ট সংস্রব করিবে, তাহার সম্বন্ধেই বৃথা ভয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। রাজমিস্ত্রীরা নির্ভয়ে উচ্চভারায় চড়ে; শ্রমজীবীরা কারখানায় বিবিধ কলের ভিতর দিয়া নির্ভয়ে চলে; সাপুড়েরা অবলীলাক্রমে বিষাক্ত সর্প লইয়া এবং সার্কাসওয়ালারা সিংহ ব্যাঘ্র লইয়া খেলা করে; প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখায় ভারতবাসীর রোগে মৃত্যু ভয় পৃথিবীর অপর জাতীয়দিগের অপেক্ষা কম। ইয়ুরোপীয় এবং অন্যান্য স্বাধীন এসিয়িক দেশের লোকের সামরিক মৃত্যুর সহিত সংস্রব এখন আমাদের অপেক্ষা অধিক—উহাদের অপঘাত মৃত্যু সম্বন্ধে ভয় কম; শ্মশানবিহারী যোগীদের মৃত্যু ক্রীড়ার বস্তু; জাপানীরা বালকদিগকে মহা-নিশায় শ্মশানে বেড়াইয়া আসার অভ্যাস করায়। সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে বাঙ্গালী ফেরিওয়ালা, সর্দ্দার, গাড়োয়ান, হোটেলের চাকর প্রভৃতি, পল্লী-গ্রামের অনেক বড় বড় জমিদারদিগের অপেক্ষাও ইংরাজদিগকে কম ভয় করে। ইংরাজ হইতে ভয়ের বিভীষিকা কতটা যে অকারণ, তাহা উহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়া বুঝিয়াছে।

একদা হুগলীর মাজিষ্ট্রেট কুক সাহেব গোঘাট থানায় ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক বুড়ী উচ্চ রাস্তা হইতে তাড়াতাড়ি ঢালু দিয়া নামিতে গিয়া পড়িয়া গেল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "উহার কি মনে হইল যে উহার মাংস খুব নরম এবং তাহার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উহাকে আমি আস্ত খাইয়া ফেলিব! এত চওড়া রাস্তা হইতে অমন

করিয়া নামিতে গেল কেন ?"—অচেনা জিনিসে এমনি একটা অসঙ্গত ভয়ই হয় !

"সত্যের" ও পুণ্যের দিক—ভয় শূন্য এবং আনন্দময়। ভয়ের দিক "ভুলের" পাপের নিরানন্দের এবং অশান্তির দিক। স্বরূপ উপলব্ধিতে কোন ভয়ই থাকে না। ভয়ের বিষয়কে একটু সাহস করিয়া ছুঁইলেই ভয় ভাঙ্গিয়া যায়। চাঁদের আলো এবং ছায়ায় কেনা ভূত দেখিয়াছেন ? এবং কেইবা একটু সাহস করিয়া অগ্রসর" হইয়া সে ভ্রম এবং সর্ব্বপ্রকার বৃথা ভয় দূর করিয়া লইতে পারেন নাই ?

১০১। ভক্তির জয় — কবীরের দীক্ষা।

মহাত্মা কবীর ব্রাহ্মণ বংশীয় অনাথ শিশু; একজন মুসলমান জোলার প্রগাঢ় স্নেহে প্রতিপালিত। স্বতঃই বাল্যকাল হইতে তাঁহার রামনামে একান্ত প্রীতি হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার রামনামে দীক্ষার জন্য একান্তই আগ্রহ হয় এবং সাধু রামানন্দের নিকট হইতে ঐ দীক্ষা লাভের জন্য তিনি আকুল হইয়া পড়েন। রামানন্দ জোলা কবীরকে মন্ত্রদানে অস্বীকার করিলে কবীর অন্ধকার থাকিতে থাকিতে ৮ কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটের সিঁড়িতে উপুড় হইয়া পড়িয়া রামনামে শ্রীভগবানকে ডাকিয়া মনে মনে কাতর প্রার্থনা করিতে থাকেন যেন সাধু রামানন্দ তাঁহাকে রাম নামে দীক্ষা দেন। রামানন্দ প্রত্যহ অন্ধকার থাকিতে থাকিতে মণিকর্ণিকায় স্নান করিতেন। ঐদিন সিঁড়িতে নামিতে নামিতে তাঁহার পদ কবীরের শরীরে স্পৃষ্ট হইয়া গেলে তিনি শব স্পর্শ করিয়াছেন মনে করিয়া বলিয়া উঠেন "রাম কহো।" কবীর গাত্রোত্থান করিয়া রামানন্দের পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন "গুরুদেব! আপনি রাম নাম জপ করিতে আদেশ করিয়াছেন! তাহাই করিব। আমার দীক্ষা হইল।" প্রীত এবং চমৎকৃত রামানন্দ ভক্তির জয় স্বীকার করিয়া কবীরকে

আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন "বৎস! রামজী যাহার হৃদয়ে এরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহার দীক্ষা, পূজা পুরশ্চরণের কোন প্রয়োজন হয় না।"

ব্রাহ্মণ-বংশীয়, মুসলমান প্রতিপালিত, সন্ন্যাসীদক্ষিত, সংসারত্যাগী কবীরের মতবাদে মহান্ বিশ্বপ্রেমের অসাম্প্রদায়িকভাব সুপরিস্ফুট। তিনি কাশী, মক্কা প্রভৃতি তীর্থ মানিতেন না; পূজা, নামাজ, মন্দির, মসজিদ, ব্রত, উপবাস, রোজা, জাতি, প্রভৃতি গৃহীর আচার, বিচার কিছুই মানিতেন না। প্রতি নিশ্বাসে ভগবৎ নাম জপ, প্রতি মুহূর্ত্তেই সর্ব্বত্র তাঁহার উপলব্ধি এবং তাঁহারই আদেশে কোনরূপ নিস্পৃহ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ—এই সর্ব্বোচ্চ বৈদান্তিক বা সুফি বা পরমহংস বা ফকিরী বা গূঢ়তান্ত্রিক যোগীর মতবাদ তিনি প্রকাশ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। ভূমণ্ডলের সর্ব্বোচ্চ অধিকারীমাত্রের—তাঁহারা প্রকাশ্যে সমাজিক খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু বা অন্য যাহাই হউন—এই মত।

১০২। ভক্তির জয় — প্রতাপরুদ্র।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ছিলেন তখন তাঁহার অসামান্য কার্য্যকলাপ শুনিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের মনে ভক্তি হয়। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী চৈতন্যদেব স্ত্রীদর্শন যেমন মহাহানিকর, সেইরূপ ঐহিক সম্পদের আদর্শস্বরূপ রাজার দর্শনও ক্ষতিকর বুঝিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অস্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে যদি রাজা তাঁহার নিকট এই নিষেধ সত্ত্বেও আসেন, তাহা হইলে তিনি পুরুষোত্তমধাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। রাজা প্রতাপরুদ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্ষত্রিয় এবং তখন ভক্তির বলে মহাবলী। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন "দেখা যাউক কাহার কথা থাকে। আমি প্রভুর নিকট অবশ্যই যাইব এবং তিনিও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।" রাজা সন্ধানে সন্ধানে রহিলেন। এক-

দিন সঙ্কীর্ত্তনের সময় যখন শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম্মোন্মত্ত অবস্থায় আছেন তখন সময় বুঝিয়া রাজা রাস পঞ্চাধ্যায়ের একটী শ্লোক ভক্তিভরে গান করিতে করিতে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে—"কে বন্ধু মধুর কৃষ্ণনাম শুনাইতেছ" বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব রাজাকে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া বুকে লইলেন।

১০৩। ভক্তের জোর ভীষ্ম।

ভীষ্মদেব একদিন দুর্য্যোধনের কাতরোক্তিতে স্বীকার করেন যে পরদিন একই অস্ত্রে তিনি পাণ্ডববংশ ধ্বংস করিবেন। মন্ত্রপূত করিয়া তিনি বৈষ্ণবাস্ত্র ত্যাগ করিলে প্রমাদ বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষীয় সকলকেই অস্ত্রত্যাগ করিয়া যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক দাঁড়াইতে বলিলেন; তিনি জানিতেন যে ধর্ম্মপ্রাণ ভীষ্মের কোন অস্ত্রই যুদ্ধে বিমুখ বা অস্ত্রহীন বা পলায়নপর ব্যক্তিদিগের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত নহে। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বাক্য মানিলেন, কেবল ভীম মানিলেন না। তিনি ভারত যুদ্ধে অস্ত্রত্যাগ বা পৃষ্ঠ প্রদর্শনে অস্বীকৃত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে পশ্চাতে রাখিয়া আপন দেহে ঐ অস্ত্রাঘাত সহ্য করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইলে ভীষ্ম বলিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করাইলে কিন্তু আমি যদি সত্যব্রত ভক্ত হই তবে তোমারও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করাইব! তোমার প্রতিজ্ঞা আছে যে ভারত সমরে অস্ত্রধারণ করিবে না—সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে দিব না।" পরদিন ভীষ্মের প্রচণ্ড আক্রমণে পাণ্ডবপক্ষ ভস্মীভূত হইতে লাগিল; অর্জ্জুন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তের প্রতিজ্ঞারক্ষা জন্য সেইদিন শ্রীকৃষ্ণ রথচক্র হস্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা পালিত হইবামাত্র মহানন্দে ভীষ্ম সেদিনের মত যুদ্ধ সাঙ্গ করিয়া দিলেন।

১০৪। ভক্তের ভগবান মুনিবাহন।

তিরুপ্পান আলোয়ারের অপর নাম মুনি বাহন। ইনি খৃষ্টীয় ১০০ অব্দে

ওরায়ুর নামক স্থানে চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সুগায়ক ছিলেন। তিনি ভজন গান করিতে করিতে অনেক সময়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন। সুপ্রসিদ্ধ কাবেরীতীর্থ শ্রীরঙ্গমে একদিন পথে গান করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এমন সময়ে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের এক সেবক পূজারী ভগবানের পূজার জন্য জল আনিতে যাইতেছিলেন। পতিত চণ্ডালের দ্বারা পথ অবরুদ্ধ দেখিয়া সেবক লোষ্ট্রাঘাতে তিরুপ্পানের সংজ্ঞাসাধন করেন। কিন্তু ঐরূপে পথ খোলসা করিয়া জল আনিয়া দেখিলেন যে মন্দিরদ্বার ভিতর হইতে অবরুদ্ধ। তখন ভগবানের নিকট যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে সেজন্য ভক্ত সেবক কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন। মন্দিরের ভিতর হইতে আদেশ হইল "যদি তুমি আমার ঐ চণ্ডাল ভক্তকে স্কন্ধে করিয়া আমার মন্দির পরিক্রমণ করিতে থাক তাহা হইলেই দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।" একান্ত লজ্জিত এবং পরিতপ্ত সেবক সানন্দে তাহাই করিলে মন্দির দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

১০৫। ভক্তের ভরসা রাম নামে।

এক ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রী সমভিব্যবহারে তীর্থপর্য্যটনে যাইতেছিলেন। পথে একজন ঠগ উহাঁদের সঙ্গ হইল এবং ব্রাহ্মণকে বলিল যে সেও ঐ তীর্থে যাইতেছে এবং সহজ পথ জানে। ব্রাহ্মণের বিশ্বাস হইল না। ঠগ তখন শ্রীরামচন্দ্রের নাম লইয়া বলিল যে, সে প্রকৃত কথাই বলিতেছে। ব্রাহ্মণের তখনও বিশ্বাস হইল না। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "ও নাম গ্রহণের পর আর আমাদের দ্বিধা করা কর্ত্তব্য নয়, সহজ পথেই ইহাঁর সহিত যাওয়া যাউক।" ঠগ উহাঁদের এক বিজন বনে পথ ভুলাইয়া লইয়া গেল ; ব্রাহ্মণের ভয় হইল। স্ত্রীলোকটী একবার পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং তখনই ফিরিয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে বলিলেন "কোন ভয় নাই।" এই সময়ে বৃক্ষান্তরাল হইতে দুইজন সশস্ত্র দস্যু বাহির হইল এবং উক্ত ঠগের সহিত মিলিয়া ব্রাহ্মণের

দিকে যাইতে যাইতে স্ত্রীলোকটীকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল "এখন কে রক্ষা করিবে? এই মাত্র যে বলিলে ভয় নাই? পিছন দিকে কি দেখিতে পাইলে?" স্ত্রীলোকটী পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "যাঁহার নামে শপথ করিয়া পতিপ্রাণা কুলনারীকে এবং নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকে সাহায্যের ভরসা দিয়া এখানে আনিয়াছ তিনিই পশ্চাতে রহিয়াছেন!" ব্রাহ্মণ বা দস্যুগণ কিছুই দেখিতে পাইল না। সকলেই মনে করিল ভয়ে স্ত্রীলোকটীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। উদ্যত খড়্গে একজন দস্যু ব্রাহ্মণকে কাটিয়া ফেলে, এমন সময়ে একটী তীর আসিয়া ঠগকে ভূমিশায়ী করিল। ব্রাহ্মণ এবং অপর দুইজন দস্যু দেখিল যে ধনুর্ব্বাণধারী মৃগয়া-রত কোন সাধারণ যোদ্ধা অশ্বারোহণে আসিতেছেন। দস্যুরা বনমধ্যে পলাইল; অশ্বারোহী বেগে সেই স্থান দিয়া পার হইয়া গেলেন। ভক্তিমতী ব্রাহ্মণপত্নী চক্ষু জুড়াইয়া দেখিয়া লইলেন,—ধনুর্ব্বাণধারী নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র!

১০৬। ভক্তের রক্ষক তুলসীদাসের কথা।

সাধক ভক্ত গোঁসাই তুলসীদাসজী অর্দ্ধরাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া বাটি হইতে বাহির হইয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিতেন। সে সময়ে তাঁহার গৃহে ধন ধান্যাদির অভাব ছিল না। প্রতিবেশী এক চোর অর্দ্ধ রাত্রে খালি বাড়ীতে নির্ব্বিঘ্নে চুরি করিবে এই উদ্দেশ্যে তথায় গিয়া দেখিল এক পরম সুন্দর যুবক ধনুর্ব্বাণ হস্তে গোঁসাইজীর বাড়ীর পাহারায় নিযুক্ত। পরদিনও সে তথায় চুরির চেষ্টায় গিয়া ঐরূপ দেখিল। কৌতুহলান্বিত হইয়া প্রাতে গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করিল "বাড়ীতে ত আপনি এখন একাই থাকেন বলিয়া জানিতাম। রাত্রে যে যুবক আপনার বাড়ীর পাহারা দেয় সে কোন গ্রামের এবং কি

বেতন লয় ? তাহাকেত দিনের বেলায় একদিনও দেখি না।” যুবকের আকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে গোস্বামীজী ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি গৃহে যাহা কিছু ছিল সমস্তই বিতরণ করিয়া ফেলিলেন এবং ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁহার জিনিস পত্রের পাহারা দিতে আর না হয় এই জন্য নিঃসম্বলে গৃহত্যাগ করিলেন।

১০৭। ভয় এবং সাহস প্লিওপিডাস।

যখন থিব্‌সের সহিত স্পার্টার যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন একদিন কতকগুলি থিবীয় সৈন্য পার্ব্বত্যপথে যাইতে যাইতে হঠাৎ একটি বৃহত্তর স্পার্টীয় সৈন্যদলের সম্মুখে গিয়া পড়ে। থিবীয়দিগের অগ্রগামী শাস্ত্রী দ্রুতবেগে ফিরিয়া আসিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ প্লিওপিডাসকে ভয়ব্যঞ্জকস্বরে সংবাদ দিল “আমরা এখানে হঠাৎ বহুসংখ্যক শত্রুর হস্তে পতিত হইয়াছি।” সাহসী বীর প্লিওপিডাস ঐ সংবাদ পাইয়া মহোৎসাহের সহিত চীৎকারে অধীনস্থ থিবীয় সৈন্য গুলিকে জানাইলেন, “ভাই সকল! বড়ই সৌভাগ্যক্রমে বহুসংখ্যক শত্রু আজ আমাদের হাতে পড়িয়াছে! জয়ধ্বনির সহিত উহাদের অবিলম্বেই দ্রুতপদে আক্রমণ কর। উহারা কেহই যেন পলায়নের সময় না পায়।” সে যুদ্ধে থিবীয়দিগেরই জয় হইল।

১০৮। ভলটেয়ারের ভয় রাজপুরুষে।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক ভলটেয়ার নাস্তিক ছিলেন। তিনি ফ্রান্স ছাড়িয়া যখন সুইজারলণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন তখন তাঁহার পরিচিত “একজন সুইস ভদ্রলোক তাঁহাকে বলেন, “মুসে ভলটেয়ার! আমি জানি তুমি বিষম নাস্তিক এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনেক অন্যায্য কথা লিখিয়াছ। কিন্তু সে জন্য তোমার সম্বন্ধে আমার বিশেষ ভয় নাই; ঈশ্বর তাঁহার-অসীম

কৃপায় তোমাকেও ক্ষমা করিবেন; কিন্তু এখানকার রাজকর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে যেন ন্যায্য কথাও কখন লিখিও না। তাঁহারা যে উহা ঘুণাক্ষরেও মার্জ্জনা করিবেন না তাহা, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি।”

১০৯। ভাগ্যের পরিবর্ত্তন শ্রীরামচন্দ্র।

রাত্রি প্রভাতে শ্রীরামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন; মাতা কৌশল্যা পুত্রের মঙ্গল কামনায় আপন প্রকোষ্ঠে পুরোহিতের দ্বারা মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করাইতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা বলিলেন, “অভিষেক শেষ না হইলে আজ বাছা আমার কিছু খাইতে পাইবে না!” শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন;—

দেবি নূনং জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতং॥

মা! তুমি জান না একটা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পর বলিলেন:—

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রযাতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈমি
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপচক্রবর্ত্তী
সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী

—যাহা হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল তাহা এখন অনেক দূরে চলিয়া গেল, যাহা মনেও গণনা করা যায় নাই তাহাই আসিয়া উপস্থিত হইল; রাত্রি প্রভাতে আমি চক্রবর্ত্তী রাজা হইবার কথা; আজ আমি জটাধারী তপস্বী হইয়া বনে গমন করিতেছি।

১১০। ভারত ইতিহাসে মঙ্গলময়ের হস্ত।

সাহজাহান বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শেকো প্রতিভাশালী পণ্ডিত ও

লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি আরবী, পারসী এবং হিন্দি ভাষা অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুফিমতের সাধন ক্রিয়ায় তাঁহার বিশেষ অভিরুচি জন্মিয়াছিল। হিন্দু পণ্ডিতগণের সহবাসে থাকিয়া এবং বেদ উপনিষদ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া শাহজাদা দারা শেকো দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন যে মুসলমান সুফি ও হিন্দু যোগী একই শ্রেণীর উপাসক; নামের পার্থক্য মাত্র। এই উভয় সম্প্রদায়ের মতে ঐক্য সাধন করিয়া তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "সকিনাৎ উল আউলিয়া" নামক গ্রন্থে প্রথম ইস্‌লাম প্রচারের সময় হইতে তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত যত সাধু পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই যুবরাজ অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ এবং পণ্ডিতদিগের সহায়তায় মূল সংস্কৃত হইতে কয়েকখানি উপনিষদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তৎকালের প্রসিদ্ধ যোগী লাল দাসের সহিত তাঁহার যে ধর্ম্মালোচনা হয়, তৎসম্বন্ধেও একখানি তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ পুস্তক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই প্রতিভাবান রাজপুত্র "হাসানৎ উল আরেফিন" এবং "নাদির উন নুকাত" নামক দুইখানি সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

এই বহুগুণালঙ্কৃত সাধু রাজপুত্র দারার পরাজয় ও হত্যাজন্য সকলেরই প্রাণ কাঁদে বটে, কিন্তু ইনি ভারতসম্রাট হইলে হিন্দুয়ানীর রক্ষা হইত না। হিন্দুরা "আদরে" গলিয়া খারাপ হয়; "নির্য্যাতনেই" উহারা দৃঢ় ও পবিত্র হইয়া থাকে। এই জন্যই ভক্ত তুলসীদাস বলিয়া গিয়াছেন "দুখ কো বলিহারি যাই!"—উহা হরিনাম স্মরণ করায়।

মঙ্গলময় ভারতের ইতিহাসে আরাঙ্গীব বাদশাহের রাজত্ব হইতে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে রাজা পক্ষপাতী হইয়া প্রজাদিগের কোন অংশকে পীড়ন করিলে বৃহৎ সাম্রাজ্যও সহজে ধ্বংস হয় এবং মহারাষ্ট্রীয়ের "অস্থায়ী" অভ্যুদয়ে দেখাইলেন যে "দস্যু"-শক্তির বীজেই অন্যায় এবং প্রজাপীড়ন; সুতরাং উহাতে স্থায়ী রাজ্য গঠন হয় না।

হিন্দুগণ হিন্দু থাকিয়া এবং মুসলমানগণ মুসলমান থাকিয়া যাহাতে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইতে পারেন এবং কার্য্যশৃঙ্খলা ভাল করিয়া শিখিতে পারেন মঙ্গলময় সেইরূপ (ইংরাজ) শিক্ষকই, তাঁহার অক্ষম সন্তানদিগকে সক্ষম করিবার জন্য, নিযুক্ত করিয়াছেন।

১১১। ভ্রম সংশোধনে মহত্ত্ব ৺ বঙ্কিম বাবু।

কোন বিষয়ে বঙ্কিম বাবু পূর্ব্বে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন পরে তাহার পরিবর্ত্তন করেন। ইহাতে তাঁহাতে কেহ অব্যবস্থিতচিত্ততার আরোপ করিলে তিনি বলেন "যিনি কখন মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন নাই, তিনি—মহাপুরুষ। যিনি পূর্ব্বের মত ভ্রান্ত জানিয়াও তাহাতে বদ্ধ থাকেন, মত পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন না, তিনি—কপটাচারী। আমি মহাপুরুষ নহি এবং কপটাচার হইতে আমার প্রবৃত্তি নাই।"

১১২। মদ্য মহম্মদের কথা।

মহাপুরুষ মহম্মদ যৌবনকালে কোন গ্রাম দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনেকগুলি আরব একত্রে মদ্য পান করিতে করিতে হাসি তামাসায় বেশ আনন্দে সময় কাটাইতেছে। লোককে সুখী দেখিলে তাঁহার আনন্দ হইত—সেদিনও হইল। পরদিন ঐ পথে ফিরিবার সময় দেখিলেন যে সেখানে রক্তের ছড়াছড়ি। জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া পূর্ব্বরাত্রে লোকগুলা বিবাদ করিয়াছে এবং অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া কয়েকজন হত এবং সকলেই আহত হইয়াছে। মহাপুরুষ যখন দেশে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তখন, এই ঘটনা স্মরণে ভগবানের বিশেষ আদেশ জানিয়া লইয়া, মদ্যপানের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা দিয়াছিলেন।

১১৩। মাটির মানুষ আলহিরি।

একদিন আবু ওসমানকে তাঁহার কোন বন্ধু ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আবু ওসমান তাঁহার দ্বারে যাইবামাত্র তিনি বলিলেন "এখানে খাওয়ানর কোন উদ্যোগ নাই।" আবু ওসমান অম্লানবদনে নিজের বাসায় ফিরিয়া গেলেন। বন্ধু তখনই আবার তাঁহার বাড়ী গিয়া আবু ওসমানকে ফুলুরি খাইতে যাওয়ার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। আবু ওসমান সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নিজের বাড়ীর দ্বারে পৌঁছিয়া বন্ধু আবার তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এইরূপ চারিবার হইল। আবু ওসমান কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করেন না এবং বন্ধু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যান! চতুর্থ বারের পর বন্ধু স্বীকার করিলেন যে আবু ওসমানের ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতা পরীক্ষা জন্যই তিনি ওরূপ অভদ্র ব্যবহার করিতেছিলেন। বিনয়ী আবু ওসমান বলিলেন "ভাই! ইহাতে আমাকে প্রশংসা করিবার কিছু নাই। আমিত একটা কুকুর; ডাকিলেই সঙ্গে সঙ্গে যাই—খেদাইয়া দিলেই সরিয়া পড়ি।"

১১৪। মাতার শিক্ষাদান কুন্তী।

শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা কুন্তীর মন ক্ষাত্রধর্ম্মের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একান্ত দৃঢ় ছিল। তিনি (১) একচক্রায় ব্রাহ্মণের রক্ষার উদ্দেশ্যে পুত্র ভীমকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন! (২) কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পূর্ব্বক্ষণে বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া তাঁহার মুখে সন্তানদিগকে যুদ্ধে উৎসাহ দিবার জন্য বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন "ক্ষত্রিয়ানীরা যে জন্য সন্তান প্রসব করেন তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" (৩) যুদ্ধশেষে তিনি রাজমাতার গৌরব-ভোগ জন্য বা দ্বাদশবর্ষ বনবাস হইতে প্রত্যাগত বিজয়ী পুত্রদিগের দর্শনসুখ-

লাভ জন্য রাজধানীতে থাকেন নাই ; বনবাসী অন্ধরাজ ও তাঁহার মহিষীর শুশ্রূষায় এবং তপস্যায় জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়াছিলেন। (৪) পুত্রদিগের চরিত্রে যে স্বার্থত্যাগ, পরোপকারপ্রবণতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উদ্যম এবং অবশেষে মহাপ্রস্থানে প্রবৃত্তি লক্ষিত হয় তাহার মূল কুন্তীতে ছিল।

১১৫। মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস গ্যারিবল্ডী।

নব্য ইটালীর স্বাধীনতাস্থাপকদিগের অন্যতম জেনারেল গ্যারিবল্ডীর জননী একান্ত ঈশ্বরপরায়ণা ছিলেন এবং গ্যারিবল্ডীর চরিত্র সংগঠনে তাঁহারই বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। গ্যারিবল্ডী আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন—আমার যে অসম সাহস দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে ঐশীশক্তি পরিরক্ষিত মনে করিত, আমার সে সাহসের মূল—দৈববলের উপর বিশ্বাস। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষণ সতীত্বের আদর্শ ও দেবীত্বের অবতার আমার জননী, আমার প্রাণরক্ষার জন্য ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্না থাকিবেন ততক্ষণ আমার জীবনের কোন আশঙ্কাই নাই।"

ফলতঃ যুদ্ধের সময়ে যখন গুলি সকল ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় তাঁহার কর্ণের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইত—যখন গোলা সকল শিলাবৃষ্টির ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে পতিত হইত,তখন তিনি যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন যে তাঁহার জননী নতজানু হইয়া সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন!

১১৬। মানব জীবনের উদ্দেশ্য টলষ্টয়ের মত।

*রুসীয় জমিদারবংশীয় কাউণ্ট লিও টলষ্টয় (১৮২৮—১৯১০)—যোদ্ধা, রাজনৈতিক, ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। শেষে তিনি পল্লীগ্রামে ঋষি তুল্যভাবে জীবনযাপন করেন। তাঁহার মতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণতা প্রাপ্তি। তিনি বলিয়াছেন যে ভালমন্দ যে উদ্দেশ্যেই হউক কোন প্রকার

কার্য্যেই অপরকে বাধা দিতে গেলে নিজের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় না। অপরকে বাধা দিলে নিজের সদ্‌গুণের হানি হয়, ভগবানের মঙ্গলময় ব্যবস্থা, সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের ত্রুটি হয়; এবং ক্ষমাগুণের পরিচালনার সঙ্কোচ হয়। তিনি উচ্চ খৃষ্টীয় মতবাদকে (এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড ফিরাইয়া দেওয়ার কথা) ব্যবহারক্ষেত্রে অনুপযোগী বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য খৃষ্টীয় পাঁচটি উপদেশপালনে ঘটিতে পারে। (১) কিছুতেই ক্রোধ না হওয়া (অক্রোধ) (২) ইন্দ্রিয় পরায়ণ না হওয়া (বৈরাগ্য) (৩) "বিবেকের" অধীন থাকা (৪) বিরুদ্ধবাদী ও বিরুদ্ধাচারীদের প্রতিশোধ ইচ্ছা না করা (ক্ষমা), (৫) শত্রু মিত্র সকলকেই ভালবাসা (প্রেম)।

খৃষ্টীয় গির্জ্জাঘরে যুদ্ধে জয় জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহার বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে আপত্তি করায় তাঁহাকে গ্রীক চর্চ্চ সম্প্রদায় হইতে 'খারিজ' করা হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ দরিদ্র প্রজাবর্গের তিনি এত প্রিয় ছিলেন যে, রাজা ও জমিদারবর্গ তাঁহার বিদ্বেষ্টা হইয়াও কোনরূপ অনিষ্ট করিতে সাহস করেন নাই। তদ্ভিন্ন তিনি নিজে যে উহাঁদের কোন ক্ষতি করিবেন না, সে বিষয়ে কাহার সন্দেহ ছিল না।

১১৭। মীরাবাই মধুরভাব।

প্রাতঃস্মরণীয়া মীরাবাই মারওয়ার রাজ্যের অন্তর্গত মেরত গ্রামের একজন ধনবান রাঠোর সামন্তের কন্যা এবং চিতোরের রাণা কুম্ভের মহিষী। যখন পাঁচ বৎসর মাত্র বয়স তখন পিতৃভবনের ছাদ হইতে একটী মহা সমারোহের বিবাহে বরকে যাইতে দেখিয়া মাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে নামিয়া আসেন এবং ঠাকুর ঘরে মাতার দর্শন পাইলে বলেন "মা! আমার বর কই?" মাতা হাসিয়া "গিরিধারী লালজীর" বালগোপাল মূর্ত্তিকে দেখাইয়া দেন এবং বলেন "এই তোর বর।" বালিকা মীরা বরের সামনে রহি-

আছে ভাবিয়া তখনি ঘোমটা টানিয়া দিল। এই কৌতুক হইতেই মীরার জীবনের স্রোত পরমার্থের দিকে চলিয়া গেল! মীরা ঠাকুর সেবার কার্য্য সমস্তই আপনহস্তে ক্রমে ক্রমে লইল। বালিকার যেমন অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য তেমনি কোকিলকণ্ঠ। ঐ ঠাকুর বাড়ীতে মীরার ভজন গীত শুনিতে দূর হইতে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। কথিত আছে চিতোরের যুবরাজ কুম্ভ ছদ্মবেশে আসিয়া মীরার ভজন শুনিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আগ্রহে উহাঁর সহিত মীরার বিবাহযোগ্য বয়সে বিবাহ হয়। কন্যা শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সময় মাতা পিতা স্নেহের পুত্তলী দেবীপ্রতিমা-স্বরূপা কন্যাকে অনেক ধন ও অলঙ্কার দিলেন, কিন্তু মীরা সেই "গিরিধারী-লালের মূর্ত্তিটী" ভিন্ন আর কিছুতেই তৃপ্ত হইল না। অবশেষে উহার পাল্-কীতেই সেই দেবমূর্ত্তিও পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মীরা তাঁহার স্বামীকে বংশরক্ষা ও সংসার সুখের জন্য আবার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়া বলি-লেন যে তাঁহার সহিত পার্থিব বিবাহ লোকাচার অনুরোধে ঘটিলেও, প্রকৃত বিবাহ গিরিধারীলাল জীউর সহিত বহুপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে; তিনি সেই গিরিধারীলালের সেবাতেই এ জন্মটা পতির ও তাঁহার রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া পৃথক মহলে দিনপাত করিবেন। এ সমস্ত বালিকার খেয়াল মনে করিয়া নববধূকে তখন একটা পৃথক মহলেই রাখা হইল, কিন্তু রাণা ক্রমেই দেখিলেন যে মীরা পৃথিবীর নহেন। সাধুসেবা ও ভজন গীতেই মীরার সমস্ত সময় কাটিত; স্বাধীন রাজপুতানায় তখন অবরোধ প্রথা ছিল না এবং ঠাকুর-বাড়ীতে হিন্দুর আজও কুত্রাপি অবরোধ প্রথার কঠোরতা নাই। চিতোরের ঠাকুর বাড়ীতে বিস্তর সাধুসমাগম হইতে লাগিল।

এই সময়ে রাণার কাণে উঠিল যে দ্বার বন্ধ করিয়া মীরা কাহার সহিত কথাবার্ত্তা কয়। একদিন খড়্গ হস্তে রাণা পত্নীর গৃহের দ্বারে আঘাত করিলে মীরা তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাণা দেখিলেন সম্মুখে পাশার ছক

এবং গিরিধারীলালজীর মূর্ত্তির হাত্রে পাশা। রাণা লজ্জিত এবং বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

ক্রমে মীরা সাধারণ রাজপথেও সাধুদিগের সহিত হরিনাম বিলাইতে লাগিলে, রাণার ভগিনী ঘোরতর আপত্তি করিলেন। মীরা লোকলজ্জার অতীত দেখিয়া এবং যুবতী পরমাসুন্দরী রাজমহিষীর সাধারণের সঙ্গে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান নিবারণের অন্য উপায় না দেখিয়া, উহাঁকে একপাত্র বিষ দেওয়া হইয়াছিল। তুলসীযুক্ত কিছুই তিনি গ্রহণে আপত্তি করিবেন না ইহা জানিয়া বিষের পাত্রে একটি তুলসীপাতাও দেওয়া হইয়াছিল! মীরা নিঃসঙ্কোচে ঐ বিষপান করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই।

এই সময়ে সাধুবেশী একজন ভণ্ড মীরার অলোকসামান্যরূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বলে যে গোপালজীর তাহার প্রতি আদেশ হইয়াছে যে মীরাকে পুরুষ সংসর্গ করাইতে হইবে। ইহা শুনিয়া মীরবাই সহজভাবেই বলেন "ভগবানের আদেশে যেন কোন দুষ্ট ব্যাপারে আমাদের লিপ্ত হইতে হইবে এভাবে আমাকে একথা গোপনে বলিতেছেন কেন? ঠাকুর বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠানে শয্যা রচনা করুন এবং আপনার প্রত্যাদেশের কথা সহস্র সহস্র সাধুভক্তকে বলিয়া তাঁহাদের সাদরে সঙ্কীর্ত্তনে আহ্বান করুন।" জীবন্মুক্তা মীরার এই সোজা কথা শুনিয়া ভণ্ডের জ্ঞান হইল যে সে "কাহাকে" কি বলিয়া ফেলিয়াছে!! ঐ কথা প্রকাশ হইলে ক্রোধান্ধ ভক্তসংঘের হস্তে তাহার হাড় যে অবিলম্বেই ধূলায় পরিণত হইবে সে তাহা বুঝিতে পারিল এবং আছাড় খাইয়া মীরার পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। মীরা তাহাকে ভক্তিমন্ত্র দান করিয়া তীর্থাটনে প্রেরণ করিলেন।

কথিত আছে মীরাকে রাণা মহলে কোন স্ত্রীলোক বলেন, "তোমার রাজবাড়ীতে এ পাগলামি ও নির্লজ্জতা না করিয়া ডুবিয়া মরাই উচিত।" সরলা মীরা তখন নদীতে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু খরস্রোতা বর্ষার

নদীতেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। স্রোতের বেগে তিনি তীরেই প্রক্ষিপ্তা হন। তখন তিনি গোপালজীর বাক্য স্পষ্ট শুনিতে পান—"মীরা! তোমার কার্য্য এখনও বাকী আছে। হরিনাম বিতরণ আরও কিছুকাল কর।" ইহার পর মীরাবাই বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত দেখা করিতে চাহিলে তিনি বলিয়া পাঠান "আমি স্ত্রীলোকের সহিত দেখা করি না।" উত্তরে মীরাবাই বলিয়া পাঠান "আমি ত ত্রিজগতে এক-মাত্র পুরুষ আছেন বলিয়া জানি এবং অন্য 'সকলকেই' স্ত্রীলোকভাবে দেখি। গোস্বামীজি কি ব্রজমণ্ডলে নিজেকে পুরুষ বলিয়া মনে করেন ?—গোপীভাব প্রাপ্ত হন নাই ?" এই কথার পর লজ্জিত গোস্বামী মীরাবাইএর সহিত আনন্দে সাক্ষাৎ করেন এবং একত্রে ভজন গাইবার সময় ভগবানের অনুপম কৃপা লাভ করেন।

মীরাবাই শেষে দ্বারকায় গিয়াছিলেন। তিনি চিতোর ত্যাগ করার পর হইতেই তথায় মুসলমানদিগের উপদ্রব ঘটিতে আরম্ভ হওয়ায়, রাণা ব্রাহ্মণ-দিগকে চিতোরের রাজলক্ষ্মীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দ্বারকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা গিয়া তথায় ধর্ণা দিলে মীরা ৺রণছোড়জীর মন্দিরে গিয়া কাতরভাবে বলেন "আমাকে কি তোমাকে ছাড়িয়া আবার সংসারে যাইতে হইবে ?" তখনই উঁহার দেহ দেবমূর্ত্তিতে বিলীন হইয়া যায়। ঠাকুরের বিগ্রহের পায়ে তাঁহার শাড়ীখানি মাত্র পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল!

মীরা বাইএর রচিত পদ সকল হিন্দুস্থানে রাম গোবিন্দ নামে বহুল প্রচলিত। একটী উদ্ধৃত করিতেছি। উহাতে মীরার নিজের জীবনের কথাও কিছু কিছু আছে:—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোই!
আই হুঁ ভক্তিজান জগত জান রোই। *
তাত মাত ভাই বন্ধু আপনা ন কোই॥

[* আ... এখানে (চিতোরে) ভক্তি জেনেই (ভক্তিকে মাত্র সম্বল করিয়াই) আসিয়াছিলাম, কিন্তু জগতের কাণ্ড দেখিয়া রোদন করিতেছি।

সাধুন্ সঙ্গ বৈঠি বৈঠি লোক-লাজ খোঈ।
অর ত্তোবাত ফৈল গই জানত সব কোই।
যাকে শির মোর মুকুট মেরো পতি সোই॥**
অশুঁন জল সিঁচি সিঁচি প্রেম বেলি বোই ‡
দাসী মীরা শরণ আই হোনি হো সো হোই॥

চিতোর গিরিদুর্গের ভিতরটা এখন কেবল ভাঙ্গা বাড়ীতে পরিপূর্ণ। বড়ই শোচনীয়—'অয়রান' অবস্থা। মহারাণা এবং সর্দ্দারেরা উদয়পুরে। অপর প্রজা দুর্গের নিম্নস্থ সমতলক্ষেত্রে নূতন সহরে। উপরে কেবল রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভ; চিতোরেশ্বরী দেবীর মন্দির; পদ্মিনী মহল এবং মীরাবাই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরটী ভাল অবস্থায় আছে। মীরা বাইএর মন্দিরে শ্রীশ্রীগিরিধারী জীউর একপার্শ্বে লক্ষ্মী এবং এক পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত মীরাবাইএর সুন্দর মূর্ত্তি আজ নিত্য পূজিত হইতেছে! রাজপুতনার স্থানে স্থানে মীরাবাইএর প্রতিষ্ঠিত ভক্তিসম্প্রদায়ের লোক এখনও আছেন।

১১৮। মুক্তি হইতে বর্জ্জন — গোঁড়ামির কথা।

একজন গোঁড়া প্রেসবিটিরীয় খৃষ্টান একদিন বলিতেছিলেন, "হিন্দু, বৌদ্ধ, পৌত্তলিক এবং শিয়া, সুন্নি, ওহাবী মুসলমান, এবং রোমান ক্যাথলিক, ইউনিটেরিয়ান, চর্চ্চ অফ ইংলণ্ড, গ্রীকচর্চ্চ, আর্ম্মিনীয়, সিরীয় প্রভৃতি দলের খৃষ্টান কাহারও মুক্তি হইবে না। কেবল প্রেসবিটিরীয় খৃষ্টানদের মধ্যে যাহারা তামাক ও মদ্য ব্যবহার করে না এবং উহাদের মধ্যে যে সকল

** যাঁহার মস্তকে ময়ূরের (পুচ্ছ শোভিত) মুকুট তিনিই আমার পতি।
‡ অশ্রুজল সিঞ্চন করিয়া প্রেমের বেলফুলগাছ পুঁতিয়াছি; দাসী মীরা (ভগবানের) শরণ লইয়াছে, এখন যাহা হইবার তাহাই হউক।

স্ত্রীলোক অলঙ্কার ধারণ করে না তাহাদেরই মুক্তি হইতে পারে।”—বিশপ টেলর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “খৃষ্ট তবে কয় জনের জন্য আসিয়াছিলেন !”

হিন্দুর ধারণা এই যে সর্ব্ব ধর্ম্মমতবাদের লোকদিগের ভিতর যাঁহারা ভাললোক তাঁহাদের সকলেরই ভক্তি এবং জ্ঞানের ‘পূর্ণতা’ প্রাপ্তিসহ মুক্তি হইবে। সাধারণ সমাজ বন্ধনের বাহিরে স্থিত সাধু ফকীর পরমহংসদিগের কি মুক্তি নাই ? ফলতঃ যিনিই ভাল ও ভগবৎপ্রেমী তিনিই ঠিক পথে আছেন।

১১৯। মৃত্যু শয্যায় স্বদেশ প্রীতি অষ্ট্রীয় আফিসর।

সাডোয়ার যুদ্ধে প্রুসীয়েরা অষ্ট্রীয় সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিল। রণক্ষেত্র বহুসহস্র হতাহত ব্যক্তির দেহে পূর্ণ। একজন অল্পবয়স্ক অষ্ট্রীয় আফিসর আহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন দেখিয়া প্রুসীয় ডাক্তার ও সৈন্যগণ উঁহাকে একটা ডুলিতে করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে চাহিলেন। অষ্ট্রীয় আফিসরটী বিশেষ কাতরতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন “আমাকে নাড়িবেন না। আমার বড়ই কষ্ট হইবে, আমাকে নির্ব্বিঘ্নে মরিতে দিন—আজ আপনাদের সাহায্যের যোগ্য প্রুসীয় এবং অষ্ট্রীয় সহস্র সহস্র এখানে পড়িয়া আছেন !” অন্য সকলকে দেখিতে ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ঐ অষ্ট্রীয় আফিসরটীর মৃত্যুর পর দেখা গেল যে তাঁহার রেজিমেণ্টের ধ্বজাটী পাছে শত্রুহস্তে অবমানিত হয় এই ভয়ে উহাকে চাপিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়াই অষ্ট্রীয় আফিসর নিজেকে নাড়িতে বা চিকিৎসিত হইতে দেন নাই। বিজয়ী প্রুসীয় বীরগণ শত্রুর এইরূপ স্বীয় জন্মভূমির ধ্বজার প্রতি ভক্তির গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। ঐ ধ্বজা প্রুসীয়-বিজয়-চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করা

হইল না। উহাতেই জড়াইয়া ঐ স্বদেশভক্ত অন্ত্রীয় যোদ্ধার দেহ সমাহিত করা হইয়াছিল।

১২০। রাজদ্রোহের আইন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা।

রাজা স্বদেশী কি বিদেশী, খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু বা বৌদ্ধ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজাদের তাহাতে বড় আসে যায় না। সরল সত্যপথে চলা এবং অবিচলিত ন্যায়বিচার দেশ, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় প্রভৃতি সকলেরই উপর। উহা যাঁহার আছে তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশীয়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুসলমান, সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিন্দু, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খৃষ্টান, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য—সে রাজা ভগবৎপ্রেরিত। রাজ্যে সযত্নে প্রজাপালন হয় কি অত্যাচার অবিচার হয়, ইহাই প্রজার পক্ষে প্রধান কথা। [ইংরাজের অধীনে কানেডীয় ফরাসি ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ার প্রজারা সর্ব্ববিষয়ে সমতুল্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়; এবং রুশীয় প্রজাদের অসঙ্গত সাইবিরীয় নির্ব্বাসন তাহাদের নিজেদের সম্রাটের অধীনেই হয় এবং হিন্দু প্রজার ধর্ম্মে আঘাত এদেশেজাত সম্রাট আরাঙ্গীবের অধীনেই হইয়াছিল!] ফলতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি হস্তক্ষেপ না হয়; প্রজার প্রতি প্রীতির সহিত যদি বিদ্যা, শিল্প, কৃষি সম্বন্ধে উৎসাহ দান থাকে; দুর্ভিক্ষে অন্নদানের ব্যবস্থা হয়; আইনের সমক্ষে যদি সকলেরই সমান অবস্থা হয়, কাহারও জন্য কোনরূপ পক্ষপাতী ব্যবস্থা না থাকে; সকলেরই যদি রাজকার্য্যে সকল বিভাগে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষ পূর্ণ অধিকার থাকে—তবে আর কি চাই? যদি এ সকলে কোন ত্রুটি থাকে তাহার জন্য রাজভক্ত ব্যক্তিগণ ধীরভাবে আন্দোলন করিতে বাধ্য; তাঁহাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রবিপ্লব নয়, ব্যবস্থার সংশোধন মাত্র। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের মোকদ্দমায় সাজা দিয়া হাইকোর্টের জজ ষ্ট্রাচি যাহা বলিয়াছিলেন কর্ম্মযোগিন্ পত্রিকার মোকদ্দমায় বিচারপতি মিঃ ফ্লেচার তাহাই বলিয়া রাজদ্রোহ আইনের ব্যাখ্যা সুবোধ্য করিয়া দিয়াছেন:—

"সাধারণ বক্তা ও লেখকগণের কি কর্ত্তব্য এবং কি অকর্ত্তব্য এই আইনে তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। লোকে গবর্ণমেণ্টের যে কোন কার্য্য ও আইন সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আপন মতামত প্রকাশ করিতে পারে। আয়কর, সংক্রামক ব্যাধিসম্পর্কিত বিধি, সামরিক ব্যয়, প্লেগ-প্রশমন, দুর্ভিক্ষ, বিচার প্রভৃতি বিষয়ের তিনি আলোচনা করিতে পারেন। এইরূপ বিশেষ বিশেষ 'বিষয়ে' তিনি তীব্র ভাষায় দোষারোপ করিতে পারেন, এমন কি তিনি অতি কঠোর ভাষায় (সিভিয়ারলি) 'অবিবেচনার সহিত ([illegible]লি)' অনেকটা সত্যের অপলাপ করিয়া (পারভার্স লি) এবং অন্যায়ভাবে (অনফেয়ারলি) মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে তিনি আইন দ্বারা রক্ষিত হইবেন। কিন্তু এই অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ দ্বারা তিনি যদি গবর্ণমেণ্টকে পাঠকের ঘৃণা ও বিদ্বেষভাজন করেন—অর্থাৎ তিনি যদি লোকের যাবতীয় দুঃখ ও দুর্দ্দশার কারণ গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে ন্যস্ত করেন, গবর্ণমেণ্টের বিদেশীয়ত্ব লইয়া আলোচনা করেন, গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণের-হানিকর দুষ্ট অভিসন্ধির আরোপ করেন বা সাধারণের মঙ্গল সাধনে স্পৃহাহীন এইরূপ কথা প্রচার করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইন অনুসারে অপরাধী হইবেন; উল্লিখিত ব্যখ্যার দোহাই দিয়া তিনি নিস্তার পাইবেন না।"

১২১। রাজার ইজ্জত — নওসেরওয়াঁ।

একদিন পারস্যরাজ নওসেরওয়াঁ (নসিরবান) মৃগয়া করিয়া বনমধ্যে মৃগয়ালব্ধ মাংস ঝলসাইয়া খাইবার সময় নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে একটু লবণ আনিতে একজন পরিচারককে পাঠান এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন "দেখ! যেন লবণের যথোচিত মূল্য দেওয়া হয়।" অনুচরবর্গ জিজ্ঞাসা করিল—"এত সামান্য বিষয় জন্য ওরূপ ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন কেন? রাজাকে একটু লবণ বিনামূল্যে দিলেই বা। রাজার একটা ইজ্জত রক্ষা

করাত চাই।" অতঃপর রাজা বলিলেন—"তিল হইতেই তাল হয়; অন্ত আমি যদি কোনও প্রজার বৃক্ষ হইতে একটী ফল লই, আমার প্রহরী ও দাসেরা সে বৃক্ষে আর ফল রাখিবে না। শেষে উহারা বৃক্ষটীও কাষ্ঠের জন্য ছেদন করিয়া লইবে! অন্যায় কার্য্যে 'ইজ্জত' থাকে না।"

১২২। রাজার উদারতা সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড।

ইংলণ্ডরাজ ও ভারত সম্রাট স্বর্গীয় সপ্তম এডোয়ার্ডের উদারতায় ইংরাজ-দিগের যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা ক্রমেই সুপরিস্ফুট। জর্ম্মণ মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ বিসমার্ক বলিয়া গিয়াছিলেন, "ইংলণ্ড তাহার কবর দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখিতে পাইবে।" (ইংল্যাণ্ড উইল ফাইণ্ড ইট্‌স্‌ গ্রেভ ইন সাউথ আফ্রিকা)। বিসমার্ক পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, বোয়ার-যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং বোয়ারকে লইয়া চিরকাল বিব্রত থাকিতে হইলে ইংলণ্ডের অপরিসীম শক্তি ক্ষয় হইবে। অসামান্য চেষ্টায় ইংরাজেরা বোয়ারকে (১৯০০) পরাজয় করিয়াছিলেন কিন্তু সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের দূরদৃষ্টি ও উদারতার গুণেই তাহাকে একেবারে মিলাইয়া লইতে পারিয়াছেন। নেটাল ঔপনিবেশিকদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ পরামর্শ মত পরাজিত বোয়ারদের নিরস্ত্র ও নির্য্যাতন করিলে বিসমার্কের কথাই সত্য হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু নির্য্যাতন করিলে যাহার অধিনায়কতায় পুনর্ব্বার ভীষণ বিদ্রোহ নিশ্চয়ই হইত সেই জেনারেল বোথাকে দূরদর্শী ও উদারহৃদয় রাজার পরামর্শে একেবারে প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া দেও-য়াতে এবং বোয়ারদের ক্ষতিপূরণ সর্ব্বপ্রকারে করিয়া দেওয়াতে ইংরাজজাতি দক্ষিণ আফরিকার বীরশ্রেষ্ঠ বোয়ারদিগকে মিত্রভাবেই পাইয়াছেন। দুই এক পুরুষেই বোয়ারে ইংরাজে মিশিয়া যাইবে। ১৯১৫র মহাযুদ্ধের সময় বোয়ার বীর ডিওয়েটের অধিনায়কতায় যে ক্ষুদ্র বোয়ার বিদ্রোহ ঘটে তাহা বোথাই দমন করিয়া দিয়াছিলেন! সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড বিখ্যাত রাজনৈতিক

বিসমার্কের কথা মিথ্যা করিয়া দিয়া গেলেন—ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়! ভারতবর্ষেও তাঁহার আমলে দেশীয়দিগের অধিকার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এদেশীয়েরা কয়েকটা বড় পদ পাইয়াছে। তিনি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে কয়েকটা সিপাহী রেজিমেণ্টে দেশীয় আফিসরদিগের সর্ব্বোচ্চ পদ পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া এদেশীয়দিগের ঐ বিষয়ে লজ্জার অপনোদন তিনিই করিতেন সন্দেহ নাই; একদিন এ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় উদার মনে কার্য্য করা অবশ্যই হইবে। সপ্তম এডোয়ার্ড তাঁহার মাতার অতুল্য সাম্রাজ্য দৃঢ়তর করিয়া এবং সন্ধিসূত্রে জাপানকে ভারতের পাহারায় বসাইয়া গিয়াছেন। বোয়ার যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের মিত্র কেহই ছিল না। তিনি ফ্রান্সকে মিলাইয়া লইয়া অষ্ট্রীয়া এবং জর্ম্মণিকেই বন্ধুহীন করিয়া ফেলেন।

১২৩। রাজার কর্ত্তব্য ফকিরের কথা।

কোন ফকির গ্রামের বাহিরে একটী কুটীরে বাস করিতেন। তাঁহার নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া একদিন এক সুলতান দলবলসহ গমন করিতেছিলেন; ফকির তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না। সুলতান ইহা লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন,—"এই ফকিরগুলা বন্যপশুর মত শিষ্টাচার-বিহীন।" ইহা শুনিয়া সুলতানের উজীর ফকিরের কাছে গিয়া বলিলেন,—"আপনার নিকট দিয়া সুলতান গমন করিলেন, অথচ আপনি তাঁহাকে কোন সম্মান প্রদর্শন করিলেন না!" ফকির উত্তর দিলেন "যে ব্যক্তি যাঁহার নিকট কিছুর প্রত্যাশা করে সে তাঁহাকেই বন্দনা করিয়া থাকে। আমি যাঁহার নিকট আমার অভিলষিত শান্তি-সন্তোষ বিষয়ে প্রত্যাশা রাখি তাঁহারই বন্দনা করি।" উজির নিরুত্তর। ফকির পুনর্ব্বার বলিলেন, "সুলতানকে বলিও যে প্রজা ভগবানের। রাজা প্রজার পালক। মেষপালক সর্ব্বপ্রযত্নে

মেষ রক্ষা করিবে ; মেষকে বেচিবার বা কাটিয়া খাইবার কোন অধিকার তাহার নাই।”

১২৪। লোকনায়কতার যোগ্যতা ইংরাজ আফিসরের।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী একদিন জেনারেল ষ্ট্রংকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “সিপাহী মিউটিনিতে তোমাদেরই দ্বারা সুশিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রে সুসজ্জিত ষষ্টি সহস্র সিপাহী, দ্বাদশ সহস্র মাত্র ইংরাজ ও শিখ সৈন্যের নিকট অত সহজে পরাজিত হইয়াছিল কেন ?” জেনারেল ষ্ট্রং উত্তর দিয়াছিলেন “সিপাহীদের মধ্যে যাহারা কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মনে ক্ষুদ্র স্বার্থ ভিন্ন দেশের সাধারণ লোক সম্বন্ধে বা কোন উচ্চ বিষয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না ; সুতরাং তাহারা পশ্চাতে থাকিয়া “মারো বাহাদুর” “লড়ো বাহাদুর” এইরূপ হুকুম দিত ; “আমার পশ্চাতে ধাওয়া করিয়া আইস”—এরূপ কথা উৎসাহের সহিত বলিয়া কেহই নিজে অগ্রসর হয় নাই। সেনানায়কের আত্মত্যাগে উৎসাহ দেখিলে তবে সর্ব্বদেশীয় সাধারণ সৈন্যের মনে জোর আইসে। শির্-ডার্ (মাথা ডালি দিতে প্রস্তুত) তবে না সর্দ্দার। যে সকল সিপাহী স্বদেশভক্ত ও আত্মগৌরবসম্পন্ন ইংরাজ আফিসরের অনুসরণ করিয়া সর্ব্বত্রই বিজয়ী হইত, তাহারাই মিউটিনিতে অন্যায্য এবং ঘৃণার্হ খুন ও লুট করিল। মিউটিনি করার পর উহারা যেমন আফিসর পাইল, তেমনি কাজও হইল ! শুধু যুদ্ধে নয় ; উদ্যমহীন ও সদুদ্দেশ্যহীন অধিনায়কের দ্বারা পরিচালিত পৃথিবীতে কোন কার্য্যই ত সম্পন্ন হইতে পারে না !”

১২৫। শক্তিমানের সংযম লাইকর্গস্।

লাইকর্গসের কঠোর ব্যবস্থায় সমাজে শক্তি সঞ্চয় হইতেছিল ; কিন্তু স্পার্টায় অনেক সম্ভ্রান্ত যুবক উহাতে প্রথমটা একান্তই বিরক্ত হইয়াছিল। একদিন তাঁহাকে পথে একা পাইয়া কতকগুলি যুবক তাঁহাকে দোষ দিতে

থাকে। ক্রমে তাহাদের মধ্যে দুই একজন গালি দিতেও আরম্ভ করে; তখন অনেক লোক জড় হয়। শেষে আলকাণ্ডার নামক একজন উহাঁর মুখে সজোরে একটা ডাণ্ডা প্রহারপূর্ব্বক রক্ত বাহির করে। এরূপে আহত হইয়াও লাইকর্গস্ উহাদের সহিত তর্ক বিতর্ক বা উহাদের প্রতি অণুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। স্বদেশী সকলের প্রতি একান্ত সমদর্শী মহামান্য পবিত্রচরিত্র রাজা এবং ব্যবস্থাপকের মুখ রক্তাক্ত দেখিয়া সাধারণ দর্শক অনেকেই ঐ যুবকদের প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং অবিলম্বেই আলকাণ্ডারকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। উহারা লাইকর্গসের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি নিজের বাড়ীতে ঢুকিলেন এবং আলকাণ্ডারকে দণ্ড দিবার জন্য নাগরিকেরা তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিয়া গেলে, তিনি উহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাঁহার নিজের কাছেই রাখিলেন। ছয় সাত দিন আলকাণ্ডার তাঁহার সহিত একত্রে রহিল। তিনি উহাকে তিরস্কার বা অনুযোগ কিছুই করিলেন না; সাক্ষাৎ কোন উপদেশও দিলেন না। মহাত্মার পারিবারিক জীবন কিরূপ পবিত্র, তাঁহার হৃদয় স্বদেশীয় সকলেরই জন্য কিরূপ প্রীতিপূর্ণ, তাঁহার নিজের সকল বিষয়েই এবং সকল সময়েই কিরূপ কঠোর সংযম এবং দূরদৃষ্টি, নিকটে থাকিয়া আলকাণ্ডার তাহা দেখিতে পাইল। পুত্র, কন্যা, দাস, দাসী, সকলের সহিতই যে সদয় ও সংযত ব্যবহার লাইকর্গসে লক্ষ্য করিল প্রথম হইতেই সেই ব্যবহার সে নিজেও পাইল। তাহার এরূপ গুরুতর অপরাধের কেহ কোন উল্লেখই করিল না! আলকাণ্ডার সংযম শিক্ষা করিয়া এবং লাইকর্গসের প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়াই এক সপ্তাহের পর তাঁহার বাটীর বাহির হইল।

১২৬। শত্রুর মৃত্যু — নওসেরওয়াঁ।

এক ব্যক্তি পারস্যরাজ নওসেরওয়াঁকে বলিয়াছিল,—"আমি শুনিয়াছি,

ভগবান কৃপা করিয়া পৃথিবী হইতে তোমার একজন শত্রুকে "অপসারিত করিয়াছেন।" নওসেরওয়াঁ কহিলেন,—"তিনি কি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়ে তোমার কোন সম্বাদ আছে? সমকক্ষ লোকের মৃত্যুতে আনন্দিত হইবার কোন কারণ নাই; আমারও জীবন ত চিরস্থায়ী নয়।"

১২৭। শান্তির উপায় নির্ভরে।

কোন ইংরাজ আফিসর এবং তাঁহার নব বিবাহিতা পত্নী জাহাজে করিয়া যাইতেছিলেন। সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠিল। অনেকেই ভয় পাইলেন এবং ব্যাকুল হইলেন। আফিসরটী অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার পত্নী ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি অমন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ কিরূপে?" আফিসরটী নিজের তলোয়ার খানা হঠাৎ খাপ হইতে খুলিয়া পত্নীর মাথার উপর ধরিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ভয় করিতেছে কি?" পত্নী উত্তর করিলেন "এ আবার কি ঢং! তোমার হাতের তলোয়ারে আমার ভয় কেন হইবে? তোমার অত ভালবাসা!" আফিসর বলিলেন "আমারও ঠিক ঐরূপ মনে হইতেছে; ভগবানের হাতের ঝড়ে আমার ভয় কিসের? তিনি তাঁহার অসীম ভালবাসায় যাহাতে আমার প্রকৃত ভাল তাহাই ত করিবেন!"

১২৮। শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর ভক্তের নির্ভর।

৺ কাশীধামে একজন যোগী ও জ্ঞানী পুরুষ আছেন (১৯১৬)। সর্ব্ব-শাস্ত্রালোচনার জন্য ঐ জ্ঞানপিপাসু সাধক যৌবনকালে একান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। অর্থ স্বাচ্ছল্য ছিল না; ভগবদ্দত্ত অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। অপরের পুস্তক অল্প সময়ের মধ্যে পাঠ করিয়া লইয়া ফেরত দিতেন। এক



শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

সময়ে পানিনির মহাভাষ্যের একান্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন। হাতে যে টাকা ছিল তাহাতে ঐ পুস্তকখানি কিনিলে, আহারাদির জন্য কোন সংস্থানই থাকে না। 'যিনি জীবন দিয়াছেন তিনিই অন্ন দিবেন,' এই বিশ্বাসে ভক্ত পুস্তকখানি খরিদ করিয়া উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন; অন্য কোন চেষ্টাই করিলেন না; সপরিবারে একটা দিন উপবাসেই কাটিয়া গেল। পরদিন রেজিষ্টারি ডাকে এক পত্র মধ্যে একখানি নোট পাইলেন। যে টাকা মহাভাষ্যে ব্যয় করিয়াছিলেন উহা তাহার প্রায় তিনগুণ। পত্র প্রেরক লিখিয়াছিলেন—"আমার ইষ্টদেব স্বপ্ন দিয়াছেন যে তাঁহার ভক্ত কষ্ট পাইতেছেন এবং স্বপ্নেই আপনার ঠিকানা বলিয়া দিয়াছেন। আপনার নামে কেহ আছেন কিনা জানি না! যদি কেহ থাকেন ও এই পত্র লয়েন তাহা হইলে সেই ধন্য পুরুষের চরণ দর্শন জন্য আমি রেজেষ্টারির রসিদ ফেরত পাইবামাত্র যাত্রা করিব।"

১২৯। শ্রীরামচন্দ্রের পরোপকার ব্রত।

একজন মহারাষ্ট্রীয় কথক রামায়ণের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র "পরোপকার ব্রতধারী"। তিনি অপরকে পূর্ব্বে না দিয়া নিজে কিছু লয়েন নাই।—(১) নির্জ্জন গুহায় অনাহারে ও কঠোর তপস্যায় কর্ষিত শরীর ও একান্ত অনুতপ্ত অহল্যাকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পতি মহর্ষি গৌতমের সহিত সম্মিলন করাইয়া তবে নিজে বিবাহ করিয়াছিলেন। (২) অপহৃত-দার সুগ্রীবকে তাহার পত্নীর উদ্ধার করিয়া দিয়া তবে সীতার উদ্ধার করিয়াছিলেন। (৩) শান্তিপ্রিয় বিভীষণের হস্তে লঙ্কারাজ্যের সুপালন ভার দিয়া তবে অযোধ্যারাজ্যের সুপালন নিজহস্তে লইয়াছিলেন।

রাজবাড়ীর আচারে প্রজার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উচ্চাদর্শের হ্রাস হইয়া ধর্ম্মনাশ হইবে, এই সুসঙ্গত আশঙ্কায় তিনি ধর্ম্মপত্নী সীতা হইতে পৃথক হইয়া

তাঁহাকে বাল্মীকির তপোবনের দ্বারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরগৃহবাসি স্ত্রীলোকেরা সকলেই সীতা নহে, সুতরাং গার্হস্থ্য-পবিত্রতা রক্ষার জন্য এরূ স্থলে ত্যাগই প্রয়োজনীয়। তাঁহার ঐ মহৎ কার্য্যের স্মৃতি, তাঁহার নিজের পত্নীর ঐহিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া প্রজাকুলের চিরদিনের উপকারের দি দৃষ্টি, আজও হিন্দুগৃহ পবিত্র রাখিতে সহায়ক।

এতদ্ভিন্ন তাড়কা, খর, দূষণ, ত্রিশিরা, বালী, রাবণ প্রভৃতি অত্যাচারী দিগকে দণ্ড দিয়া তিনি সর্ব্বত্রই নির্ব্বিরোধী ভাল লোকদিগের উপকা করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি তাঁহার আদর্শ রাজত্বের শেষে বহুলপ্র ভারতবর্ষকে নিরুপদ্রব এবং সুপালিত অবস্থাতেই রাখিয়া গিয়াছিলেন।

১৩০। সতীর আত্মমর্য্যাদা ভাইসরোর রাণী

মিবার সাম্রাজ্যে ভাইসরোর নামক ক্ষুদ্র করদ রাজ্যের সামন্ত রাজা মিবা রাধিপতির প্রিয়পাত্র ও শ্যালক ছিলেন। মিবাররাজ নিজের পরমাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

সামন্তরাজ গুণবতী সাধ্বী পত্নী পাইয়া পরমসুখে জীবন যাপন করিতে ছিলেন। একদিন কোন উৎসব উপলক্ষে সভায় নৃত্যগীত হইতেছিল; হঠা উপরের এক বাতায়ন পথে চাহিয়া রাজা দেখিলেন যে রাণী তথায় দাঁড়াইয় সভায় নৃত্যগীত দেখিতেছেন। তিনি হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া ভৃত্যকে আদে করিলেন "রাণীকে গিয়া বল যে যদি নৃত্যগীত দেখিতে এতই সাধ হইয়া থাকে ত সভায় আসিয়া বসুন।" এরূপ কথায় সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইল; ভৃত্য অধোমুখে সামন্তরাজের অনুজ্ঞা পালন করিতে গেল।

ভৃত্যমুখে রাণী এই আদেশ পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন। যখন জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে কোন দাসী ঐরূপ বাতায়ন পথে দাঁড়ানয় রাজার ভ্রম হইয়া এরূপ অপমান সূচক বাক্য সর্ব্বজন সমক্ষে সভামধ্যে উচ্চারিত হইয়াছে,

তখন মিবার রাজবংশীয়া তেজস্বিনী সতী নিরুত্তরে অন্তঃপুরের যেস্থান দুর্গ প্রাকারের সুন্নিহিত তথায় চলিয়া গেলেন। সভাভঙ্গের পর রাজা অন্তঃপুরে গিয়া অনুসন্ধানে যখন জানিলেন যে বাতায়ন পথে তিনি কোন দাসীকে দেখিয়াছিলেন—তখন পতিপ্রাণা ধর্ম্মপত্নীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক অভদ্র কঠোর বাক্য প্রয়োগ জন্য একান্ত অনুতপ্ত হইয়া যেখানে রাণী ছিলেন তথায় দৌড়িয়া গেলেন।

রাণী ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন "আপনার চরণ দর্শন না করিয়া এবং আমি যে আপনার উপর ক্রুদ্ধ হই নাই এবং আপনি যে ভুল বুঝিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিয়াছি ইহা না বলিয়া, আপনাকে সান্ত্বনা না দিয়া যাইতে পারি নাই। আমাদের এত সুখ বিধাতার সহিল না! তাঁহারই কাছে গিয়া আপনার অপেক্ষায় থাকিব। কিন্তু যে কথা, দুর্দৈব বশতঃ, প্রকাশ্য সভায় আমার সম্বন্ধে উচ্চারিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পরও আপনার বংশের বধূ এবং আমার পিতৃবংশের কন্যা জীবিত থাকিলে উত্তরকালে বংশ গুলা বড়ই হীন হইয়া যাইবে!" রাণী সুউচ্চ দুর্গ প্রাকার হইতে নদীতে ঝম্প প্রদান করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

একান্ত মর্ম্মাহত রাজাও অল্পদিনের মধ্যেই সামান্য একটা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া সাধ্বী স্ত্রীর সহিত মিলিত হন।

আত্মহত্যার অনুমোদন করা যায় না। রাণী ব্রহ্মচারিণী হইয়া দেব-সেবায় অবশিষ্ট জীবন কাটাইলে ভাল হইত। কিন্তু সাধ্বী কুলনারীর সম্পূর্ণ মর্য্যাদা না রাখিলে এবং অসতীকে ত্যাগ না করিলে যে বংশ-হীনতা প্রাপ্ত হয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

১৩১। সত্যবাদীর সম্মান জেনোক্রেটিস ও পেট্রার্ক।

গ্রীক পণ্ডিত জেনোক্রেটিসকে কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল।

তিনি বেদীর নিকট নিয়মমত হলফ করিতে গেলে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন "আপনার হলফ লওয়ার প্রয়োজন নাই। আপনার সকল কথাইত হলফের সহিত উক্ত হয়!"

ইটালীর কবি পেট্রার্ককেও বাইবেল হাতে হলফ করিতে হয় নাই। বিচারপতিরা দাঁড়াইয়া উঁহার সম্মানপূর্ব্বক বিনা হলফে তাঁহার সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন।

চরিত্রের গুণ জন্যই এতটা সম্মান উহাঁরা পাইয়াছিলেন। মোকদ্দমায় পক্ষভুক্তগণও উহাদের জন্য হলফের বা জেরার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই। আমাদের দেশে গুণের এবং চরিত্রের সম্মান লোপ পাইতেছে। এদেশী সুভদ্র উকীলেও জানিয়া বুঝিয়া সত্যবাদী সাক্ষীকে অপদস্থ করিবার প্রয়াস পাইতে লজ্জা বোধ করেন না!

১৩২। সত্য গোপনের চেষ্টা কামোয়েন্সের স্মৃতিচিহ্ন।

কবি কামোয়েন্স একান্ত দুরবস্থায় অনাথাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ কোন ব্যক্তি কিছুদিন পরে তাঁহার কবরের উপরে একখানি প্রস্তরে খোদাইয়া দিয়াছিলেন—"এইখানে লুইস ডি, কামোয়েন্স শায়িত আছেন। তিনি সমসাময়িক সকল কবির শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বড়ই দারিদ্র্যে এবং বড়ই কষ্টে দিন যাপন করিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যু ১৫৭৯।" অনেকদিনের পরে পোর্টুগীজের ঐ কবি ইয়ুরোপময় সমাদৃত হইলেন এবং দেশ বিদেশের পণ্ডিতেরা এবং ধনী পর্য্যটকগণ কামোয়েন্সের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য তাঁহার কবর দেখিতে যাইতে লাগিলেন। তখন পোর্টুগীজ কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনে লজ্জার এবং অশান্তির উদয় হইল। তাঁহারা উক্ত উৎকীর্ণ প্রস্তরখানি উঠাইয়া ফেলিয়া কবরটী সুন্দররূপে শ্বেত প্রস্তরে বাঁধাইয়া তাহার উপর কামোয়েন্সের কাব্যের গুণ

বর্ণনা খোদিত করাইয়া দিলেন—তাঁহার দুঃখ কষ্টের কোন উল্লেখই রাখিলেন না! এই দ্বিতীয় প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ কথাগুলি "অসরল"। যাঁহারা কলোয়েন্সের বই পড়েন, তাঁহারা তাঁহার জীবনের কথাও পড়িয়া লয়েন এবং এই প্রস্তরফলকের পরিবর্ত্তন সম্বাদও জানিতে পারিয়া হাসিতে থাকেন! দেশের গুণবান লোকদিগকে সম্মান ও সাহায্য করা প্রয়োজন ইহা মনে রাখা দরকার; পূর্ব্ব কালের ভুল চুক "গোপন" চেষ্টা অকিঞ্চিৎকর। ঐ কবরের পুরাতন প্রস্তরফলকের উৎকীর্ণ লিপির নিম্নে খোদিত করিয়া দেওয়া উচিত ছিল—"গুণের এতটা অনাদর বড়ই জাতীয় লজ্জার কথা। হে ভগবান! এমন যেন আমরা আর কখন না করি!"

১৩৩। সদন কসাই — প্রেমের সহিত ভজন।

সদন কসাই জাতি ব্যবসায়ে—মাংস বিক্রয়ে—জীবিকা অর্জ্জন করিত; কিন্তু সে মাংস অপর কসাইয়ের নিকট হইতে কিনিয়া আনিত, সাক্ষাৎভাবে জীব-হত্যা করিত না। সে সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্ত এবং অস্ফুট গুঞ্জনে হরিনাম গানে ব্যাপৃত থাকিত। মাংস ওজনের জন্য তাহার ছোট বড় পাথরের নুড়ির মধ্যে একটি শালগ্রাম শিলা ছিল। কোন সাধু পুরুষ পথে যাইতে যাইতে মাংস বিক্রয়ের তুলাযন্ত্রে ঐ শালগ্রাম শিলা তুলিয়া দিয়া সদনকে ওজন ঠিক করিতে দেখিয়া বলেন, "এ কি করিতেছ? শালগ্রাম শিলার এত অপমান! আমাকে দাও, আমি শোধন করিয়া লইব এবং পূজা করিব।" সদন উহা সাধুকে দিল। সাধু আশ্রমে গিয়া পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া নারায়ণের পূজা ভোগ রাগ বিধিপূর্ব্বক করিলেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে ভগবান বিষ্ণু বলিতেছেন "আমাকে সদনের নিকট হইতে কেন আনিলে? সদনের হৃদয়-ভরা ভক্তিপ্রণোদিত গুণগুণ গুঞ্জনে যে সুখ, তোমার পূজায় আমি সে সুখ পাইনা। সে তুলা যন্ত্রে যখন আমাকে চড়ায়, তখন আমার ঝুলনের সুখ

হয়। উপরে উপদে তোমার ধোয়ান পৌছানতে কি হইবে?" সাধু কুণ্ঠিত হইয়া শালগ্রামটী লইয়া গিয়া সদনকে ফেরত দিলেন এবং বলিলেন, "প্রভু তোমার প্রেমে এবং গানে মুগ্ধ এবং তোমার কাছেই থাকিতে চাহেন—তুমিই ধন্য।" সদন বলিল "প্রভুর এত কৃপা! তাহাত জানিতাম না! তবে আর গৃহে থাকিব না। ৺ জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়া জগদীশকে দর্শন করিব।" সদন শালগ্রাম গলায় বাঁধিয়া নাম গান করিতে করিতে তীর্থযাত্রা করিল।

প্রশান্তচিত্ত সদন সুপুরুষ যুবক। পথে একগ্রামে একজনের বাড়ীতে রাত্রে আশ্রয় লইলে ঐ গৃহস্থের যুবতী পত্নী সদনের প্রতি আসক্তা হইয়া বলিল, "আমাকে লইয়া চল।" সদন বলিল, "গলা কাটিয়া ফেলিলেও নয়।" কুলটা ঐ কথার উল্টা অর্থ বুঝিল এবং নিদ্রিত পতির গলা কাটিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "উহার গলা কাটিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।" সদন ঘৃণার সহিত উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে কুলটা চীৎকার করিয়া লোক জড় করিল এবং বলিল, "এই বিদেশী আমার পতিকে হত্যা করিয়াছে এবং আমাকে উহার সঙ্গে পলাইয়া যাইতে বলিতেছে।" গ্রামের লোকে সদনকে বাঁধিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। সদন ভাবিলেন যে তিনি সেখানে আসাতে এবং "গলাকাটা" শব্দটা ব্যবহার করাতে এই দুর্ঘটনা হইল এবং সেই জন্য স্বীকার করিলেন যে, তিনিই ঐ গলাকাটার জন্য দায়ী। রাজা সদনের দুই হাত কাটাইয়া দিলেন।

৺ জগন্নাথদেবের পাণ্ডাদের উপর প্রত্যাদেশ হইল "পালকী লইয়া অগ্রসর হইয়া যাও এবং পরমভক্ত সদনকে আনয়ন কর।" সদন পালকী চড়িতে অস্বীকার করিলে পাণ্ডারা জোর করিয়া উহাকে পালকীতে তুলিয়া দিল এবং বলিল, "প্রভুর প্রত্যাদেশ।" শ্রীমন্দিরে গিয়া সদন যেই দারুব্রহ্মের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল অমনি তাহার দুই হাত গজাইয়া উঠিল। শ্রীভগবান বলিলেন, "সদন! তুমি কষ্টি পাথরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ;

দুঃখে তোমার মন মলিন হয় নাই; এখন আনন্দে ভক্তি বিতরণ করিতে থাক।"

১৩৪। সবিবেচনা বাক্যবাগীশকে কাজ দেওয়া।

একদা সমুদ্র মধ্যে ঝড় উঠিলে একখানি যাত্রী জাহাজের তলা অল্প ফাটিয়া জল উঠিতে থাকে। তখন একজন যাত্রী বলিতেআরম্ভ করিলেন "কি ভয়ানক ঝড়; জল উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে; আধঘণ্টা মধ্যেই সকলকে জলমগ্ন হইতে হইবে; হায় হায়! একি হইল!" কাপ্তেন তৎক্ষণাৎ তাহার কানে কানে বলিলেন "আপনি একটু চেষ্টা করিলেই উপায় হয়—আপনিই তাহা পারিবেন, অন্যের উপর নির্ভর করা যায় না।" তাহার পর কাপ্তেন লোকটীকে জাহাজের এক প্রান্তে লইয়া গিয়া একটা কাছি ধরিয়া একাকী দাঁড়াইয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন "এই দড়ি যেন কোনমতে ছাড়িবেন না, অন্য লোকে অন্যমনস্ক হইতে পারে; আপনার ন্যায় এইরূপে সকলেই আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলে বিপদ কাটিয়া যাইবে।" তাহার পর ঐ উদ্যমশীল ও স্থিরবুদ্ধি কাপ্তেনের ব্যবস্থা-মত জল ছেঁচা, ফুটো বন্ধ চেষ্টা এবং মাস্তুল কাটিয়া ফেলিয়া জাহাজের উপর ঝড়ের চাপ কমান ইত্যাদির ব্যবস্থা হইলে এবং ঝড়ও কমিয়া আসিলে জাহাজটা রক্ষা পাইল। তখন কাপ্তেন নাবিক ও যাত্রী সকলকেই একে একে তাঁহাদের কার্য্যের জন্য বিশেষ প্রশংসা করিলেন। সেই কাছি-ধরা যাত্রীটী তাঁহার দাঁতে দাঁত দিয়া প্রাণপণে কয়েক ঘণ্টা কাছি টানিয়া দাঁড়াইয়া থাকার জন্য কোন প্রশংসা না পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কাপ্তেন বলিলেন "মহাশয়! সে কাছি বেশ বাঁধা ছিল; তাহা ধরিয়া থাকার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আপনি বিপদের সময়ে লোকজনকে ভয় দেখাইয়া হাত পা হারা করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন দেখিয়া আপ-

নাকে সকলের নিকট হইতে সরাইয়া স্বতন্ত্র স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখার জন্যই ঐ দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলাম !"

১৩৫। সন্তোষ চাওয়া এবং পাওয়া।

মেনিডিমস্‌কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমরা যখন যাহা চাই, তখনই তাহা যদি পাই, তাহা হইলে কি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ হয় না ?" মেনিডিমস্‌ উত্তরে বলেন "আমাদের যখন যাহা থাকে তখন তাহা ছাড়া যদি আর কিছুই না চাই, তাহা হইলে আরও ভাল হয়না কি ?"

প্রশ্নকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান হইলেও কামনার দাস থাকিতে চাহেন। উত্তর-দাতা দেখাইলেন যে আমরা যে কীটাণুকীট আছি তাহা থাকিয়াই সন্তোষে পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারি।

১৩৬। সন্ন্যাসীর শীতবস্ত্র বালানন্দ স্বামী।

ডেপুটী কালেক্টর ৺ রামচরণ বসু বৈদ্যনাথে স্বীয় গুরু বালানন্দ স্বামীকে এক সময়ে এক জোড়া শাল দিয়াছিলেন। স্বামিজী শাল গায়ে দিয়া সেই দিন বেড়াইতে গেলেন এবং পথে একজন শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া শাল জোড়াটী তাহাকে দিলেন। বেড়াইয়া ফিরিলে শিষ্য যখন দেখিলেন যে গুরুর গায়ে শাল নাই, তখন গুরুকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ ! শালটা কি হইল ?" গুরু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "রামচরণ ! সেটা আমাকে একেবারে দিয়াছিলে, না, মুটের মত কেবল বহিতে দিয়াছিলে ?" শিষ্য বলিলেন "একেবারেই দিয়াছিলাম বৈ কি।" গুরু বলিলেন, "তাহা হইলে তাহার খোঁজ করিতেছ কেন ?

১৩৭। সন্ন্যাসে জাতিবিচার নাই বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "একদিন আমি আগ্রা থেকে বৃন্দাবন

হেঁটে যাচ্ছি। রাস্তার ধারে একজন লোক বসে তামাক খাচ্ছে দেখে লোক-টাকে বল্লুম, 'ওরে ছিলিমটে দিবি?' সে জড় সড়ঃহয়ে বল্লে 'মহারাজ, হাম মেথর হ্যায়।' আমিও শুনে হটে পড়লুম। চিরকালের সংস্কার কিনা? খানিকটা গিয়েছি তারপর মনে বিচার এলো, 'তাহতো সন্ন্যাস নিয়েছি; জাত কুল মান সব ছেড়েছি, তবুও লোকটা মেথর বলাতেই পেছিয়ে এলুম?' এইটে ভেবে ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠলো। তখন প্রায় একপো পথ এসেছি। আবার ফিরে সেই মেথরের কাছে এলুম। গিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম 'বাবা! এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে এস!' তার আপত্তি গ্রাহ্য করলুম না। অবশেষে সে তামাক সেজে দিলে, আনন্দে ধূমপান করে তবে বৃন্দাবনে এলুম। সন্ন্যাস নিলে জাতি বর্ণের পারে চলে গেছি কিনা, পরীক্ষা করে আপনাকে দেখতে হয়।"

১৩৮। সবল ও দুর্ব্বল লর্ড মিণ্টোর উক্তি।

অদূরদর্শী দুর্ব্বল প্রকৃতিক লোকে মনে করে যে কঠোরতায় শক্তির পরি-চয় দেওয়া হয়। কিন্তু উহা আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতারই লক্ষণ। বলবান ব্যক্তি যে স্থলে ধৃষ্টতায় উপেক্ষা করেন, দুর্ব্বলে মানরক্ষা জন্য ব্যাকুল হইয়া সেস্থলে একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া ফেলে। লর্ড মিণ্টো তাঁহার কার্য্যশেষে সিমলায় ভোজসভায় বলিয়াছিলেন (১৯১০) "ভদ্র মহোদয়গণ! আমার জীবনে আমি অনেক সবল লোকের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু ভারতে আমার বহুদর্শিতার ফলে এই মাত্র বলিতে পারি যে, দুর্ব্বলতার আরোপে যিনি ভীত নহেন, তিনিই বাস্তবিক বলবান।—"দি ষ্ট্রঙ্গেষ্ট ম্যান ইজ হি হু ইজ নট অ্যাফ্রেড অফ বিং কল্ড উইক।"

১৩৯। সমাজে শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা লাইকর্গস।

প্রাচীন গ্রীসে স্পার্টার প্রাবল্যের মূল কারণ মহাত্মা লাইকর্গস। রাজা

লাইকর্গস নানাদেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই সকল দোষের আকর এবং যদি কোন জাতি ইন্দ্রিয়পরায়ণ না হয়, তাহা হইলে তাহার গৌরবের কদাপি হানি হইতে পারে না। তিনি স্পার্টার জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন।—

(১) সমাজে সকলেরই আত্মগৌরব রক্ষা জন্য ব্যবস্থা করিলেন যে স্পাটার নাগরিক সকলেই সমপরিমাণ ভূমি ও সম্পত্তি পাইবে, কেহ সম্পন্ন কেহ বিপন্ন থাকিবে না।

(২) স্বর্ণ রৌপ্যের গৌরব হ্রাস এবং লৌহের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তিনি অপর সর্ব্বপ্রকার ধাতুর মুদ্রা অপ্রচলিত করিয়া দীর্ঘাকার লৌহ খণ্ডকেই মুদ্রারূপে প্রচলিত করিলেন। ইহাতে ধন সঞ্চয় ইচ্ছা খর্ব্ব হইল। [সামরিক শিখদিগের মধ্যেও লৌহই একমাত্র শুদ্ধ ধাতু]।

(৩) ভোজন বিলাস বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করিলেন যে, সকলকেই সাধারণ ভোজনাগারে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া আসিতে হইবে। নিজের রসনা পরিতৃপ্তি জন্য পৃথক্‌ভাবে মুখরোচক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া কেহ খাইতে পাইবে না।

(৪) অদূরদর্শী কোন পিতামাতা আদর দিয়া ছেলে খারাপ করিতে না পারেন, এজন্য কৌমারাবধি শিশুগণ সাধারণ শিক্ষালয়ে সাধারণ ধাত্রীদিগের হস্তে প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত হইবার ব্যবস্থা থাকিবে; শরীর ও মন যাহাতে দৃঢ় হয়, সমাজের সকলেই যাহাতে সত্যপূত হয়, এইরূপ শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা দেওয়া হইবে।

(৫) হীনাঙ্গ, বিকলাঙ্গ বা একান্ত দুর্ব্বল শিশুদিগকে বিশেষ যত্নে রক্ষা করিলে এবং তাহাদিগকে বয়োবৃদ্ধির পর বিবাহ করিতে দিলে, সমাজ মধ্যে দুর্ব্বল ও স্বল্পজীবী লোকের বৃদ্ধি পাইয়া উহা শক্তিহীন হইয়া পড়ে; এজন্য ব্যবস্থা হয় যে, ঐরূপ বালকবালিকাদিগকে পর্ব্বত গুহায় ফেলিয়া

দিতে হইবে। সমাজতত্ত্ববিৎ অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরও এইরূপ বাছানি হওয়ায় মত আছে। তবে উহাঁরা বলেন ওরূপ স্ত্রীপুরুষদিগের সন্তান জনন-শক্তি ডাক্তারের অস্ত্রচালনা দ্বারা নষ্ট করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আইন দ্বারা হওয়া উচিত।

লাইকর্গসের মতে সমাজই সর্ব্বেসর্ব্বা। দেশের উপকার জন্যই জীবন ধারণ; নিজের সুখের জন্য নয়। সুখের দিকে অধিক দৃষ্টিতে সমাজের সমূলে বিনাশ হয়। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন সমাজ হিতৈষী একাগ্র লোক যে সমাজে যত অধিক, সেই সমাজ ততই অধিক জীবনীশক্তি সম্পন্ন। অপরাপর গ্রীক নগরের ন্যায় স্পার্টাকেও গড়-বন্দী করার প্রস্তাব উঠিলে লাইকার্গস্ বলেন—"স্পার্টার বীরপুত্রেরাই উহার কেল্লা"! বস্তুতঃই তাঁহার দ্বারা গঠিত-চরিত্র থারমাপিলি প্রভৃতি যুদ্ধের স্পার্টীয় দিগের যেন প্রতি লোমকূপ দিয়া তেজ বাহির হইত! প্রতি জনের প্রতি বক্ষে, কোটি কোটি লক্ষে লক্ষে, ছিল তাদের দেশভক্তির 'দুর্গ' সমুদয়।

১৪০। সর্ব্বঘটে নারায়ণ পরমহংসদেবের কথা।

—এক সময়ে পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ কোন সাধুর পা এক দুষ্ট লোকের গায়ে লাগিয়া ছিল। সে লোকটা ক্রোধান্ধ হইয়া সাধুকে ভয়ানক প্রহার করিলে সাধু অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এক শিষ্য নানা মতে তাঁহার সেবা করিতে করিতে কিছু চৈতন্য হইলে গুরুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে কিনা বুঝিবার জন্য—তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন কিনা দেখিবার জন্য—শিষ্য জিজ্ঞাসা ক'রলেন "বলুন দেখি মহাশয়! আপনার সেবা কে করিতেছে?" সাধু বলিলেন "যে আমায় মেরেছিল।" [সাধুর সারজ্ঞান তখনও ঠিক!]

মানুষ যে বালিশের খোল! যেমন বালিশের খোলের উপরে দেখিতে কোনটা লাল, কোনটা নীল, কিন্তু সকলকার ভিতরে সেই একই তুলা।

মানুষ দেখতে কেহ সুন্দর, কেউ কাল, কেহ সাধু, কেহ অসাধু, কিন্তু সকলের মধ্যে সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করিতেছেন।

তবে বাঘের ভিতর ঈশ্বর থাকিলেও যেমন সকলের বাঘের সুমুখে যাওয়া উচিত নয়, সেইরূপ কুলোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কুলোকের সঙ্গী হওয়া উচিত নয়।

১৪১। সম্পূর্ণ নির্ভর শাহ সুজার কন্যা।

শাহসুজা তাঁহার পরমা রূপবতী ও গুণবতী কন্যার বিবাহ জন্য ভাল পাত্র খুঁজিতেছিলেন। একদিন দেখিলেন এক যুবক ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে। সুপুরুষ ফকির বেশধারী যুবকের সহিত কথোপকথনে উহাকে সংস্বভাবযুক্ত ও কৃতবিদ্য বলিয়া বোধ হওয়ায় শাহসুজা উহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বিবাহ করিয়াছেন?" যুবক উত্তর দিলেন "আমি একান্ত দরিদ্র আমাকে কেই বা কন্যা দিবে এবং কোন কন্যাই বা আমাকে শ্রদ্ধা করিয়া আমার সহিত ভক্তিভাবে ভগবদুপাসনায় সর্ব্বক্ষণ লিপ্ত থাকিতে চাহিবে! সুতরাং বিবাহ হয় নাই। আজ আমার দুইটি মাত্র পয়সা সম্বল।" সাহ সুজা বলিলেন, "উহাতেই বিবাহ হইবে; আমার একটী কন্যার ধনাসক্তি নাই, সেই কন্যাই তোমাকে দান করিব। "ফকির দুই পয়সায় দুই খানি রুটী খরিদ করিলেন। রাজকন্যা স্বামীর কুটীরে আসিলে দুই জনে খাইবার জন্য ফকির একখানি রুটী লইলেন এবং বলিলেন, অপর খানিতে পরদিন চলিবে। কন্যা কিছুই খাইলেন না এবং পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। ফকির বলিলেন "আমিত বলিয়াছিলাম যে, দরিদ্রের গৃহিণী হইতে কেহই রাজী হইতে পারে না!" কন্যা বলিলেন, "পিতা বলিয়াছিলেন যে পবিত্রমনা ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিতেছেন। কিন্তু দেখিতেছি যে তিনি সঞ্চয়ী বিষয়ী ব্যক্তির গৃহেই দিয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে

এই যে, সঞ্চয়ের দ্রব্যজাত কম!" ফকির তখন পত্নীর নির্ভরের মহাত্ম্যে পরম পুলকিত হইয়া দ্বিতীয় রুটীখানি কাহাকেও দান করিয়া আসিলেন এবং উভয়ে ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া একত্রে ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক অযাচিত অন্নে পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

১৪২। সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ — রেভারেণ্ড পেসন।

হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" পত্নীর একটী নামই সহধর্ম্মিণী।

"একে উসুখুসু দুইয়ে পাঠ
তিনে গণ্ডগোল, চারে হাট।"

ইহা পাঠাবস্থারও কথা; ধর্ম্মাচরণের এবং সাধন সোপানেরও কথা তবে পাঠে খুব অগ্রসর হইলে একাই পাঠ চলে। ধর্ম্মসাধনায়ও খুবই অধিক অগ্রসর হইলে পৃথক সমাধি হয়। কিন্তু সাধারণ লোকদিগের সমাধির অবস্থা নয়; সুতরাং সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণের কথাটা ঠিক বলিয়াই ধরা যায়। রেভারেণ্ড ডাক্তার পেসন এই ভাবের কথা একসময়ে বোষ্টন সহরে পতির ধর্ম্ম জীবনের সহায় কোন মহিলাকে বলিয়াছিলেন;—"যখন আমি পতি বা পত্নীকে সাধনমার্গে একাকী চেষ্টা করিতে দেখি, তখন আমার মনে হয় যেন একটী ডানা লইয়াই একটা পায়রা উড়িবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; চেষ্টা যথেষ্ট, ফল অল্প। যখন দেখি পতি পত্নী দুজনেই একমনে চেষ্টা করিতেছেন, তখন মনে হয় দুই ডানার ভরে পায়রা সত্বরেই উচ্চাকাশে মেঘের উপরে পৌছিল আর কি!"

১৪৩। সহায় নির্ব্বাচনে ভুল — অশ্বচিকিৎসা।

এক জনের চক্ষুরোগ হওয়াতে সে অশ্বচিকিৎসকের কাছে গিয়া ঔষধ

চাহিল। ঐ চিকিৎসক অশ্বাদির চক্ষুরোগে যে ঔষধ সর্ব্বদা প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইত, তাঁহাই তাহাকে দিল। কিন্তু সেই ঔষধ ব্যবহারে সে ব্যক্তির চক্ষু অন্ধ হইল। সে চিকিৎসকের নামে কাজীর নিকট অভিযোগ করিলে তিনি বলিলেন, "ইহার আর কি প্রতিকার করিব? গর্দ্দভ, না হইলে গর্দ্দভ-চিকিৎসকের কাছে কেন গিয়াছিলে? যে চট সেলাই করে তাহাকে কেহ সূক্ষ্ম রেশমের কার্য্যে নিযুক্ত করে না।"

১৪৪। সংযম অর্জ্জুন।

মনে বাক্যে ও ব্যবহারে যে ব্যক্তি কাম ক্রোধাদি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া সত্যপূত থাকিতে পারে, তাহাকেই সংযত পুরুষ বলা যায়। ব্রহ্ম-চর্য্যের অভ্যাসেই ঐ শক্তির উদ্ভব এবং পোষণ হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মাচরণের জন্য আগ্রহ এবং তৎপালনে শক্তি, এ সমস্তই ব্রহ্মচর্য্যপ্রসূত।

অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া পরমা সুন্দরী দ্রৌপদীকে পাইলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এবং ভীমের তথনও বিবাহ হয় নাই। 'মোহ'শূন্য অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতিতেও নিজে দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন না; উচিত অনুচিত সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রম হইত না। [বিধির নির্ব্বন্ধে পঞ্চ ভ্রাতার সহিতই দ্রৌপদীর বিবাহ হইল এবং নারদের পরামর্শে নিয়ম হইল যে তাঁহাদের পাঁচজনের একজন যখন দ্রৌপদীর নিকট থাকিবেন তখন অপর ভ্রাতা সেখানে গেলে দ্বাদশবর্ষ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইবে।]

জ্যেষ্ঠের দ্যূত ক্রীড়ার ফলে দ্রৌপদীর কুরু সভায় নিগ্রহ হইতেছে; ভীম দুই একটী এমন বাক্য বলিতেছেন যাহাতে ক্ষুব্ধ জ্যেষ্ঠের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। 'ক্রোধ'জয়ী অর্জ্জুন ভীমকে নিরস্ত করিলেন। তিনি তখনি বল প্রয়োগ দ্বারা কৌরবদিগকে নির্জ্জিত করিয়া দ্রৌপদীর অপমানের শেষ করিয়া দিতে পারি-

তেন, কিন্তু তিনি নিজেকে জ্যেষ্ঠের অধীনে ঠিক পথেই রাখিলেন—অসংযত হইলেন না। কাহার কখন অসংযত হওয়া উচিত নয়—কিন্তু মহাবলীর সংযমেই ধর্ম্মবলের প্রকৃত বিকাশ।

নিবাত কবচ দানবদিগের পরাজয়ের পর ইন্দ্র, অর্জ্জুনকে পরম সুখে স্বর্গে রাখিতে চাহিলেন ; তদুত্তরে তিনি বনমধ্যে ভ্রাতাদের কাছে ফিরিয়া যাওয়ার অভিলাষ মাত্র প্রকাশ করিলেন। অর্জ্জুন 'লোভে' বিচলিত হইতেন না।

স্বর্গের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী অপ্সরা উর্ব্বশী তাঁহার নিকট রাত্রিকালে প্রেরিত হইলে 'কাম'জয়ী অর্জ্জুন তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিলেন। ফলে যে নপুংসক হওয়ার শাপ পাইলেন তাহা অজ্ঞাতবাস কালে বরস্বরূপ হইল। একটা রাজার অন্তঃপুর ভিন্ন তেজঃপুঞ্জ অর্জ্জুনকে অন্যত্র কোথাও লুকাইয়া রাখা সম্ভব হইত না।

কতকগুলি চোর কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ রাজ বাড়ীতে আসিয়া "দোহাই" দিল। যুধিষ্ঠির তখন দ্রৌপদীর সহিত অস্ত্রাগারে বসিয়াছিলেন ; ব্রাহ্মণের ডাক শুনিতে পাইলেন না। অর্জ্জুন শুনিলেন। অনুসরণে বিলম্ব হইলে চোরেরা গোরুগুলি ভাগ করিয়া লইয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের খোঁজ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ক্ষতি এবং রাজধর্ম্মে কলঙ্ক হইবে, এই বিবেচনায় অর্জ্জুন অবিলম্বে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন এবং অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট চোরদিগের সব কথা জানিয়া লইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিকে দ্রুত অনুসরণ করায় চোরেরা সেই দিনেই ধরা পড়িল এবং গোধন উদ্ধার হইল। ইহার পর অর্জ্জুন নিয়মভঙ্গের নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য দ্বাদশ বৎসর বনে গেলেন। ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরও যখন ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ হইয়া ঐ সঙ্কল্প হইতে উহাঁকে নিবারণ করিতে লাগিলেন—সপত্নীক বড়ভাইয়ের গৃহে যাওয়ায়

দোষ হয় নাই—ব্রাহ্মণের কাজের জন্য যাওয়ায় দোষ হয় নাই—ইত্যাদি বলিলেন তখন, 'সত্য'ব্রত অর্জ্জুন শুধু এইমাত্র উত্তর দিলেন, "আপনিই বলিয়াছেন ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না ; কূট যুক্তির সাহায্যে বৈধ-দণ্ড হইতে অব্যাহতির চেষ্টা ছলনা মাত্র।"

পাণ্ডবপক্ষে অর্জ্জুন ভিন্ন দ্রোণের সমকক্ষ কেহ ছিল না ; আবার গুরু দ্রোণের বিনাশ অর্জ্জুনের হস্তে ঘটিতেই পারে না। অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুর হত্যাকারী দ্রোণকেও অর্জ্জুন গুরু ভিন্ন আততায়ী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। যিনি গুরু তিনি যাহাই করুন তিনি চিরদিনই গুরুই থাকিবেন। সুসংযত অর্জ্জুনের 'ধর্ম্ম'বুদ্ধি কোনরূপে বিচলিত হইবার নহে। এদিকে পুত্রশোক ব্যতীত দ্রোণের মৃত্যু নাই। ভীম অশ্বত্থামা নামক হস্তীকে বধ করিলেন ; "ভীমের হস্তে অশ্বত্থামা মরিয়াছে" এই রোল যুদ্ধক্ষেত্রে তুলিয়া দেওয়া হইল ! দ্রোণের ঐ জনরবে বিশ্বাস হইল না। অর্জ্জুন বলিলে তাঁহার বিশ্বাস হইবে জানিয়া অর্জ্জুনকে ঐ কথা বলার জন্য সকলের অনুরোধ পড়িল। অর্জ্জুন কিছুতেই মিথ্যা বলিলেন না। শেষে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরই বলিয়া ফেলিলেন "অশ্বত্থামা হত"—ইতি গজ !

কর্ণের আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন শরীর যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কটূক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি গাণ্ডীব ত্যাগ কর, অন্য কাহাকেও উহা দাও।" অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিবে তাহার শিরশ্ছেদ করিবেন। তিনি অসিতে হস্ত দিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিন 'অর্জ্জুন ! তুমি পাগল হইয়াছ ; এখানে কি কোন শত্রু উপস্থিত আছে যে অসিতে হস্ত দিলে।" লজ্জিত অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়া বলিলেন "ধর্ম্ম বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা পালনীয় নহে। প্রতিজ্ঞাপালন বা সত্যরক্ষা যখন ধর্ম্মেরই জন্য তখন একান্ত অধর্ম্ম্য কার্য্যে প্রতিজ্ঞা কখনই পালনীয় হইতে পারে না।" "গর্ব্ব"শূন্য অর্জ্জুন নিজের দোষ

স্বীকার করিলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা জন্য পাপের নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। [হঠাৎ অধর্ম্ম্য প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া ভারতীয় কোন যুবক যেন কোন অধর্ম্ম্য কার্য্য করিতে না যান। অধর্ম্ম্য প্রতিজ্ঞা প্রকৃতই পালনীয় নহে।]

১৪৫। সাধনায় ব্যাঘাত ভাল কাপড়ে।

মথুর বাবু একবার শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে একখানা ভাল গরদের কাপড় আনিয়া দেন। পরমহংসদেব সেই কাপড়খানি পরিয়া ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন। ধ্যান সমাপনান্তে তিনি আপন ইষ্টদেবকে প্রণাম করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে প্রণাম করিতে কাপড় খানিতে ধূলা লাগিবে! অমনি তিনি কাপড়খানি খুলিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার পর আপন ইষ্টদেবকে প্রণাম করিলেন।

১৪৬। সাধুর আশীর্ব্বাদ গোস্বামী তুলসী দাস।

কোন ক্ষত্রিয় যুবকের উৎকট ব্যাধিতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা কম এরূপ বোধ হইলে তাঁহার শ্বশুড়বাড়ী হইতে তাঁহার পত্নীকে আনিতে পাঠান হয়। প্রতিপ্রাণা সতী একান্ত কাতর হৃদয়ে শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময়ে পথিমধ্যে গোস্বামী তুলসীদাসকে দেখিতে পাইলে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিয়াছিলেন "বাবা! আমার উপর কৃপা কর।" সধবা স্ত্রীলোককে যেমন আশীর্ব্বাদ করার প্রথা সেইরূপ ভাবেই "সতী সাবিত্রী সমানা" হওয়ার এবং 'এয়োস্ত্রী' থাকার আশীর্ব্বাদ গোস্বামীজী করিলেন, অন্য কিছুই বলিলেন না। শ্বশুরালয়ে গিয়া সতী শুনিলেন যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া দাহ করিবার জন্য শব ৺ গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তথায় জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

সতী সময় মিলাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ যে সময়ে তিনি পাইয়াছিলেন, সেই ক্ষণেই মৃত্যুর কবল হইতে তাঁহার পতির উদ্ধার হইয়া জীবন সঞ্চারের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল।

১৪৭। সামাজিক উন্নতি   হেয়ার সাহেবের উক্তি।

পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেবের মতে নমঃশূদ্রের সামাজিক উন্নতি জন্য আহূত সভা সরকারী হুকুমে বন্ধ করার (১৯১০) প্রয়োজন ছিল। তিনি অনুমান করেন যে, "যদি নমঃশূদ্রগণ স্বদেশীব্রতের প্রতিজ্ঞা করেন তাহা হইলেই উহাঁদিগকে জল আচরণীয় করা হইবে"—ঐ সভায় এরূপ প্রস্তাব হওয়ার সম্ভাবনা বুঝিতে পারা গিয়াছিল; উহাঁর অনুমান ভূল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তথাপি সভা বন্ধ না করিলেই যেন সুবুদ্ধির কার্য্য হইত; সমগ্র নমঃশূদ্র সমাজ ভাবিয়াছিল যে হেয়ার সাহেব অনর্থক উহাঁদের সামাজিক উন্নতি চেষ্টায় প্রতিবন্ধক হইলেন।

আমরা জানি যাঁহারা স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ করেন তাঁহাদের কেহ কেহ এতদূর একমনা যে বিলাতীবস্ত্র পরিহিত ব্রাহ্মণেরও জল গ্রহণ করেন না। "পানি পাঁড়েকে" ডাকিয়া তাঁহাকে বিলাতীবস্ত্র পরিহিত দেখিলে ট্রেণে থাকিয়া দারুণ পিপাসার সময়ও উহাঁদের জল গ্রহণ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। স্বদেশী শিল্পের প্রতি সহানুভূতিহীন ব্যক্তিদিগকে মলিনচিত্ত স্থির করিয়া তাহাদের প্রতি এরূপ তীব্র সামাজিক ঘৃণা এবং তাহারই বিপরীতমুখে দেশীয় বস্ত্র পরিহিত নমঃশূদ্রের প্রতি সামাজিক প্রীতি উৎপন্ন হইয়া তাঁহার জলগ্রহণ ইচ্ছা, এরূপ স্থলে স্বাভাবিক।

এদেশে বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণে—কণ্ঠিধারণে—সকলেই জল আচরণীয় হইতেন। তখন "ধর্ম্মের" জন্য আবেগ হইয়াছিল। এখন ইংরাজ সংসর্গে "দেশের" জন্যও আবেগ হইয়াছে—সুতরাং এখন শুনা যাইতেছে "চণ্ডালোঽপি দ্বিজ-

শ্রেষ্ঠঃ দেশ-ভক্তি পরায়ণঃ।" জননী, জন্মভূমি ও জগজ্জননীকে এখন অনেকে অভেদ ভাবিতে শিখিতেছেন। সুতরাং উচ্চ রাজনৈতিকের এ বিষয়ে সচকিত দৃষ্টি মাত্র রাখিয়া শ্রীভগবানের প্রবর্ত্তিত এই স্রোতের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট হাত না দেওয়াই ভাল। ইহা ধ্রুব সত্য যে, যতই এ সকল বিষয়ে বিতণ্ডা কম হইবে ততই সমাজ স্বাভাবিক পথে ধীরে ধীরে ভালর দিকেই চলিতে পারিবে; কোনরূপ বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইবে না।

১৪৮। সূচীর ছিদ্রে হাতী পার প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ও তাঁহার অসীম শক্তির প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ, সূচের ছিদ্রে হাতী বা উষ্ট্র পারের উপাখ্যানে হইয়া থাকে। ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ হইতেই অনুমানের উদ্ভব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সামান্য উদাহরণগুলি দেওয়া হয়।

(১) জরায়ুজ প্রাণীর মাতৃগর্ভ হইতে প্রসব হওয়া।

(২) বালুকা কণার মত ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের সত্তা বদ্ধ থাকা।

(৩) চক্ষুর ক্ষুদ্র তারার ভিতর দিয়া সমস্ত আকাশের ছবি পার হইয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ।

(৪) ক্ষুদ্র মনুষ্য মনের মধ্যে অনন্ত বিস্তারের বা বিরাটের উপলব্ধি।

১৪৯। দৌভাত্র কাপাডোসিয়ার রাজকুমার।

রোমীয় সম্রাট অগষ্টস কাপাডোসিয়া দেশ জয় করিয়া তথাকার রাজা এবং দুই রাজপুত্রকে ধরিয়া রোমে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় রাজার ও জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের বধের হুকুম হয়। ঘাতক দুই রাজ পুত্রের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলে দুজনেই বলিলেন, "আমি জ্যেষ্ঠ"। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে

নিবৃত্ত হইতে পুনঃ পুনঃ বলিলে, কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠকে নিবৃত্ত হইতে বলিতে লাগিলেন। শেষে ঘাতক আন্দাজী একটা ঠিক করিয়া কনিষ্ঠ রাজকুমারকেই হত্যা করে!

১৫০। জাতির উন্নতি গ্যারিবল্ডী।

গ্যারিবল্ডী স্ত্রীজাতি হিতকরী সভায় একবার লিখিয়াছিলেন "সম্ভ্রান্ত মহিলাদের শারীরিক অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ তাঁহাদিগের উপযুক্ত কার্য্যের অভাব। কিন্তু যদি তাঁহারা পরহিতব্রতে রত হইয়া দীন দুঃখীর অভাব মোচন এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা বিধানের জন্য সচেষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকিতে পারে। হৃদয়ের সহিত সৎকর্ম্মে শ্রমশীল হওয়া আর ঈশ্বরের বিধির নিকট মস্তক অবনত করা, একই বস্তু। যাহারা সেই মহাবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া আপাত তৃপ্তি-প্রদ বিলাসিতার অনুসরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের নিয়মভঙ্গ জনিত মহাপাপে লিপ্ত হয় এবং মানসিক সুখ ও শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়েই বঞ্চিত হয়!

১৫১। স্বচেষ্টার সমাদর অক্ষমে দয়া।

স্বামী বিবেকানন্দ একদা ইংলণ্ডে কোন এক প্রসিদ্ধ ধনী লোকের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন প্রাতে দুইটী যুবক ঐ বড় লোকের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। ইহাঁদের পিতা ধনী ছিলেন; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্ব দেউলিয়া হইয়া যান। যুবকদ্বয় তাঁহাদের পিতৃবন্ধুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। বিষয়কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় বড় ছেলেটি বলিলেন যে, তিনি নানারূপ কর্ম্মের মতলব আঁটিতেছেন, কিন্তু অর্থাভাবে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ছোট ভাই বলিলেন যে, তিনি সামান্য গচ্ছিত অর্থে একখানি মুদীর দোকান খুলিয়াছেন এবং

তাহাতে সামান্য আয়ও হইতেছে কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের এখনও সঙ্কুলান হয় নাই। ঐ বড় লোকটী তখন উভয় ভ্রাতাকেই ফিরিয়া যাইতে বলিয়া ঐ দিন অপরাহ্নে ছোট ভাইকে এক হাজার পাউণ্ডের একখানি চেক্ পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু বড়কে কোনরূপ সাহায্য করিলেন না। স্বামীজি কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "বড়টী দিনরাত কেবল মতলবই আঁটিতেছেন, পরিশ্রমে অগ্রসর হন নাই; অপরটি যাহাই হউক কোনরূপ কার্য্যে ত অগ্রসর হইয়াছে; সুতরাং তাহাকেই সাহায্য করা উচিত।"

এ দেশের লোকে মনে করিত "ও যা হোক এক রকম করে খাচ্ছে, ওর সাহায্যের তেমন প্রয়োজন নাই; যেটা অকর্ম্মণ্য তাহারই সাহায্যের দরকার!" ইংলণ্ডে সক্ষমেরই সমাদর; ভারতে অক্ষমের প্রতি দয়া।—ভাল লোকের মনে 'তুইই' থাকা উচিত।

১৫২। স্বদেশভক্তি জাপানী পত্নীর।

একজন রুষীয় একটী জাপানী মহিলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া অনেক কাল ইয়াকোহামায় বাস করিতেছিলেন। তিনি জাপানীর ন্যায় সহজে জাপানী ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন এবং জাপানী পোষাক পরিধান করিতেন। তাঁহার স্ত্রী অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন, [illegible] রুষ জাপান যুদ্ধ আরম্ভ [illegible] তাহার স্বামী একটী [illegible] সংবাদপত্র লইতেন [illegible] উহা খুলেন না! [illegible] তাহার অত্যন্ত কৌতূহল হইল; ঐ সময়ে তিনি সংবাদপত্রে পড়িলেন যে তাহার দেশে অনেক ছদ্মবেশধারী রুষীয় চর আছে।

আবাল-বৃদ্ধ বনিতা জাপানী হৃদয়ে সর্ব্বদাই স্বদেশভক্তি জাগিতেছে। স্ত্রী মনে মনে সেই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, "[illegible]

যোগান এক সময়ে হইয়া উঠিতে পারে না।” ইহা জাপানের একটী সুপ্রচলিত প্রবাদ।” জাপানী রমণী পতিকে একদিন অধিক মাত্রায় মদিরা সেবন করাইয়া বাক্সটী লইয়া নিকটস্থ শান্তিরক্ষকের হস্তে দিল। বাক্সের ডালা উদ্ঘাটিত হইলে দেখা গেল যে তন্মধ্যে জাপানের মানচিত্র, জাপানী দুর্গ সকল যে প্রণালীতে মেরামত হইতেছে তাহার মানচিত্র সম্বলিত বিবরণ, জাপানীদিগের সৈন্য সংখ্যা, জাহাজ সংখ্যা, জাপানে অবতরণ জন্য সুবিধামত স্থানের নক্সা ইত্যাদি আছে! রমণী দেশবাসীর প্রশংসা ও পূজা পাইলেন। তাঁহার স্বামী দেখিলেন যে তিনি বাক্সটীর যথেষ্ট সহিত পত্নীকেও হারাইয়াছেন। তিনি অনতিবিলম্বেই জাপান ত্যাগ করিলেন।

১৫৩। স্বদেশভক্তি পসেনিয়সের মাতা।

পারস্যরাজ জরাক্সিস্ গ্রীস অধিকার চেষ্টায় যে বিপুল বাহিনী পাঠাইয়াছিলেন, স্পার্টার রাজা পসেনিয়সের নেতৃত্বে সম্মিলিত গ্রীকদিগের হস্তে তাহার সম্পূর্ণ পরাজয় হইলে পসেনিয়সের উদ্যমে এবং যুদ্ধকৌশলে লিভান্ট দ্বীপপুঞ্জে এবং এসিয়ার উপকূলেও গ্রীক অধিকার বিস্তৃত হইতে লাগিল। তখন পারস্যরাজ পসেনিয়সকে প্রভূত অর্থ দান করিতে এবং সমস্ত গ্রীসের একাধিপতি মিত্র রাজা করিয়া দিয়া নিজের একটী কন্যার সহিত বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। কামিনীকাঞ্চনের ঐ অসামান্য লোভে পসেনিয়সের মন বিচলিত হয়। কিন্তু ঐ কুমন্ত্রণা শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়ায় স্পার্টান সাধারণ সভায় অভিযোগ উপস্থিত হইল। তখন ক্রোধান্ধ স্পার্টীয় নাগরিকদিগের হস্ত হইতে প্রাণরক্ষা জন্য পসেনিয়স পলায়ন করিয়া মিনার্ভা দেবীর মন্দিরে শরণ লয়। স্পার্টীয়েরা দেব মন্দিরের ভিতর কোনরূপ বল প্রকাশ করিত না; মহা অপরাধীও তথায় নিরাপদে থাকিতে পাইত।

এ ক্ষেত্রে উহারা বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল ; কিন্তু কি করা উচিত ঠিক করিতে পারিতেছিল না। পসেনিয়সের মাতা তথায় আসিয়া নীরবে হেঁটমুণ্ডে একখানি প্রস্তর মন্দিরদ্বারে রাখিয়া দিলেন। স্পার্টীয়েরা তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিয়া তখনই মন্দির দ্বার গাঁথিয়া ফেলিল ; পসেনিয়স উহার ভিতর অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন !

১৫৪। স্বদেশভক্তি গিলিসীয় কুমারী।

প্রথম নেপোলিয়নের অধিনায়কতায় ফরাসীরা প্রুসীয়দিগকে জিনা এবং অয়ারষ্টাটের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে এবং প্রুসিয়ার অর্দ্ধেক রাজ্য কাড়িয়া লইয়া 'নর্থ জর্ম্মণ কনফিডারেশন' নাম দিয়া একটি পৃথক রাজ্য স্থাপিত করিয়া দেয়। তখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম জর্ম্মাণির মধ্যে কতকটা ঈর্ষা বিদ্বেষ ছিল ; বাভেরিয়া, হানোভর, বেডেন প্রভৃতি পশ্চিম জর্ম্মন রাজ্যে প্রুসিয়ার উন্নতি দর্শনে বিশিষ্টভাবে অসূয়া পোষিত হইত। কিন্তু দেশের সাধারণ শত্রু ফরাসীরা উহাদের আপোষের বিবাদ বিসম্বাদের সুবিধা লইয়া উহাদের একেবারে হীন করিয়া ফেলিতেছে, ইহা তৎকালে প্রস্তুত জাতীয় সঙ্গীত সকল হইতে বুঝিতে পারায়, ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য সমগ্র জর্ম্মণীতে সাধারণ প্রজার মধ্যে একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মে। জর্ম্মণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই জাতীয় উদ্দীপনার কার্য্যে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে যে সময়ে নেপোলিয়নের অজেয় বাহিনী রুসিয়ার শীতে নিঃশেষ হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই সমস্ত জর্ম্মণীতে মহা আগ্রহে রণসজ্জা চলিতেছিল। স্বাধীনতাপ্রিয় ওলন্দাজ, ডেন, ইংরাজ (অ্যাংগ্লোসাকসন) প্রভৃতি জাতির আদি মাতৃভূমি জর্ম্মণী প্রবল প্রতাপ রোমক সাম্রাজ্যেরও অধীনতা স্বীকার করে নাই ; সাহসী জর্ম্মণ সৈন্য ইউরোপের সর্ব্বত্রই ভৃতিভুক যোদ্ধার কার্য্য করিত ; কেবল দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকায় জর্ম্মণদিগের মধ্যে

জাতীয় একতা ছিল না। বহিঃশত্রু নেপোলিয়নের অত্যাচারে জাতীয় একতার আকাঙ্ক্ষা জর্ম্মণদিগের মনে একান্তই প্রবল হয়।

ঐ সময়ে দেশের সকলেই জাতীয় যুদ্ধ ভাণ্ডারে কিছু না কিছু চাঁদা দিতেছে দেখিয়া সিলিসীয়া প্রদেশের একটি দরিদ্র কৃষকের কন্যার কিছু চাঁদা দিতে বড়ই ইচ্ছা হয়, কিন্তু একান্ত নিঃসম্বল থাকায় চাঁদা সংগ্রহকারকের হস্তে কিছুই দিতে পারিল না। শেষে একদিন মনের আবেগে পিতা মাতাকে কিছু না বলিয়া সে দূরবর্ত্তী ব্রেসল নগরে চলিয়া গেল। উহার সুন্দর কেশরাশির সকলেই প্রশংসা করিতেন। যুবতী তাহার চুল একজন পরচুলা বিক্রেতাকে দুই ডলার মুদ্রায় বিক্রয় করিয়া নেড়া মাথা করিল এবং ঐ অর্থ যুদ্ধ ভাণ্ডারে দান করিয়া শান্তি ও আনন্দলাভ করিল। পরচুলা বিক্রেতা ইহা জানিতে পারিয়া ঐ চুল বিনাইয়া অনেকগুলি চুড়ী প্রস্তুত করিলেন। ওরূপ স্বদেশভক্তি পরিবিক্ত সেই চুলের চুড়ী সম্ভ্রান্ত মহিলারা উচ্চ মূল্যে ক্রয় করায়, সেই পরচুলা বিক্রেতাও ঐ চুলগুলি হইতেই যুদ্ধ ভাণ্ডারে একশত ডলার চাঁদা দিতে পারিল!

১৫৫। স্বধর্ম্মে বিশ্বাস ফরাসী ও মুর।

কোন সময়ে আলজিরিয়ায় মুরদিগের বিদ্রোহকালে একজন ফরাসী সৈনিক বিদ্রোহীদিগের হস্তে বন্দী হইয়া পড়েন। ঐ ফরাসী বন্দীর প্রতি কোনরূপ নির্যাতন হয় নাই; কিন্তু বিদ্রোহীদের কথোপথনে উহাদের ফরাসী বিদ্বেষ যে কত গভীর ও তীব্র তাহা বন্দী বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একদিন বন্দী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমরা আমাদের এত বেশী ঘৃণা ও বিদ্বেষ কর কেন?" উত্তর—"তোমরা আমাদের দেশে এলে কেন?" বন্দী বলিল; "তোমাদের দেশের উন্নতি করিতে এবং তোমাদের সুভদ্র এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী করিতে আমরা আসিয়াছি।" বিদ্রোহীরা বলিল "বাহ্য সভ্যতা

প্রয়োজনীয়ও নয়, স্থায়ীও নয়—আর ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদের সম্পূর্ণ ভাবেই আছে। এদেশে কোন মুসলমান আছে যে নিত্য নমাজ করে না? তোমরাই বরং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। তোমাদের কাহাকেও ত ঈশ্বরারাধনা করিতে দেখা যায় না।"

আজকাল অনেক ইয়ুরোপীয়, বিশেষতঃ ফরাসীরা, খৃষ্টধর্ম্মে বা কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস করে না; কেবল সুখ স্বচ্ছন্দ খাওয়া দাওয়াই জীবনের লক্ষ্য করিয়া ফেলিয়াছে।

১৫৬। স্বব্যবসায়ীর প্রতি প্রীতি টরনার।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রকর টরনার একসময়ে রয়াল একাডেমির প্রদর্শনীতে "ছবি টাঙ্গান কমিটির" অন্যতম সভ্য ছিলেন। তাঁহার নিজের দেশবিখ্যাত চিত্র সকল যথাযথ স্থলে টাঙ্গান হইয়া গিয়াছিল। অপরেরও ছবি টাঙ্গানও শেষ হইয়া গিয়াছিল। দেওয়ালে স্থান বাকী ছিল না। এমন সময়ে কোন নূতন চিত্রকরের একখানি চিত্র তাঁহার ভাল বোধ হইলে তিনি উহা টাঙ্গানর জন্য মনোনীত করিলেন। কমিটির অপর সভ্যেরাও বলিলেন "এ ছবি ভাল বটে কিন্তু স্থানাভাব; এখন কাহার ছবি নামাইয়া আবার এ ছবি টাঙ্গান হইবে!" টরনার বলিলেন, "যখন সকলেই ভাল বলিতেছেন তখন স্থানাভাবে কি উহাঁর উৎসাহ নষ্ট হইবে?" টরনার নিজের একখানি ছবি নামাইয়া লইয়া অপরিচিত চিত্রকরের ছবি টাঙ্গাইয়া দিলেন; সেখানি উৎকর্ষ হিসাবে টরনারের ছবির স্থানে বসিবার যোগ্য ছিল না।

৫৭। স্পষ্টবাদী ডাক্তার ভারচো।

জর্ম্মনির সম্মিলনের এবং অভ্যুদয়ের প্রধাননেতা মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ প্রিন্স বিসমার্ক

খড় খিটখিটে মেজাজের লোক ছিলেন। একবার তাঁহার অসুখ করিলে ব বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ভারচোকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ ডাক্তার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নিয়মানুসারে রোগের সকল লক্ষণ এবং রোগীর আচার ব্যবহার খাদ্য নিদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে সকল সংবাদ তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার জন্য প্রশ্নমালা লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। প্রশ্নের ঐ ফর্দ্দ দেখিয়াই প্রিন্স বিসমার্ক একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলেন, "আমি অত জেরার মধ্যে একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিব না; দেখিয়া বুঝিয়া যাহা হয় ঔষধ ব্যবস্থা করুন।" ডাক্তার অবিলম্বেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "সকল জর্ম্মনের ভক্তিভাজন এবং অবিরত মানসিক পরিশ্রমশীল লোকের চিকিৎসার অনুমাত্র ক্রটী হইলে আমি বড়ই অপরাধী হইব; ইহা ভাবিয়া মানসিক ও শারীরিক সকল লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্নমালা পরিশ্রম করিয়া প্রস্তত করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি মূক জন্তুর ধরণে চিকিৎসা চাহিতেছেন; একজন অশ্ব চিকিৎসককে ডাকিলে সে আপনার কানে নাড়ী দেখিয়া ঔষধ ঠিক করিয়া দিয়া যাইবে!" বিসমার্ক ঐ তেজস্বী ডাক্তারের হস্ত দৃঢ় চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "ভাই! যাইও না; আমি সকল কথারই উত্তর দিব; আমার মত দুরন্ত জানোয়ারের তুমিই একমাত্র উপযুক্ত চিকিৎসক।" দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ঐ দিন হইতে জন্মিয়াছিল।

১৫৮। হারানিধির প্রাপ্তি ৺তারকেশ্বর মাহাত্ম্য।

হুগলী জেলার বাগাণ্ডাগ্রাম নিবাসী জনৈক কায়স্থ ভদ্র সন্তানের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র হারাইয়া যায়; তাঁহার আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার পত্নী ইহার প্রায় ছয় বৎসর পরে স্বীয় দেবরকে সঙ্গে লইয়া ৺তারকেশ্বরধামে আসিয়া পুত্র কামনায় মন্দিরের সম্মুখে ধর্ণা দেন। একদিন তিনি দেখি-

লেন যে, প্রায় নয় বৎসরের গৈরিকধারী একটী সন্ন্যাসী বালক তাঁহার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। ছেলেটীকে দেখিয়াই ঐ মহিলার মনটা কেমন হইয়া গেল। তিনি বালককে সযত্নে নিকটে বসাইয়া স্বীয় দেবরকে বলিলেন "দেখ দেখি, এ ছেলেটীর ঠিক তোমার দাদার (স্ত্রীলোকটীর স্বামীর) মত মুখ কিনা?" তাহার দেবরেরও ঠিক ঐ কথাই মনে হইতেছিল। তখন বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল হুগলীর সন্তোষপুর মঠের মোহান্তের কাছে সে থাকে ও তাহার সোণার হেঁশো ও মাদুলী তথায় আছে। তারকেশ্বরের মোহান্ত মহারাজের নিকট স্ত্রীলোকটী বালককে নিজের পুত্র বলিয়া জানাইলে মোহান্ত মহারাজ পত্রে এই সকল সম্বাদ দিয়া সন্তোষপুরের মোহান্তকে বালকের অলঙ্কার সহ আসিতে বলিলেন। যে অলঙ্কার সহ তাঁহার সন্তান হারাইয়াছিল, সেই মাদুলী ও হেঁসো স্ত্রীলোকটী বেশ চিনিতে পারিলেন। বালক নিরাশ্রয় অবস্থায় মঠে আসিয়া পড়ায় এবং তাহার পিতা মাতার সন্ধান না হওয়ায় তথায় প্রতিপালিত হইতেছিল। রমণীকে তাঁহার সন্তান প্রদত্ত হইল এবং তিনি খুব ধুমধামে ৺ পূজা দিয়া সেই হারানিধি কোলে লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

১৫৯। হিন্দুত্ব রেভারেণ্ড মিলার।

রেভারেণ্ড ডাক্তার মিলার মান্দ্রাজের "কৃশ্চান কলেজের" প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একদিন বেদান্তের নিন্দা করিয়া জুতাশুদ্ধ পা বাড়াইয়া দিয়া বলেন, "সর্ব্বত্রই যদি ব্রহ্ম তবে তোমরা আমার বুট জুতার পূজা কর!" হিন্দু ছাত্রেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ক্লাস ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরেই একটী ব্রাহ্মণ ছাত্র ফিরিয়া আসিয়া ক্লাসে বসে এবং বলে আপনার বলার ধরণে চিত্তচাঞ্চল্য হওয়ায় চলিয়া গিয়াছিলাম; সে অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিতেছি!

ঐ বুটেই পূজা করিতে পারি। আপনি কি বলিতে চান যে আপনার বুটের ভয়ে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ঐ স্থান হইতে সরিয়া গিয়াছেন ?"*

অনেক বৎসর পরে 'এই শিক্ষারই ফলে' ডাঃ মিলার ইংলণ্ডে বলিয়াছিলেন— "স্মরণে রাখিও যে হিন্দুধর্ম্ম জগৎকে কি দিয়াছে—উহা ঈশ্বরের (বিশ্বাত্মার) সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং মানবের স্বার্থসম্বন্ধে একত্ব (একাত্মতা) এই দুই মহৎ জ্ঞান দিয়াছে।"§

১৬০। হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া মৌলবীর উক্তি।

কোন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সহিত একজন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বৃদ্ধ মৌলবীর রেলওয়ে গাড়ীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। দুইজনেই সৎকথায় সুখে আসিতে-ছিলেন। বাঙ্গালী বলিলেন "হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পরকালে মন অধিক ; ঐহিক বিষয়ে আগ্রহ কম ; সাধু ফকীরে শ্রদ্ধা ; জীবনের সকল কার্য্যের সহিত ধর্ম্মভাব সংসৃষ্ট ;—প্রধান প্রধান বিষয়ে এত মিল, তথাপি উহাঁদের এত বিবাদ কেন ?" মৌলবী বলিলেন "বাবু ! হিন্দু মুসলমানের উচ্চ শ্রেণীর সাধকদিগের মধ্যে কিছুমাত্র বিবাদ নাই। উচ্চ শ্রেণীর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর দশটা একত্র রাখ টুঁ শব্দ করিবে না ; ফেঁতি কুত্তা দুইটা একত্র হইলেই খাওয়াখাই করিতে চায় এবং মহা হাঙ্গামা উপস্থিত করে !"

(সমাপ্ত)

---

* (Do you mean to say that Almighty God has moved away from there through fear of your boots ?)

§ "Remember what the Hindu religion has given to the world. It has given the idea of the immanence of God and of the solidarity of man"

নির্ঘণ্ট।

সংখ্যা　　　　　　　　বিষয়

১। ভারতবাসীর প্রায়শ্চিত্ত, ৺ ভূদেব বাবুর কথা
২। অক্লান্ত দান, হাতেম
৩। অধর্ম্ম্য প্রতিজ্ঞা, রাজা হিরড
৪। অধর্ম্মে উন্নতি, অস্থায়ী
৫। অধীনস্থের প্রতি সহানুভূতি, অ্যাবারক্রম্বি
৬। অধ্যবসায়, ৺ প্রতাপচন্দ্র রায়
৭। অন্ত্যজের উন্নতি, মুসলমান কৃতিত্ব
৮। অন্ধবিশ্বাস, বিবেকানন্দের কথা
৯। অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ, গুরুর কথা
১০। অভাবের প্রকৃত উপলব্ধি, লিনকন
১১। অমানিতা, পরমহংসদেব
১২। অযথা আড়ম্বরে অপ্রীতি, বার্লো কূপ
১৩। অস্থায়ী বিষয়ে, সুখ দুঃখ নাই
১৪। আত্মবলি, কোড্রস
১৫। আত্মবলি, দধীচি
১৬। আর্ত্তে দয়া, গ্রেস ডারলিং
১৭। ঈশ্বরে নির্ভর, খোরাসানী যুবক
১৮। উচ্চ সমাজে, অনুদারতা
১৯। উন্নত ভক্ত, নারদ সংবাদ
২০। এক কথায় কদভ্যাস ত্যাগ, ৺ স্বরূপ বন্দ্যো

সংখ্যা	বিষয়
২১।	একাগ্র সাধনা ও গুরুভক্তি, একলব্য
২২।	কর্ত্তব্যপালন, ফিলিপ ও বৃদ্ধা
২৩।	কর্ত্তব্য সমষ্টি, এক কথায়
২৪।	কর্ম্মযোগ, ৺ মধু সূদন চট্টোপাধ্যায়
২৫।	কাপট্য, ব্রাহ্মণের
২৬।	কাপুরুষতার উৎপাদন, সাইরস
২৭।	কামিনী কাঞ্চন, কবীরের কথা
২৮।	কু-অভ্যাসের ত্যাগ, অবিলম্বে
২৯।	কুরূপ, কালিদাসের কথা
৩০।	কৃতজ্ঞ চাকর, কামোয়েনসের
৩১।	ক্ষমাশীলের শক্তি, বিশপ টিথন
৩২।	ক্ষাত্রকীর্ত্তি, রাজা দিলীপ
৩৩।	খাওয়াইয়া সুখ, ৺ গিরিশ বন্দ্যো
৩৪।	গুণ ও কর্ম্ম, ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিভাগ
৩৫।	গুণের গৌরব, রামকৃষ্ণ বাচস্পতি
৩৬।	চীনে হিন্দু সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দ
৩৭।	চোর নয় কে ? সোনার গাছ
৩৮।	জননী ও জন্মভূমি, ফ্রান্সের তিন রাজা
৩৯।	জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুঃ, বুদ্ধদেব
৪০।	জাতীয় বিদ্বেষ, অজ্ঞতামূলক
৪১।	জিনিসের মূল্য, উপকারিতায়
৪২।	জীবনের উদ্দেশ্য, নামে রুচি ও জীবে দয়া
৪৩।	জীবনের সার্থকতা, ওয়েলিংটন
৪৪।	জীবনোৎসর্গ, ধর্ম্মের জন্য

সংখ্যা	বিষয়
৪৫।	জীবন্মুক্তের মন, পরমহংসদেব
৪৬।	জীবে দয়া, বিদ্যা ও সাধু
৪৭।	তীর্থাটন, আবুবেকার ও রামপ্রসাদ
৪৮।	দয়া প্রবণতা, অর্জ্জুনের
৪৯।	দিগ্‌বিজয়ীর প্রজাপালন, সিকন্দর শাহ
৫০।	দূরদর্শী রাজনৈতিক, সিন্ধিয়া এবং মনরো
৫১।	দৃঢ় অধ্যবসায়, ধ্রুব
৫২।	দৃঢ়ভক্তির প্রভাব, গুরু ও শিষ্য
৫৩।	দেশের উন্নতি, কিসে হইবে
৫৪।	দেহের প্রতি প্রেম, নারসিস্
৫৫।	ধনরত্ন ও লৌহ, সোলন ও ক্রুশ রাজ
৫৬।	ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, হারুণ
৫৭।	নাম মাহাত্ম্য, অজামীল
৬১।	নিয়মানুগামিতা, মার্কিণ সৈনিক
৬২।	নিরহঙ্কার, পরমহংসদেব
৬৩।	নিরহঙ্কারে রক্ষা, ফরাসী সেনাপতি
৬৪।	নিরাকার সাকার ও অবতার, জলের উপমা
৬৫।	নিষ্কাম ভগবৎ প্রেম, ফকীরের
৬৬।	নিঃস্বার্থ স্বদেশ প্রীতি, সিনসিনেটস্
৬৭।	নেটালে ভারতবাসী, রঘুনাথ সিংহ
৫৮।	ন্যায়পরায়ণ কাজী, সুরাজুদ্দিন
৫৯।	ন্যায়পরতা, মিঃ বীচ্‌ক্রফট
৬০।	ন্যায়পর শাসনকর্ত্তা, মনরো
৬৮।	পতি পত্নীর সম্বন্ধ, উইলিয়ম ও মেরী

সংখ্যা বিষয়

৬৯। পবিত্রমনা পণ্ডিত, গোবর ডাঙ্গায়
৭০। পরমধন, পরশমণির কথা
৭১। পরমেশ্বরের আকার, মুসলমানভক্ত
৭২। পশুর প্রতি দয়া, সৈনিক ও আলেকজাণ্ডার
৭৩। পূজায় চাঞ্চল্য, রাণী রাসমণি
৭৪। পৃথিবীর সার পদার্থ, ভক্তি
৭৫। প্রথম আদর্শ রাজা, পৃথুর কথা
৭৬। প্রভুভক্তি, ধাত্রী পান্না
৭৭। প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ, বেন
৭৮। প্রাক্তন ও পুরুষকার, সজ্জনোক্তি
৭৯। প্রেমের চরমাবস্থা, ভক্তি রহস্য
৮০। প্রীতিতে স্বজনতা, সোমদেব
৮১। বন্ধন মুক্তি, ঘোড়া দেলা দে রাম
৮২। বশ্যতা, ইংরাজ নাবিক
৮৩। বংশ ও পুরুষকার, কর্ণ
৮৪। বাঙ্গালী জেনারেল, কালু ঘোষ
৮৫। বাঙ্গালীর বাহুবল, সিংহল বিজয়
৮৬। বাঙ্গালীর বীরত্ব, সুরেশ বিশ্বাস
৮৭। বাদশাহের ক্ষমতা, মাছির কথা
৮৮। ব্রাহ্মণের লক্ষণ সত্য, জবাল
৮৯। বিদ্যার গোবব, ৺ ভূদেববাবুর কথা
৯০। বিদেশীর সহিত সহানুভূতি, মিঃ এণ্ড্রুজ
৯১। বিনয়, পরমহংসদেব
৯২। বিশ্বাস ঘাতকতা, স সে:মি রা

সংখ্যা	বিষয়
৯৩।	ব্রিটিশ উপনিবেশে, অনুদারতা
৯৪।	বৈরাগ্যের ক্ষয়, এক কৌপীনকা ওয়াস্তে
৯৫।	ভগবানে নির্ভর, ভক্তিমতীর
৯৬।	ভগবানের রূপ, গণপতি ভট্ট
৯৭।	ভগবানের স্মরণ, হরি সে লাগি রহো
৯৮।	ভগ্নদেব মূর্ত্তি, পরমহংসদেবের ব্যবস্থা
৯৯।	ভক্ত সংঘে, ভগবান
১০০।	ভয় ভাঙ্গান, বাল্যকাল হইতে
১০১।	ভক্তির জয়, কবীরের দীক্ষা
১০২।	ভক্তির জয়, প্রতাপ রুদ্র
১০৩।	ভক্তের জোর, ভীষ্ম
১০৪।	ভক্তের ভগবান, মুনিবাহন
১০৫।	ভক্তের ভরসা, রামনামে
১০৬।	ভক্তের রক্ষক, তুলসীদাসের কথা
১০৭।	ভয় এবং সাহস, প্লিও পিডাস
১০৮।	ভলটেয়ারের ভয়, রাজপুরুষে
১০৯।	ভাগ্যের পরিবর্ত্তন, শ্রীরামচন্দ্র
১১০।	ভারত ইতিহাসে, মঙ্গলময়ের হস্ত
১১১।	ভ্রম সংশোধনে মহত্ত্ব, ৺বঙ্কিম বাবু
১১২।	মদ্য, মহম্মদের কথা
১১৩।	মাটির মানুষ, আলহিরি
১১৪।	মাতার শিক্ষাদান, কুন্তী
১১৫।	মাতৃভক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস, গ্যারিবল্ডি
১১৬।	মানবজীবনের উদ্দেশ্য, টলষ্টয়ের মত

সংখ্যা	বিষয়
১১৭।	মীরাবাই, মধুর ভাব
১১৮।	মুক্তি হইতে বর্জ্জন, গোঁড়ামির কথা
১১৯।	মৃত্যু শয্যায় স্বদেশ প্রীতি, অষ্ট্রীয় আফিসার
১২০।	রাজদ্রোহের আইন, সুসঙ্গত ব্যাখ্যা
১২১।	রাজার ইজ্জত, নওঃসেরওয়াঁ
১২২।	রাজার উদারতা, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড
১২৩।	রাজার কর্ত্তব্য, ফকীরের কথা
১২৪।	লোক নায়কতার যোগ্যতা, ইংরাজ আফিসরের
১২৫।	শক্তি মানবের সংযম, লাইকর্গস
১২৬।	শত্রুর মৃত্যু, নওসেরওয়াঁ
১২৭।	শান্তির উপায়, নির্ভরে
১২৮।	শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর, ভক্তের নির্ভর
১২৯।	শ্রীরামচন্দ্রের, পরোপকার ব্রত
১৩০।	সতীর আত্মমর্য্যাদা, ভাইসরোর রাণী
১৩১।	সত্যবাদীর সম্মান, জেনোক্রেটিস ও প্রেট্রার্ক
১৩২।	সত্য গোপনের চেষ্টা, কামোয়েন্সের স্মৃতিচিহ্ন
১৩৩।	সদন কসাই, প্রেমের সহিত ভজন
১৩৪।	সদ্বিবেচনা, বাক্যবাগীশকে কাজ দেওয়া
১৩৫।	সন্তোষ, চাওয়া এবং পাওয়া
১৩৬।	সন্ন্যাসীর শীতবস্ত্র, বালানন্দ স্বামী
১৩৭।	সন্ন্যাসে জাতি বিচার নাই, বিবেকানন্দ
১৩৮।	সবল ও দুর্ব্বল, লর্ড মিণ্টোর উক্তি
১৩৯।	সমাজে শক্তি সঞ্চার, লাইকর্গস
১৪০।	সর্ব্বঘটে নারায়ণ, পরমহংসদেবের কথা

সংখ্যা।	বিষয়
১৪১।	সম্পূর্ণ নির্ভর, শাহসুজার কন্যা
১৪২।	সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ, রেভারেণ্ড পেসন্
১৪৩।	সহায় নির্ব্বাচনে ভুল, অশ্বচিকিৎসা
১৪৪।	সংযম, অর্জ্জুন
১৪৫।	সাধনার ব্যাঘাত, ভাল কাপড়ে
১৪৬।	সাধুর আশীর্ব্বাদ, গোস্বামী তুলসীদাস
১৪৭।	সামাজিক উন্নতি, হেয়ার সাহেবের উক্তি
১৪৮।	সূচীর ছিদ্রে হাতী পার, প্রত্যক্ষ ও অনুমান
১৪৯।	সৌভ্রাত্র, ক্যাপাডোসিয়ার রাজকুমার
১৫০।	স্ত্রীজাতির উন্নতি, গ্যারিবল্ডী
১৫১।	স্বচেষ্টার সমাদর অক্ষমে দয়া
১৫২।	স্বদেশ ভক্তি, জাপানী পত্নীর
১৫৩।	স্বদেশ ভক্তি, পসেনিয়সের মাতা
১৫৪।	স্বদেশ ভক্তি, সিলিসীয় কুমারী
১৫৫।	স্বধর্ম্মে বিশ্বাস, ফরাসী ও মূর
১৫৬।	স্বব্যবসায়ীর প্রতি প্রীতি, টরনার
১৫৭।	স্পষ্টবাদী ডাক্তার, ভারবো
১৫৮।	হারানিধির প্রাপ্তি, তারকেশ্বর মাহাত্ম্য
১৫৯।	হিন্দুত্ব, রেভারেণ্ড মিলার
১৬০।	হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া; মৌলভীর উক্তি

সদালাপ

চতুর্থ ভাগ

নরাণাং সর্ব্বদুঃখানি হীয়ন্তে মিত্র দর্শনাৎ।
তস্মান্মিত্রেষু সুমতিং কুর্য্যাৎ সর্ব্ব প্রযত্নতঃ।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

সঙ্কলিত

বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফণ্ড
চুঁচুড়া

প্রকাশক—
শ্রীগৌরদেব মুখোপাধ্যায়
সভাপতি, বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফণ্ড
চুঁচুড়া

দ্বিতীয় সংস্করণ
সন ১৩৫৮ সাল
মূল্য দুই টাকা আট আনা।

চুঁচুড়া বুধোদয় প্রেসে
শ্রীভৃগুদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

বিষয়	সংখ্যা
ত্যাগের জয়, হরপার্ব্বতীর সম্বাদ	১২২
দয়ার সাগর, ৺বিদ্যাসাগর	৮৬
দরিদ্রের প্রাণরক্ষা, জ্ঞানেন্দ্র বন্দ্যো	৫৫
দানধর্ম্ম, গাই-হাঁসপাতাল	১৫৫
দানশীলের ঘোড়া, কোসিওস্কো	১৩৭
দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, বিজেতা উইলিয়ম	৬৩
দেশীয় পোষাক, লর্ড ডফরীন	৯০
দেশের জন্য আত্মত্যাগ, রুসীয় ধীবরদিগের	৩৯
দৈবশক্তি, সুপথে উদ্যমে	৩৩
দোষগুণ, সংসর্গজ	১৫
ধর্ম্মসংস্কারকের ত্যাগ, এসিয়া	৯৬
ধর্ম্মের ভানে অধর্ম্ম বুদ্ধি, সেকরার	৯
ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, মুসলমান জজের	১২১
ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, হারুণ	১০২
ধৈর্য্য, কেপলারের	১৪৫
ধৈর্য্য ও নির্ভর, বাক্‌সটারের	১২৭
নিখুঁত ব্যবহার, আবদুল ওয়াহেদ	৮৯
নিজের নিকট প্রতিজ্ঞা, ডাঃ গ্রীয়ারসন	২৭
নির্ব্বোধ কে? রাজা ও বনবাসী	১১০
নির্ভীকতা, লর্ড হাউ	৭৫
নির্লোভ ও ন্যায়নিষ্ঠতা, ভরত	১৩৯
নিঃস্বার্থ পরোপকার, মার্কিণ খঞ্জের	৯৭
নেতার সহানুভূতি, মহাত্মা হোসেন	৩২

বিষয়	সংখ্যা
ন্যায়পরায়ণ রাজা, রায়মল্ল	৭১
ন্যায়পর শাসনকর্ত্তা, মনরো	২০
পতিতের উদ্ধার, অম্বপালী	১৩৫
পতিতের প্রতি কৃপা, সাধুর	৪১
পথ প্রদর্শক, তত্ত্বজ্ঞ গুরু	২৩
পদ্মিনী, চিতোরের রাণী	৫১
পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত, জনসনের	৪০
পিতৃঋণ, চিত্তরঞ্জন দাস	১৯
পিতৃপিতামহে ভক্তি, র‍্যাড্‌বড	৯২
প্রকৃতদান, মৎস্তভবন	৬৪
প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য, সাধু স্তাভোনারোলা	৫২
প্রচার কৌশল, শ্রীচৈতন্যের	৪৭
প্রজারঞ্জন, ফিলিপের	৬২
প্রতিভাশালী কবি, মাইকেল মধুসূদন	৮৭
প্রভু-ভক্তি, কাউন্ট পোডাস্কির ভৃত্য	৩০
প্রাণাধিক মান, জাপানী জজের	১৪৩
প্রার্থনা পূরণ, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও কাপালিক	৩
প্রার্থনার শক্তি, মৌলবীর কথা	২৪
প্রীতি ও বর্ণভেদ, প্রকৃত হিন্দু শিক্ষা	৬০
ফকিরের পুষ্করিণী, জমিদারী নজরাণা	১০৫
বাক্ শক্তি, সর্ব্বপ্রধান শক্তি	১৪০
বিদ্রোহীর ভদ্রতা, আজিমগড়ে	৭৬
বিলাস বর্জ্জন, ইংরাজের	৮৪

বিষয়	সংখ্যা
বিলাস-শূন্যতা ও ধৈর্য্য, জাপান সম্রাট	৯৯
বিশপ লায়নস, এলিজাবেথের স্বীকৃতি	১২৫
বীরপূজা, সঞ্জীন মুরাণো	১০৪
বীরের সম্মান, আলেকজাণ্ডার	৫৭
বৈরাগ্যের শিক্ষা, বাল্থ রাজের	১৩
ব্রাহ্মণ্য তেজ, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত	৭
ভগবৎ কৃপা, নারদের পূর্ব্ব জন্ম	১১১
ভক্তের রক্ষা, অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা	১৩০
ভাগ্যের নির্দ্দেশ. সেই আটচল্লিশ	১৫২
ভারত শিল্পকলা, ডাঃ হাভেলের কথা	১৬
ভারতে গোহত্যা, সংকোচের উপায়	৫০
ভারতে মুসলমান, ভ্রম নিরাস	৮৩
ভারতে সাধারণ শিক্ষা, বিবেকানন্দ স্বামীর উক্তি ...	২৮
ভাষা ভেদে নাম ভেদ, একের	১৪৭
ভীরু অপবাদ, বাঙ্গালীর	৬
মনঃসংযোগ, আর্কিমিডিস	৪৮
মনুষ্যত্ব, পার্ব্বতী ডাক্তার	১৩২
মন্ত্রের শক্তি, তপস্যায়	৪৫
মহত্ত্ব, শাহ আলমের	২৬
মার্কিণ সুব্যবস্থা, ইণ্ডিয়ান স্বাস্থ্য	১১৮
মাতৃভক্তি, আকবর সাহের	৩১
মুসলমান মহাত্মা, জেলে	৭২
মৃত্যুভয়শূন্যতা, ব্রাহ্মণের	১১২

বিষয়			সংখ্যা
মোহ ভঙ্গ, ব্রাহ্মণের পরিবারের	...	...	৫৯
যুদ্ধে শিষ্টাচার, মারকুইস বুলো	...	...	১৫০
যৌথকারবার, স্যার ডেভিড ইউল	.	...	৯১
রহস্য বা তত্ত্বকথা, ব্রজলীলায় ...	...	...	১৫৩
রাজভক্তি, স্কচ্ মাতা ক্রুস	...	...	২৯
রোম রাজর্ষি, মার্কস অরিলিয়াস ...	...	...	৩৪
রোগীর সেবা, মিঃ ব্রাউন ...	..	...	১৪৯
লক্ষ্যের ব্যতিক্রম, ক্ষতির কারণ	...	...	১০৭
লঘু আহার, ব্রাহ্মণের আদর্শ ...	...	...	১৮
লোভের প্রাবল্য, ইংরাজী শিক্ষিতের	...	..	৭৮
শক্তিশালী বাঙ্গালী, প্রেমানন্দ ভারতী	..	...	৯৮
শক্তি ও সংযম, ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য	...	...	৯৩
শত্রুকে সম্মান, সুলতান সলিমান	...	...	১১৩
শরণাগত রক্ষক, শিবি ...	...	...	৩৭
শান্তিপ্রিয়, সপ্তম এডোয়ার্ড ...	—	—	২১
শান্তিপ্রিয়তা, ভারতবাসীর ...	...	...	১৫৮
শাস্ত্রানুশাসন ও পিতৃ-আজ্ঞা, শ্রীরামচন্দ্র	...	...	৪৩
শিল্প বাণিজ্য, বেকনের উক্তি	...	...	১৪৮
সঙ্ঘশক্তি, শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল	..	...	৮২
সংযম পরীক্ষা, খৃষ্টান সাধকের	...	...	১৩৬
সৎসঙ্গের শক্তি, বিশ্বামিত্রের পরীক্ষা	...	...	১০৮
সত্যপরায়ণতা, কৃষকের ...	...	...	২৫
সন্ন্যাস, চার্লস কিঙ্গ্‌লে	...	...	১২৮

বিষয়				সংখ্যা
সদাশয়তা, হারুণ অল্ রসিদ	.	...	...	৮
সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য		...	..	১২৬
সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিত, মহাত্মা মহম্মদের শিক্ষা			... .	১১৬
সয়তানের এলাকা, পার্থিব দ্রব্যে		...	...	১৩১
সহিসের জীবন রক্ষা, বিস্মার্ক	...	..	...	৫৮
সাধুতা, ভিখারী বালকের	...	.	..	১৪২
সিদ্ধপুরুষ, বলরাম হাড়ি	...	...	...	৬৫
সুপুত্র, পুরু	...	...	...	৩৬
সুসংযতের সদ্বিবেচনা, রাণাডে	..	...	...	১৪
সেবাধর্ম্ম, ফ্যানি মুলার	...	...	...	১৫৬
সেবাধর্ম্ম, বিস্মার্কের	...	...	...	১১
স্নেহের আতিশয্য, মররার	..	...	...	১০৩
সৌভ্রাত্র, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী		...	...	১৩৩
স্বদেশবাৎসল্যের সাধনা, গ্রীস রোমের		...	...	৯৫
স্বদেশ-প্রীতি, পঞ্চম জর্জ্জ	...	...	...	৬১
স্বদেশ-ভক্ত, ওয়ালেশ	...	...	...	৪৬
স্বদেশ-ভক্তি, লর্ড রবার্টস	—	—	—	১২৯
স্বদেশ-ভক্তের সততা, জেনারেল রীড		—	—	১১৪
স্বদেশের জন্য আত্মবলি, শর্ম্মিষ্ঠা	—	—	—	৭৮
স্পষ্টবাদিতার আদর, চীফ্ জষ্টিস্ পিকক্		—	—	৮৮
হিন্দুনারীর উৎকর্ষ; সংযম শিক্ষায়		—	—	১১৯
[illegible], রায়গড় দুর্গে	—	—	—	১৭

সদালাপ

১। অপ্রতিকার অর্থাৎ কূর্ম্মধর্ম্ম

৺ভূদেব বাবুর কথা।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অসামান্য পুস্তক পুষ্পাঞ্জলিতে একজন মহারাষ্ট্রীয় বক্তার মুখ দিয়া বলিয়াছেন :—"আমরা পরমযোগী মহাদেবের সেবক। সহ্য আমাদিগের অবস্থান, তপস্যা আমাদিগের কর্ম্ম, যোগ আমাদিগের অবলম্বন। সহ্য, তপস্যা এবং যোগাভ্যাস তিনই এক পদার্থ। তিনেই ক্লেশ স্বীকার করা বুঝায়। আমরা ক্লেশ স্বীকারে ভীত হইতে পারি না। সহ্যবাসী হইয়া চঞ্চল হইব না; তপশ্চারী হইয়া বিলাসকামী হইব না; যোগাবলম্বী হইয়া যোগভ্রষ্ট হইব না।"

"কষ্ট স্বীকার সর্ব্ব ধর্ম্মের মূলধর্ম্ম, সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধানা শক্তি। যে, ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না।—ভূতনাথ দেবাদিদেব চির-তপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চির-সঙ্গিনী।"

"রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিলোক বিজয়ী, দ্বীপনিবাসী, পরস্বাপহারী রাক্ষসের হস্ত হইতে মহালক্ষ্মীর

উদ্ধারে সমর্থ হইলেন। যুধিষ্ঠির সহিষ্ণু প্রকৃতিক। তিনি সকল পাণ্ডবের প্রধান ছিলেন। তাঁহার অপেক্ষা বীর্য্যবান ধীমান ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশীভূত ছিল এবং তাঁহার বশীভূত ছিল বলিয়াই তাহারা নষ্ট রাজ্যের উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিল। সহ্যই আমাদের বল। যেন কোন কালে আমরা সহ্যভ্রষ্ট না হই। শাস্ত্রে বলে, পৃথিবী নাগরাজ বাসুকির শিরোদেশে, এবং বাসুকি স্বয়ং কূর্ম্মপৃষ্ঠে অবস্থিত। কূর্ম্মের প্রকৃতি কি? কূর্ম্মের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে কূর্ম্ম অপর কোন প্রতিকার চেষ্টা করে না—আপন মুখ ভাগ এবং হস্ত পদাদি সঙ্কুচিত করিয়া লয় এবং নিজ আভ্যন্তরিক অপরিসীম ধৈর্য্যের প্রতি অবলম্বন করিয়া থাকে। কূর্ম্মই সহ্য; অতএব সহ্যভ্রষ্ট হইও না। অপসৃত হইলে একেবারে রসাতল দেখিবে।”

“অর্থাভাব জন্য কষ্ট হইয়াছে? আরও হইবার উপক্রম হইয়াছে? মনে কর কিছুকাল অর্থকৃচ্ছ্র বাড়িতেই চলিল। তোমরা কি করিবে? কূর্ম্মের প্রকৃতি ধারণ করিবে। হাত, পা, মুখ সব ভিতরে টানিয়া লইবে। ভোগ সুখ লিপ্সায় বিসর্জ্জন দিবে। আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত থাকিবে। ব্যয় সঙ্কোচ করিবে। * * রাজদ্বারে ন্যায় প্রার্থনা করিতে গিয়া অনর্থ অর্থ ব্যয় করিবে না। গৃহবিচ্ছেদ গৃহেই মিটাইয়া লইবে। এইরূপে বল সঞ্চয় কর। কূর্ম্মপ্রকৃতিক হও। তোমাদিগের বল কেমন অধিক, ভক্তি কেমন দৃঢ়, তাহা সপ্রমাণ কর। যে প্রহার করে তাহার বল অধিক, না, যে প্রহার সহ্য করিতে পারে তাহার বল অধিক?—যে সহ্য করিতে পারে তাহারই বল অধিক। লোকে আপনার সুখের নিমিত্তই সকল কাজ করে না। যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া মৃত্তিকাতে বৃক্ষবীজ রোপণ করে, সে স্বয়ং সেই বৃক্ষের ফলভোগ করে না। তাহার পুত্র পৌত্রাদি ঐ বৃক্ষের ফল খাইয়া থাকে। তোমাদিগের এই সহিষ্ণুতার ফলও

পরবর্ত্তী পুরুষে ভোগ করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মনুষ্যের আয়ু দীর্ঘ ছিল। যে তপস্যা করিত, সেই স্বয়ং বর লাভ করিত। কলিযুগে মনুষ্যের আয়ু খর্ব্ব হইয়াছে। এখন পাঁচ সাত দশ পুরুষ ধরিয়া তপস্যা না করিলে তপঃ সিদ্ধি হইতে পারে না। তাহার পরবর্ত্তী পুরুষেরা সেই তপঃ সিদ্ধির ফল লাভ করিতে পায়। কলিযুগের এই পরম মাহাত্ম্য। কলিযুগ এই জন্যই অন্যান্য যুগ অপেক্ষা প্রধান। কলিযুগের ধর্ম্ম প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম।"

২। *গ্রীক স্বদেশ ভক্ত লিওনিডাস।*

পারস্যের রাজা জরাক্সিস্ ২০ লক্ষ সৈন্য এবং ১০০০ যুদ্ধ জাহাজ লইয়া ক্ষুদ্র গ্রীস দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। উত্তর গ্রীসের কয়েকটী সহরের অধ্যক্ষগণ পারস্যরাজকে দেশের মৃত্তিকা ও জল উপহার পাঠাইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এথেন্স এবং স্পার্টা প্রমুখ অন্য কয়েকটি সহরের নাগরিকেরা অধীনতা স্বীকার করিলেন না। স্পার্টার রাজা লিওনিডাস তিন শত স্পার্টার যোদ্ধা লইয়া ইটা পর্ব্বতের থার্ম্মাপিলি নামক গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক স্পার্টায়ের সহিত একজন 'হেলট' বা দাস ছিল। জন্মভূমির রক্ষার জন্য মনোনীত এই তিন শত বীর আপনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পূর্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করাইয়া স্পার্টা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। ফোসীয় এবং থেসালীয় কতক সৈন্য লিওনিডাসের অধীনে থার্ম্মাপিলিতে যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হইলে তথায় মোট গ্রীক যোদ্ধা চারি হাজার হয়। ঐ গিরিসঙ্কটের রক্ষার জন্য একটী প্রাচীন দেওয়াল ছিল; লিওনিডাস উহা মেরামত করিলেন। ঐ পথ ভিন্ন পারসীকদিগের দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার অন্য পথ ছিল না।

অগণ্য পারসিক সেনা উপস্থিত হইল। একজন পারসিক সেনাপতি অগ্রসর হইয়া গিয়া গ্রীকদিগকে অস্ত্রত্যাগ করিতে বলিলে, লিওনিডাস

হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কাছে আসিয়া লইয়া যাউন না কেন!" দুই দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইল। গ্রীকদিগের বর্শা লম্বা; সঙ্কীর্ণ স্থানে অধিক পারসিক একত্রে ঢুকিতে পারে না; গ্রীকেরা অবিশ্রান্ত কুস্তির অভ্যাসে ক্ষিপ্রতর এবং অধিকতর বলবান; আবার উহারা স্বদেশভক্তিতে পূর্ণভাবে পরিষিক্ত ও একান্তই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভৃতিভুক পারসিক সৈন্যেরা যতবারই উহাদের উপর ধাওয়া করিল ততবারই তাহাদের কতক হতাহত হইল; এবং অবশিষ্টেরা দেওয়ালের নিকট হইতে বিতাড়িত হইল। কোন বিশ্বাসঘাতক গ্রীক (গ্রীসে যখন স্বদেশ ভক্তির এমন পরাকাষ্ঠা তখনও এরূপ নীচাশয় মাতৃ-ভূমি-দ্রোহির জন্ম হইয়াছিল! স্বদেশ-ভক্ত-শ্রেষ্ঠ ইংরাজের এবং জাপানীর ভিতরই এরূপ পাপাত্মাদের আবির্ভাব এ পর্য্যন্ত হয় নাই) প্রচুর অর্থলোভে পারসিকদিগকে পর্ব্বতের উপর দিয়া একটী গুপ্তপথের সংবাদ দিল। ঐ পথ রক্ষা করার ভার ফোসীয়দিগের উপর ছিল। উহারা পাহারার কর্ত্তব্য ভুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিল; পারসিকেরা উপস্থিত হইতেই উহারা ভয়ে পলাইয়া গেল—কোন বাধা দেওয়াই হইল না। সেই রাত্রে বহুসংখ্যক পারসিক যোদ্ধা সেই পথ দিয়া পর্ব্বত পার হইল। প্রাতঃকালে লিওনিডাস দেখিলেন যে দূরে উচ্চ পর্ব্বত গাত্রে অগণ্য শত্রু সৈন্যের শাণিত অস্ত্রে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইতেছে। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে উহাদের ঐ দুর্গম ও একান্ত বক্রপথে তাঁহার সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া পড়িতে উহাদের প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত লাগিবে। তিনি তখন মিত্র রাজ্যের যোদ্ধাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু চারি শত থীবীয়, সাত শত থেসলীয় এবং মাইসীনি নগরের তিনশত যোদ্ধা মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও ঐ তিনশত স্পার্টিয়েরই সহিত রহিয়া গেল; বিংশতি লক্ষ শত্রুর দুই দিক হইতে আক্রমণ সহ্য করিবার জন্য মোট চৌদ্দশত যোদ্ধার অধিক তথায়

রহিল না। হর্কুলিস গোষ্টিভুক্ত স্পার্টিয় রাজবংশীয় আরও দুইজন লোক লিওনিডাসের সহিত ছিলেন। লিওনিডাস উহাদের স্পার্টায় তাঁহার পত্র লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। একজন উত্তর দিলেন "আমি জন্মভূমি হইতে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছি—চিঠি বহিবার জন্য নয়!" অপর ব্যক্তি বলিলেন "স্পার্টা শুধু জানিতে চাহে যে তাহার সন্তানেরা যুদ্ধে মরিয়াছে, কিন্তু পশ্চাৎপদ হয় নাই। পত্র পাঠানর কোন প্রয়োজন নাই।" একজন ফোসীয় বলিল "শত্রুপক্ষে এত ধনুর্দ্ধর আছে যে তাহাদের তীরে সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে।" একজন স্পার্টিয় উত্তর করিল, "সে ত ভালই; ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় সুখে যুদ্ধ করা যাইবে!" দুইজন স্পার্টিয়-যোদ্ধার চক্ষের ব্যারাম হইয়াছিল। একজন অপর এক ব্যক্তির সাহায্যে বর্ম্ম পরিধান করিয়া লইয়া শ্রেণীর মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "শত্রুর মুখ দেখিবার দরকার কি? চক্ষু বুজিয়া সামনে বর্ষার খোঁচা জোরে চালাইয়া দিলেই শত্রু বিদ্ধ হইবে!" আরিষ্টডিমাস্ নামক আর এক ব্যক্তি চলৎ শক্তি রহিত ছিল। যে মিত্র সৈন্যদল থার্ম্মাপিলি হইতে ফিরিয়া গেল তাহাদের সহিত তাহাকেও ডুলি করিয়া পাঠান হয়। স্পার্টায় ফিরিয়া গেলে "কাপুরুষ" ভিন্ন অন্য কোন শব্দ তাহার কর্ণ গোচর হয় নাই; কেহই তাহার সহিত কথা কহিত না; তাহাকে দেখিলে লোকে সরিয়া যাইত। শরীর একটু সুস্থ হইলে প্লাটীয়ার যুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম লাইনে আরিষ্টডিমাস্ বহু শত্রু নাশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তবে তাঁহার দেহ স্বদেশভক্ত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্পার্টিয়দিগের চক্ষে "স্পর্শযোগ্য" বলিয়া বিবেচিত হয়। মিত্র রাজ্যের সৈন্যগণ চলিয়া গেলে লিওনিডাস অবশিষ্ট গ্রীকদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করিয়া লইতে আদেশ দিলেন এবং বলিলেন "বন্ধুগণ! আমরা সকলেই আজ রাত্রে যম রাজার সহিত একত্রে প্রীতিভোজে বসিব।"—এ পর্য্যন্ত

দেওয়ালের আড়াল হইতে যুদ্ধ করায় গ্রীকসৈন্য অধিক সংখ্যায় হতাহত হয় নাই। এইবার পারসিক সৈন্য দুই দিক দিয়া আসিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই লিওনিডাস্ দেওয়ালের বাহিরে গিয়া সৈন্যগণকে দলবদ্ধ করিলেন এবং অবিলম্বেই সম্মুখস্থ পারসিক সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। গ্রীকদিগের তখন মৃত্যু স্থির। উহাঁদের তখন একমাত্র চেষ্টা যে এত বিপক্ষ সৈন্য ঐ যুদ্ধে নাশ হয়, যে শত্রু সৈন্যে গ্রীকদিগের সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক জন্মিয়া যায়। গ্রীকদিগের আক্রমণ পারসিকেরা প্রতিরোধ করিতে পারিল না; কিন্তু পশ্চাতে নিজেদের অগণ্য সৈন্যের চাপে পলাইতেও পারিল না; গ্রীক হস্তে পারসিকদিগের ভীষণ হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। পারসিক সৈন্যাধ্যক্ষেরা পশ্চাতে থাকিয়া চাবুক মারিয়া সৈন্যদিগকে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছিল—আপনারা অগ্রসর হইয়া নেতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। দুইজন পারসিক রাজপুত্র সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে অগ্রসর হইলে অবিলম্বেই হত হইলেন। এই সময়ে গ্রীকদিগের পশ্চাতে পারসিক সৈন্য আসিয়া পড়িল। স্পার্টীয় এবং থেসালীয়েরা একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর গিয়া দাড়াইল এবং তথায় একে একে রণশয্যায় শয়ন করিল। হতাবশিষ্ট থীবীয়েরা এই সময়ে অস্ত্রত্যাগ করায় পারস্যরাজ তাঁহাদের জীবন দান করিলেন; কিন্তু ঘৃণাপূর্ব্বক উহাদের কপালে লোহা পোড়াইয়া দাগ দিবার আজ্ঞা করিলেন। কথিত আছে যে সর্ব্বশুদ্ধ ২০ হাজার পারসিক সেনা থার্ম্মাপিলিতে বিনষ্ট হয়। গ্রীকদিগের বারশত হত হয়। তন্মধ্যে তিনশত স্পার্টীয়ের দৃঢ়তায় অনুপ্রাণিত হইয়াই অপরে যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া ঐ "তিনশত গ্রীকেরই" উল্লেখ সর্ব্বত্র হইয়া থাকে।

প্লাটীয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পারসিকেরা গ্রীস পরিত্যাগ করিলে

স্পার্টার ঐ তিনশতের নাম খোদাই করিয়া একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং থার্ম্মাপিলিতে কয়েকটী জয়স্তম্ভ এবং লিওনিডাসের উদ্দেশে তাঁহার নাম অনুসারে (লিও—সিংহ) একটী প্রকাণ্ড সিংহের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সকল কালে লয় পাইয়াছে। কিন্তু থার্ম্মাপিলির স্মৃতি পৃথিবীতে দুর্ব্বল শক্তিগুলিকে অতিশয় প্রবলের বিরুদ্ধেও স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করিতেছে। অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে সুইজারলণ্ড এবং স্পেনের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ঐ ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিল।

৩। *প্রার্থনা পূরণ*

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও কাপালিক।

যখন মহীশূরের অন্তর্গত শ্রীপর্ব্বতে জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বনাচারী তান্ত্রিক ও ভ্রষ্ট বৈষ্ণবদিগকে শুদ্ধাচারী এবং নিষ্কাম হইতে এবং এক নিত্য বস্তুতে বদ্ধলক্ষ্য হইতে উপদেশ দিতেছিলেন তখন উগ্র ভৈরব নামক একজন কাপালিক (নর-কপাল ধারী শৈব তান্ত্রিক) এক রাত্রিতে তাঁহার নিকট গোপনে কথা আছে বলিয়া শিষ্যদিগের অনুমতি লইয়া আসিয়াছিল। কাপালিক বলে যে সে মহাদেবের প্রত্যাদেশ পাইয়াছে যে কোন রাজার বা জীবন্মুক্ত পুরুষের মস্তক দ্বারা হোম করিলে তাহার অক্ষয় শিবলোকে বাস ঘটিবে; রাজার মস্তক প্রাপ্তি অসম্ভব; জীবন্মুক্ত পুরুষেরও দর্শন ইতিপূর্ব্বে সে পায় নাই; এক্ষণে ভাগ্যগুণে পরিব্রাজকাচার্য্যের আগমন হইয়াছে; তিনি পরোপকার জন্য যদি দধিচি মুনির অনুকরণে স্বীয়-মস্তক দান করেন তাহা হইলেই তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।—কাপালিক আচার্য্যদেবের পদতলে পড়িয়া এই প্রার্থনা করিলে তিনি বল্লেন যে নশ্বর শরীরে যদি উহার কোন উপকার হয়, তাহা দানে তাঁহার আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহার একান্তভক্ত শিষ্যগণ সর্ব্বদা সাবধানে তাঁহার রক্ষা করিতেছে; উহাদের মধ্য দিয়া সহজে আসা বা নিরাপদে মস্তক

লইয়া যাওয়া একেবারেই অসম্ভব : তবে যখন শিষ্যেরা স্নানাদির জন্য অন্যত্র যাইবে তখন তিনি গোপনে একটা ঝোঁপের মধ্যে গিয়া নির্ব্বিকল্প (যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের পার্থক্য বোধ থাকে না) সমাধিস্থ হইবেন, তখন তাঁহার মস্তক কাটিয়া লইয়া যাওয়ার সুবিধা হইবে। কাপালিক উক্তরূপ ব্যবস্থা মত পরদিন বস্ত্র মধ্যে খড়্গ গোপনে লইয়া নির্দ্দিষ্ট ঝোপের মধ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকে সমাধিস্থ দেখিয়া মস্তক কাটিয়া লইবার জন্য যেই খড়্গ উত্তোলন করিল তখনই সনন্দন নামক একজন ভক্ত শিষ্য তাহার পশ্চাৎ হইতে হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং ঐ খড়্গ ছিনাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা কাপালিককে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সনন্দন আচার্য্যকে স্বস্থানে দেখিতে না পাইয়া এবং দূর হইতে কাপালিককে দেখিয়া দ্রুতপদে ঝোপের নিকট আসিয়াছিলেন। বহুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সমস্ত অবগত হইয়া সনন্দনকে প্রাণী বধ করার দোষ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন ; উহার প্রশংসা করিলেন না।

৪। গুরুদক্ষিণা ধারবঙ্গ।

দ্বারবঙ্গর রাজের পূর্ব্বপুরুষ ৺মহেশ ঠাকুর সরল চিত্ত এবং সুপণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন। রঘুনন্দন নামে (কাহার মতে রাজা বীরবল) মহেশ ঠাকুরের এক অতি তীক্ষ্ণধী ছাত্র ছিল। কথিত আছে একদিন অধ্যাপক তন্ময় হইয়া প্রিয়তম মেধাবী ছাত্রটীকে পাঠ বলিয়া দিতে দিতে বেলা প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; আহারের কথা মনেই হয় নাই। অধ্যাপক-পত্নী বিরক্ত হইয়া বলেন, "এরূপে প্রাণ বাহির করিয়া পড়াইয়া কি হইবে ; তোমাকে কেহ কি এজন্য রাজা করিয়া দিবে ?" এই কথায় ছাত্রের মনে আঘাত লাগিল এবং উহা স্মরণে রহিল। অনেক দিন পরে মোগল সম্রাট আকবর উক্ত ছাত্রের অদ্ভুত ধীশক্তি ও বিজ্ঞাবত্তায় এবং

কোন বিশেষ সাহসের কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে দ্বারবঙ্গ জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী হুটি পরগণা দান করেন। ছাত্র ঐ সম্পত্তি পাইয়া চিরাভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিবার উপায় হইল, ইহাই বুঝিলেন এবং উহা গুরুদেবকেই প্রদান করিলেন। বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গ রাজ্যের ইহাই মূলভিত্তি।

৫। আমিত্ব *পরমহংসদেবের কথা।*

বাছুর জন্মিয়া বলে "হাম্ হায়", অর্থাৎ "আমি আছি!" এই "হাম্" বা "আমি" বলাতে তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তে এঁড়ে গরুকে লাঙ্গল চষিতে হয়, গাড়ী টানিতে হয়, নাক ফুঁড়িয়া দেওয়া হয় এবং পৃষ্ঠে কশাঘাত নিয়তই সহ্য করিতে হয়! আর বক্‌নাকে ঐ "আমি" বলা পাপের জন্য নিজের শরীরের রক্তকে দুগ্ধ করিয়া দিতে হয়, শেষে না দিতে পারিলে পিঁজরাপোলে যাইতে হয়। মরিয়া গেলেও তাহার নিস্তার নাই। তখন উহার চামড়া খুলিয়া লইয়া মানুষে জুতা করিয়া পরে; কেহবা বাদ্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ইচ্ছামত চপেটাঘাত করে। তবুও "আমি" বলার পাপ যায় না! তাহার পর উহার নাড়ী বা অন্ত্র বাহির করিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া, তাঁত করাইয়া, যখন ধুনুরিরা তুলা ধুনিবার যন্ত্রে বাঁধিয়া মুগুর দিয়া উহাতে আঘাত করিতে থাকে, তখন বলে "না না-তুঁহুঁতুঁহু।" অর্থাৎ "হে ঈশ্বর! আমি আর নাই। তুমিই সব।"

মানুষেরও হৃদয়ে ঘা না পড়িলে "তুমি" বলে না।

৬। ভীরু অপবাদ *বাঙ্গালীর।*

বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিলে যে একটুও সাহস থাকে না এ কথা যাহারা বলেন তাঁহারা একান্তই স্থূলদর্শী।

(১) এই দেশের সামান্য লোকে লাঠি হাতে জঙ্গল ঠেঙ্গাইয়া বাঘ তাড়াইয়া বাহির করিলে তবে বড় বড় শিকারীরা হাতীর উপর হইতে বা মাচানের উপর হইতে রাইফল বন্দুকে "একস্‌প্লোসিভ বুলেট" দিয়া শিকার করেন!

(২) এই দেশের লোকেই ঝড় ঝাপটার দিনেও—ষ্টীমার, জাহাজ নয়—সামান্য মোচার খোলার ন্যায় নৌকা পদ্মায় চালায়; সমুদ্র মধ্যে মাছ ধরে।

(৩) এই দেশের লোকেই জঙ্গল বেষ্টিত পর্ণ কুটীরে অথবা বৃক্ষতলে সাপের খোলস দেখিয়াও নির্ভয়ে নিদ্রা যায়—অন্ধকার রাত্রে খালি পায়ে জঙ্গল পথে চলে। লণ্ঠন এবং হাঁটু পর্য্যন্ত বুট জুতার সাহায্যে তাহাদিগকে সাহস প্রদীপ্ত করিতে হয় না।

(৪) এই দেশের লোকেই অসঙ্কুচিতভাবে প্লেগ, বসন্ত এবং ওলাউঠা রোগীর সেবা করে; ভয় পায় না।

(৫) "হরি মধুসূদন" বলিতে বলিতে অক্ষুব্ধচিত্তে, অকম্পিত পদক্ষেপে কেবল বাঙ্গালীকেই ফাঁসিকাঠের নিকট যাইতে দেখা যায়;—"আমায় ছুঁয়োনা, আমি নিজেই ফাঁসি পরিতেছি" বলিয়া প্রার্থনা করিতে শুনা যায়।

(৬) ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ফরাসিডাঙ্গার বাঙ্গালী ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে সরলভাবে ব্যবহৃত হইয়া শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন—মেসোপোটেমিয়ার বাঙ্গালী পল্টনের সেরূপ সুযোগ হয় নাই।

* (৭) বিশপ হিবার তাঁহার "জার্ণালে" (১৮২৭) লিখিয়াছিলেন।—বিহার এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতেই সিপাহী রেজিমেণ্টের সৈন্য সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু লর্ড ক্লাইভ যে ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া সেরূপ আশ্চর্য্য

*The sepoy regiments are always recruited from Behar and the Upper Provinces. Yet the little army with which

কাণ্ড করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালা দেশ হইতেই সংগৃহীত। মনুষ্য চরিত্র অনেকেরই অবস্থা এবং শিক্ষা দ্বারা গঠিত হয়।

* (৮) মিঃ ওয়াল্টার হ্যামিল্টন তাঁহার গেজেটীয়ারে লিখিয়াছিলেন (১৮১৫) :—"ইহা স্মরণে রাখা উচিত যে আমাদের ভারত সম্বন্ধীয় সামরিক ইতিহাসের প্রথমাংশে উহারাই (বাঙ্গালীরা) প্রধানতঃ অনেকগুলি ব্যাটালিয়নে ছিল এবং সাহসী এবং ক্ষিপ্রকর্ম্মী যোদ্ধা বলিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

বাঙ্গালীকে ভীরু মনে করিয়া এক রেজিমেণ্টও বাঙ্গালী সিপাহী না রাখায় একটা গূঢ় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। মহাযুদ্ধের সময়ে প্রস্তুত বাঙ্গালী সৈন্য মেসোপোটেমিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু যুদ্ধ শেষে উহাদের দলভঙ্গ (ডিসব্যাণ্ড) করা হইয়াছে। সামরিক শিক্ষায় এবং কাওয়াজে এক জোটে কার্য্য করিতে অভ্যাস করার এবং পিঠ সোজা এবং বুক চওড়া করে। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষায় জর্ম্মাণ জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা শারীরিক উপকারিতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

৭। ব্রাহ্মণ্য তেজ — পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্র কর্ম্মচারিগণের উপর বিষয় কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া অধিকাংশ সময়ই শাস্ত্রালাপে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে কাটাইতেন।

Lord Clive did such wonders was recruited chiefly from Bengal. So much are all men the creatures of circumstances and training.

* It should not be forgotten that at an early period of our military history in India, they almost formed several of our battalions and distinguished themselves as brave and active soldiers.

স্মার্ত্ত পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। উহার সহিত এক দিবস শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে রাজা কোন অনৃত বাক্য বলিয়া ফেলিলে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া লক্ষ্মীকান্ত রাজাকে কটূক্তি করিয়া ফেলেন। রাজা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া লক্ষ্মীকান্তকে অপমান করিয়া বিদায় দেন। ইহার পর লক্ষ্মীকান্ত নবদ্বীপে গিয়া আপনার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে রাজার কোন কারণে প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে এ সকল কার্য্যে তাঁহার পুরোহিত লক্ষ্মীকান্তই ব্যবস্থা দিতেন। কিন্তু রাজা এবারে অন্যত্র ব্যবস্থা লইয়া কার্য্য শেষ করিলেন। প্রায়শ্চিত্তের বৈধ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিলেন বটে, কিন্তু রাজার চিত্তে শান্তিলাভ হইল না। সহসা তাঁহার মনে হইল যে মহাপণ্ডিত ও পবিত্র চরিত্র কুলপুরোহিতের ব্যবস্থা ব্যতীত তাঁহার চিত্তে শান্তি হইবে না। তখন ব্যবস্থা জানিয়া লইবার এবং অনুনয় পূর্ব্বক লক্ষ্মীকান্তকে আনিবার জন্য মন্ত্রীকে পাঠাইলেন। লক্ষ্মীকান্ত বলিলেন, "তৃষ্ণাতুর জলের নিকট যায়; জল তৃষ্ণাতুরের নিকট যায় না।"

মন্ত্রীর নিকট তেজস্বী পুরোহিতের উক্তি শুনিয়া রাজার চমক ভাঙ্গিল এবং অনুতাপ জন্মিল। পরদিন নবদ্বীপে গমন করিয়া যথাবিহিত স্নানাদি করিয়া রাজা আর্দ্রবস্ত্রেই পুরোহিতের নিকট গমন করিলেন। পুরোহিত তখন অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন; রাজাকে দেখিয়াও পাঠ থামাইলেন না। রাজা গললগ্নিকৃতবাসে এবং যুক্তকরে লক্ষ্মীকান্তের পার্শ্বে যাইয়া নিঃশব্দে অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন। অধ্যাপনা শেষ হইলে লক্ষ্মীকান্ত রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাবে বুঝিয়াছি তুমি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাও।"

রাজা তখন বাষ্পাকুলিত নেত্রে এবং গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,

"হাঁ ঠাকুর! আমি সকল কৃত-পাপেরই প্রায়শ্চিত্তপ্রার্থী।"

লক্ষ্মীকান্ত উত্তর করিলেন "এখন তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়া আসিয়াছে। এবারে শান্তি পাইবে।" রাজা তাঁহার ব্যবস্থামত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রকৃতই শান্তি পাইলেন।

৮। সদাশয়তা — হারুণ অল রসিদ।

বোগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রসিদ এক সময়ে কতকগুলি ভীল লোক নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ অন্ধ কবি আবুল আতাহাইয়াও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহারের পর খলিফা অন্ধ কবিকে কবিতা শুনাইতে অনুরোধ করিলে তিনি যে কবিতার আবৃত্তি করেন তাহার মর্ম্ম এই যে, "এ সংসার অসার; তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন? মৃত্যু যখন আসিয়া মস্তকের নিকট দাঁড়াইবে, তখনই এ বিশ্বলীলা কতকটা বুঝিতে পারিবে। ভোগ বিষয়াসক্ত মানব ইহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না।" খলিফা কবিতার ভাব উপলব্ধি করিয়া বিষন্ন হইলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল। মন্ত্রী খলিফার এইরূপ ভাব দেখিয়া আতাহাইয়াকে বলিলেন "আর কি কোন কবিতা আপনার ছিল না? খলিফা আপনার কবিতা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবেন বলিয়াই আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।" হারুণ-অল-রসিদ মন্ত্রীকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "কবিবরকে কিছু বলিও না। তিনি অন্ধের কষ্ট বুঝেন সেইজন্য, আমি প্রকৃত বিষয়ে অন্ধ হইয়া থাকি, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়।"

৯। ধর্ম্মের ভাণে অধর্ম্ম বুদ্ধি — সেকরার।

পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন কোন স্বর্ণকার গলায় মালা, কপালে

কৌটা, হাতে হরিনামের ঝোলা সর্ব্বদা রাখিত। উহাকে ভক্ত বৈষ্ণব বুঝিয়া অনেকেই উহার দোকানে কাজ দিত ও তৈয়ারী জিনিব খরিদ করিত। খরিদ্দারেরা দোকানে আসিলেই কারিকরদিগের "কেশব কেশব, গোপাল গোপাল, হরি হরি, হর হর"—ধ্বনি শুনিতে পাইত। সকলেই মনে করিত ইহারা খুব ভাল লোক। এখানে কোনরূপ প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা এই :—যে বলিল, "কেশব"! "কেশব"! তার মনের ভাব ; "এ সব (খদ্দের) কে ?" যে বলিল, "গোপাল! গোপাল!" তার অর্থ "আমি এদের নেড়েচেড়ে দেখলুম এরা সব গোরুর পাল।" যে বলিল, "হরি! হরি!"—তার মতলব "যদি গরুর পালই হয়, তবে হরি, অর্থাৎ চুরি করি!" সে বলিল, "হর! হর!" তার মানে, "তবে হরণ কর, এরা ত গোরুর পাল!"

১০। করমেতি বাই — ভক্তিরস।

পশ্চিম দক্ষিণ ভারতে 'খড়েলা' গ্রামে পরশুরাম নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তিনি সেখানকার রাজার পুরোহিত ছিলেন। পরশুরামের 'করমেতি' নামে এক পরমা রূপবতী এবং গুণবতী কন্যা জন্মিয়াছিল। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার এবং ভক্তিপূর্ণ পরিবার মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ায় সৌভাগ্যে করমেতির হরিভক্তি জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তনে, রূপ-ধ্যানে এবং গুণ-লীলা-চিন্তনে দিবা নিশি রত থাকিয়া করমেতি সংসারের সকল বস্তুই ভুলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে বালিকার বিবাহ হইয়াছিল। ক্রমে প্রাপ্তযৌবনা করমেতিকে পতিগৃহে লইবার জন্য শুভদিন দেখিয়া লোক আসিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ ঘোর-বিষয়ী স্বামীর নিকট যাইতে করমেতির একান্ত

অনিচ্ছা হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। গভীর রাত্রে গোপনে পলায়ন করিবার জন্য করমেতি দ্বিতীয় তলের শয়ন গৃহ হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া দেখিলেন যে দ্বার অপর দিক হইতে বন্ধ। তিনি ভাবের আবেগে "কৃষ্ণ হে! তুমি যা কর" এই বলিয়া বারাণ্ডা হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। ঐরূপ পতনে প্রাণের আশঙ্কাও ছিল এবং হাত পা খোঁড়া হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ছিল কিন্তু ভগবৎ কৃপায় করমেতির কিছুমাত্র বেদনা অনুভব হয় নাই।

সেই গভীর রাত্রে করমেতি বৃন্দাবনোদ্দেশে প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন।

প্রভাতে করমেতির জন্য চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ হইতে লাগিল কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

শেষে পরশুরাম রাজসকাশে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। কুল-পুরোহিতের সাহায্যে রাজা তৎক্ষণাৎ বালিকার অন্বেষণে বহুলোক নানা দিগ্‌দেশে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে করমেতি অজ্ঞাতপথে একমাত্র কৃষ্ণনাম সম্বল করিয়া চলিতে চলিতে বেলা দ্বিপ্রহরে এক প্রান্তরের মধ্যস্থলে পৌঁছিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন কয়েকজন লোক তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। সেখানে লুকাইবার ঝোপ জঙ্গল কিছু ছিল না। তিনি কম্পিত কলেবরে দৌড়িতে দৌড়িতে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" এই মহা মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, একটি মৃত উষ্ট্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার ভিতরের মাংসাদি বিগলিত ও নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল; কেবল শুষ্ক চর্ম্ম মাত্র অস্থিপঞ্জরের আশ্রয়ে একটি গহ্বরের ন্যায় পড়িয়াছিল। করমেতি সেই পূতিগন্ধযুক্ত চর্ম্ম বিবরে প্রবেশ করিলেন।

তথায় তিনি তিন দিন একাগ্রে হরি স্মরণের আনন্দে থাকায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুর্গন্ধ কিছুই অনুভব করেন নাই। যে অবস্থায় প্রিয়তমের জন্য দুঃসহ দুঃখও সুখ বলিয়া মনে হয় তাহাকেই রসশাস্ত্রে রাগ কহে।

রাজভৃত্যেরা কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেলে, করমেতি সেই উষ্ট্রগর্ভ হইতে বাহির হইলেন, এবং ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। তথায় ব্রহ্মকুণ্ডতীরে নির্জ্জন বন মধ্যে বসিয়া তিনি সানন্দে নিরন্তর কৃষ্ণনামরস পান করিতে লাগিলেন।

পরশুরামও কন্যা করমেতিকে অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন কিন্তু বহু অন্বেষণ করিয়াও প্রাণপ্রতিমা কন্যার দর্শন পাইলেন না। তখন একদিন হতাশপ্রায় হইয়া বনের একটি অত্যুচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করতঃ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি সহসা দেখিতে পাইলেন, নিবিড় বনস্থলে বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্না হইয়া করমেতি বসিয়া আছেন। ত্বরিতপদে নিকটে যাইয়া দেখিলেন, ধ্যানমগ্না করমেতির বাহ্যজ্ঞান নাই; চক্ষে দরদরিত প্রেমধারা প্রবাহিত হইতেছে; অলৌকিক জ্যোতিতে সেই গহন বন যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে! পরশুরাম তাঁহাকে মূর্ত্তিমতি ভক্তিদেবী বলিয়া মনে করিয়া ভাব-কম্পিত কলেবরে সেই কন্যাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ফেলিলেন!

বহুক্ষণ পরে করমেতির বাহ্যজ্ঞান হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র সম্মুখে পিতাকে দেখিয়া তিনি প্রণাম করিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। পিতা কহিলেন—"মা! গৃহে চল। তোমার বনে থাকিবার প্রয়োজন কি?" করমেতি গৃহে কোন মতেই ফিরিলেন না।

কয়েকদিন বৃথা চেষ্টার পর গৃহে আসিয়া আত্মীয় স্বজন ও নরপতির নিকট পরশুরাম আনুপূর্ব্বিক সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন।

পরশুরামের মুখে করমেতির বৃত্তান্ত শুনিয়া, নরপতি তাঁহাকে দেখিতে

বৃন্দাবনে গমন করিলেন। করমেতী একাকিনী যমুনা তীরে বসিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন; প্রেমে তাঁহার আঁখি ঝরিতেছে। ইহা দেখিয়া ভূপতি ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। করমেতিও মস্তক আনত করিয়া প্রণতি করিলেন। রাজা করমেতির গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন জন্য নানারূপ স্তুতি মিনতি করিলেন; কিন্তু করমেতি দীনভাবে মৌনী থাকিয়া ঐ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

রাজা তখন করমেতির জন্য ব্রহ্মকুণ্ডের কিছু দূরে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত কুটীর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে সে বিষয় অবগত হইয়া করমেতি কহিলেন—"আমার কুটীরের কোন প্রয়োজন নাই, বৃক্ষতলে আমি সুখে আছি। বিশেষতঃ কুটীরের জন্য মৃত্তিকা খননে যে অসংখ্য জীব-হিংসা হইবে, তাহাতে আমি আন্তরিক ব্যথা পাইব।"

এরূপ ভগবদ্ভক্তি, এরূপ জীবে দয়া পবিত্র ভারতভূমি ভিন্ন আর কোন দেশে সম্ভবে না।

রাজা কিন্তু বাধা মানিলেন না। ভজনকুটীর অবিলম্বে প্রস্তুত হইল; রাজার কাতর প্রার্থনায় করমেতি অগত্যা তাহা ব্যবহার করিতে অঙ্গীকার করিলেন। বৃন্দাবনে সেই ভক্ত-কুটীর আজও আছে। উহাতেই থাকিয়া ভক্তিমতী করমেতি সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অল্পদিনেই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সত্যধামে গমন করিলেন।

১১। অহিংসকের আত্মরক্ষা

পরমহংসদেবের গল্প।

এক সময়ে কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ সর্ব্বভূতে সমদর্শী ব্রাহ্মণ জঙ্গল দিয়া যাইতেছিলেন। একটা প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ তাঁহার দিকে তাড়া করিয়া আসিল; কিন্তু নিকটে পৌঁছিয়া ব্রহ্মতেজে অভিভূত হইয়া ফণা নত

করিল। সর্পের উপরে তাঁহার স্নিগ্ধ স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কিরে ? কামড়াবি নাকি ?" প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে সর্প উত্তর করিল, "আজ্ঞে না ; আপনার শিষ্য হইব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "মন্ত্রগ্রহণে অনেক নিয়ম পালন করিতে হয় ; ধীরভাবে সকল কর্ত্তব্যকার্য্য করিতে হয় এবং সর্ব্বদা নিত্য বস্তুর উপর লক্ষ্য রাখিয়া লোভ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হয়।" সর্প সে সমস্তই করিতে অঙ্গীকৃত হইলে ব্রাহ্মণ মন্ত্র দিয়া চলিয়া গেলেন।

সর্প একাগ্রভাবে মন্ত্র জপ এবং অহিংসা ধর্ম্মগ্রহণে নিরীহভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে তাহার আবাসস্থানের চতুঃপার্শ্বের লোকেরা তাহার জন্য ঐ জঙ্গলে ঢুকিতে কখন সাহস করিত না। এক্ষণে উহার শান্তভাব প্রচার হইয়া পড়ায় অনেকেই আসিয়া ঐ জঙ্গল কাটিয়া লইয়া যাইতে লাগিল ; সর্পের আহার্য্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িল ; এমন কি জঙ্গলে আসিয়া দূরবর্ত্তী গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা সর্পকে প্রহার করিতে এবং তাহার বিবর খুঁড়িয়া উৎখাত করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ আর একবার ঐ দিকে আসিলে সর্প নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন সেই প্রকাণ্ড শরীর আছে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত ; সর্প একান্তই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসায় সর্প তাহার সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমার এবং অহিংসার জন্য ছেলেদের হস্তে দুর্দ্দশার কথা বলিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি কামড়াইতে বারণ করিয়াছিলাম। ফোঁস করিয়া উঠিতে ত বারণ করি নাই।"

—কাহারও কখন মর্ম্মান্তিক ক্ষতি করিতে নাই। কিন্তু প্রাণরক্ষার জন্য সময়ে সময়ে তীব্র প্রতিবাদসহ ন্যায়পক্ষে শক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য প্রদর্শন করার আবশ্যক আছে।

* *

১২। সেবাধর্ম্ম বিস্‌মার্কের।

প্রিন্স বিস্‌মার্ক তাহার নিজের সমাধির উপরে কি লিখিত থাকিবে, তাহা বলিয়া গিয়াছিলেন। সেইরূপই পাথরে খুদিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

"এখানে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন
প্রিন্স বিস্‌মার্ক।
জন্ম—১লা এপ্রিল, ১৮১৫।
মৃত্যু—৩০শে জুলাই, ১৮৯৮।
সম্রাট প্রথম উইলিয়মের একজন বিশ্বাসী জর্ম্মণ চাকর।"

জর্ম্মাণির ইতিহাসাদি যদি কখন লুপ্ত হইয়া যায় এবং কয়েক হাজার বৎসর পরে কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ যদি এই প্রস্তর ফলকখানি ভূগর্ভ হইতে (এদেশের প্রাচীন তাম্রশাসনাদির ন্যায়) উদ্ধার করেন, তাহা হইলে হয়ত গবেষণা দ্বারা স্থির করিবেন যে ইনি কোন রাজার প্রিয় "খানসামা" ছিলেন।

সমাধির এই খোদিত লিপির প্রত্যেক শব্দই গভীর ভাব প্রকাশক। ইহা (১) প্রুসীয়ার রাজা যে তাঁহারই চেষ্টায় ও ব্যবস্থায় মহাপরাক্রান্ত সম্মিলিত "জর্ম্মণির সম্রাট" হইয়াছিলেন, তাহা মনে পড়াইয়া দেয়; (২) প্রুসীয়, সাক্‌সন, ব্যাভেরিয়ান, পোমারেনিয়ান (তিনি নিজে ঐ বিভাগবাসী ছিলেন) প্রভৃতি সকলেই যে "জার্ম্মাণ" নামে গৌরব বোধ করিতে তাঁহারই আমল হইতে আরম্ভ করিলেন তাহারও আভাষ আছে; (৩) তিনি যে সাধারণতন্ত্রী, সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতি দলের সহিত সহানুভূতিহীন এবং রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন এবং রাজার "চাকর" হওয়া একটা পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন—১৮৪৮ অব্দের রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ে যে তাঁহারই "বিশ্বস্ততায়" ও দক্ষতায় প্রুসীয় রাজমুকুট

রক্ষিত হয় সে কথাও স্মরণ করায়; (৪) সুদীর্ঘ ৮৩ বৎসরের জীবন কালের অধিকাংশ যাঁহার সহিত একযোগে অতি মহৎ জাতীয় একতা ও উন্নতি সম্পাদন কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেই মনের মত সহযোগী, সেই গুণগ্রাহী প্রভু এবং সেই অকপট মিত্র সম্রাট "প্রথম উইলিয়মের" নাম নিজের শেষ বিশ্রাম স্থানের উপর রাখিতে ইচ্ছা দেখায়।—পরে যে দুই সম্রাটের তিনি মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা উঁহার গুণ বুঝিতেই পারেন নাই। (৫) "চাকর ছিলাম আমার সেই উপযুক্ত প্রভুর—ইঁহারা কি সে আসনের যোগ্য—মানুষ চিনিতে পারিল না—আমার জীবদ্দশাতেই বাজে লোককে আমার আসনে বসাইল!" এইরূপ একটা অভিমান।—সেই জন্যই বিশেষ করিয়া বলা—"আমি সেই তাঁহার—তোমার পিতামহের—চাকর ছিলাম বলিয়াই মনে শ্লাঘা করি; তোমাদের চাকরী যাহা করিয়াছি, তাহা ধরি না।"

১৩। বৈরাগ্যের শিক্ষা বাল্‌খ রাজের।

বাল্‌খের রাজা ইব্রাহিম, সাধু ও ফকিরের সংসর্গেই অধিকাংশকাল ক্ষেপণ করিতেন।

একদিন তিনি সভাগৃহে বসিয়া আছেন এমন সময়ে তিনি দেখিলেন যে একজন উষ্ট্রপালক তাঁহার সম্মুখ দিয়া ছাদের উপরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উপরে যাইতেছ কেন?" উত্তর—"মহারাজ! উপরে আমার উষ্ট্র উঠিয়াছে তাই ধরিতে যাইতেছি।" রাজা কহিলেন, "ছাদের উপরে উষ্ট্র উঠিবার সম্ভাবনা কোথায়?" কোন কৃপালু ফকিরের শিক্ষা মত উষ্ট্রপালক কহিল, "রাজ-ঐশ্বর্য্যের সহিত বৈরাগ্য প্রাপ্তির বা স্বর্গে যাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?"

আর একদিন রাজা দেখিলেন কতকগুলি পথিক আসিয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহার প্রাসাদে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসায় তাহারা বলিল, "মহারাজ, এটাত পান্থশালা!" রাজা কহিলেন, "এযে আমার বাড়ী।" পথিকেরা বলিল, "আপনার পূর্ব্বে এ বাটীতে কি কেহ ছিল না? আপনার পিতা পরিজন? তাহার পূর্ব্বেও কি কেহ থাকিত না? তাঁহারা কি চলিয়া যান নাই? তবে এটা পান্থশালা নয় ত কি?"

একদিন রাজা মৃগয়া করিতে গেলে বনের মধ্যে এক ফকির তাঁহাকে বলেন "মহারাজ এমন মনুষ্যদেহ কি বৃথা পশুবধের জন্য সৃষ্ট?"

ফকিরদিগের কৃপাবশতঃ এইরূপ কথা সর্ব্বদা কর্ণগোচর হইতে থাকায় রাজার মনে ক্রমশঃ তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইতে থাকে।

অপর এক সময়ে কতকগুলি বিদেশী সাধুকে রাজা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাদের দেশে ভিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ সংযম পালিত হয়? তাহাতে ঐ সাধুরা বলেন যে, যেদিন ভিক্ষা পাওয়া যায় সেদিন সাধুরা ভগবানকে ধন্যবাদ করিয়া অর্দ্ধেক দান করেন এবং অর্দ্ধেক ভোজন করেন; ভিক্ষা অযাচিতভাবে না পাওয়া গেলে সে দিনটা উপবাসী থাকেন।

ইব্রাহিম অন্তঃকরণে তপস্বীর মত হইলেও রাজকার্য্যে প্রভুত্বের প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত হওয়ায় ক্রোধের হস্ত হইতে সহজে মুক্তি পান নাই।

একদা তাঁহার এক ভৃত্য তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়া ভাবিল "একবার শুয়ে দেখি।" সে ঐ নরম বিছানায় শুইবামাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়ে। রাজা তথায় আসিয়া ব্যাপার দেখিয়াই ক্রোধে হস্তস্থিত যষ্টির দ্বারা ভৃত্যকে তিনবার আঘাত করিলেন। ভৃত্য হাসিয়া উঠিল। রাজার জিজ্ঞাসায় এবং অভয়দানে ভৃত্য কহিল, "জাহাপনা! আমি অল্পক্ষণমাত্র এই শয্যায় শয়ন করাতে তিন ঘা লাঠি খাইলাম; হঠাৎ মনে হইল, যে

ব্যক্তি এই বিছানায় সর্ব্বদা শয়ন করে, না জানি তাহার জন্য কত মারেরই না ব্যবস্থা আছে।" লজ্জিত রাজা এইবার সুস্পষ্ট বুঝিলেন যে, জিনিষ পত্রে এবং প্রভুত্বেই মানুষকে অসন্তুষ্ট, কোপনস্বভাব এবং হীনচিত্ত করিয়া ফেলে। তিনি "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" ইহা স্থির বুঝিয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

১৪। সুসংযতের সদ্বিবেচনা — রাণাডে।

মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যখন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ ছিলেন, সেই সময়ে একদিন রেলগাড়ীতে আসিতে আসিতে নিজের প্রথম শ্রেণীর কামরা ছাড়িয়া তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বন্ধুদিগের সহিত কথোপকথন করিতে গিয়াছিলেন। মধ্যে এক ষ্টেশনে এক সাহেব প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াই তাঁহার আসবাবগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলে তিনি বিনা ওজরে সেগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীতেই উঠাইয়া লন। পরে সাহেব যখন জানিতে পারিলেন যে একজন হাইকোর্টের জজের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আইসেন।

ক্ষমাশীল ধীর প্রকৃতিক রাণাডে ইহার পর বন্ধুগণকে বলেন, "আমরা নীচজাতীয় নাম দিয়া সমাজের লোকদিগকে যে ঘৃণা করিয়াছি ও আজও করিতেছি ইহা তাহারই প্রায়শ্চিত্ত! ঐ নিম্নশ্রেণীয়দিগের দুঃখে যখন আমাদের সকলের প্রাণ কাঁদিবে—উহাদের ভাই বলিয়া বুঝিব—তখনই প্রবলের এরূপ ব্যবহারে আমাদের অসন্তুষ্ট হইবার অধিকার জন্মিবে।"

১৫। দোষগুণ — সংসর্গজ।

একজন ব্রাহ্মণ কোন স্থানে গমন করিতেছেন এমন সময়ে ঝড় জল

উপস্থিত হওয়ায় তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া নিকটস্থ এক চর্ম্মকারের দোকানেই ঢুকিয়া পড়িলেন। তথায় একটি শুকপক্ষী ছিল। সে আগন্তুককে দেখিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল—"দূরহ্ শালা!"

ব্রাহ্মণ ক্ষণকালও সে স্থানে না থাকিয়া দূরে গ্রামমধ্যে এক বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। সে গৃহেও একটি শুকপক্ষী ছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া পক্ষী বলিতে লাগিল—"আসুন মহাশয়! বসুন, বসুন! আজ আমার কি ভাগ্য!" ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন "এইমাত্র অপর এক শুকপক্ষীর মুখে কি অভদ্র কথাই শুনিয়া আসিলাম!" এবং তাহার পর যেন এই দ্বিতীয় শুকপক্ষীটীর উক্তি, এইভাবে ব্রাহ্মণ নিম্নলিখিত শ্লোকটীর রচনা করিলেন— মাতাপ্যেকো পিতাপ্যেকো

মম তস্য চ পক্ষিণঃ।
অহং মুনিভিরানীতং
স চানীতৈর্গবাশনৈঃ॥
অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি
গবাশনানাং সঃ শৃণোতি বাক্যং।
ন তস্য দোষো ন চ মে গুণৈর্বা,
সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥

অর্থাৎ আমাদের উভয়েরই পিতামাতা এক। আমাকে মুনিরা আনিয়াছেন, তাহাকে মুচিরা লইয়া আসিয়াছে। আমি মুনিদিগের বাক্য শুনিয়া থাকি, সে চর্ম্মকারদিগের কথোপকথন শুনিয়া থাকে। তাহার দোষ বা আমার গুণ নাই। দোষগুণ সংসর্গবশে জন্মিয়া থাকে। "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ" ইহা অতি প্রকৃত কথা। "হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।" হীনের সঙ্গে বাস করিলে মতি হীন হয়।

১৬। ভারত শিল্পকলা ডাঃ হাভেলের কথা।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের ইচ্ছা হইয়াছিল যে তাজমহলটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহার মর্ম্মর প্রস্তরগুলি বেচিয়া ফেলেন! উহার সৌন্দর্য্য তিনি উপলব্ধি করিতেই পারেন নাই। আগ্রার কেল্লা হইতে কতক শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তর নিলামে বেচিয়া যখন দেখিলেন যে বিক্রয়ে তেমন লাভ হয় না—ঐ অঞ্চলে তখনও টাটকা পাথর শস্তা—তখন তাজমহল বিক্রয়ের মতলব ছাড়িয়াছিলেন। এখন বৃটিশ অধিকারে তাজমহল, ইলোরা প্রভৃতি থাকা মহা গৌরবের বিষয় বলিয়া ইয়ুরোপীয় এবং মার্কিণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে কোন সৎগুরু আমাদের চক্ষু খুলিয়া না দিলে আমরা সাধারণতঃ সকল বিষয়েই অন্ধ।

লর্ড মেকলে নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছিলেন, "কোন ইয়ুরোপীয় লাইব্রেরীর একটা তাকে (শেল্‌ফে) যতটা জ্ঞানের কথা আছে সমস্ত সংস্কৃত ও আরব্য সাহিত্যে তাহা নাই।" (•Fools rush in where angels fear to tread). মূর্খের সাহস অসীম! এক্ষণে সেরূপ অজ্ঞতার গোঁড়ামি আর শুনা যায় না; সর্ব্বত্রই প্রাচ্য সাহিত্যের গৌরব করা হইতেছে।

এদেশীয় সাধারণের এবং স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন এদেশীয় ভদ্র লোকের স্বদেশীয় শিল্পকলায় উৎসাহ দেওয়া একান্তই উচিত। বড় বড় ইংরাজেরা এবং মার্কিণেরা এখন এদেশীয় ছবির, এদেশীয় ভাস্কর মূর্ত্তির, এদেশীয় লোকের প্রস্তুত প্রাচীন শাল ও বেনারসী কাপড়ের গৌরব করিতেছেন—দেশীয়েরা তাহা করেন না। এদেশীয় শিল্পকলা প্রকৃত পক্ষেই উচ্চ অঙ্গের; ইয়ুরোপীয় শিল্পকলা অপেক্ষা নিরেশ নহে। বৌদ্ধ ভাস্কর মূর্ত্তিতে বিশেষতঃ হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিতে অন্তর্মুখী শান্তির ভাব প্রকট করিবার চেষ্টা সুপরিস্ফুট। শান্তির আনন্দপূর্ণ দেবভাব এবং কাম

ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য্য সংস্পৃষ্ট মানুষভাব যে পৃথক বস্তু তাহা হিন্দু শিল্পীরাই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। গ্রীকশিল্পী তাহা একটুও বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রস্তুত জুপিটরের মূর্ত্তি একটী পালোয়ানের মূর্ত্তি, উহাতে দেবভাব অনুমাত্রও নাই।

১৭ হুকুমের মান্য — রায়গড় দুর্গে।

মহারাষ্ট্ররাজ শিবাজী যখন দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বদেশে পৌঁছিয়া রায়গড় দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন সূর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছে। সকল দুর্গ-রক্ষকের উপরই মহারাজ শিবাজীর হুকুম ছিল যে, সূর্য্যাস্তের পর দুর্গ-দ্বার কোন মতেই উদ্ঘাটিত হইবে না এবং সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যে কাহাকেও কোন দুর্গের ভিতরে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না। রায়গড় দুর্গের অধ্যক্ষ মহারাজের নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশ প্রত্যাগমনে একান্ত আনন্দিত হইলেন; দড়ি ঝুলাইয়া দুর্গ প্রাচীর হইতে তাহার অবলম্বনে অবতরণ করিয়া শিবাজীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন; কিন্তু দুর্গ-দ্বার খুলিয়া দিয়া "ভিতরে আসুন" একথা বলিলেন না। শিবাজী উহাকে কোল দিয়া সম্মানিত করিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি বাহিরেই রহিলেন।

১৮। লঘু আহার — ব্রাহ্মণের আদর্শ।

কয়েক শত বর্ষমাত্র পূর্ব্বে সমগ্র ভারতেই ব্রাহ্মণেরা একবার মাত্র অন্নাহার করিতেন। গৃহে দুইবেলা রন্ধনই হইত না। তখনকার ব্রাহ্মণ যে সন্তুষ্টচিত্ত, ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন, সদাচারী এবং দীর্ঘজীবি ছিলেন, তাহাদেরই লঘু আহার একটী প্রধান কারণ। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে সাধারণতঃ ভোজেই লুচি প্রস্তুত হইত; এখন সহর অঞ্চলের

অনেক বাড়ীতেই প্রত্যহ দুবার ভেজাল ঘিয়ে লুচি প্রস্তুত হয়। অজীর্ণ রোগেরও সীমা নাই। মুড়ি, নারিকেল, তিলের লাড়ু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জল-খাবারের আর চলন নাই।

বিজাপুরের সুলতান তাঁহার উচ্চ প্রাসাদ প্রস্তুত হইলে প্রথম যেদিন উহার উপর উঠেন সেদিন অপরাহ্নে দেখিলেন চতুর্দ্দিকের দূরবর্ত্তী সকল গ্রাম হইতে ধূম নির্গত হইতেছে; কেবল একখানি গ্রাম হইতে তাহা হইতেছে না। জিজ্ঞাসায় জানিলেন সেটী ব্রাহ্মণের পাড়া; ব্রাহ্মণেরা দুবার পাক করেন না। প্রজাপালক সদয়হৃদয় নরপতির মনে সন্দেহ হইল যে, হয়ত ঐ গ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরা দরিদ্র বলিয়া দুইবার ভোজনের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। তিনি সেই গ্রামে নিজেই পরদিন ডাল, চাল, যব, ঘৃত, লবণ প্রভৃতি গ্রামবাসীদের সাহায্যের জন্য লইয়া গিয়া যখন দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণেরা সকলেই সুস্থ শরীর, সুশিক্ষিত এবং মিতাচার এবং তাঁহাদের ঘর বাহির, রাস্তা ঘাট সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তখন বড়ই তুষ্ট হইয়াছিলেন।

১৯। *পিতৃঋণ* *চিত্তরঞ্জন দাস।*

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস আলিপুরের বোমার মামলায় বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিয়া কতকগুলি নির্দ্দোষী যুবকের মুক্তি সাধন করিয়াছিলেন। ডুমরাওনরাজের মোকর্দ্দমায় তিনি নির্ভীক জেরায় "গুপ্ত দানাদির" গুহ্য ব্যাপার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়া, প্রকৃত উত্তরাধিকারীর সম্বন্ধে, অটল ন্যায় বিচারে, শ্রীযুক্ত বাবু নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায় সদরআলার সহায়ক-স্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ৺ভুবনমোহন দাসের দেনার জন্য উঁহাদের পিতা-পুত্রকে এক সময়ে দেউলিয়া হইতে হয়। সম্প্রতি (১৯১৩) তিনি ৭০ হাজার টাকা হাইকোর্টে

সেই মহাজনদিগের জন্য জমা করিয়া দিয়া দেউলিয়া নাম রদ করিয়া লইয়াছেন। বিচারপতি ফ্লেচার প্রকৃতই বলিয়াছেন যে, কোন দেউলিয়া টাকা দিতে আসার কথা তিনি কখন ইতিপূর্ব্বে শুনেনও নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ঋণ সম্বন্ধে এদেশীয় নীতিরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ঋণমুক্তি ব্যতীত উদ্ধার নাই, এবং কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

২০। *ন্যায়পর শাসনকর্ত্তা* *মনরো*

প্রথম মহীশূর যুদ্ধে বারমহল এলাকা কোম্পানির অধিকৃত হইলে মনরোর প্রতি উহার বন্দোবস্তী কার্য্যের ভার পড়ে। তাঁহার দয়া, সূক্ষ্ম সহানুভূতি এবং উদারতা তাঁহাকে সর্ব্বত্রই এদেশীয়দিগের একান্ত প্রীতি ও ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি এদেশীয়দিগকে এরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন যে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "সাধারণ লোকের 'স্বভাবের' বাণিজ্য ইংলণ্ডের এবং ভারতের মধ্যে হইলে, সেইরূপ 'বিনিময়ে' ইংলণ্ডই লাভবান হন!" প্রকৃতই দেখা যাইতেছে ভারতের সংসর্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার ভাব পাইয়া, ইংলণ্ড রোমান-ক্যাথলিকদিগের সহিত সুভদ্র ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন; আয়র্লণ্ডে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দিতে পারিলেন; এদিকে ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণ ঐতিহাসিকতা, ভক্তিহীনতা প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় দোষই এই উদারতাদানের বিনিময়ে পাইতেছেন!!

এদেশীয়েরা ইংরাজ সংশ্রবে অধিকতর উদ্যমশীল এবং কার্য্যকুশল হয়েন, মহাত্মা মনরো ইহাই বিশিষ্টরূপে ইচ্ছা করিতেন।

তিনি বলিয়াছিলেন, কোন জাতির স্বভাবের উৎকর্ষ চেষ্টা এবং বিদেশী শাসনের একান্ত অধীন করিয়া রাখা এ দুইটীতে মিল খায়

না। (The improvement of the character of a people and the keeping them at the same time in the lowest state of dependence on foreign rule, are matters quite incompatible with each other). এই উদার নীতির অনুসরণে তিনি সর্ব্বপ্রকার অসামরিক পদেই দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।

সেদিকে অনেক উন্নতি ইদানীং হইতেছে সন্দেহ নাই। তিনি গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার একান্ত বিরোধী ছিলেন—তাঁহাদের টাকা রোজগারের কৌশল তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তখনকার কালেক্টরগণ নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতার ব্যবহার করিতে দিয়া খাজনা আদায়ের জন্য অসময়ে এবং অসঙ্গতরূপে প্রজাদিগের উপর পীড়াপীড়ি করিয়া জেলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যই নিজেদের ইচ্ছামত শস্তা দরে খরিদ করিয়া লইতে পারিতেন। (Get the whole produce of the lands in their own hands at their own price). তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাহাদের মাসিক বেতনের অপেক্ষা মাসিক খরচ অধিক হইত সেরূপ অমিতব্যয়ী কালেক্টারেরাও কয়েক বর্ষেই বহু ধনশালী হইয়া দেশে চলিয়া যাইত।

২১। *শান্তিপ্রিয় সপ্তম এডোয়ার্ড।*

(১) ১৯০২ সালের ৩১শে মে তারিখে বোয়ারদের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডরাজ সপ্তম এডোয়ার্ডের শান্তিপ্রিয়তা এবং দূরদর্শিতা হেতুই বোয়ারদিগকে সন্ধির সর্ত্তে অনেক সুবিধা দেওয়া হয়। আফ্রিকার চারিটি প্রদেশ সম্মিলিত হইয়া একটী রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। বোয়ার নেতা জেনারেল বোথাকেই দক্ষিণ

আফ্রিকার মহাসভার সভাপতি করিয়া এবং বীর প্রকৃতিক বোয়ারদিগকে বিজেতা ইংরাজের সম্পূর্ণ ভাবেই তুল্য মূল্য করিয়া ঐ রাজনই যে দক্ষিণ আফ্রিকার শান্তির কারণ তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

(২) শান্তিপ্রিয়তা হেতু বিদেশী রাজাদিগের সঙ্গে সখ্যতা করিয়া ইয়ুরোপ এবং এসিয়ার সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য তিনি আমরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৩) ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের আবহমান কাল শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। এই শত্রুতা ঘুচাইবার জন্য সপ্তম এডোয়ার্ড ১৯০৩ সালের মে মাসে প্যারিস নগরে গমন করেন। তাঁহার ব্যবহারে ফরাসী জাতি এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, ১৯০৪ সালে সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের সাহায্য করিবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির দ্বারা বহুশত বৎসরের বিবাদ থামিয়া দৃঢ়ভাবে মিত্রতা স্থাপিত হয়।

(৪) ১৯০৩ সালে তিনি আয়র্লণ্ড পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। আইরিশেরা বহুকাল হইতে স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। তথায় গেলে পাছে কেহ তাঁহার প্রাণহন্তা হয় এই আশঙ্কায় বহুসংখ্যক পুলিশ নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এডোয়ার্ড বলিয়াছিলেন, "আমি পুলিশ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কখন আয়র্লণ্ডে যাইব না। যদি আমার রক্ষার জন্য কোন বন্দোবস্ত করিতে হয় তাহা আয়র্লণ্ডের প্রজারাই করিবে।" আয়র্লণ্ডবাসীরা তাঁহার এই মহানুভবতা দেখিয়া মহা-সমারোহে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। কোন প্রকার বিভ্রাট ঘটে নাই। তিনি বলিতেন, "ভয় পাইলেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়।"

(৫) ১৯০৪ সালে তিব্বত অভিযানের উপসংহারে ভারত গবর্ণমেন্টের নির্দ্দেশ যে তিন বৎসর পরে তিব্বতের কুম্বি উপত্যকা

পরিত্যাগ করিয়া আইসে এবং ইংলণ্ড তিব্বতের কোন অংশ নিজ অধিকারে রাখিবেন না বলিয়া যে ঘোষণা হয়, তাহা সম্রাটেরই পরামর্শ অনুসারে হইয়াছিল।

(৬) ১৯০৫ সালে জাপানের সঙ্গে যে দ্বিতীয় সন্ধি সংস্থাপিত হয় তাহার সর্ত্তানুসারে জাপান ভারতের সীমা বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হন।

(৭) ১৯০৭ সালে স্পেনীয় রাজ-আলফান্সোর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সেই সাক্ষাতের ফলে ইংলণ্ড ও স্পেন পরস্পরের রাজ্য রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যেও এইরূপ সন্ধি পূর্ব্ব হইতে হইয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে ইংলণ্ড স্পেন, ফ্রান্স ঐরূপ সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ইয়ুরোপের পশ্চিমভাগে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহের ভয় ঘুচিয়া যায়। ঐ বৎসরেই সম্রাট পুনরায় ইটালীর রাজা, ফ্রান্সের সভাপতি, জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ বৎসরেই ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ঐ সন্ধির দ্বারা ইংলণ্ড এবং রুসিয়া প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন যে, এসিয়ার কোন দেশ লইয়া তাঁহারা কখন কোন বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন না। এই জন্যই পারস্যের উত্তরভাগ সম্বন্ধে ইংরাজেরা রুসীয়দিগকে বাধা দেন নাই। এই বৎসরেরই নবেম্বর মাসে জর্ম্মণ সম্রাট ইংলণ্ডে আইসেন। সম্রাট্ এডোয়ার্ড তাঁহার রাজ্যকালে সমস্ত ইউরোপকে ইংলণ্ডের সহিত যেরূপ সদ্ভাবসূত্রে সম্বদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন এমনটি আর কখন হয় নাই; বোয়ার যুদ্ধকালে বরং সকল ইয়ুরোপী শক্তি "ইংরাজের' প্রতি বিরূপতাই পোষণ করিতেছিল। সামুদ্রিক প্রবাল্য জন্যই কেহ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন নাই। ইয়ুরোপীয় রাজ্যগুলি জর্ম্মণ প্রাবল্যে বড়ই ভীত ছিল। ইংলণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়া সে ভয় যায়। এডোয়ার্ড জর্ম্মণির

বিরুদ্ধেও কোন চেষ্টা করেন নাই। সকলেরই সহিত মিল রাখিয়াছিলেন। তিনি ১৯০৪ অব্দের জুন মাসে স্বীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র জর্ম্মণ সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

(৮) ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও ইংলণ্ডের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে আপোষে তাহা মীমাংসা করিবার জন্য এক সন্ধি স্থাপিত হয়।

(৯) ১৯০৫ সালে মরক্কো লইয়া ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছিল। সম্রাট যুদ্ধ নিবারণের জন্য দুইবার ফ্রান্সের সভাপতি লুবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে ইংলণ্ড ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিবেন। ইহার পর জর্ম্মণী যুদ্ধ হইতে বিরত হন।

(১০) তিনি নিজে নিয়ত প্রফুল্ল থাকিতে এবং অপরকে প্রফুল্ল রাখিতে ভাল বাসিতেন। পরের দুঃখ দূর করিতে পারিলে বড়ই আনন্দানুভব করিতেন। দরিদ্র ও পীড়িতদিগের আশ্রম নির্ম্মাণে চিরদিনই তাঁহার উৎসাহ ছিল। হাঁসপাতালে রোগীদের সুখ স্বচ্ছন্দতা বাড়াইবার জন্য তিনি অনেক অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ইংলণ্ডের দরিদ্রাবাস সকল "দরিদ্রের অট্টালিকা" নামে সকল সহরেই এখন ধনীদের চাঁদার টাকায় প্রস্তুত হইয়া সম্রাট ও এডোয়ার্ডের মহত্ত্ব ঘোষণা করিতেছে।

(১১) উদার-হৃদয় ও শান্তিপ্রিয় এই সম্রাটের স্মরণার্থ যে চাঁদা উঠিয়াছিল তাহার সুদের টাকা হইতে বর্ষে বর্ষে দরিদ্রের কুটীর নির্ম্মাণ বা রোগতের সাহায্যে ব্যয় হইলেই ভাল হইত। তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইবে সেরূপ সবই করা হউক। ক্লকটাউয়ার, 'টাউন হল', সুন্দর বাগান, প্রভৃতি ধনীর সুখ বৃদ্ধির জন্যই এদেশের উদারতার অভাবে

দরিদ্রের আশীর্ব্বাদ খুবই সহজে পাওয়া যায় ; কিন্তু উহাদের ভুলিয়া যাওয়া খুবই সহজ। (Nothing is so easy as to relieve the poor and nothing is so easy as to forget them).

৩২। গৌরবের কারণ — ন্যায়পরতা।

(১) মোগল সম্রাট্ আকবরের অপেক্ষা তাহার পৌত্র সাজিহানের ধনসম্পদ অধিক ছিল ; আকবর সাহের সময়ের সৌধমালার অপেক্ষা সাজিহানের প্রস্তুত তাজমহলের সৌন্দর্য্য ও যশ অনেক বেশী। কিন্তু সম্রাট আকবর যে সর্ব্বোচ্চ রাজকার্য্যে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিতেন, জাতিবর্ণের জন্য কাহারও ভগবদ্দত্তগুণের অপলাপ করিতে যান নাই, সেজন্য আধুনিক ভারতে তাঁহার অপেক্ষা অধিক গৌরব আর কাহারও হয় নাই। বিশ্বাস-পূর্ব্বক ভিন্নধর্ম্মী মহারাজ মানসিংহকে প্রধান সেনাপতি ও রাজা তোড়লমলকে প্রধান রাজস্ব সচিব করিয়া সম্রাট আকবর যে ভক্তি আকর্ষণ করিয়া এবং অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কোন দেশের কোন রাজা তাহা পারেন নাই। মহারাজ মানসিংহকে মোগল সেনাদলেরও উপর কর্ত্তৃত্ব দিয়া এবং মুসলমান রাজ্য কাবুলেরও গবর্ণর করিয়া হিন্দুমাত্রেরই মন হইতে পরাধীনতার ক্ষোভ ও অবসাদ নষ্ট করেন।

২। আধুনিক ইংলণ্ডে শান্তি রক্ষক সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড বিজিত বোয়ারদিগের প্রতি তুল্য মূল্যরূপ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া, অসাধারণ মহত্ত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তবে বোয়ার এবং ইংরাজ উভয়েই খ্রীষ্টান, এবং বোয়ার জেনারেল বোথার ন্যায় যোদ্ধাকেও ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি করা হয় নাই।

৩। [illegible] মধ্যে ছোট বড় ভেদ না রাখিয়া সকলে

ন্যায়বিচার চেষ্টার জন্য আরবের খলিফা (১) ওমর (২) মহাত্মা আলি (৩) পারস্যের নওসেরওয়া। (নসিরবান) (৪) বোগদাদের খলিফা হারুণ অল্ রসিদের নাম জগদ্বিখ্যাত। (৫) রোমক সম্রাট মার্কস্ অরিলিয়স নিজের জীবনে এবং আদর্শ প্রজাপালনে ঐরূপই বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। (৬) ভারতের বিক্রমাদিত্যের এবং (৭) ধর্ম্মাশোকেরও সেইজন্য খ্যাত। (৮) ধর্ম্মাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটন ন্যায়পরতা ও সংযমে যশস্বী।

৪। প্রজার পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার সহায়ক হইবে বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতার ন্যায় পত্নীর সহিতও পৃথকভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। স্বজনের প্রতি পক্ষপাত দূরের কথা। সকল দিক্ হইতেই রামরাজ্য ভূমণ্ডলে চিরদিনের জন্য সর্ব্বোচ্চ আদর্শ।

৫। ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বিচারালয় সকলে মেথর মুর্দ্দাফরাস এবং রাজা মহারাজার মধ্যে প্রভেদ করা হয় না। এই ন্যায় বিচারের উপরেই ভারতে ইংরাজ রাজত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্লাণ্টারে ও দেশীয় চাষায়, সিভিলিয়ানে এবং সামান্য দেশীয় গৃহস্থের মধ্যে সুবিচার হইয়াছে। দেশীয় ও ইয়ুরোপীয়ের মধ্যে বিবাদে যেখানে অবিচার হইয়া যায়, সেখানে ইয়ুরোপীয়ের জন্য সকল অপরাধেই জুরির ব্যবস্থা এবং ইয়ুরোপীয় জুরির ন্যায়পরতা অপেক্ষা স্বজাতির বাৎসল্যের প্রাবল্যই একমাত্র কারণ। লর্ড লিটনের "ফুলার মিনিট," (ফুলার সাহেবের হস্তে দেশীয়ের মৃত্যুতে ৩০৲ মাত্র জরিমানা হইয়াছিল!) এবং সকল প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টেরই মধ্যে মধ্যে ইয়ুরোপীয় অপরাধীর খালাসের বিরুদ্ধে আপীল ইংরাজের ন্যায়রক্ষা চেষ্টার সুস্পষ্ট প্রমাণ। হাইকোর্টের জজ এবং ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইয়াছেন। [illegible] পদ, বুদ্ধি, [illegible]

সন্দেহ নাই।

আমাদের বাসনা যে "রামরাজ্য" ও "আকবরের রাজত্ব" এই পুণ্যভূমিতে আদর্শ রাখিয়া—(১) এদেশেই সামরিক বিত্তালয় স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ এদেশীয়দিগকে সর্ব্বোচ্চ সামরিক পদ প্রদান ; (২) জাতি ও প্রদেশ নির্ব্বিশেষে সকল দেশীয় অধিবাসীর মধ্য হইতে কিছু না কিছু সিপাহী সৈন্য প্রস্তুত ও কিছু না কিছু ভলাণ্টিয়ার দলে গ্রহণ ; (৩) কোন ব্যক্তি বা কোন জাতিকে অস্ত্র আইনের বাহিরে না রাখা ; (৪) ইংরাজ অপরাধীর বিশেষ জুরীর বিচার উঠাইয়া দেওয়া—এই কয়টি কার্য্য করিয়া সম্পূর্ণ "সাম্যধর্ম্ম" পালন করা হউক।

সাম্যের প্রীতি বড়ই স্থায়ী ও গভীর। আমাদের আশা আছে যে ৺মহারাণীর ঘোষণাপত্রের একশত বৎসর পূর্ণ হইতেই ভারতে আইনের চক্ষে সম্পূর্ণ সাম্য বিরাজিত হইবে।

ভারতে এরূপ দৃঢ় সম্বন্ধ, পূর্ণমাত্রায় একচ্ছত্র রাজ্য, তীর্থদর্শনে ও কাজেকর্ম্মে রেল ষ্টীমারে যাতায়াতের এরূপ সুবিধা ও আপৎশূন্যতা, ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের এরূপ সহানুভূতি ও সম্মিলন, প্রজার ধর্ম্ম ও রীতি সম্বন্ধে এরূপ নিরপেক্ষতা এবং এরূপ সুগভীর শান্তি একত্রে কখনই হয় নাই। এ সকলে শত অশ্বমেধ ও রাজসূয়ের ফল ইংরাজ-রাজ পাইতেছেন। ঐ চারিটি ত্রুটি সংশোধনে এবং (৫) অবিচলিত থাকিয়া, নির্ম্মম সামরিক আইনের অত্যাচার মুখে নিরস্ত্র প্রজাকে পাতিত না করা ; (৬) এবং সাধ্যমত রপ্তানি হইতে না দেওয়ায় পূর্ণ ন্যায়পরতা রক্ষা হইবে।

৬৩। পথ প্রদর্শক তত্ত্বজ্ঞ গুরু।

বহুবর্ষ অতীত হইল একদিন বারাণসী ধামে কোন প্রসিদ্ধ

বাঙ্গালী উপদেশকের হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা শুনিতে অনেকগুলি সুশিক্ষিত ভদ্রলোক একত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইয়া গেলে যখন শ্রোতাগণ সভাগৃহ পরিত্যাগ করিতেছিলেন এবং কেহ কেহ ঐ ধর্ম্ম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রশংসা করিতেছিলেন, তখন উহাদিগের মধ্য হইতে শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাহাস্য গম্ভীর ভাবে অস্ফুটস্বরে বলিতে বলিতে বাহির হইয়াছিলেন "অন্ধে নৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" যেমন অন্ধে অন্ধকে পথ দেখায়!

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সময়ে মাত্র স্বামীজিকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার খুব নিকট দিয়া যাওয়ায় তিনি ঐ কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন "তখন স্বামীজির মন স্বীয় গুরুচরণেই চলিয়া গিয়াছিল এবং অতগুলি লোক প্রত্যক্ষ তত্ত্বদর্শী সদ্গুরু না পাইয়া শুধু বাক্যরচনা শুনিয়া ফিরিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার যেন বিশেষ ক্ষোভই হইতেছিল।"

কঠোপনিষদে নিবদ্ধ যম নচিকেতা সম্বাদে যমের মুখ দিয়া নিঃসৃত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্দ্ধটী সকল সমাজে সকল সময়ে অধিকাংশ মনুষ্যের সম্বন্ধেই খাটে। ইহা অতীব প্রাচীন কাল হইতে মানব জীবনের একটী প্রকৃত অভাব সূচিত করিয়া আসিতেছে। এই অভাব পূরণের জন্য—মনুষ্য জীবনের প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্তির জন্য—হিন্দু শাস্ত্রে সদ্গুরু প্রাপ্তির জন্য এতই ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ—"তত্ত্বদর্শীর নিকট তত্ত্বশিক্ষা কর; যে শুনিয়াছে মাত্র দেখে নাই, তাহার নিকট প্রকৃত উপদেশ পাইবে না।"

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "চাপরাস পাইয়াছ

ত ?" অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার অধিকার—প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা —ঘটিয়াছে ত ?

ব্রহ্মবিদ্ গুরু প্রাপ্তির জন্য তীব্র ইচ্ছা হইলে এখনও এই পুণ্যভূমিতে উপযুক্ত অধিকারীর অভাব হয় না।

২৪। প্রার্থনার শক্তি — মৌলবীর কথা।

ইয়ুরোপীয়দিগের ঐহিক উন্নতি সম্বন্ধে কোন মৌলবীর সহিত কথা হইতেছিল। মৌলবী সাহেব বলিলেন "বাবু! আধুনিক হিন্দু মুসলমান যখন ভগবানের আরাধনা করেন তখন মনের শান্তি ও ভগবৎ কৃপায় পারত্রিক মঙ্গল হউক এই আকাঙ্খাই রাখেন, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলুন আর না বলুন। পূর্ব্বকালে যখন ভাল হিন্দুও "ধনংদেহি, দ্বিষোজহি" বলিয়া ডাক ছাড়িতেন এবং ভাল মুসলমানও আল্লার নামে দিক্‌বিজয় চাহিতেন তখন ঐহিক প্রতাপও উঁহারা পাইয়াছিলেন। ইয়ুরোপীয়রা আজও প্রত্যহ "হে প্রভু! আমাদের প্রাত্যহিক রুটী দাও" (Give O Lord our daily bread) বলিয়া প্রার্থনা করেন। সেই জন্যই পৃথিবীর মধ্যে উঁহারাই আজকাল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রুটী খাইতে পাইতেছেন। তবে মনে এখনও শান্তি হয় নাই। যেদিন তাহা খুঁজিবেন তাহাও পাইবেন।"

২৫। সত্যপরায়ণতা — কৃষকের।

পল্লীগ্রামের কোন জমিদার একটা ভারী মোকর্দ্দমায় জড়িত হইয়া [illegible] প্রমাণে তাঁহার [illegible] শিখা [illegible]
[illegible]

অপরকে দিয়া করুন আমি পারিব না।" জমিদার বলেন "ভাই! এই বিষয়ে তোমারই সাক্ষী গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা; গ্রামের অন্য স্থলের অন্য প্রজার সাক্ষ্যে কাজ হইবে না। এই বিপদে রক্ষা কর।" কৃষক বলিল, "আপনি ভূস্বামী ও উপকারক ব্যক্তি, আপনি যখন এরূপ বলিতেছেন, তখন কাজেই নরকে যাইব এবং ঐরূপ সাক্ষ্যই দিব। নায়েব মহাশয় ঘর জ্বালাইবার ভয় দেখাইয়াছিলেন তাহাতে মিথ্যা বলিতে রাজী হই নাই।"

কৃষক মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হইবে, এই দুর্ভাবনায় কয়েক দিনেই শীর্ণ হইয়া গেল। আদালতের কাটগড়ায় উঠিয়া সত্য-পাঠ করার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং জমিদারের দিকে চাহিয়া বলিল "আমি পারিব বলিয়া বোধ হইতেছে না।" জমিদার তাহাকে চুপে চুপে বলিলেন, "আমার যে বিপদ ঘটিবার ঘটুক! তুমি মিথ্যা বলিও না। এই কয় দিনে তোমার শরীর কি হইয়া গিয়াছে!!"

২৬। মহত্ত্ব শাহ আলমের।

যখন (১৭৮৫) মাধোজী সিন্ধিয় দিল্লীর সন্নিকটে ছাউনি করিয়া মোগল সম্রাট শাহ আলমকে তাঁহার গৃহশত্রুদিগের হস্ত হইতে সসম্মানে রক্ষা করিতে ছিলেন এবং প্রকৃত সাম্রাজ্য শক্তি গূঢ়ভাবে পেশোয়ার জন্য গ্রহণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকেরা হোলির উৎসবে মগ্ন হয়। আনন্দরাও নর্শী নামক সিন্ধিয়ার একজন সেনাপতি দিল্লীর রাজপথে হোলির মিছিল বাহির করেন এবং তাহা সম্রাটের প্রাসাদের নিকটেই লইয়া যান। ঐ মিছিলে শাহ আলমের এবং তাঁহার [illegible] শিশু মজার সং দেওয়া হইয়াছিল। [illegible] [illegible]

এবং শরীর রক্ষিদল মিছিল আক্রমণ জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করিল। কোমল প্রকৃতিক শাহ আলম বলিলেন, "এরূপ সামান্য ব্যাপারে সম্রাটের গৌরব ম্লান হয় না; উহারা অজ্ঞ লোক আমোদ করিতেছে মাত্র।" তিনি মিছিলওয়ালাদের ডাকিয়া ৫০০ টাকা পুরস্কার দিলেন।

এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া মাধোজী সিন্ধিয়া সম্রাটের অবমাননা-কারী আনন্দ রাওকে তোপের মুখে উড়াইবার হুকুম দেন। শাহ আলম ইহা শুনিয়াই সিন্ধিয়াকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া আনন্দ রাওকে মুক্ত করেন।

২৭। *নিজের নিকট প্রতিজ্ঞা* *ডাঃ গ্রীয়ারসন।*

হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিত গ্রীয়ারসন সাহেব যখন গয়ার কালেক্টর তখন একদিন আরাঙ্গাবাদ মহকুমা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর মহকুমা ডেপুটী বাবু তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আসিয়া ডাক বাঙ্গালায় গিয়া দেখেন যে সাহেব টেবিলের উপর কুনুই রাখিয়া দুই হাতে মাথা টিপিয়া বসিয়া আছেন—পদশব্দে সাহেব মুখ তুলিয়া দেখিয়া ডেপুট বাবুকে নিকটে আসিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং বলিলেন "তুমি আসায় বড়ই ভাল হইল; তুলসী দাসের এই দোঁহাটীর ইংরাজী অনুবাদে আমাকে একটু সাহায্য কর! আমি মাথায় ঠিক করিতে পারিতেছি না। জ্বর আসিয়াছে।" বাবু কাগজ পেন্সিল লইয়া যথাসাধ্য তরজমা করিয়া শুনাইলেন সাহেব সেটা অল্প একটু সংশোধন করিয়া স্বহস্তে নকল করিয়া তারিখ বসাইলেন; তাহার পর কম্বল মুড়ি দিলেন, কয়েক মিনিট পরে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া দিলে, ডেপুটী বাবু তাহা ধরিয়া জ্বরের প্রকোপ অনুভব করিতে

পারিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "এত জ্বরে আজ নাই তরজমা করিতেন!" সাহেব বলিলেন "আমি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি রোজ একটু তরজমা করিব। শুইয়া পড়িলে আজ আর উঠিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিতাম না। ওরূপ ভাবে নিজেকে বদ্ধ করিয়া না রাখিলে কোন কাজ শেষ করিতে বড়ই দেরী হয়।"

আমরা ইয়ুরোপীয়দিগের এ সকল গুণের অনুকরণ করিয়া প্রকৃত পক্ষে স্বধর্ম্ম পালন আবার কবে আরম্ভ করিব? সত্যাচরণই আর্য্যধর্ম্ম।

২৮। *ভারতে সাধারণ শিক্ষা বিবেকানন্দ স্বামীর উক্তি।*

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়াছেন, "সাধারণ শ্রেণীর ভিতর বিদ্যার উন্মেষ যাহাতে হয় সে চেষ্টা কর। উহাদের বুঝাইয়া বল, তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ—আমরা তোমাদের ভাল-বাসি—ঘৃণা করি না। তোমাদের এই সহানুভূতি পাইলে উহারা শতগুণ উৎসাহে কার্য্য তৎপর হইবে; আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে উহাদের জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দাও। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি শেখাও। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও অন্নকষ্টটা ঘুচিয়া যাইবে। আদান প্রদানে উভয়ে উভয়ের বন্ধুস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইবে। তবে শিক্ষকের লোভী হইতে নাই। ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিস্তার হইলে ইহারাও আবার কালে তোমাদের মত উর্ব্বরমস্তিষ্ক ও উদ্যমহীন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া ভয় করিও না।

জ্ঞানোন্মেষ হইলেও কুম্ভকার কুম্ভকারই থাকিবে—জেলে জেলেই

থাকিবে—চাষা চাষই করিবে। প্রয়োজনীয় জাতীয় ব্যবসায় সমাজের সেবা করা ছাড়িবে কেন? প্রয়োজনীয় সকল কাজই যে মহৎ। “সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ” এইভাবে শিক্ষা পাইলে কেহ নিজ নিজ বৃত্তি ছাড়িবে না। জ্ঞানবলে নিজের সহজাত কর্ম্ম যাহাতে আরও ভাল করিয়া করিতে পারে সেই চেষ্টাই করিবে. পূর্ব্বেও তাহাই করিয়া আসিয়াছে। দু দশ জন প্রতিভাশালী লোক কালে তাহাদের ভিতর হইতে উঠিবেই উঠিবে। তাহাদের কিন্তু তোমাদের শ্রেণীর ভিতর করে লইও। তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন তাহাতে ক্ষত্রিয় জাতিটা ব্রাহ্মণদের কাছে তখন কতদূর কৃতজ্ঞ হইয়াছিল; বল দেখি? ঐরূপ সহানুভূতি পেলে মানুষতো দূরের কথা, পশু পক্ষীও আপনার হয়ে যায়।

ইহারা যখন জাগিবে—একদিন নিশ্চয়ই জাগিবে—তখন তাহারাও তোমাদের কৃতোপকার বিস্মৃত হবে না। তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।”

২৯। রাজভক্তি — স্কচ মাতা ব্রুস।

কোন সময়ে মহাত্মা রবার্ট ব্রুস ইংলণ্ডরাজ প্রথম এডোয়ার্ডের সৈন্যদিগের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া পাহাড়ে জঙ্গলে পলাইয়া বেড়াইতে ছিলেন। ডাল-কুত্তা লইয়া শত্রুগণ উঁহাকে শিকারের জন্তুর ন্যায় খুঁজিতে ছিল। একদিন পথশ্রান্ত হইয়া ব্রুস একটী কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এক বৃদ্ধা দ্বারদেশে বসিয়া ছিল। ব্রুস তাহার জিজ্ঞাসায় উত্তর করিলেন ‘আমি আশ্রয়হীন পথিক।’ বৃদ্ধা বলিলেন “এই অবস্থায় পতিত এক জনের কল্যাণার্থে সকল পথিকেরই

জন্য আমি আজকাল আমার ঘরটি ছাড়িয়া দিতে পারি।” ব্রুস জিজ্ঞাসা করিলেন “কে সে ব্যক্তি?” বৃদ্ধা বলিলেন “আমাদের প্রকৃত রাজা রবার্ট ব্রুস।” রাজা যখন বলিলেন যে তিনিই ব্রুস এবং একক হইয়া পড়িয়াছেন, তখন বৃদ্ধা বলিল “আমার এই তিন সবল শরীর পুত্র লইয়া আপনি আবার দল গঠন করুন। আমার রাজাকে এবং দেশকে দিবার জন্য আর কিছুই নাই।”

যে দিন বৃদ্ধার নিকট পৌঁছিলেন উহার কিছু পূর্ব্বে সেই দিনেই হতাশ্বাস ব্রুস এক নিভৃত স্থানে বসিয়া একটি মাকড়সার জাল প্রস্তুত দেখিতেছিলেন। মাকড়সাটী ছয়বার অকৃতকার্য্য হইয়া সপ্তমবারের চেষ্টায় জালের একদিক একটী দূরবর্ত্তী ডালে লাগাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তাঁহারও ছয়বারের চেষ্টা অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। তিনি ঐ মাকড়সা হইতে অধ্যবসায় শিখিয়া লইয়া সপ্তমবার চেষ্টা করিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াই গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়াছিলেন এবং ভগবৎ কৃপায় প্রথমেই ঐ রাজভক্ত দৃঢ় চরিত্র বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধার পুত্রেরা তাঁহার বিশেষ সহায়তা করে এবং ক্রমশঃ উচ্চ সৈনিক পদ প্রাপ্ত হন।

৩০। প্রভু-ভক্তি কাউণ্ট পোডাস্কির ভৃত্য।

একদা কাউণ্ট পোডাস্কি সস্ত্রীক শকটারোহণে বিয়েনা হইতে ক্রাকো নগরে যাইতেছিলেন। পশ্চাতে অশ্বারোহণে তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য অনুগমন করিতেছিল। শীতকালের রাত্রি। পথে একদল ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে বাঘ উহাদের অনুসরণে আসিলে, ভৃত্য সত্বর ঘোটকটী পরিত্যাগ করিয়া শকটের পশ্চাতে উঠে। নেকড়ে বাঘের পাল ঘোড়াটাকে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে লাগিল।

এই অবসরে কাউন্টের গাড়ি দ্রুতবেগে ক্রাকোর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ; কিন্তু বাঘের পাল আবার নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। তখন প্রভুর জীবন রক্ষার্থ সেই পুরাতন ভৃত্য শকট হইতে নিঃশব্দে নামিয়া পড়িল। বাঘের পালের অনুসরণ থামিল বুঝিয়া প্রভু পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার ভৃত্য নাই! নেকড়ের দল পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সহোদরোপম প্রাচীন ভৃত্যকে খণ্ড খণ্ড করিতেছে! তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল।

তিনি সহরে প্রবেশ করিয়া রক্ষা পাইলেন। পরে ভৃত্যের পরিবারবর্গের জন্য প্রচুর নিষ্কর জমি দান করিলেন।

৩১। *মাতৃভক্তি*   *আকবর সাহের।*

সম্রাট (আবুল মজাফ্ফর জলাল উদ্দীন মহম্মদ) আকবর সাহ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুনের ঔরসে এবং বিবি হামিদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

আকবর সাহ প্রত্যহ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই মাতার চরণ বন্দনা করিতেন এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া একাগ্রভাবে নমাজ করিতেন। দরবার হইতে ফিরিয়া প্রথমেই মাতৃকক্ষে আসিতেন। দিন রাত্রির মধ্যে কখন না কখন কিছু না কিছু মায়ের হাতে খাইতেন। যুদ্ধাদিতে যাইতে হইলে মাতার ছবি একখানি সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

কোন সময়ে হোসেনী নামক কোন দুষ্ট ব্যক্তি সম্রাট আকবরের প্রাণনাশ জন্য বিষাক্ত তীর ছুঁড়িয়াছিল। তীর গায়ে লাগে নাই; লোকটা ধরা পড়ে। উহার বধ দণ্ড হইবে শুনিয়া তাহার বৃদ্ধা মাতা ক্রন্দনে এলোথালো হামিদার নিকট পৌঁছিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া

ধরিয়া প্রার্থনা করে যে, তাহার একমাত্র পুত্র হোসেনীকে বাঁচাইয়া দিতেই হইবে এবং বলে—"আকবর সাহেবের কল্য মৃত্যু হইবে ইহা স্থির জানিলে তোমার মনে কিরূপ হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ, তাহার পর আমার যাহাই হউক!" ঐরূপ ভাবিতে গিয়া বিবি হামিদা রুদ্ধকণ্ঠ ও অশ্রুজলপূর্ণ নয়ন হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় বাদশাহ আসিতেছেন বলিয়া অন্তঃপুররক্ষিণীগণ বৃদ্ধাকে বাহির করিয়া দিল। আকবর আসিয়া মাতার চক্ষে জল দেখিয়াই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহার ক্ষোভের কোন কারণ থাকিবে না। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া অবিচলিত ভাবে তৎক্ষণাৎ হোসেনীর মুক্তির জন্য আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন।

সেই হোসেনী দ্বিতীয়বার আকবর সাহের উপর তীর চালাইয়া পূর্ব্ববারের ন্যায় অকৃতকার্য্য হয় এবং ধরা পড়ে। বাদশাহ মাতার কথায় বা নিজের মাহাত্ম্যে, আবার ক্ষমা করিতে না পারেন সে জন্য সেবারে ওমরাহেরা তৎক্ষণাৎ উহাকে চারি টুকরা করিয়া ফেলেন।

কোনরূপ সংস্কার বশতঃ হামিদা বেগম যমুনাজল পান করিতে ভালবাসিতেন এবং সেজন্য দিল্লী এবং আগরা ভিন্ন অন্যস্থানে থাকিতে চাহিতেন না। একবার পুত্রের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার সহিত কাশ্মীর গিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, মাতাকে কাশ্মীরের রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখান। ডাক বসাইয়া সম্রাট মাতার জন্য কাশ্মীরেও যমুনাজল পানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

একদিন হামিদা মথুরায় যমুনা স্নান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আকবর উঁহাকে মথুরায় লইয়া যান এবং স্নানকালে যমুনা তীরের শিবির হইতে মাতার পালকী নিজে এবং আত্মীয় কুটুম্ব আমীর ওমরাহ সকলে ধরিয়া নদীর জলে অর্দ্ধ নিমজ্জিত রাখিয়া মাতাকে স্নান

করাইয়া আনিয়াছিলেন।

৩২। নেতার সহানুভূতি — মহাত্মা হোসেন।

মহাত্মা মহম্মদের একমাত্র কন্যা বিবি ফাতিমা, তাঁহার প্রথমা পত্নী বিবি খোদেজার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা আলির ঔরষে ঐ কন্যার গর্ভে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের জন্ম হয়। ইহাঁদের ধর্ম্মজীবনের ও ধর্ম্ম সাধনের কথা স্মরণ করিলে চতুর্থ খলিফা মহাত্মা আলির পরে যেন মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ইহাঁদের হস্তে আসাই সঙ্গত হইত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মহাত্মা মহম্মদের যে সকল জ্ঞাতি তাঁহার একেশ্বর মতবাদ প্রচারকালে তাঁহার প্রতি অকথ্য নির্য্যাতন করিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম প্রচারিত এবং মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইলে তাঁহারা ত্বরায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যের সেনাপতিত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান পদ হস্তগত করে। সেই জ্ঞাতি বংশীয় এজিদ সৈন্যদলকে স্ববসে আনয়ন করিয়া ডামাস্কসের সিংহাসনারোহণ করিয়াছিল, তাহারই চক্রান্তে বিষ প্রয়োগে ইমাম হাসান মদিনায় নিহত হন। মহাত্মার প্রধান ভক্ত মদিনাবাসীগণ ইমাম হোসেনকে রাজ্যাধিকার চেষ্টায় উত্তেজিত করিলে এবং মহাত্মা আলি কর্ত্তৃক সমূহ উপকার প্রাপ্ত সমৃদ্ধিশালী কুফা নগরী তাঁহাকে আহ্বান করিলে ত্যাগী সাধু এমাম হোসেন কয়েক শত মাত্র ভক্ত সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। বিশ্বাসঘাতী কুফাবাসীগণ উহাঁর সহিত মিলিত হইল না। এজিদের বহু সহস্র রণকুশল সৈন্য ফোরাত (ইয়ুফ্রেটিশ) নদীর কুল অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। নিকটবর্ত্তী কর্ব্বালার যুদ্ধক্ষেত্রে পিপাসার্ত্ত মুষ্টিমের এমাম সহচর অসম সাহসে যুদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে লাগিল। মহাত্মা হোসেন একাকী শত্রু সৈন্য নিপাত করিতে করিতে নদীতীর পর্য্যন্ত

পৌঁছিয়াছিলেন ; অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অঞ্জলি করিয়া জল মুখের নিকট তুলিতেও পারিয়াছিলেন ; কিন্তু শিবিরস্থ পরিবার ও অনুচর-বর্গের এবং আহত সৈন্যগণের ঘোর পিপাসার কথা স্মরণ হইতেই তিনি সে জল পান না করিয়া হস্ত হইতে ফেলিয়া দিলেন !

ইহার পর তিনি নিরস্ত্রে নমাজ করিবার সময় হত হন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ এবং বালক পুত্র জৈন উল আবদিন বন্দীভাবে ডামস্কশে নীত হন।

৩৩। *দৈবশক্তি* *সুপথে উদ্যমে।*

পূর্ব্বজন্মে আমরা যে সমুদয় কার্য্য করিয়াছি, সেই সমস্তই আমাদের অদৃষ্টে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মে যাঁহারা কোন বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা এজন্মে সেই বিদ্যা সহজে আয়ত্ব করিতে পারেন। পূর্ব্বজন্মের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার এবং চেষ্টা সমষ্টির ফল আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের অনুগামী হয়। মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন, "প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্ম বিদ্যা"।

অল্পকাল পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতায় একটী সাত আট বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণ বালক আনীত হইয়াছিল। তাহার উপ-নিষদাদি শাস্ত্রসমূহ এরূপ আয়ত্ত ছিল যে কেহ তাহাকে উক্ত শাস্ত্রাদির কোন শ্লোকের অধ্যায় এবং সংখ্যা বলিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার আবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা করিতে পারিত।

কলিকাতায় মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় নামে একটি বালক আছে। (১৯১০) তাহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। সে তান-লয়ের সহিত মধুর কণ্ঠে এরূপ সুন্দর গান করিতে পারে যে, তাহা শুনিলে তাহার

দৈবশক্তিতে [পুর্ব্বজন্ম কৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে] বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে "মাষ্টার মদনের" সঙ্গীতাভিনয় হইয়াছিল। সে সার ডেভিড ইউল প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের নিকট অনেক মেডেল পাইয়াছে।

চেষ্টার ফল যখন অক্ষয় তখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে নাই। জন্মভূমির উন্নতির জন্য আমাদের ধর্ম্মপথে চেষ্টা জন্মজন্মান্তরে অবশ্যই ফলদায়ক হইবে। মহাত্মা পীটার, খলিফা ওমর, গ্যারিবল্ডি, ওয়াশিংটন, উইলিয়ম টেল, নেলসন, বিসমার্ক, শিবাজী, আকবর শাহ, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি কি এক জন্মের পুণ্যে জন্মভূমির উপকার সাধন করিতে পারিয়া ছিলেন? বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে কোন জন্মে ব্যাধ থাকার কথা তাঁহার স্মরণ ছিল।

*

৩৪। রোমরাজর্ষি মার্কস অরিলিয়াস।

মার্কস অরিলিয়াস (১২১—১৮০ খৃঃ) সম্ভ্রান্ত রোমক বংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং মল্লদিগের নিকট কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সহিত শিক্ষা লাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি ভূমিতে শয়ন করিতেন।

রোমক সম্রাট আন্টোনীনস পায়স দুইটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। মার্কস অরিলিয়াস এবং লুসিয়াস কমোডস্। মার্কসের সহিতই তিনি স্বীয় কন্যা ফষ্টিনার বিবাহ দেন। মার্কস ২৩ বৎসর তাঁহার পালক পিতার সযত্নে সেবা এবং তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করেন। এই সুদীর্ঘ কালে দুই দিন মাত্র তিনি সম্রাটের নিকটে ছিলেন না।

আন্টোনীনস মৃত্যুকালে মার্কস অরিলিয়াসকে উত্তরাধিকারী

নিযোগ করিলেন; কমোডসের নামও করিলেন না। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিযাই মার্কস অরিলিযাস কামোডসকে সহযোগীরূপে গ্রহণ করিলেন এবং সম্রাজ্যের সকল ক্ষমতার এবং ঐশ্বর্য্যের সমান অংশভাগী করিলেন।

মার্কস অরিলিয়াসের "আত্ম চিন্তার" তাঁহার অন্তর্জীবন সুপ্রকাশিত। উহাতে আর্য্য মহর্ষিদিগের উপদেশের অনুরূপ অনেক উচ্চ শ্রেণীর কথা আছে।

এক সময়ে রোমে মহামারীতে বহুলোক ক্ষয হয এবং প্রজাদিগের বিশেষ কষ্ট হয। সম্রাট রাজকোষের সমস্ত ধন ও রত্ন প্রজাদিগের সাহায্যে বাহির করিযা দেন এমন কি সেজন্য রাজ-পরিচ্ছদগুলি বিক্রয় করেন। ঐ সময়ে জর্ম্মণদিগের ভীষণ আক্রমণ হইতে রোম সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তিনি অমানুষিক বীরত্ব প্রকাশ করিযাছিলেন।

তিনি বিজিত জর্ম্মণদিগকে প্রচলিত ইযুরোপীয বর্ব্বর প্রথানুসার দাসরূপে বিক্রয করেন নাই। মানুষমাত্রের যে নৈসর্গিক সত্ব আছে। পরাজিত শত্রুর সে সত্ব যায না—তিনি এই মত প্রকাশ করিযা তাহা একেবারে বিধিবদ্ধ করিযা দিযাছিলেন।

কেসিযাস নামক তাঁহার একজন সুদক্ষ সেনাপতি এসিয়া মাইনরে স্থিত সুশিক্ষিত ও বিপুল সৈন্যদলের একান্ত প্রিয হইযা উঠিযাছিল। সম্রাটকে তাঁহার সহযোগী কমোডস উক্ত কেসিযাসের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে সাবধান করিবার জন্য উহার ষডযন্ত্র সংক্রান্ত পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট তাহা না পডিযাই পুড়াইয়া ফেলিলে তাঁহার সহযোগী বলেন "আপনার পুত্রদিগের ভবিষ্যৎ ত আপনার দেখা উচিৎ!" মার্কস অরিলিয়াস উত্তর দেন "কেসিয়স যদি আমার পুত্রদিগের অপেক্ষা প্রকৃতিপুঞ্জের প্রীতির অধিক উপযুক্ত হয়, তবে

আমার সন্তানদিগের জন্মভূমির উপকারার্থে মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়া সরিয়া যাওয়াই উচিত হইবে !”

সম্রাটের উপেক্ষায় কেসিয়াসের সাহস বাড়িয়া গেল। সে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ করিল। কিন্তু সম্রাটের এ ঔদার্য্যের কথা শুনিয়া কেসিয়াসের অনুগত সৈন্যেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং কেসিয়াসকে তাহার সৈন্যদিগের মধ্যেই কেহ নিহত করিল।

সেনেট সভা বিদ্রোহীর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের হুকুম দিতে-ছিলেন ; মহানুভব সম্রাটের অনুরোধে কেসিয়াসের পরিবারবর্গের কোন সম্পত্তি নাশ হইল না !

আর্য্য ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থানুসারে ত্রিসন্ধ্যায় আত্ম পরীক্ষা করিতে হয়। “মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং উদরেণ শিশ্না যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি”—ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বা মনে যে কোন দোষ করিয়াছি বলিয়া ছোট বড সকল দোষগুলি স্মরণ করিয়া তাহা নাশের ও ত্যাগের চেষ্টা করিতে হয়। মার্কস অরিলিয়াস ঐ ভাবেই আত্ম-পরীক্ষা করিয়া একান্ত সংযমী এবং অটল শান্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের দুর্ব্যবহার এক দিনের জন্যও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি উহাও সহগুণ বৃদ্ধির উপায় স্বরূপই করিয়া লইয়াছিলেন !

৩৫। কর্ত্তব্যপরায়ণতা কাপ্তেন পিকথরন্।

মার্কিন সওদাগরী জাহাজের কাপ্তেন পিকথরন্ পাঁচদিন পাঁচরাত্রি ঝড়ের মধ্যে অবিরত নিজের স্থানে স্থির থাকিয়া “ক্লীরারওয়ে” নামক জাহাজের পরিচালনা কার্য্য করিতেছিলেন। এক মুহূর্ত্তও অপরের হস্তে কার্য্যভার দিয়া বিশ্রাম করেন নাই। জাহাজ বোষ্টন বন্দরে

নিরাপদে প্রবেশ করিবার সময় অতিরিক্ত শ্রমে হৃদপিণ্ড অচল হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। (মার্চ্চ ১৯১৬)।

৩৬। সু-পুত্র পুরু।

চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতি পত্নী, দেবযানির দাসী, শর্ম্মিষ্ঠাকে গোপনে বিবাহ করায় শ্বশুর শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলে, স্বীয় পাঁচ পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন "তোমাদের মধ্যে কেহ একজন আমার জরা গ্রহণ কর। আমার ভোগাভিলাষ এখনও অতৃপ্ত।" জ্যেষ্ঠাদিক্রমে তাঁহার চারি পুত্রই সর্ব্ব শারীরিক দুঃখের আকর জরাগ্রহণে সম্মত হইল না। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র পুরু সানন্দে সেই জরা গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পিতাকে আপন যৌবন দানে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

মহারাজ যযাতি কিছুকাল পরে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে বিষয়ের উপভোগে কামনার শান্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহা বাড়িতে থাকে। তখন কনিষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার যৌবন প্রত্যার্পণ করিয়া এবং তাহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন ;—"বৎস ! তুমি পিতৃভক্ত সুপুত্র। ভবিষ্যতে আমাদের মহৎ বংশ তোমার নামেই পৌরব বংশ বলিয়া অভিহিত হইতে থাকিবে।" ইহার পর মহারাজা যযাতি বনে গমন করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করেন।

৩৭। শরণাগত রক্ষক শিবি।

উশীনর রাজার পুত্র শিবি একান্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। দেবতাগণ একদা স্থির করিলেন যে তাঁহারা শিবির ধর্ম্ম পরীক্ষা করিবেন। সেই উদ্দেশ্যে অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিলেন এবং

ইন্দ্র শ্যেন-পক্ষীরূপে সেই কপোতের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন। উভয়ে সিংহাসনোপবিষ্ট শিবি রাজের নিকট উপস্থিত হইলে কপোতটী রাজার ক্রোড়ে পতিত হইয়া কহিল "মহারাজ! মৃত্যু হইতে আমাকে রক্ষা করুন।" শ্যেন রাজাকে বলিল "মহারাজ! উহাকে আপনার ক্রোড় হইতে সরাইয়া দিন; আমি উহাকে ভক্ষণ করিব।" রাজা কহিলেন "শরণাগতকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদানও গৃহীমাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তোমার যদি ক্ষুধা বোধ হইয়া থাকে তাহা হইলে মৎ প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ কর।" শ্যেন বলিল "আমি ঐ কপোতটী ভিন্ন অন্য কিছুই চাহি না।" রাজা কহিলেন "কপোতের পরিবর্ত্তে যাহা চাহ তাহাই দিব।" শ্যেন কহিল "তবে স্বীয় উরু হইতে কপোতের পরিমাণ মাংস কাটিয়া দাও।" রাজা তৎক্ষণাৎ আপন উরু হইতে মাংস কাটিয়া কপোতের সহিত ওজন জন্য তুলাদণ্ডে তুলিয়া দিলেন। কিন্তু সমস্ত শরীর হইতে মাংস কাটিয়া দিলেও কপোত অপেক্ষা তাহা কম ওজন হওয়ায় স্বয়ং তুলাদণ্ডে উঠিয়া বসিলেন। তখন শ্যেন কহিলেন "মহারাজ! এইবার তুমি এবং কপোত উভয়েই মুক্ত হইলে।" শ্যেন প্রস্থান করিলে কপোতরূপী অগ্নি স্বীয়রূপ ধারণ করিয়া রাজাকে দর্শন দিলেন এবং বলিলেন "মহারাজ! আপনি আজ আমার এবং ইন্দ্রের নিকট মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আপনার নাম চিরস্মরণীয় হইবে।" অগ্নির কৃপায় রাজার কাটা অংশগুলি সহজেই জোড়া লাগিল।

৩৮। স্বদেশের জন্য আত্মবলি — শর্ম্মিষ্ঠা।

একদা দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এক সরোবরে স্নান করিতে গিয়াছিলেন

তাঁহারা সরোবর তীরে বস্ত্র রাখিয়া জলে নামার পর প্রবল বায়ু উঠিলে তাঁহাদের বস্ত্রগুলি একত্রে 'তাল পাকাইয়া' গেল। স্নানের পর শর্ম্মিষ্ঠা ভ্রম বশতঃ দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করায় ক্রুদ্ধা দেবযানী বলিলেন "পিতার শিষ্য-কন্যা হইয়া তোর এত সাহস!" তাহার পর অশ্রাব্য এত কটূক্তি করিতে লাগিলেন যে তাহাতে ক্রোধে আত্মবিস্মৃতা শর্ম্মিষ্ঠার ইঙ্গিতে তাহার সখীগণ দেবযানীকে একটা শুষ্ক কূপ মধ্যে ফেলিয়া দিল।

দৈবাধীন রাজা যযাতি সেই বনে মৃগয়ার জন্য গিয়াছিলেন—তৃষ্ণার্ত্ত রাজা কূপের নিকট গেলে রমণীকণ্ঠ নির্গত কাতর স্বর শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে দেবযানী রাজাকে বলিলেন—"আপনি আমার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন সুতরাং পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। পিতাকে বলিয়া আমাকে বিবাহ করুন। আমি আর দৈত্যদেশে থাকিব না।" রাজা দেবযানীকে শুক্রাচার্য্যের নিকট লইয়া গেলে তিনি সকল কথা অবগত হইলেন এবং দেবযানীকে রাজার সঙ্গে বিবাহ দিয়া কন্যা জামাতা সহ দৈত্যরাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা বৃষপর্ব্বা ভীত হইয়া আসিয়া গুরু শুক্রাচার্য্যের চরণে পতিত হইলে শুক্রাচার্য্য বলিলেন "আমার কোন প্রকার সম্মান না রাখিয়া তোমরা আমার শিষ্য কচের নির্য্যাতন করিলে! এক্ষণে তোমার কন্যা আমার কন্যাকে কূপে ফেলিয়া দিল; এরূপ অবমাননায় আমার এ রাজ্যে বাস করা চলে না। এদেশ ছাড়িবার জন্যই আমার কন্যা ক্ষত্রিয় রাজাকে বিবাহ করিল। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা কাতরভাবে পুনঃপুনঃ শুক্রাচার্য্যের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন "আপনি না থাকিলে দেবতারা আমাদের সবংশে মারিয়া ফেলিবে, আপনিই যে আমাদের জীবনদাতা পিতা; পিতার ক্রোধ ত

সন্তানের উপর স্থায়ী হয় না।” তখন শুক্রাচার্য্য বলিলেন “তবে দেবযানীকে সন্তুষ্ট করুন।” বৃষপর্ব্বা দেবযানীকে বলিলেন “যাহাতে আপনার ক্রোধ শান্তি হয় আমি তাহাই করিব আজ্ঞা করুন।” দেবযানী বলিলেন “শর্ম্মিষ্ঠাকে তাহার সকল সখী সহ আমার দাসী করিয়া দাও।” দৈত্যরাজ প্রিয়তমা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর এই পণ এবং দৈত্যকুলের বিপদ অশ্রুপূর্ণ নয়নে জানাইলে শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন “পিতঃ! আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না। কুলের স্থায়ী উপকারার্থে আপনার কন্যা প্রাণত্যাগের অপেক্ষাও কঠিন কার্য্য—রাজকন্যার দাসীবৃত্তি—করিতে অণুমাত্র ক্ষোভ বোধ করিবে না।”

৩৯। দেশের জন্য আত্মত্যাগ

রুসীয় ধীবরদিগের।

ইয়ুরোপে মহাযুদ্ধ চলার সময়ে একদিন (নভেম্বর ১৯১৪) সাত জন রুষীয় ধীবর ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে নৌকা বাহিতেছিল। ঐ সময়ে একখানি রুষীয় যুদ্ধ জাহাজ তাহাদিগের দিকে আসিতেছিল। নাবিকেরা যেখানে নৌকা বাহিতেছিল তাহার অনতিদূরে সমুদ্রগর্ভে যে একটা 'মাইন' ছিল তাহা উহারা জানিত। ঐ নাবিকেরা যখন দেখিল যে সঙ্কেত করিয়া জাহাজের লোকদিগকে সমুদ্রগর্ভে রক্ষিত 'মাইনের' অস্তিত্বের কথা জ্ঞাপন করা গেল না, শীঘ্রই জাহাজখানি মাইনের উপর পড়িয়া বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন তাহারা স্বদেশের ঐ বহুমূল্য যুদ্ধ জাহাজখানি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আপনাদিগের প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া বেগে নৌকা বাহিয়া ঐ মাইনের উপরই গিয়া পড়িল; তৎক্ষণাৎ মহাশব্দে মাইনটি বিস্ফুরিত হইল এবং নৌকাখানি চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। এই ঘটনায় নৌকার ছয়জন নাবিক প্রাণ হারায়।

যে ব্যক্তি বাঁচিয়াছিল রুষীয় সম্রাট তাহাকে উপাধি ভূষণে মণ্ডিত করিয়াছিলেন।

৪০। পিতৃ-আজ্ঞা লংঘনের প্রায়শ্চিত্ত জনসনের।

স্যামুয়েল জনসনের পিতা মাইকেলের উট্‌কজেটর গ্রামে একখানি পুস্তকের দোকান ছিল। একদিন শরীর অসুস্থ থাকায় দরিদ্র মাইকেল বলিলেন "সাম! তুমি আজ আমার পরিবর্ত্তে দোকানে যাও।" স্যামুয়েল বলিলেন "আমার ভাল কাপড় জুতা নাই, আমি পারিব না।" অগত্যা বৃদ্ধকেই যাইতে হইল। কালক্রমে পুস্তক লিখিয়া জনসন বিখ্যাত হইলেন। কিন্তু তিনি যে স্নেহময় পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছিলেন, এ চিন্তা মন হইতে চির জীবনে কিছুতেই দূর করিতে পারিলেন না। উট্‌কজেটরে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্থলে তাঁহার পিতার দোকান ছিল সেস্থলে তিনি অনেক সময় মধ্যাহ্নে অনাবৃত মস্তকে বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

৪১। পতিতের প্রতি কৃপা সাধুর।

এক সময়ে অবন্তীনগর বড়ই সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। ধনের সদ্ব্যয় না হইলেই বিলাসিতা ও পাপাচার প্রবেশ করে। ঐ সময়ে অবন্তী-নগরে বহুসংখ্যক বেশ্যা প্রভৃত অর্থোপার্জ্জন করিত। একদিন এক দৃঢ়শরীর শুভ্রকেশ সাধু ঐ নগরে আসিয়া সমস্ত দেখিয়া বেশ্যাদিগের এবং পাপাচারীদিগের কি গতি হইবে ইহা ভাবিয়া করুণায় গলিতহৃদয় হইলেন। তিনি দিনের বেলায় ধনী যুবকদিগকে সৎকর্ম্মে উৎসাহ দান করিতেন, নিজে কায়িক পরিশ্রম করিয়া কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করি-

তেন এবং কয়েকজনের গুপ্তদানও গ্রহণ করিতেন। তাহার পর সন্ধ্যার সময় নগর প্রান্তে এক গুহায় গিয়া নির্জ্জনে থাকিতেন। এই সকল দেখিয়া লোকে তাঁহাকে খুবই ভক্তি করিত—কেবল অর্থোপার্জ্জন কেন করেন বুঝিতে পারিত না। একটু রাত্রি হইলেই সাধু ছদ্মবেশে বেশ্যালয়ে যাইতেন এবং যথাযোগ্য অর্থ কোন বেশ্যাকে দিয়া বলিতেন "বাছা! এতদিন তোমাকে যত্ন ও রক্ষা করি নাই বলিয়াই তোমার এই দশা; আজ আমি তোমার পিতা এ বাটীতে আসিয়াছি এবং তোমার আহারের জন্য কিছু অর্থ আনিয়াছি। আর পাপাচার করিও না।" সেই তেজঃপুঞ্জ ঋষিতুল্য এবং সমস্ত সহরের লোকের মহামান্য সাধুর স্নেহপূর্ণ কথায় বেশ্যা কাঁদিয়া ফেলিত। সমস্তরাত্রি তাহার নিকট থাকিয়া তীব্র বৈরাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধাচারে সদুপায়ে অবশিষ্ট জীবন যাপনের উপদেশ দিয়া সাধু শেষ রাত্রে নিজ গুহায় চলিয়া যাইতেন। সাধু কাহার নিকট এক রাত্রি কাহার নিকট দুই রাত্রি গেলেই বেশ্যা সাধুর দানে এবং গোপনে নিজের অলঙ্করাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থে মহাজনী বা ছোট দোকান বা সেলায়ের কাজ আরম্ভ করিত। কেহ বা কায়িক পরিশ্রমে (যাঁতায় যব ও গম ভাঙ্গিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিত। লম্পট যাহারা উহাদের নিকট আসিত তাহাদের কিছু দিনের জন্য ব্রত গ্রহণ প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা বিরত করিত। সাধুর নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহারা কোন উল্লেখই করিত না।

এক সময়ে কোন প্রসিদ্ধ সুন্দরী বেশ্যার মন নরম করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়। সে ত পেটের দায়ে পাপাচরণ করিতে ছিল না! যাহা হউক শেষে সাধু অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়া উহার বাটী হইতে বাহির হইলে এক মাতাল গুণ্ডা উহাঁকে দেখিয়া চিনিতে পারে। "তবে রে ভণ্ড! তোমার সাধুগিরি এইরূপ"—এই কথা বলিয়াই গুণ্ডা

উহাঁর মাথায় যষ্টির আঘাত করে। সাধু বলিলেন "ভাই! তোমার জন্য কিছুই করিবার অবসর পাই নাই এবং আমার কার্য্য চালাইবার জন্য চেলা স্থির করি নাই। ভগবানের কৃপায় তোমার ও আমার মধ্যে এই যষ্টির সংশ্রবেই যেন তোমার উপায় হয়! যখন তোমার হৃদয়ে এই আঘাত নগরের সকলের অপেক্ষা শতগুণ অধিক লাগিবে, তখন আমার কার্য্যটাই হাতে লইও; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে তাহাতেই সান্ত্বনা পাইবে।" মাতাল গুণ্ডাটা ছদ্মবেশে বেশ্যালয় হইতে বহির্গত হইতে লক্ষিত সাধুর, এসকল কথা বুঝিতেই পারিল না—কিন্তু আহত সাধুর স্নিগ্ধ করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে বড়ই বিচলিত হইল। রক্তাক্ত কলেবর সাধু কোনরূপে গুহায় গিয়া পড়িয়া রহিলেন। এই সম্বাদ অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচারিত হইয়া পড়িলে শিষ্য ভক্ত অনেকেই গুহায় গিয়া দেখিল যে সাধু মরিয়া গিয়াছেন। সাধু শত শত লোককে সৎপথে আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ প্রকাশ করিতে প্রত্যেক উপকৃত ব্যক্তিকেই বারণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া সে সকল কথা সাধারণের মধ্যে প্রচার হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার মৃত্যু সম্বাদে প্রত্যেক সৎপথে আনীত ব্যক্তির মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন হাহাকার করিতে করিতে গুহার দিকে যখন চলিলেন, তখন দেখা গেল যে সমস্ত সহরই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নিরাভরণা বেশ্যাগণ যখন "বাবা, কোথা গেলে, আমাদের কি হইবে!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গুহাদ্বারে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল এবং সাধুর অসামান্য পতিতোদ্ধার কার্য্য যখন সকল লোকে জানিল তখন প্রকৃত পক্ষেই সাধুর মৃত্যুতে নগরের সকলেরই হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল এবং গুণ্ডার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তখন আহত মহাপুরুষের প্রত্যেক কথায় এবং সেই অলৌকিক স্নেহদৃষ্টির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া গুণ্ডা বৈরাগ্য

অবলম্বন করিল এবং অল্পদিন মধ্যেই সংযত ও পবিত্র হইয়া পতিতের উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইল।

৪২। ক্ষমা

বশিষ্ঠের।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সুদাসের পুত্র কল্মাষপাদ রাজপদ প্রাপ্তির পর একদা মৃগয়ায় গমন করেন। মৃগয়া শেষে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তিনি যখন এক ব্যক্তির মাত্র গমনোপযোগী একটী অতি সঙ্কীর্ণ অরণ্যপথ দিয়া ছাউনিতে ফিরিতেছিলেন, তখন দেখিলেন বশিষ্ঠ পুত্র শক্ত্রিমুনি সেই পথে আসিতেছেন। রাজা শক্ত্রিমুনিকে পথ ছাড়িয়া পাশ কাটাইতে আদেশ করিলে শক্ত্রিমুনি উত্তর দেন "পরপর স্নাতক ব্রাহ্মণকে, রাজাকে এবং বরকে পথ ছাড়িয়া দিবে"—ইহাই শাস্ত্রের বিধি। রাজাগণ ব্রাহ্মণকে পথ প্রদান করিয়া থাকেন। উভয়ের মধ্যে এই উপলক্ষ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। নৃপতি মোহবশতঃ মুনিকে কশাঘাত করিলে তৎক্ষণাৎ মুনির শাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন।

রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়াই কল্মষপাদ প্রথমে শক্ত্রিমুনিকে পরে একে একে বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ভক্ষণ করেন। পরে তিনি গর্ভিনী শক্ত্রি-পত্নীকে ভক্ষণে উদ্যত হইলে বশিষ্ঠ স্বীয় তপঃ প্রভাবে তাঁহার রাক্ষসত্ব বিদূরিত করেন এবং তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহার পাপ ক্ষালনের জন্য বহু যাগযজ্ঞ করিয়া দিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন "শক্ত্রি স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছেন। কোন অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়!"

৪৩। শাস্ত্রানুশাসন ও পিতৃআজ্ঞা

শ্রীরামচন্দ্র।

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ বনে গমন করার পর পিতার দেহান্তের

সম্বাদ পাইলেন। শ্রাদ্ধক্রিয়ার জন্য বশিষ্ঠদেব তাঁহার নিকট গেলেন। পিণ্ডদান সময়ে দশরথের প্রেতাত্মা হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "রাম! তোমার ন্যায় পিতৃবৎসল সত্যপরায়ণ সুপুত্রের প্রদত্ত পিণ্ড সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই গ্রহণ করিব। আমার হস্তেই দাও।" পিতার স্নেহ সম্ভাষণে পরম পুলকিত শ্রীরামচন্দ্র পিতার ঐ কর্ম্ম দ্বারা শাস্ত্রের অমর্য্যাদাহানি হইয়া না যায় এজন্য বলিলেন "পিতঃ আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব; কেবল শাস্ত্রে কুশের উপর পিণ্ড দিতে বলে এজন্য সেই বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসা মাত্র করিতেছি।" দশরথ বলিলেন 'বৎস! প্রজাদের মধ্যে শাস্ত্রানুবর্ত্তিতা রক্ষা সম্বন্ধে আমার কোন কার্য্য দ্বারা ক্ষতি না হয়, এই জন্যই আমাকে কবার ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তুমি আমার আরও প্রীতিভাজন হইলে! তুমিই প্রকৃত সুপুত্র, পিণ্ড বিধিমত কুশের উপরই দাও।"

৪৪। কুর্ম্মধর্ম্ম — মহাত্মা গন্ধী।

ভারত মাতার পরম ভক্ত সেবক মহাত্মা গন্ধি কাঠিয়াবাড় অঞ্চলের পোর বন্দর নগরে জন্মগ্রহণ করেন (২।১০।১৮৬৯)। তিনি বৈশ্যবংশ সম্ভূত (গন্ধবেণিয়া)। তাঁহার পিতা গন্ধি কিছুকাল পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন, পরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া রাজকোটে গিয়া বাস করেন। তিনি এবং তাঁহার পত্নী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ, তেজস্বী এবং সরল স্বভাব ছিলেন। উহাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র মোহনচাঁদ করমচাঁদ মহাত্মা গন্ধি নামে সুপ্রসিদ্ধ। রাজকোটের পাঠশালার এবং স্কুলের শিক্ষা ১৭ বৎসর বয়সে শেষ করিয়া গন্ধিজী ভাওনগর কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি মাংস, মদ্য, পরদার প্রভৃতি দ্বারা স্নেহময়ী মাতা কর্ত্তৃক গঠিত সুচরিত্রের অনুমাত্র হানি করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্যারিষ্টার

হইবার জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন। লণ্ডনে তিন বৎসর মাসিক ৬০৲ টাকা মাত্র আয়ে থাকিয়া গন্ধি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিলেন। জননীর আশীর্ব্বাদে এবং তাঁহার উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখায় গন্ধিজীর ভিতরে বৈদেশিক ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। বোম্বাযে জাহাজ হইতে নামিযা গন্ধিজী সুপ্রসিদ্ধ "নাসিক" (পঞ্চবটী) তীর্থে গিয়া বিলাত যাত্রার জন্য প্রায়শ্চিত্ত্যাদি করেন। রাজকোটে গিযা জানিলেন যে তাঁহার মাতার দেহান্ত হইয়াছে। ইহার পর তিনি তিন বৎসর বোম্বায়ে ব্যারিষ্টারি করেন। পোরবন্দরের একজন মহাজনের দক্ষিণ আফ্রিকায় একটী কুঠী ছিল; প্রিটোরিয়া সহরে তাঁহার একট অধিক টাকার মোকদ্দমার তদ্বির জন্য তিনি গন্ধিজীকে বিশেষ অনুরোধ পূর্ব্বক তথায় পাঠাইয়া দেন (১৮৯৩)। গন্ধিজী প্রিটোরিয়ায গিয়া তথায ব্যারিষ্টারী করিবার প্রার্থনা করিলে "ল-সোসাইটি" বলেন যে "কালা আদমীকে" ঐ অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু সুপ্রীমকোর্ট ঐ অধিকার অবশেষে স্বীকার করেন। ইহার পর একদিন তিনি ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার সময, গার্ড সাহেব তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেয় এবং বলে কালা আদমী নিম্ন শ্রেণীতে যাইতে বাধ্য—প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিলেই তাহার সেই শ্রেণীর কামরায় ঢুকিবার অধিকার হয় না। বৃটিশ উপনিবেশিকদিগের ভারতবাসীমাত্রের প্রতি এইরূপ গর্ব্বিত ব্যবহার দেশভক্ত গন্ধিজীর মনে একটা তীব্র জ্বালার উদ্রেক করিল। তিনি জননী এবং জন্মভূমিকে অভিন্ন এবং "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মনে করিতেন। এই সময়ে নেটাল মার্করী নামক সংবাদ-পত্র হইতে জানিলেন যে, ঔপনিবেশিক পার্লিয়ামেণ্টে এমন একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা ভারতবাসীগণ দক্ষিণ আফ্রিকায় পার্লিয়ামেণ্টে বা মিউনিসিপ্যালিটিতে সভ্য নির্ব্বাচনে

কোনরূপে মত দিতে পারিবেন না। গন্ধিজী তৎক্ষণাৎ এই পক্ষপাতীতার বিরুদ্ধে তার-যোগে আপত্তি করিলেন, এবং বহুলোকের স্বাক্ষর করাইয়া আবেদন পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভ হইল না। আইন পাশ হইয়া গেল। তারপর গন্ধিজী দশ হাজার লোকের স্বাক্ষর করাইয়া ইংলণ্ডে এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে আবেদন করাইলে ঐ আইন রদ হইয়া যায়। কিন্তু শ্বেতাঙ্গেরা অবিলম্বে অপর একটী আইন জারী করিয়া লইল। গন্ধিজী দেখিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দিগের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সমগ্র ভারতের সহানুভূতি ও সাহায্য আবশ্যক এবং তাঁহারও সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুকাল থাকিয়া কার্য্য করার প্রয়োজন আছে। তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া বোম্বাই, মাদ্রাজ, পুণা, প্রভৃতি স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দিগের শ্বেতাঙ্গহস্তে দুর্দ্দশার সুস্পষ্ট চিত্র দেখাইলেন। ভারতে এই আন্দোলনের সম্বাদে নেটালের শ্বেতাঙ্গেরা বিচলিত হইয়া অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। তাহাতে প্রবাসী ভারতীযেরা গন্ধিজীকে উহাদের নিকট যাইবার জন্য কাতরভাবে তারযোগে অনুনয় করেন। গন্ধিজী স্ত্রী পুত্র লইয়া নেটালে যে জাহাজে গিয়াছিলেন তাহার সহিত "নেয়ার" নামক আর একখানি জাহাজে ছয় শত ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিল। ইহাতে শ্বেতাঙ্গেরা আরও ক্রুদ্ধ হয়। একটা কথা রাষ্ট্র হয় যে ঐ সকল লোক ভারতের উৎকৃষ্ট কারিকর এবং তাহাদের প্রতিযোগিতায় শ্বেতাঙ্গ কারিকরদিগের সমূহ ক্ষতি হইবে। "নেয়ার" জাহাজকে প্রথমটায় বন্দরে ঢুকিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। গন্ধিজীর পরামর্শে ক্ষতি পুরণের দাবীর উল্লেখ করা হইলে ঐ লোকদিগকে জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া হয়। কিন্তু ক্রুদ্ধ শ্বেতাঙ্গেরা

উহাদের উপর ইষ্টক, প্রস্তর বর্ষণ করে।

উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম সময়টায় জঙ্গল কাটিয়া চাষ আবাদ, গ্রাম নগর পত্তন প্রভৃতি কার্য্য ভারতবাসীর সাহায্যে করা হয় এবং তাহাদের সমাদর দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতে উৎসাহিত করা হইত। কিন্তু "কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরাইলেই পাজি"—এই ঘোর অকৃতজ্ঞতার ভাব, কোন কোন দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে একান্তই বদ্ধমূল। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গেরা মিতব্যয়ী, মদ্যপানবিরত এবং পরিশ্রমী ভারতবাসীদিগের প্রতিযোগিতা সহ্য করিতে পারিতেছিল না এবং উহাদের নানা প্রকার নির্য্যাতন দ্বারা যেন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত করিতেই কৃতসংকল্প এইরূপ বোধ হইতেছিল। ১৮৯৯ অব্দে অক্টোবর মাসে বুয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে গন্ধিজী ভারতীয়দিগের একটী বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত করিয়া শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশীদিগের সেই বিষম সঙ্কট সময়ে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐসময়ে কিছুদিনের জন্য শ্বেতাঙ্গেরা গন্ধিজীকে সমাদর করেন। কিন্তু যুদ্ধশেষে প্রবাসী ভারতীয়দিগের প্রতি যাহাতে ভবিষ্যতে অত্যাচার না হয়, সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। ১৮৮৫ অব্দে ট্রান্সভালে বুয়ারেরা এক আইন জারী করিয়াছিল যে এসিয়াবাসীদিগকে সহরের বাহিরে একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস করিতে হইবে।—যেন তাহাদিগের সংস্রবে কোন রোগ শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে সংক্রামিত না হয়। গন্ধিজী এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে ভারতে অন্ত্যজদিগের সম্বন্ধে ঘৃণার সহিত যাহা করা হয়, ডোমপাড়ার ন্যায় এই ব্যবস্থা সেই কর্ম্মেরই ফল। বুয়ার যুদ্ধে ভারতীয় প্রবাসীদিগের অসামান্য সেবার পুরস্কার এই হইল যে উপরোক্ত আইন বেশ কড়াভাবে নূতন করিয়া জারী করা হইল। ১৯০৬ অব্দে প্রবাসী ভারতীয়দিগের

স্ত্রী, পুরুষ, বালকবালিকা সকলকে সম্রাট আরঙ্গজেবের জিজিয়া করের ন্যায় একটা বিশেষ টেক্স দিয়া নাম রেজেষ্টারী করিতে বাধ্য করা হইল।

১৯১৩ অব্দে অপর এক অদ্ভুত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন হইল যাহাতে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম্মানুসারে বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত। প্রস্তাব হইল যে ঐরূপ বিবাহিত স্ত্রীলোকদের "রাখনি" রূপে ধরা হইবে এবং তাহাদের সন্তানেরা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই পাইবে না। এই সকল শ্বেতাঙ্গদিগের অকথনীয় অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে গন্ধিজী একক দণ্ডায়মান হইয়া ভারতীয় প্রবাসীদিগের হৃদয়ে একটা অদম্য উৎসাহের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার সত্যাগ্রহ প্রচারে ভারতীয়গণ নির্ভয়ে ঐ সকল আইন অমান্য করিতে লাগিল এবং সহস্র সহস্র লোক জেলে প্রবৃষ্ট হইল। মহাত্মা গন্ধিকে জেলে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাঁহাকে দিয়া পাইখানা পরিষ্কার করান হয়। কাঠ চেলাইয়া দুই হাতে ফোস্কা হইয়া গিয়াছিল! মহাত্মা গন্ধিজীর পত্নী শ্রীমতী কস্তুরী বাই ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সত্যাগ্রহে অনুপ্রাণিত করিলে, তাঁহাদিগকেও দলে দলে জেলে পোরা হইল এবং নানা প্রকার ঘৃণিত কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। দেশভক্ত গোখলে ইংলণ্ডে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সাম্রাজ্যের এক অংশের প্রজা অপর অংশের লোকের প্রতি এরূপ অত্যাচারে ইংরাজ জাতি লজ্জিত হইয়া ঐ সকল আইন রদ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। মিষ্টার পোলক এবং মিষ্টার এণ্ডরুজ দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া যে রিপোর্ট লিখিলেন তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

ভারতবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গন্ধির নেতৃত্বে সম্পূর্ণ

একযোটে. বলপ্রকাশ বৰ্জ্জিত বাধা (প্যাসিভ রিজিষ্টেন্স) বা কূর্ম্মধর্ম্ম পালন করিয়া সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল। উঁহারা কোথাও অনুমাত্র উদ্ধত-ভাব প্রকাশ করেন নাই। ইহার পর মহাত্মা গন্ধি ভারতের মধ্যে সকল অন্যায় অত্যাচার প্রতিবিধানের জন্য তাঁহার অসামান্য শক্তির প্রয়োগ করিতে আসেন। এখানে তাঁহার কার্য্য খুবই কঠিনতর। প্রবাসী ভারতবাসীরা সংখ্যায় অল্প তাহাদিগের হস্তে রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটার অনুমাত্র শঙ্কা নাই; তাহারা উদ্যমশীল অল্পাধিক শিক্ষিত এবং সংযত। তাহারা ইংলণ্ডে যতটা সহানুভূতি পাইয়াছে ভারতবাসীর ততটা পাওয়া সম্ভবে না। কিন্তু যখন দাবী ন্যায্য এবং ভারতবাসী জনসাধারণের এই মহা-দেশের সবর্বত্র নিঃস্বার্থ উদ্যোগী স্বদেশী একজন নেতার পরিচালনাধীনে এক যোগে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইতেছে তখন ভুল ভ্রান্তি স্থানে স্থানে শোচনীয়ভাবে ঘটলেও জাতীয় জীবনে সত্বরে বলসঞ্চারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সে যাহা হউক, সবর্বত্রই জনসাধারণ মহাত্মাকে ন্যায়ের অবতার ভাবে পূজা করিতেছে। এবং তাঁহার প্রবৰ্ত্তিত ধর্ম্মঘট বা হরতাল অসহযোগ (নন্-কো-অপারেসন) দেওয়ানী আইনের অমান্য (সিভিল-ডিস্ওবিডিয়েন্স) এখন পল্লীগ্রামের কৃষক এবং মুটে মজুরের মুখেও শুনা যাইতেছে। ভারতের জনসাধারণ রাজনীতির কোন খবর রাখিত না। এখন সেই আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর লইতেছে!—বৰ্ত্তমান ভারতের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, অন্নকষ্ট এবং তাহার নিরাকরণের উপায় সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা।—মহাত্মা গন্ধির আন্দোলনে ভারতীয় চিন্তাস্রোতের গতি ফিরিয়াছে।—এবং আশা করা যায় যে কৃষি এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে রাজনীতি সুপরিবর্ত্তিত হইবে।

ভারতের আন্দোলনে স্থানে স্থানে দেশীয়েরা, বলপ্রকাশাদি করিয়া ফেলিয়া নিজেদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে গন্ধিজী যে

একান্তই ক্ষুব্ধ তাহাতে তাঁহার অতিবড় শত্রুরও সন্দেহ নাই। তিনি প্রকৃতই দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, অহিংসা নীতিতে কুর্ম্মধর্ম্ম পালন করিয়া তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় স্বদেশীয়গণ শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহার গুরু গোখলের উপদেশানুসারে আমেদাবাদে সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্যায় অত্যাচারের নিরাকরণের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন।

ভারতে আসার পর তাঁহাকে উত্তরবিহারে নীল কুঠির কার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য বলা হয়। অক্লিষ্টকর্ম্মা গন্ধিজী উত্তর বিহারের ভবিষ্যৎ উপকার বিশেষ ভাবেই করিয়াছেন, তিনি তথাকার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রায় সাত হাজার লোকের স্বাক্ষর লইয়া যে রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছেন তাহাতে (১৯১৭) নীলকর এবং প্রজা সম্বন্ধে একটী কমিশন বসাইতে হয়। তাহাতে গন্ধিজীকেও অন্যতম সভ্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ঐ কমিশন সুবিবেচনার সহিত একবারেই স্থির করিয়াছিলেন যে কোন পুরাতন কথা তুলিয়া ফল নাই; ভবিষ্যতে যেরূপ কার্য্য করিতে হইবে তাহারই ব্যবস্থা ঠিক করা সঙ্গত। ইহাতে সম্মত হইয়া গন্ধিজী কোনরূপ অপ্রীতিকর তথ্য লইয়া বিশেষ গোল করেন নাই। বস্তুতঃ বিশিষ্ট অত্যাচারের কথা তুলিতেই নীলকরেরা একান্ত ক্রুদ্ধ হইতেন, এবং প্রজাদের কিছু বাড়াইয়া বলার ইচ্ছাও সে ক্ষেত্রে সম্ভব হইত। ভবিষ্যতের জন্য যাহা স্থির হইয়াছে তাহা এই ;—

যাহার ইচ্ছা শুধু সেই নীল বুনিবে।—পূর্ব্বের সমস্ত চুক্তিপত্র রদ হইয়া যাইবে। কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে সর্ব্বপ্রকার আবুয়াব লওয়া বন্ধ করা এবং যে সকল ব্যক্তি নীল কুঠির জমি ছাড়িয়া দিবে তাহাদের সহিত বন্দবস্ত করা হইবে। তাহার পর ছয়মাস পর্য্যন্ত গন্ধিজী গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে ঐ অঞ্চলে থাকিয়া নীলকর ও প্রজাদের মধ্যে

বিরূপতার হ্রাস করিয়াছেন এবং কয়েকটী পাঠশালা খুলিয়া বিশেষ উপকার করেন।

সাধারণ লোকে গন্ধিজীর বাহাদুরী সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করিয়াছে তাহার উদাহরণ স্বরূপে উত্তর বিহারে প্রচারিত কথার কয়েকটী উল্লেখ যোগ্য :—

(১) রায়তেরা বলে :—উওহ আদ্‌মি নেহি হ্যায়—উওহ তো দেওতা।

(২) কোন কুঠির সাহেবের খেয়াল ছিল যে কুঠির সামনের রাস্তা দিয়া একা যাইতে পাইবে না, উহাদের রাস্তা হইতে নামিয়া গোরুর গাড়ির চাকার যে দাগ (লীক্) মাঠের উপর দি। গিয়াছে তাহা দিয়াই যাইতে হইবে। বিহারে কোথাও কোথাও পাকা রাস্তা বাঁচাইবার জন্য পাশের মেটে রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। গন্ধিজী নাকি একাওয়ালা সাজিয়া কুঠির সামনে দিয়া একা হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন। ধৃত হইলে সাহেব উহার জরিমানা করেন। একাওয়ালাবেশী বলেন, "হুজুর, আমি বড় দরিদ্র; টাকা দিতে পারিব না, আমাকে হাজতে আটক করিয়া রাখা হউক, আমার নাম গন্ধি।" নীলকর সাহেব নাকি তখনই উহাঁকে ছাড়িয়া দিয়া মোটরকার যোগে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই দুর্ঘটনার সম্বাদ দিতে গিয়াছিলেন।

(৩) খালি পায়ে মুটীয়া থান পরা কম্বল মাত্র সম্বল গন্ধি স্বহস্তে জল আনয়ন, রন্ধন প্রভৃতি করিয়া যে সকল বিহারী উকিল (শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি) তাঁহার সহকারী হইতে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে মনুষ্যত্ব শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ঐ বেশেই নগ্নপদেই ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারদিগের সহিত দেখা করিয়া থাকেন। মাতৃভূমির সেবাব্রত পালন কালে জুতা পায়ে দেওয়া প্রভৃতি দূষ্য মনে করেন।

(৪) কোথায় কোন সব্-রেজিষ্টার প্রতি দলিলে তাঁহার মামুলি

আদায় করিতেন। গন্ধি একখানা খতের দলিল, ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিয়া রেজিষ্টারী করাইতে যান। রেজিষ্টারের কেরাণী বাবু উহাঁর দীনবেশ দেখিয়া বলেন "বড় গরীব ওটা মাফ করা হউক।" রেজিষ্টার বাবু দলিল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। গন্ধিজী উহা কুড়াইয়া লইয়া বলেন "আমি গন্ধি।" সব্‌রেজিষ্টারটীর নাকি মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছা যাইবার লক্ষণ হইয়াছিল।

লোকের বিশ্বাস যে, এইভাবের অনুসন্ধান আরম্ভ করায় এবং তাহাতে দোষ বাহির হইয়া পড়িতে থাকাতেই, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে কমিশন দ্বারা সুব্যবস্থা করিয়া লইলেন। হইতে পারে যে একাওয়ালার এবং সব্‌রেজিষ্টারের গল্প অমূলক; হইতে পারে যে দেশের লোকে বড় লোকের গোপন অনুসন্ধানের একান্ত পক্ষপাতী এবং সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রকে হারুণ আল রসিদ বা গবর্ণর চ্যাং বা মহারাজ বিক্রমাদিত্যে পরিণত করিতে ব্যগ্র। কিন্তু যে দেশে দুর্ব্বল এবং ভীরু প্রজা, সেখানে উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীদিগের এই ভাবের অনুসন্ধান অনুপযোগী নহে এবং স্বদেশ সেবকদিগের জন্য গন্ধিজী বা তাঁহার উপর এই সকল আরোপিত প্রণালী প্রকৃতই উচ্চ আদর্শ।

যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উহাঁকে হুকুম দেন যে জেলা ত্যাগ করিয়া যাও, তোমার অনুসন্ধানে অশান্তির উদ্রেকের সম্ভাবনা, তখন গন্ধিজী তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই—অনুসন্ধান ও ছাড়েন নাই। যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নোটীশ দিলেন যে হুকুম অমান্যের জন্য কেন দণ্ড হইবে না কারণ দর্শান হউক, তখন গন্ধিজী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে বলেন যে তিনি হুকুম অমান্যের দোষে দোষী এবং সে জন্য দণ্ড লইতে আসিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার এবং ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত হাসান্ ইমাম্ গন্ধিজীকে সমর্থন করিতে চম্পারণে গিয়াছিলেন। কিন্তু

গন্ধিজী তাঁহাকে বলেন "যদি দণ্ড পাই তাহা হইলে রায়তের জন্য যে সুবিচার স্থাপন আমরা চাহি তাহা ছয় মাসেই হইবে। যদি পুরা অনুসন্ধান করিতে পাই তবে এক বৎসরে ফল পাইব ; যদি কমিশন বসে তাহা হইলে পুরা ফল পাইতে দুই বৎসর লাগিবে ; যেখানে প্রচুর অন্যায় প্রকৃতই আছে সেখানে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া দণ্ড প্রাপ্তিতেই বেশী উপকার—ততটা ধর্ম্মে সয় না।" গন্ধিজীর কথায় যাহা জানা যাইতেছে তাহাতে তিনিই প্রকৃত অহিংসাধর্ম্মী, দেশভক্ত এবং রাজভক্ত। অন্যায়ের গোপনে বা প্রশ্রয়ে বা উহার প্রতি ঔদাস্যে রাজভক্তি কোথায় ? রাজকার্য্যে সাধারণের ভক্তির রক্ষাতেই রাজভক্তি।

খেরি জিলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের উপর সরকারী খাজনার জন্য পীড়ন হইতেছিল : সেই দুঃসময়ে স্থানীয় কর্ম্মচারীরা প্রজাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং জমি বিক্রয় করিয়া পুরা খাজনা আদায় করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। শ্রীযুক্ত গন্ধিজী প্রজাদের মধ্যে একটা প্রবল লোকমত এবং জনাপবাদের সৃষ্টি করায় আর কেহ নিলাম ডাকিল না। মাল বা জমি বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। সাধারণের এই অসহযোগিতায় এবং জনাপবাদ সৃষ্টিতে গবর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্মচারীগণ এইরূপ হৃদয়হীন উৎপীড়ন নিবারণ করিলেন। ইহার পর গন্ধিজী অষ্টমবার্ষিক হিন্দী সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। ইনি সমগ্র ভারতকে উপদেশ দিতেছেন, যে হিন্দীকেই রাষ্ট্রীয়ভাষা রূপে গ্রহণ করা উচিত।

অসহযোগ আন্দোলন।—ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষার্থে, ভারত লক্ষ লক্ষ উৎকৃষ্ট সিপাহী সৈন্যের প্রাণ এবং বহু কোটি টাকা উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল এবং অনেকেরই আশা হইয়াছিল যে,

এইবার পুরস্কার স্বরূপ সকল দিকেই ভারত অনেকটা স্বায়ত্ব শাসন পাইবে। কিন্তু দেখা গেল যে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া দলননীতির সহায়ক এবং পুলিসের শক্তি বৃদ্ধিকর "রৌলট আইন" মঞ্জুর হইল। এই ব্যাপারটী গ্রহবৈগুণ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই বুঝিতে পারা যায় না। গন্ধিজী সত্যাগ্রহের দ্বারা ইহার প্রতিবাদ করিতে উপদেশ দিলে সমগ্র ভারতের অধিকাংশ স্থলেই লোকে হরতাল করিল (৬।৪।১৯১৯) অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া উপবাসী রহিল। সরকারী কর্ম্মচারীগণ হরতালের প্রাবল্যে ভয় পাইয়া স্থানে স্থানে নিরস্ত্র প্রজার উপর গুলি ও বোমা বৃষ্টি করাইয়া ফেলিলেন। অমৃতসরে "জালিয়ন্ ওয়ালাবাগে" যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়, তাহার নেতা জেনারেল ডায়ার সাহেব বলেন যে সাধারণের মধ্যে একটি স্থায়ী ভীতি সঞ্চারের জন্য তিনি শেষ কার্টিজ পর্য্যন্ত হত্যা চালাইয়াছিলেন। পঞ্জাবের ছোটলাট ওডায়ার এবং জেনারেল ডায়ারকে অভিযুক্ত হইতে হয় নাই! প্রত্যুত শেষোক্তকে ভারতপ্রবাসী ইংরাজেরা চাঁদা করিয়া প্রায় দুইলক্ষ টাকা উপহার সহ সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তাভাবে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হিন্দু এবং গ্রীকদিগের হস্তে লাঞ্ছিত সুলতানের জন্য নিরপক্ষ সরকার কোনরূপ সাহায্য প্রেরণ না করায়, ক্ষুব্ধ ভারতীয় মুসলমানগণ মধ্যে দৈব সংযোগে কতকটা মনের মিল হইল; মুসলমানেরা গোহত্যা পরিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

১ বৎসরে স্বরাজ।—নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্মা গন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় যে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে দেশবাসীর সহায়তা করা উচিত নয়। এখনও কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীর বোধ আছে যে গবর্ণমেণ্টের জন্য প্রজা—প্রজার জন্য গবর্ণমেণ্ট নয়। গন্ধিজী

বলেন জনসাধারণ এইবার বুঝিবে যে প্রজার জন্যই গবর্ণমেণ্ট। প্রকৃত জনসাধারণের মধ্যে আত্মিক বল সঞ্চারে এদেশীয়ের হৃদয়ে বদ্ধমূল বহুশত বর্ষের গোলামী ভাবটা তিরোহিত হইবে। বৎসর মধ্যেই (১৯২১) স্বরাজ প্রাপ্তি ঘটবে। জুলাই ১৯২১ মধ্যে তিলক স্বরাজ-ফণ্ডে ১ কোটি টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়, ভারতে ২০ লক্ষ চরকা চলিতে থাকে, কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা ১ কোটী হয়। কিন্তু জৈনবংশীয় মহাত্মা গন্ধির হৃদয়ে অহিংসাবৃত্তি যেরূপ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনেক নিরক্ষর হঠকারী যুবকের মন তাহার বিপরীত। যুবরাজের বোম্বায়ে পদার্পণের দিন ভারতব্যাপী হরতাল হইয়াছিল; কিন্তু বোম্বায়ে পার্সী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি গুণ্ডারা অত্যাচার করে। একান্তই ক্ষুব্ধ গন্ধিজী কয়েকদিন উপবাসী থাকেন। ভারতের নানাস্থানে পুলিশের সহিত গুণ্ডাদের সংঘর্ষ হয়, ফলে গুলি চলে। বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতে নিরুৎসাহ করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল হাটে বাজারে গেলে তাহাদের দলে দলে গ্রেপ্তার করা হইতে থাকে। মহম্মদ আলী এবং সৌকত আলী প্রচার করেন যে মুসলমান সিপাহীরা মেসোপটেমিয়ার সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অপকর্ম্ম করিয়াছে। মুসলমানের সিপাহী এবং পুলিশ দলে না থাকাই উচিত। এই অসহযোগ আন্দোলনে ভারতের সর্ব্বত্র প্রধান প্রধান নেতাগণ কারাবদ্ধ হন। সহস্র সহস্র সেচ্ছাসেবক-দলভুক্ত যুবকে জেলসমূহ পূর্ণ হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ যুদ্ধকার্য্যে অসহযোগ প্রচার, জৈনধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মহাত্মা গন্ধির পক্ষে দণ্ডনীয় দোষ বলিয়া ধরেন নাই, অপরের পক্ষে ধরিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মও অহিংসা ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের মূলেও তাহাই। এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজলাভ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা ভাবিয়াছেন। কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, ভারতের নিরীহ এবং রাজনীতি বিষয়ে

নিতান্ত অজ্ঞ জনসাধারণ, এক বৎসরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছে যে, রাজ্য তাহাদের এবং তাহাদেরই কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং তাহাদের সম্মিলিত প্রভূত ইচ্ছাশক্তির বলে, ভগবৎ কৃপায় সেই ভাবেই অতঃপর রাজ্য পরিচালিত হইবে।

৪৫। মন্ত্রের শক্তি *তপস্যায়।*

কোন বাঙ্গালী হিমালয়ে ভ্রমণ করিতে গিয়া একটী পাহাড়ী বস্তিতে সর্পদষ্ট হন। বিষের বলে তাঁহার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছিল। স্থানীয় ওঝার মন্ত্রে তিনি অনেকটা সুস্থ বোধ করিয়া নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ নিদ্রার পর যখন উঠিলেন তখন সম্পূর্ণ সুস্থ; কেবল দংশনের স্থানটায় একটু ক্ষত হইয়া কিছুদিন ছিল। বাঙ্গালীটী পাহাড়ী ওঝাকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহ ধরিলে, ওঝা একটু অশুদ্ধ উচ্চারণে গায়ত্রী মন্ত্রটী বলিল এবং জানাইল যে মন্ত্রের এরূপ গুণ যে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে নিদ্রা যাইতে দেওয়া যে এতই নিষিদ্ধ, তাহার ব্যতিক্রমেও ঐ মন্ত্রের কার্য্য অব্যর্থ হয়। বাঙ্গালীটী অনুসন্ধানে জানিলেন যে পাহাড়ী ব্রাহ্মণটী নিরক্ষর, কিন্তু বড়ই নিরীহ ও ভক্তিমান এবং একেবারেই অহিংসক। বাল্যকাল হইতে মাছি, মশা, পিপীলিকা পর্য্যন্ত মারেন নাই। তাঁহার পিতা তাঁহাকে ঐ মন্ত্রের প্রয়োগ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন—শ্রীভগবানকে মনে মনে বলিবে "জ্ঞাতসারে প্রাণনাশ করি নাই—প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

৪৬। স্বদেশ ভক্ত *ওয়ালেস্।*

স্কটলণ্ডের রাজা তৃতীয় আলেকজাণ্ডার নিঃসন্তান কালগ্রাসে পতিত

হইলে অনেকগুলি লোক রাজ বংশ সংসৃষ্ট বলিয়া সিংহাসনের দাবী করেন এবং ইংলণ্ডরাজ প্রথম এডওয়ার্ডকে মধ্যস্থ মানেন। এডওয়ার্ড এই সুযোগ পাইয়া বলিলেন, যে তাঁহাকে অত্যল্প রাজকর দিতে স্বীকার করিবে সেই তাঁহার অধীনে স্কট্‌লণ্ডের রাজা হইবে। ব্যালিওল নামক এক ব্যক্তি এই হীনতা স্বীকার করিয়া স্কট্‌লণ্ডের সিংহাসন পাইয়াছিল।

এডওয়ার্ডের প্রথম হইতেই অভিপ্রায় স্থির ছিল যে তিনি স্কট্‌লণ্ড খাস দখল করিবেন। ব্যালিওলও জানিত যে, কিছুদিন এডওয়ার্ডের অধীনে কার্য্য করিলেই এডওয়ার্ডের অধিরাজত্বে দাবী সুদৃঢ় হইয়া যাইবে; তখন এডওয়ার্ড উহাকে তাড়াইয়া অপরকে রাজ্য দিবেন এবং পরে 'খাস দখল' করিবেন। এজন্য এডওয়ার্ড যখন বলিলেন তিনটী প্রধান দুর্গে ইংরাজ সৈন্য রাখিতে হইবে, তখনই ব্যালিওল যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করিল। এডওয়ার্ড উহাকে ডনবারের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সমগ্র স্কট্‌লণ্ড ইংরাজ সৈন্যে ছাইয়া ফেলিলেন। বিখ্যাত রবার্ট ব্রুসের পিতামহ এই সময়ে ভূতপূর্ব্ব রাজ বংশের সংসৃষ্ট বলিয়া অধীন রাজা হইবার প্রার্থনা করিলে এডওয়ার্ড বিদ্রুপ করিয়া বলেন "তোমাকে রাজ্য জয় করিয়া দেওয়া ভিন্ন কি আমার অন্য কার্য্য নাই?"

এডওয়ার্ড, বিজীত স্কট্‌লণ্ডে বহুসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য আর্লসরের অধীনে রাখিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। ইণ্ডো ইয়ুরোপীয় একই মহাজাতি হইতে ইংরাজেরা এবং স্কট্‌লণ্ডের সমতলবাসী স্কচেরা উৎপন্ন। স্কট্‌লণ্ডে রক্ষিত গর্ব্বিত ইংরাজেরা কিন্তু তাহা মনেও আনিত না এবং বিজীত স্কচদিগের সহিত একান্তই সাহঙ্কার ব্যবহার করিত। ব্যবহারের তারতম্যেই মনুষ্যে মনুষ্যে শত্রুতা বা মিত্রতা ঘটিয়া থাকে।

ইংরাজ সৈন্যের ও কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা অবমানিত এবং নিৰ্জ্জীত স্কট্‌লণ্ডবাসীগণ বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াই ছিলেন ; এমন সময়ে, পাদ্রি পিতৃব্য কর্তৃক শিক্ষিত এবং দেশভক্তিতে অনুপ্রাণিত, তেজস্বী যোদ্ধা সার উইলিয়ম ওয়ালেসকে সেলবী নামক কোন ইংরাজ একান্ত অবমানিত করেন। দ্বন্দ যুদ্ধে সেলবী হত হন। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ সুবিচার প্রাপ্তির আশা না থাকায় ওয়ালেস্ অরণ্যে পলাইয়া যান। তথায় দলে দলে স্কট্‌লণ্ডবাসীদিগের মধ্যে তেজস্বী ও উত্যক্ত ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত মিলিত হন। ওয়ালেস্ নানাস্থানে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত রবার্ট ক্রুসও তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন। ওয়ালেস এই সময়ে স্কোন নগরে ইংরাজ বিচারক "আর্মস্‌বি"কে আক্রমণ করেন। স্কচ ও ইংরাজের মধ্যে মোকদ্দমায় ইনি একান্তই অবিচার করিতেন। আর্মস্‌বি পলায়ন করিতে পারিলেন বটে কিন্তু তাঁহার অনুচরবর্গের অধিকাংশই নিহত হয়। ওয়ালেস্ তাহার পর বার্ণস অফ আয়ারে ইংরাজ সৈন্যদের ছাউনী ভস্মীভূত করেন। এই সকল সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া এডওয়ার্ড বিদ্রোহ দমনের জন্য আর্ল পাসির অধীনে প্রকাণ্ড এক সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ সৈন্য অবাধে ইরভিন নগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে স্কচদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ বাধিল এবং অধিকাংশ ভূস্বামী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এডওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করিল। ওয়ালেস্ উত্তর অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তথায় সাধারণ প্রজার দল বাঁধিয়াই, অল্পকালের মধ্যে ইংরাজ হস্ত হইতে অনেকগুলি দুর্গ পুনরাধিকার পূর্ব্বক ডণ্ডী নগর অবরোধ করিলেন।

ওয়ালেস্ যখন শুনিলেন যে, ইংরাজ সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ঐ দিকে আসিতেছেন তখন তিনি দ্রুতপদে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ ইংরাজ সৈন্য দলের পশ্চাদভাগে ডণ্ডীর অনেকটা দক্ষিণে স্থিত ষ্টারলীং সহর আক্রমণ

করিলেন। যখন ডণ্ডীতে ওয়ালেস্‌কে না পাইয়া ইংরাজ সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ষ্টালিংয়ের নিকটে ফোর্থ নদীর পুল পার হইতেছিল, সেই সময়ে যুদ্ধ-কুশল ও ক্ষিপ্র-কর্ম্মা ওয়ালেস্ তাহাদিগকে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজ সৈন্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র যুদ্ধ করিতে পাইল। অপরাংশ নদীর অপর পারে থাকিয়াই, পরাজিত ও পলায়নপর অপর ইংরাজ সৈন্যের চাপে, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কতক ইংরাজ সাঁতরাইয়া পার হওয়ার চেষ্টায় নদীগর্ভে হত হইল। বিজয়ী স্কচেরা মহোল্লাসে শত্রুদিগকে সীমান্ত সহর বারউইক পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেল। যে স্থান হইতে ওয়ালেস্ এই যুদ্ধক্ষেত্র আক্রমণের হুকুম দেন তথায় জাতীয় চাঁদায় প্রস্তরে নির্ম্মিত তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে।

ষ্টালিংয়ের যুদ্ধ জয়ের পর ওয়ালেস্ ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া নিউকাসল পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাম ও নগর উৎসন্ন করিয়া দেশে ফিরিলে রাজ্যের রক্ষক (গার্জ্জেন) নিযুক্ত হয়েন। তিনি রাজকার্য্যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

৪৭। প্রচার কৌশল শ্রীচৈতন্যের।

শ্রীচৈতন্যদেব একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে লক্ষপতির বাটী ব্যতীত তিনি অন্যত্র কোথাও ভিক্ষা করিবেন না। ইহাতে দুঃখী বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, “প্রভু আপনি যদি আমাদের বাটী ভিক্ষা গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইবে?” শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিলেন, “যাঁহার লক্ষ টাকা আছে আমি তাঁহাকে লক্ষপতি বলি না। যিনি প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম করেন আমি

গ্রহণ করিব।"

৪৮। মনঃসংযোগ আর্কিমিডিস।

আর্কিমিডিস নামক গ্রীক পণ্ডিতের মনঃসংযোগ শক্তি অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল। তিনি যখন সিরাকুজ নামক সহরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন মার্সিলস ঐ নগর আক্রমণ করেন। যখন আক্রমণকারী সৈন্যগণ নগরমধ্যে প্রবেশ করে, তখন তিনি জ্যামিতির প্রতিপাদ্য প্রমাণে ব্যস্ত ছিলেন; যুদ্ধের কোলাহল প্রভৃতি কিছুই তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। এইরূপ চিন্তামগ্ন অবস্থায় একজন সৈনিক তাঁহার প্রাণবধ করে।

৪৯। গীতাপাঠ ব্রাহ্মণ কুমারের।

কোন ব্রাহ্মণ এক ভগবৎভক্ত রাজার নিকট সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র কাশীতে গীতাপাঠ সাঙ্গ করিয়া আসিয়াছেন। রাজা বলিলেন "তোমার পুত্রকে আসিতে বলিও আমি দেখিব।" পরদিন ব্রাহ্মণ কুমার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "তোমার গীতা পাঠ ঠিক হয় নাই; পুনরায় ৺কাশী যাইয়া গীতা পাঠ কর।" ব্রাহ্মণ-পুত্র তাহাই করিল। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ কুমার উত্তমরূপে গীতা পাঠ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, রাজা পূর্ব্বমত ব্রাহ্মণ কুমারকে দেখিতে চাহিলেন এবং ব্রাহ্মণ কুমার রাজসভায় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "তোমার পুত্রের গীতা পাঠ ঠিক হয় নাই।" ব্রাহ্মণ কুমার আবার ৺কাশী গিয়া সদ্‌গুরু অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার কাছে গীতা পড়িয়া দেশে ফিরিলেন। এবারে রাজা ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি রাজসভায়

কুমার নির্জ্জনে গীতা পাঠেই নিবিষ্ট। রাজা ব্রাহ্মণ কুমারকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন "এইবার গীতাপাঠ ঠিক হইয়াছে।"

৫০। ভারতে গোহত্যা সংকোচের উপায়।

ভারতের "হিন্দু মুসলমান, একমার সন্তান" এক দেশবাসী, এক ভাষাভাষী, এক অবস্থাপন্ন। হিন্দু মুসলমানের পূর্ণ সম্মিলনের প্রধান অন্তরায় গোহত্যা। ইংরাজ শাসনকালে কোন হিন্দুর কথায় মুসলমানের ও খৃষ্টানের গোহত্যা করার প্রতিষেধ, অথবা মুসলমানের বা খৃষ্টানের অনুরোধে হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়া সম্ভবে না। উচ্ছৃঙ্খলতা-নিবারক এবং সংযমবর্দ্ধক বর্ত্তমান দৃঢ় ও নিরপেক্ষ শাসনে শান্তি ও প্রীতি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজের ভিতর হইতেই বিশেষভাবে করা উচিত। এরূপ দুই প্রধান সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে সমাজবন্ধনের মূল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠে; এবং উভয় সমাজেরই দুর্বৃত্ত লোকেরা ধর্ম্মের নামে লাঠি, ইট, ছোরার ব্যবহার ও নিরীহ ব্যক্তিগণের লাঞ্ছনা এবং বাড়ী, ঘর, দোকান পাট লুঠ করিবার অবসর পায়। এস্থলে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য হিন্দু ও মুসলমান সমাজে যে আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন অলক্ষ্যে হইয়া আসিতেছে তাহার দিকে নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করা সঙ্গত।

(১) হিন্দু এবং মুসলমান দেশীয় রাজাদের অধিকারে বহুকাল হইতে গোহত্যা নিবারিত থাকায় ঐ সকল রাজ্যে কোরবানির হাঙ্গামাই হয় না। তথাকার মুসলমানগণ ঐ কার্য্যের জন্য উৎসুক নহেন এবং ঐ মাংসের আস্বাদনও ভুলিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল রাজ্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সহানুভূতি অধিক; এবং সেই সহানুভূতি হেতুই মুসলমান

(২) মিউটিনির সময়ে দিল্লীর তক্তে ক্ষণমাত্রের জন্য উত্থাপিত মোগল সম্রাট প্রচার করিয়াছিলেন যে. ভারতে গোহত্যা এবং গোমাংস বিক্রয় এবং শূকর পালন ও শূকর মাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ হইল।

(৩) ইংরাজের সিপাহী লাইনে হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ী, সর্ব্ব শ্রেণীর লোকই থাকেন ; সেখানে গোমাংসের ও শূকর মাংসের আনয়ন বা ভোজন ইংরাজের সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা একেবারেই নিষিদ্ধ।

এই তিনটি দেশ, কাল এবং পাত্র সম্বন্ধীয় উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে. যখন গোহত্যা উঠাইয়া দেওয়ার কল্পনা মুসলমান এবং ইংরাজ রাজাদিগের মনে কোন কোন সময়ে বা বিশেষ বিশেষ স্থলে উদয় হইতে পারিয়াছে. তখন "উহার ক্রমশঃ সংকোচ" অথবা ঐ ব্যাপার উপলক্ষ্যে হাঙ্গামার বিলোপ একান্ত অসম্ভব নহে। উভয় সমাজের মধ্যে সহানুভূতি বৃদ্ধিই উহার একমাত্র উপায়।

(৪) গোহত্যা সম্বন্ধে হিন্দুর ক্ষুব্ধভাবে মৌনী থাকাই সঙ্গত। এইরূপ ভাব অবলম্বন করিলে মুসলমানের জিদ বাড়িবে না. বরং ক্রমে মনটা নরম হইবে। মুসলমানদিগের যদি "অনুমাত্র" সন্দেহ হয় যে, অপর ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বৈধ ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহারা আগুন হইয়া উঠেন। উহাদের মনে হয়, "অমুকস্থানে গো কোরবানির কথা যদি না উঠিত ত না হয় নাই করা যাইত ; কিন্তু যখন সে কথা উঠিয়াছে, তখন কি কাহারও কথায় বা ভয়ে ঈশ্বরের নিকট ঐ বলির সঙ্কল্প ত্যাগ করিব ? এ হীনতা কখনই স্বীকার করিব না—ইহাতে প্রাণ যায় আর থাকে।" এই জন্যই ধর্ম্মপ্রবণ মুসলমানের নিকট ক্ষুব্ধ ও মৌনী ভাবই এস্থলে প্রশস্ত ; অন্য সর্ব্ব প্রকার ভাব অবৈধ ও অযৌক্তিক। হিন্দু ঐরূপ ভাব দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকিলে ক্রমশঃ আপনা হইতেই কোন

কালে ঐ কার্য্য মুসলমানেরা এদেশে আপনা হইতেই ছাড়িবেন। তুর্ক সাম্রাজ্যের অঙ্গ হানি ঘটিয়া কতক মুসলমানকে নিজ দেশেই ইয়ুরোপীয়ের অধীন হইয়া পড়িতে হওয়ায় এবং তৎসংসৃষ্ট খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুর প্রকৃতি এবং পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশিত হওয়ায় সুভদ্র মুসলমানেরা স্বতঃই গো-কোরবানি ছাড়েন (১৯২১)।

(৫) অনেক মুসলমান পরিবারে গো-কোরবানি বহুকাল হইতেই হয় না। ধর্ম্ম-কার্য্যের উপলক্ষ্যে ঈশ্ব-সৃষ্ট সকল মানবেরই সহিত তাঁহাদের সহানুভূতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং সেজন্য উঁহারা হিন্দুভ্রাতাদিগের ক্ষোভকর কার্য্যের সঙ্কল্পই করেন না। কিন্তু হিন্দুরা 'জিদ' করিলে ঐ ধর্ম্মপ্রাণ উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণও অগত্যা স্বসমাজের পৃষ্ঠপোষক হইতে উন্মুখ হইয়া পড়েন, নতুবা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ গুপ্ত সাধকেরা রজোগুণ বৃদ্ধি করে বলিয়া আমিষ ভক্ষণই করেন না।—সুতরাং দেখা গেল যে, হিন্দুর এ বিষয়ে 'জিদ' করায় মুসলমান সমাজের উচ্চশ্রেণীর সহানুভূতি, যাহা অযাচিত ভাবেই তাঁহারা পাইতেছেন, তাহার বিলোপ চেষ্টা করা হয়; কোন প্রকার উপকারই হয় না। সুলভে শুষ্ক মৎস্য বিক্রয়ের জন্য হিন্দু মুসলমানের বৃহৎ যৌথ কারবার স্থাপনে, দরিদ্র মুসলমানেরা স্বল্প মূল্যে আমিষ পাইতে পারেন, সেদিকে বিশেষ ব্যবস্থা প্রার্থনীয়।

হিন্দু সমাজে গোমাংস ভক্ষণ এককালে প্রচলিত ছিল। এদেশের পক্ষে উহা অনুপযোগী এবং কৃষি ও দুগ্ধের জন্য গোজাতির রক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রথমে সাধারণের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ রহিত হইয়া পরে গোমেধ যজ্ঞও উঠিয়া গিয়াছে। বন্যমহিষ গৃহপালিত মহিষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গরুরই ন্যায় ভারতবাসীর উপকারী হইয়া উঠায় ক্রমশঃ অলক্ষ্যে হিন্দু সমাজে মহিষ মাংস ভক্ষণ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং

তাহার ফলে মহিষের বলিদানও কমিয়া আসিতেছে। বলিদান করিয়া মহিষ মাংস ফেলিয়া দেওয়ার প্রথাটুকু এখন অবশিষ্ট ; এইবারে মহিষ বলিদান একেবারে উঠিয়া যাইবার পালা ! মুসলমান সমাজে গোহত্যা সম্বন্ধে কালসাপেক্ষে ঐ অবস্থাই ঘটিতে পারে। সুতরাং মুসলমান সমাজে ক্রমশঃ হিন্দু প্রতিবেশীর সহিত সহানুভূতি বৃদ্ধি এবং মৎস্য ব্যবহারের বৃদ্ধি সহ গোমাংস ভক্ষণ সঙ্কোচ চেষ্টা করা এবং হিন্দুর ও বিষয়ে একেবারেই মৌনী থাকা সুসঙ্গত ব্যবহার বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ফলতঃ হিন্দু ক্ষুব্ধ এবং মৌনী থাকিলেই মুসলমানদিগের সহানুভূতি বাড়িয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতে গোহত্যার পরিমাণ সঙ্কোচ হইতে পারিবে।

ভারতের হিন্দু মুসলমান, আমরা সকলে প্রত্যেকে প্রত্যহই যেন শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহার সৃষ্ট মানবমাত্রের প্রতিই যেন আমাদের সহানুভূতি বৃদ্ধি হয়। সহানুভূতিই ভগবৎ প্রেমের মনুষ্য মধ্যে বিকাশ ; উহাতেই সমস্ত ধর্ম্মসূত্র নিহিত।

৫১। *পদ্মিনী* *।চিতোরের রাণী।*

পদ্মিনী মিবারের রাণা লক্ষণসিংহের পিতৃব্য ভীমসিংহের পত্নী। তিনি রূপে গুণে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। তাঁহার রূপের বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে লাভের জন্য দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন চিতোর অবরোধ করেন। বহুদিন অবরোধের পর আলাউদ্দিন চিতোর জয় করিতে না পারিয়া ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি দর্পণে পদ্মিনীর ছায়া দেখিতে পাইলেই সসৈন্যে চলিয়া যাইব। ভীমসিংহ দুর্গে আহার্য্যের একান্ত অভাব দেখিয়া এই হীন প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং সরলভাবে অতিথির অভ্যর্থনা করিয়া রাণীকে দর্পণে দেখাইলেন।

কিন্তু হীনতা স্বীকারে কখনই সুফল হয় না।

ভীমসিংহ হিন্দুর রীতি অনুসারে আলাউদ্দিনের বিদায় কালে দুর্গের ফটকের বাহির পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলে হঠাৎ আলাউদ্দিনের ইঙ্গিতে দুর্গ বহিঃস্থিত তাঁহার অনুচরেরা ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া ফেলে।

আলাউদ্দিন শিবিরে গিয়া প্রচার করিলেন যে পদ্মিনীকে না পাইলে ভীমসিংহকে ছাড়িবেন না। বুদ্ধিমতী পতিপ্রাণা পদ্মিনী এই মহাবিপদের সময়ে শঠের সহিত শাঠ্যই উচিত মনে করিয়া আলাউদ্দিনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি রাজার উদ্ধার জন্য আত্মসমর্পণে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাঁহার সহচরীদিগকে তাঁহার সহিত আলাউদ্দিনের শিবির পর্য্যন্ত যাইবার এবং তাঁহাকে একবার রাজার সহিত শেষ দেখা করিতে দেওয়ার অনুমতি যেন দেওয়া হয়।

আলাউদ্দিনের সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিনে সাত শত আবরণ-যুক্ত শিবিকাসহ পদ্মিনী সম্রাট-শিবিরে গেলেন। প্রত্যেক শিবিকায় এক একজন রাজপুত বীর এবং পাঁচজনের অস্ত্র ছিল। প্রত্যেক শিবিকার বাহক চারিজনও রাজপুত যোদ্ধা। বন্দীশালায় গিয়াই পদ্মিনী পতিকে শিবিকায় উঠাইয়া লইয়া সত্বরে চিতোরে ফিরিলেন। জন্মভূমির শত্রু দিল্লীশ্বরের শিবিরে পদ্মিনী আসিতেছেন শুনিয়া ভীমসিংহ ঘৃণায় ও লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন তাঁহার উৎসাহে ও ব্যবস্থায় শিবিকা হইতে বহির্গত ও শিবিকাবাহী রাজপুত যোদ্ধাগণ রাজা ও রাণীর দুর্গে পুনঃ প্রবেশের পথ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া নিরাপদে রাখিল।

চিতোরের এই বিপদের সময়ে ভীমসিংহ স্বপ্নাদেশ পাইলেন, যেন চিতোরেশ্বরী বলিতেছেন—"ময় ভুখী হুঁ—আমি ক্ষুধিতা।" প্রত্যহ এক একজন রাজপুত্র রাজতক্তে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ

কতকগুলি রাজপুত যোদ্ধাসহ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পাঠান সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া অনেক শত্রু হনন পূর্ব্বক রণ-শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। শেষে যখন দেখা গেল যে, দলে দলে নূতন সৈন্য আনীত হইয়া দিল্লীশ্বরের সৈন্যবল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং চিতোরের হতাবশিষ্ট রাজপুত দল দ্বারা দুর্গ রক্ষা অসম্ভব, তখন ভীমসিংহ সকল রাজপুত দল একত্রিত করিয়া পদ্মিনীর এবং অন্যান্য পরিজনদিগের নিকট হইতে শেষ বিদায় লইয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পাঠানদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং তুমুল সংগ্রাম শেষে সকলে হত হইলেন।

এদিকে চিতোরের রাজপুত মহিলারাও ধর্ম্ম রক্ষা এবং অমানুষিক তেজঃসম্পন্ন বীরশ্রেষ্ঠ পতি পুত্র ভ্রাতাদিগের সহিত সেই রাত্রেই স্বর্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য, "জহর ব্রত" পালন পূর্ব্বক রাণী পদ্মিনীর সহিত জ্বলন্ত চিতায়, দুর্গ মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। লক্ষাধিক সৈন্য হারাইয়া আলাউদ্দিন, চিতোরের মহা শ্মশানে পরিণত গিরি দুর্গ অধিকার করিলেন।

৫২। *প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য* *সাধু স্যাভোনারোলা।*

ফ্লোরেন্সবাসী বিখ্যাত সাধু স্যাভোনারোলার জনৈক বন্ধু একান্ত বেশ্যাশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বন্ধুকে কুপথ হইতে কোনমতে ফিরাইতে না পারিয়া, অবশেষে স্যাভোনারোলা একদিন সন্ধ্যাকালে যে পথ দিয়া বন্ধু বেশ্যালয়ে যান সেই পথিপার্শ্বস্থ নদীমধ্যে আকণ্ঠমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং বন্ধুকে সেই পথে যাইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভয় নাই বন্ধু, ভয় নাই! তুমি বেশ্যালয়ে রাত্রি যাপন কর, আমি এখানে বসিয়া ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল

হইতে প্রত্যাগমন কালে বন্ধু দেখিলেন যে তখনও বন্ধু স্যাভোনারোলা তাহার মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতেছেন। এই দৃশ্যে তাহার মন গলিয়া গেল এবং সেই দিন হইতে তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল।

৫৩। কর্ম্মযোগ গ্যারিবাল্ডি।

জেনেরেল জিউসেপ গ্যারিবাল্ডি ইটালীর সম্মিলনসাধক স্বদেশ-ভক্ত যোদ্ধা।

ফরাসী বিপ্লবের উপলক্ষ্যে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির অভ্যুদয় হইলে অষ্ট্রীয়ার এবং পোপের ও নেপ্‌লসের স্পেনীয় রাজবংশের অধিকার এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিউকদিগের শাসন বিলুপ্ত হইয়া সমগ্র ইটালী ফরাসীর অধীনে সম্মিলিত হইয়াছিল এবং তথায় অনেকটা একরূপ ভাবে পরিচালিত প্রাদেশিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ফলতঃ ঐ পরাধীনতার ভিতরে ইটালী বহু শত বৎসরের পরে একটীবার সম্মিলনের পরম সুখ পায়।

সেই সময়েই নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য অষ্ট্রীয়েরা এবং ইংরাজেরা সাধারণভাবে ইটালীয়দিগকে তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা লাভ চেষ্টায় সাহায্য করিতে স্বীকার করেন। ইটালীয়েরা যেসময় ঐ সম্মিলন-সুখ এবং বৈদেশিক সাহায্যে স্বাধীনতার আশাও একটু পাইতেছিল এবং অনেকের মনেই দেশের কথা ভাবিবার ইচ্ছার উদ্রেক হইতেছিল, গ্যারিবাল্ডির জন্ম সেই সময়ে হয়। পবিত্র ভাবের কোন জাতীয় আকাজ্ক্ষার উদয়ে অর্থাৎ—ভগবানের নিকট অনেক লোকের একসঙ্গে একই ন্যায্য প্রার্থনা পৌঁছিলে—তিনি জাতীয় কার্য্যোদ্ধারকারী মহাত্মাগণকে প্রেরণ করিয়া

আধুনিক ইটালীর ইতিহাসের তিনটি উজ্জ্বল রত্ন ফরাসীর অধীনে সম্মিলিত ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কাছাকাছি সময়েই আবির্ভূত হন। চিকিৎসক পুত্র ম্যাট্‌সিনি (১৮০৫) জেনোয়ায়, সামান্য ব্যবসাদারের পুত্র গ্যারিবাল্ডি (১৮০৭) নাইস নগরে, এবং সম্ভ্রান্ত জমিদারের পুত্র কাভুর, টুরিন নগরে (১৮১০) জন্মগ্রহণ করেন।

১৮১৫ অব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর আবার ইটালীতে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বের অবস্থা আসিল। উত্তরে অত্যাচারী অষ্ট্রীয়া, দক্ষিণে যথেচ্ছাচারী বোরবন বংশীয় রাজা, সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ ডিউকের দল এবং রোমের চতুর্দ্দিকে পোপের রাজ্যে পাদ্রিরা স্ব স্ব এলাকায় ফিরিয়া আসিলেন। জাতীয় ভাব এবং বিপ্লব মতবাদ থাকা সম্বন্ধে যাহার প্রতি অণুমাত্রেও সন্দেহ হইল তাহাকেই উঁহারা নানাপ্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন। এই সকল অত্যাচারে অসন্তোষ-বহ্নি ভিতরে কার্য্য করিতে লাগিল এবং গুপ্ত-সমিতিসকল প্রস্তুত হইতে লাগিল।

পাঁচ বৎসর ধূমায়িত হইয়া ইটালীর অসন্তোষ-বহ্নি প্রথমে নেপল্‌সে জ্বলিয়া উঠিল। তথায় রাজ সৈন্যই "মিউটীনি" করে। ইউরোপময় পাছে আবার বিপ্লবানল বিস্তৃত হয় এই ভয়ে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ অষ্ট্রীয়াকে দক্ষিণ ইটালীর বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দিলেন। ৮০ হাজার অষ্ট্রীয় যোদ্ধা নেপল্‌স অধিকার করিল এবং নেপল্‌স-রাজ ফর্ডিন্যাণ্ড, বিচারের ভাণে তাঁহার বিদ্রোহী প্রজাদের দলে দলে প্রাণদণ্ড করিতে লাগিলেন। ১৮৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত অত্যাচারে প্রপীড়িত ইটালী ভিতরে অসন্তোষে মগ্ন, কিন্তু এক প্রকার বাহ্য-শান্তি প্রাপ্ত হইয়া রহিল।

যত্ন করিতেছিলেন। ম্যাট্‌সিনির ভরসা ছিল যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিং "ইয়ং ইটালী" নামক গুপ্ত সমিতির দ্বারাই ইটালীর স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং সমগ্র ইউরোপে এক অখণ্ড সাধারণ-তন্ত্র স্থাপিত হইতে পারিবে তিনিই ইটালীর সম্মিলনের এবং স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সমঃ দেশময় উদ্রেক করিয়া দেন। কিন্তু গুপ্ত সমিতির পথে আসল কা হয় নাই। গ্যারিবাল্ডি যেটুকু ধরিতেন তাহাতে নিজের মন প্রা ঢালিয়া সকলকেই অনুপ্রাণিত করিয়া অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য হইতেন তিনি ভলণ্টিয়ার দল প্রস্তুত করিয়া লইয়া প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করা পক্ষপাতী ছিলেন। কাভুর প্রকৃত রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে হয় ইংলণ্ড নয় ফ্রান্স একটী প্রবল বৈদেশিক শক্তি সাহায্য ব্যতীত (ইটালীর সহিত স্থল পথে সংযুক্ত) মহাপরাক্রা অষ্ট্রীয়ার পদানত ইটালী স্বাধীন ও সম্মিলিত হইতে পারিবে না তিনি সার্ডিনিয়া রাজ্যের মন্ত্রী থাকিয়া এই রাজ্যের আইন পরিবর্ত্ত করিয়া প্রজা তুষ্ট করেন এবং যখন তুর্কীর রক্ষার্থে রুসীয়ার সহি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধ করেন তখন সেই ক্রিমীয় যুদ্ধে ক্ষুদ্র সার্ডিনিয়াকে লিপ্ত করিয়া বহু সংখ্যক ইটালীয় সৈন্যকে একটা বড় যুদ্ধের অভিজ্ঞং দান এবং তাঁহার স্বদেশের প্রতি ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের সহানুভূতি আকঃ করেন (১৮৫৪)!

লম্বার্ডির স্বাধীনতা দান জন্য ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয় সার্ডিনিয়ার সাহায্যে অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে স্বীক করিয়াও কার্য্যক্ষেত্রে উদাসীন ছিলেন। অর্সিনি নামক একজ ইটালীয় উহাঁকে হত্যার চেষ্টা করিয়া ধরা পড়ে এবং বিচারে তাহ প্রাণদণ্ড হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্রাট নেপোলিয়ানকে পত্র লিখি

ঘটনার পরই অসন্তুষ্ট ফরাসী প্রজাদের মন বৈদেশিক যুদ্ধে ফিরাইয়া দিবার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ান সাডিনিয়ার সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন, এবং কাভুরের চেষ্টায় ইটালীর সকল অংশ হইতেই ভলণ্টিয়ার জড় হইতেছে দেখিয়া সাডিনিয়া নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮৫৯)।

ফরাসীরা সাহায্যে আসিয়া ম্যাজেণ্টার এবং সানমেরিনোর যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার বল চূর্ণ করে এবং উত্তর ইটালী হইতে উহাদের তাড়াইয়া দেয়। ইহার পর ১৮৬০ অব্দে সিসিলি ও নেপল্‌স এবং ১৮৬৬ অব্দে প্রুসিয়ার সহিত অষ্ট্রীয়ার যুদ্ধকালে ভিনিস এবং ১৮৭১ অব্দে ফ্রান্স ও জর্ম্মনির যুদ্ধকালে রোমনগর, নূতন ও সম্মিলিত ইটালী রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ম্যাট্‌সিনি, ইটালীর স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা, কাভুর ব্যবস্থাপক, এবং গ্যারিবাল্ডি কর্ম্মবীর। গ্যারিবাল্ডির জীবনের কথা বুঝিতে পারা সহজ হইবে বলিয়া ইটালীর ইতিহাসের এতটা অবতারণা করিতে হইল।

গ্যারিবাল্ডিকে বাল্যকালে পাদ্রি হওয়ার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল; কিন্তু তিনি বিদ্যালয় হইতে পলাইয়া গিয়া যুদ্ধ জাহাজে নাবিকের কার্য্য আরম্ভ করেন! ইটালীর সেই অশান্তির দিনে সর্ব্বত্রই নানারূপ চক্রান্ত হইত; সেইরূপ একটা চক্রান্তে লিপ্ত হইয়া পড়াতে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হয়।

সেই সময়ে রাইওগ্রাণ্ডির সাধারণতন্ত্র ব্রেজিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। গ্যারিবাল্ডি ব্রেজিলের বিরুদ্ধে ঐ যুদ্ধে যোগ দেন। ইহার পর মণ্টভিডিওতে গিয়া তথাকার বিদ্রোহীদিগের সহায়তা করেন। এই সময়ে সামান্য কয়েকখানি জাহাজ লইয়া তিনি অ্যাডমিরাল ব্রাউনের অধীনস্থ অজেয় ইংরাজ রণপোতমালার সহিত তিন দিন

শত্রুহস্তে পড়া অবশ্যম্ভাবী হইল, তখন গ্যারিবাল্ডি নিজের জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়া নাবিকগণ সহ তীরে উঠিয়া গিয়াছিলেন! ইহার পর তাঁহার স্থলপথে যুদ্ধ জয়ে মণ্টভিডিওর সাধারণ-তন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করিল। কিন্তু কোনরূপ সম্মান বা পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া—(যুদ্ধ কার্য্যের শিক্ষায় পরিপক্কতা মাত্র বিদেশে অর্জ্জন করিয়া) মহাত্মা গ্যারিবাল্ডি তাঁহার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

সার্ডিনিয়া এবং পিডমণ্টের রাজা চার্লস আলবার্টের সাহায্য করিতে তিনি ইহার পর (১৮৪৮) তিন হাজার ভলণ্টিয়ার সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু কস্‌টোড্‌জার যুদ্ধে অষ্ট্রীয়দিগের নিকট পরাজিত হইয়া সুইজারলণ্ডে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

ঐ সময়ে পোপের অধিকার রোমে সাধারণ-তন্ত্র স্থাপিত হইলে পোপের সহায় ফ্রান্সের সম্রাট এবং নেপল্‌সের বোর্ব্বন বংশীয় রাজা ঐ সাধারণ-তন্ত্র বিনষ্ট করিবার জন্য একযোগে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। রোমের সাধারণ-তন্ত্রের সাহায্যে আসিয়া ৩রা মে হইতে ৩০শে মে পর্য্যন্ত নানা স্থানের যুদ্ধে গ্যারিবাল্ডি তিন হাজার মাত্র ভলণ্টিয়ার সৈন্য দ্বারা ২০ হাজার বোর্ব্বন সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিপুল সুশিক্ষিত ফরাসী সৈন্যের আক্রমণ হইতে তিনি রোম রক্ষা করিতে পারেন নাই।

অষ্ট্রীয়ার সহিত এই সময় ভিনিসের যুদ্ধ হইতেছিল। গ্যারিবাল্ডি চারি হাজার মাত্র ভলণ্টিয়ার সহ ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, স্পেন এবং নেপল্‌সের রাজ্যের বহুসংখ্যক সৈন্যদল দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হইলেও অসাধারণ যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করিয়া রোম হইতে ভিনিসের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী অ্যানিটা ব্রেজিলে আরম্ভ করিয়া বরাবরই

সর্ব্বত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। ভিনিসে তাঁহার মৃত্যু হয়। অগণ্য অষ্ট্রীয় সৈন্যের আক্রমণে ভিনিসের পতন হইলে ইটালীর কোথাও আশ্রয় না পাইয়া গ্যারিবাল্ডি মার্কিনদেশে পলাইয়া যান এবং তথায় বাতি প্রস্তুতের কারখানা এবং জাহাজের কাপ্তেনগিরি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৮৫৪ অব্দে দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ক্যাপ্রেরা নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের জমিদারী স্বত্ব খরিদ করেন। ঐ দ্বীপে কিছু জঙ্গল এবং অল্প আবাদী জমি ছিল।

১৮৫৯ অব্দে সার্ডিনিয়ার রাজা ইটালীর স্বাধীনতা লাভ জন্য অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে গ্যারিবাল্ডি সেই যুদ্ধে যোগ দেন এবং একদল পদাতিক সৈন্যের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে তিনি তিনটী যুদ্ধে অষ্ট্রীয়দিগকে পরাস্ত করেন। টীরল প্রদেশ দিয়া তিনি খাস অষ্ট্রীয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময়ে সন্ধি সূত্রে যুদ্ধ শেষ হয়। গ্যারিবাল্ডি তখন ক্যাপ্রেরায় ফিরিয়া চাষ আরম্ভ করেন।

সিসিলি ও নেপল্‌স যাহাতে নূতন ইটালী রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হয় তাহার জন্য গ্যারিবাল্ডি একটা চক্রান্তে লিপ্ত হইয়া ১০৭০ জন মাত্র ভলণ্টিয়ার সহ সিসিলি দ্বীপে অবতীর্ণ হয়েন (১২।৫।১৮৬০)। এই সময়ে সার টমাস হড্‌সন গ্যারিবাল্ডিকে জানান যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ইটালীর স্বাধীনতা লাভ ও পূর্ণ সম্মিলন প্রাপ্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। দুইখানি ইংরাজ যুদ্ধ জাহাজ তাঁহার সিসিলি আক্রমণের সময় সাহায্যও করিয়াছিল। যেদিন গ্যারিবাল্ডি সিসিলিতে পদার্পণ করেন, তাহার পরদিনই তিনি নিজেকে সিসিলির ডিক্টেটর (সর্ব্বাধ্যক্ষ) বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার তিনদিন পরেই নেপল্‌স রাজ্যের সৈন্যগণ একটা যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। তাঁহার নামের ভরসাতেই সিসিলীয়গণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার সৈন্যে দলে দলে

ভুক্ত হইতে লাগিল। তাঁহার সিসিলি আক্রমণের পাঁচ সপ্তাহ মধ্যেই ২০ হাজার নেপল্‌সের সৈন্য এবং উহাদের দুইটি দুর্গ এবং ৯ খানি যুদ্ধ জাহাজ তাঁহার নিকট অত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ইহার দেড় মাস পরে রাজধানী মেসিনা উহাঁর হস্তগত হইল। সার্ডিনিয়ার ও উত্তর ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমান্নুয়েলের ভয় হইল যে এ সময় গ্যারিবাল্ডি নেপল্‌সেও যুদ্ধ উপস্থিত করিলে পাছে ইয়ুরোপীয় অন্যান্য রাজশক্তি কোন গোলযোগ করেন। "এ সকল হাঙ্গামা গ্যারিবাল্ডি ও তাঁহার ভলণ্টিয়ারেরা স্বেচ্ছায় করিতেছে—ইহাতে আমার হাত নাই"—তিনি এই ভাবই দেখাইয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে সিসিলি জয়ের পর রাজা সুস্পষ্ট হুকুম দিয়া পাঠাইলেন যে গ্যারিবাল্ডি যেন নেপল্‌স আক্রমণ না করেন।

উত্তরে গ্যারিবাল্ডি "হুকুমের অবাধ্যতা করিবার জন্য অনুমতি" (পারমিশান টু ডিস্‌ওবে) চাহিয়াই সিসিলি হইতে ইটালীর উপকূলে সসৈন্যে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একটী মাত্র যুদ্ধ জয় করিবার পর দুই স্থানে ২০ হাজার নেপল্‌সের সৈন্য বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল। ইহার পর ৪০ হাজার নেপল্‌স সৈন্য ভলটর্‌নো নদীর তীরে পরাজিত হইল। এই সময়ে নেপল্‌সের রাজসৈন্যদিগের ব্যবহারে মনে হয় যে উহাদেরও মনে স্বাধীন ও সম্মিলিত ইটালী গঠিত হয় এরূপ সাধ হইয়া থাকিবে। উহারা এই সময়ের যুদ্ধে কোথাও কিছুমাত্র শৌর্য্য বা একাগ্রতা দেখায় নাই। নেপল্‌স অধিকৃত হইল; তথাকার রাজা পলায়ন করিলেন। প্রজা-সাধারণের "ভোট" (মত) লইয়া ইহার পর সিসিলি ও নেপল্‌স রাজ্য ইটালী রাজ্যে সম্মিলিত করা হইল। ৭ই নভেম্বর, ১৮৬০ ইটালীর রাজা নেপল্‌সে প্রবেশ করিলেন।

পরদিনই গ্যারিবাল্ডি রিক্তহস্তে ক্যাপ্রেরায় বাস করিতে চলিয়া

গেলেন। সম্মিলিত ইটালীর প্রধান সেনাপতির পদ এবং দুই লক্ষ টাকার উপর বার্ষিক বৃত্তি রাজা কর্ত্তৃক সাদরে দিতে চাওয়া হইলেও, নিষ্কাম স্বদেশপূজক মহাবীর তাহা উপেক্ষা করিলেন। কেবল অনুরোধ করিয়া গেলেন যে, তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ স্বদেশভক্ত অকুতোভয় ভলণ্টিয়ারের দলটী যেন সমাদরে সাধারণ রাজ-সৈনিকদিগের দলভুক্ত করিয়া দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া রাখা হয়।

ফ্রান্সের ভয়ে ইটালী-রাজ পোপের রাজ্য রোম আক্রমণ করিতে সাহস পান নাই; তখন একদল ফরাসি সৈন্য রোমে থাকিয়া পোপের রাজ্যখণ্ড ও রোমনগর রক্ষা করিতেছিল। রাজার অজ্ঞাতেই গ্যারিবাল্ডি ক্যাপ্রেরা হইতে ভলণ্টিয়ার দল লইয়া হঠাৎ রোম রাজ্যে প্রবেশ করেন; কিন্তু সহর দখল করিতে পারেন নাই (১৮৬২)। যুদ্ধে আহত হইয়া ক্যাপ্রেরায় ফিরিয়া যান। এই সময়ে তিনি সমগ্র ইয়ুরোপের নিকট নিজের কৈফিয়ৎ দিয়া বলেন যে, রোম এবং ভিনিস ইটালী রাজ্যে পুনর্ব্বার সম্মিলিত না হইলে তাঁহার কার্য্য শেষ হয় না এবং তিনি বিশ্রাম করিতে পারেন না।

১৮৬৬ অব্দে প্রুসীয়-অষ্ট্রীয় যুদ্ধে ইটালী প্রুসীয়ার সাহায্যে অষ্ট্রীয় অধিকার আক্রমণ করে; কিন্তু জলে স্থলে তিন যুদ্ধে পরাজিত হয়। কেবল গ্যারিবাল্ডির অধীনস্থ সৈন্যদল দুই স্থলে জয়ী হইয়াছিল। প্রুসীয়দিগের সহিত অষ্টীয়া যে সন্ধি করে তাহাতে ইটালী ভিনিস পাইল। ১৮৬৭ অব্দে গ্যারিবাল্ডি পুনর্ব্বার ভলণ্টিয়ারের দল সহ রোম অধিকার চেষ্টা করেন। সেবারেও তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

১৮৭০ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান সিডানের যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দীকৃত হইলে ফ্রান্সে সাধারণ-তন্ত্র স্থাপিত

হইল এবং ফরাসীরা স্বদেশ রক্ষার্থ রোম হইতে সৈন্যদল সরাইয়া লইল এবং রোমনগর পোপের দখলে রাখার জন্য যে সন্ধি ছিল তাহার কাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রচার করিল। ইটালী-রাজ অবিলম্বে রোমে প্রবেশ করিলেন এবং ইটালীর সম্মিলন সম্পূর্ণ হইল। পোপের রাজকীয় অধিকার তাঁহার "ভাটিকান" নামক প্রাসাদের বাহিরে কিছুমাত্র রহিল না এবং রোম সম্মিলিত এবং স্বাধীন ইটালীর রাজধানী হইল (১০।৯।১৮৭০)।

ফরাসী-সাধারণতন্ত্র।—এইরূপে তাঁহার চিরদিনের মনস্কামনা পূর্ণ হইতে দেওয়ায় কৃতজ্ঞ-হৃদয় গ্যারিবাল্ডি ফ্রান্সের সাহায্যে, ভলণ্টিয়ার দল লইয়া, জর্ম্মণদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। ডিজন ও আউটন এবং শ্যাটিলন নামক স্থানের তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে তিনি জর্ম্মণদিগকে পরাজয় করেন, কিন্তু ফ্রান্সকে অপর সকল স্থলে পরাজিত হইয়া হীন সন্ধি করিতে হয়। গ্যারিবাল্ডি তখন ক্যাপ্রেরায় ফিরিয়া যান।

১৮৭৪ অব্দে তিনি রোমের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া ইটালীয় পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেন। পার্লিয়ামেণ্ট হইতে ৬ লক্ষ টাকা নগদ এবং বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা বৃত্তি তাঁহার জন্য মঞ্জুর হয়; কিন্তু গ্যারিবাল্ডি তাহা বিরক্তির সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর টাইবার নদীর বাঁধের কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত থাকেন।

তাঁহার দেহত্যাগ হইলে (জুন ১৮৮২) সমগ্র ইটালী শোকাচ্ছন্ন হয়। ইউরোপের মধ্য-যুগের ভ্রমণকারী নাইট বা যোদ্ধৃকুলীনদিগের ন্যায় গ্যারিবাল্ডি ইউরোপ এবং আমেরিকার সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন; কাঞ্চন-ত্যাগী যোগীর ন্যায় কোথাও কখন পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই; চাষ, নাবিকের কার্য্য, বাতি প্রস্তুত, ভলণ্টিয়ারের

কাপ্তেনী বা রাজ্যের সর্ব্বাধ্যক্ষ ডিক্টেটর যখন যে অবস্থাতেই যে কার্য্য তাঁহার হাতে পড়িত তাহা কায়মনোবাক্যে ভাল করিয়াই করিয়াছেন। স্বদেশের বিভিন্ন অংশের এক সূত্রে সম্মিলনে অন্তর্ব্বিবাদ মিটে; ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি থামে। স্বদেশকে ঐ পুণ্যপ্রদ অবস্থা প্রাপ্ত করানই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছিল। ম্যাট্‌সিনির ন্যায় সাধারণ তন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা তাঁহারও ছিল না এরূপ নহে; কিন্তু তাহা তাঁহার জীবিতকালে ঘটা যখন সম্ভব বোধ হইল না, তখন তিনি স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ না করিয়া যাহা সর্ব্বপ্রথম ও সবর্বপ্রধান প্রয়োজন—সমগ্র দেশের স্বাধীনতা এবং সম্মিলন—তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অপর সমস্ত রাজনৈতিক সংস্কার ভবিষ্যতে অল্পে অল্পে ঘটার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মহাত্মা গ্যারিবাল্ডির মনে তাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতা অপহরণকারীদিগের প্রতিও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অণুমাত্র ছিল না। তিনি অষ্ট্রীয়ার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে নিজেও চাঁদা দিয়াছিলেন, এবং অপর সকলকেও অনেক টাকা চাঁদা পাঠাইতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ভাল লোকে, ভাল পথে, ভাল মনে, এরূপ একাগ্রভাবে কাজ না করিলে কোন জাতিরই উন্নতি হয় না।

৫৪। জাতীয় অবজ্ঞা — জাপান ও ভারত।

টোকিও রাজধানীর কোন জাপানী স্কুলে একজন দীর্ঘাকার সবল শরীর ভারতবর্ষীয় ছাত্র পাঠ করিতেছিলেন। একদিন একটী ক্ষুদ্রাকার কৃশ গরীব জাপানী ছাত্র সেই স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হইল। বিদেশীয় চেহারা দেখিয়া জাপানী ছাত্রটী কৌতূহল-পরায়ণ হইয়া ভারতবাসীর নিকটে আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল এবং সরলভাবে বলিল যে, সে এতদিন

মফঃস্বলের এক বিদ্যালয়ে পাঠ করিত এবং পূর্ব্বে কখন রাজধানীতে আইসে নাই। ভারতবাসীর ভাঙ্গা জাপানী ভাষার প্রশ্নে সে উত্তর দিল যে, তাহার পিতা সামুরাই যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁহার জায়গীর ছিল; কিন্তু দেশের এবং সম্রাটের সেবার জন্য জায়গীর ছাড়িয়া দিয়া তিনি অপরের ক্ষেত্রে মজুরী করিতেন; সে একজন পুরোহিতের সাহায্যে লেখা-পড়া শিখিয়াছে। এক্ষণে দুইটী ছাত্র পড়াইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। উহার প্রশ্নে যখন ভারতবাসী বলিলেন তাঁহার "বৃটিশ ভারতে" বাস, তখন জাপানী ছাত্রটী উহাঁর আপাদমস্তক কয়েকবার নিরীক্ষণ করিল এবং তাহারপর একটু উত্তেজিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের দেশে তোমার মত আকারের লোক কি একান্তই দুর্ল্লভ নয়? সে দেশের অধিকাংশ লোকই কি দুই ফুট বা তিন ফুট লম্বা নয়?" যখন উত্তরে জানিল যে ঐ ভারতবাসী ছাত্র অপেক্ষা অনেক সবল-শরীর ও দীর্ঘাকার ব্যক্তি ভারতবর্ষে আছে এবং কেহই তিন ফুট মাত্র লম্বা নহে, সকলেই পাঁচ ফুটের উপর, তখন জাপানী ছাত্রটী তীব্র ঘৃণার সহিত বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল "তোমার আকারের ৩০ কোটী লোক পরাধীন! তোমার সহিত একত্রে বসিলে পাপ হয়! আমি মনে করিতাম ভারতবাসীগণ একান্ত ক্ষুদ্রকায় ও দুর্ব্বল জীব!"

—শোচনীয় অন্তর্ব্বিচ্ছেদে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া বাহিরের সাহায্যে শান্তি রক্ষার প্রয়োজন সৌভাগ্যশালী জাপানের কখন হয় নাই এবং ইংরাজের অধিকার যে ভারতবাসীর সম্মিলন সাধন ও পবিত্র জাতীয়ভাব প্রকট করিবার জন্যই শ্রীভগবানের মঙ্গলময় ব্যবস্থা, তাহাও সকলে উপলব্ধি করিতে পারেন না।

৫৫। দরিদ্রের প্রাণরক্ষা জ্ঞানেন্দ্র বন্দ্যো।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুন্‌সেফি হইতে ক্রমশঃ জিলার জজ হইয়াছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায় মুন্‌সেফ্ থাকা কালে একদিন (২৪।১২।১৯০৪) ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে একজন মুসলমান চাষা স্নান করিতে নামিয়া একটু অধিক জলে যাইবামাত্র জলে মগ্ন হইল। তিনি সেই ঘাটে স্নান করিতেন এবং সেইজন্য জানিতেন যে, এক বুক জলের পরেই তথায় অগাধ জল! তিনি বিশেষ বলবান ব্যক্তি নহেন। কিন্তু মনের আবেগে দৌড়িয়া গিয়া তখনই জলে পড়িলেন এবং ডুব দিয়া জলমগ্ন ব্যক্তির দুই হাত খুব জোরে চাপিয়া ধরিয়া ডুব সাঁতারে পশ্চাতে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে জলমগ্নেরা পাগলের ন্যায় উদ্ধারকারীর গলা জড়াইয়া ধরে! যখন আর পারেন না, শ্বাস বন্ধ হইয়া দুইজনেরই প্রাণ যায় যায়, তখন ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার পা মাটিতে ঠেকিল এবং জলমগ্ন ব্যক্তিকে তিনি কম জলে টানিয়া আনিতে পারিলেন।

ঢাকার কমিশনার সদাশয় ঈঙ্গল্‌স সাহেব এই মহত্ত্বের কথা পূর্ব্ব-বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বিলাতে রিপোর্ট করাইয়াছিলেন। নিজের প্রাণকে "বিশেষ" বিপন্ন করিয়া মৃত্যুর মুখ হইতে অপরকে উদ্ধার করায় লণ্ডনের রয়াল হিউমেন সোসাইটী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে তাঁহাদের ব্রন্‌জ মেডেল দিয়াছেন। অনেকের চক্ষে ঐ পদকই সর্ব্বোচ্চ সম্মানের চিহ্ন। পাটনার দরবারে ছোটলাট বেলি সাহেব জ্ঞানেন্দ্র বাবুর ঐ মেডেল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এখানে আমাদের অনেকেরই অনেক মেডেল আছে, কিন্তু এটীর তুল্য কোনটীই নয়।"

৫৬। কৃতজ্ঞতার সমাদর মিঃ ঢাউলে।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ও তেজস্বী মিঃ ঢাউলে বিহার গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী। (১৯১৬) যখন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক রাজদ্রোহের মোকর্দ্দমায় হাজতে ছিলেন, তখন মিঃ ঢাউলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সমাচার বোম্বাই হইতে গুপ্ত পুলিশ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে দিলে, মিঃ ঢাউলের কৈফিয়ৎ তলব হয়। মিঃ ঢাউলে কৈফিয়ৎ দেন যে, তাঁহার সহিত তিলকের রাজনৈতিক মতের মিল নাই কিন্তু শ্রীযুক্ত তিলকই তাঁহার বাল্যকালের প্রধান সহায় ছিলেন ; সেইজন্য তাঁহার বিপদের দিনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে না গিয়া তিনি থাকিতে পারেন নাই। ঐ কৈফিয়ৎ সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক বলিয়া স্বীকৃত হয়।

৫৭। বীরের সম্মান আলেকজাণ্ডার।

মাসিডন-রাজ মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাব অক্রমণ করেন তখন তথায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য ছিল। পুরু (পোরস্) নামক তেজস্বী রাজা বিদেশীয় অধীনতা স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ জল ও মৃত্তিকা না পাঠাইয়া, বহুগুণ অধিক শত্রু সৈন্যের সহিত, অল্প সৈন্য লইয়া বিতস্তা নদীর তীরে যুদ্ধ করেন। তাহাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র হত এবং বহু সৈন্য ক্ষয় হয়। তিনি নিজেও আহত ও বন্দীকৃত হন। আলেকজাণ্ডারের নিকট তাঁহাকে বন্দীভাবে আনয়ন করিলে বহু সৈন্য ক্ষয়ে ক্রুদ্ধ আলেকজাণ্ডার জিজ্ঞাসা করেন "এখন আপনি কিরূপ ব্যবহার আশা করিতে পারেন ?" নির্ভীক পুরুরাজ উত্তর করেন "রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার।" এই উত্তরে একান্ত তুষ্ট হইয়া আলেকজাণ্ডার পুরুরাজকে তখনই মুক্তি দেন ও তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া যান।

৫৮। সহিসের জীবনরক্ষা বিস্‌মার্ক।

একসময়ে (১৮৭২) সৈন্যদলের যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন উপলক্ষে প্রুসীয়ার রাজমন্ত্রী বিস্‌মার্ক (তখন কাপ্তেন মাত্র) একটী পুলের নিকট কয়েকজন অফিসারের সহিত দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার সহিস তাঁহার ঘোড়াকে জল খাওয়াইতে নদীর তীরে লইয়া গেল ; কিন্তু হঠাৎ গভীর জলে পড়িয়া গিয়া সহিস জলমগ্ন হইল। বিস্‌মার্ক অবিলম্বে কোট ও বুট খুলিয়া দ্রুতবেগে গিয়া নদীতে ঝম্প দিয়া পড়িলেন। সত্বরই সহিসকে ধরিয়া তুলিলেন, কিন্তু সে ভয়ে উহাঁকে এরূপে জড়াইয়া ধরিল যে উভয়েরই প্রাণসংশয় হইল। বিস্‌মার্ক উহার হাত ছাড়াইবার জন্য ডুব দিলেন। জলে ভুড়ভুড়ি উঠিতেছে দেখিয়া সকলেই স্থির করিল যে বিস্‌মার্ক মারা গেলেন ! কিয়ৎক্ষণ পরেই বিস্‌মার্ক অচৈতন্য সহিসকে লইয়া তীরে উঠিলেন। লোকটা বাঁচিয়া গেল।

এই কার্য্যের জন্য উহাঁকে প্রুসীয় লৌহক্রূশের পদক দেওয়া হয়। সুদৃশ্য না হইলেও তিনি ঐটীই পরিতেন। অন্যান্য অজস্র মেডেল যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা প্রায়ই পরিতেন না।

কোন সময়ে একজন বৈদেশিক জেনারেল রাজদূত হইয়া আসিয়া একটু ঠাট্টার স্বরেই জিজ্ঞাসা করেন "ওটা কিসের মেডেল ?" বিস্‌মার্ক উত্তর দেন "আমি কখন কখন এক আধটা মানুষের জীবন রক্ষা করিয়া থাকি। তাই !"

৫৯। আস্তিকতা এবং দৃঢ়তা কুমারিল ভট্ট।

যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ প্লাবিত করে, তখন বেদমার্গরক্ষা এবং বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন জন্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত মহাপণ্ডিত কুমারিল ভট্টই সর্ব্বপ্রথম প্রবৃত্ত হন। বৌদ্ধদের সিদ্ধান্ত-রহস্য জানা না থাকায় তিনি

ছদ্মবেশে তাহাদের আশ্রমে থাকিয়া উহাদের সিদ্ধান্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন। একদিন সেই আশ্রমে জনৈক শ্রমণ কর্ত্তৃক বৈদিক ধর্ম্মের দোষারোপ শুনিয়া তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে আশ্রমস্থ বৌদ্ধগণ তাঁহাকে বৈদিক-মার্গগামী বলিয়া জানিতে পারিয়া উচ্চ প্রাসাদ-শীর্ষ হইতে ফেলিয়া দিল! পতনকালে তিনি প্রশান্ত ভাবেই বলিয়াছিলেন "যদি বেদ সত্য হয় তবে এই পতনে আমার মৃত্যু হইবে না।" বাস্তবিক ঐ পতনে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কিন্তু একটী চক্ষু নষ্ট হয়। পরম আস্তিক কুমারিল ভট্ট উহা তাঁহার বেদ সম্বন্ধে "যদি" শব্দ ব্যবহারের ফল বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন।

ইহার পর কুমারিল ভট্ট নানা স্থানের সভায় বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিতে থাকেন। তিনি যে প্রধান শ্রমণের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম-রহস্য শিখিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত তুমুল বিচার আরম্ভ হইল; তিনি ঐ ঘোর বেদ-বিদ্বেষীর প্রতি কটূক্তি সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পবিত্র আস্তিক হিন্দুর মতে সদুদ্দেশ্যেও অণুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি বা অসৎপথ অবলম্বন একান্তই অনুচিত। বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষ্যে ও শিক্ষা-গুরুর দ্রোহ জন্য কুমারিল ভট্ট প্রয়াগে গিয়া নিজের তুষানলের ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময়ে পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলেন "আমি আপনাকে আমার ভাষ্য দেখাইতে আসিয়াছি। আপনি ইহার একটী বার্ত্তিক প্রণয়ন করুন।" কুমারিল ভট্ট তাঁহাকে বলেন "তুমি মণ্ডন মিশ্রের নিকটে গমন কর; তিনিই তোমার ভাষ্যের বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়া দিবেন। আমি যে কার্য্যের জন্য ব্রত লইয়াছিলাম তাহা তোমার দ্বারাই সুসম্পন্ন হইবে।" শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইতে লাগিলেন। দৃঢ়-সঙ্কল্প পবিত্র-চরিত্র কুমারিল ভট্ট তুষানলে প্রাণত্যাগ করিলেন!

৬০। প্রীতি ও বর্ণভেদ প্রকৃত হিন্দু শিক্ষা।

২৪ পরগণা জেলার হালিসহরে ৺কালীপদ গুপ্ত (পরে মিঃ কে, পি, গুপ্ত, সিভিল সার্জ্জন হইয়াছিলেন) এবং রামচন্দ্র ডোম একত্রে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেন। প্রাচীন ও উদার হিন্দু শিক্ষা অনুসারে বয়োজ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে, ডোম জাতীয় হইলেও "রামদা" বলিয়া ডাকিতে হইত।

পেন্‌সন লইয়া যখন মিঃ গুপ্ত বাড়ীতে আসেন তখন বৃদ্ধ রামচন্দ্র পত্নীর স্কন্ধে ভর দিয়া উহাঁর বাড়ী আসিয়া ডাকেন "কালী কি বাড়ী আসিয়াছ ?" মিঃ গুপ্ত দ্বিতলগৃহের বারাণ্ডা হইতে উহাঁকে দেখিয়া "কে ও রামদা ! যাই।" বলিয়া নামিয়া আসেন এবং উহার পৃষ্ঠব্রণ হইয়াছে দেখিয়া বলেন "কোরেছ কি রামদা ! এ অবস্থায় এসেছ ? আমাকে ডেকে পাঠাইলে না কেন ?"—মিঃ গুপ্ত নিজে ধরিয়া 'রামদাকে' উহার বাড়ী লইয়া গিয়া সেই দিনেই ফোড়া কাটিয়া দেন এবং ঔষধ ও পথ্যাদির সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া উহাকে রোগমুক্ত করেন।

৬১। স্বদেশপ্রীতি পঞ্চম জর্জ্জ।

বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে (১৯১২) ভারত-সম্রাট ও সম্রাটপত্নী বিলাতের নানাস্থান হইতে অনেক উপহার পাইয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের কারখানায়, ইংরাজ মজুরের হস্তে নির্ম্মিত উপহার ব্যতীত অন্য কোন প্রকার উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না। রাজার এই স্বদেশ-প্রীতি হইতে ভারতের লোক একটু শিক্ষা লাভ করুন।

৬২। প্রজারঞ্জন ফিলিপের।

মাসিডনের রাজা এবং দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের পিতা ফিলিপ

অশেষ চেষ্টায় প্রজাদিগের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি করিয়া দিয়াছিলেন। একদিন কোন উৎসবের মদ্যপানে উন্মত্ত কতকগুলি প্রজা তাঁহার অবমাননা করায় তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন "ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে।" সংযত-স্বভাব ফিলিপ উত্তর দেন "যাহারা চির-উপকারকের অবমাননা করে, তাহাদের সহিত শত্রুভাবে ব্যবহার করিলে তাহারা কি না করিবে?"

৬৩। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা — বিজেতা উইলিয়ম।

নর্ম্মাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম ইংলণ্ডের উপকূলে ৬০ হাজার সৈন্য সহ অবতীর্ণ হইয়া নিজের জাহাজগুলি অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলেন এবং সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে বলেন "স্বদেশে ফিরিবার উপায় রাখিলাম না. সুতরাং রণে ভঙ্গ দেওয়া বৃথা। আমাদের এদেশ জয় করিতেই হইবে।"

ফলেও অবিলম্বেই হেষ্টিংসের যুদ্ধে ইংলণ্ডকে নর্ম্মান পদানত হইতে হইয়াছিল। "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ং"—এই মনে উদ্যম করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতেন।

৬৪। প্রকৃত দান — মৎস্যভবন।

লক্ষ্ণৌএর নবাব দুর্ভিক্ষের সময়ে মৎস্যভবন নামক বৃহৎ ও সুন্দর রাজবাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে কোন ফকির ঐ নবাবকে বলেন "এত খরচ করিয়া রাজবাড়ী প্রস্তুত না করিয়া ঐ টাকা দরিদ্রকে দান করা উচিত ছিল।" নবাব উত্তর করেন "পরিশ্রমী দরিদ্রদিগকেই সমস্ত টাকাটা ক্রমে ক্রমে দিয়াছি। তবে তাহারা

নিজেদের পরিশ্রম-লব্ধ অন্ন খাইয়াছে। কাহারও গলগ্রহ হইয়া খাওয়ার দুঃখ তাহাদের আমি দিই নাই।"

৬৫। *সিদ্ধপুরুষ* *বলরাম হাড়ি।*

নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমায় বলরাম হাড়ি একজন জমিদারের পেয়াদা ছিলেন। সচ্চরিত্র, সাধু-সেবারত বলরাম কিছুকাল পরে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় স্থাপন করেন এবং অনেক উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিও তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। ঘোষপাড়ার কর্ত্তাদিগের খাট প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার ব্যবহৃত বস্তুগুলিও সযত্নে রক্ষিত আছে।

ব্রহ্ম মালো নামক একটী স্ত্রীলোক বলরামের পত্নী ছিলেন। তিনি বিধবা হইয়া অনেককাল বাঁচেন। ঐ সম্প্রদায়ের মত ও মন্ত্রাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসায় তিনি পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়াছিলেন;—"বল কি না, জোর। রাম কি না, এক—রাম দুই তিন বলিয়া গুণিতে হয় না? যাঁর হাড় আছে—কিনা শরীর আছে—তিনিইত হাড়ি। তবেই দেখুন!" এইরূপে সেই নিরক্ষরা স্ত্রীলোক বুঝাইয়াছিলেন যে, বলরাম হাড়ি এক অদ্বিতীয় অনন্ত শক্তি, নরদেহে অবতার এবং ঐ নাম জপই তাঁহার সম্প্রদায়ের মূল মন্ত্র।

৬৬। *জাতীয় প্রধান অভাব* *উপযুক্ত নেতার।*

ব্লেনহীমের মহাযুদ্ধে ফরাসি-রাজ চতুর্দ্দশ লুইসের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর বিজয়ী ইংরাজ সেনাপতি মার্লব্রো নিরস্ত্র বন্দী ফরাসিদিগের মধ্যে একজন দীর্ঘাকার তেজস্বী আহত ফরাসি সৈনিককে শুধু মনের জোরে

উঠেন "তোমার রাজার যদি তোমার মত লক্ষ সৈন্য থাকিত তাহা হইলে এ যুদ্ধের ফল ভিন্নরূপ হইত।"

চতুর্দ্দশ লুইসেরই রাজত্বের প্রথম অংশে ফরাসি সৈন্যদল কণ্ডে, টুরেন প্রভৃতি প্রতিভাশালী উৎকৃষ্ট সেনাপতিদিগের অধীনে সর্ব্বত্রই যে জয়লাভ করিত তাহার স্মরণে সৈনিকটী উত্তর দেয় "জেনারেল সাহেব! আমার রাজার আজকাল আপনার মত 'একজন মাত্র' লোকের অভাব; আমার মত লক্ষ সেনার অভাব নয়।"

৬৭। আত্মগৌরব দোকানীর।

কোন বাঙ্গালী ৺কাশীতে গিয়া স্নান দর্শনাদির পর ৺বিশ্বনাথের গলির মোড়ে বড় ময়রার দোকানে (১৯০১) জলখাবার খাইয়াছিলেন। দোকানীকে পয়সা দিয়া পথসম্বলের ক্ষুদ্র থলিটী দোকানের তক্তায় রাখিয়া র‍্যাপার গায়ে দিবার সময় পরিচিত কাহার সহিত দেখা হওয়ায় তিনি অন্যমনস্কে থলিটী ফেলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিয়া যান। ঘণ্টাখানেক পরে থলিটী পকেটে না পাইয়া ঐ দোকানে ফিরিয়া আসিয়া দোকানীকে থলিটীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে থলিটীর বর্ণনা এবং উহাতে কি কি আছে খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া এবং মিলাইয়া দেখিয়া, উহা প্রত্যর্পণ করিল। বাঙ্গালী বাবুটি উহাকে দুই টাকা বক্‌শিস দিতে গেলে হিন্দুস্থানী দোকানী রাগিয়া উঠিল এবং বলিল "পরের টাকা লইবার ইচ্ছা থাকিলে ঐ ৪০ টাকাই লইতে পারিতাম না কি? আমি চোর নই এজন্য বক্‌শিস?" অপ্রতিভ বাঙ্গালী "তোমার বংশে বরাবর ধর্ম্মে মতি থাকুক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে দোকানী বলিল "হাঁ—এ বক্‌শিস কবুল করি!"

৬৮। উদার হৃদয় প্রভু ৺মদনমো· ন দত্ত।

কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের অন্যতম ৺মদন মোহন দত্তের অফিসে যখন ৺রামদুলাল সরকার মাসিক দশ টাকা মাত্র বেতনে সিপসরকারের কাজ করিতেন, তখন একদিন টালার নিলাম-গৃহে কোন দ্রব্যজাত খরিদ করিবার জন্য চৌদ্দ হাজার টাকা সহ প্রেরিত হন। সেদিন সে জিনিষ বিক্রয় হইল না ; শেষে ৺ভাগী-রথীতে জলমগ্ন একটা জাহাজ নিলাম হইল। উহা দ্বারা লাভ হওয়া সম্ভব বুঝিয়া রামদুলাল মনিবের চৌদ্দ হাজার টাকায় ঐ জাহাজ খরিদ করিয়া ফেলিলেন এবং টাকা জমা দিয়া রসিদ লইলেন। অল্পক্ষণ পরেই একজন ধনী ইংরাজ আসিলেন এবং ঐ জাহাজ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে শুনিয়া ব্যগ্রভাবে রামদুলালকে ঐ জলমগ্ন জাহাজটী তাঁহার নিকট লাভ লইয়া বিক্রয় করিতে অনুরোধ করিলেন। সাহেব জানিতেন যে, ঐ জাহাজের বিশেষ মূল্যবান দ্রব্যজাত সহজেই উত্তোলিত হইতে পারিবে। তিনি লক্ষ টাকা দিয়া জাহাজটী খরিদ করিলেন। সায়ংকালে রামদুলাল মনিবকে ঐ লক্ষ টাকা দিলে মহাত্মা মদনমোহন দত্ত বলিলেন, "রামদুলাল! এ লাভ তোমারই শুভাদৃষ্ট তোমাকে দিয়াছে। আমি লইব না।" মহাত্মা মদনমোহন দত্ত নিজের টাকাটা মাত্র ফেরত লইলেন। বাকী ৮৬ হাজার টাকা দরিদ্র রামদুলালের হইল।

৬৯। কৃতজ্ঞ ভৃত্য ৺রামদুলাল সরকা·।

মনিবের প্রসাদে ছিয়াশী হাজার টাকা বকৃশিস পাইয়া রামদুলাল মার্কিন জাহাজওয়ালাদিগের সহিত কারবার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ ঐ বাণিজ্যের একচেটিয়াতে তাঁহার অসামান্য লাভ হইয়াছিল।

তিনি কয়েক বৎসর মধ্যে এক কোটী তেইশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেন। কিন্তু যতদিন তাঁহার মনিব মদনমোহন দত্ত জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি প্রত্যহ একবার মনিববাড়ী গিয়া কোন না কোন কাজের সংবাদ লইয়া তাহা করাইয়া দিতেন এবং মাস শেষে তাঁহার সাবেক বেতন ১০৲ টাকা লইয়া আসিতেন। রামদুলাল মনিবকে ভক্তিভরে বলিয়াছিলেন "আমি আপনার জন্মজন্মান্তরের ভৃত্য। আমার চাকরী যাইবে কোন্ অপরাধে?"

উত্তরকালে মনিবের পুত্র যবনী সংস্রবে জাতিচ্যুত হইলে স্বর্গগত মনিবের প্রীতিকামী ক্রোড়পতি রামদুলাল মনিবপুত্রের হাতে পায়ে ধরিয়া, কান্নাকাটি করিয়া, ঐ সংস্রব ছাড়াইয়াছিলেন এবং নিজের প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উহাঁকে সমাজে উত্তোলিত করিয়াছিলেন।

৭০। *চোরের ধর্ম্মরক্ষা* *বারদীর ব্রহ্মচারী।*

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় একদিন পথে কম্বল পাতিয়া এবং তাহার এক অংশে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। পশ্চাৎ হইতে এক চোর তাঁহার কম্বলখানি আস্তে আস্তে টানিতেছিল। ব্রহ্মচারী মহাশয় ইহা বুঝিতে পারিবামাত্র কম্বলখানি তুলিয়া লইয়া চোরের দিকে না ফিরিয়াই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "আমি দিতেছি, লইয়া যাও।" চোর তাঁহার এই কার্য্যে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সঙ্গে রহিয়া গেল এবং পরে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

৭১। *ন্যায়পরায়ণ রাজা* *রায়মল্ল।*

টোড়ার রাজা শুরতন মুসলমানদিগের আক্রমণে রাজ্য হারাইয়া

মিবারের রাণা রায়মল্লের নিকট সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যে রাজপুত বীর টোডা উদ্ধার করিবেন তাঁহাকে তাঁহার রূপে গুণে অসামান্যা কন্যা তারাবাইকে দিবেন বলিয়া প্রচার করেন। মিবারের যুবরাজ জয়মল্ল টোড়া উদ্ধার জন্য যুদ্ধ যাত্রা না করিয়া অবৈধ উপায়ে তারাবাইকে লাভ করার চেষ্টায়, সেই অসহনীয় অবমাননায় ক্রুদ্ধ শূরতন জয়মল্লকে হত্যা করেন। শূরতন তখন মিবারের একজন সামান্য প্রজার মধ্যে গণনীয়। তিনি রাণা কর্তৃক প্রাণদণ্ড পাইবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন এবং সেই দণ্ড দিবার জন্যই রাণার অমাত্যেরা রাণাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ রাজা বলিলেন, "আশ্রিত ব্যক্তির কুলগৌরবের হানি করার চেষ্টায় জয়মল্লের প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্য দণ্ড হইতে পারিত না। সেই উপযুক্ত দণ্ডদাতা শূরতন পুরস্কার পাইবার যোগ্য।" রাণা শূরতনকে বেদনৌরের এলাকা দান করিয়াছিলেন!

৭২। মুসলমান মহাত্মা জেলে।

আলজিরিয়ার কোন সেণ্ট্রাল জেলে (১৯০০) একজন মুরজাতীয় রাজনৈতিক দেশনায়ক আবদ্ধ ছিলেন। তিনি বৈদেশিক রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত থাকায় যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড প্রাপ্ত হন। জেলের এক অংশে উচ্চ দেওয়ালে ঘেরা একটু খোলা জমি, একটী কুঠারি ও তাহার বারাণ্ডা। জেল দেখিতে গিয়া কেহ অনুমতি লইয়া ঐ ঘেরা স্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আন্দাজ ৪০ বৎসর বয়স্ক, শ্যামবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, খুব চওড়া বুক, প্রশান্ত মূর্ত্তি, ঢিলা পায়জামা পরা ও ঢিলা কুর্ত্তি গায়ে একজন বারাণ্ডায় একাকী পায়চারী করিতেছেন। প্রশ্নের উত্তরে কয়েদী বলিলেন:—

৮ বৎসর কয়েদ হইয়াছি; বাড়ীর খবর লই না; চিঠি ফেরত দিই; নিজেও লিখিনা; আমি জগতের পক্ষে মৃত; মঙ্গলময় কৃপানিধান প্রভু সকল ছাড়াইয়া নিজেকে দিয়াছেন; এত কৃপা প্রভু হীরা পর্ব্বতে তপস্যা কালে হজরত-প্রেরিত মহাপুরুষকেও করেন নাই; তাঁহাকেও ধ্যানাবসানে শরীর রক্ষার জন্য আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইত; লোকে আসিয়া কথা কহিয়া তাঁহার ধ্যানে বিঘ্ন করিত। এখানে কেহ আসে না; কথা না কহিয়া সময়ে খাদ্য দিয়া জেলের লোক চলিয়া যায়; আবার নীরবে ঘর দ্বার পরিষ্কার করিয়া, ধৌত বস্ত্রাদি রাখিয়া এঁটো বাসন ও ময়লা বস্ত্রাদি লইয়া যায়। ইহা আদর্শ তপস্যার স্থান!" যিনি ঐ কয়েদী মহাপুরুষের ভক্তি, নির্ভয় ও স্নিগ্ধ তেজ দেখিতে পাইয়াছিলেন তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

৭৩। *চাঁদার টাকার সদ্ব্যয়* — *সার ফজল ভাই।*

সার ফজলভাই বোম্বাই সহরের শেরিফ নিযুক্ত হন (১৯১৪)। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বোম্বাইয়ের মুসলমানগণ চাঁদা করিয়া ১২ হাজার টাকা তুলিয়া যখন শেরিফ মহোদয়কে সভার দিন স্থির করিতে অনুরোধ করেন তখন সার ফজলভাই বলেন:— "টাকাটা উৎসবে খরচ না করিয়া মুসলমান সমাজের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইলে আমি অত্যন্ত সুখী ও সম্মানিত হইব। যাহাতে মুসলমান যুবকেরা উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হয়, তাহার সাহায্যে দুই তিনটী ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়।"

৭৪। *উদ্যমে উন্নতি* — *ক্লার্ক।*

ক্লার্ক একজন দরিদ্র আইরিশ ছুতার ছিলেন। তিনি যৌবনকালে

সমস্তদিন ছুতারের কাজ নির্খুতভাবে করিতেন ; রাত্রে একান্ত আগ্রহের সহিত লেখাপড়া করিতেন।

একদিন তিনি চিফ্ জষ্টিসের নূতন এজলাসের কাঠরার কাজে তন্ময় হইয়া উহা উৎকৃষ্টভাবে প্রস্তুত করিতেছিলেন। একজন পুলিস কর্ম্মচারী ঠাট্টা করিয়া বলিল "কিহে বিদ্বান ছুতার! এতই মন দিয়া যে এজলাস প্রস্তুত করিতেছ! ইহাতে বসিবে নাকি?" ক্লার্ক হাসিয়া উত্তর দেন "বলা যায় না। ভগবানের কৃপায় সবই সম্ভবে।" উত্তরকালে ক্লার্ক ব্যারিষ্টার হইয়া ক্রমশঃ চীফ জষ্টিস পদ প্রাপ্ত হইয়া ঐ এজলাসেই বসিয়াছিলেন!

৭৫। *নির্ভীকতা* *লর্ড হাউ।*

যখন অ্যাড্মিরাল লর্ড হাউ কাপ্তেন পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদিন মধ্যরাত্রে তাঁহার লেফটেনেণ্ট ব্যস্তভাবে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন "বারুদ ঘরের নিকটেই জাহাজে আগুণ লাগিয়াছে।" কাপ্তেন অবিচলিতভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে শীঘ্রই সে খবর সকলেই এক সঙ্গে জানিতে পারিবে।" তিনি ধীরভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া কোটটা গায়ে দিতেছেন এমন সময় লেফটেনেণ্ট দৌড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া হৃষ্টস্বরে বলিলেন. "ভয় নাই! অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে।" কাপ্তেন উত্তর করিলেন "ভয়! ভয় পাইলে মানুষের চেহারা কিরূপ হইয়া যায় তাহা এইমাত্র দেখিলাম বটে; কিন্তু ভিতরটায় কিরূপ হয় তাহা একাল পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারি নাই! মৃত্যুত প্রতিক্ষণেই হইতে পারে; তাহাতে ভয়ের কি আছে?"

৭৬। বিদ্রোহীর ভদ্রতা আজিমগড়ে।

যখন আজিমগড়ে সিপাহী বিদ্রোহ হয় তখন তথাকার সিপাহী-পল্টন গবর্ণমেণ্টের ছয় লক্ষ টাকা লুটিয়া লয়। কিন্তু সেই উন্মত্ততার সময়ও একবাক্যে ইয়ুরোপীয় অফিসার, স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে গুণ্ডাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র হইয়া সিপাহীরা তাহাদিগকে চতুষ্কোণ মণ্ডলে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আজিমগড়ের বিদ্রোহীদিগের মধ্যে গুণ্ডাদিগের দ্বারা অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইয়ুরোপীয় হত্যা হইতে পায় নাই। সিপাহীরা গাড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া উহাদিগকে গাজিপুরের পথে দশ মাইল পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌছাইয়া দেয়। উহারা বলে "ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই যখন অত বড় পাপ—নিমকহারামি—করিতেছি, তখন আমাদের সে পাপ আর বাড়াইতে নাই। অনেক পুণ্য সঞ্চয় হওয়ার প্রয়োজন।"

৭৭। জাতীয় কার্য্যে অটলতা কচ।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মন্ত্র-শক্তিবলে মৃত সঞ্জীবন করিতে পারিতেন। তৎকালে দেবতাগণের মধ্যে সে বিদ্যা না থাকায়, দেবগুরু বৃহস্পতি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট (কোন উপায়ে তাঁহাকে প্রীত করিয়া) ঐ মন্ত্র শিখিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। কচ শুক্রের নিকট গিয়া বলিলেন "দেব! আপনি আমার গুরু হউন। আমি বহুকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আপনার সেবা করিব। আপনি অনুমতি করুন।" কচ গুরুর গৃহে গো-রক্ষণ, কাষ্ঠ আনয়ন, পুষ্প চয়ন প্রভৃতি কার্য্য করিতে এবং একমনে গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন। পঞ্চবর্ষ অতীত হইলে দানবেরা কচের অভিসন্ধি জানিতে

না পাইয়া শুক্র-কন্যা দেবযানী পিতাকে সে কথা বলিলেন। গুরু যোগবলে কচের শরীর কোথায় পড়িয়া আছে অবগত হইয়া উহাকে সঞ্জীবিত করিলেন। দৈত্যগণ কচকে দ্বিতীয়বার বধ করিয়া তাহার শরীর চূর্ণ করিয়া সমুদ্রজলে মিশ্রিত করিয়া দিল। সেবারেও শুক্রাচার্য্য তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তৃতীয়বারে দানবেরা কচকে চূর্ণ করিয়া শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। শুক্রাচার্য্য ঐ সুরা পান করার পর, যখন কচের সম্বন্ধে দেবযানীর প্রশ্নে চিন্তা করায় কচের দেহের কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কচকেই আহ্বান করিলেন। তখন সঞ্জীবিত কচ তাঁহার উদর হইতেই উত্তর দিল! যোগবলে সমস্তই অবগত হইয়া এবং 'তাঁহার আহার্য্যে এইরূপ ভেজাল' দেওয়াতে দানবদিগের গুরুভক্তির হীনতা দেখিয়া, এবং পক্ষান্তরে কচের সাধুতা এবং একাগ্রতায় প্রীত হইয়া তিনি উদরস্থ কচকে সঞ্জীবন মন্ত্রের শিক্ষা দিলেন এবং উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার অনুজ্ঞা করিলেন। বাহির হইয়াই কচ শুক্রকে নববিদ্যাবলে জীবিত করিলেন। শুক্র জানিতেন যে, তাঁহার কন্যা অটল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বী কচে বৃথা অনুরক্তা। যথাসময়ে গুরুর অনুমতি লইয়া যখন কচ দেবলোকে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন দেবযানী কচকে কহিলেন "তুমি আমাকে বিবাহ কর।" কচ কহিলেন "তুমি গুরু কন্যা; বিশেষতঃ আমি শুক্রাচার্য্যের উদরে ছিলাম, সুতরাং তুমি ভগিনী; তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতেই পারে না। তদ্ভিন্ন এদেশে স্বসমাজ হিতকর বিদ্যা শিক্ষার জন্য আসিয়াছি; ভিন্ন সমাজে বিবাহ জন্য নহে।" কিছুক্ষণ তর্কের পর দেবযানী ক্রোধভরে বলিলেন, "তোমার হস্তে সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না।" কচ কহিলেন "আমি

শাপের উপযুক্ত কোন অপরাধ করি নাই। তোমার এ কার্য্য রাজসিক প্রকৃতি প্রসূত; অতএব কোন ব্রাহ্মণকুমার তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। কিন্তু ভগিনী! তুমিই বারবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তুমি রাজরাণী হইবে। আমার শিষ্যগণকে আমি ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব। তাহারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া আমার সমাজের অনেক কাজে লাগিবে। তোমার শাপের ফলে আমার নিজের বাহাদুরী দেখান বন্ধ হওয়ার জন্য আমি অণুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি।"

৭৮। লোভের প্রাবল্য ইংরাজী শিক্ষিতের।

ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে ভোগসুখের জন্য লোভের একান্ত প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। এখন আর লোকে দোল দুর্গোৎ-সবে বা হরিসভায় কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে চাহে না। মনে করেনা যে, "দরিদ্র ইহারা, ভাল জিনিস মাঝে মাঝে খাইতে পাউক।" এখন প্রত্যহ উপাদেয় উপভোগ্য নিজেরাই খাইতে চাহে। স্বল্পবিত্তেরাও মোটা ভাত কাপড়ে তুষ্ট নয়; সৌখিন খাওয়া না হইলেই বিরক্ত হয়। মুসলমান সমাজেও কৃতবিদ্যেরা সামাজিক কার্য্য কমাইয়া ফেলিয়া একান্তই সৌখিন হইতেছেন। হিন্দু ব্রাহ্মণের এবং মুসলমান মৌলবীর সংযম, দৃঢ়তা, পরোক্ষ-দৃষ্টি এবং পবিত্রতা সমাজের আদর্শ থাকিতেছে না। আদর্শ হইতেছে এদেশাগত ইংরাজদিগের পোষাক, আসবাব এবং ঐহিক সুখতৎপরতা! কিন্তু এদেশের জল বায়ুতে অন্য দেশের আচার সহিবে না। এখানে বেলা ৮টায় উঠিয়া "চা" খাওয়ার অপেক্ষা ভোরে উঠিয়া প্রাতঃস্নান অধিকতর উপযোগী। ফলে ইহাঁরা ধন-চিন্তায়, অনাচারে এবং নানা গুরুপাক দ্রব্যের

একত্রে অধিক ব্যবহারে অজীর্ণ রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছেন। ভারতবাসীর বহু সহস্র পুরুষে অর্জ্জিত গুণাবলী এই লোভের জন্য যাইতে বসিয়াছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে অর্জ্জুন যখন একা সকল রাজাদিগকে বাধা দিয়াছিলেন তখন উক্ত হইয়াছিল—"একো নিবারয়ামাস লোভঃ সর্ব্বগুণানিব"।

ডাক্তারেরাও ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মাথা খারাপ করিয়া দেওয়ার সাহায্য করেন। যে ব্যায়ামশীল ইংরাজ আধসের অর্দ্ধপক্ক মাংস রোজ হজম করেন, তাঁহার জ্বরে যে মাংসের যুস পথ্য নির্দ্দিষ্ট—তাহাই উঁহারা লঘু অন্ন আহারে অভ্যস্ত বাঙ্গালীর জন্য ব্যবস্থা করিয়া একটা ভ্রম জন্মাইতেছেন যে, পুষ্টিকর আহারের প্রাচুর্য্যেই বুঝি শরীর পুষ্টি হয়—অজীর্ণ রোগ হয় না।

৭৯। *গ্রীক মহাত্মা ডিমস্থিনিস।*

ডিমস্থিনিস এথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন (৩৮৪—৩২২ পূঃ খৃঃ)। তাঁহার পিতার অস্ত্রের কারখানায় বার্ষিক বহু সহস্র টাকা লাভ হইত। কিন্তু তাঁহার সাত বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে, তাঁহার জ্যাঠতুতা ভাইয়েরা অভিভাবকরূপে তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশ ভাগই আত্মসাৎ করেন। তথাপি যাহা তিনি পাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার প্রায় সাত শত টাকা বার্ষিক আয় হইত। তখন গ্রীসে দৈনিক এক টাকায় একটী গৃহস্থের একপ্রকার ভদ্রভাবেই চলিয়া যাইত।

মনুষ্য মনের তেজে যে সকল ত্রুটীই শুধরাইয়া লইতে পারে তাহা ডিমস্থিনিস প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ছিল এবং হাঁপানির দোষ ছিল; তিনি উন্মুক্ত বায়ুতে বন্ধুর পথে চলিয়া

তাহা শোধরাইলেন। বাল্যে তাঁহার লেখাপড়া হয় নাই এবং স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না; সর্ব্বদাই এটা সেটা দেখিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হইত। তিনি মাথার অর্দ্ধেকটা কামাইয়া রাখিলেন এবং একটা ঘরে বন্ধ থাকিয়া থুসিডিয়াসের বৃহৎ এবং অত্যুৎকৃষ্ট ইতিহাস স্বহস্তে আটবার নকল করিলেন। চাঞ্চল্য এবং শিক্ষার অভাব নাশ হইয়া গেল। তাঁহার স্বর মৃদু ছিল এবং তিনি তোত্‌লা ছিলেন; সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড মুখে রাখিয়া সাগর কল্লোলের উপরেও স্বর তুলিয়া বক্তৃতা করিয়া তাহার সংশোধন করিলেন। উত্তর-কালে সহস্র সহস্র লোকের জনতায় সকল শব্দের উপরে তাঁহার স্বর উঠিয়া সকলকে নিস্তব্ধ এবং মন্ত্রমুগ্ধ করিত। কথা কহিতে গেলেই তাঁহার বিকৃত মুখভঙ্গি এবং অঙ্গভঙ্গি হইয়া যাইত; তিনি দুই স্কন্ধের উপরে দুইখানি তীক্ষ্ণাগ্র তরবারি লম্বমান এবং সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া নির্জ্জনে বক্তৃতা অভ্যাস করিয়া ঐ সকল মুদ্রাদোষ সারিয়া ফেলেন।

যে সময়ে তাঁহার জন্ম হয় তখন গ্রীসের অবনতির কাল। গ্রীকেরা আত্মগৌরব হারাইয়া, প্রতিবাসী মাসিডনরাজ ফিলিপের রাজসভার অনুকরণ, লজ্জার বিষয় মনে করিত না। ফিলিপ গ্রীকদিগের মধ্যে সক্ষমদিগকে ধন এবং সম্মান দান করিয়া নিজের দলে মিলাইতে ছিলেন এবং পরাক্রান্ত সৈন্যদল গঠন করিয়া গ্রীসের বাহিরের গ্রীক্ রাজ্যগুলি ক্রমশঃ অধিকার করিতে ছিলেন। প্রত্যেক গ্রীকরাজ্যের ভিতরে দলাদলি এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষও ছিল।

ডিমস্থিনিস দেশের মধ্যে পবিত্রতা আনয়ন জন্য বিশেষচেষ্টা করিতে লাগিলেন। যখন রাজ কর্ম্মচারী এবং রাজনৈতিক নেতাদিগের সাধারণ ভাণ্ডার হইতে বিলাসিতার ব্যয় জন্য অর্থ সংগ্রহ নিত্যকর্ম্মের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাঁহার সুচেষ্টার বিরুদ্ধে যে একটা প্রবল

দল গঠিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? ঐ দলের লোকে কয়েকজন উৎকৃষ্ট বক্তা নিয়োগ করিল; তাহারা ডিমস্থিনিসের কুৎসা করিতে লাগিল; তাঁহার বক্তৃতায় "তৈলের গন্ধ"—অর্থাৎ তিনি রাত্রি জাগিয়া বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া তবে বলেন, উপস্থিত বুদ্ধি নাই—এইরূপ দোষ দিতে লাগিল। কিন্তু ডিমস্থিনিস দেশের কার্য্যে পরিশ্রম স্বীকার করিতেন; প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বাহাদুরী চাহেন নাই। তাঁহার দেশ-ভক্তিতে এবং মাসিডনরাজ ফিলিপের দুরাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে তাঁহার বক্তৃতায় জনগণ কতকটা অনুপ্রাণিত এবং সম্মিলিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ডিমস্থিনিস গ্রীকরাজ্যগুলি হইতে দূতরূপে প্রেরিত হইয়া মাসিডনের সহিত সীমা সংক্রান্ত বিবাদ মিটাইয়া সন্ধি বন্ধন করিয়া আইসেন। কিন্তু গ্রীকেরা একটু নিশ্চিন্ত হইলেই মাসিডনরাজ সেই সন্ধি ভঙ্গ করেন এবং "চিরোণীয়ার" যুদ্ধে (৩৩৮ পূঃ খৃঃ) সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইয়া গ্রীক স্বাধীনতা হরণ করেন। ডিমস্থিনিস দূরদর্শী স্বদেশ-ভক্ত রাজনৈতিক এবং বাগ্মী ছিলেন; তিনি যুদ্ধকৌশল-সম্পন্ন সাহসী বীর ছিলেন না। "চিরোণীয়ার" যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তিনি পলা-ইয়া আসিয়া পুনর্ব্বার গ্রীকদলের সংগ্রহ চেষ্টা করেন; সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁহার চেষ্টায়, ফিলিপের মৃত্যুর পর, গ্রীক বিদ্রোহ হইলে আলেকজাণ্ডার তাহা দমন করেন এবং সাহসী গ্রীকদিগকে বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়া মাসিডনীয় সৈন্যসহ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া গিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর আবার ডিমস্থিনিসের চেষ্টায় গ্রীক বিদ্রোহ হয়। তখন সেনাপতি আন্টিপেটরের ভাগে গ্রীসদেশ পড়িয়াছিল। তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া বিদেশে পলায়িত ডিমস্থিনিসকে ধরিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলে মহাত্মা বিষ পানে প্রাণত্যাগ করেন।

স্বদেশীয়দিগকে আত্মগৌরবের, উদ্যমের, ত্যাগের, দেশভক্তির, প্রাচীন উচ্চ আদর্শ ছাড়িয়া ব্যক্তিগত ঐহিক সুখকেই সারাৎসার ভাবিতে দেখিয়া মহাত্মা, বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন, "যদি আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মত 'কার্য্য' করিতে না পারি, তাঁহাদের মত 'ভাবিতে' যেন থাকি। (ইফ উই ক্যান নট 'অ্যাক্ট' লাইক আওয়ার অ্যানশ্যাসটার্স, লেট আস অ্যাটলীষ্ট কন্টিনিউ টু থিঙ্ক লাইক দেম্)। 'আদর্শে'র বিকৃতিতেই স্থায়ী অবনতি।"

৮০। গুণজ্ঞ নৃপতি আকবর সাহ

আকবরসাহ গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার কথা শুনিয়া তাঁহার আঠার রত্ন সংগ্রহের ইচ্ছা হয় এবং কেবল কবি এবং জ্যোতিষী দ্বারা ঐ রত্ন সংখ্যা পূর্ণ না করিয়া দার্শনিক, পণ্ডিত, যোদ্ধা, অর্থশাস্ত্রবিদ্, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের উচ্চশ্রেণীর কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিদিগকে মহাসমাদরে সভায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ, ভক্তকবি সুরদাস, গায়কশ্রেষ্ঠ তানসেন, রাজনীতিজ্ঞ বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বীরবল, রাজস্বতত্ত্ববিৎ তোডরমল, সমরকুশল মহারাজা মানসিংহ, ঐতিহাসিক আবুল ফজল, কবিবর ফৈজী প্রভৃতি রত্ন তন্মধ্যে প্রধান।

আকবর বাদসাহ অতি সামান্য লোকেরও অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কর্ণপাত করিতেন। তাঁহার ন্যায়পরতায় অনুপ্রাণিত হইয়া গুণী কর্ম্মচারীগণও নিখুঁত ন্যায়বিচারের চেষ্টা করিতেন। সুসঙ্গত আবেদন কাহারও ব্যর্থ হইত না। দুঃখী এবং আর্ত্ত লোকেরা কোন না কোনরূপ সুবিধা পাইয়াই ফিরিত। গুণবান মাত্রেই সমাদৃত হইত। এই পুণ্যের সময়েই নিম্নলিখিত শ্লোক, তাঁহার দ্বারা বিশিষ্টভাবে উপকৃত

কোন ব্যক্তি রচনা করিয়াছিলেন,—

সংসারিণাং আত্মবতাং নরাণাং।
চতুর্ব্বিধং বাঞ্ছিতবস্তুজাতং॥
দাতুং সমর্থোঽখিল শক্তিশালী :
দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা॥

৮১। এক লক্ষ্য মার্শেলিসের কৃপণ।

ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে মার্শেলিস বন্দরে একজন প্রকৃত ধনশালী বৃদ্ধ মহাজন বাস করিতেন। তিনি একান্ত ক্ষুদ্র গৃহে সামান্য বেশে এক আহারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন তাঁহার কোন উদ্দেশ্যই জীবনে ছিল না। খরচ বাঁচাইবার জন্য তিনি বিবাহও করেন নাই। কখনও এক পয়সা দান করেন নাই। ঘৃণা, বিদ্রূপ নীরবে সহ্য করিতেন। "মার্শেলিসের কৃপণ" নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে সমস্ত কারবার গুটাইয়া লইয়া বহু লক্ষ টাকা তিনি গভর্ণমেণ্টের হস্তে দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি একান্ত দরিদ্র-সন্তান, কিন্তু বাল্যকাল হইতে মার্শেলিসের জলকষ্ট জন্য দুঃখ অনুভব করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ঐ কষ্ট নিবারণ চেষ্টাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার টাকা তিনি একাই দিতেছেন।

৮২। সংঘশক্তি শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল।

এক্ষণে কি আমেরিকা, কি ইউরোপ, কি চীন, কি জাপান য দিকেই চাহিয়া দেখ সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ঐ সকল দেশে যে কোন উন্নতি হইতেছে, সেই সকল উন্নতিরই প্রধান কারণ লোকের

সমবেত শক্তির—সঙ্ঘশক্তির—প্রয়োগ। ব্যাসদেব বলিয়া গিয়াছেন—

"ত্রেতায়াং মন্ত্রশক্তিশ্চ জ্ঞানশক্তিঃ কৃতে যুগে।
দ্বাপরে যুদ্ধশক্তিশ্চ, সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে॥"

মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড প্রভৃতি দ্বারা রাস্তা, পুল, ড্রেন, হাট, বাজার ভাল হওয়া, যৌথ-কারবারে প্রভূত ধনের ব্যবহারে রেল ও ষ্টীমার লাইন এবং কলকারখানা প্রভৃতির সুচারু পরিচালনা ইত্যাদি সমস্তই সঙ্ঘশক্তির প্রয়োগে সাংসারিক-কার্য্যে উন্নতির উদাহরণ। কোন একজন লোকে, বা অসম্বদ্ধভাবে পৃথক পৃথক কার্য্য করিয়া অনেক লোকেও এ সকল করিতে পারে না। বর্ত্তমান কালে রাজ-কার্য্যেও রাজশক্তির সহিত সঙ্ঘশক্তির বা প্রবল প্রজাশক্তির (পার্লিয়া-মেণ্ট প্রভৃতির দ্বারা) সংযোগ রাখা হইতেছে।

হিন্দু ধর্ম্ম-প্রাণ; হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ হইয়াছিলেন। এখনও ধর্ম্মাত্মা ত্যাগী সাধুবৃন্দের সর্ব্বোচ্চেরা অধিকতর সংখ্যায় উহাঁদের মধ্যেই আছেন। কিন্তু ভারতে জনসাধারণের মধ্যে সঙ্ঘশক্তির হ্রাস হইয়াছে। ফলতঃ দলবন্ধন ও সমীচীন ব্যবহার গুণে খ্রীষ্টীয় মিশনরি ও মুসলমান প্রচারকেরা হিন্দু উপদেশকগণের অপেক্ষা অনেক প্রবল। হিন্দুর ধর্ম্মরূপ বিরাট অশ্বত্থের শাখা প্রশাখা মাত্র, এই সত্য হিন্দুকে এখন জগতে প্রচার করিতে হইবে।

উদারতাপূর্ণ ব্যাপকতম সনাতন ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বসম্প্রদায়ের এবং সকল পন্থের এবং সর্ব্ববিধ উপধর্ম্মের পিতার স্বরূপ। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধী তু যা ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মো মুনিপুঙ্গব॥"

অর্থাৎ—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বাধা জন্মায় তাহা সদ্ধর্ম্ম নহে, কুধর্ম্ম, আর যে ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ সেই ধর্ম্মই সদ্ধর্ম্ম হইয়া থাকে। এই উদারতাকে অবলম্বন করিয়াই পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ "জ্ঞান-বিমান ন্যায়ো" অবতারণা করিয়াছিলেন। এই ন্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে যেমন ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণশীল পথিক নদী, পর্ব্বত, বন, জঙ্গল, পথ, বাটী, উচ্চভূমি, সমতলভূমি, উপত্যকা, অধিত্যকা আদির বৈষম্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন কিন্তু বিমানে চড়িয়া উচ্চ আকাশপথে বিচরণ করিবার সময় উল্লিখিত বৈষম্য আদৌ অনুভূত হয় না, প্রত্যুত তাঁহার চক্ষে সমস্ত পৃথিবী সমভাবেই পরিলক্ষিত হয়, ঠিক সেইরূপ, অল্পজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মমার্গে লক্ষ্যভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানবান তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ সমস্ত মার্গেরই (সমুদ্রগামী নদীসমূহের ন্যায়) অন্তিম লক্ষ্যের সমতা দেখিয়া সকলের প্রতিই স্নেহপরায়ণ হইয়া থাকেন এবং পক্ষপাত বা পরধর্ম্ম বিদ্বেষের সঙ্কীর্ণতা তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রকে কলুষিত করিতে পারে না।

মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে—

যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।

অর্থাৎ যাহা হইতে জীবগণের ইহলৌকিক উন্নতি ও পারলৌকিক উন্নতি এবং অন্তে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। এই পৃথিবী মধ্যে ঈশাই, ইসলাম, বৌদ্ধ আদি যত প্রকার ধর্ম্মমার্গ আছে, সনাতন ধর্ম্মের উল্লিখিত পরমোদার লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের আলোচনা করিলে সনাতনধর্ম্মিগণ উহাঁদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের তারতম্য লক্ষ্য করিবেন। উহাঁদের মধ্যে কাহার কাহার পরধর্ম্ম বিদ্বেষের বা অনন্ত নরকের মতবাদে একটু রজঃ ও তমোগুণের মাত্রাধিক্য মাত্র উপলব্ধি করিয়া উদারতার স্বধর্ম্মে তুষ্ট থাকিবেন, পরধর্ম্মে

অণুমাত্র বিদ্বেষ করিবেন না। পরন্তু উহাঁরাও যে ঈশ্বর-প্রীতিকামী হইয়া দেশে বিদেশে অনেক নিম্নাধিকারীকে সংযত ও উচ্চ করিতেছেন তাহা দেখিয়া প্রকৃত পক্ষেই সুখী হইবেন। নিম্নাধিকারীরাই ত হাজার-করা ৯৯৯ জন। "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।" ফলতঃ সকল ধর্ম্মই ভাল কাজ করিতেছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই সর্ব্বোচ্চাধিকারিগণ গূঢ়ভাবে (জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে) সনাতন ধর্ম্মেরই বিশিষ্টরূপ আশ্রয়ীভূত। সর্ব্বোচ্চাধিকারে যে যোগের পথ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই! ফলতঃ সাধারণ ধর্ম্মলক্ষণ বিচারে সনাতন ধর্ম্মই শ্রীভগবানের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক এবং অলক্ষ্যে সর্ব্বজীবহিতকারী।

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যাহা কিছু পারস্পরিক বিরোধ তাহা কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানেই হইয়া থাকে। যখন সনাতন ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মাবলম্বী-দিগেরও প্রতি বিদ্বেষহীন তখন উহা যে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক মত বা আচার ভেদ সত্ত্বেও সকল হিন্দু সন্তানকে সম্মিলিত রাখিতে পারে তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং যদি সাধারণতঃ "ধর্ম্মের" প্রচার করা যায় এবং সম্প্রদায়সকলকে এবং পন্থসমূহকে স্ব স্ব বিশেষ অনুষ্ঠানানুসারে আপনাপন উন্নতি করিবার প্রবৃত্তি দেওয়া যায় তবে কখন হিন্দু জাতির উন্নতি সম্বন্ধে বাধা জন্মিতে পারে। পরন্তু ঐ উদাহরণে সমস্ত মানব জাতির ধর্ম্মোন্নতির সুবিধা হইবে।

এই প্রকার সিদ্ধান্তানুসারে ভারতবর্ষে একটী সার্ব্বজনিক "বিরাট হিন্দুসভা স্থাপিত হয় এরূপ ইচ্ছা অনেক দিন হইল পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে উঠিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত রাজা শশি-শেখরেশ্বর প্রভৃতি কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির দ্বারা বঙ্গদেশে ধর্ম্মমণ্ডলী ... সাম্প্রদায়িক ... লক্ষ্য করিয়া

বলিয়াছিলেন, "এইরূপ প্রগাঢ় ধীশক্তি-সম্পন্ন কোন সন্ন্যাসীর দ্বারা পরিচালিত হইলেই হিন্দুর ধর্ম্মসঙ্ঘ স্থাপিত হইতে পারে। হিন্দুগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে গৃহী অপেক্ষা ত্যাগী উদাসীনকেই সহজে মান্য করিয়া থাকেন।" ভাল লোকেরা যাহা মনের সহিত লোকহিতার্থে চাহেন ভগবান যে তাহা দিয়া থাকেন এক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত! এই ভাব শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দজীর মনে স্বতঃই উদিত হইলে তাঁহার পরিচালনায় যেসকল ধর্ম্মসভা উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের ধর্ম্ম কার্য্য করিতে ছিলেন সেই সকলের স্বাধীন নরপতি সম্মিলনে এবং হিন্দু ধর্ম্মাচার্য্য রাজা মহারাজা ও হিন্দু সমাজ-নেতৃবর্গের সহায়তায় বর্ত্তমান শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দু মাত্রেরই ইহার প্রতি সহৃদয় হওয়া উচিত।

সনাতন ধর্ম্ম যে পৃথিবীর সমস্ত মার্গের পিতৃস্থানীয় তাহা জগতে দৃষ্টান্তরূপে দেখাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীমহামণ্ডল ইউরোপের মহাযুদ্ধের অন্তে নিজ প্রধান কার্য্যালয়ের সন্নিকটে একটি সর্ব্বধর্ম্মমঙ্গল স্থাপনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে এসিয়া প্রধান ধর্ম্মক্ষেত্র, এসিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষই প্রধান ধর্ম্মভূমি এবং ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীকাশীধামই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ক্ষেত্র ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং কাশী-ধামেই এরূপ সর্ব্বলোকহিতকর ধর্ম্মস্থান প্রতিষ্ঠা করা বিধেয়। সর্ব্বধর্ম্ম-মঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতাগণ স্থির করিয়াছেন যে, এই আদর্শ ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের উপাসনা মন্দির একদিকে থাকিবে, মধ্যে সর্ব্ব-ধর্ম্মমঙ্গল ও সর্ব্বধর্ম্ম-পুস্তকালয় থাকিবে এবং অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মমার্গের উপাসনা মন্দিরের স্থান খালি রাখা হইবে। ঐ স্থানের ঐ সকল ধর্ম্মমার্গের যাঁহারা ইচ্ছা করিবেন ধর্ম্ম সমিতির নিয়মানুসারে নিজ নিজ উপাসনার স্থাপিত করিতে পারিবেন। সর্ব্ব-ধর্ম্মমঙ্গলে

সকল ধর্ম্মমতাবলম্বীগণই নিজ নিজ ধর্ম্মমত সঙ্গে বক্তৃতা দিতে পারিবেন। তবে কেহ কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিতে পারিবেন না। এই সর্ব্বধর্ম্মমঙ্গল এবং ইহার পুস্তক, মুলপত্র দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম-মার্গের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইলে সনাতন ধর্ম্মের উদার পিতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা করা যায়।

শ্রীমহামণ্ডলের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের সকল শ্রেণীর আর্য্যপুরুষ এবং আর্য্য মহিলাগণ এই ভারতবাসীর বিরাট সভায় সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া ধর্ম্ম ও যশোলাভ করিতে পারিবেন; ভারতবর্ষে বা উহার সহিত যে সকল হিন্দু উপনিবেশ আছে, সর্ব্বত্র যে সকল হিন্দু ধর্ম্মসভা. হিন্দু সমাজোন্নতিকর সভা, জাতীয় সভা, বিবিধ ধর্ম্মালয় এবং সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে, ঐ সব সমিতি এই বিরাট সভার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ধর্ম্মশক্তি ও সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন। বার্ষিক দুই টাকা দিয়া একটি ফরম সহি করিয়া দিলেই হিন্দু নরনারীমাত্রে এই বিরাট সভায় সাধারণ সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। সকল সভ্যগণই বিনামূল্যে এই বিরাট সভার মুখপত্র পাইয়া থাকেন। নানাজাতির এই মুখপত্র প্রকাশিত হয়। সাধারণ সভ্যগণের পরলোক গমনের পর তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ এই বিরাট সভার সমাজ-হিতকারীকোষ হইতে একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকেন। শ্রীমহামণ্ডলের সহিত সমাজভুক্ত "আর্য্য মহিলা হিতাকাঙ্ক্ষিনী মহাপরিষদ" নামে আর্য্য মহিলাদিগের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনকল্পে এক মহাপরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। উহা হইতেও স্বতন্ত্রভাবে 'আর্য্যমহিলা' নামে এক মুখপত্র বাহির হয়। সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয়েই হিন্দু ছাত্রগণ হিন্দুয়ানী শিখিতে পায় এরূপ ব্যবস্থা করিবার অধিকার পাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন করায় উক্ত প্রদেশে তাহা

মঞ্জুর হইয়াছে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা সমস্ত টোল পাঠশালার মধ্যে একটা সুশৃঙ্খলা স্থাপন চেষ্টা এবং এদেশীয়দিগের প্রকৃতির সহিত মিল রাখিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কল্পনা হইতেছে। শ্রীমহা-মণ্ডল এবং শ্রীআর্য্যমহিলাপরিষদ দুইটীরই তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্ররূপে যথাক্রমে মহামণ্ডল-উপদেশক মহাবিদ্যালয় ও আর্য্যমহিলা বিদ্যালয় নামে দুইটি বিদ্যালয় কাশীতে স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমটির উদ্দেশ্য, গৃহস্থ ও মনুধর্ম্ম শিক্ষার ও ধর্ম্মোপদেশক প্রস্তুত করা এবং দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য, হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবাগণের মধ্য হইতে ধর্ম্মশিক্ষয়িত্রী ও ধর্ম্ম-প্রচারিকা প্রস্তুত করা।

শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের অনেক কার্য্য বিভাগের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; (১) ধর্ম্ম প্রচার বিভাগ—অনেক ধর্ম্মপ্রচারক এবং পুস্তকাদির দ্বারা এই কার্য্য হইয়া থাকে। (২) ধর্ম্মালয় সংস্কার বিভাগ—বহুস্থানীয় সমিতির দ্বারা মঠ মন্দির তীর্থ এবং এরূপ বহুবিধ ধর্ম্মালয়ের পুনঃ সংস্কার ও সংরক্ষণ আদি কার্য্য এই বিভাগে হইয়া থাকে ; (৩) মানদান বিভাগ—পৃথকরূপে সদ্‌গুণের পূজা ও সমাজে সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের গুণের প্রতি সমাদর প্রদর্শনার্থ এই বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। এই বিভাগের দ্বারা বিদ্যাতপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ এবং স্বাধীন নরপতি হইতে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত সকল নরনারীগণই যোগ্যতানুসারে ধর্ম্মোপাধি, বিদ্যোপাধি, সমাজোপাধি, শিল্পনৈপুণ্যাদি সম্বন্ধীয় উপাধি, সুবর্ণপদক, রৌপ্যপদক আদি সম্মানে বিভূষিত হইয়া থাকেন। (৪) অনুসন্ধান বিভাগ—এই বিভাগের দ্বারা প্রাচীন, লুপ্ত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের অনুসন্ধান ও পুনঃ প্রকাশ কার্য্য হয়। (৫) রক্ষণ বিভাগ—এই বিভাগের সাহায্যে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং স্বাধীন নরপতিগণের নিকট

আবেদন করিয়া হিন্দুর স্বত্বরক্ষণ সম্বন্ধে নানাবিধ চেষ্টা করা হয়। (৬) যাগযজ্ঞ বিভাগ—মহামণ্ডল প্রধান কার্য্যাকারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞমণ্ডপ স্থাপন করিয়া যজ্ঞের পুনরুদ্ধারকল্পে নানা প্রকার বৈদিক ও স্মার্ত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান এই বিভাগে করা হয়। (৭) শাস্ত্র-প্রকাশ বিভাগ—এই বিভাগের দ্বারা স্কুল কলেজে ধর্ম্ম-শিক্ষোপযোগী নানা গ্রন্থ প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয় এবং দর্শনবিজ্ঞা শাস্ত্রের উপর বর্ত্তমান দেশকালোপযোগী ভাষ্য আদি প্রকাশ করা হয়।

এইরূপে বহুপ্রকার মূল গ্রন্থ, সটীক গ্রন্থ ও অনুদিত গ্রন্থ এই বিভাগে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দীভাষা বর্ত্তমান ভারতের সার্ব্বভৌম ভাষা হওয়ায় এই বিভাগের দ্বারা উহার পুষ্টির যথেষ্ট চেষ্টা করা হইতেছে।

এই প্রকারে শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষবাসী ধর্ম্মমূলক সঙ্ঘশক্তির উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেছে। হিন্দু জাতির মধ্যে এখনও দ্রব্যশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির অভাব নাই। কেবল সঙ্ঘশক্তির দ্বারা ঐ গুলি কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে শুধু ভারত ও আর্য্য জাতিরই নহে, প্রত্যুত সমস্ত পৃথিবীব্যাপী মানব জাতির কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারিবে ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

৮৩। *ভারতে মুসলমান ভ্রম নিরাস*

সামাজিক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে :—(১) অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার কখন স্পষ্টাক্ষরে কখন ইঙ্গিত ক্রমে অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানেরা যখন দেশের রাজা ছিলেন তখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। ইংরাজ গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের

মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটী গূঢ় বিদ্বেষ-বীজ বপন করিয়া দিতেছেন। (২) মুসলমানদিগের ভারতরাজ্য শাসনে আমাদের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটী সর্ব্ব প্রদেশ সাধারণ-প্রায় হিন্দীভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে ; হর্ম্ম্য শিল্প একটী উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুসংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্য রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহাঋণ-গ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান নবাব সুবা এবং বাদশাহ প্রজাপীড়ক ছিলেন সত্য ; কিন্তু অনেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন ; আর যাঁহারা অন্যায়াচারী ছিলেন তাঁহাদিগেরও অত্যাচার প্রায় দেশব্যাপী হয় নাই, দুই চারিটী ধনশালী এবং পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।

আল এসলাম পত্রের (চৈত্র, ১৩২৪) একটী প্রবন্ধ হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :-

(১) সম্রাট আকবরের শত বৎসরেরও পূর্ব্বে কাশ্মীরাধিপতি সোলতান জয়নুল আবেদিন হিন্দু পণ্ডিতদিগকে দরবারে স্থান এবং ফরাসীতে সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থানুবাদে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের নিকট হইতে জিজিয়া কর গ্রহণ রহিত করিয়াছিলেন এবং গোহত্যা বন্ধ করিয়াছিলেন। জয়নুল আবেদিন হিন্দু দেবালয়ের জন্য দেবোত্তর (ওয়াকফ্) দান করেন। তিনি অনেক আরবী ও ফারসী গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। [তারিখে ফেরেস্তা]। (২) দাক্ষিণাত্যের বাদশাহ এব্রাহিম আদেলশাহ সম্রাট আকবরের ২২ বৎসর পূর্ব্বে ***রাজসেরেস্তা হইতে ফারসী ভাষা বিতাড়িত করিয়া হিন্দী ভাষা প্রচলিত করেন ;*** এবং ব্রাহ্মণগণকে কর্ম্মকর্ত্তা করিয়া তুলেন। অথচ তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। (৩) জায়েন উল্ আবেদিন, এব্রাহিম আদেল, আকবর, ফিরোজশাহ,

আবু মায়াসার ফালাকী, ফয়েজী, গোলাম আলি, আজাদ প্রভৃতি হিন্দুদের ভাষা ও সাহিত্যের যে সেবা করিয়াছেন তাহা ভারতের ইতিহাসে অতুলনীয়। (৪) মীর গোলাম আলী বলিয়াছেন যে হজরত আদম সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন; মহম্মদীয় ধর্ম্ম তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল; সুতরাং ঐ ধর্ম্ম প্রথমে ভারতে আইসে তাহার পর আরব দেশে প্রকাশ হয়।

সায়েখ আলী রুমী বলিয়াছেন:—সর্ব্ব প্রথমে যে দেশে গ্রন্থাদি লিখিত এবং যে স্থান হইতে জ্ঞানের উৎসসমূহ প্রবাহিত, তাহা ভারতবর্ষ। জামাল উদ্দীন ফেকৃতা বলিয়াছেন:—ভারতবর্ষ সকল জাতির জ্ঞানের খনি এবং ন্যায় ও রাজনীতির প্রস্রবণ। তাপস মির্জ্জা আবেজা বলিয়াছেন:—সর্ব্ব প্রকার বিদ্যা, ধ্যান, যোগ এবং দার্শনিক জ্ঞান-গবেষণায় হিন্দুদিগের বিশেষ কৃতিত্ব। এমন কোন জাতি নাই যাহার জন্য সতর্ককারী (নবী) প্রেরিত হয়েন নাই। ভারতীয় নবীদিগের জ্ঞান অতি গভীর এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ ছিল। তাহাদের অবস্থা হিন্দু গ্রন্থে নিভুলরূপে বর্ণিত আছে। আজাদ বেলগ্রামী বলিয়াছেন:—অঙ্ক এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে ভারতবাসীরাই অগ্রণী।— ***"একমাত্র সন্তান" দেশভক্ত হিন্দু মুসলমানগণ যেন পরস্পরকে এইরূপ শ্রদ্ধার এবং প্রীতির চক্ষে দেখার "অভ্যাস" করেন***—এই সকল উক্তিরই সর্ব্বদা আলোচনা করেন। দেশ-জননীর হৃদয় প্রফুল্লিত হইবে, তাঁহার সকল সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে

৮৪। *বিলাস বর্জ্জন* *ইংরাজের।*

ইউরোপের মহাযুদ্ধ কালে (নবেম্বর, ১৯১৭) সার্ অক্‌ল্যাণ্ড গেডিস্

বলিয়াছিলেন যে সৈন্যদলে প্রেরণ জন্য বয়সের বিবেচনা করা হইবে না ; দেশের কে কি কার্য্য করিতেছে তাহাই দেখা হইবে। যাহারা অপ্রয়োজনীয় বা অল্প প্রয়োজনীয় এবং বিদেশীয়ের উপভোগ্য দ্রব্য-জাত প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত সেই সকল লোককে অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা উচিত। যাহারা কৃষিক্ষেত্রে, এরোপ্লেন প্রস্তুতে বা যুদ্ধোপকরণের কারখানায় কার্য্য করিতেছে তাহাদের পাঠান ভুল হইবে। যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত অল্প প্রয়োজনীয় অপর কার্য্যের জন্য লোক খাটিতে দেওয়া যে ঘটবে না তাহা সমগ্র জাতি এখন বুঝিতে পারিতেছে। ইংরাজ ভারতবাসীকে এই একাগ্র স্বদেশ-ভক্তি এবং বিপুল উদ্যম শিক্ষা দিতে বিধি-প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন। তবে "উহাঁদের মনে" রাজসিক এবং তামসিক ভাবের প্রাধান্যে যতটা তীব্র পর-জাতি বিদ্বেষ জন্মিতে পারে, ভারতবাসীর অভ্যস্ত সাত্ত্বিকতা-প্রসূত যে সর্ব্বঘটে নারায়ণ থাকার জ্ঞান আছে সেজন্য সেরূপ বিদ্বেষ সম্ভবে না এবং কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে। জর্ম্মণদিগের ইচ্ছা, সকল জাতি নিঃশেষ হয়—উহারাই থাকে! আজ কাল সাধারণতঃ ইংরাজেরাও উহাদের অন্যায্য কার্য্য জন্য 'হূন্' নাম দিয়া সম্পূর্ণ নিপাত প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ইংরাজেরা যে অবস্থা বিশেষে বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে সক্ষম তাহা দেখা গেল। আমাদের "আসবাব শূন্য সভ্যতায়" মানসিক উন্নতিই লক্ষ্য ছিল ; তাহাই ইংরাজও এই আপৎকালে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে স্বীকার করিলেন। আমাদের কি এত সুখের অবস্থা যে আমরা বিলাসিতায় মগ্ন হইতেছি! যে দেশে পাঁচ কোটী লোকের অর্দ্ধাশন, তথায় কি এত থিয়েটার, নাচ তামাসা, সখের যাত্রা, বায়স্কোপ সাজে? এখানে সংকীর্ত্তন, দেব দেবী সম্বন্ধীয় সঙ্গীত, রামায়ণের গান, প্রভৃতির দ্বারা "সস্তায় উচ্চ ভাবের বিস্তারই" সুসঙ্গত। 'মায়ের দেওয়া

মোটা কাপড়ে' এবং চেটাই মাদুরেই আমাদের তুষ্ট হওয়া উচিত। সর্ব্বত্রই এত বিলাতি খেলনা, সুগন্ধি ও মোজা প্রভৃতির দোকান কেন ?

৮৫। গুণগ্রাহিতা ইংরাজ লেখকদিগের।

রবার্ট ব্রুস, জোয়ান অফ আর্ক এবং জর্জ্জ ওয়াসিংটন ইংরাজদিগকে স্কটলণ্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাজ্যের অধিকার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু কোন ইংরাজ লেখক ঐ সকল দেশভক্ত উন্নতচেতা এবং কৃতকার্য্য শত্রুর বিপক্ষে কখন কিছু বলেন না ; বরং জোয়ান অফ আর্ককে উহাঁদের সেই অর্দ্ধ সভ্যাবস্থায় ডাইনী বলিয়া পোড়ানর জন্য স্বদেশীয়দিগেরই নিন্দা একবাক্যে করিয়া আসিতেছেন। ইউরোপের মহাযুদ্ধ কালে (১৯১৪) জর্ম্মণির 'এমডেন' নামক ক্রুইজার জাহাজের কাপ্তেন মুলার, অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিয়া, ভারতসাগরে ইংরাজদিগের বহুসংখ্যক বাণিজ্য-পোত নষ্ট, মান্দ্রাজের কেল্লার উপর গোলা বর্ষণ এবং জাহাজের রং বদলাইয়া সিঙ্গাপুর বন্দরে ঢুকিয়া একখানা রুশীয় জাহাজ নষ্ট করেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই সাহসের অনুরূপ ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জাহাজগুলি ডুবাইবার পূর্ব্বে সকল নাবিক ও যাত্রীকে 'এমডেনে' তুলিয়া লইতেন, তাহার পর ৫।৭ খানা জাহাজ হইতে ধৃত লোকদিগকে একখানা ধৃত জাহাজে তুলিয়া খাদ্যাদিসহ নিরাপদে চলিয়া যাইতে দিতেন। ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে একদিন অবতরণ করিয়া নাবিকদিগের সহিত ফুটবল খেলিয়া লইয়াছিলেন। বিষম ক্ষতিকর জাতীয় শত্রু হইলেও এমডেনের কাপ্তেনের সাহস ও শিষ্টাচার ইংরাজ মাত্রেরই প্রীতি আকর্ষণ করে। তিনি অবশেষে বন্দী হইয়া ইংলণ্ডে নীত হইলে পাছে সর্ব্বসাধারণ ইংরাজে বিরাট সভা

করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন এই প্রকৃত আশঙ্কাতেই যে ইংলণ্ডীয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষেরা কাপ্তেন মুলারের ইংলণ্ডে অবতরণ প্রকাশ্যভাবে হইতে দেন নাই তাহা ফ্রেজার নামক একজন ইংরাজ লেখক জানাইয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে আরও একটি সংবাদ জানিতে পারা গিয়াছে। বেলজিয়মে যুদ্ধকালে একজন আহত জর্ম্মণ যোদ্ধা উভয় পক্ষের পরিখার মধ্যে পতিত হইলে কয়েকজন ইংরাজ সৈন্য তাহার দিকে পুনর্ব্বার গুলি ছোঁড়ে। উহাদের আফিসর আহতকে গুলি করা নিবারণ করিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া ঐ পতিত জর্ম্মণের সাহায্যে যান। জর্ম্মণেরা উহাঁর উদ্দেশ্য না বুঝিয়া প্রথমে গুলি ছোঁড়ে এবং উহাঁকে আহত করে। কিন্তু তথাপি ঐ ইংরাজ আফিসর জর্ম্মণটীকে তুলিয়া বহন করিয়া জর্ম্মণ পরিখায় দিয়া আইসেন। তখন একজন জর্ম্মণ আফিসর তাড়াতাড়ি তাহার পরম আদরের "আয়রন্ ক্রস্" পদকটী নিজের বক্ষঃস্থল হইতে খুলিয়া ঐ ইংরাজ আফিসরের বুকে ভক্তির সহিত লাগাইয়া দেন এবং ঐ স্থানের সমস্ত জর্ম্মণ সৈন্যের গৌরবের ধ্বনির মধ্যে ইংরাজ আফিসরটী নিজের লাইনে ফিরিয়া আইসেন। এই দুই উচ্চ শিষ্টাচারে কার্য্যে ঐ দুই পরিখার সৈন্যদিগের মধ্যে মনের এরূপ ভাব হইয়া পড়ে যে, কয়েকদিন ধরিয়া উভয় পক্ষ গুলি চালান ছাড়িয়া দিয়াছিল।

৮৬। *দয়ার সাগর* — *৺বিদ্যাসাগর*

বাঙ্গালীর গৌরব ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অসামান্য প্রতিভাশালী এবং হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন (১৮২০—১৮৯১)। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল সব ডিবিজানের বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পদব্রজে পিতার সহিত কলিকাতা যাইবার সময় পথিপার্শ্বে প্রোথিত মাইল প্রোথিত চিহ্ন-যুক্ত প্রস্তরগুলি দেখিতে দেখিতে বালক ইংরাজী

চিহ্নগুলি শিখিয়া লইয়াছিলেন। দারিদ্র্যের মধ্যে মহাকষ্টে সংস্কৃত কলেজে পাঠ শেষ করিয়া যে "বিদ্যাসাগর" উপাধি তিনি পাইয়াছিলেন (১৮৪০), কোন নাম সংযুক্ত না করিয়া যখন তাঁহার স্বদেশবাসীগণ সেই উপাধিটীর মাত্র উচ্চারণ করেন, তখন তিনিই লক্ষিত হইয়া থাকেন। পঠদ্দশায় তিনি পিতা ও ভ্রাতাদিগের জন্য দুইবেলা পাক করিতেন। কিন্তু সে সময়েও পড়া চলিত; অথচ কখন কোন কিছু পুড়িয়া যাইত না।

তিনি প্রথমে ৫০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিয়ানদিগের শিক্ষার্থ প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েন (১৮৪৬)। উহাঁদের বাঙ্গালা শিক্ষার জন্যই তাঁহার বেতাল পঞ্চবিংশতি রচিত হইয়া বর্ত্তমান কালের সুমার্জ্জিত এবং সুললিত বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে তিনি ইংরাজী এবং হিন্দী শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ তিনি ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ৩০০৲ টাকা বেতন হয়। তদ্ভিন্ন তিনি সহকারী ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়া (১৮৫৫) আরও দুই শত টাকা বেতন পাইয়াছিলেন।

বাল্যবিধবার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া এই সময়ে তিনি মনের আবেগে বিধবা বিবাহ জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহার দেশবাসী সাধারণের মতে এই ভ্রমটুকুই সেই পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক। তাঁহার চেষ্টায় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় এই বিষয়ে ইংরাজ-রাজের হস্তক্ষেপে বিধবা বিবাহের সন্তানসন্ততি উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইলে (১৮৫৬ অব্দের ৫ আইন) আত্মগৌরব-সম্পন্ন হিন্দু সমাজের হৃদয়ে গূঢ়ভাবে ক্ষোভের উদ্রেক হয়। ফলতঃ হিন্দু সমাজের মধ্যে যে পথে বিবাহ সংস্কার চলিয়া আসিতেছে, ঐ ব্যবস্থা তাহার বিরোধী; সেইজন্যই উচ্চবর্ণে উহা প্রকৃতপক্ষে

চলিল না। তিনি পরাশর স্মৃতির মত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখনও সমাজে মনুর মতই প্রবল। আসুর, গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিবাহ, কন্যা বিক্রয় এবং বিধবা বিবাহ ক্রমেই সমাজের সকল স্তরের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বা কমিয়া যাইতেছে; এমন কি এই আন্দোলনের পর কয়েক বৎসর মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরের কোন কোন জাতির মধ্যে (সকলের চক্ষের উপরে) বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত হইয়া গেল! কিন্তু উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহকারিদিগকে হীন অনুকরণপরায়ণ এবং সমাজের সহিত সহানুভূতিহীন বোধ করিলেও ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্য যে একমাত্র "দয়ার সাগরের উদ্বেল জনিত" সে বিষয়ে তাঁহার স্বদেশবাসীরা কেহ কখন সন্দেহ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্রের ঐরূপ বিবাহ হয় এবং চেষ্টা ও ব্যয় করিয়া তিনি অনেকগুলি বিধবা বিবাহ দিয়াছিলেন।

৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহের বিপক্ষে আন্দোলন সমাজের মতের অনুকুল থাকায় সর্ব্বতোভাবে ফলদায়ক হইয়াছিল। হিন্দু সাধারণতঃ এক পত্নীতেই রত। বহু বিবাহ বিশেষ অবস্থায় একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। পত্নীর খোরপোষের দাবীর ব্যবস্থা ফৌজদারী আইনের মধ্যে আসাতেই উহা ব্যবসায় হিসাবে চলা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল।

৺বিদ্যাসাগর মহাশয় একান্ত নিষ্ঠাবান ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। চটিজুতা এবং ধুতি চাদর ভিন্ন অন্য কিছু ব্যবহার করিতেন না। যেখানে বাঙ্গালীর ঐ জাতীয় পোষাক চলিত না, সেখানে যাইতেন না। মফঃস্বলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত মতভেদ হইলে তিনি সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে পুস্তক প্রণয়নে নিযুক্ত হন। তিনি "সীতার বনবাস" "বর্ণ পরিচয়" প্রভৃতি

মোট ২৩ খানি পুস্তক লেখেন। তন্মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত স্কুলপাঠ্য পুস্তক বিক্রয়ের আয় হইতে তিনি সময়ে সময়ে মাসিক ৮।১০ হাজার টাকাও পাইয়াছিলেন এবং অজস্র দান করিয়াও অনেক টাকা সঞ্চয় করেন। তাঁহার বাড়ীতে অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক সংগ্রহ প্রভূত ব্যয়ে হইয়াছিল। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেন এবং দেশীয় অধ্যাপক দ্বারা যে উচ্চ শ্রেণীর কলেজ ভাল চলিতে পারে তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়া দেশের একটী বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। দয়ায়, সরলতায়, পিতৃমাতৃ ভক্তিতে, আচার-নিষ্ঠায়, উজ্জ্বল প্রতিভায় এবং তেজস্বিতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার দানের সীমা ছিল না। সাঁওতাল হইতে বিলাত-প্রবাসী বিদ্বান ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত সাহায্য পাইতেন। ভারতের যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা ভবিষ্যৎ উপকার—সংস্কৃত ভাষার পদতলে সকল প্রাদেশিক ভাষার ক্রমশঃ নৈকট্যে আগমন—তাঁহার হৃদয়ে সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। সুবুদ্ধির বিস্তারের এবং সুশিক্ষার প্রচারের সহিত বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার লেখক সকলেই একদিন ইহা অবশ্যই বুঝিবেন এবং ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত "সাধু ভাষার" সুপথ অবলম্বন করিতে পারিবেন।

৮৭। প্রতিভাশালী কবি মাইকেল মধুসূদন।

৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতা ৺রাজনারায়ণ দত্তের নিবাস যশোহর জিলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে ছিল। তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতেন এবং সেজন্য খিদিরপুরে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের জন্ম (১৮২৮) সাগরদাঁড়ীতে হয়। তাঁহার রং খুব কাল কিন্তু চক্ষু বড় এবং উজ্জ্বল ছিল। হিন্দু কলেজে পাঠকালে

মধুসূদনের সহিত পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ভূদেববাবু লিখিয়াছেন যে, তিনি জীবনে প্রায় ২০ লক্ষ ছাত্রের সহিত সংস্রবে আসিয়াছিলেন কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভা তিনি কাহারও দেখেন নাই। অতি অল্পদিনের মধ্যেই মধুসূদন ইংরাজী ভাষা আয়ত্ব করিয়া তাহাতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ৺রামগোপাল ঘোষের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হনেন। ঐ সময়ে ইংরাজী কাব্য, ইংরাজী আচার, ইংরাজী ধরণ মধুসূদনের এতই ভাল লাগিত যে তিনি 'অসভ্য ভাষা" বলিয়া বাঙ্গালাতে কথাবার্ত্তা কহাই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাটীতে ধর্ম্মশিক্ষার এবং সংযম-শিক্ষার অভাবে সে সময় হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্রেরই আচার বিকৃত হইতেছিল এবং কেহ কেহ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণও করিতেছিলেন। মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ পড়াশুনা করেন নাই -কিন্তু ষোল বৎসর বয়সেই মাইকেল নাম এবং খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সুপণ্ডিত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তখনও মধুসূদনের পিতা তাঁহার একমাত্র পুত্র মধুসূদনের সকল খরচ যোগাইতেছিলেন। বিশপ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া চারি বৎসরে মধুসূদন গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। কথিত আছে যে, তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য একান্তই উৎসুক ছিলেন; কিন্তু প্রভূত ধনশালী ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে খৃষ্টধর্ম্মে স্বয়ং দীক্ষিত করিয়া কৃষ্ণমোহন তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। মধুসূদন (১৮৪৮) মান্দ্রাজে চলিয়া যান এবং তথায় তাঁহার ইংরাজী কবিতা-পুস্তক "ক্যাপটীভ লেডিতে" সংযুক্তার বিবরণ লেখেন। ঐ সময়ে মান্দ্রাজের সংবাদপত্রে কিছু কিছু লিখিয়া

তিনি জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। মাদ্রাজ কলেজের সদাশয় ইয়ুরোপীয় অধ্যক্ষ মধুস্থদনের প্রতিভা ও ইয়ুরোপীয় উচ্চ শিক্ষায় প্রীত হইয়া ঘনিষ্ঠতা এবং যত্ন করেন। তাঁহার বিদুষী কন্যার সহিত মধুসূদনের প্রীতি জন্মিলে উহাঁদের বিবাহ হয়; কিন্তু অল্প দিনেই মধুসূদন তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া হেনরিয়েটা নাম্নী দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে (১৮৫৮) মধুসূদন সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া পুলিশ আদালতে কেরাণীর কার্য্য এবং পরে তথায় দোভাষীর কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময়ে অল্পদিন মধ্যেই সংস্কৃত শিখিয়া তিনি রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার পর ইংরাজীতে ইংলণ্ডীয় কবিদের সমতুল্যতা লাভ সম্ভব নহে বুঝিয়া মাতৃভাষার দিকেই দৃষ্টি দেন এবং অসামান্য প্রতিভা বলে তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী প্রভৃতি নাটক এবং মেঘনাদ বধ, তিলোত্তমা সম্ভব, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পথ এরূপ ধরিতে পারিয়াও তিনি উহাতে থাকিতে পারিলেন না। তিনি আবার কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া আইন শিক্ষা জন্য (১৮৬২) সস্ত্রীক ইংলণ্ডে উধাও হইয়া গেলেন। তথায় বিশেষ আর্থিক ক্লেশে পড়েন। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অনেক টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে অবস্থানকালে মধুসূদন চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। মধুসূদন ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া (১৮৬৭) আইসেন। কিন্তু আইন-ব্যবসায়ীর যেরূপ নিয়মিতরূপে কাছারী যাইতে এবং মক্কেলের জন্য মোকর্দ্দমার খুঁটিনাটিতে বিশেষ মন দিতে হয় তাহা তাঁহার ভাল লাগিত না, সুতরাং পসার হইল না। এই সময়ে টাকার জন্য নীতি-

মূলক কবিতা, মায়াকানন নাটক এবং ইলিয়াডের বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ করিয়া হেক্টর বধ লেখেন। পানদোষে এবং অমিতব্যয়িতায় মধুসূদনের শেষ জীবন একান্তই দুঃখময় হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর পর তিনিও রোগে পড়েন এবং আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহত্যাগ করেন (১৮৭৩)। ব্যারিষ্টার ৺মনমোহন ঘোষের যত্নে উহাঁর সমাধির উপর একটী মর্ম্মর প্রস্তরের স্তম্ভ স্থাপিত হয় (১৮৮৮)।

মধুসূদনের যেরূপ অসামান্য প্রতিভা ছিল তাহাতে হিন্দুর সংযম সংযুক্ত থাকিলে সকলের পক্ষে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় হইত। সংযম এবং ধৈর্য্যের অভাবে তাঁহার বিশৃঙ্খল জীবন তাঁহার পিতা মাতার, বন্ধুবর্গের, প্রথমা পত্নীর এবং নিজেরও ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া শেষ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে তিনি ইয়ুরোপীয় কাব্য ভাণ্ডার হইতে হোমর, ভার্জিল, ডান্তে এবং মিলটনের উৎকৃষ্ট ভাব বিদেশী-গন্ধ বর্জ্জিত করিয়া দিয়া তিনি তাঁহার ঈপ্সিত কবি নামে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বীররস-প্রধান মেঘনাদ বধ কাব্য তাঁহার স্বদেশবাসীকে অক্ষয় দান।

গূঢ়ভাবে "মাইকেল" স্বদেশের এবং স্বদেশীয় ধর্ম্মের প্রীতিতেই পরিষিক্ত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর প্রধান জাতীয় কবি। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে তিনি রাক্ষসদিগের সহিতই সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উহাদেরই বাড়াইয়াছেন। কিন্তু ত্রিভুবনজয়ী রাক্ষসদিগকে বাড়াইলে প্রকৃত কথা স্বীকারের সহিত রাক্ষসজেতাদিগকেই বাড়ান হয়। বাল্মিকী রামায়ণেও আছে যে হনুমান রাবণকে প্রথম দেখিয়া তাহার তেজে মোহিত হইয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন :—

"অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহোদ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্ব্বলক্ষণযুক্ততা॥

যদ্যধর্ম্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য স শক্রস্যাপি রক্ষিতা॥"

অর্থাৎ, আহা! রাক্ষসপতির কি লক্ষণ, কি রূপ, কি ধৈর্য্য, কি পরাক্রম, কি দেহকান্তি সকলই অনির্ব্বচনীয়!! যদি ইহার অধর্ম্ম এত বলবান না হইত, তাহা হইলে এই নিশাচরনাথ সুরলোক এবং বাসবেরও রক্ষক হইতে পারিতেন।

ফলতঃ রাবণ এবং মেঘনাদ এতই শক্তিশালী ছিলেন এবং এতই অধার্ম্মিক ছিলেন যে, তাঁহাদের দমনের জন্য শ্রীভগবানকে অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

মধুসূদন সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণার অপনোদন জন্য তাঁহার কয়েকটী পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেই তাঁহার (১) স্বদেশ-ভক্তি, (২) দেশের (পূর্ব্বের ন্যায়) উন্নতির জন্য তীব্র ইচ্ছা, (৩) দেশ ভাষার প্রতি ভক্তি, (৪) আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময়ে বাল্যের আনন্দ স্মরণে অশ্রুপাত, (৫) পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা কবিদিগের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, (৬) ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রকৃত ভক্তি, (৭) গঙ্গাভক্তি, (৮) দেবী ভক্তি, (৯) শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি দেখাইতেছে।

(১) রেখো মা ***দাসেরে*** মনে এ মিনতি করি পদে।

(২) বামন দানব কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল, কি পাপে মোরা কে কবে আমারে?
অমৃত আসারে চেতাইবি মৃতকায়া—
রে কাল? পুরিবি কিরে পুনঃ নব রসে
রসশূন্য দেহ তুই?

(৩) হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন!
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি,

পর ধন লোভে কত করিনু ভ্রমণ !

× × পাইলাম কালে ?

মাতৃ ভাষারূপ খনি পূর্ণ মণি জালে ॥

(৪) কি আনন্দ ! পূর্ব্বকথা কেন করে স্মৃতি,

আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে ?

ফিরিবে কি মনে পুনঃ পূর্ব্ব **সে ভকতি ?**

(৫) **নমি** আমি কবি গুরু বাল্মিকীর পদে ।

× × × ×

মহাভারতের কথা অমৃত সমান,

হে কাশী ! কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান ।

(৬) বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে

করুণার সিন্ধু তুমি ! × ×

(৭) × × হে জাহ্নবী তব জলে ভরা.

কলুষ নাশিনী তুমি ।

(৮) চরণ যুগ ধরিয়া **জননী** ।

(৯) **শিবিরে বসেন** প্রভু রঘু চূড়ামণি ।

মেঘনাদের মৃত্যুকালে উদ্দেশে "মাতৃ-পিতৃপদে" প্রণামের কথা এবং পতির অমঙ্গল বার্ত্তা শুনিবার পূর্ব্বেই প্রমীলার কথা "কেন লো সই ! না পারি পরিতে অলঙ্কার" কবির হৃদয়ে গভীর হিন্দুভাবের এবং সতীত্বের অত্যুচ্চ হিন্দু আদর্শে ভক্তির পরিচায়ক ।

তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য পাঠ করিয়া শান্তিপুরের কোন গোস্বামী পরম ভক্ত লেখকের চরণে গড়াগড়ি দিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিজাতীয় বেশভূষা দেখিয়া এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া-

ছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। জাতীয় ভাব এবং জাতীয় ধর্ম্ম ছাড়িলাম বলিলেই ছাড়া যায় না ; উহা অস্থি মজ্জায় থাকে। স্বধর্ম্ম ত্যাগ এবং জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও মধুসূদন **বাঙ্গালীর জাতীয়** মহাকবি।

দেশভক্ত কবি এবং নাট্যকার ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার মেবার পতন নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নহে—যিনি মহাকাব্যে, খণ্ডকাব্যে ও গীতিকাব্যে, বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। যিনি ভাবে, ছন্দে, উপমায়, চরিত্রাঙ্কনে, দীন বঙ্গভাষাকে অপূর্ব্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, যিনি বিদ্যাবত্তায়, প্রতিভায়, মণীষায়, বঙ্গসন্তানের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন —সেই অমৃতপ্রভাব, অক্ষয়কীর্ত্তি, অমর **৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত** মহাকবির উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইল।

৮৮। স্পষ্টবাদিতার আদর চিফ্ জষ্টীস্ পিকক্।

কোন মফঃস্বল চৌকির মুন্সেফ একজন আত্মীয়কে তাঁহার নিজের সেরেস্তায় মোহরের নিযুক্ত করায় তাঁহার নামে জজসাহেবের নিকট নানারূপ অভিযোগের দরখাস্ত পড়ে। জজসাহেব তদারক করিয়া রিপোর্ট করেন যে, মুন্সেফের বিরুদ্ধে ঐ আমলার হাত দিয়া উৎকোচ লওয়ার প্রমাণ নাই, কিন্তু ঐরূপ আত্মীয়কে নিয়োগ করার জন্য মুন্সেফের বেতন হ্রাস বা পদচ্যুতি হওয়া একান্তই আবশ্যক।

চীফ্ জষ্টিস সার বার্ণেস পিককের নিকট জজসাহেবের ঐ রিপোর্ট আসিলে, মুন্সেফ বাবু ৺দ্বারকানাথ মিত্রের শরণাপন্ন হন। তিনি তখনও হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছিলেন—জজ হন নাই। তিনি মুন্সেফ বাবুকে বলেন "এ বিষয়ে আমি কি করিব? 'আফিসের' রিপোর্ট;

মোকদ্দমা নয়। উপরপড়া হইয়া গিয়া কিরূপে কি বলিব? দেখ, যদি বাবু কালীমোহন দাস কিছু করিতে পারেন।" ৬কালীমোহন দাসকে মুন্সেফ বাবু এই কথা জানাইলে তিনি চীফ জষ্টিসের নিকট মুন্সেফ বাবুর জন্য এজলাসে দুই এক কথা বলেন। চীফ জষ্টিস বলেন "জজসাহেব লিখিয়াছেন যে, ঐ চাকরী দেওয়াই বিশেষ সন্দেহজনক কার্য্য।" তেজস্বী উকীল বাবু কালীমোহন বলেন—"ঐ চাকরী দেওয়ার বিবেচনায় ত্রুটী বা নিয়ম ভঙ্গ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উহাতেই কোন সন্দেহের কারণ নাই; বিশেষতঃ কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে, যেখানে চীফ জষ্টিসের পুত্র রেজিষ্ট্রার। এরূপ স্থলে বদলীই যথেষ্ট হইত না কি?"

চীফ জষ্টিসের মুখ লাল হইয়া গেল; তিনি এজলাস হইতে উঠিয়া খাস কামরায় গেলেন। তখনই গবর্ণমেণ্টে পত্র লিখিলেন যে তাঁহার সিভিলিয়ান পুত্রকে যেন হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারি হইতে অন্য কার্য্যে বদলি করিয়া দেওয়া হয় এবং মুন্সেফ বাবুকেও বদলি মাত্র করিয়া দেওয়া হয়।

মহাত্মা পিকক্ পনের মিনিটের মধ্যে শান্ত মূর্ত্তিতে এজলাসে ফিরিয়া আসিয়া ধীরভাবে কালীমোহন বাবুকে বলিলেন "তোমার কথাই ঠিক।"

৮৯। নিখুঁত ব্যবহার — আবদুল ওয়াহেদ।

পাণ্ডুয়ার আয়মাদার বংশে মৌলবী আবদুল ওয়াহেদের জন্ম হয়। তিনি আরবী পারসীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সদর-আলার পদ হইতে পেন্‌সন্ প্রাপ্ত হন। বহরমপুরে চাকরী করার সময় শুনিলেন তাঁহার আফিসের একজন ব্রাহ্মণ মুহুরীর মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে; লোকটী অল্পদিন পূর্ব্বেই কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল—বড়ই

বিপন্ন অবস্থা। মৌলবী সাহেব তাঁহার হিন্দু সেরেস্তাদারকে বলিলেন, "আপনারা কিছু চাঁদা তুলুন"। সেরেস্তাদার স্বীকৃত হইলে বলিলেন "পেস্কারকে চাঁদা আদায়ের ভার দিয়া আপনি উহার হস্তে ১০০৲ দিয়া বলিবেন, 'আমার সংগৃহীত চাঁদা'।" সঙ্গে সঙ্গে সেরেস্তাদারের হাতে ১০০৲ টাকার একখানি নোট দিলেন। সেরেস্তাদার বলিলেন "হুজুর যখন এত টাকা দিতেছেন আপনার নাম দিলেই ত ভাল হয়।" মৌলবী সাহেব বলিলেন "আমার কথা কাহাকেও বলিও না। এসব কাজে মুসলমানের টাকা মনে করিয়া ব্রাহ্মণের ক্ষোভ হইতে পারে। সব **তাঁহারই** টাকা—তিনিই দেওয়ার কর্ত্তা—কিন্তু সে কথা সকলে সকল সময়ে বুঝিতে পারে না।" এইরূপ অসাধারণ সহানুভূতি এবং নীরব দান যে কত ছিল, বলা যায় না। চাকরীর টাকায় পৈতৃক জমাজমি কিছু বাড়াইয়া ছিলেন কিন্তু পেন্‌সনের টাকা শ্রমার্জ্জিত নয় বলিয়া দানেই খরচ করিতেন। একবার পাণ্ডুয়ার মুসলমানেরা এক স্থবর্ণবণিকের দুর্গা প্রতিমা ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহাতে অনেক মোকর্দ্দমা হয়। মুসলমান পক্ষ চাঁদা চাহিলে মৌলবী সাহেব বলিলেন—এ কার্য্যে আমার সহানুভূতি নাই। তিনি চাঁদা না দেওয়ায় তাঁহার গ্রামবাসীরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। তিনি সে সময়ে স্বগ্রামে যান নাই। কিন্তু সকল বিবাদ মিটিয়া গেলে পাণ্ডুয়ার হিন্দু মুসলমান তাঁহাকে গ্রামে আসার জন্য একযোগে মিনতি করিয়া পত্র লিখিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যের গৌরব করিয়াছিলেন।

৯০। *দেশীয় পোষাক — লর্ড ডফরীন।*

শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যমে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে বড়লাট ডফরীন সাহেব ঐ সভার প্রতিনিধি স্বরূপে প্রেরিত সভ্যদিগের সহিত গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে সাক্ষাৎ করেন। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু, মিঃ মনোমোহন ঘোষ এবং মিঃ আনন্দ মোহন বসু গিয়াছিলেন। লর্ড ডফরীন উহাঁদের নিকট আসিতে ৫ মিনিট মাত্র বিলম্ব হওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, "আপনাদের অভিনন্দনের উত্তরটা পেনসিলে একটু টুকিয়া লইয়া আনিতেছিলাম—ভারতের রাজ-প্রতিনিধির সময় অধিক থাকে না।" এইরূপে শিষ্টাচার রক্ষার পর তিনি বলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি? আপনারা যখন দেশীয় পোষাক পরেন তখন ভারতীয় রাজা রাজড়ার মতন দেখায় (ইউ লুক লাইক ইণ্ডিয়ান প্রিন্সেস) তবে আপনারা আমাদের কুৎসিত পোষাকের অনুকরণ করেন কেন (হোয়াই ডু ইউ ইমিটেট আওয়ার হিডীয়স ড্রেস)?" রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বলিলেন, "আমি খৃষ্টীয় পাদ্রি, আমাকে নির্দ্দিষ্ট পোষাক পরিতে হয়।" লাট সাহেব বলিলেন, "ধর্ম্মের নিয়ম সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই।" শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু চোগা চাপকান পাগড়ী প্রভৃতিই পরিয়া গিয়াছিলেন। মিঃ মনোমোহন ঘোষ নিজের এবং মিঃ আনন্দমোহন বসুর জন্য বলিলেন, "হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, ব্যারিষ্টারদিগকে ইয়ুরোপীয় পোষাক পরিতে হইবে।" লর্ড ডফরীন বলিলেন, "হাইকোর্টের হুকুম 'আদালতে' মান্য করিতে হইবে বটে; কিন্তু আমি যতদিন এখানে আছি ততদিন দেশীয় পোষাকে কোনরূপে কাহার কিছু অসুবিধা গভর্ণমেণ্ট হাউসে হইবে না।"

বস্তুতঃই সামনে খোলা খাট কোটে বড়ই বিশ্রী দেখায়। পূজ্যপাদ

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডবল ব্রেষ্ট পার্সি কোটই (সরকারী কর্ম্ম-চারী) পুত্রদ্বয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছিলেন। উহার উপর চোগা পরিলেই দেশী ধরণের দরবারী পোষাক হয় এবং চোগা খুলিলেই সহজে সাইকেল বা ঘোড়ায় চড়া যায়।

৯১। যৌথ কারবার স্যার ডেভিড ইউল।

"আমাদের যৌথ কারবারগুলি কেন ভাল চলে না" এই কথা স্যার ডেভিড ইউলকে জিজ্ঞাসা করায় (১৯০৫) তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা জানি যে :—(১) বিশেষজ্ঞই কাজ ভাল করিতে পারে ; তোমরা মনে কর, ঠেকিয়া দেখিয়া যাহাকে প্রথম হইতে শিখিতে হইবে তাহাকে কার্য্য পরিচালনার ভার দিলেও কাজ ভাল হইতে পারে। আমরা কোন নূতন যৌথ কারবার খুলিবার সময় বিভিন্ন কোম্পানির কয়েকজন 'কৃতকর্ম্মা' লোককে ডাইরেক্টর করিয়া লই। তোমরা উকিল, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি 'সুবক্তা' বাছিয়া লও ; ভুলিয়া যাও যে সভার বক্তৃতায় দোকান বা কল চলিবে না ! তোমরা মনে কর যে, ডাইরেক্টরের জামাতা বা ভাগিনেয় উৎকৃষ্টভাবে ম্যানেজারের বা একাউন্টেন্টের কার্য্য করিতে নিশ্চয়ই পারিবেন এবং যত মাহিনা কম দেওয়া যাইবে ততই কার্য্য ভাল হইবে ! আমরা সেরূপ বিশ্বাস পোষণ করিনা ; কর্ম্মচারীদিগের নির্ব্বাচনকালে ভাল কার্য্যক্ষম লোকই খুঁজিয়া থাকি এবং উপযুক্ত মাহিনা দিই ; উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য বর্ষ শেষে পুরস্কার (বোনস) দিই এবং সকল অংশীদারেরা একবাক্যে ধন্য ধন্য করে। ম্যানেজারও অংশীদারদের যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হারে লভ্যাংশ দিতে পারেন সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন—জানেন যে তাহাতে শুধু যশ নহে, পুরস্কারের পরিমাণও বৃদ্ধি হইবে।

প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থালী, কারবার, আফিস, রাজ্য প্রভৃতিতে ‘সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী’ সক্ষম একজনের হুকুমেই কাজ ভাল চলে ; তোমাদেরও একান্নবর্ত্তী পরিবারের সক্ষম কর্ত্তারা অনেকস্থলেই জমিদারী ও ব্যবসারের কার্য্য উত্তমরূপ চালাইতেছেন।”

ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে (১৯১৪—১৮) সপ্রমাণিত হইয়াছে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাধ্যক্ষ করিয়া অসীম দায়িত্ব দানেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কাজ হয়—তিনি উহা নিজের একমাত্র কার্য্য বুঝিয়া একাগ্র মনপ্রাণ উহাতে অর্পণ করেন। সকল ইয়ুরোপীয় রাজ্যই ইহা করিয়াছিল। বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের সৈন্যদলকে একের অধীন করিয়াছিল। যুদ্ধ কাউন্সিলে কার্য্য ভাল চলে নাই। (দি গ্রেট সিক্রেট অফ সক্‌সেস ইন বিজ্‌নেস ইজ টু ফাইণ্ড দি রাইট ম্যান ফর দি ওয়ার্ক টু বি ডন্ অ্যাণ্ড দেন টু গিভ হিম অন্‌লিমিটেড রেস্‌পন্সিবিলিটী।)

৯২। *পিতৃপিতামহে ভক্তি* *র‍্যাড্‌বড।*

ফ্রিসীয়দিগের রাজা র‍্যাড্‌বড খৃষ্টান হইতে সম্মত হইয়া গির্জ্জায় গিয়াছিলেন এবং অভিষেক আরম্ভ হইয়াছিল। রাজা হঠাৎ বিশপ উল্‌ফ-রানকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আমার পিতা খৃষ্টান হন নাই, তিনি এখন কোথায় ?” বিশপ বলিলেন “নরকে।” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন “আমার পিতামহ ?” উত্তর—“নরকে—সকল অবিশ্বাসীরাই তথায়।” তখন রাজা বলিলেন “খুব ভাল কথা ত। তবে আমি আমার তেজস্বী এবং উজ্জ্বল পিতৃপুরুষদিগের নিকটই যাইব, তাঁহাদের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইয়া তোমাদের জনকতক শীর্ণ খৃষ্টানের সহিত স্বর্গে বাস আমার একটুও মনঃপূত নয়!” রাজা আর কোন কথাতেই কর্ণপাত না করিয়া গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৯৩। শক্তি ও সংযম ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিবাসী ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তাঁহার উপরিতম কর্ম্মচারীর সহিত অমিল হওয়ায় নিজের উচ্চ ইঞ্জিনিয়ারীর পদ পরিত্যাগ করেন। এই পদে তাঁহার বেতন ৫০০৲ মুদ্রা ছিল। তদনুযায়ী গাড়ী ঘোড়া ও অন্যান্য আসবাবও ছিল। তিনি পদত্যাগ করিয়া স্থির করিলেন যে, অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সমুদায় আসবাব নিলামে বিক্রয় করিলেন ও এক ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া লইয়া তাহাতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। দাস দাসী সব বিদায় দিয়া নিজে হাট বাজার বা দোকান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। চেয়ার টেবিলের পরিবর্ত্তে মাদুর ব্যবহার করিবার জন্য দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ক্রয় করিয়া নিজে স্কন্ধে করিয়া বাটীতে আনিলেন।

মূল্যবান কাচ লণ্ঠনের বাতির আলোর পরিবর্ত্তে মাটীর দেরকোতে প্রদীপের আলোকে কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

চাকরী না থাকাতে কোথায় মনে অবসাদ আসিবে তাহার পরিবর্ত্তে মনে আনন্দ উৎসাহ আসিল। ঋণ না করিয়া অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করায় বিপদ অধিক দিন থাকিতে পারিল না। শীঘ্রই এত কার্য্য আসিল যে পূর্ব্বাবস্থা পুনরভ্যুদিত হইল।

৯৪। অশান্তির সুখ ইউরোপে।

সকল দুঃখের কারণ মানসিক অশান্তি। উহা অসংযত বাসনার ফল। ইচ্ছাবৃত্তি সংযত ও সুপথে চালিত হইলেই মনুষ্য কর্ম্মযোগী ও সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন হয়। (সন্তোষ পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ)।

মিষ্টার বার্ণার্ড'শ (১।১২।১৯১৩) এসেক্স হলে বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক এবং পারিবারিক বিষয়ে যে সকল সমস্যা উঠিতেছে তাহাদের সুসঙ্গত ব্যবস্থায় ইউরোপীয় জাতিরা এতই অক্ষমতা দেখাইতেছে যে, হয় কোন অবতার-পুরুষ (সুপার-ম্যান) আবির্ভূত হইয়া সুব্যবস্থা করিবেন—না হয় প্রকৃতি নিজেই সকলকে নিঃশেষে মিটাইয়া দিয়া উচিত কার্য্যই করিবেন!

ইউরোপের বিপ্লববাদ, সংঘর্ষবাদ এবং ব্যক্তিগত অধিকারবাদ, সমাজ বন্ধনের মূলেই কুঠারাঘাত করিতেছে। ইউরোপীয়েরা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সামরিক জাতি এবং সমস্ত ইউরোপ অবিরত 'কাওয়াজ' করিতে ব্যাপৃত। কিন্তু এখনও কতক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ত্যাগশীল মহাত্মা তথায় আছেন—এই জন্যই এখনও বাহ্য গৌরব ও শক্তি রহিযাছে, নচেৎ ভিতরে সুখ শান্তি নাই। কোন সুলেখক বলিয়াছেন (হ্বাট্ ফীভারিশ ষ্টেট অফ্ এক্সিজিস্টেন্স হুইচ্ ইন এনলাইটেণ্ড ইউরোপ উই কল্ প্রগ্রেস) "ইউরোপে যাহা আমরা উন্নতি বলিয়া থাকি তাহা অষ্ট প্রহর জ্বর ভোগের অবস্থার সহিতই তুলনীয়।"

৯৫। স্বদেশ বাৎসল্যের সাধনা — শ্রীসরোমে।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগের একস্থলে আছে :—"হে দেশ হিতেচ্ছা দেবি! দুর্গতি বিনাশিনি! তোমার সাধকেরা কি কঠোর তপস্যাই করিয়াছেন! (১) ঐ দেখিতেছি একটি যুবা পুরুষ জ্বলন্ত অনল মধ্যে আপন বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহাই হোমীয় করিতেছেন! (২) ঐ একটী স্ত্রীলোক আপন দন্ত-বিচ্ছিন্ন রুধিরাক্ত জিহ্বাকে দেবীর চরণতলে

নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। (৩) আবার ঐ একজন গম্ভীর দর্শন মধ্যবয়স্ক পুরুষ আপন প্রিয়তম পুত্রদিগকে দেবীর সমক্ষে বলি প্রদান করিতেছেন।”

(১) পরাক্রান্ত লাটিন-রাজ পোর্সেনার আক্রমণে রোম একান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলে রোমীয় যুবক মিউসিয়স দেশ-বৈরীকে হত্যা করিতে শত্রু শিবিরে প্রবেশ করিয়া ধরা পড়েন। উহাঁকে যন্ত্রণা দিয়া বধ করার ভয় দেখান হইলে তিনি স্বেচ্ছায় নিজের দক্ষিণ হস্ত জ্বলন্ত অগ্নি-কুণ্ডের ভিতর প্রসারিত করিয়া দিয়া অম্লান বদনে যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ হাতটি পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। রাজা পোর্সেনা এই অমানুষিক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখিয়া মুগ্ধ ও ঐরূপ তিনশত রোমীয় যুবক তাঁহার শিবির মধ্যেই তাঁহাকে হত্যা চেষ্টা একে একে করিবে শুনিয়া ভীত হন এবং মিউসিয়সকে ছাড়িয়া দিয়া রোমের সহিত সত্বর সন্ধি করেন।

(২) পিসিস্ট্রেটস বংশীয়গণ যখন এথেন্সের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তথায় বিশেষ অত্যাচার করিতেছিল তখন অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লেইনা নামক একটী স্ত্রীলোকের বাটীতে রাত্রিকালে সমবেত হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছিলেন। গোয়েন্দারা ঐ ঘটনার কিছু আভাস পাওয়ায় যখন স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং যন্ত্রণা দিয়া উহার নিকট হইতে চক্রান্তকারীদিগের নাম বাহিরের চেষ্টা করা হইল, তখন লেইনা নিজের দাঁত দিয়াই নিজের জিহ্বাগ্র অনেকটা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, যাহাতে যন্ত্রণায় অজ্ঞানপ্রায় হইয়া কোন নাম বলিয়া ফেলিলেও যেন তাহা বুঝা না যায়! এথিনীয়গণ ইহার পরে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া লেইনার (উহাঁর নামের অর্থ সিংহী) সম্মানার্থ একটী জিহ্বাহীন সিংহীর মূর্ত্তি নগরের

প্রকাশ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

(৩) রোমীয় সাধারণতন্ত্রের প্রথম কন্সল মহাত্মা ব্রুটস্, রাষ্ট্র-বিপ্লব চেষ্টায় লিপ্ত তাঁহার নিজের পুত্রদ্বয়ের অপরাধ নিজেই বিচার করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

৯৬। *ধর্ম্মসংস্কারকের ত্যাগ* *এসিয়া।*

বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগের একস্থলে আছে :—

"হে ধর্ম্ম সংস্কার! হে দেবাদিদেব! তোমার আরাধনাও সামান্য কঠিন কার্য্য নয়! কোন ব্যক্তি তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সংসারসুখ কামনা পরিহার না করিয়াছেন? তোমার কোন্ সেবক কলঙ্কাভিলিপ্ত, সমাজবহিষ্কৃত এবং রাজনিগ্রহে নিগৃহীত না হইয়াছেন? ঐ দেখিতেছি একজন রাজবংশসম্ভূত মহানুভব নিজ সদয়হৃদয় দর্শিত অহিংসা ধর্ম্ম স্থাপনার্থ পৈতৃক রাজ্যসম্পদ তুচ্ছ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন। ঐ আর একটী মনুজদেব পৃথিবীর পাপভার বহন করতঃ চৌরবৎ দণ্ডিত হইয়াও ঐশী দয়ালুতার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন!"

৯৭। *নিঃস্বার্থ পরোপকার* *মার্কিন খঞ্জের।*

আমেরিকার একজন খঞ্জ রাস্তার মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রয় করিত।

একটী বালিকার পা আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় (১৯১২) ডাক্তারেরা বলিলেন যে, কেহ যদি তাহার পায়ের মাংসপেশী কাটিয়া লইতে দেয়, তাহা হইলে উহা লাগাইয়া বালিকাটি বাঁচিতেও পারে। খঞ্জ ইহা শুনিয়া বলিল "আমার পা হইতে মাংস লইয়া বালিকাটিকে

বাঁচাইয়া দিন।" উত্তরে ডাক্তার বলিলেন "তোমার পা হইতে প্রয়োজনমত মাংস লইলে তোমার জীবনের আশঙ্কা হইতে পারে।" খঞ্জ বলিল "আমার খোঁড়া পা আর কোন্ কাজে লাগিবে? যদি ইহাতে একটী বালিকার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে তাহাই কর।" বালিকাটি এরূপ অস্ত্রচিকিৎসায় বাঁচিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মহৎ-হৃদয় খঞ্জের মৃত্যু হয়।

৯৮। শক্তিশালী বাঙ্গালী প্রেমানন্দ ভারতী।

কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্ত্তী লস্এঞ্জেলস্ নামক নগরে এবং নিউইয়র্কে শ্রীমৎ প্রেমানন্দ ভারতী (ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ৺অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র) গত তিন বৎসর যাবৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তথায় দশ সহস্র, ইংলণ্ডে দুই সহস্র, ফ্রান্সে এক সহস্র শিষ্য এবং শিষ্যা রাখিয়া এবং কয়েকজন শিষ্যাসহ এদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন (১৯১২)।

নিউইয়র্ক হেরাল্ডের রবিবারের প্রকাশিত কোন এক সংখ্যায় তাঁহার লিখিত একটী প্রবন্ধ, রাধাকৃষ্ণের পট এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তন—এই দুইখানি ছবি প্রকাশিত হয়। তিনি ইহার দরুণ ১৫০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন। এই পত্রিকা অন্যান্যদিন পাঁচ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইয়া থাকে, কিন্তু এই সংখ্যা দশ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল! কপর্দ্দক শূন্য প্রেমানন্দ ভারতী, কাগজে লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক, কালিফোর্ণিয়ায় একটী রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে রাধাকৃষ্ণের পট পূজা হইয়া থাকে, তিনি শিষ্যাগণের প্যারীদাসী, রাধাদাসী, লীলাদাসী, ললিতাদাসী প্রভৃতি নাম রাখিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যহ ভক্তির সহিত একখানি রেকাবীতে

মাখন রাখিয়া এবং চারিটী পিতলের গেলাসে জল রাখিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করতালসহ জয়দেবের পদাবলী সংকীর্ত্তন করিয়া প্রত্যহ অনেকটা সময় অতিবাহিত করেন! খোল বাজাইলে প্রতিবাসীরা পুলিশ ডাকে বলিয়া তাহা বাজাইতে পান না। তাঁহার বিশ্বাস যে, একদিকে মিশনারীদিগের দ্বারা খৃষ্টান ধর্ম্মের মতবাদ সম্বন্ধে কঠোরতা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি সহ মার্কিনদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস শিথিল হওয়ায় তাঁহারা শান্তি হারাইতেছেন। মধুর বৈষ্ণব ধর্ম্মই তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার ও প্রকৃতির উপযোগী, সুতরাং উহারই প্রচার বৃদ্ধি হইবে।

৯৯। *বিলাসশূন্যতা ও ধৈর্য্য*   *জাপান সম্রাট।*

জাপান সম্রাট ৺মুটসোহিটো বিলাসিতার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর সচিববর্গ ও সম্রাটের সন্তানগণ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কেহ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা দেখিলেন সম্রাটের কক্ষের কাগজের আস্তরণগুলি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, উহার অনেকস্থান বিবর্ণ, গৃহতলের গালিচা নিতান্ত সামান্য রকমের।

চীন জাপান যুদ্ধের সময় সম্রাট "হিরোসিমা" নামক স্থানে ৮ মাস কাল সেনানিবাসের চেটাই নির্ম্মিত গৃহেই বাস করিতেন। সেই একমাত্র গৃহেই তাঁহার শয়ন এবং আফিসের কার্য্য চলিত। আবাসগৃহের বিস্তার করিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে এতদপেক্ষা অনেক কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতেছে।"

সম্রাটের এক পুত্রের হঠাৎ মৃত্যু হইলে গৃহাধ্যক্ষ তাহা সভা মধ্যে সম্রাটের কর্ণগোচর করেন। প্রিন্স ইটো এই দুঃসংবাদে সভা স্থগিত

রাখিবার আদেশ প্রার্থনা করিলে, সম্রাট উত্তর করিয়াছিলেন, "সে কথা এখন থাক, সভার কার্য্য চলিতে থাকুক।" এই কঠোর আত্মসংযম দেখিয়া সভাসদবর্গ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

১০০। *চিরকুমারীদিগের মাতৃভাব নিউইয়র্কে।*

নিউইয়র্ক সহরের সেণ্টজনস্ মঠ এবং অনাথাশ্রমে হঠাৎ রাত্রিকালে আগুন লাগিয়াছিল (৩০।১০।১৯১২), তখন ৯০টি অনাথ বালক বালিকা গৃহের উপরতালায় নিদ্রা যাইতেছিল; অগ্নি নির্বাণের জন্য পুলিশের লোকেরা উপস্থিত হইয়া দেখিল আশ্রমের তপস্বিনীগণ উপরতালায় যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলিলেন "চেষ্টা বৃথা"। ছয় জন তপস্বিনী (নন্) বাধা না মানিয়া আগুনের ভিতর দিয়াই উপরে উঠিলেন এবং শিশুদিগকে শূন্যে বিস্তৃত কম্বলের উপর ফেলিয়া দিতে লাগিলেন! এইরূপে ৮৮টি শিশুর জীবন রক্ষা হয়। সকলে তপস্বিনীদিগকে গবাক্ষপথ দিয়া লাফাইয়া পড়িবার জন্য চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু যথার্থ মাতৃ-হৃদয়-সম্পন্না ঐ চিরকুমারীগণ অবশিষ্ট শিশু দুইটীকে অগ্নির মুখে ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। পরিধেয় বস্ত্র জ্বলিয়া উঠিলেও তাঁহারা এধারে ওধারে শিশু দুইটীর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। উপর হইতে প্রজ্বলিত গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তপস্বিনীগণ আর ফিরিতে পারিলেন না।

১০১। *ঐহিক প্রার্থনা পার্সি পুরোহিতের।*

আরবদিগের দ্বারা পারস্য জয়ের পর এক অগ্নিপূজক পুরোহিত গ্রামবাসী মুসলমানদিগের নিকট যাদুবিদ্যাবিদ্ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। এক সময়ে একটী মুসলমান শিশু অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত

হওয়ায়, ইহা ঐ অগ্নিপূজকের যাদুবিদ্যার কার্য্য এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া মুসলমান গ্রামবাসীগণ ঐ পুরোহিতের প্রাণবধার্থ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। অগ্নি-উপাসক পুরোহিত স্বীয় প্রাণ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য বেগে ছুটিয়া যাইতে যাইতে লুকাইবার স্থান না দেখিয়া একান্ত ব্যাকুলভাবে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "দয়াময়! এই বৃক্ষমধ্যে আমায় আশ্রয় দান কর!" সেই মুহূর্ত্তে তিনি সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ বৃক্ষমধ্যে প্রকাণ্ড কোটর দেখিতে পাইলেন ও তাঁহার প্রবেশমাত্র কোটরদ্বার যুক্ত হইয়া গিয়া তাঁহাকে লোক-লোচনের অন্তরাল করিয়া দিল। এদিকে আততায়ীগণ সহসা তাঁহাকে বৃক্ষ সন্নিধানে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া যাদুবিদ্যাবিদের বৃক্ষ প্রবেশ অসম্ভব নহে স্থির করিয়া বৃক্ষটি ছেদনারম্ভ করিল। পুরোহিত তখন ভয় পাইয়া অধিকতর কাতর-ভাবে ভগবানকে বলিলেন "আমায় রক্ষা করিলেন না?" তখন তিনি শুনিতে পাইলেন, "তুমিত তোমাকে রক্ষা করিতে বল নাই। বৃক্ষের আশ্রয় চাহিয়াছিলে, তাহা পাইয়াছ।" তখন পুরোহিতের চক্ষু ফুটিল। তিনি বুঝিলেন কিসে ভাল ও কিসে মন্দ তাহা যখন জানা নাই তখন ঐহিক বিষয়ে এ দাও ও দাও বলা নিরর্থক। "যাহাতে প্রকৃত ভাল হইবে কৃপাময়! তাহাই করিও"—বলিয়া নির্ভর করাই সঙ্গত।

১০২। ধৃষ্টতায় উপেক্ষা — হারুণ।

সুপ্রসিদ্ধ সুলতান হারুণ-অল-রসিদের এক পুত্র একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল—"অমুক সৈন্যাধ্যক্ষের পুত্র আমাকে আমার মাতার উল্লেখে গালি দিয়াছে।" হারুণ এ বিষয়ে কি করা উচিত মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ বলিল,—তাহার প্রাণদণ্ড করুন; কেহ বলিল তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলুন; কেহ

বলিল অর্থদণ্ড করিয়া তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিন। ন্যায়পর হারুণ বলিলেন, —"পুত্র! যদি তুমি অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পার, তাহাই সর্ব্বোত্তম। যে ব্যক্তি ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত হইয়া কথা কহিতে পারে, সেই প্রকৃত বীর। তবে যদি তোমার সে ক্ষমতা না থাকে, তুমিও তাহার মাতাকে গালি দিতে পার। কিন্তু তাহা কি 'তোমার' পক্ষে উপযুক্ত হইবে?"

১০৩। স্নেহের আতিশয্য ময়রার।

কোন পরিশ্রমী, দয়ালু ও ভক্তিমান ময়রা একদিন একজন সন্ন্যাসীকে রাস্তায় দেখিয়া ডাকিয়া দোকানে আনিল এবং তাঁহাকে উত্তমরূপে খাওয়াইয়া তাঁহার জীর্ণ বস্ত্রখানি ভাল করিয়া সেলাই করিয়া দিল। সন্ন্যাসী তুষ্ট হইয়া বলিলেন "স্বর্গে যাইবে ত আমার সঙ্গে এস।" ময়রার দুই ছেলে। তাহাদের উপর স্নেহের সীমা নাই। ময়রা বলিল, "ছেলেরা ছোট, এখন গেলে চলিবে না।" সন্ন্যাসী আট বৎসর পরে আসিয়া স্বর্গে যাইতে বলিলে, ময়রা বলিল "ছেলেরা বড় চঞ্চল; এখন গেলে চলিবে না।" আট বৎসর পরে সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার আসিলেন। তখন ময়রার মৃত্যু হইয়াছে। উহার ছেলেরা তখন অতিকষ্টে কিছু জমি চাষ করিয়া চালায়; দোকান উঠিয়া গিয়াছে। মাঠে গিয়া সন্ন্যাসী একটী গরুর গায়ে একান্তে একটু জল ছিটাইয়া পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করাইয়া স্বর্গে যাইতে বলিলে এজন্মে বৃষযোনি প্রাপ্ত ময়রা বলিল "আমি অন্য গ্রাম হইতে পলাইয়া আসিয়া স্বেচ্ছায় ছেলেদের চাষে সাহায্য করিতেছি। এখন স্বর্গে গেলে ছেলেদের কষ্ট হইবে। অন্য গরুতে বেশী খাইবে; কাজ কম করিবে।" সন্ন্যাসী আবার আট বৎসর পরে আসিয়া শুনিলেন যে গরুটী মরিয়া গিয়াছে এবং জানিলেন যে একটা

সাপ পতিত দোকানঘরের ভিটার গর্ত্ত হইতে মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া ছেলেদের বাসগৃহে আইসে এবং আস্তে আস্তে গিয়া গর্ত্তে ঢোকে; কাহাকেও হিংসা করে না। সন্ন্যাসী বুঝিলেন যে, ছেলেদের জন্য গুপ্তধন রক্ষা করার ও তাহার পথ দেখানর বাসনায় ময়রা সর্প-যোনী প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি সর্পের প্রদর্শিত পথে গিয়া ভিটা খুঁড়িয়া ফেলার পরামর্শ দিয়া ময়রার ছেলেদের বলিলেন "সম্ভবতঃ কিছু পোঁতা টাকা আছে।" তখন ময়রার ছেলেরা ঐ ভিটা খুঁড়িয়া কিছু টাকা পাইল এবং সাপটা নির্ব্বিবাদে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেও তাড়াইয়া গিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিল। সন্ন্যাসী সর্পের সূক্ষ্মদেহকে নিজের জটায় বাঁধিয়া লইলেন। সে ছেলেদের জন্য জন্মে জন্মে এত করিতেছে—আর ছেলেরাই তাকে মারিয়া ফেলিল, ইহা জানিয়া ময়রার পুত্র-স্নেহের অসীম বন্ধন কাটিয়া গেল! সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদে ও ময়রা-জন্মের সাধু ও দরিদ্র সেবায় এবার ময়রার রাজপুত্ররূপে জন্ম হইল। ঐ পুত্রের বিষয়ে অনাসক্তি, সদাচার, দেব-দ্বিজে ভক্তি দেখিয়া রাজা রাণী পরম আনন্দিত হইলেন। কিন্তু পুত্রস্নেহ কাটিয়া যাওয়াতে এবারে রাজপুত্ররূপী ময়রাকে আর সংসারাশ্রমী হইতে হইল না। প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইয়া গেলেই যৌবনের প্রারম্ভে হঠাৎ মৃত্যু হইয়া ময়রা পরমগতি প্রাপ্ত হইল।

১০৪। কাজের সুবিধা শেষ রাত্রিতে।

জেনারেল লি একদিন আশ্চর্য্য হইয়া যুক্তরাজ্যের প্রধান সভাপতি মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াশিংটনকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনি এত কাজ করিয়া উঠেন কিরূপে?" কর্ম্মযোগী ওয়াশিংটন উত্তর দেন "যখন অপরে নিদ্রা যায় তখন আমার অনেক কাজ শেষ হইয়া যায়। আমি রাত্রি

চারিটার পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক কাজে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি।”

রাত্রি চারি প্রহর সম্বন্ধে হিন্দীতে একটী প্রবাদ বাক্য আছে :—

পহিলা রাতমে সব কোই জাগে,
দুস্‌রা জাগে ভোগী।
তিস্‌রা রাত মে তস্কর জাগে,
চৌথা জাগে যোগী।

১০৫। ফকীরের পুষ্করিণী জমীদারের নজরাণা।

একজন ফকীর মুক্তাগাছার জমিদারীর আমলাদিগের নিকট অনুমতি লইয়া পড়তি জমিতে সাধারণের উপকারার্থ একটী উৎকৃষ্ট পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। ভিক্ষালব্ধ ধনেই ঐ বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং বহু লোকের জলকষ্ট দূর হয়। কার্য্য সম্পন্ন হইলে আমলাদিগের লোভ উদয় হয় এবং ফকীরের নিকট অনেক টাকা আছে মনে করিয়া উঁহারা ৫০০ টাকা নজরের দাবী করেন।

অনেক দিন পরে রাজা বাহাদুর জমিদারী কাছারীতে সদলে আসিলে ফকীর নজরাণা মাফ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। রাজা আমলাদের পরামর্শে—পাঁচ শত টাকাই চাহিলেন। ফকীর ৩৭৷৷০ টাকা সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিলেন, “গরীবের জলকষ্ট বলিয়া যেখানে হাত পাতিয়াছি সেখানেই—অতি দরিদ্রের নিকটও—কিছু পাইয়াছি। ‘মহারাজ বাহাদুরের ও আমলাবাবুদের নজর জন্য চাঁদা দাও’—বলিলে কেহ কি কিছু দিবে? সংগৃহীত চাঁদার অবশিষ্ট সমস্তই আপনাদের এই দিলাম।”

ইহার পরও রাজভ্রাতা ও প্রধান কর্ম্মচারী পাঁচ শত টাকাই দিতে বলায়, স্পষ্টবাদী ফকির হাসিয়া রাজাকে বলিলেন “*যেরূপ সুকৃতিতে*

হুকুম দিবার অধিকার হয়,—পরামর্শ দিতে হয় না—তাহা স্মরণ রাখাই ভাল।" (রাজা পোষ্যপুত্র; তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহারই কর্ম্মচারী হইয়া ঐ পরামর্শ দিতেছিলেন।) রাজা লজ্জিত হইয়া নজরাণা মাফ করিলেন।

১০৬। কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা হঙ্গেরীয় সৈনিকত্রয়।

হঙ্গেরীয় সৈন্যদলের কাওয়াজ হইতেছিল (৪।৯।১৯১২)। প্রায় ১০০ জন সৈনিকে, কর্ণেলের হুকুমে, একটা উড়ন্ত বেলুনের দড়ি ধরিয়া তাহাকে টানিয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া আসায় বেলুনটার দড়িতে খুব জোরে টান পড়ে। তখন সকলেই হাত ছাড়িয়া দিল। তিনজন মাত্র দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সৈনিক বিনা হুকুমে দড়ি ছাড়িল না। বেলুনটা আল্‌গা পাইয়া উহাদের লইয়া উচ্চে উড়িয়া গেল। ৪০০ ফুট উচ্চে ঝুলিতে ঝুলিতে গেলে উহাদের হস্ত অবসন্ন হইয়া পড়ায় তিনজনেই ভূপতিত হইয়া প্রাণ হারাইল।

১০৭। লক্ষ্যের ব্যতিক্রম ক্ষতির কারণ।

যত সৈন্য এবং রণপোতই জড় কর, যত তোপ, বন্দুক, বারুদ ও সরঞ্জামই সংগ্রহ কর 'টিকটা' ঠিক (স্থির লক্ষ্য) না হইলে সবই ব্যর্থ।

জাপান সাগরের যুদ্ধে রুসীয়দিগের রণপোতমালা সংখ্যায় বা শক্তিতে কম ছিল না। কিন্তু গোলন্দাজদিগের 'টিক' ভাল হয় নাই।

সদ্বংশ, সুশিক্ষা, বিনয়, বিলাস-শূণ্যতা, লোকরঞ্জনেচ্ছা, গুরুজনে ভক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি অনেক সুবিধা ও সদ্‌গুণ সত্ত্বেও কোন কোন যুবক এই পৃথিবীর সুখ দুঃখের সম্বন্ধে কোন এক বিষয়ে অধিক লক্ষ্য দেওয়া মাত্রেই যে অসৎ পথে এবং অসংযমের পথে পড়িয়া নিজের চরিত্র হানির এবং ভবিষ্যৎ পুরুষের অবনতির পথ

মুক্ত করিয়া ফেলেন, প্রকৃত লক্ষ্য—সর্ব্বাবস্থায় অবিচলিত ভাবে ধর্ম্ম পথের অবলম্বন—হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই তাহার একমাত্র কারণ।

তোপের লক্ষ্যের এক চুল তফাৎ হইলেই দূরে কত শত হস্ত তফাত হইয়া পড়ে। বড় লাইন হইতে অল্পে অল্পে সরিয়া রেলগাড়ী ব্রাঞ্চ লাইনে চলিয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্মপথকে শাণিত ক্ষুরের অগ্র ভাগের ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক চুল এদিকেও দোষ, এক চুল ওদিকেও দোষ।

কোনরূপ ভাবের আবেগে বা সাধারণ বৈষয়িক বুদ্ধির অনুযায়ী কোনরূপ "সুবিধা" খুঁজিয়া কার্য্য করিলে ধর্ম্ম পথে স্থির লক্ষ্য কোন মতেই থাকিতে পারে না। "এটায় এমনই কি বেশী দোষ"—বলিয়া অন্যায্য কার্য্যে প্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে। তখন প্রকৃত লক্ষ্যের সরল রেখা হইতে ক্রমেই দূরে পড়িতে হয়; বুঝিতে পারার শক্তিও কমিয়া যায়।

১০৮। সৎসঙ্গের শক্তি বিশ্বামিত্রের পরীক্ষা।

বশিষ্ঠ যখন মহাতপা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করেন "এখন তোমার অপেক্ষা আমার কি গুণের অভাব আছে?" বশিষ্ঠ বলেন "বহুকালাবধি সংগৃহীত আমার সুমেরু প্রমাণ সৎসঙ্গ আছে, কিন্তু যাবজ্জীবন হয় রাজ কার্য্যে না হয় রাজসিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তপস্যায়, লিপ্ত থাকায় তোমার তাহা ঘটে নাই।" বশিষ্ঠ তখন তণ্ডুলকণা পরিমিত সৎসঙ্গ বিশ্বামিত্রকে দিলেন।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের দর্প ভঙ্গ করিবার জন্য আবার ভগবানের আশ্রয় লইলেন। ভগবান তণ্ডুল-কণা প্রমাণ সৎসঙ্গের শক্তির ব্যাখ্যা করিতে

অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "একবার অনন্ত নাগের নিকট যাও এবং তাহাকে আমার নিকট আসিতে বল।" বিশ্বামিত্রের আহ্বানে, অনন্তদেব বলিলেন, "তবে পৃথিবীটা ততক্ষণ ধারণ করিয়া থাক।" বিশ্বামিত্র তাঁহার ৬০ হাজার বৎসরের তপস্যার বল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও ধরিত্রী ধারণে সক্ষম হইলেন না। তখন অনন্ত নাগের কথায় বশিষ্ঠ প্রদত্ত সেই তণ্ডুল-কণা প্রমাণ সৎসঙ্গের বল প্রয়োগ করায় পৃথিবী ধারণ করিতে পারিলেন। বিশ্বামিত্রের ভ্রম ঘুচিয়া গেল।

১০৯। চাঞ্চল্যে ক্ষতি বণিক পুত্রের।

কলিকাতার একটি বণিক সন্তানের বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে খুব অধিক রোজগার হয়। কোথায় কিরূপে যে তাহা ঘটিবে তাহা বেশ বুঝিতে না পারিলেও, দোকানখানি বেচিয়া এবং ঘরের টাকাও কিছু লইয়া সে কোমরে দশ হাজার টাকার নোট বাঁধিল এবং বর্দ্ধমান যাত্রা করিল। তখন রেলপথ হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সহরের বাহিরে একটী শিব মন্দিরের পার্শ্বস্থ ভগ্নপ্রায় খালি ঘরে সে বৃষ্টি হইতে আশ্রয় লইল।

একটু রাত্রি হইলে মন্দিরের পূজারী আসিল। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে। পূজারী কাতরভাবে বলিল, "ভগবান! আমি গ্রাসাচ্ছাদনের মাত্র ভিখারী। অধিক চাই না। এই যে প্রত্যহ পূজা করি ইহার জন্য মন্দির-স্বামীর নিকট বহুবর্ষ কিছু পাই নাই। পৈতৃক কার্য্য বলিয়াই করিয়া যাইতেছি।" পূজারী চলিয়া গেলে দেব-মন্দিরের মধ্যে অশরীরীর কথোপকথন বণিকপুত্র শুনিতে পাইলেন:—পার্ব্বতী বলিতেছেন, "আমার উপরোধ রাখ; ইহাকে একটু বেশী কিছু দাও। ওর ভক্তি বড়ই দৃঢ়।" মহেশ্বর উত্তর করিলেন "আচ্ছা।

তিন দিনের মধ্যে ৮ হাজার টাকা দিব। তাহাতেই হইবে ত?" পার্ব্বতী বলিলেন "তাহাতেই হইবে।"

পরদিন বণিক-পুত্র পূজারীর নিকট গেল এবং তিন দিনের মধ্যে পূজারী যাহাই পাইবেন তাহা বণিক পুত্রকে দিবেন এই সর্ত্তে তাহাকে এক হাজার টাকা দিল। পূজারী বলিল "আর কি পাইব. এই হাজার টাকাই তোমাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে, আমার এমন কপাল নয়।" বণিক পুত্র বলিল "না। সে সর্ত্ত নয়। আমার নিকট হইতে ছাড়া অন্য যাহা পাইবে তাহাই আমাকে দিতে হইবে।" বণিকপুত্র মন্দির পার্শ্বের ঘরেই গুপ্তভাবে রহিয়া গেল। তিন দিনের পর পার্ব্বতী বলিলেন "কৈ তিন দিন ত যায়! পূজারীকে কিছু দিলে না।" মহেশ্বর বলিলেন "হাজার টাকা দেওয়াইয়াছি। বাকী ৭ হাজারও দেওয়াইব।" তখন বণিক-পুত্র দেখিল যে তিন দিনে সাত হাজার টাকা নিট লাভের কল্পনা করিয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে না, বরং উহারই হাজার টাকা পূজারীকে দেওয়া হইয়াছে। সে কাতরভাবে শিবলিঙ্গের নিকট আছড়াইয়া পড়িল এবং বলিল "সে যে আমার টাকা।" তখন হঠাৎ মহাদেব রুদ্র মূর্ত্তিতে ত্রিশূল হস্তে বাহির হইয়া বলিলেন "এখনই পূজারীকে ৭ হাজার টাকা দিয়া আয়। আমরা ঠাকুর দেবতা মানুষ; আমাদের পৃথক খাজনাখানা থাকে না; যাহার ক্ষতি হওয়া উচিত তাহার টাকা লইয়া অপরকে দিয়া থাকি।" মন্ত্রমুগ্ধ বণিকপুত্র সাত হাজার টাকা পূজারীকে দিয়া আসিল। আট হাজার টাকা যাওয়াতে একান্তই ম্রিয়মান হইয়া সে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া পার্ব্বতীর উদ্দেশ্যে বলিল "মা! এখন আমি কি করিব! আত্মীয় স্বজনে সকলেই বারণ করিয়াছিল 'ওভাবে টাকা বাড়িবে না— টাকা যাইবে'।" পার্ব্বতী তাঁহার করুণামাখা স্বরে বলিলেন "বৎস! এইবার তোমার চিত্তস্থির

হইবে; ঐ বাকী দুই হাজার টাকাতেই সাবেক দোকানটীতে আবার কার্য্য আরম্ভ করিলে ভাত কাপড়ের সংস্থান হইবে। অধিক আকাঙ্ক্ষার এই দশা! অধিক পাইয়াই বা কয়জনের মাথার ঠিক থাকে এবং প্রকৃত উপকার হয়?" •

১১০। *নির্ব্বোধ কে?* *রাজা ও বনবাসী।*

কোন রাজার ইচ্ছা হইল যে, সর্ব্বাপেক্ষা যে নির্ব্বোধ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া অনেক টাকা দিবেন। যাহাকেই তাঁহার অনুচরেরা জিজ্ঞাসা করে যে সে ব্যক্তি নির্ব্বোধ কিনা সেই বলে "আমি কেন নির্ব্বোধ হইব, তুমিই নির্ব্বোধ।" একদিন রাজা বনের ভিতর দেখিলেন যে একব্যক্তি যে ডালে বসিয়া আছে তাহাই কাটিতেছে। রাজা বলিলেন "তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বোধ।" সে ব্যক্তি বলিল "না! তাহা হইলে মহারাজ! তোমাকে ঐ কথা পাল্টাইয়া বলিতাম!" রাজা বলিলেন "তুমি ডাল কাটা হইলেই পড়িয়া যাইবে; এরূপে ডাল কাটার কোন কারণই নাই।" বনবাসী বলিল যে ঐ ডালটার অর্দ্ধেক কাটা হইলেই সে কাটারিটী ভূমে ফেলিয়া দিবে এবং আর একটা ডাল ধরিয়া পায়ের নিম্নের ডালটা খুব নাড়া দিবে, তাহা হইলেই ঐ শুষ্ক ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সে একটু ঝুলিয়া পুনর্ব্বার ঐ বৃক্ষাবলম্বনেই নামিয়া আসিবে এবং তাহাই শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। রাজা আবার বলিলেন "তুমি বড় নির্ব্বোধ তোমাকেই আমি টাকা পুরস্কার দিব।" বনবাসী বলিল "আমি টাকা লইব না—টাকা ছুঁইয়া আমার সদানন্দ হারাইব—তত নির্ব্বোধ আমি নই।" রাজা বলিলেন "টাকা ছাড়িতেছ আর নির্ব্বোধ নও?" রাজা উহাকে "বড় নির্ব্বোধ" অঙ্কিত একটী পদক দিলেন। বনবাসী ঝুলিতে রাখিয়া দিল।

কয়েক বৎসর পরে রাজার মৃত্যুকালে ঐ বনবাসী আসিয়া রাজাকে বলিলেন "মহারাজ! যাহার চিন্তায় জীবন কাটাইলেন সে ধন জন সঙ্গে যাইবে কি ?" রাজা বলিলেন "না।" বনবাসী বলিল "যদি এ সব ছাড়িয়া, বা নাই ছাড়িয়া, শ্রীভগবানের উপরই বেশী মন দিতেন, তাহা হইলে কোন শুভ ফল দিত কি ?" রাজা ক্ষীণস্বরে বলিলেন "হাঁ।" বনবাসী বলিল "মহারাজ! এই পদকটী আপনারই প্রাপ্য বলিয়া ইহা এখন আপনাকে দিব কি ?" রাজার তখন চক্ষু খুলিয়াছিল, তিনি মুক্ত পুরুষের পাদস্পর্শ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন "উহা আমারই প্রাপ্য।"

১১১। ভগবৎ কৃপা — নারদের পূর্ব্বজন্ম।

দেবর্ষি নারদ তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কথা বেদব্যাসের নিকট বলিয়া ছিলেন। নারদের মাতা কোন ঋষির আশ্রমে পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। নারদও আশ্রমে আগত ঋষিদিগের সেবা করিতেন। তাঁহার যত্নে ও ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া কৃপাপরবশ ঋষিগণ তাঁহাকে হরিভক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। মাতার মৃত্যু হইলে নারদ নির্জ্জনে বসিয়া সংসারের অসারতা উপলব্ধি করেন এবং ঋষিদিগের উপদেশমত অন্তরস্থ পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে তিনি ভগবানের স্বরূপ দর্শনে বিমল আনন্দ লাভ করেন। উহার পর তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও ধ্যানের ঐ ভাব আর প্রাপ্ত হন নাই। অনেক সাধনায় তিনি অশরীরী বাণী মাত্র শুনিয়াছিলেন "তোমার প্রীতিভক্তি উদ্রেক জন্য একবার দর্শন দিয়াছি। সর্ব্বোচ্চ যোগে হৃদয় পরিশুদ্ধি ব্যতীত আমাকে 'সর্ব্বদা' দেখা যায় না। এ জন্মে তুমি আর আমায় দেখিতে পাইবে না।"

১১২। মৃত্যুভয় শূন্যতা ব্রাহ্মণের।

মীরজুম্‌লার আসাম আক্রমণকালে তাঁহার সৈন্যরা একটা একটা সহর দখলের পর কয়েকজন প্রধান প্রধান লোককে বন্দী করিয়া আনে। তিনি উহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলেন এবং অবাধ্যতার মস্তকচ্ছেদন হইবে, ইহাও জানান। ব্রাহ্মণেতর বন্দীরা কেহ কেহ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন স্বীকার করিল। কিন্তু আসামীয় ব্রাহ্মণেরা বলিলেন যে, তাঁহারা কখনই মনে করেন নাই যে, তাঁহারা অমর এবং কেহই স্থির করিয়া রাখেন নাই যে, কে কিরূপে কখন দেহত্যাগ করিবেন; সুতরাং সেনাপতি মহাশয়ের আজ্ঞানুযায়ী সময়ে এবং উপায়ে দেহত্যাগে তাঁহাদের কোন আপত্তিই নাই।

১১৩। শত্রুকে সম্মান সুলতান সলিমান।

তুর্কসুলতান সলিমান হঙ্গেরির প্রধান নগর বুডা অবরোধ করিলে (১৫২৯) দুর্গাধ্যক্ষ সেনাপতি নাজষ্টি অল্প সৈন্য লইয়াই অসম সাহসে তাঁহাকে বাধা দেন। ক্রমে দুর্গ রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িলেও যখন তিনি পরাজয় স্বীকার করিতে চাহিলেন না—যুদ্ধ করিয়া মরিতেই চাহিলেন, তখন তাঁহার অধীনস্থ জর্ম্মণ সৈন্যেরা বিদ্রোহ করিল এবং তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া সুলতানের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিল। সুলতান দুর্গ প্রবেশ করার পর এই সকল বিবরণ জানিতে পারিলে সাহসী শত্রু নাজষ্টিকে সসম্মানে বহু ধন-রত্ন উপঢৌকনসহ মুক্তি দিলেন এবং যে সকল সৈন্য দেশের প্রধানতম সামরিক বিধির বশ্যতার সম্পূর্ণ অবমাননা করিয়া নিজেদের সেনাপতির গাত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল তাহাদের বধদণ্ড দিলেন।

১১৪। স্বদেশ ভক্তের সততা — জেনারেল রীড।

মার্কিন স্বাধীনতার যুদ্ধকালে জেনারেল রীড কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। উঁহাকে ইংরাজ পক্ষে আসার জন্য দশ হাজার গিনি ঘুষ দিতে চাওয়া হয়। যাঁহারা এই প্রস্তাব করেন, তাঁহাদিগকে রীড উত্তর দেন, "ভদ্রমহোদয়গণ! আমি বড় দরিদ্র; কিন্তু আপনাদের রাজা এত ধনী নহেন যে আমাকে ক্রয় করিতে পারেন।"

১১৫। তন্ময়তা — মহাত্মা আলির।

কোন যুদ্ধে মহাত্মা আলির পদে শত্রু-শর বিদ্ধ হইয়াছিল; যুদ্ধাবসানে ঐ শর উন্মোচন চেষ্টা করা হইলে, মহাত্মা আলির বিষম যাতনা বোধ হইতেছে দেখিয়া, মহাত্মা মহম্মদ ভক্তদিগকে বলিলেন "এখন থাক।" অল্প পরেই নমাজের সময় আসিল; যখন মহত্মা আলি ভগবানকে প্রণাম করিতেছিলেন, তখন মহাত্মা মহম্মদের ইঙ্গিতে শরটী টানিয়া বাহির করা হইল—মহাত্মা আলি তাহা জানিতেও পারিলেন না!

১১৬। সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিত — মহাত্মা মহম্মদের শিক্ষা।

কোন ব্যক্তি নিজের চরিত্র সংশোধনে হতাশ হইয়া মহাত্মা মহম্মদকে বলিয়াছিল "আমার চারিটি দোষ আছে—আমি মদ্যপ, লম্পট, চোর এবং মিথ্যাবাদী। আমার কোন উপায় আছে কি?" মহাত্মা উত্তর দেন, "আজ হইতে দৃঢ়তার সহিত মিথ্যা ছাড়, ভগবানের কৃপায় নিরুপায়েরও উপায় হয়।" লোকটা সত্য সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল এবং দুইদিন পরেই আসিয়া বলিল "সত্য দ্বারা আমার সকল দোষই আটকাইয়া দিয়াছেন। সকলের কাছে সত্য কথা বলিতে হইলে যে চুরির, সুরাপানের এবং লাম্পট্যের ঘৃণা ও সাজা লইতে হয়।"

১১৭। এথীনীয় সততা   জনসাধারণের সভার।

থেমিষ্টক্লিসের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, এথেন্সই গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। সেজন্য তিনি স্থির করেন যে অপর সকল গ্রীক রাজ্যের যে রণপোতমালা এথেন্সের নিকটেই একটী বন্দরে জমা হইয়াছিল তাহা বিনা যুদ্ধ ঘোষণায় গুপ্তভাবে পোড়াইয়া দিবেন। সাধারণ সভার মত ব্যতীত তাঁহার এরূপ কোন কার্য্য করার অধিকার ছিল না, এদিকে এরূপ কথার প্রকাশ্য আলোচনা চলে না। গুপ্ত রাজকীয় পরামর্শ জন্য জনসাধারণ সভাকে কোন প্রতিনিধি স্থির করিয়া পাঠাইতে বলিলে তাঁহারা আরিষ্টাইডিসকে মনোনীত করিলেন। থেমিষ্টক্লিস তাঁহার অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া বলিলে, আরিষ্টাইডিস সাধারণ সভাকে জানাইলেন যে, থেমিষ্টক্লিসের প্রস্তাবিত কার্য্যে জন্মভূমির অচিন্তনীয় অভ্যুদয় হইবে ; কিন্তু কার্য্যটায় সুবিধা যত অধিক, উহা সেই পরিমাণেই অন্যায্য। সাধারণ সভা কোন কিছু আর জানিতে না চাহিয়া একবাক্যে বলিলেন "তাহা করিয়া কাজ নাই।"

বর্ত্তমানকালে ইয়ুরোপীয় কোন দেশের জনসাধারণের সভার ন্যায়ান্যায় বোধ কি আর এতটা সুপরিস্ফুষ্ট আছে ?

১১৮। মার্কিন সুব্যবস্থা   ইণ্ডিয়ান স্বাস্থ্য।

মার্কিনদিগের মধ্যে অনেক সদাশয় লোক আছেন ; ভাললোক না থাকিলে কোন জাতির উন্নতি স্থায়ী হয় না। ঐ সকল লোকে মনে করেন যে, তাঁহারা আমেরিকায় বাস করায় আদিম ইণ্ডিয়ান জাতি যে লোপ পাইতে বসিয়াছে, এটা ভাল নয়। তাঁহাদের জিম্মে অনেকটা ভূমি-ভাগ—ইণ্ডিয়ান ষ্টেটের আদিমদিগের জন্য ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে উহাঁদিগেরই জিম্মে ইণ্ডিয়ান গ্রাম সকলের স্বাস্থ্যোন্নতি

হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ানদিগের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই—উহাদের শিক্ষার জন্য অনেক টাকা মঞ্জুর করিতেন। অল্পকাল পূর্ব্বে ভাল লোকের কথায় বুঝিয়াছেন যে, যদি শতকরা ৬০টী শিশু ৫ বৎসরের পূর্ব্বেই মরিয়া যায় এবং জাতিটা ধ্বংসের মুখেই পড়িয়া থাকে তাহা হইলে শেষে শিক্ষা আর কাহাদের দেওয়া হইবে? কমিশনর সেলস তিন বৎসর পরিশ্রম করিয়া ক্রমে এরূপ স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়াছেন যে, অর্দ্ধ শতাব্দীর পর এক্ষণে অসভ্য আদিম ইণ্ডিয়ানদিগের সর্ব্বপ্রথম সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে—মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা বাড়িয়াছে। সুসভ্য ভারতের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জিলাগুলির মধ্যে কোন কোনটীর জন সংখ্যা কমিয়াছে। ইহাদেরও স্বাস্থ্যরক্ষা যাহাতে সত্য সত্য হয়—সেজন্য ইংলণ্ডের ভাল লোকে আন্দোলন করুন এবং কমিশনর সেলসের দ্বারা সুশিক্ষিত এবং একজন সহৃদয় সহকারী মার্কিণ কর্ম্মচারীকে কিছুদিনের জন্য এদেশে আনাইয়া দেশীয় এবং ইউরোপীয় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটু উদ্যম সংক্রামণ করুন।

১১৯। *হিন্দুনারীর উৎকর্ষ সংযম শিক্ষায়।*

একটা দুই বৎসর বয়স্কা ব্রাহ্মণ বালিকা একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল, "দিদিমা! খাবো।" দিদিমা বলিলেন "মেয়ে ছেলে সকলের আগে খাবো বলিতে নাই। দাদাদের খাওয়া হউক।" বালিকা চুপ করিল। সকল হিন্দুর বাড়ীতেই এই শিক্ষা; শৈশব হইতে লোভ দমনে অভ্যাস। ছোট ছোট মেয়েদের নানাপ্রকার ব্রত আচরণ করান হয়। উহাতে সংযম ও ধর্ম্মপ্রাণতা দৃঢ় হয়। সীতা সাবিত্রীর দেশে পতিপ্রাণা হইবার—পতিকেই একমাত্র গুরু বলিয়া অর্চ্চনা করিবার—অনুক্ষণ উপদেশ হয় এবং উদাহরণ হিন্দুর বাড়ীতে সর্ব্বদাই

দেখিতে পায়। এখনও অনেক হিন্দুর বাড়ীতে সহধর্ম্মিণীরা স্বামীর আগে খান না।

১২০। কলির প্রভাব কিসে থাকেনা।

এক ব্রাহ্মণ তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হওয়ার পূর্ব্বে কোন বন্ধু মহাজনের নিকট এক হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া যান। ফিরিয়া আসিয়া টাকা চাহিলে মহাজন টাকা রাখা অস্বীকার করে। দুজনে পরস্পরকে ধরিয়া রাজদ্বারে গেল এবং বিচারপ্রার্থী হইল। একজন বলে বিশ্বাসঘাতক; অপর ব্যক্তি বলে মিথ্যাবাদী ঠগ। ব্রাহ্মণের কোন সাক্ষী ছিল না। সে শপথ করিয়া কহিল, "সত্যের দোহাই, আমি হাজার টাকা জমা দিয়াছিলাম; যদি একথা মিথ্যা হয় তাহা হইলে যেন আমার কুষ্ঠরোগ হয়।" বলিবামাত্র ব্রাহ্মণের কুষ্ঠরোগ দেখা গেল। অর্থনাশে এবং মানহানির দুঃখে ও ক্রোধে ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে গিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রি এক প্রহর পরে এক পরম রমণীয় শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত শুভ্র দেবমূর্ত্তি দেখা দিলেন। ব্রাহ্মণ সকল কথা জানাইলেন, তিনি বলিলেন,—"আমি সত্যযুগ—এরূপ ঘটনা আমার কালে কখনও হয় নাই—এসব ব্যাপার আমি বুঝি না।" তিনি অন্তর্হিত হইলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রহরে যথাক্রমে পীতবর্ণ এবং রক্তবর্ণ দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহারাও বলিয়া গেলেন "একপ ষোল আনা মিথ্যার উপর আমাদের আধিপত্য নাই। শেষ প্রহরে কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি আসিয়া বলিল "আমি কলি। এখন আমার রাজ্য; আমার দোহাই না দিয়া অপরের দোহাই দেওয়ায় রাজদ্রোহ করা হইয়াছে; সেইজন্য তোমার সাজা, আমাকেই এখন হইতে ভক্তি করিবে। ভাল! ফিরিয়া যাও এবং শপথ করিয়া বল,—শপথে ভুল হইয়াছিল, সেই জন্য কুষ্ঠ হইয়াছে; দুই হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া ভুলে এক হাজার টাকা বলিয়া

ফেলিয়াছিলাম ; যদি দুই হাজার রাখাই ঠিক হয় তবে কুষ্ঠরোগ অবিলম্বে সারিয়া যাইবে। যাও ; ঐরূপ কর ; আমি রোগ সারাইয়া দিব।” ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। ফলও কলির কথামত হইল। কুষ্ঠ সারিয়া গেল ; রাজাজ্ঞায় মহাজনকে দুই হাজার টাকা দিতে হইল। ব্রাহ্মণ বৈর-নির্য্যাতনের হর্ষভরে পত্নীকে আসিয়া সকল কথা বলিলে—পত্নী ব্রাহ্মণের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাতরভাবে বলিল “কেন এমন করিলে ? কেন করিলে ? আমরা দুইজনে খাটিয়া কোনরূপে চালাইতাম ; ছেলেটিকে ধর্ম্মপথে রাখিতাম। এখন এ টাকায় নিজেদের অধোগতি হইবে ; ছেলে খারাপ হইবে এবং পিতামাতাকে ঘৃণা করিতে হওয়ার মহা কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ইহার উপায় কর।” ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল। লজ্জায় এবং অনুতাপে মৃতপ্রায় হইয়া বলিল “তোমার মনে এখনও সত্যযুগ আছে ; আমারও একদিন ছিল। সত্যের পরাভবে বিষম ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া কলির পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তুমি ক্ষমাশীলা ; মহাজনের ওরূপ অন্যায় দেখিয়াও বলিয়াছিলে ‘যেতে দাও ; আমরা রাগ করিলে ওদের ক্ষতি হইবে ; আহা কাহার দুঃখ হইয়া কাজ নাই !’ কলির পরামর্শের কথা সাধ্বী ধর্ম্মশীলা তোমাকে জানাইতে চাই নাই ; ঝোঁকের উপর অপকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম ; তাহাতেই এই পতন। এখন যাহা বলিবে তাহাই করিব।” ব্রাহ্মণীর পরামর্শে ব্রাহ্মণ তিনদিন অনশনে থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে দুই হাজার টাকাই রাজদ্বারে লইয়া গিয়া মিথ্যা শপথের অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সকল দুঃখের কারণ নিজের সেই হাজার টাকাটা জরিমানা স্বরূপ লইয়া অন্য দণ্ডও দিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজা সমস্ত শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মণকে ঐ পরিমিত অর্থদণ্ডেরই আজ্ঞা দিলেন।

সেই রাত্রে ব্রাহ্মণ দম্পতীর এবং তাহাদের শিশু পুত্রের শিয়রে দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে 'কলি' ব্রাহ্মণীকে বলিলেন "মা! এ বাড়ীতে আর আমার স্থান নাই। একান্ত সত্যপরায়ণা এবং পতিব্রতা আপনার পরামর্শে ও প্রভাবে আপনার পতির সকল পাপ খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বজন্মেও রাগের মাথায় একটু মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন—এ জন্মেও সেইজন্যই সেদিকে প্রবণতা ছিল; ক্রোধে অসাবধান হইবামাত্র সে দোষ আসিয়া পড়িয়াছিল; আমি সুবিধা পাইয়াছিলাম। 'সাধুণাং কিঙ্করঃ কলিঃ'। আপনাদের উপর আর আমার অধিকার নাই।"

১২১। ধৃষ্টতায় উপেক্ষা মুসলমান জজের।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একজন মুসলমান জজ একদিন রেলপথে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতেছিলেন (১৯১১)। মধ্যে একটি ষ্টেশনে ট্রেণ দশ মিনিটের জন্য দাঁড়ায় বলিয়া, তিনি ট্রেণ হইতে নামিয়া প্ল্যাটফরমে একটু পায়চারি করিতে থাকেন। অল্প পরেই দেখিলেন যে একজন ইংরাজ তাঁহার গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার জিনিসপত্র নামাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। একান্ত ধীর-প্রকৃতির মুসলমান জজটী গর্ব্বিত ইংরাজের এরূপ অশিষ্টতা দর্শনে একটু মুচকি হাসিয়া নীরবে নিজের জিনিসপত্র সহ অন্য গাড়ীতে উঠিলেন। পরিচিত কেহ তাঁহাকে এই অসদ্ব্যবহারের জন্য ইংরাজটীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া একান্তই উচিত এরূপ মতবাদ প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন, "ক্যা! সারা হিন্দুস্থান ছোড়্ দে কর একঠো বেঞ্চ কা ওয়াস্তে লড়ে ?"

১২২। ত্যাগের জয় হরপার্ব্বতী সম্বাদ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জগদম্বা বলিয়াছেন :—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে
যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবল্যো লোকে
স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"

কিন্তু হর-পার্ব্বতীর যুদ্ধ বা মহামায়ার পরাজয়ের কথাত কোথাও পাওয়া যায় না। মা'র কোন ভক্ত-সন্তানের মুখে এই বিষয়ের মীমাংসা শুনা গিয়াছে। মা "অন্নপূর্ণা" "রাজ রাজেশ্বরী" পরমা-প্রকৃতি; সকল ঐশ্বর্য্য তাঁহার; তিনি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা। মহাদেব শ্মশানবাসী, হাড়মালা-বিভূষিত, ভিখারী, কালকূটপায়ী। এ সকল গুলিতেই যোগীর এবং ত্যাগীর এবং নিবৃত্তি-মার্গের উৎকর্ষ পরিস্ফুট। পূজ্যপাদ পিতৃদেব প্রণীত "পুষ্পাঞ্জলি" পুস্তকে লিখিত হইয়াছে "ভগবান ভূতনাথ চিরতপস্বী; এইজন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্গিনী।"—সহিষ্ণুতায় এবং সংযমেই শক্তি প্রাপ্তি হয়।

১২৩। উপস্থিত কবি বাণেশ্বর।

৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নিবাস গুপ্তিপাড়ায় ছিল। তাঁহার পিতা রামদেব তর্কবাগীশ সমগ্র মহাভারত স্বহস্তে লিখিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। একদিন ইহাঁর বাটীতে ৺শ্যামাপূজার সময়ে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া ১০৮ শ্যামা-স্তব সংস্কৃত কবিতায় ভক্তিভাবে রচনা করিতে করিতে পাঠ করেন। তাহার পর বলেন, "আহা! যদি কেহ শ্লোকগুলি লিখিয়া রাখিত!" বালক বাণেশ্বর বলেন, "আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে", এবং শ্লোকগুলি লিখাইয়া দেন। সেগুলি এখন 'শ্যামাকল্প-লতিকা' নামে প্রসিদ্ধ। বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া বাণেশ্বর নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হইয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে অনন্যসাধারণভাবে

সম্মান করিতেন এবং কেহ সে বিষয়ে কিছু বলায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "ইহাঁকে আমার গুরু বলিলেও হয়, পুরোহিত বলিলেও হয়।" কোন সময়ে বাণেশ্বর মহারাজের সহিত ভাগীরথীতে নৌকাযোগে যাইতেছিলেন। ত্রিবেণী পার হওয়ার পর স্রোতের বেগ কম দেখা গেলে মহারাজ তাহার উল্লেখ করায় বাণেশ্বর তখনই বলেন :—

সগরসন্ততি সন্তরণেচ্ছয়া
প্রচলিতাতি যবেন হিমালয়াৎ।
ইহতু মন্দমুপৈতি সরস্বতী-
যমুনয়োর্ব্বিরহাদিব জাহ্নবী ॥

—ভাগীরথী সগর-সন্তানদিগের তারণার্থ হিমালয় হইতে অতি বেগে সরস্বতী ও যমুনা সখীদ্বয়ের কাছে আসিতেছিলেন। এখানে ঐ দুই সখী (অন্য দিকে যাওয়ায়) বিরহে জাহ্নবীর এইরূপ হইয়াছে।

অপর কোন সময়ে মহারাজের স্থাপিত ৺কালীমূর্ত্তির স্বর্ণ কিরীট চুরি যায়। কর-চালনা গণনায় (প্লাঞ্চেটের বহু পূর্ব্বের ব্যবস্থা) 'চৌরোহর:' এইপদ লিখিত হইলে ঐ মন্দিরের পূজকের ভ্রাতা 'হর' নাথের উপর সন্দেহ হয়। তাহাকে পদাতিকেরা রাজসভায় আনিলে বাণেশ্বর (সম্ভবতঃ নিরপরাধ) ব্রাহ্মণের পীড়ন নিবারণ জন্য উপস্থিত রচিত কবিতা পাঠ করিলেন :—

জলে লবণবল্লীনং মানসং তন্মনোহরং।
মনোজীহির্ষয়া দেব্যাঃ কিরীটং হরতেহরঃ ॥

লবণ জলে যেমন লীন হয় দেবীর মন সেই কিরীটে সেইরূপ হইয়াছিল বলিয়া দেবীর মনোহরণাভিলাষে হর কিরীটটী হরণ করিয়াছেন! পরমভক্ত মহারাজ এই কবিতায় ভাবমুগ্ধ হইয়া অশ্রুপাত করেন— এবং পূজকের ভ্রাতাকে মুক্তি দেন।

একবার শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার সময় প্রতিমা দর্শন করিতে করিতে মহারাজ ভক্তিভরে বলিয়া উঠেন "কি অদ্ভুত!" পার্শ্বেই বাণেশ্বর উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন :—

শিবস্য নিন্দয়া যয়া ত্যজদ্বপুঃ স্বকীয়কং।
তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতং॥

"যিনি শিব-নিন্দা শ্রবণে আপনার শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহার পদপঙ্কজদ্বয় শবাকার শিবের উপর সংস্থাপিত; কি অদ্ভুত!"

বাণেশ্বর কলিকাতা, বর্দ্ধমান, পুরী প্রভৃতি স্থানে অসাধারণ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন স্বধর্ম্মভক্ত ধনবানেরা সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ আদর করিতেন।

১২৪। গুরুভক্তি — আবু ওসমান।

আবু ওসমান হয়রী খোরাসান প্রদেশের এক ধনীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন পাঠশালায় যাইবার সময় দেখিলেন একটা গর্দ্দভের পৃষ্ঠের ক্ষতে একটা কাক চঞ্চুর আঘাত করিয়া মাংস তুলিয়া খাইতেছে। করুণায় বালকের হৃদয় ভরিয়া গেল। আবু ওসমান নিজের গাত্র হইতে মূল্যবান্ অঙ্গরাখা খুলিয়া গর্দ্দভের ক্ষতের উপর বাঁধিয়া দিলেন। এই কার্য্যের পর মনের এরূপ প্রসন্নতা বোধ হইল যে, পাঠশালায় অধ্যয়নের পর অপর দিনের ন্যায় বাটী না ফিরিয়া সাধু ইয়াহার উপদেশ শুনিতে গেলেন; সাধুর উপদেশ বড়ই ভাল লাগিল। মাতাপিতার অনুমতি লইয়া তিনি কিছুকাল সাধু ইয়াহার নিকট থাকেন পরে ঐ গুরুর অনুমতিতে সাধু শাহ সুজার নিকট যান; কিন্তু শাহ সুজা তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন! আবু ওসমান কুড়ি দিন তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকার পর শাহ সুজা

তাঁহাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং সযত্নে উপদেশ দেন। ইহার পর শাহ সুজা তাঁহাকে আবু হেফজ নামক উন্নত সাধুর নিকট প্রেরণ করেন। আবু ওসমানের গুরুর কথাই ধ্রুব জ্ঞান। একদিন আবু হেফজ অকস্মাৎ বলিলেন. "তুমি আমার গৃহ হইতে চলিয়া যাও।" ইহাতে আবু ওসমানের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল. কিন্তু তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া গুরুর দিকেই অশ্রুপূর্ণ মুখ রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেলেন এবং নিকটে একটি কুটীরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার দেওয়ালে একটী ফুটা করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই ফুটাতেই সর্ব্বদা তাঁহার চক্ষু. যদি একবার কখন গুরু-দর্শন হয়! কয়েকদিন পরে গুরু তাঁহাকে ডাকিয়া আনেন এবং তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় ও সাধনার উন্নতি দর্শনে একান্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কন্যাসহ স্বীয় গুরু-গদি অর্পণ করেন।

একদিন নিসাপুরের পথে যাইতে যাইতে উপরের ছাদ হইতে নিক্ষিপ্ত ছাই আবু ওসমানের মস্তকে পড়ায় তাঁহার শিষ্যেরা গৃহস্থকে তিরস্কার করিতে উদ্যত হইলে একান্ত বিনয়ী আবু ওসমান বলেন—"যাহার মস্তকে জ্বলন্ত অঙ্গার বর্ষণ হওয়ার কথা তাহার উপর শীতল ছাই দেওয়ার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ কর।" গুরু-ভক্তির অভাব দেখিলেই তিনি একটু প্রতিবাদ করিতেন। কোন যুবক মক্কায় তীর্থযাত্রা করিয়া আবু ওসমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সেলাম করিলে আবু ওসমান সেলাম গ্রহণ করিলে না। যুবক বলিলেন "মুসলমান মুসলমানের সেলাম গ্রহণ করেন না, এ কেমন?" আবু ওসমান ধীরে ধীরে বলিলেন "পীড়িতা জননীর সেবা না করিয়া তীর্থযাত্রা—এ কেমন?" যুবক লজ্জিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যান এবং জননীর মৃত্যুর পর আসিয়া আবু ওসমানের সেবায় প্রবৃত্ত হয়েন।

১২৫। বিশপ লায়নস্ এলিজাবেথের স্বীকৃতি।

কাপ্তেন লায়নস্ স্পেনীয়দিগের সহিত জলযুদ্ধে কয়েকবার জয়ী হইয়া তাঁহার জাহাজ লইয়া দেশে ফিরিলে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনাইয়া বিশেষ সমাদর করেন এবং বলেন, "এইবার প্রথম যে উচ্চতর পদ খালি হইবে তাহাতেই তোমাকে উন্নীত করা হইবে।" রাণী এবং কাপ্তেন উভয়েই নৌযুদ্ধ বিভাগের পদের কথাই মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু দুই দিন পরেই কাপ্তেন আসিয়া বলিলেন "কর্কের বিশপের কার্য্য খালি হইয়াছে—সুতরাং রাণীর স্বীকৃতি অনুসারে সেই কার্য্যই উহাঁকে করিতে হইবে।" রাণী বলিলেন "সে হইতে পারে না।" কাপ্তেন বলিলেন, "আমিও পাদ্রির কাজ জানি না বলিয়া প্রথমে এরূপ ঘটনায় বড়ই আশ্চর্য্য এবং বিপদগ্রস্ত বোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্মে কখনও ভয় পাই নাই; একখানি জাহাজ লইয়া শত্রুর চারিখানিকেও আক্রমণ করিয়াছি, সুতরাং এ কার্য্যেও সাহস করিয়া লাগিয়া যাইব—আমার রাণীর কথা ঠিক রাখা ত চাই, তাহার নড়চড় আমার উপলক্ষ্যে হইলে লজ্জায় মরিয়া যাইব!" রাণী প্রথমে ভাবিলেন "ভাল পাগলের হাতে পড়িয়াছি!" কিন্তু 'একান্ত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং সত্যবাদী' বলিয়া কাপ্তেনের খ্যাতি থাকায়—প্রকৃতপক্ষে রাণী 'কথার নড়চড়' করেন নাই এবং কাপ্তেন 'বিশপ লায়নস্' হইয়া চরিত্রগুণে এবং হিত মিতবাক্যে পাদ্রি হিসাবেও সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

১২৬। সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

ভারতে এক্ষণে বিষ্ণুর নবম অবতারের কাল চলিতেছে। বুদ্ধদেবের

ভাবে বর্ত্তমান ভারতের সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তিপরায়ণ এবং অহিংসক বলিয়া বিরাট ইউরোপীয় যুদ্ধের মধ্যে (১৯১৪—১৯১৭) প্রমাণিত হইয়াছেন।

ব্রহ্ম সূত্রের প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"। উহার প্রথমেই "অথ" অনন্তর। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা—ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা। কিসের পর ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা হয় বা হওয়া সঙ্গত? শম দমাদি সাধনের পর; চিত্ত শুদ্ধির পর। পরব্রহ্মের জ্ঞান যে সে লোকের জন্য নয়; নির্ম্মলমানস উচ্চাধিকারীর জন্য। কোন শিষ্য বুদ্ধদেবকে 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন 'সে কথায় কাজ কি?' ইহা হইতেই বৌদ্ধেরা অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন যে "ব্রহ্ম" নাই! ইহাতেই শূন্যবাদের সৃষ্টি; তাহাই বৌদ্ধ-মত বলিয়া প্রচলিত। বুদ্ধদেবের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় উচ্চাধিকারী শিষ্য থাকিলে মধ্যে এই বিড়ম্বনাটা আসিত না; কিন্তু এখন এসিয়া মহাদেশের যে গুলি বৌদ্ধ রাজ্য বলিয়া প্রচলিত, সে গুলির উন্নতির জন্য একবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত এবং তাহাদের উপযুক্ত ভাবে ভারতের শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন ছিল।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মের কথায় শূন্যবাদে-নীরসহৃদয়-ভারতকে পরমানন্দে পূর্ণ করিয়া দিয়া এবং পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং অধিকারী ভেদ তথ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিষ্ণুর নবম অবতারের শিক্ষা 'প্রকৃত এবং পূর্ণ ভাবেই' এই পুণ্যভূমিতে প্রচার করিয়াছেন। ইহা কতকটা উপলব্ধি করিয়াও কেহ কেহ তাঁহাকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিয়া 'নিন্দা' করিয়াছেন! কয়েকজন সর্ব্বোচ্চাধিকারী প্রকৃতপক্ষে

চাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে সাধন ভজন করিতে করিতে সর্ব্বোচ্চ অধিকারের দিকে অগ্রসর হইতে পাইতেছেন। শূন্য-বাদী ভারতীয় বৌদ্ধ, ভারত হইতে বিতাড়িত হন নাই—তাঁহারা ব্যাপকতর মতে বিলীন হইয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের উৎকৃষ্ট নীতি ভারত গ্রহণ করিয়াছে।

১২৭। ধৈর্য্য ও নির্ভর বাক্‌সটারের।

মৃত্যু-শয্যায় রিচার্ড বাক্‌সটারের অনেকদিন ধরিয়া খুবই রোগ যন্ত্রণা হইতেছিল, কিন্তু কোনরূপ কাতরোক্তি বাহির হয় নাই। কোন বন্ধু বলিলেন "কি করিয়া এত সহ্য করিতে পারিতেছ?" বাক্‌সটার বলিলেন "যখন তাঁহার ইচ্ছা, যাহা তাঁহার ইচ্ছা এবং যে ভাবে তাঁহার ইচ্ছা তাহাই হউক—এই কথাই মনে করিতেছি।"

১২৮। সদুপায় চার্লস ফিন্‌লে।

বার্লিনের ডাক্তার ফ্রীডম্যান ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে অনুভব করেন যে, একান্ত কষ্ট-সহিষ্ণু, কঠিন জীবন, এবং দীর্ঘজীবী জন্তু কচ্ছপের শরীরে এমন কিছু আছে যাহা ক্ষয়-প্রতিষেধক। (বট এবং জিয়াল গাছ সম্বন্ধে এদেশেও কাহার কাহার ধারণা আছে যে, উহাদের মধ্য হইতে দীর্ঘ জীবনের ঔষধ বাহির করা যাইতে পারে।) উদ্যমশীল জর্ম্মণ ডাক্তার অবিরত পরীক্ষা বিধান করিয়া কচ্ছপের শরীর হইতে এক প্রকার জীবাণু বাহির করিয়াছেন এবং তাহার নাম দিয়াছেন "টরটল কল্‌চার"। ঐ জীবাণুর কতকগুলি যক্ষ্মারোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া

অব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে বার্লিনে এই চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে এবং তিন মাসেই পাঁচ শত রোগী আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

নিউ ইয়র্কের এটনা ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত চার্লস ফিন্‌লে সাহেব এক্ষণে (মার্চ্চ, ১৯১৩) ডাক্তার ফ্রীডম্যানকে ৩০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমেরিকায় লইয়া গিয়াছেন। মার্কিণ ডাক্তারেরা যাহাদিগকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত বলিবেন, এমন যে কোন একশত মার্কিণকে রোগমুক্ত করিতে পারিলে ডাক্তার ঐ অসামান্য পুরস্কার পাইবেন।

মহামনা শ্রীযুক্ত ফিনলে সাহেব একশত স্বদেশীয়ের জীবন রক্ষার এবং ডাক্তার ফ্রীডম্যানের আবিষ্কারটী ঠিক কি না তাহা মানব সাধারণের উপকারার্থ পরীক্ষায় ঠিক করিয়া দিবার মহৎ উদ্দেশ্যে ডাক্তারকে এরূপ ব্যয়ে স্বদেশে লইয়া গিয়াছেন।

১২৯। স্বদেশ ভক্তি — লর্ড রবার্টস।

জর্ম্মণদিগের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধারম্ভ হইলে (আগষ্ট, ১৯১৪) লর্ড রবার্টস ইংরাজ যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এখন ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি আমোদের সময় নয়। সকলেই দেশের কাজ করিতে সক্ষম হওয়ার জন্য কুচকাওয়াজ এবং বন্দুক ছোঁড়া শিখিতে ব্যাপৃত হও।" লর্ড টরিংটন এবং নয়জন ভদ্রলোক যাঁহারা ঘোড়দৌড়ের আমোদে অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বারোহীতে পরিণত হইয়াছিলেন তাঁহারা হুজার রেজিমেণ্টে সাধারণ অশ্বারোহী সৈনিক হইয়া ভর্ত্তি হন।

১৩০। ভক্তের রক্ষা — অম্বরীষ ও দুর্ব্বসা।

রাজা অম্বরীষ একান্ত হরিভক্ত ছিলেন। একদিন দ্বাদশীতে সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনি রাজার নিকট অতিথি হইয়া আসিলেন এবং তাহার পর

স্নান করিতে গেলেন। তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইল এবং দ্বাদশী পার হইয়া গেল। রাজা একাদশীতে উপবাস করিয়া ছিলেন; দ্বাদশী উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের অনুমতি অনুসারে দ্বাদশীর শেষ মুহূর্ত্তে চরণামৃত গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি পালন করিলেন।

দুর্ব্বাসা মুনি স্নান করিয়া আসিয়া জানিলেন যে, রাজা অভুক্ত অতিথির জন্য অপেক্ষা না করিয়া জল পান করিয়াছেন। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া ভূমিতে জটা আছড়াইয়া কালাগ্নি সৃষ্টি পূর্ব্বক আজ্ঞা দিলেন "রাজাকে ভস্ম কর।" রাজা হাত জোড় করিয়া মুনির ক্রোধোপনয়ন জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্র ভক্তের রক্ষার জন্য সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত। চক্রের তেজে মুনির সৃষ্ট অগ্নি বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং মুনিকে নিহত করিবার জন্য চক্র ধাবিত হইল। দুর্ব্বাসা ভয়ে পলায়ন করিয়া ক্রমে ক্রমে দেবলোক, ঋষিলোক, ব্রহ্মলোক এবং শিবলোকে গেলেন। কোথাও অনুসরণকারী চক্র হইতে অভয় না পাইয়া বিষ্ণুলোকে গেলে শ্রীনারায়ণ বলিলেন "অম্বরীষের নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর; তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আমি ভক্তাধীন। ভক্ত যে আমার জন্য সর্ব্বত্যাগী!" হতগর্ব্ব মুনি ফিরিয়া আসিয়া রাজার শরণাপন্ন হইলে রাজার প্রার্থনায় সুদর্শনচক্র নিরস্ত হইল।

১৩১। সয়তানের এলাকা পার্থিব দ্রব্যে।

একজন পবিত্রমনা মুসলমান ফকীর একখানি ইষ্টকের উপর মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন এক ভীষণাকৃতি ব্যক্তি তাঁহার মস্তকের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" সে উত্তর দিল "আমি সয়তান।" সাধু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন?" সয়তান বলিল

"তুমি যাহার উপর মস্তক রাখিয়াছ তাহা আমার সম্পত্তি, সুখপ্রদ জাগতিক সমুদয় পদার্থই যে আমার। তাহার বিন্দুমাত্র তোমার নিকট যতদিন থাকিবে ততদিন আমিও তোমার নিকট থাকিব।" নিদ্রাভঙ্গে সাধু ঈষৎ হাস্য করিয়া মহানন্দে বস্ত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন।

১৩২। মনুষ্যত্ব পার্ব্বতী ডাক্তার।

১৯১৩, সেপ্টেম্বর মাসে লেফটেনেন্ট লয়েড্ জোন্স কুটেলহ্রদ নামক স্থানে আহত হওয়ায় ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকার মারসবিট্ নামক স্থানের সব্ অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন পার্ব্বতীবাবু একপ্রকার অন্নজল ব্যতিরেকে, চারদিন একাকী একশত মাইল পথ গিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম হারকোট (১৩।৩।১৯১৪) পালিয়ামেণ্টে প্রশ্নের উত্তরে ইহাঁর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। (পার্ব্বতীবাবুর পূর্ণ নাম বা ধাম বা অন্য সংবাদ পাওয়া যায় নাই)।

১৩৩। সৌভ্রাত্র ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ার পর, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (পরে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল) ছোট ভাইগুলির বড়ই যত্ন করিতেন। কনিষ্ঠ রাজকুমারের (পরে রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর) বসন্ত রোগ হইলে এবং রোগের যন্ত্রণায় শিশু সর্ব্বদা কাঁদিতে থাকিলে ২৪ ঘণ্টার অধিকাংশ সময়ই প্রসন্নকুমার ভাইটিকে কোলে করিয়া থাকিতেন। বাঙ্গালীর অধিকাংশ ঘরে আজও এরূপ হয়, বলিয়াই বাঙ্গালীর কবি গাহিতে পারিয়াছেন :—

"ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ,

ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।"

১৩৪। বীরপূজা সঞ্জীন মুরাণো।

জাপানের স্বর্গীয় রাজা মুৎসুহিটোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কালে পোর্ট আর্থার বিজয়ী সেনাপতি নোগী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পরলোকেও প্রভুর সেবা করিবার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া সমগ্র পৃথিবীর লোককে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন। সেনাপতি নোগীর মৃত্যুর বার্ষিক উপলক্ষ্যে জাপানী বণিক সঞ্জীন মুরাণো তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব নোগীর স্মরণার্থ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। মুরাণো সপত্নীক পৃথিবীর সকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মৃত সম্রাটের স্মৃতি-মন্দিরের নিকটেই সেনাপতি নোগীর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। উহার সহিত নোগীর ঈপ্সিত শ্রম-শিল্প শিক্ষার একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় থাকিবে। বিদ্যালয়টিকে স্থায়ী রাখার জন্য মুরাণো জাপান গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১৫ লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

১৩৫। পতিতের উদ্ধার অম্বপালী।

ভগবান বুদ্ধদেব যখন বৈশালী নগরের নিকটবর্ত্তী আম্রকাননে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন নগরের যাবতীয় নরনারী প্রত্যহ দুই প্রহরের সময় তাঁহার দর্শনে যাইত। বারনারী অম্বপালী নিজের পঙ্কিল দেহ ও মন লইয়া তথায় যাইতে সাহস করিত না। কতকদূর অপরের অলক্ষ্যে গিয়া আম্রকাননের দিকে ক্ষুন্নমনে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত। লোকে দেখিলে উপহাস করিবে এই ভয়ে কেহ ফিরিবার পুর্ব্বেই সে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

হঠাৎ একদিন বুদ্ধদেব স্বয়ং অম্বপালীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন এবং ঐ বারনারীর স্বহস্তে পক্ব অন্ন আহার

করিলেন! সকল লোকে আশ্চর্য্য হইল। অম্বপালীর হৃদয় গলিয়া গেল। ভগবানের করুণাপূর্ণ স্নেহদৃষ্টিতে তাহার বুদ্ধি নির্ম্মল হইল। সে বুঝিতে পারিল যে, গৃহস্থাশ্রমে তাহার আর স্থান হইতে পারে না; কিন্তু উচ্চতর আশ্রমে তাহার প্রকৃতপক্ষে উদ্ধারের উপায় আছে। সে ধন সম্পত্তি সেই দিনই দরিদ্রদিগকে দান করিয়া মস্তক ও ভ্রূ মুণ্ডণ করিয়া কঠোর ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করিল।

১৩৬। সংযম পরীক্ষা খৃষ্টান সাধকের।

"ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেণ্ডস" নামক পরোপকার-ব্রতধারী রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী-দলভুক্ত কোন যুবক এক সময়ে ইটালি দেশে দরিদ্রের সেবায় ও রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। কোন ধনবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরমাসুন্দরী যুবতী বিধবা পত্নী ঐ যুবকের প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। ঐ সুন্দরী একদিন ঝড় বৃষ্টির সময় গভীর রাত্রে যুবকের কুটীর দ্বারে আর্ত্তের ন্যায় কাতর শব্দ করিয়া পড়ায়, যুবক মালাজপ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং অবগুণ্ঠনবতী এক রমণীকে ভূপতিত দেখিয়া টানিয়া কুটীরে লইয়া গেলেন ও অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাপ দিতে লাগিলেন। ঐ স্ত্রীলোক তখন "বক্ষে বেদনা" বলিয়া কাতরতা প্রকাশ করায় সরলমনা সন্ন্যাসী উহার বক্ষের মধ্যস্থলেও সেক দিতে লাগিলেন। অবসর বুঝিয়া দুষ্টা উহাঁর হাত টানিয়া লইয়া স্তনের উপর টিপিয়া ধরিল। "ভগ্নি, এমন কেন করিলে!" ব্যথিতস্বরে এইমাত্র বলিয়া ও হস্ত টানিয়া লইয়া সাধক প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে সেই কলুষিত হস্তটী প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ভীতা ও লজ্জিতা স্ত্রীলোকটা তখন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পলায়ন করিল।

১৩৭। দানশীলের ঘোড়া কোসিওস্কো।

পোলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি কোসিওস্কো একদিন কোন যুবককে একটী কাজে পাঠাইবার সময় বলেন "আমার ঘোড়ায় চড়িয়া যাও এবং শীঘ্র ফিরিয়া আইস।" যুবক শীঘ্রই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিল কিন্তু বলিল "আর কখন যদি আপনার ঐ ঘোড়ায় আমাকে যাইতে হয় তাহা হইলে সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা দিবেন।" কারণ জিজ্ঞাসায় যুবক উত্তর করিল, "পথে কোন ভিখারী টুপি খুলিয়া ভিক্ষা চাহিতেই ঘোড়াটা দাঁড়াইয়া পড়ে। কিছু না দিলে আর নড়ে না। আমার সঙ্গে অধিক পয়সা ছিল না। শেষটায় চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া কিছু দেওয়ার ভাণ করিতে হইয়াছিল, নচেৎ শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিতে পারিতাম না।"

১৩৮। গুরুজনের সেবা নিউইয়র্কের বালিকা।

নিউইয়র্ক নগরে একটী বালিকা ভিক্ষা করিয়া তাহার বৃদ্ধা মাতামহীর ভরণপোষণ করিত। তথায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে লোকে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিলে বৃদ্ধা অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হইল। তখন এনামেলের কৃত্রিম দন্ত প্রস্তুত হইত না; মনুষ্যের দাঁত লইয়াই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ধনীদিগের দাঁত বাঁধান হইত এবং সেই সকল দাঁত পাওয়ার জন্য উপযুক্ত মূল্যও দেওয়া হইত। নিরুপায় বালিকা পিতামহীর আহার্য্য সংগ্রহের জন্য দন্ত-চিকিৎসকের কারখানায় গমন করিয়া কহিল, "আমার দাঁত তুলিয়া লইয়া আমাকে কিছু দিউন।" চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিয়া বালিকার সকল কথা শুনিয়া উহার দন্ত গ্রহণ না করিয়াই কিছু দান করিলেন। তাহাতেই দুর্ভিক্ষের সময়টা কাটিয়া গেল।

১৩৯। নির্লোভ ও ন্যায়নিষ্ঠতা ভরত।

অযোধ্যাপতি মহারাজা দশরথের সুন্দরী পত্নী ভরতমাতা কৈকেয়ী, দৈত্য-সমরে আহত পতির একাগ্রমনে শুশ্রূষা করেন। দশরথ প্রীত হইয়া তাঁহাকে দুইটী বর দানের স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। কৈকেয়ী সে সময়ে কোন প্রার্থনা করেন নাই। দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্বগুণধাম শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যাভিষেক হইবার পূর্ব্ব দিনে কুটিলমতি দাসী মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া মহারাজের নিকট দুই বর প্রার্থনা করেন। (১) শ্রীরামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, (২) ভরতের রাজ্যাভিষেক।

শ্রীরামচন্দ্রকে কৈকেয়ী এই দুই বর প্রার্থনার কথা মহারাজের সমক্ষেই জানাইলে, পিতাকে মৌন ও একান্ত শোকার্ত্ত দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র অবিলম্বে পিতৃসত্য পালন-জন্য বনগমন অঙ্গীকার করিলেন; পিতাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে হইল না।

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ বনগমন করিলে ভরত অযোধ্যায় আনীত হইলেন। তিনি মাতার কুটিল চেষ্টায় অযোধ্যায় সূর্য্যবংশীয় চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের সিংহাসন—তখন অখণ্ড ভারতের সাম্রাজ্য বলিয়াই ধরা হইত—পাইয়াও তাহা গ্রহণ করিলেন না। ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে চিত্রকূট হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—"যাহার প্রতি যে আদেশ তাহাকে সেই আদেশ পালন করিতে হইবে—তাহাতে দ্বিধা করিতে নাই। যাহাকে বনে যাইতে আদেশ সে অবিকৃতচিত্তে তথায় যাইবে; যাহাকে রাজ্য পালনের আদেশ, তাহাকে সযত্নে রাজ্য পালন করিতেই হইবে। পিতৃ আদেশের সম্বন্ধে নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কথাটা উঠিতেই

পারে না; পিতার আদেশমতই তোমার ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া উচিত।" তখন, ভরত, জ্যেষ্ঠের সুসঙ্গত কথা শিরোধার্য্য করিয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন।

লোকে সাধারণতঃ ভাবেন যে ভরতের মাতার* ইচ্ছা ছিল, চতুর্দ্দশ বৎসরের রাজ্যকালে ভরত অযোধ্যার সৈন্য সামন্ত রাজকোষ হস্তগত করিয়া সুদৃঢ় হইয়া বসিবেন। কিন্তু ভরতের স্বভাব দুর্য্যোধনের ন্যায় ছিল না। পরবর্ত্তীকালের দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের বনবাসকালের শেষে সূচ্যগ্র ভূমি দিতে চাহেন নাই। ভরত, শ্রীরামের পাদুকা নন্দিগ্রামে একটী সিংহাসনের উপর রাখিয়া ব্রহ্মচারী বেশে শ্রীরামের প্রতিভূস্বরূপ রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। অযোধ্যার সিংহাসন যে তাঁহার নহে, ইহা প্রজাবর্গকে এবং সকলকেই সুস্পষ্ট দেখাইবার জন্য অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে উপবেশন বা রাজসভা-মন্দিরে প্রবেশ বা রাজবেশ গ্রহণ করেন নাই। নন্দিগ্রামে রাজ-প্রতিভূ বিনা আড়ম্বরে একটী সামান্য দপ্তর বসাইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।—"রাজতক্তে লাথি মেরে ফুটবল খেলেছিল দু'ভাই!"

---

*কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলেন যে. ভরতের মাতাকে ঈর্ষাপরায়ণ বা নীচ প্রবৃত্তি মনে করা বড়ই ভুল। বৃদ্ধ দশরথ যখন কৈকেয়ীকে বিবাহ করেন তখন তাঁহার পিতা কেকয় রাজার নিকট স্বীকার করেন যে, কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রই অযোধ্যায় রাজা হইবেন। দশরথ সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়া শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আদেশ দিলে কৈকেয়ী পতির সত্যরক্ষা জন্য স্বামীপুত্রের, প্রজাবর্গের এবং ভবিষ্যৎ পুরুষের ঘৃণা ও নিন্দা মাথায় তুলিয়া লইয়া ঐ দুই বর চাহিয়াছিলেন।

১৪০। বাক্‌শক্তি সর্ব্বপ্রধান শক্তি।

পুরুষস্য বাগের রসঃ—ইহা শ্রুতির উক্তি। যখন (১৮৪৫) বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কারক ষ্টীভেনসন, প্রোফেসর বক্‌ল্যাণ্ড এবং সার জন কলেট ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীলের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন তখন ষ্টীভেনসন সকল কথা গুছাইয়া বলিতে না পারায় প্রোফেসর বক্‌ল্যাণ্ডের নিকট তর্কে পরাজিত হইলেন। কিন্তু সেই তর্কই সার জন কলেট আরম্ভ করিলে প্রোফেসর বক্‌ল্যাণ্ডকে সত্বরই নিরুত্তর হইতে হইল। তখন ষ্টীভেনসন বলিলেন, "জিহ্বার বল দেখিতেছি আমার লোকোমোটিভের (বাষ্পীয় শকট) অপেক্ষাও অধিক।"

১৪১। কৃতজ্ঞতা চতুর্দ্দশ লুইস।

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুইসের নিকট তাহার সুইস সৈন্যদলের কাপ্তেন অনেক টাকার একটা বিল দাখিল করিয়া কোষাধ্যক্ষকে ঐ টাকা দিবার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করেন। কোষাধ্যক্ষ সেইখানেই ছিলেন। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন, "মহারাজ! এই সুইসদের জন্য যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা একত্রে ধরিলে প্যারিস হইতে উহাদের দেশ পর্য্যন্ত একটা অত্যুৎকৃষ্ট পাকা রাজপথ প্রস্তুত হইতে পারিত!" কাপ্তেন বলিলেন, "মহারাজ! এই সুইসেরা ফ্রান্সের জন্য শত শত যুদ্ধক্ষেত্রে যে পরিমাণে আপনাদের গায়ের রক্ত ঢালিয়াছে তাহা একত্র করিলে একটা ক্ষুদ্র নদী হইত কিনা তাহাও স্মরণ করিবেন।" রাজা প্রীত হইয়া কাপ্তেনকে নিজের তরবারিখানি দিয়া তখনই পুরস্কৃত করিলেন এবং সমস্ত টাকা তদ্দণ্ডে চুকাইয়া দিতে বলিলেন।

১৪২। সাধুতা ভিখারী বালকের।

স্কটল্যাণ্ডের জনৈক ভদ্রলোক একদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এক জীর্ণবেশধারী ভিখারী বালক পথে তাঁহার নিকট হইতে কিছু ভিক্ষা চায়। ভদ্রলোকটি তাহাকে একটি পেনি দিবেন মনে করিয়া পকেটে হাত দিলেন। পেনি ভাঙ্গান ছিল না। বালক ছাড়ে না দেখিয়া তিনি বিরক্তির সহিত তাহাকে একটি শিলিং দিলেন। বালক কহিল "আমি এখনই ইহা ভাঙ্গাইয়া আনিতেছি।" বলিয়াই বালক দৌড়িল। ফিরিয়া আসিয়া ভদ্রলোকটিকে আর দেখিতে পাইল না। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে বালক সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিতে পাইয়া বারটী পেনি উহাঁকে দিয়া বলিল—"আপনার শিলিং ভাঙ্গাইয়া এতদিন ধরিয়া আপনাকে খুঁজিতেছি, ইহার একটি আমাকে দিন।" ভদ্রলোকটি বালকের উচ্চমন দেখিয়া এতই প্রীত হইলেন যে, তাহার বোর্ডিং-স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

১৪৩। প্রাণাধিক মান জাপানী জজের।

জাপানের টেকু জেলার প্রধান আদালতের বিচারপতি শ্রীযুক্ত নাকামুরা রৈমু চরিত্রবান এবং নিতান্ত নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। অধস্তন কর্ম্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তিনি কয়েক জনকে কর্ম্মচ্যুত করান। তাহারা প্রতিহিংসা সাধনের মানসে আরও কয়েকজন মন্দ লোকের সহিত একজোট হইয়া উহাঁর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অপবাদ দিয়া এক দরখাস্ত দেয়।

তিনি (২৮।১২।১৯১২) সরকারী পোষাক পরিধান করিয়া মিজি টেনোর প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে পুরাতন জাপানী হারিকিরি রীতি অনুসারে স্বহস্তে পেট চিরিয়া আত্মহত্যা করেন। তিনি লিখিয়া রাখিয়া যান যে,

সরকারী কর্ম্মচারীদের চরিত্রহীনতা দেখিয়া এবং কাউণ্ট টেরাউচীর অধীনে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা ও ন্যায় বিচার করা অসম্ভব বুঝিয়া তিনি নিজ হস্তে জীবন নাশ করিলেন। মৃত্যুর পরে তিনি নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অবিচলিতভাবে ("তুল্য নিন্দা স্তুতির্মৌনী") দেশের উপকারে ব্যাপৃত থাকাই উচিত ছিল।

১৪৪। কার্য্যসিদ্ধির উপায় একাগ্র পরিশ্রম।

(ক) মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কারক নিউটনকে তাঁহার কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন, "এসব আবিষ্কার তুমি কি উপায়ে করিলে?" নিউটন উত্তর দেন, "এই বিষয়ের চিন্তাই অবিরত করিতাম।"

(খ) বিখ্যাত বেহালার ওস্তাদ সিয়াডিনিকে তাঁহার কোন 'সাকৃরেদ' জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার মত বাজাইতে কত দিনে শিখিতে পারিব?" তিনি উত্তর দেন, "আমার এই যন্ত্রটী আয়ত্ত করা ভিন্ন অন্য কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিল না। অথচ আমার প্রত্যহ ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম একাদিক্রমে ২০ বৎসর ধরিয়া লাগিয়াছে।"

১৪৫। ধৈর্য্য কেপলারের।

গ্রহসকলের আপনাপন কক্ষে ভ্রমণের নিয়ম প্রকাশক কেপলারের আবিষ্কারগুলির আদর তাঁহার সমকালীয়েরা করেন নাই। তিনি যখন একান্ত দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু-শয্যায় পতিত ছিলেন, তখন তাঁহার কোন বন্ধু এজন্য দুঃখ করিলে প্রশান্তমনা বৈজ্ঞানিক উত্তর দেন, "ভগবান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া কত কালই না অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন যে তাঁহার দাসেরা তাঁহার নিখুঁত কার্য্য-শৃঙ্খলা ও অপার মহিমা ক্রমশঃ অল্পে অল্পে অবগত হইবে! আমার এই সামান্য গণনার আদর সঙ্গে সঙ্গে হইবে এমনিই কি কথা ছিল?"

১৪৬। কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আদর পঞ্চম জর্জ্জ।

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ অনেক সময়ে ছদ্মবেশে একাকী পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। একদিন তিনি ডরসেটসায়ারের এক পল্লীগ্রামের শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একাকিনী একটী রমণী নিবিষ্টচিত্তে ক্ষেত্রে নিড়ানি কার্য্য করিতেছে। রাজা বলিলেন, "মাঠে কেহ নাই, অপর সকলে কোথায়?" রমণী উত্তর করিল, "সকলেই রাজাকে দেখিবার জন্য সহরে গিয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাও নাই কেন?" রমণী বলিল, "আমি ওসব দেখিতে চাই না। যে মূর্খেরা ঐ সব দেখিতে গিয়াছে, তাহাদের এক দিনের উপার্জ্জন নষ্ট হইল। আমার পাঁচটি ছেলে মেয়ে। আমার কি তামাসা দেখিবার সময় আছে?" দয়ার্দ্রচিত্ত রাজা রমণীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া বলিলেন, "তোমার যে সকল সঙ্গী রাজাকে দেখিতে গিয়াছে, তাহাদিগকে বলিও, রাজা স্বয়ং তোমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।"

১৪৭। ভাষা ভেদে নাম ভেদ একের।

একজন ভিখারী বনগ্রামের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে হরিনাম গাহিতেছিল। তিনি ভিক্ষুককে বলেন, "আমি মুসলমান, আমার বাড়ীতে তুমি হরিনাম গাহিতেছ কেন?" ভিক্ষুক তদুত্তরে বলে, "আপনি হাকিম, ধর্ম্মাবতার; আপনার কাছে কি ভগবান্ নামভেদে বিভিন্ন হইতে পারেন? এইজন্য আমি হরিনামই শুনাইয়া আপনার নিকটে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" ডেপুটি সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি টাকা ভিক্ষা দিয়াছিলেন (১৯১৩)।

১৪৮। শিল্প বাণিজ্য বেকনের উক্তি।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্ স্যার ফ্রান্সিস বেকন বলিয়া গিয়াছেন -"জাতীয় জীবনের বাল্যকালে যুদ্ধের প্রতি অনুরাগ থাকে এবং যোদ্ধারই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মাননা করা হয়, জাতীয় জীবনের যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় যুদ্ধের এবং সাহিত্যের আদর হয়; জাতীয় জীবনের হ্রাস আরম্ভ হইলে শিল্প বাণিজ্যের অধিক আদর হয়।"

অধিক জিনিসের প্রয়োজনবোধ বিলাসিতা সূচিত করে। উহাতেই কিন্তু শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সংষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজন কম থাকে। উহাদেরই দ্বারা ত্যাগ ও সন্তুষ্টম - ম্ভবে।

ফলতঃ ধর্ম্মের আদর থাকিলেই সমাজের এবং বংশের মধ্যে স্থির যৌবন থাকে - বিলাসিতা প্রবল হইতে পারে না। সামান্য আহার বিহার এবং উচ্চ বিষয়ে চিন্তা (plain living and high thinking) ঘটিতে পারে। জনগণ সংযত ত্যাগী, দৃঢ়-চরিত্র থাকিতে জাতীয় জীবনী-শক্তির হ্রাস হয় না।

১৪৯। রোগীর সেবা মিষ্টার ব্রাউন।

মিষ্টার ব্রাউন বরিশালের জমিদার। হাসান নামে উহার কোন ভৃত্য কলেরা রোগাক্রান্ত হইলে মিঃ ব্রাউন তাহাকে আপনার গৃহে রাখিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে চিকিৎসা করেন। সাধারণতঃ, ইংরাজগণ এবং ইংরাজী শিক্ষিত অহিন্দুভাবাপন্নগণ ভৃত্যদিগের কোন প্রকার পীড়া হইলে তাহাদিগকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করেন।—কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যত্বসম্পন্ন মিঃ ব্রাউন এইরূপ সংক্রামক পীড়ায়ও তাহা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "আমি তাহাকে কুকুরের ন্যায় ফেলিয়া দিতে পারি না।"

পারিবারিক প্রবন্ধে উক্ত আছে—যে ব্যক্তি যতটা পশুভাবাপন্ন ও মনুষ্যত্ব-বিহীন সে ততটা রোগীর সেবা হইতে সরিয়া থাকে ; গোয়ালে একটা গরুর অসুখ করিলে অপর গরু দড়ি ছিঁড়িয়া পলায়।

১৫০। *যুদ্ধে শিষ্টাচার* *মার্ক্ইস বুলো।*

স্পেনের আরব বিজেতাদিগের নিকট হইতে ইয়ুরোপ সভ্যতার আলোক অনেকটা প্রাপ্ত হয়। "সিভাল্রি" বা যোদ্ধৃকুলীনদিগের শিষ্টাচার উহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। বিগত ইয়ুরোপীয় মহাসমরে জর্ম্মণেরা সকল নিয়মই পদদলিত করিয়াছে। মিত্রপক্ষের কোন কোন রাজ্যে উহাদের নিকট হইতে আকাশগামী পোত হইতে সহরে বোমা ফেলা, বিষাক্ত বাষ্পের প্রয়োগ, সবমেরিণ দ্বারা বাণিজ্যপোত ডুবান, দুর্ব্বল নিরপেক্ষ রাজ্যের বলপূর্ব্বক যুদ্ধের বন্দীদিগকে অসভ্য যুগের ন্যায় দাসভাবে খাটান প্রভৃতি অশিষ্ট ব্যবস্থা কিছু কিছু লইয়াছে। তবে জর্ম্মণেরা যে যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজাণু বন্দীদিগের শরীরে প্রবেশ করাইয়া ছাড়িয়া দিয়া শত্রুর দেশে রোগের সংক্রামণ চেষ্টা করিতেছে বলিয়া শুনা গিয়াছে (১৯১৬) অথবা একজন ফরাসী ডাক্তার মেটস ছাউনির জলের কলে যে ওলাউঠার বীজাণু ঢালিয়া জর্ম্মণ সৈন্যদলের মধ্যে মহামারি প্রবেশ চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৯১৪) ভারত সংস্রবে পূত এবং ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ "ইংরাজ" তাহা কখনই করিতে পারিবেন না।

১৫১। *কর্ম্মশক্তি ও স্বল্পাহার* *বৈদ্যুতিক এডিসন।*

আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ ফনোগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কারক এডিসন ৬৭ বৎসর বয়সেও (১৯১৩) যুবার ন্যায় কার্য্য করিতে পারেন। ফনোগ্রাফ যন্ত্রের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি দিনের পর দিন প্রত্যহ

২২ ঘণ্টা করিয়া খাটিয়াছেন; ২ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন। কারখানাতেই খাওয়া দাওয়া চলিত; কারখানার বেঞ্চের উপরই শয়ন করিতেন; তাঁহার মুখে একদিনের জন্যও ক্লান্তি অথবা অবসাদের ছায়া পরিলক্ষিত হয় নাই।

এত অল্প নিদ্রা সম্বন্ধে কোন যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে এডিসন উত্তর করেন; "আমি ছেলেবেলায় খবরের কাগজ বিক্রয় করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতাম। ভোর ৪টায় বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হইত—রাত্রি ৯।১০টা পর্য্যন্ত আমি কাগজ বিক্রয় করিতাম। ইহার পর রাত্রি জাগিয়া আমি তড়িৎ বিষয়ক পরীক্ষা করিতাম। ১২টার আগে কোন দিন আমার ভাগ্যে নিদ্রালাভ ঘটিত না; ভিনিস নগরে লুই কর্ণারো নামক একব্যক্তি অল্পাহার করিয়া শতবর্ষাধিক কাল জীবিত ছিলেন। আমার পিতামহও অল্পাহারের ফলে ১০৪ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। আমার পিতাও স্বল্পাহারী দীর্ঘজীবি এবং নীরোগ ছিলেন। পিতৃদেবের আদর্শ ছোটবেলা হইতেই আমার মনের উপর কার্য্য করিয়াছিল। অল্পাহারে আমার মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকে—শয়নমাত্রই নিদ্রা হয়। আমার স্বাস্থ্য এত ভাল যে, এই সামান্য নিদ্রাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

১৫২। ভাগ্যের নির্দ্দেশ সেই আটচল্লিশ।

কলিকাতার কোন ছাত্রাবাসে একটী রাঁধুনি ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার মাহিনা ছিল মাসে ৪৲ টাকা; খাওয়া পরা পৃথক। তিন চারি বৎসর ধরিয়া সে বার্ষিক ৪৮টী টাকা জমাইল। দেখিল যে ছাত্রাবাসের অনেক ছেলে পাশ করিয়া উকীল হইয়া টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। ইচ্ছা হইল সেও লেখা পড়া শিখিবে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পড়ার ইচ্ছা

দেখিয়া কয়েকজন সদাশয় ছাত্র অল্প অল্প সময় তাহার সাহায্যে দিল। সে কয়েক বৎসরেই প্রাইভেটে এণ্ট্রান্স ও এল-এ পাশ করিয়া কমিটির আইন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইল। ওকালতী আরম্ভ করিতেই পসার হইল। টাকাও যেমন আসিতে লাগিল ব্যয়ও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িল। ভাল বাড়ী, গাড়ী, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সবই হইল। তিন বৎসর এই ভাবে গেলে ব্রাহ্মণ খতাইয়া দেখিল, যে বৎসরে ৪৮৲ টাকা বাঁচিতেছে। তখন একটি বড় লোহার পেরেক লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে গেল এবং নানা স্থানের পাথরে ঐ পেরেকটি ঠেকাইতে লাগিল; ইচ্ছা যে, পরেশ-পাথর (স্পর্শ মণি) খুঁজিয়া বাহির করিবে। প্রায় মাস ছয়েক পরে একদিন প্রাতে দেখিল যে পেরেকটি সোণা হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব দিনে কয়েক ক্রোশ চলিয়া যে কোথায় কোন কোন পাথরে উহা ঠেকাইয়াছিল, তাহা আর স্থির করিতে পারিল না। আন্দাজে পাহাড়ের সেই অঞ্চলটায় ছয়মাস ধরিয়া লোহার টুকরা ঠেকাইয়া বেড়ায় আর প্রাতে দেখে লোহাই আছে। শেষে ঐ অনুসন্ধান ছাড়িয়া সহরে ফিরিয়া পেরেকটী ওজন করিয়া বিক্রয় করিল। দেখিল যে ৩ ভরি সোণায় ১৬৲ ভরিতে ৪৮৲ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে! রন্ধনে, ওকালতিতে, ভিক্ষা বৃত্তিতে, স্পর্শ-মণি প্রাপ্তির চেষ্টায় ঘুরিয়া সেই আটচল্লিশ!

পূর্ব্বোক্ত গল্পটির ভাবার্থ এই যে, ভাগ্য কোন কোন স্থলে সঞ্চয়ের বা উপার্জ্জনের পরিমাণ সমগ্র জীবনের জন্য একই ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়া দেন। সাধারণতঃ কখন সৌভাগ্য কখন দুর্ভাগ্য ঘটে—সমগ্র জীবনের জন্য এক নিয়ম প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু ঠিক একরূপ মাপ বাস্তব জীবনেও কখন কখন দেখা যায়:—

কোন সুধীর, বুদ্ধিমান, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সুখ্যাতির সহিত বি-এ, এম-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবামাত্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন কলেজে

২০০৲ টাকা মাহিনায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে বি-এল পাস করিয়া আসিয়া বিহারের কোন সহরে ওকালতি আরম্ভ করিলে প্রায় দুই শত টাকা করিয়াই আয় হইল। পরে বঙ্গদেশের কোন কলেজে ১৫০৲ মাহিনায় আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে আদালত হইতে টাকা পঞ্চাশেক মাত্র আয় হইতে লাগিল। তৎপূর্ব্বে একবার মুন্‌সেফি গ্রহণ করিলে দুইশত টাকা করিয়া কয়েকমাস পাইয়াছিলেন। পরে বিহারে অপর এক সহরে ওকালতি করিতে গেলে মাসে সেই দুইশত আন্দাজ আয় হইল। তথাকার ট্রেণিং স্কুলে মাসিক ১২৫৲ টাকায় আইন অধ্যাপক হইলে ওকালতির আয় কমিয়া মোট সেই দুইশত আন্দাজে দাঁড়ায়। মুন্‌সেফিতে থাকিলে অবশ্য বেতন বৃদ্ধি হইত। কিন্তু ভাগ্য তাহা থাকিতে দেয় নাই বলিয়াই দেখা গেল। সেরূপ উচ্চ-শিক্ষিত নিখুঁত ভাল লোক কমই দেখা যায়। তিনি অধ্যাপকের পদে স্থির থাকিলে অবশ্যই তাঁহার পরে সেই পদে যিনি আসিয়াছিলেন তাঁহার ন্যায় বেতন বৃদ্ধি হইতে পারিত, কিন্তু সেখানেও স্থির হইয়া থাকা ভাগ্য ঘটিতে দেয় নাই।

১৫৩। রহস্য বা তত্ত্বকথা ব্রজলীলা।

৺বঙ্কিমবাবু যখন শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র হইতে ব্রজলীলাটা সমগ্র "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া বাদ দিতেছিলেন, তখন পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, "শুক মুখ হইতে গলিত অমৃত ফলটাতে এরূপে ইউরোপীয় ছুরি চালাইতে থাকিলে প্রায় সমস্ত রসই মাটিতে পড়িয়া যাইবে এবং আঁটি ও খোলাই প্রধানতঃ হাতে থাকিবে।" ৺কাশীধামে (৩রা মাঘ, ১৩২৬) বক্তৃতার সময় শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, যে ভাষার কথার অর্থ বুঝিতে চাহ সেই ভাষারই অভিধান দেখিতে হয়।

(১) এক ইংরাজ "হরিবোল" শব্দ শুনিয়া ইংরাজী অভিধানে দেখিলেন "হরিবল" (horrible) অর্থাৎ "ভীষণ"! আর এক ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বঙ্গ নারী "সিরাপিস্" জাহাজ দেখিতে গেলে কাপ্তেন যখন বলিলেন "কাম অন্ থার্সডে" (Come on Thursday) তাহাতে বুঝিলেন-'কামান ঠাসচে'। সেইরূপ কৃষ্ণলীলা বুঝিতে ভক্তের অভিধান (যো মাং জানাতি তত্ত্বতঃ) ব্যবহার করিতে হয়। মনে রাখিতে হয় যে. পরম পবিত্র সুপণ্ডিত ভক্তেরাও যখন শ্রীকৃষ্ণ ননীচোর, বস্ত্রচোর, মনচোর, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন তখন সে সম্বন্ধে "ভক্তের" ব্যাখ্যাই জানা আবশ্যক; তাঁহারা সত্য সত্যই পাগল নহেন যে. চুরি এবং সাধারণ নেড়ানেড়ির ভ্রষ্টাচারকে—অপব্যাখ্যাকে—অনুমোদন করিবেন!

ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে "স্বয়ং ভগবান" বলেন, অথচ সজল নয়নে বলেন তিনি চোর, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনিতে হয় না; পরমার্থ হইতে হৃদয়-কপাট বন্ধ করিয়া রাখিলেও তিনি ঐ দ্বার উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে আইসেন। (শাক্ত-সাধক এই ভাবের কথাই সুস্পষ্টভাবে গাহিয়াছেন—

—"আমিত জীবনে চাহিনি তোমারে,
তুমিই আমারে চেয়েছ।
না ডাকিতে তুমি হৃদয় মাঝারে
সেধে এসে দেখা দিয়েছ;
ওপথে যেওনা ফিরে এস বলে
কাণে কাণে কত বলেছ!
চির অপরাধী সন্তানের বোঝা
হাসি মুখে তুমি বয়েছ।
আমার নিজ হাতে গড়া বিপদ মাঝারে
বুকে ধরে তুমি রয়েছ।")

ব্রজগোপীর ননী (সুখাস্বে আসক্তি), বস্ত্রালঙ্কার (বেশ ভূষায় আসক্তি), মন (ইতস্ততঃ ধাবমান চঞ্চল বায়ুর ন্যায় মন) তিনি 'চুরি' করিয়া লইয়া থাকেন। নিষ্কাম ভক্তের তাহাতে সমাধি হয়। (তিনি যে জীবকে ভালবাসেন। অর্জ্জুনকে গীতায় বলিয়াছিলেন—"প্রতিজানি প্রিয়োসি মে"; সেইজন্য তাহার বন্ধন মুক্তির সহায়তা করিতে ব্যগ্র।) তাঁহার বংশীধ্বনি (বিষয়-বৈরাগ্যের সুস্পষ্ট আহ্বান='মন্মনাভব', 'মামেকং শরণং ব্রজ') কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলে প্রাণ আকুল করে—গৃহ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে দেয় না। (শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের স্বামী দয়ানন্দজী বলিয়াছিলেন যে, বৈরাগ্যের সম্বন্ধে শ্রীভগবানের ডাক হৃদয়ে সুস্পষ্ট অনুভব করিবামাত্র তাঁহাকে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছিল; কোন কিছুই বাড়ীতে গুছাইয়া আসেন নাই!) 'ব্রজগোপী' বলায় শুধু স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করে না। মীরাবাই প্রকৃতই বলিয়াছিলেন, ত্রিজগতে তিনিই যে ***একমাত্র পুরুষ। প্রকৃতি*** প্রাধান্যে জীবমাত্রে স্ত্রী। স্থাবর জঙ্গম সকলকেই তিনি আকর্ষণ করেন। তাই যমুনার জল উজান বয়; শুক, সারি, গো, সকলেই বংশীধ্বনিতে উৎকর্ণ! লম্পট শব্দে বুঝায়, যে আত্মসুখ মাত্রই চাহে—যে অপরের কাছে যায়। ভক্ত বলেন "শ্রীভগবান! তুমি আমার একার নহ; তবু তোমাকেই ভালবাসি—তোমার একনিষ্ঠ ভালবাসার প্রতিদানস্বরূপ নহে—ভালবাসিতে ভাল লাগে বলিয়াই ভালবাসি। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, অবাধে কর; তাহাতেই আমার সুখ।" [এক পাদ্রি সাহেব প্রার্থনা (প্রেয়ার) সম্বন্ধে অনেক কথা কোন বাঙ্গালীকে বলিতেছিলেন। বাঙ্গালীটী শুধু চুপ করিয়া শুনিতেছেন দেখিয়া বলেন "তোমার কোন মত প্রকাশ করিতেছ না, কেন?" বাঙ্গালীটী বলিলেন "আমরাও চিত্ত-চাঞ্চল্য হইলে প্রার্থনা করি পুত্রং দেহি, যশো

দেহি, বলিয়া ফেলি। কিন্তু আমাদের 'উচ্চ'-অঙ্গের সাধকে তাহা করেন না। প্রার্থনার অর্থ কি? আমি যাহা ফরমাইস করিতেছি তুমি তাহা কর (মাই উইল বি ডন্)! তাঁহারা বলেন "যথেচ্ছসি তথা কুরু" (দাই উইল বি ডন্) ইহা নিরাশায় নির্ভর নহে; ইহাতেই শান্তির প্রকৃত আনন্দবোধ।"]

গোপীরা পূর্ব্বজন্মে কঠোর-তপা ঋষি ছিলেন। উহাঁরা কাম-গন্ধ-বিহীন। উহাঁদের পুত্রাদি হয় নাই। উহাঁদের মন ছিল কৃষ্ণে, গৃহ কার্য্য করিতেন কলের পুতুলের ন্যায়। সাধারণ মানবের মন থাকে সংসারে—শ্রীভগবানকে অস্পষ্টভাবে কখন কখন স্মরণ হয়। ঠিক তাহার উল্টা দিকে জীবন্মুক্তের ভাব। আবার সে কিছুই চাহে না, দিতেই ব্যগ্র! রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ৮।১০ বৎসর। চারিদিকে দর্পণ রাখিয়া মধ্যে এক শিশুকে দাঁড় করাইলে সে যেমন নিজের মূর্ত্তিকেই ধরিতে এদিক ওদিক নাচিয়া যায়—সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ গোপীর স্বচ্ছ-হৃদয়ে নিজেরই প্রতিকৃতি দেখিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। তিনি আত্মারাম—তিনি পূর্ণানন্দ এবং সেই আনন্দ নিজেও উপলব্ধি করেন। উচ্চতত্ত্ব দিয়া লীলা বুঝিতে হয়।"

১৫৪। ক্ষমা সন্ন্যাসীর শিষ্য।

একদা একদল অশ্বারোহী সৈন্য একটী ক্ষুদ্র নদী পার হইতেছিল। এমন সময় এক সন্ন্যাসীর শিষ্য কলসী লইয়া ঘাটে জল লইতে আসেন। কলসী ডুবানয় তাহাতে জল প্রবেশের শব্দে একটী ঘোটক ভয় পায় ও লাফালাফি করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে সেনাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সন্ন্যাসীর শিষ্যকে এরূপ বেত্রাঘাত করিতে থাকেন যে, তাহার পিঠ কাটিয়া রক্ত পড়ে। সন্ন্যাসীর শিষ্য নিস্তব্ধভাবে প্রহার সহ্য করিতে

লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে জল দিয়া শোণিত ধৌত করিতে লাগিলেন। দূর হইতে ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার গুরু "বৎস! ফিরাইয়া দাও, ফিরাইয়া দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। শিষ্য গুরুর অভিপ্রায় না বুঝিয়া উপরে আসিতেছেন এমন সময় স্খলিতপদ হইয়া সেনানীর ঘোটক সেনানীসহ নদীর পাড় হইতে পড়িয়া যায় এবং সেনানী সাংঘাতিকরূপে আহত হন। তখন সন্ন্যাসী, শিষ্যের নিকটে আসিয়া তাহাকে বলিলেন "তুই আজ নরহত্যা করিলি? সেনানীকে প্রাণে মারিলি?" শিষ্য উত্তর করিলেন "গুরুদেব! আমি কিরূপে উহার প্রাণ সংহার করিলাম? পাছে উহার প্রতি আমার ক্রোধ হয় সেইজন্য উঁহার দিকে দৃষ্টিপাতও করি নাই।" গুরু বলিলেন "তুই ক্রোধ করিস নাই বটে, কিন্তু মনে মনে দুঃখ পাইয়াছিস্, তোর মুখে কষ্টের চিহ্ন দেখিয়াইত আমি বার বার 'ফিরাইয়া দাও, ফিরাইয়া দাও' বলিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছিলাম। যদি ক্ষমা করিতেই পারিবিনা, তাহা হইলে অন্ততঃ একটা গালি দিয়াও অত্যাচার ফিরাইয়া দিলি না কেন? তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত না।"

শিষ্য বলিলেন "গুরুদেব, আমি সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কুকার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে যদি আমি প্রীতমনে ক্ষমা করি তাহা হইলে কি সেনানী বাঁচিতে পারেন?" গুরু বলিলেন "নিষ্কপট-ভাবে ক্ষমা করিলে ফল হইবে।" শিষ্য মনের ক্ষোভ তাড়াইয়া ঐকান্তিকতার সহিত শ্রীহরির নিকট সেনানীর প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণপরে সকলেই দেখিলেন যে, সেনানী চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়াছেন। তখন "আপনি আজ আমার নরক হইতে রক্ষা করিলেন" এই বলিয়া শিষ্য গুরুপদতলে লুণ্ঠিত হইল।

১৫৫। দানধর্ম্ম গাই-হাঁসপাতাল।

ভারতের চিরকালের শিক্ষা এই যে, "দানের জন্য ধন এবং ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য জীবন।" ভারত কর্ম্ম-ভূমি; অপর সকল দেশ, ভোগ-ভূমি। সামান্য বাড়ীতে, সামান্য পরিচ্ছদে ভৃত্যদিগের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ রাখিয়া এদেশের ধনী জমিদারগণ কত বড় বড় দীর্ঘিকা সাধারণের জন্য করিয়া দিতেন; দরিদ্রকে খাওয়াইয়া এবং পাঠনারত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অর্থদান এবং সম্মান করিয়া আনন্দলাভ করিতেন।

ইংরাজ সংস্রবে এদেশে ভোগ বিলাসিতার বৃদ্ধি বড়ই ক্ষোভের বিষয়। এখন পোষ্যবর্গকে পালন করা একটা কষ্টের কথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে; তাহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া একই ভাবের আহার্য্য গ্রহণ ইংরাজী শিক্ষিতেরা আর করেন না। কিন্তু ইংলণ্ডের মধ্যেও দুই এক জনের মধ্যে নিজের উপরে খরচ কম এবং সঞ্চিত অর্থ সাধারণের উপকারে অকাতরে দান দেখা যায়। ইংরাজী-শিক্ষিতগণ সে উদাহরণগুলি যেন স্মরণ রাখেন।

লণ্ডনে "গাই (Guy) হাঁসপাতাল" একজন বিখ্যাত কৃপণের স্থাপিত। তাঁহার কাছে এক ব্যক্তি দেখা করিতে গিয়া বলেন "আমি কৃপণ; কিন্তু আপনি বিখ্যাত কৃপণ; আপনার নিকট ঐ বিষয়ে কিছু শিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" "গাই" ক্ষুদ্র বাড়ীতে অন্ধকার ঘরে বসিয়াছিলেন; ঐ ব্যক্তি দেখা করিতে আসিলে বাতি জ্বালেন; এখন তাঁহার কথা শুনিয়াই বাতিটী নির্ব্বাপিত করিয়া বলিলেন, "এ সকল কথা ত অন্ধকারেই হইতে পারে।" সে ব্যক্তি বলিল "আর বলিতে হইবে না। আমার শিক্ষালাভ হইয়াছে!" এই আদর্শ কৃপণের সঞ্চিত প্রভূত অর্থে হাঁসপাতালটী লণ্ডনে যে কত উপকার আজও করিতেছে তাহা বলা যায় না।

১৫৬। সেবা ধর্ম্ম ফ্যানি মুলার।

ফ্যানি মুলার দরিদ্র-কন্যা। স্ব-গ্রামের জীন ওয়াটের সহিত বিবাহের কথা ঠিক হয়। দুজনেই দরিদ্র, একজন্য উভয়ে স্থির করে যে, দিনকতক চাকরী করিয়া কিছু টাকা জমাইয়া তাহার পর বিবাহ করিবে। ওয়াট পল্লীগ্রামে এক বড়মানুষের বাড়ী চাকরী আরম্ভ করিল। ফ্যানি প্যারিসের এক হোটেলে ৩৫ ফ্রাঙ্ক মাহিনায় চাকরাণীর কার্য্য আরম্ভ করিল। তাহার পরিষ্কার কাজে এবং শিষ্ট আচরণে সকলেই তুষ্ট হইতেন। কিছুদিন পরে একজন ইটালীয় সৈনিক পুরুষ ঐ হোটেলে আসেন। তিনি প্রথমে নেপোলিয়ানের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পায়ে একটা বিষম ঘা ছিল। ফ্যানি ঐ ঘা রোজ ধুইয়া দিত। তাহার সহানুভূতিপ্রসূত কোমল স্পর্শে ঘা ধুইবার সময়ে যন্ত্রণা অন্য সকলের হাত অপেক্ষা কম হইত। কিছুদিন পরে টাকা ফুরাইয়া গেলে হোটেলওয়ালারা ইটালীয় অফিসরকে বাহির করিয়া দিল। করুণহৃদয়া ফ্যানি তাঁহাকে একটী সামান্য ঘর ভাড়া করিয়া দিয়া সেখানেও উহাঁর ঘা ধুইয়া দিতে যাইত। সেখানে উক্ত অফিসর গীতবাদ্য শিখাইয়া কিছু অর্জ্জন করিতেন। কিছুদিন পরে ঘা সারিয়া গেলে হতভাগ্য অফিসরের পক্ষাঘাত রোগ হইল। তখন ফ্যানিই উহাঁর ভরণ-পোষণ করিতে লাগিল। ফ্যানির সঞ্চিত ধন ফুরাইয়া গেল; কিছু দেনাও হইল। ঐ সময় ওয়াট তাহার সঞ্চিত ধন লইয়া বিবাহ করিতে আসিল। ফ্যানি বলিল, "বিবাহ করিয়া আমরা চলিয়া গেলে ইহাঁর কি হইবে?" ওয়াটও ফ্যানির অনুরূপ উচ্চমনা ব্যক্তি। উহার সঞ্চিত ধন বৃদ্ধের ভরণ-পোষণ জন্য ফ্যানির হস্তে দিয়া সে আবার চাকরী করিতে গেল। ইহার ১৫ বৎসর পরে ঐ অফিসরের মৃত্যু হইলে উহারা যখন বিবাহ করিল তখন স্থানী পাদ্রি এই অশ্রুতপূর্ব্ব

সংযম ও দয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া উহাদের বিবাহের যৌতুক স্বরূপ "মনন্থিয়ন প্রাইজের" (মুসেঃ মনন্থিয়ন প্রতিষ্ঠিত "মনুষ্যত্বের পুরস্কার") ১০ হাজার ফ্রাঙ্ক দেওয়াইয়াছিলেন।

১৫৭। এদেশের প্রয়োজন কৃতকর্ম্মা শিক্ষক।

কৃষ্ণদাস নামক এক অন্ধ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষার্থ বিচরণ করিত। একদিন কোন নদীর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলে তথায় উপবিষ্ট এক ব্যক্তি উহার পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে নদীতে এখন জল কত?" কৃষ্ণদাস সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সে ব্যক্তিও অন্ধ—উহার অবস্থা এবং নদীর অবস্থা দেখিতে পাইলে সে ব্যক্তি উহাকে একথা জিজ্ঞাসা করিবে কেন? কৃষ্ণদাস হাসিয়া উত্তর করিল, "যেমন আপনাতে ও আমাতে—অর্থাৎ কানায় কানায়।"

আমাদের দেশের অবস্থা এখন অনেকস্থলে ঐরূপই হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ভাল ভাল বাড়ী কিন্তু অধ্যাপকের বিদ্যা খুবই কম! নানা স্থানে অনেক অসংযমী ও অনাচারী ধর্ম্মব্যাখ্যা ও যোগশিক্ষা দিতেছেন! হাতে হেতেরে কাজ করিতে পারেন না এমন সব প্রোফেসর বিজ্ঞানের "গল্প শুনাইয়া" ছাত্র পাস করাইতেছেন। অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।

এত ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের পাস করা লোক থাকিতে এ দেশীয় দরিদ্র কুটিরে সাবেক দেশীয় তাঁতে লাগাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী খুব সস্তা একটা 'ফ্লাইশাট্‌ল' বা ঠোকাঠুকি তাঁতের মাকুর ফ্রেম প্রস্তুত এবং প্রচারিত হইতে পারিল না!

১৫৮। শান্তিপ্রিয়তা ভারতবর্ষ।

ভারতবাসীর শান্তিপ্রিয়তার জন্যই ভারতে এত অল্প সৈন্য এবং পুলিশ দ্বারা শান্তি রক্ষা হয়। অনেক ইংরাজ তাহা বুঝেন না। মনে করেন উঁহাদেরই বাহাদুরীতে এরূপ অখণ্ড শান্তি রক্ষিত! কিন্তু সার চার্লস কীভল্যাণ্ড, যিনি ভারতবর্ষের ক্রিমিন্যাল ইণ্টেলিজেন্স (অপরাধ সম্বন্ধীয় সম্বাদ) বিভাগের ডাইরেক্টর—তিনি অবস্থাটা ঠিক বুঝিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জর্ম্মণেরা টাকা দিয়া এবং লোক পাঠাইয়া মার্কিণ দেশস্থিত কতক ভারতবাসীকে (তাহাদের কেহ কেহ যে মার্কিণ সংস্রবে একটু রজোগুণ-সম্পন্ন হইয়া পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি?) বিগড়াইয়াছিল; কিন্তু কি হিন্দু, কি মুসলমান, ভারতে অন্য কাহাকেও সুপথ-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি বলিয়াছেন:—

"শান্তিভঙ্গ যে হয় নাই সেজন্য ভারতীয় পুলিশের এবং উহার যে বিভাগ আমি পরিচালনা করি তাহার বাহাদুরি পাইতে আমার অনিচ্ছা ছিল না; কিন্তু আমি আনন্দের সহিত স্বীকার করি যে, ভারতবাসীদিগের সুবুদ্ধিই (মাথার ঠিক) প্রধান কারণ। যদি জনসাধারণের ঔদাস্য বা 'বিরুদ্ধভাব' থাকে তাহা হইলে চক্রান্তকারীরা কোথাও সুবিধা পায় না।"*

* I should like to be able to say that the frustration of the plots has been due to the Indian Police and the branch of the service under me. But I gladly admit that it has been chiefly to the sanity of the Indian people which has withheld its support. Plots and conspiracies are very severely handicapped when the public environment is apathetic or hostile to the conspirators.

ইংরাজ বিজিত বোয়ারদিগকে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দিয়াছেন, তথাপি ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কিছু বোয়ারে বিদ্রোহ করিয়াছিল। ইংরাজের ঘরের গায়ে আয়র্লণ্ডেও বিদ্রোহ হইয়াছিল। কিন্তু বিশাল ভারত উপশান্ত (১৯১৬)। ইহা কম কথা নয়। ভারতবাসী শ্রীভগবানে নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই সৎকার্য্য করে ; পরকালের এবং বিশ্বনিয়ন্তার দিকেই তাহার দৃষ্টি। আবেদন নিবেদন তাহার সর্ব্বোচ্চেরা একেবারেই করে না—বলে, "যথেচ্ছসি তথা কুরু।"

১৫৯। মোহভঙ্গ — *ব্রাহ্মণ প। [illegible]।*

মোহ ভঙ্গ হইলে আর সুখ দুঃখ থাকে না। জগতের অনিত্যতার পূর্ণ উপলব্ধিতে জীবন্মুক্ত অবস্থা হয়। তখন ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে নির্ব্বিকৃত-চিত্তে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যগুলি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পালন করিয়া যাওয়া চলে। উহাতেই "শান্তির বিমল আনন্দ।"

কোন স্থানে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট একটী সূক্ষ্মধী যুবক শাস্ত্রাভ্যাস করিতেছিলেন। শিষ্যের নির্ব্বিকার চিত্ত এবং সুসংযত আচার দেখিয়া অধ্যাপকের বড়ই বিস্ময় বোধ হইল। ওরূপ উচ্চদরের লোক তিনি কখন দেখেন নাই। তাঁহার দেখিতে কৌতূহল হইল যে, কিরূপ পরিজনের মধ্যে এরূপ ছাত্রের জন্ম ও পালন হইয়াছে।

পণ্ডিত, ছাত্রের গ্রামে গিয়া তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ছাত্রের অনেক প্রশংসা করিলেন। পিতা স্থির হইয়া শুনিলেন। তখন অধ্যাপক (তিনি বিদ্বান হইলেও যে নীচু দরের লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, নচেৎ পরীক্ষার্থেও মিথ্যা বলিতেন না) বলিলেন

যে, তাঁহার অমন ভাল ছাত্রটি পনর দিন হইল গতাসু হইয়াছে। পিতা তাহাতেও কোন উত্তর দিলেন না। সুখের সংবাদে হর্ষ ও দুঃখের সংবাদে বিষাদ লক্ষ্য করিতে না পারিয়া পণ্ডিত ছাত্রের পিতাকে বলিলেন "ছেলেটীকে বড়ই ভাল বাসিয়াছিলাম—আমারই কত দুঃখ হইয়াছে!" পিতা বলিলেন :—

একবৃক্ষসমারূঢ়া নানাজাতিবিহঙ্গমাঃ।
প্রাতর্দশ দিশো যান্তি কা কস্য পরিবেদনা॥

অর্থাৎ (মহাত্মা রামমোহন রায়ের ভাষায়)—

"নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশীথে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে তারা দশদিকে ধায়।
তেমনি জানিবে যত, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে সবে কেহ কা'র নয়।"

ছাত্রের পিতার এইরূপ পরীক্ষা লইয়া অধ্যাপক ছাত্রের মাতাকে ডাকাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ কথা বলিলেন। মাতাও পুত্রের প্রশংসায় হর্ষ বা মৃত্যু সম্বাদে শোক প্রকাশ করিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে মাতা বলিলেন—

অযাচিতেন মদ্‌গর্ভে দৈবেন পরিদীয়তে।
দীয়তে হীয়তে চৈব কা কস্য পরিবেদনা॥

—দৈব দিয়াছিলেন, দৈব লইয়াছেন তাহাতে সুখ দুঃখ কি?

(বাইবেলেও আছে—The Lord gave, Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা দিয়াছিলেন তাহা তিনিই লইয়াছেন। তাঁহার মঙ্গলময় নাম জয়যুক্ত হউক।)

অধ্যাপক তখন ছাত্রের পত্নীকেও ঐরূপে পরীক্ষা করিলেন, তিনিও

নির্ব্বিকল্পভাবে রহিলেন এবং পতি-বিয়োগেও দুঃখিত না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন—

অন্যানি বনকাষ্ঠানি নদী বহতি সঙ্গমে
সঙ্গমে বিয়োগেচৈব কা কস্য পরিবেদনা ॥

নদীতে অনেক বনের কাঠ ভাসিয়া যায়; কখন দুটা একত্রে ভাসে, কখন বা আলাদা হইয়া ভাসে, ইহাতে কাহার কি দুঃখ ?

অধ্যাপক ফিরিয়া আসিয়া ছাত্রেরও বিশেষরূপ পরীক্ষা লইবার জন্য বলিলেন, "তোমার পিতা, মাতা ও স্ত্রীর প্রশংসা তোমার গ্রামে ধরে না, কিন্তু উহাদের এবং তোমার ছোট ভাইটীর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে।" ছাত্র বলিলেন—

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য বন্ধু সহোদরঃ
কায়ঃ প্রাণেন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা ॥

—মাতা, পিতা, বন্ধু, সহোদর কে কাহার ? কায় এবং প্রাণের সম্বন্ধ। উহাতে কাহার কি দুঃখ হইতে পারে ?

১৬০। জ্ঞান ও একাগ্র ভক্তি গঙ্গাস্নান।

হরিহরক্ষেত্রে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন মেলায় লোকারণ্য। ৺গঙ্গা-গণ্ডক সঙ্গমে স্নানের জন্য দলে দলে লোক চলিতেছে। পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত লোকেরই কি স্নানের ফল হইবে ?" মহাদেব বলিলেন, "খুব কম লোকই শুধু স্নানের জন্য আসিতেছে। বেচা কেনা, তামাসা দেখা, আমোদ প্রমোদ, ঘোড় দৌড়, দল বাঁধিয়া বসা, নাচ তামাসা, এই সকল অধিকাংশের উদ্দেশ্যই জড়িত। যাহারা কেবল স্নানের জন্যই আসিতেছে তাহারাও সঙ্কল্পিত বিষয়ের সভক্তিক জ্ঞানবিহীন এবং চিত্তস্থির

রাখিতেছে না। নানাদিকে মনকে বিচলিত হইতে দিতেছে; পরীক্ষা করিয়া দেখিবে চল।"

পার্ব্বতী পরম রূপবতী যুবতী সাজিয়া পথের ধারে বসিলেন। তাঁহার পার্শ্বে অতিবৃদ্ধ কুরূপ পতির মৃত-দেহরূপে মহাদেব শুইয়া রহিলেন। পথিক অনেকে দাঁড়াইয়া পার্ব্বতীর রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার কাতর ক্রন্দনে এবং "এখন আমার কি দশা হইবে, আমার যে কোথাও আর কেহ নাই; আমি কি করি" প্রভৃতি কাতর বাক্যে কেহ ভ্রূক্ষেপ করিল না; যুবতীর রূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল; দু একজন মদ্যপ পাষণ্ড এবং ভেকধারী দুষ্ট বলিল, "আমার সহিত আইস, সুখে রাখিব। ঐ কুৎসিৎ মৃতদেহ ঐখানেই পড়িয়া থাক। ডোমে ফেলিয়া দিবে।"

পবিত্র-চরিত্র একজন ব্রাহ্মণ ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "মাথায় একটী ফুল রাখিয়া এবং হৃদয়-কমল সর্ব্বান্তঃকরণের ভক্তিসহ ভগবানকে অদ্য দান করিয়া গঙ্গা-গণ্ডকী-সঙ্গমে ডুব দিলে পাপনাশিনী গঙ্গার বারিকণার শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রের পথে শরীরে গূঢ়ভাবে প্রবেশ করিবে। ভগবানের করুণা-বিগলিত ঐশী শক্তিই যে জীবের গন্তব্যস্থানে বহনকারিণী মা গঙ্গা! অদ্য সেই ঐশী শক্তি সর্ব্বশরীর পবিত্র করিয়া মনের ও বাসনার নাশ করিয়া দিবে। পূর্ব্বকালে এই স্থানে এই দিনেই ত পাপরূপী গ্রাহ (কুম্ভীর)-গ্রস্ত গজরূপী মানব তাহার হৃদয়কমল কাতরভাবে ভগবানকে অর্পণ করায় হরিহর-নাথরূপে ভগবান তাহার রক্ষা করিয়াছিলেন। পরমদয়াল শ্রীভগবান এই অধম সন্তানকেও দয়া করুন।" সজ্ঞান সভক্তিক ভাবে একাগ্রমনে পথে যাইবার সময় ব্রাহ্মণ আশে পাশে দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই; পথ-পার্শ্বের ঐ জনতা তিনি দেখিতেই পান নাই। এই ভাবে গিয়া স্নান

করিয়া ৺হরিহরনাথ দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার হৃদয়ে পরম শান্তি পাইলেন এবং সর্ব্বত্রই সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মার দর্শন পাইতে লাগিলেন। জীবন্মুক্ত ব্রাহ্মণের ফিরিবার সময় ঐ জনতা দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি যুবতীকে বলিলেন, "মা! অনিত্য জগতের দুঃখও অনিত্য। এই পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যদিনে তোমার পতি জীর্ণদেহ ত্যাগে সদ্গতি ও শান্তি লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। দেবীরূপা কল্যাণী তুমিও সেই নিত্যধামে গিয়া তাঁহার সহিত একদিন মিলিত হইবে। এখন চল ইহাঁকে সঙ্গম-স্থলের নিকটস্থ মহাশ্মশানে লইয়া গিয়া পবিত্র বারিতে ধৌত করিয়া ভক্তিভাবে আমরা সৎকার করি। তাহার পর ইচ্ছা হয় আমার গৃহে কন্যার ন্যায় থাকিবে বা অন্য কোন উপায় যদি করুণাময় তখন দেখাইয়া দেন, তাহাই করা যাইবে।" ব্রাহ্মণ শব তুলিবার জন্য স্পর্শ করিবামাত্র উহাতে স্পন্দন লক্ষিত হইল। বৃদ্ধ অনতিবিলম্বে উঠিয়া বসিয়া পত্নীকে বলিলেন, "আজ এই ব্যক্তিরই প্রকৃত স্নান হইয়াছে। ইহাঁর স্পর্শে রোগের ঘোর কাটিয়া গেল।"

—(:)—

নির্ঘণ্ট

বিষয়	সংখ্যা
অপ্রতিকার অর্থাৎ কুর্ম্মধর্ম্ম, ৺ভূদেব বাবুর কথা ...	১
অশান্তির দুঃখ, ইউরোপে	৪৯
অহিংসকের আত্মরক্ষা, পরমহংসদেবের গল্প	১১
আত্মগৌরব, দোকানীর	৬৭
আমিত্ব, পরমহংসদেবের কথা	৫
আস্তিকতা এবং দৃঢ়তা, কুমারিল ভট্ট	৫৯
উদারহৃদয় প্রভু, ৺মদনমোহন দত্ত	৬৮
উদ্যমে উন্নতি, ক্লার্ক	৭৪
উপস্থিত কবি, বাণেশ্বর	১২৩
এক লক্ষ্য, মার্শেলিসের কৃপণ	৮১
এথীনীয় সততা, জনসাধারণের সভার	১১৭
এদেশের প্রয়োজন, কৃতকর্ম্মা শিক্ষক	১৫৭
ঐহিক প্রার্থনা, পার্সি পুরোহিতের	১০১
কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আদর, পঞ্চম জর্জ্জ	১৪৬
কর্ত্তব্যের দৃঢ়তা, হঙ্গেরীয় সৈনিকত্রয়	১০৬
কর্ত্তব্যপরায়ণতা, কাপ্তেন পিকথরন্	৩৫
কর্ম্মযোগ, গ্যারিবাল্ডি	৫৩
কর্ম্মশক্তি ও স্বল্পাহার, বৈদ্যুতিক এডিসন	১৫১
করমেতি বাই, ভক্তিরস	১০
কলির প্রভাব, কিসে থাকে না	১২০
কাজের সুবিধা, শেষ রাত্রিতে	১০৪
কার্য্যসিদ্ধির উপায়, একাগ্র পরিশ্রম	১৪৪
কুর্ম্মধর্ম্ম, মহাত্মা গন্ধি	৪৪

বিষয়			সংখ্যা
কৃতজ্ঞ ভৃত্য, ৺রামদুলাল সরকার	...	...	৬৯
কৃতজ্ঞতা, চতুর্দ্দশ লুইস	... ..	..	১৪১
কৃতজ্ঞতার সমাদর, মিঃ ড্রাউলে	... ...	...	৫৬
ক্ষমা, বশিষ্ঠের	... ...	...	৪২
ক্ষমা, সন্ন্যাসীর শিষ্য	... ...	...	১৫৪
গীতাপাঠ, ব্রাহ্মণ কুমারের	... ...	..	৪৯
গুণজ্ঞ নৃপতি, আকবরসাহ	... ...	...	৮০
গুণগ্রাহিতা, ইংরাজ লেখকদিগের	..	...	৮৫
গুরুজনের সেবা, নিউইয়র্কের বালিকা	...	...	১৩৮
গুরু-দক্ষিণা, দ্বারবঙ্গে	... ...	...	৪
গুরু-ভক্তি, আবু ওসমান	... ...	...	১২৪
গ্রীক মহাত্মা, ডিমস্থিনিস্	.. ...	...	৭৯
গ্রীক স্বদেশ-ভক্ত, লিওনিডাস	... ...	...	২
গৌরবের কারণ, ন্যায়পরতা	.. ...	...	২২
চাঞ্চল্যে ক্ষতি, বণিক পুত্রের	... ...	...	১০৯
চাঁদার টাকার সদ্ব্যয়, সার ফজল ভাই	...	...	৭৩
চিরকুমারীদিগের মাতৃভাব, নিউইয়র্কে	...	...	১০০
চোরের ধর্ম্মরক্ষা, বারদীর ব্রহ্মচারী	...	...	৭০
জাতীয় অবজ্ঞা, জাপান ও ভারত	...	...	৫৪
জাতীয় কার্য্যে অটলতা, কচ	... ...	...	৭৭
জাতীয় প্রধান অভাব, উপযুক্ত নেতার	...	...	৬৬
জ্ঞান ও একাগ্র ভক্তি, গঙ্গাস্নান	...	...	১৬০
তন্ময়তা, মহাত্মা আলির	... ...	...	১১৫